বাংলায়

বোখারী শরীফ

হাদীস সমূহ

সংকলক ঃ মোহাম্মদ আবদুল করিম খান

সম্পাদক ঃ অধ্যক্ষ হাফেজ এম.এ. জলিল

মোহাম্মদ আবদুল করিম খান সংকলিত

বাংলায় বোখারী শরীফ

হাদীস সমূহ

সম্পাদক

আলহাজ্ব মাওলানা হাফেজ মোহাম্মদ আব্দুল জলিল

এম.এ., বি.সি.এস

প্রিন্সিপাল, কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া আলিয়া মাদ্রাসা,
মোহাম্মদপুর, ঢাকা, বাংলাদেশ।
সাবেক ডাইরেক্টর, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ।

সহযোগী সম্পাদক

আলহাজ্ব মাওলানা আলী আহমদ ভূঁঞা
ভাইস্ প্রিন্সিপাল, শাকপুর সিনিয়র মাদ্রাসা
বরুড়া, কুমিল্লা, বাংলাদেশ।

প্রকাশনায়
ডাইনামিক প্রকাশন
নীলক্ষেত, ঢাকা।

সর্বস্বত্ব : রুখসানা খান

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারী ১৯৯০, রজব ১৪১০
মাঘ ১৩৯৬

দ্বিতীয় সংস্করণ
আগষ্ট ১৯৯৩, রবিউল আউয়াল ১৪১৪
ভাদ্র ১৪০০

তৃতীয় সংস্করণ
আগষ্ট ১৯৯৪, রবিউল আউয়াল ১৪১৫
ভাদ্র ১৪০১

চতুর্থ সংস্করণ
জানুয়ারী ১৯৯৬, শাবান ১৪১৬
মাঘ ১৪০২

পঞ্চম সংস্করণ
জানুয়ারী ১৯৯৮, রমজান ১৪১৮
পৌষ ১৪০৪

৬ষ্ঠ সংস্করণ
আগষ্ট ২০০০, জমাদিউল আউয়াল ১৪২১
শ্রাবণ ১৪০৭

৭ম সংস্করণ
জুলাই ২০১০, রজব ১৪৩১
শ্রাবণ ১৪১৭

৭ম সংস্করণ হইতে প্রচ্ছদ পরিবর্তন করা হইল।

কম্পোজ :
মুহাম্মদ আব্দুল হাকিম

মুদ্রণ : বর্ণমালা প্রিন্টিং এন্ড এক্সেসরিজ
৮৫/১, পুরানা পল্টন লেইন, ঢাকা। ফোন: ০১৮১১ ৫০৬৫০৬

হাদীয়া: ছয় শত টাকা মাত্র (বাংলাদেশে)
পনের মার্কিন ডলার (বিদেশে)

Banglaye Bokhari Sharif (Hadis only) compiled by Mohammad Abdul Karim Khan, edited by Hafez Mohammad Abdul Jalil, Principal, Quaderia Taiyebia Aliya Madrasha, Mohammadpur, Dhaka-1207 and Moulana Ali Ahmad Bhuiyan, Vice principal, Shakpur Senior Madrasha, Barura, Comilla.

Hadia Tk.600/- (outside Bangladesh US # 15)

সংকলকের কথা

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম।

সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর যিনি মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন, কথা বলা শিখাইয়াছেন এবং কলম দ্বারা শিক্ষাদান করিয়াছেন।

পরম করুনাময় আল্লাহতাআলা মানব সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে তাঁহার ইচ্ছা মাফিক জ্ঞান, রেজেক এবং হায়াত দিয়াছেন। আল্লাহ্ প্রদত্ত জ্ঞানের অতিরিক্ত কিছু হাসেল করা কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়, তবে হাসেল করণার্থে জ্ঞানের অন্বেষণ করিতে হইবে। মানবকূলকে জ্ঞান দানের জন্য আল্লাহতা'লা যখনই প্রয়োজন মনে করিয়াছেন কেতাব নাজেল করিয়াছেন। এইরূপ প্রধান আসমানী কেতাবের সংখ্যা চারিটি - তৌরাত, জবুর, ইঞ্জিল ও কোরআন। আল্লাহতা'লা শুধু আসমানী কেতাব নাজেল করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। উক্ত কেতাবের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এবং খুঁটি নাটি ভালরূপে বুঝাইয়া দিবার জন্য আল্লাহতা'লা নবী-রাসূলগণকেও প্রেরণ করিয়াছেন। নবী- রসূলগণ আসমানী কেতাবের মূল বক্তব্য প্রচার করিয়াছেন, নিজে আমল করিয়া দেখাইয়াছেন - কিভাবে বিধি বিধান সমূহ কার্য্যকর করিতে হয়, নিজের জীবন চরিত দ্বারা তাহার বাস্তব উপমা স্থাপন করিয়াছেন।

আল্লাহতা'লা কর্তৃক নাজেলকৃত আসমানী কেতাব সমূহের সর্বশেষটি হইল আল-কোরআন আর আল্লাহতা'লা কর্তৃক প্রেরিত সর্বশেষ নবী হইলেন জনাবে রসূলুল্লাহ মোহাম্মদ মোস্তফা আহাম্মদ মুজতবা (দঃ), যিনি ৫৭০ খৃষ্টাব্দের রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখে পবিত্র মক্কা নগরীতে সম্ভ্রান্ত কোরায়েশ বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মোত্তালিব এবং মাতার নাম বিবি আমেনা।

আল্লাহতা'লার মনোনীত ধর্মের নাম ইসলাম। ইহা শাশ্বত স্বাভাবিক ধর্ম ব্যবস্থা। যুগে যুগে নবী রসূলগণ এই ইসলাম ধর্ম প্রচার করিয়াছেন। প্রয়োজন মাফিক আল্লাহ তাবারুক তালা আসমানী কেতাবের দ্বারা নবী রসূলগনের মাধ্যমে ধর্মের প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন ও আধুনিকিকরণ করিয়াছেন। মহানবী হযরত মোহাম্মদ (দঃ) এর মাধ্যমে এই ধর্মকে পরিপূর্নতা দেওয়া হইয়াছে। পরবর্তীতে আর কোন নবী-রসূল আসিবেন না এবং কোন আসমানী কেতাবও নাজেল হইবে না।

ইসলামী বিধানের উৎস চারিটি - কোরআন, হাদীস, এজমা ও কেয়াস। আল্লাহর কেতাব কোরআনের পরই ইসলামী বিধানের উৎস হিসাবে হাদীসের স্থান। হাদীস শব্দের শাব্দিক অর্থ-যাহা পূর্বে ছিল না এমন কিছু। প্রচলিত অর্থে রসূল (দঃ) যাহা বলিয়াছেন, তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া যাহা

বলা হইয়াছে, যেই সকল কাজ বা উক্তিকে তিনি প্রত্যক্ষ ভাবে, পরোক্ষভাবে বা নীরবতা দ্বারা সমর্থন করিয়াছেন তাহা সকলই হাদীস। হাদীস রসুল (দঃ) এর সাহাবাদের মাধ্যমে আসিয়াছে। সাহাবাগণ মুখে মুখে হাদীস প্রকাশ ও প্রচার করিতেন। কোন কোন লেখা পড়া জানা সাহাবা পুস্তকাকারে হাদীস লিপিবদ্ধ করিয়াও রাখিতেন। রসুল (দঃ) এর নির্দেশে আবু শাহ ইয়েমেনী (রাঃ) হাদীস লিপিবদ্ধ করেন। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) এবং আলী (রাঃ) এর নিকট হাদীস সম্বলিত পুস্তিকা ছিল। রসুল (দঃ) এর ও তদসংলগ্ন জমানার কয়েকজন বিখ্যাত হাদীস সংকলকের তালিকা নিম্নরূপ :-

১। হযরত আবু শাহ ইয়েমেনী (রাঃ) রসূল (দঃ) এর নির্দেশে বিদায় হজ্বের ভাষণ সমূহ লিপিবদ্ধ করেন।

২। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) একখানা হাদীস গ্রন্থ সংকলন করিয়া উহা রসূল (দঃ)কে শুনাইয়া সত্যায়ীত করাইয়া রাখেন।

৩। হযরত আলী (রাঃ) লিখিত গ্রন্থের নাম 'সহিফায়ে আলী'।

৪। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) তাঁহার 'সহিফায়ে সাদেকাহ' নামক গ্রন্থে প্রায় ১০০০ খানা হাদীস সন্নিবেশ করেন।

৫। হযরত ওরওয়া ইবনে জোবায়ের (রাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্নিত হাদীস সমূহ লিখিয়া রাখেন।

৬। হযরত সামুরা ইবনে জুন্দুব (রাঃ) হাদীসের একটি সংকলন লিপিবদ্ধ করেন।

৭। হযরত সা'দ ইবনে ওবাদাহ (রাঃ) 'সহিফায়ে সা'দ ইবনে ওবাদাহ' নামে একটি হাদীস গ্রন্থ সংকলন করেন।

৮। হযরত নাফে (রাঃ) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সমূহ লিখিয়া গ্রন্থটির নাম দেন 'মাকতুবাতে নাফে।'

৯। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) তাঁহার রেওয়ায়েত সমূহ গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করেন।

১০। (ক) হযরত হাম্মাম ইবনে মুনাব্বাহ তাঁহার ওস্তাদ হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) এর রেওয়ায়েত সমূহ লিখিয়া উহার নামকরণ করেন 'সহীফায়ে সহীহা।'

(খ) হযরত বশীর ইবনে নুহাইক (রঃ) তাঁহার ওস্তাদ হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) এর বর্ণনা করা হাদীস সমূহ লিপিবদ্ধ করিয়া উক্ত হাদীস সমূহ হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)কে দিয়া সত্যায়ীত করাইয়া নেন।

(গ) সাহাবাদের আমলে লিপিবদ্ধ 'আবু হোরায়রার মুসনদ' নামে একখানা গ্রন্থ মিশরের গভর্নর আবদুল আজিজ ইবনে মারওয়ানের নিকট রক্ষিত ছিল। ইহার একটি কপি বর্তমানে জার্মান লাইব্রেরীতে রক্ষিত রহিয়াছে।

১১। হযরত ওহাব ইবনে মানাব্বাহ (রঃ) এবং হযরত সোলায়মান ইবনে

কায়েস (রঃ) হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) এর রেওয়ায়েত সমূহ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন।

১২। হযরত সাঈদ ইবনে জোবায়ের (রঃ) নামক তাবেয়ীর নিকট হযরত আবদুল্লাহ বর্নিত হাদীস সমুহ লিপিবদ্ধ ছিল।

আমরা বর্তমানে যে সকল হাদীস গ্রন্থ পাই তাহা সংকেলিত হইয়াছে ২০০ ও ৩০০ হিজরী সনের মধ্যবর্তী সময়ে। নিম্নোক্ত ৬টি হাদীস গ্রন্থকে ছিহ্হায়ে ছিত্তা বা বিশুদ্ধতম ৬ বলা হয়।

নাম	সংকলক	জীবন কাল
১। বোখারী শরীফ	ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ ইবনে ঈসমাইল আল-বোখারী (রঃ)	১৯৪-২৫৬ হিজরী
২। মোসলেম শরীফ	ইমাম আবুল হোসাইন মোসলেম ইবনে হাজ্জাজ আল-কোশাইরী (রঃ)	২০৪-২৬১ হিজরী
৩। নাসায়ী শরীফ	ইমাম আবু আব্দুর রহমান আহমদ ইবনে শোয়াইব আন-নাসায়ী (রঃ)	২১৫-৩০৩ হিজরী
৪। তিরমিযি শরীফ	ইমাম আবু ঈশা মোহাম্মদ ইবনে ঈশা আত-তিরমিযি (রঃ)	২০২-২৭৯ হিজরী
৫। আবু দাউদ শরীফ	ইমাম আবু দাউদ সোলাইমান ইবনে আশআচ আস্ সাজাসতানী (রঃ)	২০৪-২৭৫ হিজরী
৬। ইবনে মাজা শরীফ	ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ ইবনে ইয়াজীদ ইবনে মাজা কাযবীনি (রঃ)	২০৩-২৭৯ হিজরী

ছিহ্হায়ে ছিত্তার মধ্যে আবার বোখারী শরীফ শীর্ষে। বিশুদ্ধ হাদীস চয়নের জন্য ইমাম বোখারী (রঃ) পবিত্রতা, আমল এবং উপযুক্ত প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়াছেন। কোন হাদীসের ব্যাপারে নির্ভুল প্রমাণ পাওয়া না গেলে কিম্বা প্রমাণের নির্ভুলতায় কোনরূপ সন্দেহ থাকিলে তিনি তাঁহার গ্রন্থে উক্ত হাদীস সন্নিবেশ করা হইতে বিরত থাকিয়াছেন।

ইমাম বোখারী (রঃ) ছিলেন অসাধারণ মেধাবী। তিনি যখন ১০ বছরের বালক তখনই তিনি কয়েক হাজার হাদীস মুখস্ত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। সনদসহ হাদীস মুখস্ত রাখা এক কঠিন কাজ। ১০ বছর বয়সেই তিনি তাঁহার ওস্তাদ সেই যুগের শ্রেষ্ঠ মোহাদ্দেস দাখেলীর সনদ বর্ণনায় একটি ভুল ধরিলে দাখেলী প্রথমে মানিতে রাজী হন নাই কিন্তু তাঁহার সবিনয় অনুরোধে মুল পান্ডুলিপি দেখিয়া নিজের ভুল সংশোধন করেন। ১৬ বছর বয়সে তিনি আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক ও ইমাম মকী সংগৃহীত সমুদয় হাদীস মুখস্ত করিয়া ফেলেন। ১৮ বছর বয়সে তিনি প্রায় ৬ লক্ষ হাদীস সংগ্রহ করিয়া ফেলেন এবং তাঁহার ওস্তাদ ইমাম ইসহাক ইবনে রাহওয়ার অভিপ্রায় পুরানার্থে গ্রন্থ সংকলনে হাত দেন। দীর্ঘ ১৬ বৎসর তাকওয়া ও তাহারাতের উপর থাকিয়া তিনি বোখারী শরীফ সংকলন শেষ করেন। তাঁহার

নিকট হইতে প্রায় ৯০ হাজার মোহাদ্দেস গ্রন্থটি শ্রবন করেন।

মুফতী আমিনুল এহসান সাহেবের মতে বোখারী শরীফে সংকলিত হাদীসের সংখ্যা ৭৩৯৭। তাকরার বা পুনরাবৃত্তি বাদ দিলে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ২৪৬০ টিতে। মতান্তরে বোখারী শরীফে সংকলিত মওকুপ রেওয়ায়েতের ছাড়া মোট হাদীস ৯০৮২টি এবং তাকরার বাদ দিলে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ২৫১৩টিতে। একই হাদীসে বিভিন্ন বিষয় উল্লেখ থাকায় একই হাদীস একাধিক অধ্যায়ে সন্নিবেশ করার প্রয়োজন হইয়াছে। মূল বোখারী শরীফে হাদীস ছাড়াও রহিয়াছে আল্লাহর বাণী, ব্যাখ্যা -বিশ্লেষণ ইত্যাদি। গ্রন্থটি আরবী ভাষায় সংকলিত। গত প্রায় ১,২০০ বছরে এই গ্রন্থটি পৃথিবীর বহু ভাষায় অনুদিত হইয়া হাদীসের বাণী মানবকুলের মধ্যে বিতরণ পূর্বক মানব সমাজকে উপকৃত করিয়া আসিতেছে।

বাংলা ভাষায় বোখারী শরীফের অনুবাদের ইতিহাস বেশী দিনের নয়। বর্তমানে বাজারে যে সকল অনুবাদ রহিয়াছে সেগুলি আরবী ও বাংলা ভাষায় সংমিশ্রণ। প্রথমে আরবীতে হাদীসটি লিখিয়া বাংলা অনুবাদ করা হইয়াছে কোন কোনটিতে। কোন কোনটিতে কিছু কিছু হাদীসের আরবী উঠাইয়া বাংলা করা হইয়াছে। অনুবাদে অনুবাদক কোন কোনটিতে অলঙ্করণে ও বাগাড়ম্বরে প্রাধান্য দিয়াছেন আবার কোন কোনটিতে অন্যের সমালোচনা প্রাধান্য পাইয়াছে। ইহাতে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি পাইয়া পাঠকের সময়ের ও অর্থের দুর্লভতা আনিয়া দিয়াছে। আরবী ভাষার প্রতি ধর্মীয় ভীতিও অনেককে এই সকল অনুবাদ পড়িতে নিরুৎসাহীত করে।

বিভিন্ন অনুবাদ পাঠকালে আমার মনে হইয়াছে যে মূল হাদীসকে ঠিক রাখিয়া, তাকরার যথা সম্ভব বাদ দিয়া এবং হাদীস নয় এমন বিষয়াবলী পরিহার করিয়া হাদীস সমূহকে এক বা দুই ভলিউমে সুলভে জনগনের নিকট পৌঁছাইতে পারিলে তাহারা এই মহাগ্রন্থের মূল হাদীসসমূহ জানিতে পারিবে এবং ইহা দ্বারা ইসলামী জ্ঞানের অন্যতম উৎসকে জানা সম্ভব হইবে। ১৯৯১ ইং সনের জানুয়ারী মাস হইতে আল্লাহতালা আমাকে এই মহান কাজে ব্রতী করিয়াছেন এবং তখন হইতে বর্তমানে বাজারে প্রচলিত বিভিন্ন সংকলন জোগাড় করিয়া ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের সাথে আলাপ আলোচনা করিয়া আমি এই মহান কাজ শুরু করিয়াছি। ১৪ মাস সময়ের পরিশ্রমে আমার লেখা শেষ হইয়াছে। জীবনের অত্যন্ত প্রতিকূল সময়ে শুরু করিয়াছি বিধায় এই বিরাট কাজ শেষ করিতে পারিব কিনা সে বিষয়ে আমার জীবন সংশয় ছিল। দয়াময় আল্লাহতালার অশেষ মেহেরবানী - তিনি আমার মত গোনাহগার বান্দাকে দিয়া এই কাজ শেষ করাইয়াছেন।

কাজের শেষ প্রান্তে আসিয়া আমি ঢাকার কাদেরিয়া তৈয়্যাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল শ্রদ্ধেয় হাফেজ মোঃ আবদুল জলিল সাহেবকে বিষয়টি অবহিত করিয়া ইহার সম্পাদানার দায়ীত্ব গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলে তিনি আমার এই কাজকে মহান আখ্যায়িত করিয়া ইহার উচ্ছসিত প্রশংসা করেন এবং তাঁহার সময়ের যথেষ্ট অপ্রতুলতা থাকা সত্ত্বেও চূড়ান্ত সম্পাদনার দায়ীত্ব গ্রহণ করিতে

সানন্দে রাজী হন। শাকপুর (কুমিল্লা) মাদ্রাসার ভাইস প্রিন্সিপাল আমার স্ব-গ্রাম কাকৈরতলা নিবাসী শ্রদ্ধেয় মাওলানা আলী আহমদ ভুঁঞা সাহেবকে গ্রন্থটি সম্পাদনা করিতে অনুরোধ করিলে তিনিও সানন্দে রাজী হন এবং গ্রন্থখানার সম্পাদনায় সহযোগীতা করেন। তাঁহার সহকর্মী শাকপুর সিনিয়র মাদ্রাসার প্রভাসক মাওলানা রফিকুল ইসলাম 'আল মো'জামুল মোফহারেছ' নামক একখানা দুর্লভ আরবী গ্রন্থ দ্বারা সাহায্য করিয়াছেন যাহার ফলে কোরআন শরীফের উদ্ধৃতি সমূহের পারা, সূরা ও আয়াত সমূহের সঠিক নম্বর সংযোজন করা সম্ভব হইয়াছে। বর্তমানে বাজারে প্রচলিত অনুবাদ সমূহে ইহা হয় নাই না হয় ভুল আকারে রহিয়াছে। বিষয় অনুযায়ী পরিচ্ছেদ তৈরী করিয়া ও যথা সম্ভব তাকরার বাদ দিয়া এই সংকলনে হাদীসের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ২৭০৫ টিতে।

বিষয় অনুযায়ী পরিচ্ছেদ তৈরীতে সাহায্য করিয়াছেন কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং এর মেধাবী ছাত্র জনাব মাসুদ করিম খান ও তাহার কম্পিউটার। প্রুফ রিডিং এ সাহায্য পাইয়াছি মিসেস হোসনে আরা করিমের নিকট হইতে। পরামর্শ, উৎসাহ ও অন্যান্যভাবে সাহায্য করিয়াছেন কবি মোহাম্মদ ফারুক খান, প্রাক্তন উপজেলা চেয়ারম্যান জনাব নুরুল ইসলাম মিলন, ডাঃ আবুল কালাম ও আরও অনেকে। গ্রন্থখানা প্রকাশনায় অর্থ ধার দিয়া সাহায্য করিয়াছেন নিউইয়র্কবাসী জনাব সোলেমান মুজুমদার, জেদ্দা প্রবাসী বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জনাব রশিদ আহমেদ ভুঁঞা এবং ইসলামপুরের বিশিষ্ট বস্ত্র ব্যবসায়ী জনাব খোরশেদ আলম (মান্নান)। আমি তাঁহাদের সকলের নিকট অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।

হাদীস গ্রন্থ পাঠে পূর্ণ ঈমানের প্রয়োজন হয়। হাদীসে রসূল (দঃ) এর জীবনের বিভিন্ন অবস্থার বিবরণ রহিয়াছে। সাহাবাগণ, তাবেয়ীগণ, তাবেতাবেয়ীগণ যেইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন সেইভাবেই হাদীস সংকলিত হইয়াছে। রসূল (দঃ) ও কোন কোন বিষয় অবস্থাভেদে একাধিকভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। হাদীস গ্রন্থে বর্ণনা অনুযায়ীই বিষয়টি আসিয়াছে। রসূল (দঃ) এর জমানায় বিভিন্ন বিধান জারী হইতেছিল এবং কোন কোন বিধান সংশোধিতও হইতেছিল। এমতাবস্থায় হাদীস পাঠকালে অসামঞ্জস্যতা দেখিয়া কেহ সমালোচনা শুরু করিলে গোনাহগার হইতে হইবে। ইহা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস রাখিতে হইবে যে আল্লাহ এবং তাঁহার রসূল যে বিধান দিয়াছেন উহাই সঠিক। হয়ত জ্ঞানের অভাবেই আমরা ইহা এখন এইখানে বুঝিতেছি না। আরও জ্ঞান লাভ করিলে আমরা ইহা বুঝিতে পারিব। তাছাড়া কিছু কিছু বিষয় আছে যাহা রসূল (দঃ) এর জন্য খাস, অন্যের বেলায় প্রযোজ্য নয়।

আল্লাহ, রসূল এবং সাহাবায়ে কেরামের সমালোচনা করার অধিকার আমাদেরকে দেওয়া হয় নাই। সাহাবা নয় এমন কেহ অন্য সাহাবার সমালোচনা করিতে পারে না। ইহা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। শরীয়াহ জানিতে ফেকাহ শাস্ত্রের অধ্যয়ন প্রয়োজন। অধিকাংশ হাদীস ব্যাখ্যা সাপেক্ষ হওয়া সত্ত্বেও কলেবর বৃদ্ধি এড়ানোর এবং পাঠককে মুক্ত বিবেকের উপর ছাড়িয়া দেওয়ার জন্য শুধুমাত্র টিকা-টিপ্পনির আশ্রয় নেওয়া হইয়াছে। কোন হাদীসে হানাফী বা অন্য কোন মযহাবের বিপরীত

বর্ণনা আসিলে সেই ক্ষেত্রে সেই ফেকাহ্ গ্রন্থের সাহায্য নিতে হইবে। বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

অনেক সতর্কতা সত্ত্বেও ভুল ভ্রান্তি থাকিয়া যাওয়া স্বাভাবিক। এই সকল অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আগাম ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। কেহ কোন প্রকার উপদেশমূলক বা গঠনমূলক পরামর্শ বা সমালোচনা পাঠাইলে উহা অত্যন্ত সমাদরের সহিত গ্রহণ করা হইবে এবং গ্রহন যোগ্য হইলে পরবর্তী সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত করা হইবে।

এই গ্রন্থ দ্বারা বাংলা ভাষাভাষী জনগণ উপকৃত হইলে এবং দ্বীনি এলেম প্রসার লাভ করিলে শ্রম স্বার্থক মনে করিব।

আল্লাহ্ আমাদের সকলকে হেফাজত করুন। আমিন।

মৌসুমী
২০৯, ইমাম বোখারী রোড
লালকুঠি, মিরপুর, ঢাকা-১২১৮,
জানুয়ারী, ১৯৯৩ ইং।

বিনীত
মোহাম্মদ আব্দুল করিম খান

YQADRI.BLO

সম্পাদকের কথা

মুসলিম জাহানে বোখারী শরীফখানী হাদীস গ্রন্থ সমূহের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় এবং কোরআন মজিদের পর বিশুদ্ধতম কেতাব হিসাবে সুপরিচিত ও পরিগণিত । হযরত আবু আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ ইবনে ইসমাইল বোখারী ওরফে ইমাম বোখারী (রঃ) দীর্ঘ ১৬ বৎসর পরিশ্রম করিয়া বোখারী শরীফ সংকলন করিয়াছেন। তাঁহার জন্ম ১৯৪ হিজরী এবং ইনতিকাল ২৫৬ হিজরী। হিজরী তিন শতকের মধ্যে আল্লাহর প্রিয় রসূল (দঃ) এর হাদীস শরীফ সংগ্রহ ও কেতাব আকারে প্রণয়নের কাজ প্রায় সমাপ্ত হয়। ঐ সময়ে এই কাজটিই ছিল সবচাইতে গৌরবের কাজ। ইমাম বোখারী (রঃ) এই দুরূহ কাজের অগ্রসৈনিক।

ইমাম বোখারী (রঃ) কয়েক লক্ষ হাদীস শরীফ বাছাই করিয়া বর্ণনাকারীগণের সততা,আমানত, মেধাশক্তি ও ন্যায়পরায়নতার ভিত্তিতে পুনরাবৃত্তিসহ মাত্র ৭৩৯৭ খানা হাদীস বোখারী শরীফে সংকলন করেন । পুনরাবৃত্তি বাদ দিলে ইহার সংখ্যা দাঁড়ায় মাত্র ২৪৬০ খানায়। উক্ত সংকলনের অনুবাদ বিভিন্ন ভাষায় রূপান্তরিত করিয়া মুসলিম জাহানকে বিশুদ্ধতম হাদীসের সহিত পরিচিত করাইয়াছেন বিভিন্ন যুগের মনিষীগণ। বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য টিকা-টিপ্পনী বা সংক্ষিপ্ত ভাষ্যসহ কিছু কিছু অনুবাদ আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। অধুনা ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ তাহদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে বোখারী শরীফের অনুবাদ আরম্ভ করিয়াছেন। তাহাদের সকলের পরিশ্রমকে আমরা সাধুবাদ জানাই কিন্তু সাথে সাথে ইহাও উল্লেখ করিতে চাই যে তাহাদের সকল ব্যাখ্যার সাথে আমরা একমত নহি।

বাংলাদেশের জনগনের বিশেষ করিয়া উচ্চ শিক্ষিত মহলের নিত্যসঙ্গী হিসাবে সাথে রাখার মত সাইজ করিয়া বোখারী শরীফের অনুবাদ ও সংকলনের কাজে ব্রতী হইয়াছেন জনাব মোহাম্মদ আবদুল করিম খান।

পেশায় একজন উচ্চ পদস্থ ব্যাংকার হইলেও তাঁহার অন্তরে রহিয়াছে ইসলামী জ্ঞানের অদম্য বাসনা। ইহাতে উদ্বুদ্ধ হইয়াই তিনি পুনরাবৃত্তি ও আনুসাঙ্গিক অংশ বাদ দিয়া সনদ হিসাবে কেবলমাত্র মূল বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ করিয়া বোখারী শরীফের মূল হাদীসের সরল বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করার কাজে হাত দিয়াছেন এবং চূড়ান্ত সম্পাদনার জন্য আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন। শিক্ষা প্রশাসনের বর্তমান জটিলতার আবর্তে নিমগ্ন থাকা সত্ত্বেও তাঁহার এই অনুরোধ উপেক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। অনুবাদের যথার্থতা, প্রকাশ ভঙ্গির সাবলীলতা, পাঠকের ধারনক্ষমতা ও মূল হাদীসের মর্মকথার প্রতি সাবধানতা অবলম্বন করিয়া প্রয়োজনীয় পাদটীকা সহ সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করার চেষ্টায় ত্রুটি করি নাই-এতটুকু প্রত্যয় ব্যক্ত করিতে

আনন্দ অনুভব করি। তবুও আমরা কেহই ভুলত্রুটির উর্ধে নহি। পাঠক সমাজ ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে ত্রুটি বিচ্যুতি চিহ্নিত করিয়া অবহিত করিলে পরবর্তী সংস্করণে তাহা সংশোধনের চেষ্টা করা হইবে। অনুবাদ সংকলক জনাব মোহাম্মদ আবদুল করিম খান কম্পিউটারের মাধ্যমে হাদীসের শিরোনাম ক্রম সাজাইয়াছেন সেইজন্য তাঁহার পরিশ্রমকে ধন্যবাদ জানাই।

হানাফী মাজহাবভুক্ত ভাইদের খেদমতে একটি কথা আরজ করিতে চাই। আমল সম্পর্কিত হাদীস সমূহে হানাফী মাজহাবের খেলাফ কোন হাদীস পাওয়া গেলে সেই ক্ষেত্রে হানাফী ফেকাহর কেতাব দেখিয়া নিবেন অথবা হানাফী পণ্ডিত ওলামাদের সহিত পরামর্শ করিয়া উক্ত বিষয়ের ফয়সালা জানিয়া নিবেন।

আল্লাহ পাক বিজ্ঞ সংকলকের শ্রম কবুল করুন এবং বাংলাভাষী ভাইদের অন্তরে ইসলামী জ্ঞান আহরণে আগ্রহ সৃষ্টি করুন। আমিন।

বিনীত
হাফেজ মোহাম্মদ আবদুল জলিল

কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া আলিয়া মাদ্রাসা
মোহাম্মদপুর, ঢাকা, বাংলাদেশ।
জানুয়ারী, ১৯৯৩ ইংরেজী

সহযোগী সম্পাদকের কথা

বোখারী শরীফ একটি দুর্লভ গ্রন্থ। পুন্যাত্মা ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল-বোখারী (রঃ) দীর্ঘ ১৬ বৎসর কঠোর পরিশ্রম করিয়া হাদীসের এই ভাণ্ডার রাখিয়া না গেলে বিশুদ্ধ হাদীসের এই আধার হইতে মানবকুল বঞ্চিত হইত। আল্লাহ তাঁহাকে ইহার সওয়াব দান করুন। আমিন।

বাংলা ভাষায় বর্তমানে প্রাপ্য হাদীস গ্রন্থ সমূহ হইতে মোহাম্মদ আব্দুল করিম খান সংকলিত বাংলায় বোখারী শরীফ গ্রন্থনার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। ইহাতে মতবাদ, ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ, অলঙ্করণ ইত্যাদি পরিহার করা হইয়াছে। সংকলক তাঁহার কর্মকালে সযত্নে খেয়াল রাখিয়াছেন যাহাতে মূল হাদীস সমূহের বৈশিষ্ট অক্ষুন্ন থাকে এবং গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি না পায়। হাদীস সমূহের নামকরণে তিনি অত্যন্ত যত্নশীল থাকিয়া অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য যাহাতে বোখারী শরীফের হাদীস সমূহ সহজে ও সুলভে বাংলা ভাষাভাষীদের হাতে পৌঁছানো সক্ষম হয়। পেশায় একজন ব্যাংকার হওয়া সত্ত্বেও ইসলামি জ্ঞানের আধার এই গ্রন্থ সংকলনের কাজে ব্রতী হওয়া তাঁহার প্রতি দয়াময় আল্লাহতা'লার কৃপারই বহিঃপ্রকাশ।

অনেক হাদীস ব্যাখ্যা সাপেক্ষ হওয়া সত্ত্বে ও গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি পরিহার করার জন্য ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বাদ দিয়া শুধু প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে টিকার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কোরআন শরীফের আয়াত সমূহের পারা, সূরা ও আয়াত নম্বর সঠিকভাবে দেওয়া হইয়াছে। ব্যাখ্যার প্রয়োজনে সুধী পাঠকবৃন্দ বিজ্ঞ আলেমদের পরামর্শ গ্রহণ করিবেন ইহা আশা করা হইয়াছে। ইহাতে জ্ঞান চর্চার সওয়াবও লাভ করা সম্ভব হইবে। এই মহান গ্রন্থ সম্পাদনার ক্ষেত্রে আমরা হাদীসের আক্ষরিক শব্দার্থের যথার্থতার দিকে সম্ভাব্য সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াছি।

রসূল (দঃ) এর অনুকরণ ও অনুসরণ করার জন্যই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদিগকে পবিত্র কোরআনে নির্দেশ দিয়াছেন। সেই নির্দেশ অনুযায়ী সাহাবায়ে কেরাম বিনা বাক্য ব্যয়ে অক্ষরে অক্ষরে হযরতের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন। হুজুর (দঃ) এর কাছে তাঁহারা যাহা শুনিতেন বা হুজুরকে যাহা করিতে দেখিতেন, তাহা তাঁহারা করিতেন। যেমন হযরত (দঃ) কে যেইভাবে অজু করিতে দেখিয়াছেন তাঁহারা সেইভাবেই অজু করিতেন। সাহাবায়ে কেরাম হুজুর (দঃ)কে সহজে কোন প্রশ্ন করিতেন না; তবে বিশেষ কোন সমস্যা দেখা দিলে প্রশ্ন করিতেন ও হুজুর (দঃ) উহার সমাধা করিয়া দিতেন। আল্লাহ ও তাঁহার রসূল প্রয়োজনীয় সব সমস্যার সমাধান করিয়া দিয়াছেন। নবীয়ে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, আমি

তোমাদের মধ্যে দুইটি জিনিষ (আমর) রাখিয়া যাইতেছি। যতদিন তোমরা উহা দৃঢ়তার সহিত ধরিয়া রাখিবে (আমল করিবে) ততদিন তোমরা পথহারা হইবে না। তবে হাদীসের বিভিন্নতার কারণে বিভিন্ন ফকিহ ও হাদীস বিশারদগণ বিভিন্ন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করিয়াছেন এবং এইভাবে চারটি মযহাবের সৃষ্টি হইয়াছে। সেই জন্য বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ট লোক হানাফী মযহাবার অনুসারী বিধায় হানাফী মযহাবের ব্যাখ্যা গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত হইবে।

এই সংকলনের মাধ্যমে আমরা কতটুকু সফলকাম হইয়াছি, পাঠক পাঠিকা সমাজ তাহা বিচার করিবেন।

বিনীত
আলী আহমদ ভূঁঞা

শাকপুর সিনিয়র মাদ্রাসা
বরুড়া, কুমিল্লা।
বাংলাদেশ।
জানুয়ারী, ১৯৯৩ ইংরেজী

YQADRI.BLOGSPOT.COM

৬ষ্ঠ সংস্করণের ভূমিকা

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিম

মহান আল্লাহ তালার অপার কৃপায় বাংলায় বোখারী শরীফ হাদীস সমূহ গ্রন্থখানা পঞ্চম সংস্করনের সব কয়টি কপি শেষ হওয়ায় ৬ষ্ঠ সংস্করন প্রকাশের প্রয়োজন হল। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে বাংলা ভাষাভাষী জনগন বোখারী শরীফের হাদীস সমূহের জ্ঞান লাভে দিন দিন আগ্রহ বৃদ্ধি করছে। আমি আমার শ্রম সার্থক মনে করছি এবং আল্লাহ পাকের লাখো শুকরিয়া আদায় করছি।

আমার প্রয়াশে উদ্বুদ্ধ হয়ে দু'খানা অনুরূপ গ্রন্থ গত বছর বাজারজাত হয়েছে। উক্ত গ্রন্থ দু'খানায় আমার সংকেলিত গ্রনন্থখানাকে নকল করার ব্যাপক প্রয়াশ লক্ষ্য করা যায়। আমি সন্তুষ্ট যে তবুও তাদের প্রচেষ্টায় যদি হাদীসের বানী ঘরে ঘরে পৌঁছা ত্বরান্বিত হয়।

বিভিন্ন স্থান থেকে পাঠকবৃন্দ পারামর্শ ও মতামত দিয়ে পত্র পাঠিয়েছেন। এক বিদ্বান ব্যক্তিতো 'সম্পাদকের কথা'র ব্যাপক সমালোচনা করেছেন। তাঁর আপত্তি হানাফী মাজহাব সংক্রান্ত কথা। তাঁর জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি যে সম্পাদক সাহেব অতি উচুদরের আলেম। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রীর এবং বিসিএস ডিগ্রিরও ধারক। গত প্রায় ৩৫ বছর তিনি শিক্ষকতায় জড়িত। তাঁর উপযুক্ততা প্রশ্নাতীত। অত্র উপমহাদেশের যে কোন আলেমের মোকাবেলা করার উপযুক্ততা তাঁর রয়েছে। যারা মাজহাব মানেন না তারা ইমাম আবু হানীফা (রঃ) এর মত ব্যক্তিকেও অবজ্ঞার চোখে দেখছেন, তাঁদের মনে রাখা দরকার যে অক্সিজেন ছাড়া মানুষ, গাছ পালা তথা কোন জীবই বাঁচেনা কিন্তু বিশুদ্ধ অক্সিজেনে সব কিছু পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। বাঁচার জন্য প্রয়োজন নির্দিষ্ট মাত্রায় নাইট্রোজেন মিশ্রিত অক্সিজেন। নির্দিষ্ট মাত্রায় প্রয়োগ করলে সাপের বিষ রোগ নিরাময় করে কিন্তু বিশুদ্ধ সর্পবিষ পানকারীর মৃত্যু অবধারিত। কোরআন কিংবা হাদিস হুবুহু পড়ে আমল করতে গেলে সে রকম হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। আমলের জন্য প্রয়োজন ফেকাহ শাস্ত্র। ফেকাহবীদগনকে আল্লাহ পাক উপযুক্ততা দিয়ে পাঠিয়েছেন। কোরআন এবং হাদীস অধ্যয়ন করেই ফেকাহবিদগন বিধান দিয়েছেন। কারুর যদি ইমামগনের চেয়ে বেশী প্রজ্ঞা রয়েছে বলে তিনি মনে করেন তাইলে আমার কিছু বলার নেই তবে ইমামগনের বিশেষ করে ইমাম আজম আবু হানীফার মেধা, জ্ঞান, উপযুক্ততা এবং প্রজ্ঞার ব্যাপারে যিনি সন্দিহান তাঁর জন্য করুনা হয়। এ ধরনের লোকেরাই হুজুর (দঃ) এর সময়ে তাঁর বিরোধিতা করেছিল। আবু জাহেল কম বিদ্বান ছিল না। কাফেররা তাকে আবুল হাকাম বলত।

আল্লাহ আমাদের সকলকে হেফাজত করুন। আমিন !!

বর্তমান সংস্করন হইতে পুর্বের প্রচ্ছদের স্থলে নতুন প্রচ্ছদ চালু করা হইল।

বিনীত
মোহাম্মদ আবদুল করিম খান
সংকেলক

মৌনুমী
২০৯, ইমাম বোখারী রোড
লালকুঠি, মিরপুর, ঢাকা -১২১৮,
আগষ্ট ২০০০ ইং

YQADRI.BLOGSP

সূচীপত্র

১। ঈমান

অহী	৩৩-৩৫
নিয়ত	৩৬
ঈমান	৩৬-৫১
ইসলাম	৫১-৬২
মুসলিম	৬২-৬৩
মোমেন	৬৩-৬৬
মোনাফেক	৬৬-৬৮

২। নিয়মকানুন

খাদ্য	৬৯-৭৪
পানীয়	৭৪-৭৬
শাস্তি	৭৬-৭৭
পোষাক	৭৭-৮২
চুল দাঁড়ি	৮২-৮৪
পর্দা	৮৪-৮৫
রাষ্ট্রনীতি	৮৫-৯৩
প্রস্রাব	৯৩-৯৪
পায়খানা	৯৪-৯৬
অন্যান্য	৯৬-১০১

৩। হালাল হারাম

খাদ্য	১০২-১০৯
পানীয়	১০৯-১১১
ছবি	১১১-১১৪

৪। অজু গোসল

অজু	১১৫-১২০
তায়াম্মুম	১২০-১২১
গোসল	১২১-১২৭

৫। নামাজ

আজান	১২৮-১৩০
কেবলা	১৩০-১৩১
সাধারন	১৩১
নামাজের কাপড়	১৩২
নামাজের স্থান	১৩৫-১৩৭
ছোতরা	১৩৯-১৪০
নামাজ বাহ্ম কাঁধে	১৪১
নামাজ গোনাহ্ মোছে	১৪১
নামাজের সময়	১৪১-১৫০
নামাজের আজান ও ইমামতি	১৫০
স্বস্থানে নামাজ	১৫১
নামাজ ধীরস্থিরভাবে	১৫১
নামাজে দাঁড়ানোর সময়	১৫১
একামতের পর নামাজ	১৫১-১৫২
নামাজের পূর্বে খাবার	১৫২
নামাজের জন্য কাজ ত্যাগ	১৫২
ইমামতি	১৫৩
নামাজ সংক্ষিপ্তকরন	১৫৭-১৫৮
তকবীরে হাত উঠানো	১৫৮-১৫৯
কেরাতের পূর্বে দোয়া	১৫৯
নামাজের তরতীব	১৫৯
নামাজের সুরা	১৬০-১৬২
নামাজে আমিন বলা	১৬২
নামাজে তকবীর	১৬৩-১৬৪
রুকু সেজদা	১৬৪-১৬৮
শবেকদর	১৬৮
সেজদা	১৬৮-১৬৯
নামাজে বসার নিয়ম	১৬৯
নামাজ পড়িবার নিয়ম	১৬৯-১৭১
নামাজ শেষে করনীয়	১৭১-১৭২
শত্রু মধ্যে নামাজ	১৭২-১৭৩
বেতেরের নামাজ	১৭৩-১৭৪
দোয়া কুনুত	১৭৪-১৭৬
বৃষ্টির জন্য নামাজ	১৭৬
নামাজ কসর করা	১৭৬-১৭৭
যানবাহনের উপর নামাজ	১৭৭-১৭৮

সফরে নামাজ ১৭৮
রুগ্নাবস্থায় নামাজ ১৭৯
রাতের নামাজ ১৭৯-১৮৩
বসিয়া নামাজ পড়া ১৮৩
নামাজের ফজিলত ১৮৩
সুন্নতের পর শুইয়া থাকা ১৮৩-১৮৪
ফজরের সুন্নত ১৮৪-১৮৫
এস্তেখারার নামাজ ১৮৫
চাশতের নামাজ ১৮৫-১৮৬
সুন্নত নামাজ ১৮৬
মাগরিবের পূর্বে নামাজ ১৮৬
নামাজে সালামের উত্তর ১৮৭
নামাজে কথাবার্তা বলা ১৮৭
নামাজ অবস্থায় কাজ ১৮৮
নামাজে শয়তানের আক্রমন ১৮৮
নামাজে কোমরে হাত ১৮৮
নামাজে কথা মনে পড়া ১৮৮
সহু সেজদা ১৮৯-১৯০
তারাবীর নামাজ ১৯০
হাল্কা নামাজ ১৯০
কে ইমাম হইবে ১৯০
দহ্রনের রূপ ১৯১
বেহেশত দোজখ দেখানো ১৯১
কেরাত জোরে পড়া ১৯২
নামাজের পর তসবীহ ১৯২
সহজ পন্থা অবলম্বন ১৯২
নামাজ ছাড়িয়া পত ধরা ১৯৩
জুমা ১৯৩ - ১৯৬
জামাত ১৯৭ - ২০২
মসজিদ ২০২ - ২১১

৬। রোজা

রোজা-এতেকাফ-কদর-এবাদত
রোজা ঢাল স্বরূপ ২১২
রোজার পুরস্কার ২১২
বিয়ের অসামর্থে রোজা ২১২
রোজাদারের মর্তবা ২১২
রমজানের রোজা ২১৩
রমজান মাসের হিসাব ২১৩ - ২১৪
রমজানের রোজা ২১৪
রমজানের কাজা রোজা ২১৪
মাসের হিসাব ২১৪
রোজার রাত্রে পানাহার ২১৪
সাদা ও কাল সুতা ২১৫
সেহেরী ২১৫ - ২১৬
রোজার নিয়ত ২১৬ - ২১৭
জানাবত অবস্থায় রোজা ২১৭
রোজা অবস্থায় মেলামেশা ২১৭
ভুলে পানাহার ২১৭
রোজা অবস্থায় শিংগা ২১৮
সফরে রোজা ২১৮ - ২১৯
মৃতব্যক্তির কাজা রোজা ২১৯
ইফতার ২১৯ - ২২০
একটানা রোজা ২২০ - ২২১
সেহেরীর সময় পর্যন্ত রোজা ২২১
রসুল (দঃ) এর রোজা ২২১ - ২২২
সারা বৎসর রোজা ২২২
অনুরোধে রোজা ভাঙ্গা ২২২
প্রতিমাসের শেষ ভাগে রোজা ২২৩
শুধু শুক্রবারে রোজা ২২৩
রোজার জন্য দিন স্থির করা ২২৩
ঈদের দিনে রোজা ২২৩ - ২২৪
আশুরার দিনে রোজা ২২৪ - ২২৫
আরাফার দিনে রোজা ২২৫
ফরজ রোজা শুরু ২২৬
রোজার অসামর্থে ফিদইয়া ২২৬
স্বামীর বিনানুমতিতে রোজা ২২৬
এতেকাফ ২২৬ - ২২৭
কদর ২২৭ - ২২৮
এবাদত ২২৮ - ২২৯

৭। হজ্ব

হজ্ব-ওমরা-কাবা
বিদায় হজ্বে মূলনীতি ২৩০
হজ্বের তরতীবে ক্রমধারা লংঘন ২৩১

এহ্রাম বাঁধার স্থান ২৩১
এহ্রামের পোষাক ২৩২
উলঙ্গাবস্থায় তওয়াফ ২৩২
অক্ষমের পক্ষে হজ্ব ২৩২
হজ্বে গোনাহ মাফ ২৩২
মিকাত ২৩৩
রিক্ত হস্তে হজ্ব ২৩৩
তলবিয়া পাঠ ২৩৪ - ২৩৫
এহ্রাম ২৩৫ - ২৪২
হেরেম এলাকায় তলবিয়া ২৪২
মক্কা প্রবেশের পথ ২৪২
হজ্ব পরিত্যক্ত হইবে ২৪২
সওয়ারীর উপর তওয়াফ ২৪৩
বাইতুল্লার কোণ স্পর্শ করা ২৪৩
নারী পুরুষ একত্রে তওয়াফ ২৪৩
তওয়াফকালে বন্ধনমুক্তি ২৪৪
তওয়াফের নামাজের সময় ২৪৪
হাজীদেরকে পানি পান করানো ২৪৪
জমজমের পানি পান দাঁড়াইয়া ২৪৫
সাঈ করা ২৪৫
হজ্বের দিন নামাজের স্থান ২৪৬
আরাফার পথে পাঠ ২৪৬
হজ্বে সুন্নতের পায়রবী ২৪৬
আরাফা হইতে প্রত্যাবর্তন ২৪৭
দুই নামাজ এক সাথে ২৪৮
মোজদালেফা ত্যাগ ২৪৯
তামাত্তো হজ্ব সুন্নত ২৫০
চুল ছোট ও মাথা মুড়ানো ২৫০
কঙ্কর মারা ২৫১
বিদায়ী তওয়াফ ২৫২
তওয়াফে জেয়ারত ২৫২
মোহস্সাবে অবতরণ ২৫২ - ২৫৩
জু-তুয়ায় অবতরণ ২৫৩
বিদায় হজ্ব ২৫৩
বিদায় হজ্বের ভাষণ ২৫৩ - ২৫৮
রসুলের হজ্ব ও ওমরার সংখ্যা ২৫৯
মৃতের পক্ষে হজ্ব ২৫৯
অসমর্থের পক্ষে হজ্ব ২৫৯
নাবালক অবস্থায় হজ্ব ২৬০
হাঁটিয়া হজ্বে যাওয়া ২৬০
স্ত্রীর সঙ্গে হজ্বে গমন ২৬১
ওমরা ২৬১ - ২৬৫
কাবা ২৬৫ - ২৭০

৮। কোরবানী

<u>কোরবানী-আকিকা-ঈদ-খেলা</u>
কোরবানী ২৭১-২৭৫
আকিকা ২৭৫
ঈদ ২৭৬ - ২৭৯
খেলা ২৭৯

৯। জাকাত

<u>জাকাত-সদকা-দান-ভিক্ষাবৃত্তি</u>
জাকাত ২৮০ - ২৮৫
সদকা ২৮৫ - ২৮৯
দান ২৮৯ - ৩০২
রসুলের দানশীলতা ২৮৯
দান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ২৯০
গণিমতের সম্পদ দান ২৯০
দানে সম্পদ বাড়ে ২৯০
দানগ্রহীতার অভাব ২৯১
দান সম্বন্ধীয় উপদেশ ২৯১
দানকারীকে বিদ্রুপের পরিণতি ২৯২
দানে আগ্রহ ২৯২
দানে অসামান্য ফজিলত ২৯২
দানের উত্তম পন্থা ২৯২ - ২৯৩
দানের সওয়াব ২৯৩
পিতার দান পুত্রের গ্রহণ ২৯৩
ইসলাম গ্রহণ পূর্বের পুন্যকাজ ২৯৪
খাজাঞ্চীও দানকারী ২৯৪
উপার্জনকারীর সমান সওয়াব ২৯৪
দানকারীর জন্য ফেরেশতার দোয়া ২৯৪

দানশীল ও কৃপনের উপমা ২৯৫
প্রত্যেকের দান করা উচিত ২৯৫
আপনজনকে দান ২৯৫ - ২৯৬
সন্তানকে দান ২৯৭
অতিরিক্ত বস্তু দান ২৯৭
ধন অমঙ্গলজনক ২৯৭
ভিক্ষাবৃত্তি ২৯৮ - ২৯৯
সাহায্য দুর্বলদের জন্য ৩০০
লিপ্সাহীন সম্পদ গ্রহনীয় ৩০০
আত্মনির্ভরশীল হওয়া ৩০০
উপঢৌকন রাষ্ট্রের ৩০১
দানে উৎসাহ ৩০১
মহিলাদেরকে দানে উৎসাহ ৩০১
সামান্য দানও গ্রহণীয় ৩০২
হাদীয়ার প্রতিদান ৩০২
সন্তানকে দানে বৈষম্য ৩০২
অধিক হকদার প্রতিবেশী ৩০২
পূর্ববর্তীর দানের ওয়াদা পুরন ৩০২
উট বকরী দান ৩০৩
বিনিময় অপেক্ষা দান শ্রেয় ৩০৩
দানে ঈমান যাচাই ৩০৩
আকৃষ্ট করণার্থে দান ৩০৩
কোরায়েশকে অধিক দান ৩০৪
বন্টনে তারতম্য ৩০৪ - ৩০৫
রসুলের বন্টনে সমালোচনা ৩০৫
রসুলের দানের আগ্রহ ৩০৬
না খাইয়া মেহমানদারী ৩০৬
অনুমতি ভিন্ন দানে সওয়াব ৩০৬ - ৩০৭
বিধবা ও মিসকিনের উপকারী ৩০৭
ভরনপোষণ রাখিয়া দান ৩০৭
দান করিলে আল্লাহ দান করে ৩০৭

১০। মান্নত

মান্নত ৩০৮
কসম ৩০৯-৩১৩
দেয়ান ৩১৩-৩১৪
তকদীর ৩১৪-৩১৫
লটারী ৩১৫

১১। অপরাধ

জেনা ৩১৬-৩১৯
আত্মহত্যা ৩২৩
হত্যা ৩২৩-৩৩২
চুরি ৩৩২-৩৩৪
উঁকিমারা ৩৩৪-৩৩৫

১২। কোরআন-হাদীস

গায়েবের খবর ৩৩৬
ক্ষমা মহৎগুন ৩৩৬
শ্রেষ্ঠ সুরা ৩৩৬
রসুলের উপস্থিতিতে আজাব ৩৩৬
জালেম পাকড়াও ৩৩৭
পোষ্য পুত্রকে ডাকা ৩৩৭
আল্লাহ সবই শুনেন ৩৩৭
সত্যবাদীতার সাক্ষ্য ৩৩৮
সুরা ফালাক ও সুরা নাস ৩৩৮
কোরআনের সংকলন ৩৩৮
কোরআনের সহি কপি ৩৩৯
কোরআন নাজেলের ধরণ ৩৪০
কোরআন সুবিন্যস্তকরণ ৩৪১
কোরআন জানার মর্যাদা ৩৪১
কোরআন পাঠকারীর মর্যাদা ৩৪১
কোরআন সম্বন্ধে অধিক জ্ঞান ৩৪২
কোরআন সংগ্রাহক ৪ জন ৩৪২
বিভিন্ন সুরার ফজিলত ৩৪২-৩৪৩
তেলাওয়াতকারীর শ্রেণীভেদ ৩৪৪
দুই ব্যক্তি ঈর্ষনীয় ৩৪৪
শিক্ষাকারী ও শিক্ষাদানকারী ৩৪৪
কোরআন হৃদয়ে রাখা ৩৪৫
কোরআন ভুলিয়া যাওয়া ৩৪৫
কোরআন তেলাওয়াত করা ৩৪৫
শিশুকে কোরআন শিক্ষা দেওয়া ৩৪৫

কোরআন স্মরণ করানো	৩৪৫	এলেম মৌসুমী বৃষ্টিস্বরূপ	৩৫৭
রসুলের কেরাত	৩৪৫	স্থায়ী সুখের স্থান	৩৫৭
সুললিত কণ্ঠের স্বীকৃতি	৩৪৬	অনাবশ্যক প্রশ্ন	৩৬০
রসুলের সুন্দর আওয়াজ	৩৪৬	নবীজীর মলমূত্র ত্যাগ	৩৬০
অধিক কোরআন পাঠ	৩৪৬	নবীজীর চুল	৩৬১
একমত হওয়া পর্যন্ত তেলাওয়াত	৩৪৭	নবীজীর ব্যবহৃত পানি	৩৬১
পোষ্যপুত্র আপন পুত্র নয়	৩৪৭	মোহরে নবুওত দর্শন	৩৬১
কালামের সামনে জড় হওয়া	৩৪৭	নবীজীর অভিশাপ অবস্তনীয়	৩৬১
সেজদা	৩৪৮	যুদ্ধাহত নবীজীর চিকিৎসা	৩৬২
শত্রুভূমিতে কোরআন	৩৪৯	মেসওয়াক	৩৬২
শয়তানের জন্য বাধা	৩৪৯	একাধিক স্ত্রীসহবাস	৩৬৩
বৃক্ষদ্বারা জিনকে জানানো	৩৪৯	নবীজীর বৈশিষ্ট্য	৩৬৩
আয়াত মনছুখ	৩৫০	উলঙ্গে সংজ্ঞা হারানো	৩৬৩
ওমরের অভিপ্রায়ে আয়াত	৩৫০	সামনে পেছনে সমান দেখা	৩৬৩
ইহুদীদের দ্বারা বিভ্রান্ত	৩৫১	খোসা শ্রেণীর লোকদের মধ্যে	৩৬৪
উম্মতে মোহাম্মদী সাক্ষী	৩৫১	উম্মতে মোহাম্মদীর তুলনা	৩৬৪
পশ্চাৎ দিক হইতে সহবাস	৩৫২	দাওয়াতে অংশগ্রহণ	৩৬৪
সম্পদের অসদ্ব্যবহারের পরিণতি	৩৫২	খেজুর থামের কান্না	৩৬৪
বক্রবুদ্ধিধারীদেরকে চিনিয়া রাখা	৩৫৩	নবীজীর সন্তুষ্টি সম্পদ	৩৬৪
উম্মতে মোহাম্মদী সর্বোত্তম দল	৩৫৩	বায়ু প্রবাহে ব্যাকুলতা	৩৬৫
হাসবুনাল্লাহর মর্তবা	৩৫৩	একাধারে রোজা নামাজ	৩৬৫
নারীর উপর উত্তরাধিকার	৩৫৪	রাতের শেষাংশে নিদ্রা	৩৬৫
আল্লাহদ্রোহীর পরিনাম	৩৫৪	নবীজীর কাফন	৩৬৫
হাদীস	৩৫৪-৩৫৬	কবরে ক্রন্দন	৩৬৫
মিথ্যা হাদীস বানানো	৩৫৪	পার্থিব স্বার্থে প্রতিযোগিতা	৩৬৬
রসুলের নামে মিথ্যা বলা	৩৫৪ -৩৫৫	স্বপ্নে বেহেশত দোজখ	৩৬৬
হাদীস লিখা	৩৫৫	নবীজীর অন্তিম গৃহ	৩৬৮
নবীজীর বাণী লিখাইবার ইচ্ছা	৩৫৫	নবীজীর সঠিক অনুমান	৩৬৮
অধিক হাদীস স্মরণকারী	৩৫৫	নবীজীর পৈতৃক বাড়ী	৩৬৯
চারিটি সুন্নত	৩৫৬	নবীজীর মক্কা উপস্থিতি	৩৬৯
সুন্নতের অনুসারী হওয়া	৩৫৬	হাদীয়া নিয়া বিতর্ক	৩৬৯
জীবে দয়া	৩৫৬	হাদীয়া হিসাবে সুগন্ধি	৩৭০
		নবীজীর সাহস	৩৭০
১৩। নবী রসূল		বিবাদ মিটানো	৩৭১
নবীজীর সীল মোহর	৩৫৭	নবীজীর প্রার্থনা	৩৭১
নবীজীর বরকতময় ঠ্যাং	৩৫৭	নবীজীর ঘোড়া	৩৭১

নবীজীকে পাহারা ৩৭১
নবীজী সকলের সাথী ৩৭১
নবীজীর ক্ষমতা ৩৭২
আগুন দিয়ে বাগান জ্বালানো ৩৭২
ভবিষ্যদ্বানী ৩৭২
বন্দীমুক্তি ৩৭২
বন্টন আল্লাহর ইচ্ছায় ৩৭২
সম্পদের মোহে ধ্বংস ৩৭২
ইহুদী বহিষ্কারের আদেশ ৩৭৩
নবীজীর অভিশাপ ৩৭৩
নবীজীর তরবারী ৩৭৩
নবীজীর সম্পত্তি ৩৭৩
নবীজীর প্রতি খারাপ ব্যাবহারকারী ৩৭৪
রসূলের হাতে নিহত ব্যক্তি ৩৭৪
রক্ষাকারী আল্লাহ ৩৭৪
নবীজীকে বিষ প্রয়োগ ৩৭৫
হেজর এলাকা ৩৭৫
বনুতামীম গোত্র ৩৭৫
তবুক যুদ্ধে যোগদান ৩৭৫
নবীজীর কঠিনতম কষ্ট ৩৭৬
জিনদের খাদ্য ৩৭৬
পাপের আধিক্যে ধ্বংস ৩৭৬
ইয়াজুজ মাজুজের প্রাচীরে ছিদ্র ৩৭৭
অতিরঞ্জিত না করা ৩৭৭
বিশ্বস্ততায় বিশিষ্ট সাহাবী ৩৭৭
নবীজী সর্বোত্তম যুগে প্রেরীত ৩৭৭
আবির্ভাবে অলৌকিক কান্ড ৩৭৮
নবীজীর নাম পাঁচটি ৩৭৮
ভর্তসনা হইতে হেফাজত ৩৭৯
অমুসলিম প্রজার নিরাপত্তা ৩৭৯
নবীজীর উপনাম ৩৭৯
সকল নবীই ছাগলের রাখাল ৩৭৯-৩৮০
নবুওত, হিজরত ও ইন্তেকাল ৩৮০
নবীজীর প্রাথমিক সঙ্গী ৩৮০
আবু লাহাবের ধৃষ্ঠতা ৩৮০-৩৮১
নবীজীর উপর জঘন্যতম অত্যাচার ৩৮১
মোশরেকের মাগফেরাত চাওয়া ৩৮১
নবীজীর উপকারীর শাস্তি কম ৩৮২
নবীজীর সুপারিশে শাস্তি লাঘব ৩৮২
নবীজীকে পিষ্ট করিলে ৩৮২
আক্কাবাহ সম্মেলনে উপস্থিতি ৩৮৩
ইবনে সালামের ইসলাম গ্রহণ ৩৮৩
ইবনে সালাম কর্তৃক পরীক্ষা ৩৮৪
নবীজীর অন্তিম সময় ৩৮৪-৩৯০
নবীজীর বয়স ৩৯০
ইনতেকালের পরবর্তী অবস্থা ৩৯০
নবীজীর সম্পত্তি ৩৯১-৩৯৬
নবীজীর অবয়ব ৩৯৭-৩৯৮
নবীজীর ঘাম সুগন্ধময় ৩৯৮
নবীজীর চুলদাঁড়ি ৩৯৯
নবীজীর স্বভাব ৩৯৯-৪০১
নবীজীর আর্থিক অবস্থা ৪০১-৪০২
নবীজী শেষ নবী ৪০৩
নবুওত পূর্ন ৪০৩
যুগ বর্ণনা ৪০৩
পাহাড়ে নবী, সিদ্দিক, শহীদ ৪০৩
নবীজীর আত্মীয়গণ ৪০৪-৪০৫
উত্তম স্বভাবধারী প্রিয় ৪০৫
আনসার হওয়ার ইচ্ছা ৪০৬
প্রচারের বিষয় গোপন নাই ৪০৬
অসংগত প্রশ্ন ৪০৬
জয়নব সম্পর্কে আয়াত ৪০৬
নবীজীর জিব্রাঈল দর্শন ৪০৬-৪০৮
জীবন সায়াহ্নে অধিক অহী ৪০৮
কোরআন ভিন্ন রাখিয়া যান নাই ৪০৮
বংশের তাছিরে গায়ের রং ৪০৯
নবীজীকে বিষ প্রয়োগ ৪০৯
কেয়ামত পর্যন্ত আর নবী নাই ৪০৯
নবীজীর ভবিষ্যদ্বানী ৪১০
নবীজীকে মারপ্যাচে গালি ৪১০
নবীজী বিতরণকারী ৪১০
বিশ্বকোষের চাবি প্রদান ৪১১

শরীয়ত প্রদত্ত অবকাশ গ্রহন ৪১১
মোজেজা ৪১১-৪২১
মেরাজ ৪২২-৪২৭
বিবি খাদিজা ৪২৭-৪২৯
বিবি আয়েশা ৪২৯-৪৩৬
স্ত্রীদের প্রতি সমতা ৪৩৮-৪৩৯
হাফসার বিবাহ ৪৩৯
সাহাবাগন ৪৪০-৪৬৪
আইউব (আঃ) ৪৬৪
মুসা (আঃ) ৪৬৫
আদম (আঃ) ৪৬৬
নূহ (আঃ) ৪৬৬
হাজারে ৯৯৯ জন জাহান্নামী ৪৬৬
ইব্রাহীম (আঃ) ৪৬৭-৪৭২
বনী ইস্রাইলের অবাধ্যতা ৪৭২
মুসা(আঃ) এর অপবাদ ৪৭৩
খিজির (আঃ) ৪৭৩
মুসা (আঃ) এর দৈহিক বর্ণনা ৪৭৬
নবীদের কেহ খাট নয় ৪৭৬
দাউদ (আঃ) ৪৭৭
সোলায়মান (আঃ) ৪৭৭
ঈসা (আঃ) ৪৭৮
নবীর তের্লাওয়াত ৪৭৮
তকদীর নিয়া বিতর্ক ৪৭৮

১৪। হিজরত

হিজরত ৪৮০-৪৮৯
আনসার ৪৮৯-৪৯০
মদীনা ৪৯০-৪৯৪
সফর ৪৯৪ -৪৯৭

১৫। জেহাদ

জেহাদের ফজিলত ৪৯৮
প্রকৃত জেহাদ ৪৯৮
আজান শুনিলে অনাক্রমন ৪৯৯
জেহাদ সর্বোত্তম কাজ ৪৯৯
জেহাদকারী সর্বোত্তম ৪৯৯
জেহাদকারী জান্নাতী ৫০০
মহিলাদের জেহাদ গমন ৫০০
আঘাত প্রাপ্তের দেহ হইতে সুগন্ধি ৫০০
অল্প আমলে অধিক পুরস্কার ৫০১
জেহাদে মৃতের ফেরদৌস লাভ ৫০১
যুদ্ধ বর্ণনা ৫০১
নবীজীর শুভ্র উরু প্রকাশ ৫০১
জেহাদ ফরজ ৫০১
জেহাদার্থে সর্বদার প্রস্তুতি ৫০২
জেহাদকারী ও জেহাদ না কারী ৫০২
জেহাদে অপরাগতা ৫০২
জেহাদে উদ্বুদ্ধ করনে ছন্দ ৫০৩
রোজা অবস্থায় জেহাদ ৫০৩
জেহাদকারীকে সহায়তা ৫০৩
শহীদ পরিবারের প্রতি দয়া ৫০৩
যুদ্ধ ক্ষেত্র হইতে পলায়ন ৫০৩
জেহাদে সাফল্য ও মঙ্গল ৫০৪
জেহাদার্থে ঘোড়া পালন ৫০৪
গনিমতে ঘোড়ার অংশ ৫০৫
জেহাদের ঘোড়া দৌড়ানো ৫০৫
নারীদের জেহাদে অংশগ্রহণ ৫০৫
জেহাদকারীর মর্তবা ৫০৫
সম্পদ অপেক্ষা জেহাদ উত্তম ৫০৬
সীমান্ত পাহারার ফজিলত ৫০৬
জেহাদে বালকের খেদমত ৫০৬
বরকতে বিজয় ৫০৭
বিজয়ের তরবারী ৫০৭
মুসলমানের দিগ্বিজয় ৫০৮
পাথর আশ্রয় দিবে না ৫০৮
বৃহস্পতিবার যাত্রা ৫০৮
জেহাদের জন্য বাইয়াত ৫০৮
যুদ্ধবন্দীর বেহেশত লাভ ৫০৯
জেহাদে শিশু ও নারী হত্যা ৫০৯
অগ্নি দগ্ধ করিয়া হত্যা ৫১০
শত্রুর মোকাবেলা কামনা ৫১০
অনুপ্রেরণা দায়ক গান ৫১০

YQADRI.BLOGSPOT.COM

গুপ্তচর নিধন	৫১০
গনিমত খেয়ানত	৫১১
যুদ্ধের ফজিলতে ঋণ পরিশোধ	৫১২
মোজাহেদকে অধিক দান	৫১২
গনিমতের অধিক দান	৫১২
যুদ্ধে না গিয়া গনিমত লাভ	৫১৩
নিহতের সম্পদ কাতেলকে	৫১৩
অবরোধকালে নিক্ষিপ্ত খাদ্য	৫১৪
যুদ্ধকালে মধু-আঙ্গুর জমা	৫১৪
আক্রমণ সকালে বা বিকালে	৫১৪
নবীজীর জেহাদের সংখ্যা	৫১৫
নবীজীর জেহাদ	৫১৫
নিহত হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী	৫১৫
নবীজিকে খুশী করা সৌভাগ্যময়	৫১৬
বদর যুদ্ধ	৫১৭ - ৫২১
অহোদ যুদ্ধ	৫২২ - ৫২৭
খন্দক যুদ্ধ	৫২৭ - ৫২৯
বনু কোরায়জার যুদ্ধ	৫২৯ - ৫৩১
জাতুররেক্কার যুদ্ধ	৫৩১
হোদায়বিয়ার ঘটনা	৫৩১ - ৫৩৭
খায়বর যুদ্ধ	৫৩৭ - ৫৪০
মুতার যুদ্ধ	৫৪০
হোনায়েনের যুদ্ধ	৫৪০ - ৫৪২
আওতাস অভিযান	৫৪২
তায়েফ অবরোধ	৫৪৩
নজদ বিজয়	৫৪৪
ইয়েমেন যুদ্ধে দলপতি বদল	৫৪৪
শরীয়ত বিরোধী আদেশ	৫৪৪
যুদ্ধে যোগ না দেওয়ার শাস্তি	৫৪৪
মোসায়লামার দাবি	৫৪৬
খায়ফে বনী কেনানায় অবস্থান	৫৪৬
ইবনে আদীর মর্য্যাদা	৫৪৬
বোআছ যুদ্ধ	৫৪৬
মোনাফেকদের চাতুরি প্রকাশ	৫৪৭
জেহাদে ধৈর্য্য ধারণ	৫৪৭
ফেৎনা দূর করণার্থে জেহাদ	৫৪৭
জ্বিনের মোকাবেলায় মুসলমান	৫৪৮
জেহাদে পুরুষের সেবায় নারী	৫৪৯
মুসলমানের পরস্পর যুদ্ধ	৫৪৯
মোশরেকদের দল ভারি করা	৫৪৯
যুদ্ধক্ষেত্রে ইসলামের দাওয়াত	৫৪৯
সন্ধিপত্রে পিতার নাম	৫৫০
নেতার সন্ধির ইশারা	৫৫০
সন্ধি অনুযায়ী গ্রহণ প্রত্যর্পন	৫৫০
মক্কা বিজয়	৫৫১ - ৫৫২
শহীদ	৫৫২ - ৫৫৯

১৬। মৃত ব্যক্তি

মৃতব্যক্তি	৫৬০
শোক	৫৬০-৫৬৫
জানাজা	৫৬৫-৫৬৯
দাফন কাফন	৫৭০-৫৭২
কবর	৫৭২-৫৭৪

১৭। কেয়ামত

কেয়ামতের আলামত	৫৭৫ - ৫৭৮
কেয়ামতের দিনের অবস্থা	৫৭৮ - ৫৮০
হাশর ময়দান বর্ননা	৫৮১ - ৫৮৬
একই দাবিদারের যুদ্ধ	৫৮৭
কেয়ামতকালীন লোক হতভাগ্য	৫৮৮
সাত প্রকার ব্যক্তি ছায়া পাইবে	৫৮৮
ফেতনা	৫৮৮ - ৫৯২
দাজ্জাল	৫৯২ - ৫৯৫
তওবা	৫৯৫ - ৫৯৬

১৮। জান্নাত জাহান্নাম

ঈমানদার বেহেশতী	৫৯৭
মৃত শিশুর মাতা বেহেশতী	৫৯৯
বেহেশতে যাওয়ার উপায়	৫৯৯
সকল দরজার ডাক	৬০০
বেহেশতের নেয়ামত	৬০০
প্রথম বেহেশতীর মর্য্যাদা	৬০০

বেহেশতীর উজ্জল চেহারা	৬০১
বেহেশতের বৃক্ষ	৬০১
বেহেশতে উচ্চ শ্রেণী	৬০১
বেহেশত দোজখের বিতর্ক	৬০১
বেহেশতের সুন্দর বাগান	৬০২
অহুদের সবরে বেহেশত	৬০২
আল্লাহর অনুগ্রহে বেহেশত	৬০২
সত্য বেহেশতে মিথ্যা দোজখে	৬০৩
বেহেশত দোজখ দেখানো	৬০৩
বেহেশত দোজখ নিকটবর্তী	৬০৩
বেহেশতে মোমেনের গৃহ	৬০৩
বেহেশতবাসীর স্তর	৬০৩
বাঁকা কোকড়ানো বেহেশতী	৬০৩
জাহান্নামি আখ্যায়িত বেহেশতী	৬০৪
বেহেশত দোজখ দেখানো	৬০৪
পেছনে ফিরিয়া যাওয়ার পরিণাম	৬০৪
দ্বীন বহির্ভূত নূতন কাজের ফল	৬০৪
হাউজে কাওসার	৬০৪ - ৬০৫
বেদাত সৃষ্টিকারী বিতাড়িত	৬০৫
নামাজীদের মেহমানদারী	৬০৫
শেরেক করিলে জাহান্নামী	৬০৬
আল্লাহর রাস্তায় গমনকারী	৬০৬
দরিদ্র অধিকাংশ বেহেশতী	৬০৬
কোমল স্বভাবধারী বেহেশতী	৬০৬
৭০ হাজার বিনা হিসাবে জান্নাতী	৬০৭
দুই বস্তুর হেফাজতকারী জান্নাতী	৬০৭
বেহেশতবাসীর মেহমানদারী	৬০৭
উম্মতে মোহাম্মদী	৬০৭ - ৬০৮
৯৯% জাহান্নামী	৬০৮
বেহেশত ও দোজখবাসীরা অমর	৬০৯
বেহেশতীদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট	৬০৯
সর্বশেষ বেহেশতী	৬০৯
বিশ্বাসী বেহেশতে যাইবে	৬১০
আমল বিহীন উপদেশ দাতার শাস্তি	৬১০
সর্বাপেক্ষা কম শাস্তি ভোগকারী	৬১১
দোজখকে সঙ্কুচিত করা হইবে	৬১১
দোজখের তাপ ৭০ গুন	৬১১
দোজখ চিত্তাকর্ষকবস্তু দ্বারা ঘেরা	৬১২
দোজখের সবচাইতে কম আজাব	৬১২
ইসলাম বিরোধীরা দোজখী	৬১২
দোজখবাসীর অধিকাংশ নারী	৬১২
হত্যাকারী ও নিহত উভয় দোজখী	৬১৩
অধিক বিবাদকারী ঘৃণিত	৬১৩
মিথ্যা মামলায় জয়লাভকারী	৬১৩
বাহ্যিক জান্নাতী ও জাহান্নামী	৬১৩
বদকার দ্বারা ইসলামের উপকার	৬১৪
ধনভাণ্ডারের স্বেচ্ছাচারী জাহান্নামী	৬১৪
গনিমত আত্মসাতকারী জাহান্নামী	৬১৪
হত্যাকারী জাহান্নামী	৬১৫
অসংযত কথা দোজখে ফেলে	৬১৫
শাস্তি প্রদানের জন্য প্রস্তুত	৬১৫

১৯। ব্যবসা-ঋণ-সম্পত্তি

হজ্ব মৌসুমে ব্যবসা	৬১৬
ব্যবসায়ে সাফল্য	৬১৬
কোমল ব্যবহারকারীর জন্য রহমত	৬১৬
ক্রয় বিক্রয় বাতিল	৬১৬
বিনিময়ে কমবেশী	৬১৭
কয়েক প্রকার পেশা ও সুদ নিষিদ্ধ	৬১৭
মিথ্যা কসম	৬১৭
ছোঁয়াচে রোগাক্রান্ত পশু বিক্রয়	৬১৭
রক্ত মোক্ষন ব্যবসা	৬১৮
ক্রয় স্থলে বিক্রয়	৬১৮
ক্রয় বিক্রয় সাব্যস্ত	৬১৮
আগাম বিক্রয়	৬১৯
একের উপর অন্যের দাম বলা	৬১৯

নিলাম ৬১৯
দামবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে দাম বলা ৬১৯
অস্তিত্বহীন বস্তুর ক্রয়বিক্রয় ৬১৯
মোনাবেজা ও মোলামাসা ৬১৯
মোজাবেনা ও মোহাকেলা ৬২০
বাট বড় দেখাইয়া বিক্রয় ৬২০
অসোহনকৃত খরিদা পণ্য ফেরৎ ৬২০
শহরেদের একচেটিয়া ক্রয় ৬২০
ক্রয় বিক্রয়ে কতিপয় নিষেধ৬২০ - ৬২১
নগদ বিনিময় না হইলে সুদ ৬২১
বিনিময়ে সমান সমান ৬২১
অসম বিনিময় ৬২১
রৌপ্যের বিনিময়ে স্বর্ণ ৬২১
স্বর্ণ রৌপ্য বাকিতে বিক্রয় ৬২২
অনুমানে ফসল বিনিময় ৬২২
অনুমানে ক্রয়/বিক্রয় ৬২২
গাছে থাকা অবস্থায় বিক্রয়৬২২ - ৬২৩
অল্প পরিমান বিক্রয় ৬২৩
উপযোগীতা সৃষ্টির পূর্বে বিক্রয় ৬২৩
ধারে ক্রয় বিক্রয় ৬২৪
বন্ধকী ঋণ ৬২৪
উত্তম দ্রব্যের সাথে বিনিময় ৬২৪
ফলসহ গাছ বিক্রয় ৬২৪
৫ প্রকার বিক্রয় নিষেধ ৬২৪
৩ প্রকার অর্জিত আয় নিষেধ ৬২৪
অমুসলিম হইতে ক্রয় ৬২৫
হারাম বস্তু বিক্রয় নিষেধ ৬২৫
মদের ব্যবসা হারাম ৬২৫
আল্লাহ তিন ব্যক্তির দুশমন ৬২৫
মৃত প্রাণী ও মুর্তি বিক্রয় হারাম ৬২৫
অগ্রীম ফসল বিক্রয় ৬২৬
হক্বে শোফার দাবি ৬২৬
প্রতিবেশীর হক বেশী ৬২৬
গরীব ব্যক্তি অধিকতর হকদার ৬২৭
ধোকা দিলে চুক্তি বাতিল ৬২৭
নবীজীর বরকতের দোয়া ৬২৭
নবীজীর দুইটি ভবিষ্যদ্বাণী ৬২৭
দাত মালিকের ৬২৮
ঋন পরিশোধ ৬২৯ - ৬৩১

<u>সম্পত্তি</u>

গোত্র বন্ধুত্ব ৬৩১
রোপনকারীর দানের সওয়াব ৬৩১
পরিচর্যাকারীর উৎপন্নের অংশে ৬৩২
জমি বর্গা দেওয়া ৬৩২ - ৬৩৪
টাকার বিনিময়ে জমি চাষ ৬৩৪
বেহেশতবাসীর চাষবাস ৬৩৫
লাঙ্গল জোয়াল সম্মান লাঘব করে ৬৩৫
আবাদকারী মালিক ৬৩৫
প্রয়োজনাতিরিক্ত পানি দান ৬৩৫
চারণভূমি নির্ধারন ৬৩৫
গরীবদের জন্য ব্যয় ৬৩৬
বিজিত সম্পত্তি মালিকের প্রাপ্য ৬৩৬
জায়গীর লিখিয়া দেওয়া ৬৩৭
মিথ্যা কসমে আল্লাহ অসন্তুষ্ট ৬৩৭
জবর দখল ৬৩৭
অসিয়ত ৬৩৮
মিরাস ৬৩৯ - ৬৪১

২০। উর্ধ্বমন্ডল

মেঘ ৬৪২
ফেরেশতা ৬৪২-৬৪৩
শয়তান ৬৪৩ - ৬৪৪
চন্দ্রগ্রহণ-সূর্যগ্রহণ ৬৪৪ - ৬৪৮

২১। রোগ বালাই

নবীজীর কঠোর রোগ যাতনা ৬৪৯
রোগ যাতনায় গোনাহ মাফ ৬৪৯

রোগীর সেবা ৬৪৯
মৃগী রোগীর সবরের ফজিলত ৬৪৯
রোগীকে সান্ত্বনা দেওয়া ৬৪৯
রোগে শোকে মৃত্যু কামনা ৬৫০
সম্পদের আধিক্যে মৃত্যু কামনা ৬৫০
প্রত্যেক রোগের ঔষধ আছে ৬৫০
দাগ দ্বারা চিকিৎসা ৬৫০
মধু দ্বারা চিকিৎসা ৬৫০
কালিজিরা সকল রোগের ঔষধ ৬৫১
রোগীর লঘুপাক খাদ্য ৬৫১
উদে হিন্দি দ্বারা চিকিৎসা ৬৫১
শিংগা লাগানো ৬৫২
ব্যাঙের ছাতার রস ৬৫২
জ্বর পানি দ্বারা কমানো ৬৫২-৬৫৩
সংক্রামকতা ও অশুভ লক্ষণ ৬৫৩
মহামারী এলাকায় প্রবেশ ৬৫৩-৬৫৪
প্লেগে মৃত শহীদ ৬৫৫
নজর লাগা ৬৫৫
ঝাড়ফুঁক ৬৫৫-৬৫৬
জ্যোতিষীর গণনা ৬৫৭
নবীজীর উপর যাদু ৬৫৭
মসিবত ৬৫৮-৬৫৯

২২। স্বপ্ন

মোমেনের স্বপ্ন ৬৬০
স্বপ্ন প্রকাশ করা ৬৬০
সুস্বপ্ন আল্লাহর তরফ হইতে ৬৬০
দুঃস্বপ্নে আল্লাহর আশ্রয় চাইবে ৬৬১
স্বপ্নের ভুল ব্যাখ্যা ৬৬১
স্বপ্নে নবীজীকে দেখা ৬৬২
স্বপ্নে লাইলাতুল কদর ৬৬২
স্বপ্নে ভাণ্ডারের চাবি ৬৬২
স্বপ্নে কাবা, ঈশা ও দাজ্জাল ৬৬২
স্বপ্নে উপদেশ লাভ ৬৬৩
মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনা ৬৬৩
স্বপ্নে অজু ও প্রাসাদ দেখা ৬৬৪
স্বপ্নে দুধপান ৬৬৪
স্বপ্নে ফুঁ দিয়া উড়ানো ৬৬৫
স্বপ্নে কালো মেয়ে লোক ৬৬৫
স্বপ্নে তলোয়ার চালানো ৬৬৫

২৩। দাসদাসী

দাস মুক্তির বিনিময় ৬৬৬
সর্বোত্তম কাজ ৬৬৬
দাস মুক্তির নিয়ম ৬৬৬-৬৬৭
দাসী মুক্ত করিয়া বিবাহ ৬৬৭
দাসের সওয়াব দ্বিগুন ৬৬৭
দাসের উত্তম অবস্থা ৬৬৭
দাসদাসীকে সম্বোধন ৬৬৮
চাকরকে খাইতে দেওয়া ৬৬৮

২৪। সৃষ্টি রহস্য

সৃষ্টির রহস্য বর্ননা ৬৬৯
গজবের চাইতে রহমত প্রবল ৬৬৯
জমিনের সংখ্যা সাত ৬৬৯
তকদীর অলঙ্ঘণীয় ৬৭০
গর্ভাশয়ের জন্য ফেরেশতা ৬৭০
আল্লাহ সৃষ্ট হন নাই ৬৭০
আল্লাহকে গালি দেওয়া ৬৭১
পচন ও ক্ষতিকর কার্যের সূচনা ৬৭১

২৫। নারী

নারীর মর্যাদা ৬৭২
নারীর স্বল্পবুদ্ধি ৬৭২
সর্বোত্তম নারী ৬৭২
স্বাভাবিকতা নষ্ট করিয়া রূপচর্চা ৬৭২
কোরায়েশ নারী উত্তম ৬৭৩
নারী ক্ষতিকারক ৬৭৩

YOADRI.BLOGSPOT.C

স্বভাবের বক্রতা হইতে কল্যাণ ৬৭৩
পুরুষের সাথে যানবাহনে যাওয়া ৬৭৪
মেলামেশা ৬৭৪
নিভৃতে প্রয়োজনীয় কথা ৬৭৫
হায়েজ অবস্থা ৬৭৫-৬৭৬
এস্তেহাজা ৬৭৭
ঋতুকালীন নামাজ ৬৭৭

বিবাহ

দুই বোন স্ত্রী থাকা ৬৭৮
এতিম বিবাহ করা ৬৭৮
বিবাহের নির্দেশ ৬৭৯
বিবাহ সুন্নত ৬৭৯
জন্ম নিয়ন্ত্রণ ৬৭৯-৬৮০
অসামর্থে তকদীরে নির্ভর ৬৮০
দ্বীনদার মহিলা বিবাহ করা ৬৮০
দুধ সম্পর্কীয় আত্মীয় মহরম ৬৮০
দুধ ভ্রাতার কন্যা হারাম ৬৮১
স্ত্রীর কন্যা ও ভগ্নি হারাম ৬৮১
দুধ ভাই হওয়া শর্ত ৬৮১
দুধ মাতার স্বামী দুধ পিতা ৬৮২
হারাম ১৪ জন ৬৮২
খালা বোনঝি ও ফুফু ভাইঝি
একত্রে হারাম ৬৮২
আশশিগার নিষেধ ৬৮২
মুতা বিবাহ ৬৮২
সরাসরি বিবাহের প্রস্তাব ৬৮৩
লোহার আংটি মোহরানা ৬৮৩
চুপ থাকাই সম্মতি ৬৮৩
অমতে বিবাহ বাতিল ৬৮৩
একের উপর অন্যের প্রস্তাব ৬৮৩
কোরআনের জ্ঞান মোহরানা ৬৮৪
বিবাহের শর্ত পালন ৬৮৪
শর্ত হিসাবে তালাক দাবি ৬৮৪
বিবাহ উৎসবে আনন্দ ফূর্তি ৬৮৪
বিবাহ অনুষ্ঠানে দফ বাজানো ৬৮৪
বরের পক্ষ হইতে খাওয়ানো ৬৮৫
দাওয়াত কবুল করা ৬৮৫
জয়নবের বিবাহের ভোজ ৬৮৫
ছাতুখারা ওলীমা ৬৮৬
স্বামীর ডাকে সাড়া দেওয়া ৬৮৬
স্ত্রীকে মারপিট করা ৬৮৬
কুমারী ও অকুমারী স্ত্রীর ভাগ ৬৮৬
দিবাভাগে স্ত্রীগমন ৬৮৭
সতীনকে জ্বালাতনে অতিরঞ্জিত ৬৮৭
ফাতেমার উপর আঘাত ৬৮৭
বেশধারীর সাথে মেলামেশা ৬৮৮
অন্য রমনীর রূপ বর্ণনা ৬৮৮
মোশরেক রমনী বিবাহ হারাম ৬৮৮
তালাক ৬৮৮-৬৯২
ইদ্দত ৬৯২-৬৯৩

২৬। আদব আখলাক

সালাম ৬৯৪-৬৯৫
পিতামাতার প্রতি ব্যবহার ৬৯৫-৬৯৬
আত্মীয়তার সম্পর্ক ৬৯৬-৬৯৭
শিশুকে আদর করা ৬৯৭-৬৯৮
এতিমকে লালন পালন ৬৯৮
বিধবার সাহায্যকারী ৬৯৮
দোয়ার ফজিলত কুক্ষিগত করা ৬৯৮
একের সাহায্যে অন্য ৬৯৮
দয়াহীন দয়া পায় না ৬৯৯
প্রতিবেশীর প্রতি আচরণ ৬৯৯
মেহমানের হক ৭০০
সকল ব্যাপারে নম্রতা ৭০০
পরস্পরকে সাহায্য ৭০০
বদমেজাজী জঘন্য ৭০০
রাগ করিয়া থাকা ৭০১
ফাসেক কাফের বলা ৭০১
চোগলখোর বেহেশতে যাইবে না ৭০১

দুমুখো লোক নিকৃষ্ট ৭০১
ত্রুটি নিশ্চিত হইয়া বলা ৭০১
বিদ্বেষ পরিত্যাগ ৭০২
পাপ গোপন রাখা ৭০২
উপহাস না করা ৭০২
মুসলমানকে কাফের ডাকা ৭০২
ক্রোধান্বিত হওয়া ৭০২ - ৭০৩
লজ্জাশীলতা কল্যাণ আনে ৭০৩
লজ্জাহীন সব করিতে পারে ৭০৩
সহজ পন্থা অবলম্বন ৭০৩
সকলের সাথে মেলামেশা ৭০৩
মোমেন প্রথম ধাক্কায় সাবধান হয় ৭০৩
কবিতা রচনা ৭০৪ - ৭০৫
মন খবীস বলা ৭০৫
যুগকে গালি দেওয়া ৭০৫
করম মোমেনের দীল ৭০৫
হাজন জাতীয় নাম ৭০৫
নাম বদলাইয়া রাখা ৭০৫ - ৭০৬
নবীর নামে নাম ৭০৬
আল্লাহর অপসন্দনীয় নাম ৭০৬
অযথা ঢিল ছোঁড়া ৭০৬
হাঁচি দিয়া আলহামদুলিল্লাহ বলা ৭০৬
হাঁচি পসন্দনীয় হাই অপসন্দনীয় ৭০৭
পরিচয় দানে আমি বলা ৭০৭

২৭। উপদেশ

ক্রোধের উপসম ৭০৮
দুইটি বিশেষ নেয়ামত ৭০৮
মুসাফিরের ন্যায় থাকা ৭০৮
মৃত্যু অনিবার্য্য ৭০৮
সকল আশা পুরণ হয় না ৭০৮
ষাট অতিক্রান্তের ওজর ৭০৯
দুনিয়ার মোহ ৭০৯
ধন ও আয়ুর আকাঙ্খা ৭০৯
মহব্বতের বস্তু হারানো ৭০৯
সম্পদের ভয় ৭০৯
নেকলোক চলিয়া যাইবে ৭০৯
ধন লিপ্সা অন্তহীন ৭১০
সঞ্চয় উত্তরাধিকারীর ৭১০
সঞ্চয়ে রসুলের অনীহা ৭১১
অন্তরের ধন প্রকৃত ধন ৭১১
দরিদ্র শ্রেষ্ঠ ৭১১
৯৯% দয়া আল্লাহর নিকট ৭১১
বাক্যদ্বারা মর্তবার হ্রাসবৃদ্ধি ৭১২
আল্লাহভীতিতে ক্ষমা ৭১২
সতর্কবানী অমান্যকারী ৭১২
অগ্নি হইতে রক্ষায় সচেষ্ট ৭১৩
মৃত্যু পরবর্তী অবস্থা জানিলে ৭১৩
নিম্নদিকে দৃষ্টি করিবে ৭১৩
দশ নেকী এক বদী ৭১৪
সুক্ষ্ম গোনাহও ধ্বংসকারী ৭১৪
লোক দেখানো কাজ ৭১৪
বান্দার উপর আল্লাহর হক ৭১৪
সর্বোচ্চ না হওয়া ভাল ৭১৫
ফরজে নৈকট্য নফলে উন্নতি ৭১৫
ভাল জিনিষ কম ৭১৫
মিলন প্রিয়তায় প্রিয় ৭১৫
ঘৃণীত তিন ব্যক্তি ৭১৬
কবিরা গোনাহ ৭১৬
সর্বোত্তম আদর্শ ৭১৬
নবীর আদেশ নিষেধ ৭১৬
অযথা বাড়াবাড়ি নিষেধ ৭১৭
এলেম ৭১৭ - ৭১৮
রুহের হাকিকত ৭১৮
হারানো প্রাপ্তি ৭১৮ - ৭১৯
বেহেশতের বাগিচা ৭১৯
ক্রীতদাসের প্রতি সাম্য ৭১৯

অসীম ধৈর্যের বরকত ৭২০
আল্লাহর পথে বাহির ৭২০ - ৭২১
দেবদেবীর পুজা ৭২১
জীবন্ত প্রাণীতে চাঁদমারি ৭২১
মৃতজীবের চামড়া ৭২১ - ৭২২
রক্ত সম্পর্ক নির্ণয়ে বিশেষজ্ঞ ৭২২
কবিরা গোনাহ ৭২২
আঙ্গুলের জন্য দিয়াত ৭২২
গর্ভ পাতনের দিয়াত ৭২২
বেদুইনের সাথে বসবাস ৭২৩

২৮। দোয়া আমল

কোরআনের এলেমের দোয়া ৭২৪
স্ত্রী সহবাসের দোয়া ৭২৪
পায়খানার দোয়া ৭২৪
বৃষ্টির জন্য দোয়া ৭২৪ - ৭২৫
তাহাজ্জুদের পুর্বে দোয়া ৭২৬
জাকাত গ্রহনান্তে দোয়া ৭২৬
প্রত্যাবর্তনকালীন দোয়া ৭২৬
নবীজীর বদদোয়া ৭২৬ - ৭২৭
দৌস গোত্রের জন্য দোয়া ৭২৭
শত্রুর প্রতি অভিশাপ ৭২৮
মর্যাদাবান দোয়া ৭২৮
সমর্পনের দোয়া ৭২৮
খোরপোষের দোয়া ৭২৮
দ্বীনের হেকমতের জন্য দোয়া ৭২৯
আনসারদের জন্য দোয়া ৭২৯
দুনিয়া ও আখেরাতের জন্য দোয়া ৭২৯
আজাব হইতে পানাহ চাহিয়া দোয়া৭২৯
অতি জোরে বা অতি আস্তে দোয়া ৭২৯
রোগী দর্শনে দোয়া ৭২৯
শোয়ার পর দোয়া ৭৩০
শুইতে ও উঠিতে দোয়া ৭৩০
শুইবার আগের দোয়া ৭৩০
নিদ্রা ভঙ্গ কালে দোয়া ৭৩১
শুইবার পর তসবীহ ৭৩১
রাতের শেষাংশের ফজিলত ৭৩১
নামাজের পর তসবীহ ৭৩২
নামাজ শেষে দোয়া ৭৩২
উপদেশ দানে বিরক্ত করা ৭৩২
দোয়া দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে ৭৩৩
তাড়াহুড়া না করিলে দোয়া কবুল ৭৩৩
বালামসিবতে দোয়া ৭৩৩
কঠিন মসিবতে দোয়া ৭৩৩
শান্তি দানের দোয়া ৭৩৩
পানাহ চাওয়া ৭৩৪ - ৭৩৫
জাগতিক লাভের দোয়া ৭৩৫
গোনাহ মাফের দোয়া ৭৩৫

আমল

অল্প ও সহজ আমল করা ৭৩৬
সর্বোৎকৃষ্টআমল ৭৩৬
প্রতি নেক আমলে দশ নেকী ৭৩৬
নেক কাজের ফল ৭০০গুন ৭৩৬
আমলে মধ্যম পন্থা ৭৩৭
তাকবীর তাশরীক ৭৩৭
নিয়মিত আমল পসন্দনীয় ৭৩৭
সামর্থ অনুযায়ী আমল ৭৩৭
আমল নিয়মিত করা ৭৩৮
নেক আমল বাদ যায় না ৭৩৮
বাহ্যিক দেখিয়া ভালমন্দ স্থির ৭৩৮
বেহেশত লাভের বাক্য ৭৩৯
উপকারী আমল ৭৩৯
জিকরের ফজিলত ৭৪০ - ৭৪১
আল্লাহর ৯৯ নাম ৭৪১
আমল মুক্তি দিতে পারে না ৭৪১ - ৭৪২
সর্বদা করা আমল ভাল ৭৪২
মৃত্যুর পর কেবল আমলই সঙ্গী ৭৪২
আমল তকদীর অনুযায়ী ৭৪২
তকদীরের উপর বসিয়া থাকা ৭৪৩
ওজনে ভারী দুইটি বাক্য ৭৪৩

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।
পরম করুনাময় আল্লাহতালার নামে
শুরু করিতেছি।

১। ঈমান

অহী

হাদীস- ১। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- অহী কিভাবে আসে?

হারেছ ইবনে হেশাম (রাঃ) রসুলুল্লাহ (দঃ)কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন- ইয়া রসুলুল্লাহ (দঃ)! আপনার নিকট অহী কিভাবে আসে? তিনি বলিলেন- কোন সময় এমন হয় যে, আমি একটি টুনটুন শব্দ[১] শুনিতে পাই। এই প্রকারের অহী আমার জন্য বড়ই শ্রান্তিদায়ক হয়। আর কোন কোন সময় ফেরেশতা মানুষের আকৃতি ধারন করিয়া আমার নিকট আসেন এবং আল্লাহর বানী আমাকে বলিয়া দেন। আমি তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া লই। অতি প্রচন্ড শীতের সময়ও রসুল (দঃ)কে অহী নাজেল কালে[২] ঘামে সিক্ত হইতে দেখিয়াছি। [১। ঘন্টা ধ্বনী ২। প্রথম প্রকারের অহী]

হাদীস ২। সূত্র-হযরত আয়েশা (রাঃ)- **প্রথম অহী নাজেল।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) এর নিকট অহী আসার সুচনা হয় ঘুমের মধ্যে সত্য স্বপ্ন আকারে। স্বপ্নে তিনি যাহা দেখিতেন তাহাই দিবালোকের মত প্রকাশ পাইত। কিছুকাল এই অবস্থা চলার পর নিজ হইতেই হযরতের অন্তরে লোকালয় হইতে সংশ্রবহীন হইয়া নির্জনে আসার প্রেরণা উদিত হইল। তিনি মক্কা শহর হইতে তিন মাইল দূরবর্তী হেরা নামক পর্বত গুহায় নির্জনে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি খাইবার জন্য প্রত্যহ বাড়ী আসিতেন না। পানাহারের জন্য সামান্য কিছু সম্বল লইয়া যাইতেন এবং তথায় একাদিক্রমে অনেক রাত্রি এবাদত বন্দেগীতে নিয়ত থাকিয়া যাপন করিতেন। কিছু দিন পর বিবি খাদিজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন এবং পুনরায় কিছু পানাহারের সামগ্রী সঙ্গে নিয়া একাধারে অনেক রাত্রি এবাদত বন্দেগীতে রত হওয়ার জন্য হেরা গুহায় যাইতেন। এইভাবে হেরা পর্বত গুহায় নির্জনে আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন থাকাকালে হঠাৎ একদিন হেরা গুহার ভিতরেই তাঁহার নিকট প্রকৃত সত্য আসিয়া আত্মপ্রকাশ করিল। আল্লাহর তরফ হইতে জিব্রাইল (আঃ) অহী বহন করিয়া রসুলুল্লাহ (দঃ) এর সম্মুখে প্রকাশ্যভাবে দেখা দিলেন এবং বলিলেন, ''আপনি পড়ুন''। রসুলুল্লাহ (দঃ) উত্তরে বলিলেন, ''আমি তো পড়া শিখি নাই,'' রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- তখন হযরত জিব্রাইল (আঃ) আমাকে শক্ত করিয়া ধরিয়া আলিঙ্গন করিলেন এবং আলিঙ্গনের মধ্যে আমাকে এমন শক্তভাবে চাপ দিলেন যে আমার কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। অতঃপর তিনি আমাকে ছাড়িয়া দিয়া দ্বিতীয়বার বলিলেন- ''আপনি পড়ুন''। আমি প্রথম বারের মতই

বলিলাম, "আমি তো কখনও পড়ার অভ্যাস করি নাই।" তখন ঐ ফেরেশতা দ্বিতীয়বার আমাকে শক্ত করিয়া ধরিলেন এবং এমন জোরে আলিঙ্গন করিলেন যে আমার কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। তারপর আমাকে ছাড়িয়া দিয়া তৃতীয়বার বলিলেন, "আপনি পড়ুন"। আমি বলিলাম "আমি তো কখনও পড়ার অভ্যাস করি নাই।" তখন ঐ ফেরেশতা পুনরায় আমাকে শক্ত করিয়া ধরিলেন এবং ছাড়িয়া দিয়া পাঠ করিলেন "ইকরা বি ইসমে রাব্বিকাল্লাজি খালাক। খালাকাল ইনসানা মিন আলাক, ইকরা ওয়া রাব্বুকাল আকরাম। আল্লাজি আল্লামা বিল কালাম। আল্লামাল ইনসানা মা'লাম ইয়ালাম" (পড়ুন সৃষ্টিকর্তা প্রভুর নামে- যিনি মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন জমাট রক্তপিন্ড হইতে। পড়ুন, আপনার প্রভু অতি মহান- যিনি শিক্ষা দিয়াছেন কলমের সাহায্যে। তিনি মানুষকে শিখাইয়াছেন যাহা সে জানিত না। [সূরা ইকরা, আয়াত ১-৫]

এই পাঁচটি আয়াত লইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ) বাড়ী ফিরিলেন। তাঁহার হৃদয় থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল। তিনি বিবি খাদিজা (রাঃ) এর নিকট আসিয়া বলিলেন, "আমার গায়ে কম্বল দাও।" বিবি খাদিজা (রাঃ) কম্বল আনিয়া তাঁহার গায়ে দিলেন। কিছু সময় পর তাঁহার ঐ ভাব কাটিয়া গেলে তিনি বিবি খাদিজাকে সকল বৃত্তান্ত খুলিয়া বলিলেন। হযরত (দঃ) বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে তাঁহার উপর মস্তবড় বোঝা (দায়িত্ব) অর্পন করা হইবে। তাই তিনি বলিলেন, "আমার ভয় হইতেছে আমার জীবনে কুলাইবে কিনা, আমার শরীরে সহ্য হইবে কিনা?" তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্না বিবি খাদিজা (রাঃ) রসূলুল্লাহ (দঃ)কে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "আল্লাহর কসম, কিছুতেই নয়, আল্লাহ আপনাকে কিছুতেই অপদস্ত করিবেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ আপনাকে সাহায্য করিবেন- আপনাকে জয়যুক্ত করিবেন। কেননা, মানবতার চরম উৎকর্ষের মূল সাতটি গুণাবলীই [(১) আত্মীয় স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করিয়া আত্মীয়তার হক আদায় করা, (২) সত্যবাদিতা (২) সকল ক্ষেত্রে বিশ্বাসী আমানতদার হওয়া (৪) এতীম, বিধবা, অন্ধ, খঞ্জ তথা অক্ষমদের খাওয়া, পরা ও থাকার বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া, (৫) বেকার সমস্যার সমাধান করিয়া দেওয়া, (৬) অতিথি পরায়ণতা (৭) প্রাকৃতিক দুর্যোগ ক্ষেত্রে দুস্থঃ জনগণের সাহায্যে জীবন উৎসর্গে প্রস্তুত থাকা] আপনার মধ্যে রহিয়াছে। খাদিজা (রাঃ) এইরূপ সান্ত্বনা দিয়া রাসূলুল্লাহ (দঃ)কে সাথে নিয়া বংশের মুরুব্বী চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইবনে নওফেলের নিকট গেলেন। ওয়ারাকা পূর্ববর্তী আসমানী কেতাব সমূহে পারদর্শী ছিলেন এবং অহীবাহক ফেরেশতা জিব্রাইল (আঃ) সম্বন্ধে জানিতেন। খাদিজা (রাঃ) একটু বর্ণনা দিয়া ওয়ারাকাকে বলিলেন, আপনার ভাইপো কি দেখেন একটু শুনুন। ওয়ারাকা হযরত (দঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন- বলুনঃ আপনি কি দেখেন? রসূলুল্লাহ (দঃ) যাহা কিছু দেখিয়াছেন সমস্ত ঘটনা ওয়ারাকাকে খুলিয়া বলিলেন। ওয়ারাকা বলিলেন, ইনিই তো সেই মঙ্গলময় আল্লাহর দূত

YQADRI.BLOGSPO

জিব্রাইল ফেরেস্তা- যাহাকে আল্লাহ্ মুসা (আঃ) এর উপর অবতীর্ণ করিয়াছিলেন। আফসোস! যদি সেইদিন আমি যুবক হইতাম যেই দিন আপনি আল্লাহর বাণী প্রচার করিবেন! আফসোস! যদি সেইদিন আমি জীবিত থাকিতাম- যেই দিন আপনার দেশবাসী আপনাকে দেশান্তরিত করিয়া ছাড়িবে! শেষের বাক্যটি শুনিয়া হযরত (দঃ) স্তম্ভিত হইয়া বলিলেন- কি? আমার দেশবাসী আমাকে দেশান্তরিত করিবে? ওয়ারাকা বলিলেন- হ্যাঁ, যেই সত্য ধর্ম আপনি প্রচার করিতে আসিয়াছেন, এইরূপ সত্য ধর্মবাণী যে কেহ দুনিয়াতে প্রচার করিতে আসিয়াছেন, দুনিয়াবাসী তাঁহার সাথে শত্রুতা না করিয়া ছাড়ে নাই। যদি আমি সেইদিন পাই তবে প্রাণপনে আপনাকে সাহায্য করিব। ইহার অল্পদিন পরই ওয়ারাকা পরলোক গমন করেন। এরপর কিছু দিনের জন্য অহী বন্ধ থাকিল।

অহী বন্ধ থাকাকালীন অবস্থা বর্ননা পূর্বক জাবের (রাঃ) বলিয়াছেন, রসূলুল্লাহ্ (দঃ) ফরমাইয়াছেন, "একদা আমি পথ চলিবার কালে উর্ধ দিকের একটি আওয়াজ শুনিতে পাইয়া উর্ধমুখে তাকাইয়া দেখি সেই ফেরেশতা-যিনি হেরা পর্বত গুহায় আমার নিকট আসিয়াছিলেন। তিনি আকাশ ও জমিনের মাঝখানে অতিশয় জমকালো কুরশীতে বসিয়া আছেন। তাঁহাকে এত বিরাট আকারে দেখিলাম যে তাঁহাকে দেখিয়া আমি ভয় পাইয়া গেলাম এবং ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বাড়ী চলিয়া আসিলাম। বাড়ীতে আসিয়া এইবার বলিলাম- আমাকে কম্বল গায়ে দিয়া দাও, আমাকে কম্বল গায়ে দিয়া দাও। এই দিন আরও পাঁচটি আয়াত নাযেল হয়। "হে বসনাবৃত! উঠুন, সতর্ক করিয়া দিন এবং আপনার প্রভুর মহিমা প্রচার করুন এবং আপনার পরিচ্ছদ পবিত্র করুন এবং মলিনতা দূরীভূত করুন- (২৯ পারা ৭৪ সুরা ১-৫ আয়াত)।

হাদীস- ৩। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- হযরতের অহী স্মরণ রাখা।

প্রথম প্রথম যখন অহী নাযেল হইত তখন রসুল (দঃ) অনেক কষ্ট করিতেন। জিব্রাঈল (আঃ) যখন অহী পড়িয়া শুনাইতেন তখন তিনি সঙ্গে সঙ্গেই জিহবা এবং ঠোঁট নাড়িয়া পড়া আরম্ভ করিতেন যাহা লাঘব করার জন্য চারিটি আয়াত নাযেল হয়ঃ-"আপনি অহীকে তাড়াতাড়ি মুখস্ত করিবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে জিহবা ও ঠোঁট নাড়িবেন না। জিব্রাঈল (আঃ) যখন পড়েন তখন মন দিয়া শুনুন। সম্পূর্ণ কণ্ঠস্ত করাইয়া দেওয়া এবং পুনরায় আপনার মুখে অবিকলরূপে পাঠ করাইয়া দেওয়ার ভার আমার উপর ন্যস্ত, ইহার জিম্মাদার আমি। অতএব, যখন আমি পড়িব, তখন আপনি শুধু মনোযোগের সাথে অনুসরন করুন। ঐ অহী পুনরায় আপনার মুখে পুনরাবৃত্তি করানো আমার জিম্মায় রহিল।

এই আয়াত নাযেল হওয়ার পর রসুল (দঃ) সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁট নাড়া বন্ধ করিয়া দিয়া অহী মনোযোগ দিয়া শুনিতেন এবং জিব্রাঈল (আঃ) চলিয়া যাওয়ার পর অবিকলরূপে উহা পড়িতেন।

নিয়ত

হাদীস- ৪। সূত্র- হযরত ওমর (রাঃ) - নিয়্যত অনুযায়ী ফল।

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- নিশ্চিত জানিও, আল্লাহর নিকট কাজের ফলাফল মানুষের নিয়্যত অনুসারে হইয়া থাকে। প্রত্যেক মানুষ তাহার কার্য্যের ফলাফল আল্লাহর নিকট সেইরূপই পাইবে যেইরূপ সে নিয়্যত করিবে। অতএব, যে ব্যক্তি আল্লাহকে ও আল্লাহর রসূলকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে হিজরত করিবে সে আল্লাহর এবং আল্লাহর রসূলের সন্তুষ্টি নিশ্চয়ই পাইবে। পক্ষান্তরে দুনিয়ার লোভে বা কোন রমনীকে বিবাহ করিবার উদ্দেশ্যে হিজরত করিলে তাহার ফল নিয়্যত অনুযায়ীই পাইবে।

হাদীস- ৫। সূত্র- হযরত আবু ওয়াক্কেদ (রাঃ)- আগ্রহ অনুযায়ী ফল।

একদা নবী করীম (দঃ) সাহাবীগনকে নিয়া মসজিদে বসিয়াছিলেন। এমন সময় তিন ব্যক্তি তাঁহার মজলিসের দিকে আসিতেছিল। তন্মধ্যে এক ব্যক্তি চলিয়া গেল এবং অপর দুই ব্যক্তি মজলিসে হাজির হইল। একজন ভিতরে সম্মুখভাগে জায়গা দেখিতে পাইয়া ভিতরে ঢুকিয়া বসিল এবং অপর ব্যক্তি সকলের পিছনেই বসিয়া পড়িল। মজলিস শেষ হইলে রসূল (দঃ) বলিলেন-একজন আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার জন্য তৎপর হওয়ায় আল্লাহ তাহাকে নিকটেই স্থান লাভের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি লজ্জা বোধ করিলেন, আল্লাহতা'লাও লজ্জাবোধ করিলেন।[১] তৃতীয় ব্যক্তি ফিরিয়া চলিয়া গিয়াছে, সুতরাং আল্লাহ তাহাকে মাহরুম করিয়া দিয়াছেন।

[১। বঞ্চিত রাখিতে।]

ঈমান

হাদীস- ৬। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- ঈমান, ইসলাম, এহসান কি? কেয়ামত কবে?

একদা রসূল (দঃ) প্রকাশ্য দরবারে বসিয়াছিলেন। এমন সময় একজন লোক তাঁহার দরবারে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন- ঈমান কাহাকে বলে? রসূল (দঃ) বলিলেন-ঈমান এই যে (১) আল্লাহর অস্তিত্বে ও একত্বে বিশ্বাস করিতে হইবে, (২) আল্লাহর ফেরেশতাগনের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে হইবে, (৩) আল্লাহর কেতাব সমূহের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে, (৪) আল্লাহর পয়গম্বরগনের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে, (৫) বিশ্বাস করিতে হইবে যে মানুষকে মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হইতে হইবে এবং স্বীয় কৃতকর্মের হিসাব দেওয়ার জন্য ও ভালমন্দ কর্মফল ভোগ করার জন্য আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হইতে হইবে, (৬) ইহাও বিশ্বাস করিতে হইবে যে- বিশ্বে প্রতিনিয়ত যে সকল ঘটনা সংঘটিত হইয়া থাকে উহা আমাদের পছন্দীয় হউক বা অপছন্দীয় হউক এবং মানুষ ইচ্ছাকৃতভাবে যাহা কিছু করিয়া থাকে সকল কিছুর মধ্যেই সর্ব শক্তিমান

আল্লাহতা'লার কর্তৃত্ব রহিয়াছে এবং আদিকাল হইতেই আলেমুল গায়েব সর্বশক্তিমান আল্লাহতা'লার নিকট পূর্বাহ্নে ঐ সকল কিছুর সঠিক তালিকাও প্রস্তুত রহিয়াছে। উল্লেখিত ছয়টি মৌলিক বিষয়ের উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করার নাম ঈমান। ঐ অপরিচিত আগন্তুক দ্বিতীয় প্রশ্ন করিলেন- ইসলাম কি বস্তু? ইসলাম ধর্ম কাহাকে বলে? রসুল (দঃ) উত্তরে বলিলেন- (১) খাঁটিভাবে আল্লাহকে এক বলিয়া অন্তরে যে দৃঢ় বিশ্বাস রহিয়াছে সেই বিশ্বাসের শপথ ও স্বীকারোক্তি সর্ব সমক্ষে প্রকাশ পূর্বক এক আল্লাহর গোলামী অবলম্বন করিতে হইবে এবং উহার বিপরীত সব কিছুকে বর্জনের স্পষ্ট ঘোষণা পূর্বক কার্যত শেরককে এড়াইয়া চলিতে হইবে। মোহাম্মদ (দঃ) যে আল্লাহর রসুল অন্তরের সেই দৃঢ় বিশ্বাসের ঘোষনাও প্রকাশ্যে দিতে হইবে।

অর্থাৎ কলেমা শাহাদাৎ- যাহার অর্থ-সাক্ষ্য দিতেছি যে আল্লাহ ছাড়া কেহ উপাস্য নাই, তিনি এক, তাঁহার কোন শরীক নাই এবং আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে মোহাম্মদ (দঃ) আল্লাহর বান্দা ও রসুল- মনে বিশ্বাস করিতে হইবে এবং প্রকাশ্যে ঘোষনা দিতে হইবে, (২) দৈনিক পাঁচ বার নির্ধারিত সময়ে আল্লাহর দরবারে হাজির হইয়া আল্লাহর নির্ধারিত আদেশ ও রসুল (দঃ) এর নির্ধারিত আদর্শ অনুসারে নামাজ আদায় করিতে হইবে, (৩) বিধানমত জাকাত আদায় করিতে হইবে, (৪) পূর্ণ রমজান মাসের রোজা রাখিতে হইবে এবং (৫) হজ্ব ফরজ হইলে পবিত্র হজ্বব্রত পালন করিতে হইবে।

আগন্তুক তৃতীয় প্রশ্ন করিলেন- এহসান কি? রসুল (দঃ) উত্তরে বলিলেন-এহসানে পৌঁছাইতে হইলে আল্লাহর গোলামী করিয়া যাওয়ায় আজীবন সাধনা করিয়া যাইতে হইবে আর সেই সাধনা হইবে এইরূপ একনিষ্ঠ সাধনা যেন আপনি স্বয়ং আল্লাহকে দেখিতেছেন। কেননা, যদিও আপনি আল্লাহকে দেখিতেছেন না কিন্তু আল্লাহ আপনাকে দেখিতেছেন।

আগন্তুক চতুর্থ প্রশ্ন করিলেন- কেয়ামত কবে আসিবে? রসলুল্লাহ (দঃ) উত্তরে বলিলেন- এই প্রশ্নের উত্তর আমি আপনার চাইতে অধিক জ্ঞাত নহি। তবে ঐ দিনটি নিকটবর্তী হওয়ার আলামতগুলি বলিয়া দিতেছিঃ-

যখন সন্তান সন্ততিগণ মাতাপিতার অবাধ্য হইবে, তাহাদের নাফরমানী করিবে, ও তাহাদের প্রতি চাকর- চাকরাণীর ন্যায় ব্যবহার করিবে; যখন চরিত্রহীন ও অতিশয় নিম্নস্তরের ইতর প্রকৃতির লোকদের হাতে কর্তৃত্ব ও রাজ্য শাসনের ভার চলিয়া যাইবে এবং ধন-দৌলত, অর্থ-সামর্থও ঐ শ্রেণীর লোকদের হাতে চলিয়া যাইবে এবং তাহারা ঐ অর্থের সদ্ব্যবহার না করিয়া প্রতিযোগীতামূলকভাবে বড় বড় মহল তৈয়ার করিবে এবং উহাতেই গৌরব বোধ করিবে।

প্রশ্নোত্তরের পর ঐ আগন্তুক চলিয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে হযরত (দঃ) সাহাবীগনকে আদেশ করিলেন- তাঁহাকে আমার নিকট ফিরাইয়া আন।

কিন্তু কেহই তাঁহাকে আর দেখিতে পাইলেন না। অতঃপর রসূল (দঃ) বলিলেন- ঐ আগন্তুক হযরত জিব্রাইল (আঃ)। তোমাদিগকে দ্বীন ও ধর্মের প্রধান বিষয়সমূহ জ্ঞাত করাইবার জন্য আসিয়াছিলেন।

হাদীস- ৭। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **ঈমান ও মোনাফেকীর নিদর্শন।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- আনসারদের সাথে মহব্বত রাখা ঈমানের নিদর্শন আর তাহাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করা মোনাফেকীর নিদর্শন।

হাদীস- ৮। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)-**ঈমানের স্বাদ।**

রসূল (দঃ) বলিয়াছেন- যাহার মধ্যে এই তিনটি গুন আছে সে ঈমানের স্বাদ পায়।

(১) অন্য সকলের চেয়ে আল্লাহ ও রসূল (দঃ) এর প্রতি অধিকতর মহব্বত হওয়া, (২) কাহাকেও ভালবাসিলে তাহা একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে হওয়া এবং (৩) কুফুরির দিকে ফিরিয়া যাওয়াকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হওয়া তুল্য অপ্রিয় গণ্য করা।

হাদীস- ৯। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **লজ্জা ঈমানের অঙ্গ।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- ঈমানের শাখা ৬০ হইতে অধিক এবং লজ্জা ঈমানের অন্যতম অঙ্গ।

হাদীস- ১০। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **লজ্জা ঈমানের অঙ্গ।**

একদা রসূল (দঃ) এক আনসারী ব্যক্তির নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। ঐ ব্যক্তি তাহার ভ্রাতাকে লজ্জার ব্যাপারে নসিহত করিতেছিল। রসূল (দঃ) তাহাকে বলিলেন- তাহাকে এই বিষয়ে ছাড়িয়া দাও। কেননা লজ্জা ঈমানের অঙ্গ।

হাদীস- ১১। সূত্র- হযরত ওবাদা ইবনে ছামেত (রাঃ)- **মৌলিক নিষেধ।**

একদা সাহাবীগনের মধ্যে উপবিষ্ট অবস্থায় রসূল (দঃ) বলিলেন- তোমরা আমার নিকট শপথ গ্রহন কর যে আল্লাহর সহিত কোন বস্তুকে শরীক করিবে না, চুরি করিবে না, জেনা করিবে না, আপন সন্তানকে হত্যা করিবে না, কাহারও উপর মিথ্যা ও মনগড়া অপবাদ দিবে না এবং ন্যায় কাজে আমার আদেশ অমান্য করবে না।

যে এই সব অঙ্গীকার মানিয়া চলিবে সে আল্লাহর নিকট পুরস্কার পাইবে। যদি কেহ এইগুলোর কোনটি করিয়া ফেলে এবং দুনিয়াতে ইহার জন্য শাস্তি পায় তবে সেই শাস্তি তাহার জন্য কাফফারা হইবে, আর যে ব্যক্তি এইগুলির কোনটি করে এবং আল্লাহ তাহা গোপন রাখেন, উহা আল্লাহর ইচ্ছাধীন। তিনি ইচ্ছা করিলে মাফ করিবেন আর ইচ্ছা করিলে শাস্তি দিবেন।

YQADRI.BLOGSPOT

হাদীস- ১২। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- চারিটি মৌলিক কর্তব্য।

আবদুল্লা কায়েস নামক গোত্রের একটি প্রতিনিধিদল মদীনায় রসূলুল্লাহ (দঃ) এর দরবারে আসিল। প্রাথমিক পরিচয়াদির পর রসূল (দঃ) তাহাদিগকে বলিলেন- লাঞ্ছিত ও অপমানিত হওয়ার পূর্বেই ইসলামের প্রতি অনুগত হওয়ার জন্য তোমাদিগকে ধন্যবাদ। তাহারা আরজ করিল, ইয়া রসূলুল্লাহ! জিলকদ, জিলহজ্জ, মহরম ও রজব এই চারিটি বিশেষ সম্মানিত মাস ব্যতীত অন্য সময়ে আমরা আপনার খেদমতে হাজির হইতে অক্ষম। কারন, আপনার দরবারে উপস্থিত হওয়ার পথের মধ্যে 'মোদার' গোত্রীয় কাফেরদের অবস্থান। আপনি আমাদিগকে কয়েকটি স্পষ্ট উপদেশ ও আদেশ নিষেধ বলিয়া দিন যাহা অনুসরন করিয়া আমরা সকলে বেহেশত লাভের উপযুক্ত হইতে পারি। এতদ্ব্যতীত তাহারা প্রচলিত পানীয় সমূহের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিল। রসূলুল্লাহ (দঃ) প্রথমতঃ তাহাদিগকে চারিটি কর্তব্যের আদেশ করিলেন, (১) এক আল্লাহর উপর ঈমান আনার জন্য আদেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন- এক আল্লাহর উপর ঈমান কাহাকে বলে জান কি? তাহারা আরজ করিল, আল্লাহ এবং আল্লাহর রসূলই তাহা ভালরূপে বলিতে পারেন। তিনি বলিলেন- উহার অর্থ- কায়মনোবাক্যে এই অঙ্গীকার ও স্বীকারোক্তি করা যে একমাত্র আল্লাহই মাবুদ; আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ নাই এবং মোহাম্মদ (দঃ) আল্লাহর রসূল (২) নামাজ উত্তমরূপে আদায় করা (৩) জাকাত দান করা (৪) রমজান মাসের রোজা রাখা এবং গণিমতের মালের পঞ্চমাংশ দেওয়া। রসূল (দঃ) তাহাদিগকে চারিটি বস্তু (পাত্র) ব্যবহার করিতে নিষেধ করিলেন। রসূল (দঃ) তাহাদিগকে ইহাও বলিলেন- এই সব আদেশ নিষেধকে তোমরা ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইবে এবং দেশে গিয়া সকলকে ইহা জানাইয়া দিবে।

হাদীস- ১৩। সূত্র- হযরত জরীর ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ)- মৌলিক ক্রিয়াদি।

আমি রসূল (দঃ) এর হাতে হাত দিয়া বাইয়াত গ্রহন করিয়াছি এবং অঙ্গীকারাবদ্ধ হইয়াছি যে- নামাজ যথাসাধ্য উত্তমরূপে আদায় করিব, জাকাত দান করিব, প্রত্যেক মুসলমানের হিত সাধন ও মঙ্গল কামনা করিব।

হাদীস- ১৪। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- ইসলামের মৌলিক বিষয়াদি।

একদা আমরা মসজিদের মধ্যে নবী করীম (দঃ) এর মজলিসে বসিয়াছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি উটের উপর সওয়ার হইয়া আসিল এবং উট হইতে অবতরণ করিয়া উহাকে বাঁধিল। তারপর মসজিদের ভিতরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল- আপনাদের মধ্যে মোহাম্মদ (দঃ) কে? নবী করীম (দঃ) হেলান দেওয়া অবস্থায় আমাদের মধ্যে বসিয়াছিলেন। আমরা উত্তর করিলাম-এই যে হেলান দেওয়া উপবিষ্ট নূরানী চেহারাওয়ালা। অতঃপর উক্ত ব্যক্তি নবী করীম (দঃ) কে সম্বোধন করিয়া বলিল- আমি আপনার নিকট কয়েকটি বিষয় জিজ্ঞাসা করিব এবং

কড়াকড়ির সহিত জিজ্ঞাসা করিব। আপনি তজ্জন্য ব্যথিত হইবেন না। নবী করীম (দঃ) বলিলেন- আপনার যাহা ইচ্ছা মন খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। তখন উক্ত ব্যক্তি বলিল- আপনার প্রেরীত এক ব্যক্তি আমাদিগকে বলিয়াছে যে আপনি দাবী করেন যে আল্লাহ আপনাকে রসুল নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়াছেন। রসূল (দঃ) বলিলেন- সে সত্য এবং ঠিক বলিয়াছে। ঐ ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল- আসমান-জমিন কে সৃষ্টি করিয়াছেন? হযরত (দঃ) বলিলেন- আল্লাহ। সে প্রশ্ন করিল- এই সবের মধ্যে উপকারী বস্তুসমূহ কে সৃষ্টি করিয়াছেন? নবী করীম (দঃ) বলিলেন- আল্লাহ। সে বলিল- আমি আপনার এবং আপনার পূর্ববর্তী সকলের রব- যিনি আসমান জমিন সৃষ্টি করিয়াছেন, পাহাড় পর্বত প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং এই সবের মধ্যে অসংখ্য উপকারী বস্তু রাখিয়াছেন- তাঁহার কসম দিয়া আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, সত্যই কি আল্লাহতালা আপনাকে সমস্ত জগদ্বাসীর জন্য রসুল নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়াছেন? নবী করীম (দঃ) উত্তর করিলেন- আল্লাহর শপথ করিয়া বলিতেছি- সত্যই আল্লাহ আমাকে সমস্ত জগদ্বাসীর প্রতি তাঁহার রসুল নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়াছেন। তারপর সেই লোকটি বলিল- যেই আল্লাহ আপনাকে রসূলরূপে প্রেরণ করিয়াছেন আমি আপনাকে সেই আল্লাহর কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি-আল্লাহতালা আপনাকে এই আদেশ করিয়াছেন কি যে- দিবারাত্রে আমাদিগকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করিতে হইবে? নবী করীম (দঃ) বলিলেন- আমি আল্লাহর কসম করিয়া বলিতেছি- আল্লাহ দিনে রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করিবার আদেশ করিয়াছেন। লোকটি ঐরূপেই বলিল- আমি আপনাকে আল্লাহর কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি- স্বয়ং আল্লাহই কি আপনাকে আদেশ করিয়াছেন যে আমাদের পূর্ণ রমজান মাসের রোজা রাখিতে হইবে? নবী করীম (দঃ) বলিলেন- আমি আল্লাহর কসম করিয়া বলিতেছি- স্বয়ং আল্লাহই আমাকে আদেশ করিয়াছেন যে আমাদেরকে পূর্ণ রমজান মাসের রোজা রাখিতে হইবে। লোকটি বলিল- আমি আপনাকে আল্লাহর কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি- স্বয়ং আল্লাহই কি আপনাকে আদেশ করিয়াছেন যে আমাদের মালদারগণের নিকট হইতে জাকাত আদায় করিয়া গরীবদিগকে দান করিতে হইবে? নবী করীম (দঃ) বলিলেন- আমি আল্লাহর কসম করিয়া বলিতেছি- স্বয়ং আল্লাহই আমাকে এই আদেশ করিয়াছেন যে ধনীদের নিকট হইতে জাকাত আদায় করিয়া গরীবদিগকে দান করিতে হইবে। লোকটি এইরূপে হজ্বের বিষয়ও জিজ্ঞাসা করিল এবং নবী করীম (দঃ) ঐরূপই উত্তর দিলেন।

তারপর লোকটি বলিল- আমি আমার সম্প্রদায়ের নিকট হইতে প্রতিনিধিরূপে আসিয়াছি। আমার নাম জেমাম ইবনে সালাবাহ। লোকটি প্রত্যাবর্তনকালে শপথ করিয়া বলিল- যেই আল্লাহ আপনাকে সত্যের বাহকরূপে পাঠাইয়াছেন, সেই মহান আল্লাহর শপথ করিয়া বলিতেছি- আমি উহার বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম করিব না। লোকটির দৃঢ়তা দেখিয়া হযরত (দঃ) বলিলেন- যদি সে তাহার কথায় সত্যবাদী হয়, তবে নিশ্চয়ই সে বেহেশতবাসী হইবে।

হাদীস- ১৫। সূত্র- হযরত বরা ইবনে আযেব (রাঃ)- **সাতটি কাজের আদেশ, সাতটি কাজের নিষেধ।**

নবী করীম (দঃ) আমাদিগকে বিশেষভাবে ৭টি কাজের আদেশ ও সাতটি কাজের নিষেধ করিয়াছেন। আদেশকৃত ৭ টি কাজ- ১। জানাজার সঙ্গে যাওয়া। ২। রোগীকে দেখিতে যাওয়া ও তাহার খোঁজ খবর নেওয়া, (৩) কাহারও আহবানে সাড়া দেওয়া, ৪। মজলুমের সাহায্য করা, (৫) শপথ পূর্ন করা, (৬) সালামের জবাব দেওয়া এবং (৭) হাঁচি দাতার জন্য দোয়া করা। নিষেধকৃত ৭টি কাজ- (১) রূপার পাত্র ব্যবহার , (২) সোনার অংটি ব্যবহার, (৩) রেশমী জাতীয় পোষাক পরা, (৪) গুটি পোকার অংশে তৈরী কাপড় পরা (৫) কস মিশ্রিত পোষাক পরা এবং (৬) তসর ব্যবহার করা বা (৭) তসরে সেলাইকৃত পোশাক ব্যবহার করা।

হাদীস- ১৬। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **মুসলমানদের ৫টি হক।**

রসূল (দঃ) বলিয়াছেন- মুসলমানদের পরস্পর ৫টি হক আছে- (১) সালামের উত্তর দেওয়া, (২) রুগ্ন ব্যক্তির শুশ্রুষা করা, (৩) জানাজার অনুগমন করা, (৪) দাওয়াত কবুল করা এবং (৫) হাঁচি দাতার 'আলহামদুলিল্লাহ' এর জবাবে 'ইয়ার হাকুমুল্লাহ (আল্লাহ তোমার উপর রহমত নাজেল করুন) বলা।

হাদীস- ১৭। সূত্র- হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)- **ঈমানদার বেহেশতী।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- বেহেশতীগন বেহেশতে এবং দোজখীগন দোজখে যাওয়ার পর আল্লাহতালা ফেরেশতাগনকে আদেশ করিবেন- যাহাদের অন্তরে অন্ততঃ সরীষা পরিমান ঈমান আছে তাহাদিগকে দোজখ হইতে বাহির করিয়া আন। তাহাদিগকে এমন অবস্থায় বাহির করিয়া আনা হইবে যে তাহারা অঙ্গার হইয়া গিয়াছে। তখন তাহাদিগকে আবেহায়াতের নদীতে ফেলা হইবে। সেখান হইতে তাহারা স্রোতের ধারে গজানো ঘাসের বীজের ন্যায় হইয়া উঠিবে। তুমি কি দেখ নাই উক্ত বীজের গাছগুলি হলুদ রং এর তাজা ও ঘন হইয়া অঙ্কুরিত হয়?

হাদীস- ১৮। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **ঈমানদার বেহেশতী।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- মোওয়াহহেদ বা মোমেনদের মধ্যে সর্বপ্রথম ঐ ব্যক্তিকে দোজখ হইতে বাহির করা হইবে যাহার অন্তরে যবের দানা পরিমান ঈমানের অস্তিত্ব থাকিবে। তারপর যাহার অন্তরে গমের দানা পরিমান, সর্বশেষ যাহার অন্তরে চীনার দানা পরিমান ঈমানের অস্তিত্ব বজায় থাকিবে।

হাদীস- ১৯। সূত্র- হযরত ওবাদাহ (রাঃ)- **দৃঢ় ঈমানদারগণ আমল দ্বারা বেহেশত লাভ করিতে পারিবে।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- সেই ব্যক্তিই স্বীয় আমল দ্বারা বেহেশত লাভ করিতে পারিবে যেই ব্যক্তি এইরূপ আকিদা ও বিশ্বাসের ঘোষণা দিবে যে- আল্লাহ ভিন্ন কোন মাবুদ নাই; মাবুদ একমাত্র আল্লাহই; তিনি

এক, অদ্বিতীয়, তাহার কোন শরিক নাই, মোহাম্মদ (দঃ) তাহার সৃষ্ট বান্দা ও রসুল, ঈশা, (আঃ) তাহার সৃষ্ট বান্দা ও রসুল; আল্লাহর আদেশ 'কুন' অর্থাৎ হইয়া যাও মরিয়মের প্রতি পৌঁছাইয়া একটি রূহ রূপে ঈশা (আঃ)কে পৌঁছাইয়াছিলেন; বেহেশত এবং দোজখ সত্য ও বাস্তব।

হাদীস- ২০। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)-**খাঁটি বিশ্বাসীর উপর দোজখ হারাম।**

একদা নবী করীম (দঃ) উটের উপর সওয়ার ছিলেন। মোয়াজ (রাঃ) তাঁহার সঙ্গে পেছনে উপবিষ্ট ছিলেন। নবী করীম (দঃ) ডাকিলেন- হে মোয়াজ! মোয়াজ (রাঃ) উত্তর করিলেন- নতশিরে হাজির, ইয়া রসুলুল্লাহ! এইরূপে তিনবার ডাকিয়া নবী করীম (দঃ) বলিলেন- যে ব্যক্তি খালেছ দিলে এই স্বীকারোক্তি করিবে যে একমাত্র আল্লাহই মা'বুদ- অন্য কোন মা'বুদ নাই এবং মোহাম্মদ (দঃ) আল্লাহর রসুল- সেই ব্যক্তির উপর দোজখ হারাম হইয়া যাইবে। মোয়াজ (রাঃ) আরজ করিলেন- এই সুসংবাদ সকলকে শুনাইয়া দেই যেন সকলেই সন্তুষ্টি লাভ করিতে পারে। নবী করীম (দঃ) বলিলেন- এইরূপ করিলে সর্ব সাধারণ ভরসা জন্মাইয়া বসিবে। মোয়াজ (রাঃ) জীবনভর এই হাদীসটি প্রকাশ করেন নাই। হাদীস লুকাইয়া রাখার গোনাহের ভয়ে মৃত্যুর সময় এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছিলেন।

হাদীস- ২১। সূত্র- হযরত ইতবান ইবনে মালেক (রাঃ)- **আল্লাহর সন্তুষ্টি চাহিলে দোজখ হারাম।**

বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহনকারী সাহাবীগনের অন্যতম ইতবান (রাঃ) একবার রসুল (দঃ) এর নিকট আসিয়া বলিলেন- ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমার দৃষ্টিশক্তি কমিয়া গিয়াছে। আমি আমার গোত্রের ইমামতি করি। বৃষ্টির সময় মধ্যবর্তী উপত্যকা ভাসিয়া যাওয়ায় আমি মসজিদে আসিয়া নামাজ পড়াইতে পারি না। আমার ইচ্ছা আপনি আমার বাড়িতে আসিয়া এক জায়গায় নামাজ পড়িবেন এবং আমি সেই জায়গাটি নামাজের জন্য ঠিক করিয়া নিব। রসুলুল্লাহ (দঃ) ইনশাআল্লাহ শীঘ্রই এইরূপ করিবেন বলিয়া কবুল করিলেন এবং পরদিন কিছু বেলা হইলে আবু বকর (রাঃ)কে সঙ্গে নিয়া উপস্থিত হইলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) অনুমতি নিয়া প্রবেশ করিলেন এবং না বসিয়াই বলিলেন- ঘরের কোন জায়গায় নামাজ পড়া তুমি পসন্দ কর? তাঁহাকে ইশারা করিয়া একটি জায়গা দেখান হইলে তিনি দাঁড়াইয়া তকবীর বলিলেন। আমরা কাতার করিয়া দাঁড়াইলাম। তিনি দুই রাকাত নামাজ পড়িলেন। তারপর সালাম ফিরাইলেন। আমরা তাঁহার জন্য খাযীরাহ (খানা বিশেষ) তৈরী করিয়াছিলাম। সেইজন্য তাঁহাকে কিছুক্ষন আটকাইয়া রাখিলাম। ততক্ষনে ঘরের মধ্যে মহল্লার কিছু লোক জমা হইল। তাহাদের মধ্য হইতে একজন বলিল- মালেক ইবনে দাখাইশন কোথায়? একজন জবাবে বলিল- সে মোনাফেক। সে আল্লাহ ও তাহার রসুলকে ভালবাসে না। রসুল (দঃ) বলিলেন- এইরূপ বলিও না। তোমরা কি দেখ না যে সে

'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে এবং তাহার দ্বারা সে আল্লাহর সন্তুষ্টি পাইতে চায়? সে বলিল, 'আল্লাহ ও তাহার রসুল ভাল জানেন; তবে আমরা তাহার মধ্যে মোনাফেকের জন্য বেশী আকাঙ্খা দেখি।' রসূল (দঃ) বলিলেন- যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া মাবুদ নাই' বলা দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি পাইতে চায় মহামহীম আল্লাহ তাহার জন্য দোযখ হারাম করিয়া দিয়াছেন।

হাদীস- ২২। সূত্র- হযরত জায়েদ ইবনে খালেদ (রাঃ)- **নক্ষত্রের কারণে বৃষ্টি বলা নিষেধ।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) আমাদেরকে নিয়া হোদায়বিয়ায় ফজরের নামাজ আদায় করেন। ঐ রাতে বৃষ্টি হইয়াছিল। নামাজ শেষে নবী করীম (দঃ) লোকদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন- তোমরা জান কি তোমাদের পরওয়ার দেগার কি বলিয়াছেন? তাঁহারা বলিল- আল্লাহ এবং আল্লাহর রসূলই ভাল জানেন। তিনি বলিলেন- আল্লাহ বলিয়াছেন- আমার কিছু বান্দা আমার প্রতি ঈমানদার থাকে আর কিছু বান্দা কাফের হইয়া যায়। যে ব্যক্তি বলে আল্লাহর ফজল ও অনুগ্রহে বৃষ্টি হইয়াছে সে আমার প্রতি ঈমানদার ও নক্ষত্রের প্রতি অবিশ্বাসী। আর যে ব্যক্তি বলে- অমুক অমুক নক্ষত্রের উদয়ের কারনে; সে ব্যক্তি আমার প্রতি অবিশ্বাসী ও নক্ষত্রের প্রতি বিশ্বাসী।

হাদীস- ২৩। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **হিংস্র জন্তুদের রাজত্বের উপর ঈমান রাখা।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- একব্যক্তি বকরি চরাইতেছিল। হঠাৎ বাঘ আসিয়া একটি বকরি লইয়া গেল। লোকটি বাঘকে তাড়া করিয়া উহার মুখ হইতে বকরিটিকে ছিনাইয়া লইল। বাঘটি ঐ ব্যক্তিকে লক্ষ করিয়া বলিল- যে দিন হিংস্র জন্তুর রাজত্ব চলিবে এবং আমরাই এই বকরির মুরুব্বী হইয়া দাঁড়াইব সেদিন কে ইহাকে আমাদের হাত হইতে রক্ষা করিবে?

ঘটনা শুনিয়া সকলে আশ্চর্যান্বিত হইলে নবী করীম (দঃ) বলিলেন- আমি ইহার প্রতি ঈমান রাখি। আবুবক্কর ও ওমর ইহার প্রতি ঈমান রাখে।[১]

[১। আবু বকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ) এর অনুপস্থিতিতে বলিয়াছিলেন]

হাদীস- ২৪। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **একটি কাল দাসী এবং জড়োয়া হার।**

এক আরব গোত্রের এক কাল দাসী ছিল। তাহারা তাহাকে আজাদ করিয়া দিলেও সে তাহাদের সঙ্গেই থাকিয়া গেল। একবার সেই গোত্রের একটি মেয়ে লাল চামড়ার উপর একটি জড়োয়া হার পরিয়া বাহিরে গেল এবং উহা সে নিজে খুলিয়া রাখিল বা উহা খুলিয়া পড়িয়া গেল। একটি চিল উহাকে ছোঁ মারিয়া নিয়া গেল। উহা খোজ করিয়া না পাইয়া সকলে দাসী মেয়েটির উপর দোষ চাপাইয়া তাহার শরীরে তল্লাসী শুরু করিল, লজ্জাস্থানও বাদ দিলনা। মেয়েটি সহ সকলে দাঁড়াইয়া থাকাকালীন সময় চিলটি আসিয়া হারটি ফেলিয়া দিয়া গেলে উহা তাহাদের মধ্যে পড়িল। তখন সে বলিল- আপনারা আমার উপর দোষ চাপাইয়াছিলেন অথচ আমি নির্দোষ। এইত সেই হারটি। এই ঘটনার পর সে রসুল (দঃ) এর নিকট আসিয়া ইসলাম গ্রহন করিল। মসজিদে তাহাকে একটি তাঁবু বা ছোট ঘর দেওয়া হইয়াছিল। সে আমার নিকট আসিয়া কথাবার্তা বলিত। সে প্রায়ই

বলিয়া উঠিত, ''জড়োয়া হারের ঘটনার দিনটি ছিল আমার প্রভুর অলৌকিকত্বের অংশ বিশেষ। তিনি আমাকে মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন কুফ্রির রাজ্য হইতে।'' আমি একবার তাহাকে বলিলাম- কি ব্যাপার তুমি আমার নিকট বসিলেই এই কথাটি বল? তখনই সে আমার নিকট এই ঘটনাটি ব্যক্ত করিল।

হাদীস- ২৫। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **ঈমানহীনের বিরুদ্ধে জেহাদ।**

রসূল (দঃ) বলিয়াছেন- আল্লাহর তরফ হইতে আমি আদিষ্ট হইয়াছি। আমি যেন বিপথগামী জগদ্বাসীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইয়া যাই-জেহাদ করিয়া যাই যে পর্যন্ত না তাহারা এই স্বীকারোক্তি করিবে যে, এক আল্লাহই মা'বূদ ও উপাস্য, তিনি ভিন্ন অন্য কোন মাবুদ বা উপাস্য নাই এবং মোহাম্মদ (দঃ) আল্লাহর সত্যিকারের রসূল এবং নামাজ কায়েম করিবে ও যাকাত দান করিবে। যাহারা এই কয়টি কাজ পূর্ন করিবে তাহারা জানমাল রক্ষার অধিকার পাইবে। অবশ্য ইসলামের বিধান লংঘনে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রযোজ্য হইবে। আন্তরিক অবস্থার জন্য আল্লাহতালার নিকট দায়ী থাকিবে।

হাদীস- ২৬। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)- **শিরক সবচেয়ে বড় জুলুম।**

যখন নাজেল হইল (১) যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং ঈমানের সহিত জুলুম মিশ্রিত করে নাই তাহারাই পরিত্রান পাওয়ার যোগ্য। (পারা ৭, সূরা ৬, আয়াত ৮২) তখন সাহাবীগন ভাবিলেন- আমাদের প্রত্যেকেরই কমবেশী জুলুম নিশ্চয়ই আছে; তাহা হইলে আমরা কেহ কি পরিত্রান পাইব না? তাহারা ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া রসূল (দঃ) এর নিকট আরজ করিলেন- আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে কোন একটিও জুলুম (অন্যায়-অত্যাচার তথা গোনাহ) করি নাই? রসূল (দঃ) তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন-এই আয়াতে জুলুম শব্দটির দ্বারা সাধারন অন্যায় অত্যাচার বা সাধারন গোনাহ উদ্দেশ্য করা হয় নাই বরং সবচেয়ে বড় অন্যায় অত্যাচার শিরককে উদ্দেশ্য করা হইয়াছে। যেমন অন্য এক আয়াতে আছে, "নিশ্চয় জানিও শিরক সবচেয়ে বড় জুলুম।" (পারা ২১ সূরা ৩১ আয়াত ১৩)।

হাদীস- ২৭। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **হিরাক্লিয়াসের ঘটনা।**

আবু সুফিয়ান আমার নিকট বর্ননা করিয়াছেন যে হোদায়বিয়ার সন্ধির পর তিনি বানিজ্য করিতে সিরিয়া দেশে গিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে মক্কার কোরায়েশ দলের আরও অনেকে ছিল। এই সময় হঠাৎ একদিন রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস-যিনি উক্ত সময়ে সিরিয়ার ইলিয়া শহরে (বাইতুল মোকাদ্দাস) আসিয়াছিলেন- তাহাদিগকে দরবারে ডাকিয়া পাঠান। হিরাক্লিয়াস জিজ্ঞাসা করেন, "আরব দেশে যে লোকটি নবুয়তের দাবী করিতেছেন আপনাদের মধ্যে তাঁহার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় কেহ আছেন কি?'' আবু সুফিয়ান বলিলেন, "হ্যাঁ এবং আমিই তাঁহার সব চাইতে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়।" হিরাক্লিয়াস তখন

আমাকে তাঁহার নিকট বসানোর এবং অন্যান্য সাথীদিগকে আমার নিকটবর্তী পেছনে বসানোর ব্যবস্থা করিলেন। অতঃপর হিরাক্লিয়াস নির্দেশ দিলেন যে তিনি আমাকে নবুয়তের দাবীদার লোকটি সম্পর্কে কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করিবেন। তিনি ইহাও নির্দেশ দিলেন যে আবু সুফিয়ান যদি কোন কথা মিথ্যা বলেন তবে সাথীরা যেন মিথ্যাটুকু ধরাইয়া দেন। আবু সুফিয়ান এখন মুসলমান অবস্থায় বলিতেছেন- "আল্লাহর কসম, সঙ্গীগণ কর্তৃক মিথ্যাবাদীরূপে প্রমাণিত হওয়ার লজ্জা বাধা না দিলে আমি রোম সম্রাটের নিকট মোহাম্মদ (দঃ) এর বিরুদ্ধে অবশ্যই মিথ্যা বলিতাম।"

হিরাক্লিয়াস ও আবু সুফিয়ানের মধ্যে নিম্নরূপ কথোপকথন হয়ঃ-

১। হিরাক্লিয়াস- এই লোকটির জন্ম কিরূপ বংশে?

আবু সুফিয়ান- অতি উচ্চ সম্ভ্রান্ত বংশে।

২। হিরাক্লিয়াস-সেই বংশে তাঁহার পূর্বে অন্য কেহ নবুয়তের দাবী করিয়াছেন কি?

আবুসুফিয়ান-না।

৩। হিরাক্লিয়াস-তাঁহার পূর্ব পুরুষগন কেহ রাজা বাদশাহ ছিলেন কি?

আবু সুফিয়ান-না।

৪। হিরাক্লিয়াস- নবুয়তের দাবী করিবার পূর্বে এই লোকটির কোন মিথ্যাবাদিতা আপনাদের নিকট কখনও ধরা পড়িয়াছে কি?

আবু সুফিয়ান-না।

৫। হিরাক্লিয়াস-ধনাঢ্য ব্যক্তিগন বেশী তাঁহার দলভুক্ত হয়, না গরীব জনসাধারন?

আবু সুফিয়ান-গরীব জনসাধারন।

৬। হিরা- তাঁহার দলের লোকসংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়িতেছে, না কমিতেছে?

আবু সুফিয়ান- কমিতেছে না বরং ক্রমান্বয়ে বাড়িতেছে।

৭। হিরাক্লিয়াস- কেহ তাঁহার ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর সেই ধর্মের দোষত্রুটি দেখিয়া- সেই ধর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া উহা পরিত্যাগ করে কি?

আবু সুফিয়ান- না।

৮। হিরাক্লিয়াস- এই লোকটি কখনও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ বা বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে কি?

আবু সুফিয়ান- না, কিন্তু আমরা সম্প্রতি একটি সন্ধিচুক্তি করিয়াছি। জানি না, এই ব্যাপারে তিনি কি করেন। (এই কথাটুকু ছাড়া তাঁহার বিরুদ্ধে আর কিছু তিনি পান নাই বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।)

৯। হিরা- তাঁহার সঙ্গে আপনাদের কোন যুদ্ধ হইয়াছে কি এবং হইয়া থাকিলে যুদ্ধের ফলাফল কি হইয়াছে?

আবু সুফিয়ান- হ্যাঁ, যুদ্ধ হইয়াছে। কখনও তিনি জয়ী হন, আমরা পরাজিত হই: আবার কখনও আমরা জয়ী হই, তিনি পরাজিত হন।

১০। হিরাক্লিয়াস- তিনি আপনাদেরকে কি কি আদেশ করিয়া থাকেন?

আবু সুফিয়ান- তিনি আমাদেরকে আদেশ করিয়া থাকেন- ১। এক আল্লাহর বন্দেগী কর, অন্য কাহারও পুজা করিও না, কাহাকেও আল্লাহর সহিত শরীক করিও না এবং তোমাদের পূর্ব পুরুষদের যাবতীয় কুসংস্কার ত্যাগ কর। ২। নামাজ কায়েম কর, ৩। যাকাত দান কর, ৪। সত্যবাদী হও, ৫। সংযমী হও, ৬। আমানতের পূর্ণ হেফাজত করিয়া প্রত্যেকের হক নিজ দায়িত্বজ্ঞানে পৌঁছাইয়া দাও, ৭। মানুষের সাথে কর্কশ ব্যবহার করিয়া বিচ্ছেদ ও ভাঙ্গন সৃষ্টিকারী হইও না, বরং প্রত্যেকের সাথে মধুর ব্যবহার করিয়া মিল ও মহব্বত কায়েম রাখ। বিশেষতঃ মাতা-পিতা, ভাই-বোন, চাচা-ভাতিজা, মামা-ভাগিনা, ফুফু-খালা এবং আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী যাহাদের সহিত সকল সময় মেলামেশা ও উঠা-বসা হইয়া থাকে তাহাদের সহিত কর্কশ ব্যবহার করিয়া তাহাদের মনে ব্যথা দিও না; সর্বাবস্থায় তাহাদের সহিত ভাল ব্যবহার দ্বারা পরস্পর মিল- মহব্বত কায়েম রাখিয়া চল।

এই দশটি প্রশ্নোত্তরের পর হিরাক্লিয়াস প্রতিটি উত্তরের উপর মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

প্রথম প্রশ্নোত্তর-তাঁহার বংশ সম্ভ্রান্ত। আল্লাহর রসূলগন উচ্চ বংশেই জন্মগ্রহন করেন।

দ্বিতীয় প্রশ্নোত্তর- তাঁহার বংশে ইতিপূর্বে কেহ নবুয়ত দাবি করে নাই। তিনি বংশের অন্যের দেখাদেখি ইহা করিতেছেন না।

তৃতীয় প্রশ্নোত্তর- তাঁহার পূর্ব পুরুষগণ কেহ রাজা বাদশাহ ছিলেন না। কাজেই বাপদাদার সিংহাসন লাভ করার জন্য তিনি ইহা করিতেছেন না।

চতুর্থ প্রশ্নোত্তর- যিনি ইতিপূর্বে কখনও কোন ব্যাপারে মিথ্যাচার করেন নাই, তিনি হঠাৎ আল্লাহর সম্বন্ধে মিথ্যা বলিবেন, ইহা অবাস্তব।

পঞ্চম প্রশ্নোত্তর- ধন্যাঢ্য ব্যক্তিগণ অপেক্ষা গরীব জনগণ তাঁহার অনুগামী হইতেছে। গরীব জনসাধারনই সাধারনতঃ সত্য নবীর অনুগামী হয়।

ষষ্ঠ প্রশ্নোত্তর- তাঁহার অনুগামীদের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতেছে। সত্য ধর্ম ও সত্য ঈমানের ইহাই লক্ষণ যে ক্রমান্বয়েই উহা বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং এইভাবে উহা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

সপ্তম প্রশ্নোত্তর- তাঁহার ধর্ম গ্রহণ করার পর ইহার অভ্যন্তরীণ কোন বিষয় অপছন্দ করিয়া কেহ ধর্ম পরিত্যাগ করে নাই। সত্যিকারের ঈমান ও সত্যিকারের ধর্ম যখন মানুষের অন্তঃস্থলে বদ্ধমূল হইয়া যায় তখন সে উহার প্রতি আস্বাদ লাভ করে। সে আর কিছুতেই উহা পরিত্যাগ করিতে পারে না।

অষ্টম প্রশ্নোত্তর- তিনি কখনও বিশ্বাস বা চুক্তি ভঙ্গ করেন নাই। সত্য নবীগণ কখনও বিশ্বাস বা চুক্তি ভঙ্গ করেন না।

নবম প্রশ্নোত্তর- তিনি যুদ্ধ করিয়া কখনও জয়ী হইয়াছেন আবার কখনও পরাজিত হইয়াছেন। পার্থিব ব্যাপারে সর্বদা জয়ী হওয়া পয়গম্বরের

বিশেষত্ব নহে; বরং কষ্ট, সাধনা, তিতিক্ষা, পরাজয় ও পরীক্ষার মধ্য দিয়া পরিণামে জয়যুক্ত হওয়াই তাঁহাদের সাধারন নিয়ম।

দশম প্রশ্নোত্তর- তিনি এক আল্লাহর বন্দেগী করিতে, কাহাকেও আল্লাহর সহিত শরীক না করিতে, নামাজ কায়েম করিতে, যাকাত দান করিতে, সত্যবাদী হইতে, সংযমী হইতে, আমানতের হেফাজত করিতে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখিয়া মধুর ব্যবহার দ্বারা পরস্পর মিলমহব্বত রাখিতে আদেশ করিয়া থাকেন। আপনি যাহা কিছু বলিয়াছেন তাহা সত্য বলিয়া থাকিলে নিশ্চয় জানিবেন, এই ব্যক্তি অতি শীঘ্র আমার পায়ের তলার এই দেশ পর্যন্ত জয় ও অধিকার করিয়া লইবেন। এই সম্বন্ধে আমার পূর্ণ জ্ঞান ও বিশ্বাস ছিল যে তিনি আসিবেন কিন্তু আমার এই ধারণা ছিল না যে তিনি আপনাদের আরববাসীদের মধ্য হইতে আসিবেন। যদি আমি বুঝি যে, আমি তাঁহার নিকট পৌঁছিতে পারিব, তবে নিশ্চয়ই আমি তাঁহার খেদমতে হাজির হইয়া তাঁহার দর্শন লাভ করিব। যদি আমার ভাগ্যে তাঁহার দর্শন ও সাহচর্য্য লাভ জোটে তবে তাঁহার পদ ধৌত করিয়া জীবনকে সার্থক করিব।

রসুলুল্লাহ (দঃ) একখানা পত্র দাহইয়া কুলবী (রাঃ) নামক সাহাবীর হাতে বুস্‌রার শাসনকর্তার মারফত হিরাক্লিয়াসের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। উক্তরূপ প্রশ্নোত্তর ও মন্তব্য প্রকাশের পর হিরাক্লিয়াস পত্র খানা আনাইলেন এবং পাঠ করাইলেন যাহার মর্ম নিম্নরূপ ছিলঃ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

প্রেরকঃ আল্লাহর বান্দা ও আল্লাহর প্রেরীত রসুল মোহাম্মদ (দঃ)।

প্রাপকঃ রোমান জাতির বিশিষ্ট ব্যক্তি হিরাক্লিয়াস।

সম্বোধন- শান্তি তাহাদের জন্য যাহারা সত্য পথের অনুসারী। অতঃপর আমি আপনাকে ইসলামের আকুল আহ্বান জানাইতেছি। আপনি ইসলাম গ্রহণ করুন। তাহা হইলেই আপনি শান্তি লাভ করিতে পারিবেন। আপনি যদি ইসলাম গ্রহন করেন তবে আল্লাহ আপনাকে দ্বিগুন পুরস্কার দান করিবেন। যদি আপনি আমার এই আহবানে সাড়া না দেন, তবে আপনার প্রজাবর্গ ও অনুচরবর্গের পাপের বোঝাও আপনার উপর পড়িবে। হে কেতাবধারী জ্ঞানীগন! আসুন, আপনাদের ও আমাদের মধ্যে যতটুকু ঐক্যমত ততটুকুর মধ্যে আমরা সকলে এক হইয়া যাই। আপনারাও নাস্তিক নন; আমরাও নাস্তিক নই। আপনারাও সাকারবাদী নন, একত্ববাদী; আমরাও সাকারবাদী নই, একত্ববাদী। আসুন! সকলে একত্র ও একতাবদ্ধ হইয়া এক নিরাকার আল্লাহর বন্দেগী করি; এক আল্লাহর সঙ্গে অন্য কাহাকেও শরিক না করি, এক আল্লাহ ভিন্ন অন্য কাহাকেও উপাস্যরূপে গ্রহণ না করি। আপনারা সাক্ষী থাকুন, আমরা কিন্তু অটল অনড়, এক আল্লাহরই উপাসক, এক আল্লাহরই আনুগত্য স্বীকারকারী।

আবু সুফিয়ান বলেন, হিরাক্লিয়াসের মন্তব্য প্রকাশের পর এবং পত্র পাঠের পর লোকদের মধ্যে ভীষণ হৈ চৈ পড়িয়া গেল। আমাদিগকে বাহির করিয়া দেওয়া হইল। বাহিরে আসিয়া আমি আমার সঙ্গীদিগকে বলিলাম, ওহে, আমার মনে হয় আবু কাবশার (হযরতের এক পূর্ব পুরুষ) পুত্রের মিশন এত শক্তিশালী হইয়াছে যে শ্বেতাঙ্গদের রাজা রোম সম্রাট পর্যন্ত তাহাকে ভয় করে। আবু সুফিয়ান বলেন, সেইদিন হইতেই আমার বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে মোহাম্মদ (দঃ) এর মিশন শক্তিমান হইবে। মক্কা বিজয়ের সময় আল্লাহ আমাকে মুসলমান হওয়ার তৌফিক দান করিলেন।

ইবনে নাতুর হিরাক্লিয়াসের পক্ষ হইতে সিরিয়ার শাসনকর্তা এবং প্রধান পাদ্রী ছিলেন। তাঁহার সহিত হিরাক্লিয়াসের বন্ধুত্বও ছিল। তিনি বলিয়াছেন- হিরাক্লিয়াস যখন ইলিয়া আসিয়াছিলেন তখন একদিন সকালে তাঁহাকে খুবই বিষন্ন এবং চিন্তাক্লিষ্ট দেখাইতেছিল। দরবারের একজন পাদ্রী তাহার বিষন্নতা ও চিন্তাক্লিষ্টতার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে হিরাক্লিয়াস বলেন, আজ রাত্রে আমি জ্যোতির্বিদ্যার গণনা দ্বারা জানিতে পারিয়াছি (তিনি জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন) যে খতনাধারীর বাদশা জয়লাভ করিয়াছে। অতএব, দেখা দরকার খতনাধারী কাহারা। সকলে তাঁহাকে জানাইল যে খতনাধারী একমাত্র ইহুদীরা, যাহারা অত্যন্ত দুর্বলচেতা, বিচ্ছিন্ন এবং ছত্রভঙ্গ। সুতরাং, তাহাদের নিকট হইতে কোন ভয় নাই। যখন দরবারে এই সব কথা হইতেছিল তখন গাস্সানের শাসনকর্তা কর্তৃক প্রেরীত একজন লোককে দরবারে উপস্থিত করা হইয়াছিল- যিনি রসূলুল্লাহ (দঃ) এর খবর বলিতেছিলেন। হিরাক্লিয়াস আদেশ করিলেন, দেখ এই লোকটির খতনা করা কিনা? অনুসন্ধান করার পর হিরাক্লিয়াসকে জানানো হইল যে লোকটি খতনা করা এবং তাহার নিকট হইতে জানা গেল যে আরবরা সকলেই খতনা করিয়া থাকে। অতঃপর হিরাক্লিয়াস বলিলেন, ইহারাই বর্তমান যুগের বাদশাহ। আমি জ্যোতিষ শাস্ত্রে যাহা দেখিয়াছি তাহাতে ইহাদের বিজয় ঘোষণা করা হইয়াছে।

অতঃপর হিরাক্লিয়াস জ্যোতিষশাস্ত্রে ও পূর্ববর্তী আসমানী কেতাব সম্বন্ধে পারদর্শী রোম শহরের তাহার এক বন্ধুকে এই বিষয়ে পত্র লিখিলেন এবং ইলিয়া হইতে হেমস শহরে গমন করিলেন। হেমস শহরে থাকাবস্থায় তিনি বন্ধুর নিকট হইতে চিঠির উত্তর পাইলেন। উত্তরে সেই বন্ধু লিখিয়াছিলেন যে, তিনি হিরাক্লিয়াসের সাথে এক মত। তিনি মন্তব্য করিয়াছিলেন যে আখেরী জামানার নবী আবির্ভূত হইয়াছেন এবং আরবের তিনিই সেই নবী।

সম্রাট হিরাক্লিয়াস হেমস শহরে একটি দ্বিতল প্রাসাদের চত্বরে রোম সাম্রাজ্যের বড় বড় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে ডাকাইয়া আনিয়া বাহিরে যাওয়ার সমস্ত পথ বন্ধ করিয়া দিলেন। তারপর তিনি উপরতলা হইতে লোকদেরকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন- হে রোম বাসীগন! যদি ইহ পরকালের

মুক্তি ও মঙ্গল চাও এবং রাষ্ট্রের স্থায়ীত্ব ও সমৃদ্ধি কামনা কর, তবে তোমরা এই নবীর হাতে বাইয়াত গ্রহণ কর; তাঁহার আনুগত্যের অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইয়া যাও। মাত্র এতটুকু বলার সঙ্গে সঙ্গেই দরবারস্থ লোকগন জংলী গাধার ন্যায় চিৎকার করিতে করিতে বহির্গমনের জন্য ছুটিয়া চলিল, কিন্তু দরজাসমূহ বন্ধ থাকায় তাহারা বাহির হইতে পারিল না। হিরাক্লিয়াস এই দৃশ্য দেখার পর লোকদের ঈমান সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিরাশ হইয়া গেলেন। তিনি পুনঃ লোকদিগকে ডাকাইয়া বলিলেন, ওহে! আমি তোমাদিগকে ইতিপূর্বে যাহা বলিয়াছি তদ্বারা তোমাদের নিজ ধর্মের উপর কতটুকু আস্থা আছে তাহা পরীক্ষার জন্য বলিয়াছি। আমি দেখিতেছি, স্বীয় ধর্মের প্রতি তোমাদের পূর্ন আস্থা রহিয়াছে। এই ব্যাখা শুনিয়া লোকগন তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইল এবং সমবেতভাবে তাঁহাকে সেজদা করিয়া চলিয়া গেল।

হিরাক্লিয়াস সত্যই লোকদিগকে সত্য ধর্মের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার রাজ্য লোভ সত্য ধর্মের চাইতে বেশী ছিল। তাই বিদ্রোহের ভয়ে কথার মোড় ঘুরাইয়া দিয়াছিলেন।

তবুকের যুদ্ধের সময় হিরাক্লিয়াস রসূলুল্লাহ (দঃ) এর নিকট পত্র লিখিয়াছিলেন- যাহাতে তিনি নিজকে মুসলমান বলিয়া উল্লেখ করেন। রসূলুল্লাহ (দঃ) উহা দেখিয়া বলিয়াছিলেন-মিথ্যাবাদী আল্লাহর দুশমন ধোঁকাবাজী করিয়াছে। সে কখিনকালেও মুসলমান নহে বরং সে এখনও নাছারা ধর্মের উপরই রহিয়াছে।

<u>হিরাক্লিয়াসের বন্ধুর ঘটনা</u>

রোম শহরে সম্রাট হিরাক্লিয়াসের যে জ্ঞানী বন্ধু ছিল তাহার নাম ছিল জাগাতের। হিরাক্লিয়াস তাহার নিকট সাহাবী দাহইয়া কালবী (রাঃ)কে এই বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে রোমবাসীগন জাগাতেরের অত্যাধিক অনুগত। তিনি রসূলুল্লাহ (দঃ) এর পত্রখানা জাগাতেরের হাতে দিতে উপদেশ দিয়াছিলেন এই ভরসায় যে উক্ত জাগাতের রোম বাসীগনকে আহ্বান জানাইলে তাহারা তাঁহার অনুগত্য স্বীকার করিবে। দাহইয়া (রাঃ) রোমে জাগাতেরের নিকট উপস্থিত হইয়া পত্রখানা তাঁহার হাতে দিলে পত্রখানা পাঠমাত্র রসূলুল্লাহ (দঃ) এর প্রতি অগাধ বিশ্বাসে তাঁহার মন ভরিয়া উঠিল। তৎক্ষনাৎ তিনি ইসলাম গ্রহন পূর্বক রোমবাসীদিগকে ইসলামের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাইলেন। রোমবাসীগণ তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া বরং উত্তেজিত হইয়া তাঁহাকে তীব্র প্রহারে মারিয়া ফেলিল। হিরাক্লিয়াস এই ঘটনা শুনিয়া বলিয়াছিলেন যে আমি তো পূর্বেই বলিয়াছি যে আমার ভয় হয়, ইসলাম গ্রহণ করিলে খৃষ্টানগন আমাকে মারিয়া ফেলিবে।

রোমবাসীগন হিরাক্লিয়াসের দরবার হইতে চলিয়া যাওয়ার পর দাহইয়া (রাঃ) এর সাক্ষাতে তিনি একজন শ্রদ্ধেয় ও প্রাধান্য বিস্তারকারী পাদ্রীকে ডাকাইয়া রসূলুল্লাহ (দঃ) এর পত্রখানা দেখাইলেন। পত্রখানা দেখামাত্রই উক্ত পাদ্রী বলিলেন- ইনিই সেই আখেরী জামানার নবী-যাহার

শুভাগমনের সংবাদ ঈশা (আঃ) দিয়াছিলেন। যে যাহাই বলুক বা আমাকে মারিয়া ফেলুক আমি তাঁহার উপর ঈমান আনিবই। হিরাক্লিয়াস বলিলেন, আমি এইরূপ করিলে তো আমার রাজত্ব থাকিবে না। তখন ঐ পাদ্রী দাহইয়া (রাঃ)কে বলিলেন, আপনি এই পত্রদাতার নিকট গিয়া আমার সালাম পেশ করিয়া এই শুভসংবাদ দিবেন যে, 'আমি আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু ওয়া আশহাদু আন্না মোহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ্' পড়িয়া ঈমান আনিয়াছি। এই বলিয়া তিনি রোমবাসীদেরকে সত্য ধর্মের প্রতি আহ্বান জানাইলে তাহারা তাহাকে মারিয়া ফেলিল।

হিরাক্লিয়াসের অন্তরে সত্য ধর্মের প্রতি আহ্বানের প্রভাবে ভাবাবেগের উদয় হইয়া থাকিলেও তিনি রাজত্বের এবং জীবনের মায়া ত্যাগ করিতে পারেন নাই- যাহা তাঁহার বন্ধু এবং পাদ্রী পারিয়াছিলেন। হিরাক্লিয়াস অষ্টম হিজরীতে মুতার যুদ্ধে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সৈন্য পরিচালনা করিয়াছিলেন এবং নবম হিজরীতে তবুকের যুদ্ধে প্রতিপক্ষ হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি মদিনা আক্রমণের সর্ব প্রকার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

নবী করীম (দঃ) ঐ পরিস্থিতিতে তাঁহাকে ইসলামের প্রতি আহবান জানাইয়া হযরত দাহইয়া (রাঃ) মারফত দ্বিতীয় আর একখানা পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন কিন্তু হিরাক্লিয়াস ইসলাম গ্রহণে ব্যর্থ হইয়াছিলেন। তিনি নবীজির পত্রের উত্তরে লিখিয়াছিলেন, "আমি ইসলাম গ্রহণকারী হইয়াছি।" কিন্তু নবী করীম (দঃ) তাঁহার এই দাবীকে মোনাফেকি সাব্যস্ত করিয়া বলিয়াছেন, "আল্লাহর দুশমন মিথ্যা বলিয়াছে, সে ইসলাম গ্রহন করে নাই বরং খৃষ্টানই রহিয়া গিয়াছে।"

হিরাক্লিয়াস আল্লাহর রসূলের চিঠির সম্মান দিয়াছিলেন। ইহা শুনিয়া নবী করীম (দঃ) দোয়া করিয়াছিলেন, "আল্লাহ তাহার রাজ্যকে কায়েম রাখুন। রোমানরা বংশ পরম্পরায় রসূল (দঃ) এর পত্রখানাকে রেশমী কাপড়ে মুড়িয়া সযত্নে রাখিয়াছিল- যাহার বরকতে এবং নবী করীম (দঃ) এর দোয়ায় তাহাদের সাম্রাজ্য দীর্ঘকাল যাবৎ টিকিয়াছিল। পক্ষান্তরে পারশ্য সম্রাট রসূল (দঃ) এর পত্রের অবমাননা করিয়াছিল (রাগান্বিত হইয়া উহাকে ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিল)। এই সংবাদ শ্রবনান্তে রসূল (দঃ) বদ্‌দোয়া করিয়াছিলেন, " হে আল্লাহ, তাহাকে টুকরা টুকরা করিয়া ফেলুন।" অল্পকালের মধ্যেই পারস্য সম্রাট স্ববংশে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছিল।

হাদীস- ২৮। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-
রসূলের অবমাননায় পরিনাম।

রসূলুল্লাহ (দঃ) পারস্য সম্রাট খসরুর নিকট একখানা চিঠি লিখিয়াছিলেন এবং চিঠি খানা আবদুল্লাহ ইবনে হোজাফা (রাঃ) সাহাবীর হাতে অর্পন করিয়া বাহরাইনের শাসনকর্তার নিকট পৌঁছাইতে বলিয়াছিলেন। বাহরাইনের শাসনকর্তা ঐ পত্রবাহক সহ চিঠিখানাকে পারস্য সম্রাট খসরুর নিকট পাঠাইলেন। খসরু চিঠিখানা পাঠ করিয়া উহা ছিঁড়িয়া টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিল। রসূল (দঃ) ইহা শুনিয়া বদদোয়া করিলেন-

হে আল্লাহ! তাহারা আমার পত্রকে যেইরূপ টুকরা করিয়াছে তাহারাও যেন অনুরূপ টুকরা হইয়া ধ্বংস হয়।

হাদীস-২৯। সূত্র- হযরত আবু মাসউদ (রাঃ)- **ঈমান ইয়েমেনের দিকে আর নিষ্ঠুরতা পূর্ব দিকে।**

নবী করীম (দঃ) ইয়েমেনের দিকে ইশারা করিয়া বলিয়াছেন- ঈমান ঐদেশে আছে আর নিষ্ঠুরতা ও পাষাণহৃদয় ঐ লোকদের মধ্যে হয় যাহারা উট গরু চরায়- রবিয়া ও মোদার গোত্র যাহাদের বাসস্থান।[১]

[১। মদীনা হইতে পূর্ব দিকে-নজদ]

হাদীস- ৩০। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **ঈমান ইয়েমেন বাসীদের মধ্যে।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- ইয়েমেনের লোকগণ তোমাদের নিকট আসিয়াছে, তাহাদের অন্তর সর্বাধিক কোমল। ঈমান যেন ইয়েমেনের বস্তু এবং পরিপক্ক জ্ঞানও ইয়েমেনের বস্তু। উট গরুর মালিকদের মধ্যে গর্ব হইয়া থাকে; অপরদিকে বকরী ছাগলের মালিকগণ শান্ত ও ধৈর্য্যশীল হইয়া থাকে।

হাদীস- ৩১। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **ঈমান এবং জ্ঞান ইয়েমেন দেশীয় বস্তু।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- তোমাদের নিকট ইয়েমেনবাসীরা আসিয়াছে। অন্তর তাহাদের অত্যন্ত কোমল, হৃদয় তাহাদের অত্যন্ত নরম। দ্বীন ইসলামের বুঝজ্ঞান যেন ইয়েমেন দেশীয় বস্তু এবং পরিপক্ক বিবেকবুদ্ধিও যেন ইয়েমেন দেশীয় বস্তু।

ইসলাম

হাদীস- ৩২। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **ইসলামের ৫টি স্তম্ভ।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন-পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের সৌধ স্থাপিত। (১) আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই এবং মোহাম্মদ (দঃ) আল্লাহর রসূল বলা, (২) নামাজ কায়েম করা, (৩) জাকাত আদায় করা, (৪) হজ্ব করা এবং (৫) রমজানের রোজা রাখা।

হাদীস- ৩৩। সূত্র- হযরত তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রাঃ)- **ইসলামের রোকন।**

একদা নজদবাসী জনৈক সভ্রান্ত ব্যক্তি রসূল (দঃ) এর খেদমতে হাজির হইলেন। তাঁহার মাথার চুল এলোমেলো অবস্থায় ছিল। তিনি বিড় বিড় করিয়া কিছু বলিতেছিলেন, আমরা শুধু বিড় বিড় শব্দই শুনিতেছিলাম কিছু বুঝিতেছিলাম না। নিকটবর্তী হইলে পর বুঝা গেল তিনি জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন- ইসলামের রোকন কি কি? রসূল (দঃ) বলিলেন- রাত দিনে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়া। আগন্তুক জিজ্ঞাসা করিলেন- পাঁচ ওয়াক্তের অতিরিক্ত আরও ফরজ নামাজ আছে কি? রসূল (দঃ) বলিলেন-না, অবশ্য ফরজ না থাকা সত্ত্বেও যদি আপনি স্বেচ্ছায় অতিরিক্ত নামাজ পড়েন।

তৎপর রসূল (দঃ) বলিলেন- এবং পূর্ণ রমজান মাসের রোজা রাখা। আগন্তুক পুনরায় তদ্রূপই জিজ্ঞাসা করিলেন- ইহা ব্যতীত অন্য কোন রোজা ফরজ আছে কি? রসূল (দঃ) বলিলেন-না, অবশ্য আপনি যদি ইচ্ছা করিয়া অতিরিক্ত কিছু রোজা রাখেন। অতঃপর রসূল (দঃ) তাঁহাকে জাকাতের বিষয় বলিলেন। আগন্তুক এইবারও ঐরূপ প্রশ্ন করিলেন যে জাকাতের ব্যাপারে আমার উপর আর কিছু ফরজ আছে কি? রসূল (দঃ) বলিলেন- না, অবশ্য আপনি যদি আপন ইচ্ছায় দান খয়রাত করেন। অতঃপর ঐ ব্যক্তি এই বলিতে বলিতে চলিয়া গেলেন যে, কসম আল্লাহর- আমি এই সবের মধ্যে এতটুকুও কমবেশী করিব না। রসূল (দঃ) বলিলেন- যদি সে তাহার কথার উপর অটল থাকে তাহা হইলে তাঁহার নাজাত অনিবার্য এবং তাঁহার জীবন নিশ্চিতভাবে সার্থক ও সাফল্য মণ্ডিত হইবে। (হজ্ব তখনও ফরজ হয় নাই)।

হাদীস-৩৪। সূত্র-হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-মধ্য পন্থা অবলম্বন।

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- দীন সহজ। কেহ দীনের কাজে বেশী কড়াকড়ি করিলে দীন তাহাকে অবশ্যই পরাজিত করিয়া দেয়। কাজেই তোমরা মধ্য পথ অবলম্বন কর এবং কাছাকাছি[১] হও, আর হাসি মুখে থাক। আর সকালে, বিকালে ও রাতের কিছু অংশে সাহায্য[২] চাও। [১। দীনের ২। এবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর]

হাদীস- ৩৫। সূত্র-হযরত আনাস (রাঃ)- সহজ পন্থা অবলম্বন করা ও আশার বানী শুনান।

নবী করিম (দঃ) বলিয়াছেন-তোমরা সহজ পন্থা অবলম্বন কর, কঠিন পন্থা অবলম্বন করিও না। তাহাদিগকে সুসংবাদ শুনাইয়া আহবান জানাও, ভীতি প্রদর্শন করিয়া তাড়াইবার পন্থা অবলম্বন করিও না।

হাদীস- ৩৬। সূত্র- হযরত ওমর (রাঃ)-হজ্বের ও শুক্রবারের দিন ঈদের দিন।

একদা এক ইহুদী খলীফা ওমর (রাঃ)কে বলিল- আপনাদের কোরআনের মধ্যে যেইরূপ একটি আয়াত রহিয়াছে আমাদের ইহুদী জাতির জন্য যদি ঐরূপ একটি আয়াত নাজেল হইত তাহা হইলে আমরা ঐ দিনটিকে ঈদের দিন বানাইতাম। ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, উহা কোন্ আয়াত? ইহুদী বলিল, "আল ইয়াওমা আকমালতু লাকুম দীনাকুম ওয়া আতমামতু আলাইকুম নিয়মাতি ওয়া রাদিতু লাকুমুল ইসলামা দীনা। (অর্থ হে মানবজাতি! আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীন ও ধর্মকে পরিপূর্ন করিয়া দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার নেয়ামত সম্পূর্ণ করিয়া দিলাম আর তোমাদের জন্য একমাত্র ইসলামকেই দীন ও ধর্ম হিসাবে মনোনীত করিলাম।) ওমর (রাঃ) বলিলেন- কোন দিন কোন স্থানে এই আয়াতটি নাজেল হইয়াছে তাহা আমরা ঠিকঠিক রূপে জানিয়া রাখিয়াছি। রসূলুল্লাহ (দঃ) বিদায় হজ্বকালীন আরাফাত ময়দানে উপবিষ্ট থাকা অবস্থায় জুমার দিন এই আয়াতটি নাজেল হইয়াছিল। (৯ই জিলহজ্ব আরাফার দিন

প্রকৃত অর্থে ঈদেরই দিন এবং শুক্রবার সাপ্তাহিক ঈদের দিন। কাজেই মুসলমানদের পৃথক ঈদের দিনে পরিনত করার দরকার নাই।)

হাদীস- ৩৭। সূত্র-হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)- **প্রতিযোগীতার বিষয়।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- প্রতিযোগীতা করিয়া হাসিল করার উপযোগী গুণ মাত্র দুইটি-(১) এক ব্যক্তিকে আল্লাহতালা ধন দৌলত দান করিয়াছেন, সে উহা জমা করিয়া রাখে না, বরং আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার কাজে আজীবন লিপ্ত থাকে; (২) এক ব্যক্তিকে আল্লাহতালা দ্বীনের এলেম দান করিয়াছেন- সে ঐ এলেমের দ্বারা জীবনের সমস্ত সমস্যাবলীর সমাধান করে এবং লোকদিগকে অবৈতনিক ভাবে উহা শিক্ষা দান করিতে থাকে।

হাদীস- ৩৮। সূত্র-হযরত আবু মূসা আশয়ারী (রাঃ)- **দ্বিগুণ সওয়াবের অধিকারী।**

রসূল (দঃ) বলিয়াছেন- তিন প্রকারের লোক দ্বিগুণ সওয়াবের অধিকারী হইবে। (১) যে ব্যক্তি ইহুদী বা নাসারা ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া মোহাম্মদ (দঃ) এর ধর্মের উপর ঈমান আনিয়াছে, (২) ঐ ক্রীতদাস যে আল্লাহর হক্বও আদায় করে এবং স্বীয় মনিবের হক্বও আদায় করে এবং (৩) সেই ব্যক্তি যাহার নিকট থাকা কোন ক্রীতদাসীকে সে ভালরূপে আদব কায়দা শিক্ষা দিয়াছে, উত্তমরূপে দ্বীনের এলেম শিক্ষা দিয়াছে, তারপর তাহাকে আজাদ করিয়া বিবাহ করতঃ স্ত্রীর মর্যাদা দান করিয়াছে।

হাদীস- ৩৯। সূত্র- হযরত উম্মুল আ'লা (রাঃ)- **কাহারও ভাল হওয়া সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা।**

মোহাজেরগনকে যখন লটারীর মাধ্যমে মদীনার আনসারদের মধ্যে ভাগ করিতেছিলেন তখন ওসমান ইবনে মাজউন আমাদের ভাগে পড়েন। আমরা তাঁহাকে আমাদের গৃহে স্থান দিলাম। পরে তিনি রোগাক্রান্ত হইয়া মারা গেলেন। মারা যাওয়ার পর তাঁহাকে গোসল দিয়া কাফনের কাপড় পরানো হইলে রসূলুল্লাহ (দঃ) আসিলেন। আমি বলিলাম- হে আবু সায়েব[১]। তোমার উপর আল্লাহর অনুগ্রহ বর্ষিত হউক। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাকে সম্মানিত করিয়াছেন। রসূলুল্লাহ (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন- হে উম্মুল আ'লা! তুমি এই কথা কেমন করিয়া জানিলে? উত্তরে আমি বলিলাম- ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতা আপনার উপর উৎসর্গ হউক, তাহা হইলে আল্লাহ আর কাহাকে সম্মানিত করিবেন? তিনি বলিলেন- এই কথা নিশ্চিত যে তাঁহার মৃত্যু হইয়া গিয়াছে। আমি কেবল তাহার মঙ্গলেরই আশা রাখি। আল্লাহর শপথ, আমিও জানিনা আমার সাথে কিরূপ আচরন করা হইবে যদিও আমি আল্লাহর রাসুল।

আল্লাহর শপথ ইহার পর হইতে আমি[২] আর কাহারও নিষ্পাপ ও পবিত্রাত্মা হওয়া সম্পর্কে ঘোষনা করি নাই। [১। ওসমান ইবনে মাজউন। ২। উম্মুল আ'লা]

হাদীস- ৪০। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা।

আমি রসূলুল্লাহ (দঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি- যে ব্যক্তি তাহার রেজেকের ক্ষেত্র প্রসারিত ও আয়ু দীর্ঘায়ীত দেখিতে চায় সে যেন আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করিয়া চলে।

হাদীস- ৪১। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- জুলুম অন্ধকার হইবে।

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- জুলুম কেয়ামতের দিন গাঢ় অন্ধকার রূপে প্রতিভাত হইবে।

হাদীস- ৪২। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- মজলুমের অভিশাপকে ভয় করা।

নবী করীম (দঃ) মোয়াজ (রাঃ)কে ইয়েমেনে পাঠাইবার কালে বলেন- মজলুমের অভিশাপকে ভয় করিও। কেননা, তাহার ও আল্লাহর মাঝে কোন আড়াল নাই।

হাদীস- ৪৩। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- মজলুমের নিকট হইতে জালেমের সত্বর ক্ষমা প্রার্থনা করা।

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- যে ব্যক্তি তাহার ভাইয়ের সভ্রমহানী বা অন্য অত্যাচারের জন্য দায়ী সে যেন তাহার নিকট হইতে ক্ষমা চাহিয়া নেয়- সেই দিন আসার পূর্বে যেইদিন তাহার কোন অর্থ থাকিবে না এবং তাহার নেক আমল থাকিলে জুলুমের সমপরিমান কাটিয়া নেওয়া হইবে। আর তাহার নেক আমল না থাকিলে অত্যাচারীতের পাপ হইতে কিছু নিয়া তাহার উপর চাপান হইবে।

হাদীস- ৪৪। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- পরিমান মত খরচে দোষ নাই।

উতবা ইবনে রবীয়ার কন্যা হিন্দা আসিয়া বলিল- ইয়া রাসূলাল্লাহ! আবু সুফিয়ান[১] অত্যন্ত কৃপন। তাঁহার সম্পত্তি হইতে যদি আমার সন্তানগণের জন্য খরচ করি তবে আমার গোনাহ হইবে কি? নবী করীম (দঃ) বলিলেন- যদি তুমি তাহাদের ন্যায় সঙ্গত প্রয়োজনে খরচ কর তবে তোমার গোনাহ হইবে না। [১। হিন্দার স্বামী হুজুর (দঃ) এর শ্বশুর]

হাদীস- ৪৫। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)- পার্থিব লাভের জন্য ইসলাম গ্রহন।

কোন কোন লোক মদীনায় আসিয়া পড়িত। তাহাদের স্ত্রী ছেলে সন্তান জন্ম দিলে ও ঘোড়া বাচ্চা দিলে বলিত- ইসলাম খুব ভাল ধর্ম। আর তাহা না হইলে বলিত- ইসলাম ভাল ধর্ম নয়। তাহাদের ভয়াবহ পরিনতির ইঙ্গিত দানে আয়াত নাজেল হইল- 'এবং মানবমন্ডলীর মধ্যে এইরূপ আছে যে, সংশয়ের উপর আল্লাহর উপাসনা করে- তাহাতে যদি কল্যান নিপতিত হয় তবে সে ইহাতে আশ্বস্ত হয় এবং যদি দুঃখে পতিত হয়; তবে সে স্বীয়

আননোপরি পশ্চাদবর্তিত হইয়া থাকে; সে ইহলোকে ও পরলোকে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে- ইহাই স্পষ্টতর ক্ষতি। (পারা ১৭ সূরা ২২ আয়াত ১১)

হাদীস- ৪৬। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- ফরা ও আতিরা।

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- ফরা[১] ও আতিরা[২] প্রথা ইসলামে নাই।

[১। পালিত পশুর প্রথম বাচ্চা জবেহ করা। ২। রজব মাসের সম্মানে পশু জবেহ করা।]

হাদীস- ৪৭। সূত্র- হযরত সাহল ইবনে হোনায়েফ (রাঃ)- দ্বীনধর্মের ব্যাপারে বিবেকের উপর নির্ভর না করা।

হে মুসলমানগন! তোমরা দ্বীনধর্মের ব্যাপারে স্বীয় বিবেকের প্রতি সন্দিহান থাকিও।

হাদীস- ৪৮। সূত্র- হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)- পূর্ববর্তীদের অনুসরন।

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- হে আমার উম্মতগন! তোমরা বিঘতে বিঘতে, গজে গজে তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের আদৎ, অভ্যাস ও চালচলনের অনুকরন করিবে[১]। তাহারা সাপের গর্তে প্রবেশ করিয়া থাকিলে তোমরা তাহারও অনুকরন করিবে। জিজ্ঞাসা করিলাম- ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইহুদী নাসারাদের? তিনি বলিলেন- আর কাহাদের? [১। ভবিষ্যতবানী]

হাদীস- ৪৯। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- অন্ধ-অনুকরন।

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- কেয়ামতের পূর্বে আমার উম্মতগন তাহাদের পূর্বেকার যুগের প্রচলিত প্রথা প্রচলনের পূর্ণ অনুকরন করিবে। পূর্ববর্তীগন যেই দিকে একবিঘত অগ্রসর হইয়াছিল তাহারাও সেই দিকে পূর্ণ একবিঘত অগ্রসর হইবে; তাহারা যেই দিকে একহাত অগ্রসর হইয়াছিল আমার উম্মতগনও সেই দিকে একহাত অগ্রসর হইবে। কোন ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল- ইয়া রাসূলাল্লাহ! পূর্ববর্তী বলিতে কি পারস্য ও রোমবাসীদেরকে উদ্দেশ্য করিতেছেন? তিনি বলিলেন- তাহারা ছাড়া অর কে আছে?

হাদীস- ৫০। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- আল্লাহর প্রতি অগ্রসর হইলে আল্লাহ ততধিক অগ্রসর হন।

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- আল্লাহতা'লা বলেন- (১) বান্দা আমার প্রতি যে ধারনা পোষন করে আমি তাহার প্রতি সেই ব্যবহারই করি, (২) বান্দা আমাকে স্মরন করিলে আমি তাহার সঙ্গী হই, (৩) বান্দা আমাকে একাকী স্মরন করিলে আমিও তাহাকে একাকী স্মরন করি, (৪) বান্দা আমার প্রতি একবিঘত অগ্রসর হইলে আমি তাহার প্রতি অগ্রসর হই একহাত; সে একহাত অগ্রসর হইলে আমি অগ্রসর হই এক বাঁও,[১] (৫) বান্দা আমার প্রতি হাঁটিয়া আসিলে আমি তাহার প্রতি দৌড়াইয়া আসি। [১। দুই হাত]

হাদীস- ৫১। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ)-ইসলামের ভাল কাজ।

এক ব্যক্তি রসূল (দঃ) কে জিজ্ঞাসা করিল- ইসলামের বিশিষ্ট ভাল কাজ কি? হযরত (দঃ) বলিলেন- অন্নদান করা এবং পরিচিত অপরিচিত নির্বিশেষে সকলকে সালাম করা।

হাদীস- ৫২। সূত্র-হযরত মুগীরা ইবনে শোবা (রাঃ)- **সকল মুসলমানের মঙ্গল কামনা করা।**

মুগীরা ইবনে শোবা (রাঃ) কুফার শাসনকর্তা থাকাকালীন হঠাৎ ইন্তেকাল করিলেন। তখন জরীর ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) নামক সাহাবী যাহাতে রাজ্যের মধ্যে কোনরূপ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত না হইতে পারে সেই উদ্দেশ্যে সকলকে ডাকাইয়া আনিয়া এক শুভেচ্ছামূলক বক্তৃতা করিলেন। তিনি আল্লাহতালার প্রশংসা করার পর বলিলেন- মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দ! আপনারা এক আল্লাহর ভয় সর্বদা অন্তরে জাগ্রত রাখিবেন এবং সর্বদা শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিবেন। নূতন শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়া না আসা পর্যন্ত আপনারা এই সমস্ত বিষয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন। নূতন শাসনকর্তা সত্বরই নিযুক্ত হইয়া আসিবেন। আপনারা মৃত শাসনকর্তার জন্য রহমতের দোয়া করুন। তিনি ক্ষমা করা ভালবাসিতেন। আপনারা দোয়া করুন যেন আল্লাহতালা তাঁহাকে ক্ষমা করেন। আমার এই বক্তৃতা করার একমাত্র কারণ এই যে, আমি যখন নবী করীম (দঃ) এর হাতে বাইয়াত হইয়াছিলাম তখন নবী করীম (দঃ) আমার উপর এই শর্ত আরোপ করিয়াছিলেন যে, মুসলমানের মঙ্গল কামনা করিবে। আমি সেই শর্তে বাইয়াত করায় আপনাদের বর্তমান পরিস্থিতির যোগ্য মঙ্গল কামনা করিয়া এই বক্তৃতা করিলাম। এই বলিয়া তিনি নিজের ও সকলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতঃ মিম্বর হইতে নামিলেন।

হাদীস-৫৩। সূত্র- হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-**দীন শিক্ষার্থে দিন তারিখ ঠিক করা।**

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) প্রতি বৃহস্পতিবার লোকদিগকে ওয়াজ শুনাইতেন। একব্যক্তি আরজ করিল- আমাদের বাসনা আপনি প্রতি দিন আমাদিগকে ওয়াজ শুনান। তিনি বলিলেন- প্রতিদিন ওয়াজ শুনাইতে এইজন্য বিরত থাকি যে, আমি চাইনা তোমাদের মধ্যে উহার দ্বারা কোনরূপ বিরক্তি উপস্থিত হউক। আমি তোমাদিগকে কয়েকদিন পরপর নসিহত করি। কেননা, নবী করীম (দঃ) আমাদিগকে এইভাবেই ওয়াজ নসিহত করিতেন, যেন আমরা বিরক্ত না হইয়া পড়ি।

হাদীস- ৫৪। সূত্র- হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ)- **ধর্মজ্ঞান সাফল্যের চাবিকাঠি।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- আল্লাহতালা যাহাকে উন্নতি, সাফল্য ও মঙ্গল দানের ইচ্ছা করেন, তাহাকে দ্বীনের এলেম ও ধর্মজ্ঞান দান করেন। আমি বিতরনকারী বই নহি; জ্ঞান ও এলেমদাতা বস্তুতঃ একমাত্র আল্লাহতালা। এই উম্মতের একদল লোক কেয়ামত পর্যন্ত দীন ও হক্কের উপর দৃঢ়ভাবে কায়েম থাকিবে। কোন প্রকার বাধা বিপত্তিই তাহাদিগকে রুখিতে পারিবে না।

হাদীস- ৫৫। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **অপ্রাপ্ত বয়স্কের ইসলাম গ্রহন বৈধ।**

একটি ইহুদী বালক নবী করীম (দঃ) এর খেদমত করিত। সে অসুস্থ হইলে নবী করীম (দঃ) তাহাকে দেখিতে গিয়া শিয়রের নিকট বসিয়া বলিলেন- তুমি ইসলাম গ্রহন কর। ছেলেটি তাহার পিতার দিকে তাকাইয়া তাহার মতামত জানিতে চাহিলে সে বলিল- আবুল কাশেম[১] যাহা

বলিতেছেন তুমি তাহাই কর। ছেলেটি ইসলাম গ্রহন করিল। নবী করীম (দঃ) বলিলেন- সকল প্রশংসা আল্লাহর- যিনি তাহাকে দোজখ হইতে রক্ষা করিলেন। [১। নবী করীম (দঃ)]

হাদীস-৫৬। সূত্র- হযরত মোসাইয়্যেব (রাঃ)- মুমূর্ষ অবস্থায় ইসলাম গ্রহণের আহবান।

আবু তালেবের মৃত্যু উপস্থিত হইলে রসুল (দঃ) তাহার শয্যা পার্শ্বে গিয়া আবু জহল ও আবদুল্লাহ ইবনে আবু উমাইয়াকে দেখিতে পাইলেন। তিনি আবু তালেবকে বলিলেন-চাচাজান,আপনি লা-ই-লাহা ইল্লাল্লাহ কলেমার স্বীকারোক্তি করুন। আমি ইহা লইয়া আল্লাহর নিকট আপনার সুপারিশের জন্য দাঁড়াইতে পারিব। আবু জহল ও আবদুল্লাহ ইবনে আবু উমাইয়া বলিল- হে আবু তালেব! তুমি কি শেষ মুহূর্তে স্বীয় পিতা আবদুল মোত্তালিবের ধর্ম ত্যাগ করিবে? রসুল (দঃ) বারবার একই আহবান জানাইলেন এবং উক্ত দুই কাফের সর্দার একই রূপ বলিতে থাকিল। আবু তালেব শেষ মুহূর্তেও কলেমা পড়িতে অস্বীকার করায় রসুল (দঃ) বলিলেন-আল্লাহর কসম-আমাকে নিষেধ না করা পর্যন্ত আমি পিতৃব্যের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া যাইব। তখন আয়াত নাজেল হইল-"ইহারা সুনিশ্চিত দোজখবাসী। ইহা তাহাদের নিকট প্রকাশিত হইবার পর নবী ও বিশ্বাসীগণের জন্য নহে যে, তাহারা অংশীবাদীদিগের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে- যদিও তাহারা আত্মীয়-স্বজন হয়। (পারা ১১ সূরা ৯ আয়াত ১১৩)

হাদীস- ৫৭। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- বিনা অনুমতিতে অন্যের পশু দোহন করা নিষেধ।

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- অনুমতি ছাড়া কাহারও দুধাল পশুর দুধ দোহন করিবে না। তোমাদের কেহ কি পসন্দ করিবে যে অন্য কেহ আসিয়া তাহার গোলা ভাঙ্গিয়া শস্য নিয়া যায়? পশুগুলির পালাম তাহাদের খাদ্য ভান্ডার তৈয়ার করে। সুতরাং অনুমতি ছাড়া কাহারও পশুর দুধ দোহন করিবে না।

হাদীস- ৫৮। সূত্র- হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ)- বিধর্মী আত্মীয়ের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন।

আমার ইসলাম গ্রহনের পর আমার মাতা[১] আমার নিকট আসিলে আমি রসুলুল্লাহ (দঃ) এর নিকট তাহার বিষয়ে জানিতে চাহিলাম। আমি বলিলাম- তিনি আমার প্রতি খুবই আকৃষ্ট। আমি কি তাঁহার সাথে উত্তম ব্যবহার করিব? তিনি বলিলেন- হ্যাঁ, তোমার মায়ের সাথে উত্তম ব্যবহার কর। [১। মোশরেক থাকাবস্থায়]

হাদীস- ৫৯। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- কবিরা গোনাহ কি?

নবী করীম (দঃ) এর নিকট কবিরা গোনাহ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন- কাহারও জন্য আল্লাহর তুল্য মর্যাদা প্রকাশ করা, মাতাপিতার অবাধ্য চলা, কাহাকেও খুন করা এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া।

হাদীস- ৬০ : সূত্র- হযরত আবু বকরা (রাঃ)- বড় বড় গোনাহ।

একদা নবী করীম (দঃ) বলিলেন- আমি তোমাদিগকে বড় বড় কবিরা গোনাহগুলি জ্ঞাত করাইব কি? এইভাবে তিনবার বলিয়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করার পর সকলেই শুনিতে চাহিলে তিনি বলিলেন- (১) শিরক করা, (২) মাতাপিতার অবাধ্য চলা। অতঃপর হেলান অবস্থা হইতে উঠিয়া বসিয়া বার বার বলিতে লাগিলেন (৩) আর মিথ্যা কথা বলা।

আমি ৭০ জন আসহাবে সোফ্‌ফাকে দেখিয়াছি। তাহাদের কাহারও পূর্ন চাদর ছিল না। কাহারও হয় লুঙ্গি কিম্বা ছোট চাদর থাকিত। উহা তাহারা গলায় বাঁধিয়া রাখিত। উহার কোনটা তাহাদের হাঁটুর অর্ধেক পর্যন্ত এবং কোনটা গোড়ালী পর্যন্ত ছিল। তাহারা তাহা হাত দিয়া ধরিয়া রাখিত যাহাতে বেপর্দা না হয়[১]। (১। ইসলামের প্রাথমিক করুন অবস্থা।)

হাদীস- ৬১। সূত্র- হযরত উম্মে কুলসুম বিনতে ওকবা (রাঃ)- **বিবাদ মিটানোর জন্য কথা অতিরঞ্জিত করা যায়।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- বিবাদ মিটাইবার উদ্দেশ্যে একের পক্ষ হইতে অন্যের নিকট কোন সুনামের কথা বা কোন ভাল কথা অতিরঞ্জিত করিয়া বলিলেও মিথ্যাবাদী পরিগণিত হইবে না।

হাদীস- ৬২। সূত্র- হযরত সাহল ইবনে সায়াদ (রাঃ)- **বিবাদ মিটানোর চেষ্টা।**

কোবা নগরবাসীদের মধ্যে বিবাদ বাঁধিয়া ঢিল ছোঁড়াছুঁড়ি পর্যন্ত হইলে রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন- আমাকে লইয়া চল, তাহাদের বিবাদ মিটাইতে চেষ্টা করিব।

হাদীস- ৬৩। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **সাত প্রকার গোনাহ পরিহার করিয়া চলা।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- সাত প্রকারের ধ্বংসকারী গোনাহ তোমরা পরিহার করিয়া চলিবেঃ- ১। কথায় বা কাজে আল্লাহর শরীক প্রতীয়মান করা, ২। যাদু করা, ৩। ইসলামের বিধান অনুসারে নিরাপত্তার অধিকারী মানুষকে অন্যায়রূপে হত্যা করা, ৪। সুদ খাওয়া, ৫। এতিমের ধন আত্মসাত করা, ৬। জেহাদের ময়দান হইতে পলায়ন করা এবং ৭। সৎ ও সাধু প্রকৃতির মুসলমান নারীর সতীত্বের উপর মিথ্যা অপবাদ প্রয়োগ করা।

হাদীস- ৬৪। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **অকল্যাণকর বস্তু।**

আমি নবী করীম (দঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি- ঘোড়া, নারী ও বাড়ী এই তিনটি জিনিষই অকল্যাণকর হইতে পারে।

হাদীস- ৬৫। সূত্র- হযরত সাহল ইবনে সায়াদ সায়েদী (রাঃ)- **অকল্যাণকর বস্তু।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- কোন জিনিষে অকল্যাণ ও অশুভতা থাকিলে তাহা নারী, ঘোড়া ও বাড়ীতেই থাকিত।

হাদীস-৬৬। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- সেবার দরুন সওয়াব হাসীল।

এক জেহাদের সফরে আমি নবী করীম (দঃ) এর সঙ্গে ছিলাম। আমদের মধ্যে যে চাদর দ্বারা ছায়া দিতেছিল তাহার ছায়া ছিল সবচাইতে বেশী। সেদিন রোজাদারগণ কোন কাজই করিতে পারিতেছিল না। কিন্তু রোজাহীনগণ উট গুলিকে পানি পান করাইল, অন্যদের সেবা করিল, খানা পাকাইল এবং পানি পান করাইল। এই সব দেখিয়া নবী করীম (দঃ) বলিলেন- আজকে যাহারা রোজা নাই তাহারাই সকল সওয়াবের হকদার হইয়া গেল।

হাদীস- ৬৭। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- পিতামাতার খেদমত জেহাদ অপেক্ষা উত্তম।

এক ব্যক্তি নবী করীম (দঃ) এর নিকট জেহাদের অনুমতি প্রার্থনা করিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন- তোমার পিতামাতা জীবিত আছেন কি? সে হ্যাঁ বলিলে নবী করীম (দঃ) বলিলেন- তাহাদের সেবায় আত্মনিয়োগ কর।

হাদীস- ৬৮। সূত্র- হযরত হোজায়ফা (রাঃ)- মুসলমানদের পরিসংখ্যান।

একদা নবী করীম (দঃ) কতিপয় লোককে বলিলেন- তোমরা আমার জন্য সমস্ত মুসলমানদের বিবরণ লিখিয়া আনিয়া দাও। সেমতে আমরা ১৫০০ লোকের বিবরণ তাঁহাকে দিলাম। তখন আমাদের মনে বিরাট সাহস জন্মাইল যে আমরা সংখ্যায় ১৫০০। এখন আর কোন শক্তিকে আমরা ভয় করি না।

ধীরে ধীরে মুসলমানদের সেই মনোবল শিথিল হইয়া আসিয়াছে। এমনকি কোন শাসকের বিলম্বে নামাজ পড়ার প্রতিবাদ করিতে ভয় পাইয়া অনেকে একাকি উত্তম ওয়াক্তে নামাজ আদায় করিয়া নেয়।

হাদীস- ৬৯। সূত্র- হযরত আদী ইবনে হাতেম (রাঃ)- ওমর (রাঃ) কর্তৃক স্বীকৃতি।

আমরা এক প্রতিনিধি দলের মধ্যে খলীফা ওমর (রাঃ) এর নিকট আসিলাম। তিনি নাম ধরিয়া ডাকিয়া ডাকিয়া সাক্ষাৎ দান করিতে লাগিলেন। আমার সাক্ষাৎ দানকালে আমি বলিলাম- আপনি আমাকে চিনিতে পারিয়াছেন কি? তিনি বলিলেন- নিশ্চয়ই তুমি ঐ ব্যক্তি লোকেরা কাফের থাকাকালে যে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল, লোকেরা দূরে থাকাকালে যে ইসলামের প্রতি অগ্রসর হইয়াছিল, লোকেরা শত্রুতা দেখাইবার কালে যে ইসলামকে ভালবাসিয়াছিল এবং লোকেরা না চিনাকালে যে ইসলামকে চিনিয়াছিল। আদী (রাঃ) বলেন- আপনি যখন আমার এতদূর স্বীকৃতি দিয়াছেন তখন আমার আর কোন অভিযোগ নাই।

হাদীস- ৭০। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- মানুষের জন্মের পূর্বের আত্মার মিলে মানুষের মিল।

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- সমস্ত আত্মা সমাবেশিত ছিল। সেখানে যে সব আত্মার পরস্পর পরিচয় ও মিল হইয়াছিল পৃথিবীতে আসার পর তাহাদের পরস্পর আকর্ষণ জন্মে এবং সদ্ভাব ও মিল সৃষ্টি হয়। আর সেখানে যে সব আত্মার মধ্যে পরস্পর গরমিল ছিল পৃথিবীতে আসার পর তাহাদের মধ্যে গরমিল হয়।

হাদীস- ৭১। সূত্র- হযরত খাব্বাব (রাঃ)- নির্যাতিত প্রাথমিক মুসলিমের প্রতি রসূল (দঃ) এর উক্তি।

রসূলুল্লাহ (দঃ) যখন স্বীয় চাদর মাথার নীচে দিয়া কাবা ঘরের ছায়ায় শায়িত ছিলেন তখন আমি তাঁহার নিকট আরজ করিলাম- আমাদের জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করুন ও সাহায্য তলব করুন। তিনি শোয়া অবস্থা হইতে উঠিলেন। তাঁহার চেহারা মোবারক রক্তবর্ণ হইয়া গেল। তিনি বলিলেন- তোমাদের পূর্বে ইসলামের জন্য মানুষকে অনেক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছে। এক একজন মানুষকে দ্বীন ইসলাম হইতে ফিরাইবার জন্য লোহার চিরুনী দ্বারা শরীরের মাংস আঁচড়াইয়া ফেলা হইত, করাত দ্বারা মাথা হইতে চিরিয়া দ্বিখণ্ডিত করা হইত কিন্তু তাহারা দ্বীন ইসলামকে আঁকড়াইয়া থাকিত। নিশ্চয়ই আল্লাহ তালা দ্বীন ইসলামকে অনেক শক্তিশালী করিবেন। সারা বিশ্বে ইহার প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইবে। এমনকি একজন মুসলমান ইয়েমেন দেশের সানা হইতে সুদূর 'হাজরা মউত' পর্যন্ত একা সফর করিতে পারিবে। এক আল্লাহ এবং বন্য বাঘ ভালুকের ভয় ছাড়া অন্য কাহারও ভয় তাহাকে করিতে হইবে না। কিন্তু তোমরা ঐ অবস্থা অতি তাড়াতাড়ি চাহিতেছ।

হাদীস- ৭২। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- ওমর (রাঃ) এর ইসলাম গ্রহণ।

একদা রসূলুল্লাহ (দঃ) দোয়া করিলেন- হে আল্লাহ! ইসলামকে শক্তিশালী কর- আবু জহল বা ওমরের দ্বারা। হে আল্লাহ! ওমর ইবনে খাত্তাব দ্বারাই ইসলামের সাহায্য কর। পর দিনই দিনের প্রথমভাগে ওমর (রাঃ) রসূল (দঃ) এর নিকট উপস্থিত হইয়া ইসলাম গ্রহন করেন। তখন হইতে মুসলমানগণ হেরেম শরীফে প্রকাশ্যে নামাজ পড়িতে পারিলেন।

হাদীস- ৭৩। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)- ওমর (রাঃ) এর মুসলমান হওয়ার ফলে শক্তিলাভ।

ওমর (রাঃ) মুসলমান হওয়ার পর হইতে আমরা শক্তি লাভ করিয়াছিলাম।

হাদীস- ৭৪। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- ওমর (রাঃ) কে বনুসাহম গোত্রের আশ্রয় দান।

ওমর (রাঃ) এর মুসলমান হওয়ার সংবাদে মক্কায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল। দলে দলে লোক আসিয়া আমাদের বাড়ী ঘেরাও করিয়া ফেলিল।

ওমর (রাঃ) সন্ত্রস্ত হইয়া ঘরে বসিয়াছিলেন। বনু সাহম গোত্রের সর্দার আসিয়া তাঁহার নিকট হইতে বৃত্তান্ত শুনিয়া বলিলেন- কেহ তোমার ক্ষতি করিতে পারিবে না। তখন দলে দলে লোক আসিতেছিল। তিনি বাহির হইয়া আসিয়া তাহাদেরকে জিজ্ঞাসা করিলেন- তোমরা কোথায় যাইতেছ? তাহারা বলিল- ওমরের বাড়ী। সে নাকি ধর্মত্যাগী হইয়াছে। তিনি বলিলেন- তাহাতে কি হইয়াছে? আমি তাহার আশ্রয়দাতা। সমস্ত লোকজন তথা হইতে চলিয়া গেল।

হাদীস- ৭৫। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **ইহুদীদের দশজন বিশিষ্ট আলেম।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- ইহুদীদের মধ্যে দশজন লোক আমার প্রতি ঈমান আনিলে গোটা ইহুদী জাতি আমার প্রতি ঈমান আনিয়া নিত।

হাদীস- ৭৬। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)- **সর্বোত্তম বানী ও সর্বোত্তম আদর্শ।**

সর্বোত্তম কালাম হইল আল্লাহর কেতাব এবং সর্বোত্তম পথ হইল মোহাম্মদ (দঃ) এর পথ।

হাদীস- ৭৭। সূত্র- হযরত আবু মুসা আশয়ারী (রাঃ)- **আল্লাহতা'লা সর্বশ্রেষ্ঠ সবরকারী।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- পীড়াদায়ক কথা শোনার পরও আল্লাহতা'লার ন্যায় এতবেশী সবর আর কেহ করিতে পারে না। একশ্রেণীর লোকেরা তাঁহার প্রতি সন্তান সাব্যস্ত করা সত্ত্বেও আল্লাহতা'লা তাহাদিগকে মাফ করেন এবং রেজেক দান করেন।

হাদীস- ৭৮। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **স্বভাব সম্মত জিনিষ পাঁচটি।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- মানুষের স্বভাব সম্মত জিনিষ হইল পাঁচটি (১) খতনা করা, (২) নাভীর নীচের পশম কামাইয়া ফেলা, (৩) বগলের নীচের পশম তুলিয়া ফেলা, (৪) গোঁফ ছোট করা এবং (৫) নখ কাটিয়া ফেলা।

হাদীস- ৭৯। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)- **ইসলাম গ্রহনের পূর্বের পাপ মাফ।**

এক ব্যক্তি বলিল- ইয়া রাসুলাল্লাহ! জাহেলী যুগে কৃত পাপের জন্য কি পাকড়াও হইবে? রসুল (দঃ) বলিলেন- ইসলাম গ্রহনের পর সৎকাজ করিলে জাহেলীযুগে কৃত পাপের জন্য শাস্তি পাইবে না; কিন্তু যাহারা ইসলাম গ্রহনের পরও অসৎ কাজ করিবে তাহারা তাহাদের জাহেলীযুগের ও পরবর্তীযুগের জন্য শাস্তি পাইবে।

হাদীস- ৮০। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **ইহুদী খৃষ্টানদের নিকট ধর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা।**

ইহুদী নাসারাদের নিকট তোমরা কিরূপে জিজ্ঞাসা করিতে পার? তোমাদের নবীর প্রতি প্রেরীত তোমাদের আসমানী কেতাব আল্লাহর প্রেরীত

বিষয়াবলীর মধ্যে সর্বাধিক নূতন, সজীব ও টাটকা। তোমরা উহাকে সর্বাধিক খাঁটিরূপে পড়িতে পারিতেছ। উহাকে কেহ মিশ্রিত করিতে পারে নাই, ভেজালে পরিনত করিতেও পারে নাই। পক্ষান্তরে ইহুদী নাসারাদের সম্পর্কে আল্লাহতালা বলিয়া দিয়াছেন যে তাহারা আল্লাহর দেওয়া কেতাবকে পরিবর্তন করিয়াছে। তাহারা নিজের লেখাকে কেতাবে মিশ্রিত করিয়া বিকৃত করিয়াছে এবং অতিসামান্য দুনিয়ার লাভের জন্য ঐ পরিবর্তিত ও বিকৃত কেতাবকেই আল্লাহর কেতাব বলিয়া প্রচার করিয়াছে।

তাহাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হইত- তোমাদের নিকট যে খাঁটি জ্ঞান পৌঁছিয়াছে উহা কি যথেষ্ট নয়? আল্লাহর কসম! তাহাদের একটি লোককেও তো তোমাদের প্রতি অবতারিত তোমাদের কেতাব সম্বন্ধে একটি কথাও জিজ্ঞাসা করিতে দেখি না।

হাদীস- ৮১। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **শিশু ইসলামেই জন্ম গ্রহন করে।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- প্রত্যেক নবজাত শিশু ইসলামী স্বভাব নিয়া জন্ম গ্রহন করে। পরে পিতামাতা তাহাকে ইহুদী, নাসারা অথবা অগ্নি পূজক করিয়া গড়িয়া তোলে। ঠিক যেমন চতুষ্পদ পশু চতুষ্পদ পশু জন্ম দেয়। তোমরা তার নাক বা অন্যান্য অংশ কাটা দেখিতে পাও কি?

মুসলিম

হাদীস- ৮২। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) -**প্রকৃত মুসলমান ও মোহাজের।**

নবী করীম (দঃ) ফরমাইয়াছেন- প্রকৃত মুসলমান ঐ ব্যক্তি যাহার কোন কথা বা কার্য্যের দ্বারা অন্য মুসলমানের কষ্ট না হয়। মোহাজের ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহর নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে পরিত্যাগ করিয়াছে।

হাদীস- ৮৩। সূত্র- হযরত আবু মুসা (রাঃ)- **সর্বোৎকৃষ্ট মুসলমান।**

সাহাবাগন নবী করীম (দঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন-কোন্ ব্যক্তি সর্বোৎকৃষ্ট মুসলমান? নবী করীম (দঃ) বলিলেন- যাহার কোন কথা বা কার্য্যদ্বারা অন্য মুসলমানের কষ্ট না হয়।

হাদীস-৮৪। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)- **মুসলমান পরস্পর গালি দেওয়া ও যুদ্ধ করা।**

রসুল (দঃ) বলিয়াছেন- কোন মুসলমান অন্য মুসলমানকে গালি দিলে বা অন্য মুসলমানের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হইলে সে কাফেরের কাজ করিল বলিয়া সাব্যস্ত হয়।

হাদীস- ৮৫। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **প্রত্যেক মুসলমান অপর মুসলমানের সাহায্য করিবে।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- মুসলমানগণ পরস্পর ভাই ভাই। সে তাহার ভাইয়ের উপর জুলুম করিবে না বা অত্যাচারিত হইতে দিবে না। যে কেহ তাহার ভাইয়ের অভাব পূরণ করিবে আল্লাহ তাহার বিপদ দূর

করিবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ গোপন রাখিবে আল্লাহ কেয়ামতের দিন তাহার দোষ গোপন রাখিবেন।

হাদীস- ৮৬। সূত্র- হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ)- মুসলমান ভাইয়ের সাহায্য কর।

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- তোমার ভাইয়ের সাহায্য কর, সে জালেম[১] হোক কিম্বা মজলুম হোক। [১। সে যাহাতে জুলুম করিতে না পারে]

হাদীস- ৮৭। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- মুসলমানের নিরাপত্তা।

রসূল (দঃ) বলিয়াছেন- আমাকে লোকদের সঙ্গে জেহাদ করার হুকুম দেওয়া হইয়াছে, যতক্ষন না তাহারা 'আল্লাহ ছাড়া মাবুদ নাই' বলিবে। যখন তাহারা তাহা বলিবে এবং আমাদের মত নামাজ পড়িবে, আমাদের কেবলার দিকে মুখ করিবে এবং আমাদের জবেহ করা প্রানী খাইবে, তখন তাহাদের রক্ত ও সম্পদ আমাদের জন্য হারাম হইবে। তবে ইসলাম তাহাদের জন্য যে হক নির্ধারন করিয়া দিয়াছে, তাহা ছাড়া। তাহাদের আন্তরিকতার হিসাব আল্লাহর নিকট।

হাদীস- ৮৮। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- আহলে কেবলা মুসলমান।

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- যেই ব্যক্তি আমাদের মত নামাজ পড়ে, আমাদের কেবলার দিকে মুখ করে এবং আমাদের জবাইকৃত পশু খায় সেই ব্যক্তি মুসলমান। আল্লাহ এবং তাঁহার রসূল তাহার দায়িত্ব নিয়াছে। তোমরা আল্লাহর জিম্মার ব্যাপারে বিশ্বাসঘাতকতা করিও না।

মোমেন

হাদীস- ৮৯। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- মোমেন ব্যক্তি কে?

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- কোন ব্যক্তি মোমেন হইতে পারে না যে পর্যন্ত না সে অন্য মুসলমান ভাই এর জন্য ঠিক সেইরূপ ব্যবস্থা ও ব্যবহার পসন্দ করে, যেইরূপ ব্যবস্থা ও ব্যবহার সে নিজের জন্য পসন্দ করিয়া থাকে।

হাদীস- ৯০। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- সর্বাপেক্ষা নবী প্রেমিক ব্যক্তি মোমেন।

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- ঐ আল্লাহর কসম যাহার হাতে আমার জান- তোমাদের কেহ মোমেন বলিয়া গন্য হইবে না যাবৎ না আমার প্রতি তাহার মহব্বত তাহার মাতাপিতা ও সন্তানসন্ততি অপেক্ষা অধিক হয়।

হাদীস- ৯১। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- সর্বাপেক্ষা নবীপ্রেমিক ব্যক্তি মোমেন।

রসূল (দঃ) বলিয়াছেন- যাহার হাতে আমার জীবন তাহার শপথ করিয়া বলিতেছি- কোন ব্যক্তি মোমেন হইতে পারিবে না, যাবৎ না তাহার মাতাপিতা, ছেলেমেয়ে এবং জগতের সমস্ত লোক অপেক্ষা অধিক মহব্বত আমার সঙ্গে রাখিবে।

হাদীস- ১২। সূত্র- হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)- দীন রক্ষার্থে লোকালয় ত্যাগ।

রসুল (দঃ) বলিয়াছেন- সেই দিন অতি নিকটবর্তী- যখন একজন মুসলমানের জন্য উত্তম সম্পদ হইবে মাত্র কয়েকটি বকরী, যেগুলি লইয়া সে পাহাড় পর্বতের চূড়ায়-যেখানে বৃষ্টির পানিতে ঘাসপাতা জন্মায়-এমন স্থান অনুসন্ধান করিয়া বসবাস করিবে। সে শীয় দীনকে রক্ষা করার জন্য লোকালয় হইতে সরিয়া পড়িবে।

হাদীস- ১৩। সূত্র- হযরত সায়াদ (রাঃ)- মোমেন ও মোসলেমের পার্থক্য।

একদা আমি নবী করীম (দঃ) এর নিকট বসিয়াছিলাম। তিনি একদল লোককে দান করিলেন। কিন্তু তন্মধ্যে তিনি এমন একজন লোককে কিছুই দিলেন না যাহাকে আমি ঐ দলের মধ্যে সর্বোত্তম মনে করিতাম। এতদৃষ্টে আরজ করিলাম- ইয়া রসুলুল্লাহ (দঃ)! আপনি অমুক ব্যক্তিকে দান করিলেন না; আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সে মোমেন। রসুল (দঃ) বলিলেন- মোমেন বলিও না, মোসলেম বল। আমি কিছু সময় চুপ করিয়া রহিলাম কিন্তু আমার মনে ঐ খেয়াল আবার প্রবল হইয়া উঠিল। আমি পুনরায় ঐরূপ বলিলাম। তিনিও পুনরায় ঐরূপই বলিলেন- মোমেন বলিও না, মোসলেম বল। তৃতীয়বার ঐরূপ প্রশ্ন করিলে রসুল (দঃ) বলিলেন- হে সায়াদ! আমি অপসন্দনীয় ব্যক্তিকেও দান করি শুধু এই কারনে যে আমার আশঙ্কা হয় সে হয়ত দোজখের পথে চলিয়া যাইতে পারে।

হাদীস- ১৪। সূত্র- হযরত আবু মুসা (রাঃ)- মোমেনগণ পরস্পর প্রাসাদের ইট তুল্য।

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- এক মোমেন আরেক মোমেনের জন্য প্রাসাদ তুল্য, যাহার একটা ইট আরেকটাকে সুদৃঢ় করে। এই কথা বলিয়া তিনি তাঁহার হাতের আঙ্গুলগুলি মিলাইয়া দেখাইলেন।

হাদীস- ১৫। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- কি কি করিলে মোমেন থাকে না।

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- ব্যভিচারী যখন ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তখন সে মোমেন থাকে না। মদ্যপায়ী যখন মদ্যপান করে তখন সে মোমেন থাকেনা। ছিনতাইকারী যখন ছিনতাই করে আর লোকেরা অসহায় ও নিরুপায় অবস্থায় তাহার দিকে তাকাইয়া থাকে তখন সে মোমেন থাকে না।

হাদীস- ১৬। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)- কি কি অবস্থায় মোমেন থাকে না।

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- ব্যভিচারী ব্যভিচার করা কালে, চোর চুরি করা কালে, মদখোর মদপান করাকালে এবং হত্যাকারী হত্যা করাকালে মোমেন থাকাবস্থায় এই সব কাজে লিপ্ত হয় না।

হাদীস- ১৭। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- মোমেন ব্যক্তির সাথে খেজুর গাছের তুলনা।

একদা নবী করীম (দঃ) এর নিকট কেহ খেজুর গাছের মাথি আনিয়াছিল। হযরত (দঃ) তাহা খাইতে লাগিলেন এবং সাহাবীগনকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন- এক প্রকার গাছ আছে যাহার পাতা কখনও ঝরিয়া পড়ে না। মোমেন ব্যক্তির সাথে ঐ গাছের তুলনা হইতে পারে। বল দেখি, সেই গাছটি কোন গাছ? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য সকলের ধারণা জঙ্গলের বিভিন্ন প্রকার গাছের দিকে ধাবিত হইতেছিল, কিন্তু আমার ধারণা হইল ইহা খেজুর গাছ হইবে। উক্ত মজলিসে আমি ছিলাম সবচেয়ে বয়ঃকনিষ্ঠ। মুরুব্বীদের সামনে বলিতে লজ্জা হইল। সাহাবীগণ শেষ পর্যন্ত বলিতে অপারগ হইয়া আরজ করিলেন- ইয়া রসুলুল্লাহ! আপনি বলিয়া দিন উহা কোন্ গাছ? হযরত (দঃ) বলিলেন- উহা খেজুর গাছ। তখন আমি আমার পিতা হযরত ওমর (রাঃ)কে আমার মনের রূপ খুলিয়া বলিলাম। ইহা শুনিয়া তিনি বলিলেন- যদি তুমি উহা বলিয়া দিতে তাহা হইলে আমি এতদূর সন্তুষ্ট হইতাম যে দুনিয়ার কোন শ্রেষ্ঠ ধন সম্পত্তি পাইলেও আমার তদ্রুপ সন্তুষ্টি লাভ হইত না।

হাদীস- ১৮। সূত্র- হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ)- মোমেনগণ অন্যায়ের শাস্তি প্রাপ্তির পর বেহেশতে যাইবে।

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- মোমেনগণ দোজখের আগুন হইতে নাজাত প্রাপ্তির পর বেহেশত ও দোজখের মধ্যবর্তী এক পুলের উপর তাহাদিগকে আটক রাখিয়া দুনিয়ায় অন্যায়ভাবে পরস্পর হইতে যাহা যাহা নেওয়া হইয়াছিল তাহার প্রতিশোধ নেওয়া হইবে। অবশেষে পবিত্র হওয়ার পর তাহাদিগকে বেহেশতে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হইবে। ঐ সত্তার কসম যাহার হাতে মোহাম্মদ (দঃ) এর প্রাণ- নিশ্চয়ই তাহাদের প্রত্যেকেই পৃথিবীতে তাহার বাড়ীকে যেইভাবে চিনিত, বেহেশতের তাহার বাড়ীকে তাহার চাইতে বেশী চিনিতে পারিবে।

হাদীস- ১৯। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- মোমেনদের গোনাহ আল্লাহতালা মাফ করিয়া দিবেন।

রসুলুল্লাহ (দঃ) এর নিকট হইতে শুনিয়াছি- কেয়ামতের দিন আল্লাহতালা মোমেনদেরকে তাহার বিশেষ রহমতের বেষ্টনীর আড়ালে রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন- অমুক অমুক গোনাহ তোমার স্বরন আছে কি? তাহারা ভয়ে ভয়ে স্বীকার করিবে এবং অপরাধ হইয়াছে বলিবে। আল্লাহ বলিবেন- দুনিয়াতে আমি তোমার অপরাধ গোপন রাখিয়াছিলাম, আজকের দিনে সব অপরাধ মাফ করিয়া দিলাম। অতঃপর তাহার নেকের আমলনামা তাহার হাতে দেওয়া হইবে। পক্ষান্তরে আল্লাহদ্রোহীদেরকে সকলের সম্মুখে দেখাইয়া সাক্ষ্যদাতা ফেরেশতাগন উচ্চস্বরে বলিবে- 'ইহারাই স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছিল; সতর্ক হও অত্যাচারীদিগের প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত। (পারা ১২ সুরা ১১ আয়াত ১৮)

হাদীস- ১০০। সূত্র- হযরত কা'য়াব (রাঃ)- মোমেন কোমল চারাগাছ আর মোনাফেক বিরাট বৃক্ষ স্বরূপ।

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- মোমেন শস্য ক্ষেতের কোমল চারাগাছের ন্যায় যাহা যে কোন দিকের হাওয়ায় দোলে। একবার কাত হয়, আবার সোজা হইয়া দাঁড়ায়। আর মোনাফেক বিরাটাকায় বৃক্ষের ন্যায় যাহা সদা সর্বদা সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে কিন্তু শেষ পর্যন্ত এক ঝটকাতেই সমূলে উৎপাটিত হয়।

হাদীস- ১০১। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ)- খুনী ব্যতীত অন্য মোমেন পূর্ণ নিরাপত্তা ভোগ করিবে।

(দঃ) এরশাদ করিয়াছেন- কোন ব্যক্তিকে অবৈধ ভাবে খুন না করা পর্যন্ত একজন মোমেন তাহার দীনের ব্যাপারে পূর্ণ আজাদীর মধ্যে থাকে।

মোনাফেক

হাদীস- ১০২। সূত্র- হযরত আলী (রাঃ)- ইসলামের আঘাতকারীকে হত্যা কর।

রসূলুল্লাহ (দঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি- একদল যুবকের আবির্ভাব হইবে যাহাদের চিন্তাধারা হইবে বোকামীপূর্ন। তাহারা ভাল ভাল কথা বলিবে কিন্তু নিজেরা ইসলাম হইতে এমন ভাবে বাহির হইয়া যাইবে যেমন ধনুক হইতে তীর বাহির হইয়া যায়। তাহাদের ঈমান গলদেশের নীচে প্রবেশ করিবে না। তাহাদেরকে যেখানে পাও হত্যা কর। কেননা, তাহাদের হত্যাকারীদের জন্য কেয়ামতের দিন পুরস্কারের ব্যবস্থা রহিয়াছে।

হাদীস- ১০৩। সূত্র- হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)- আন্তরিকতা হীন নামাজ কালাম।

আমি রসূলুল্লাহ (দঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি- এমন এক ধরনের লোকের আবির্ভাব হইবে যাহাদের নামাজের তুলনায় তোমাদের নামাজকে তুচ্ছ জ্ঞান করিবে, তাহাদের রোজার তুলনায় তোমাদের রোজাকে উপহাস মনে করিবে আর তাহাদের কোরআন তেলাওয়াত গলার নীচে যাইবে না। এই লোকেরা ইসলাম হইতে এইরূপ বাহির হইয়া যাইবে যেমন নিক্ষেপকারী পরীক্ষার্থে কোন কিছু তাক করিয়া তীর নিক্ষেপ করিলে তীর বাহির হইয়া যাইবে অথচ কোন লক্ষ্য বস্তু দেখিতে পাইবে না। সে তীরের পালকের দিকে তাকাইবে কিন্তু কিছু দেখিতে পাইবে না এবং শেষ পর্যন্ত কোন কিছু পাওয়ার বিষয়ে নিজেই সন্দেহ পোষন করিবে।

হাদীস- ১০৪। সূত্র- হযরত জাবের (রাঃ)- মোনাফেকের গায়ের জামা পরিধান করা।

বদরের জেহাদে বন্দীগনের মধ্যে হযরত (দঃ) এর চাচা আব্বাস (রাঃ) ও ছিলেন। তাঁহার গায়ে কাপড় দিতে চাহিলে অন্য কাহারও জামা তাঁহার মাপের না হওয়ায় মোনাফেক সর্দার আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই এর জামা তাহাকে দেওয়া হইল। রসূলুল্লাহ (দঃ) আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই এর মৃত্যুর পর স্বীয় জামা তাহার কাফনের জন্য দিয়া ঋণ পরিশোধ করিয়াছিলেন।

YQADRI.BLOGSPOT.

হাদীস- ১০৫। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- মোনাফেকের চিহ্ন।

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- মোনাফেকের তিনটি চিহ্ন (১) কথায় কথায় মিথ্যা বলিবে (২) ওয়াদা ও অঙ্গীকার ভঙ্গ করিবে (৩) আমানতের খেয়ানত করিবে।

হাদীস- ১০৬। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ)- মোনাফেকের চিহ্ন।

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- এমন চারিটি চরিত্র দোষ আছে যে, কোন ব্যক্তির মধ্যে উহাদের সমষ্টি পাওয়া গেলে সে পুরাপুরি মোনাফেক পরিগনিত হইবে এবং উহাদের কোন একটি পাওয়া গেলে তাহার মধ্যে মোনাফেকের স্বভাব আছে বলা হইবে। চরিত্র দোষগুলি হইল (১) আমানতের খেয়ানত করা, (২) কথায় কথায় মিথ্যা বলা, (৩) অঙ্গীকার ভঙ্গ করা, (৪) কাহারও সঙ্গে মতানৈক্য বা বিরোধ হইলে তাহাকে গালাগালি করা।

হাদীস- ১০৭। সূত্র- হযরত আবু সালামা ও আতা ইবনে ইয়াসার (রাঃ)- ঈমানহীন কপটধর্মী ব্যক্তি।

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম যে তিনি 'হারুরিয়া[১]'দের সম্পর্কে নবী করীম (দঃ) এর নিকট হইতে কিছু শুনিয়াছেন কিনা? তিনি বলিলেন- হারুরিয়া কি তাহা জানি না; তবে নবী করীম (দঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি- এই জাতির মধ্যে আবির্ভাব হইবে- (তিনি বলেন নাই- এই জাতির মধ্য হইতে) একদল লোক এত ধর্মভীরু যে, তোমরা নিজেদের নামাজকে তাহাদের নামাজের তুলনায় খুবই নিম্নমানের মনে করিবে কিন্তু তাহারা কোরআন তেলাওয়াত করিবে অথচ ইহার শিক্ষা তাহাদের গলার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবে না। তাহারা দ্বীন হইতে এমন ভাবে খারিজ হইবে, যেমন তীর ধনুকের ছিলা হইতে বাহির হইয়া যায় এবং তীর নিক্ষেপকারী তাহার তীরের নাসল[২], রিসাফ[৩] ও ফুকার[৪] দিকে তাকাইয়া দেখে যে, এইগুলি রক্তে রঞ্জিত কিনা? [১। একটি বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়। ২। ৩। ৪। তীরের বিভিন্ন অংশের আরবী নাম।]

হাদীস- ১০৮। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- হারুরিয়াগন ইসলাম ত্যাগী।

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- তাহারা ইসলাম হইতে এমনভাবে বাহির হইয়া যাইবে যেমন তীর ধনুকের ছিলার মধ্য হইতে বাহির হইয়া যায়।

হাদীস- ১০৯। সূত্র- হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)- ঈমানহীন লোক দেখানো এবাদতকারী।

নবী করীম (দঃ) এর বন্টনকালে[১] আবদুল্লাহ ইবনে যিলখুওয়াই সিরা আত্তামিমি আসিয়া বলিল- ইনসাফ করুন, ইয়া রসুলাল্লাহ! নবী করীম (দঃ) বলিলেন- তোমার জন্য আফসোস! আমি যদি ইনসাফ না করি তবে আর কে ইনসাফ করিবে? ওমর (রাঃ) বলিলেন- আমাকে তাহার শিরোচ্ছেদ করার অনুমতি দিন। হুজুর (দঃ) বলিলেন- তাহাকে ছাড়িয়া দাও। তাহার সঙ্গী সাথীদের সালাত ও সাওমের সাথে তোমাদের সালাত ও

সাওমকে তুলনা করিলে তোমাদেরগুলি তাহাদেরগুলির চাইতে নিম্নমানের মনে হইবে। এতদ্‌সত্ত্বেও তাহারা দ্বীন হইতে এমন ভাবে বাহির হইয়া যাইবে যেমন, ধনুকের জ্যা হইতে তীর বাহির হইয়া যায়। সেই ক্ষেত্রে ধনুকের কুজাজেহ[২] পরীক্ষাকালে কিছুই পাওয়া যাইবে না। ইহার নাসল[৩] পরীক্ষা করিয়া দেখিবে ইহাতে কিছুই পাওয়া যাইবে না এবং ইহার রিছাফা[৪] ও নাদিই[৫] ও যদি পরীক্ষা করিয়া দেখ তাহা হইলে ইহাতে কিছুই পাওয়া যাইবে না। তীর এত তীব্র বেগে বাহির হইয়া যায় যে রক্ত বা মলের দাগ ইহাতে লাগিতে পারে না। এই সম্প্রদায়ের লোকদেরকে চিনিবার উপায় হইতেছে এই যে, তাহাদের একটি লোকের হাত বা স্তন হইবে মহিলাদের স্তনের ন্যায় অথবা এক টুকরা বাড়তি গোস্তের ন্যায়। যখন লোকদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিবে তখন ইহাদের আবির্ভাব হইবে।

আমি রসূলুল্লাহ (দঃ) হইতে যাহা শুনিয়াছি তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং আলী (রাঃ) যখন তাহাদিগকে হত্যা করিয়াছিলেন তখন আমি তাঁহার সঙ্গে ছিলাম। রসূলুল্লাহ (দঃ) এর বর্ণনা মোতাবেক লোকটিকে আলী (রাঃ) এর সম্মুখে আনা হইয়াছিল। তাহার সম্বন্ধে আয়াত নাজেল হইয়াছিল- 'এবং তাহাদের মধ্যে এমন লোক রহিয়াছে যাহারা তোমাকে সদ্‌কার মাল বন্টনে অভিযুক্ত করে।' [১। আলী (রাঃ) কর্তৃক ইয়েমেন হইতে প্রেরীত স্বর্ণ ২।৩। ৪। ৫। ধনুকের বিভিন্ন অংশের আরবী নাম।]

হাদীস- ১১০। সূত্র- হযরত সাহল (রাঃ)- ইরাকে দ্বীনহীন সম্প্রদায়।

আমি নবী করীম (দঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি- ঐ[১] অঞ্চল হইতে এমন একটি দলের আবির্ভাব হইবে যাহারা কোরআন তেলাওয়াত করিবে, কিন্তু কোরআন তাহাদের হলকমের[২] নীচে যাইবে না। তাহারা এইরূপে দ্বীন ইসলাম হইতে বহির্ভূত হইবে যেইরূপ সজোরে নিক্ষিপ্ত তীর শিকারকে ভেদ করিয়া বাহির হইয়া পড়ে। [১। ইরাকের দিকে ইশারা করিয়া, ২। গলদেশের]

হাদীস- ১১১। সূত্র- হযরত হোজায়ফা (রাঃ)- রসূল (দঃ) এর যুগেই কেবল মোনাফেক চিহ্নিত ছিল।

বস্তুতঃ পক্ষে মোনাফেকের অস্তিত্ব ছিল নবী করীম (দঃ) এর জমানায়[১]। বর্তমান কালে তাহা ঈমানের পর কুফুরি ছাড়া কিছুই নয়[২]। [১। অহীর মাধ্যমে জানা সম্ভব ছিল। ২। বর্তমানে তাহা অকাট্যরূপে বলা সম্ভব নয়।]

হাদীস- ১১২। সূত্র- হযরত মোহাম্মদ ইবনে জায়েদ (রাঃ)- সামনে এক কথা পেছনে অন্য কথা।

কতিপয় লোক আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)কে বলিল- আমরা আমাদের আমীরের নিকট গিয়া তাহাদের সামনে এমন কথা বলি যাহা তাহাদের পেছনে বলি না। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন- ইহাকে আমরা মোনাফেকী বলিয়া গন্য করিতাম।[১] [১। রসূল (দঃ) এর সময়]

YQADRI.BLOGSPOT.C

২। নিয়ম কানুন

খাদ্য

হাদীস- ১১৩। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **ভাঙ্গা পাত্রে ভক্ষন।**

একদা নবী করীম (দঃ) এর কোন এক বিবির গৃহে অবস্থানকালে অন্য এক বিবি দাসীর মারফত এক পাত্র খাবার পাঠাইলে ঐ বিবি হাতের আঘাতে পাত্রটি ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। নবী করীম (দঃ) উক্ত পাত্র জোড়া লাগাইয়া উহাতে খাবার রাখিয়া সকলকে খাইতে বলিলেন। খাওয়া শেষ হইলে নবী করীম (দঃ) ভাঙ্গা পাত্রখানা ঐ গৃহে রাখিয়া দিয়া ঐ ঘর হইতে একখানা ভাল পাত্র ফেরৎ দিলেন।

হাদীস- ১১৪। সূত্র- হযরত জাবের (রাঃ)- **মাছ মৃত হইলেও হালাল।**

রসূলুল্লাহ (দঃ: আবু ওবায়দা ইবনে জাররাহের নেতৃত্বে তিনশত লোকের এক বাহিনী প্রেরণ করিলেন যাহাতে আমিও ছিলাম। যাত্রা পথে আমাদের খাবার শেষ হইয়া গেলে আমাদের দলপতি সকলের নিকট রক্ষিত খাদ্যকে একত্র করিয়া সকলকে কিছু কিছু করিয়া খাইতে দিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ তাহাও শেষ হইতে হইতে আমরা জন প্রতি প্রতিদিন একটি খেজুর পাইতে লাগিলাম। শেষ পর্যন্ত আর কিছুই রহিল না। খাদ্যান্বেষনে সমুদ্রের দিকে গিয়া আমরা একটি ছোট পাহাড়ের ন্যায় মাছ দেখিলাম। আমরা আঠার দিন যাবৎ উক্ত মৃত মৎস্য খাইলাম। অতঃপর দলপতির নির্দেশে ঐ মাছের পাঁজর দুইটি দাঁড় করানোর পর উটের পিঠে হাওদা লাগাইয়া উট উহার ভিতর দিয়া চলিয়া গেল কিন্তু উটের দেহ উহাকে স্পর্শ করিল না। ফিরিয়া আসার পর রসূল (দঃ) এর নিকট ঘটনা বর্ণনা করিলে তিনি বলিলেন- ইহা ছিল আল্লাহতায়ালার তরফ হইতে তোমাদের জন্য বিশেষ রেজেক।

হাদীস- ১১৫। সূত্র- হযরত সালামাহ ইবনে আকওয়া (রাঃ)- **খাদ্য বস্তু একত্রিত করিয়া খাওয়া।**

এক সফরে পাথেয় কমিয়া নিঃস্ব অবস্থায় লোকেরা নবী করীম (দঃ) এর নিকট যানবাহন উট জবাই করিয়া খাওয়ার অনুমতি চাহিলে নবী করীম (দঃ) অনুমতি দিলেন। ওমর (রাঃ) ইহা জ্ঞাত হইয়া বলিলেন- তবে তো তোমরা যানবাহনের অভাবে মারা পড়িবে। তিনি নবী করীম (দঃ) এর নিকট যানবাহনের অভাবে মারা পড়ার আশঙ্কার কথা ব্যক্ত করিলে তিনি বলিলেন- একটা চামড়া বিছাইয়া দাও এবং যাহার নিকট যে খাদ্য আছে এখানে নিয়া আস। সবাই চামড়ার উপর খাবার রাখিলে নবী করীম (দঃ) দাঁড়াইয়া বরকতের জন্য দোয়া করিলেন। সকলকে পাত্র নিয়া আসার আহবান জানানোর পর লোকেরা অঞ্জলা ভর্তি করিয়া নিতে লাগিল। সবার নেওয়া শেষ হইলে নবী করীম (দঃ) বলিলেন- আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই এবং নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর রাসুল।

হাদীস- ১১৬। সূত্র- হযরত আবু মুসা আশআরী (রাঃ)- খাদ্য সমভাবে বন্টন করিয়া নেওয়া।

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- জেহাদে যখন অভাবগ্রস্থ হয় বা মদীনাতে যখন খাবারের অপ্রতুলতা দেখা দেয় তখন আশআর গোত্রের লোকেরা তাহাদের যাহা কিছু আছে তাহা একত্র করিয়া নিজেদের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করিয়া নেয়। অতএব, তাহারা আমার এবং আমি তাহাদের।

হাদীস- ১১৭। সূত্র- হযরত ওমর ইবনে আবু সালামাহ (রাঃ)- খাওয়ার নিয়ম।

আমি বালক থাকাকালে রসুল (দঃ) এর তত্বাবধানে ছিলাম। খাবার পাত্রে[১] আমার হাত এক জায়গায় স্থির থাকিত না। রসুলুল্লাহ (দঃ) আমাকে বলিলেন- হে বালক! বিসমিল্লাহ বলিয়া ডান দিক দিয়া নিজের সম্মুখ হইতে খাও। ইহার পর হইতে আমি এই ভাবেই খাইয়া থাকি। [১। একপাত্রে কয়েকজন একত্রে খাইত।

হাদীস- ১১৮। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- লাউ রসুল (দঃ) এর প্রিয় ছিল।

এক দর্জি রসুল (দঃ)কে খাওয়ার জন্য দাওয়াত করিলে আমিও তাঁহার সঙ্গে গেলাম। আমি দেখিলাম- রসুল (দঃ) পাত্রের চারিদিক হইতে লাউয়ের টুকরা খুঁজিয়া খুঁজিয়া নিতেছেন।[১]। ঐ দিন হইতে আমিও লাউ পসন্দ করিয়া থাকি। [১। সঙ্গীগন অখুশী হইবেনা নিশ্চিত হইয়া]

হাদীস- ১১৯। সূত্র- হযরত নাফে (রাঃ)- মোমেন অল্প খায়।

ইবনে ওমর (রাঃ) কোন মিসকিনকে সাথে না নিয়া খাইতেন না। আমি এক ব্যক্তিকে তাঁহার সঙ্গে খাইবার জন্য আনিলাম। সে অনেক বেশী পরিমানে খাবার খাইলে তিনি আমাকে[১] বলিলেন- হে নাফে, তুমি এই ধরনের লোককে কখনও আমার নিকট আনিও না। আমি নবী করীম (দঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি- মোমেন এক আঁতে[২] আর কাফের সাত আঁতে খাদ্য গ্রহন করে। [১। পরে ২। উদরে]

হাদীস- ১২০। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-মোমেন অল্প খায়।

একব্যক্তি অধিক পরিমানে খাইত। ইসলাম গ্রহন করার পর সে কম খাইতে থাকিল। ইহা নবী করীম (দঃ) এর নিকট আলোচিত হইলে তিনি বলিলেন- মোমেন এক আঁতে খায় আর কাফের খায় সাত আঁতে।

হাদীস-১২১। সূত্র- হযরত আবু জোহায়ফা (রাঃ) - হেলান দিয়া খাবার গ্রহন না করা।

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন-আমি হেলান দিয়া বসিয়া খাই না।

হাদীস- ১২২। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- কোন খাবারকে খারাপ না বলা।

নবী করীম (দঃ) কখনও কোন খাবারকে খারাপ বলেন নাই। পসন্দ হইলে খাইয়াছেন আর পসন্দ না হইলে পরিত্যাগ করিয়াছেন।

YOADRI.BLOGSPOT

হাদীস- ১২৩। সূত্র- হযরত হোজায়ফা (রাঃ)- **সোনারূপার পাত্রে পানাহার নিষেধ।**

আমি নবী করীম (দঃ) কে বলিতে শুনিয়াছি- তোমরা রেশম বা রেশমজাত কাপড় পরিধান করিও না এবং সোনারূপার পাত্রে পানাহার করিও না। কেননা, দুনিয়াতে এইসব কাফেরদের জন্য আর আখেরাতে তাহা তোমাদের জন্য।

হাদীস-১২৪। সূত্র- হযরত হোজায়ফা (রাঃ)- **স্বর্ণ রৌপ্যের পাত্রে পানাহার ও মিহি রেশমী কাপড় পরিধান নিষেধ।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- স্বর্ণ বা রৌপ্যের পাত্রে পানাহার করিবে না। মোটা বা মিহি কাপড় পরিধান করিবে না এবং উহার উপর বসিবে[১] না। [১। হানাফী মতে বসা জায়েজ]

হাদীস- ১২৫। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **মিষ্টি ও মধুর প্রতি ভালবাসা।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) মিষ্টি বস্তু ও মধু ভাল বাসিতেন।

হাদীস- ১২৬। সূত্র- হযরত আবু মাসউদ (রাঃ)- **দাওয়াতে অতিরিক্ত লোক অন্তর্ভুক্ত করন।**

একদা আবু শোয়াইব (রাঃ) তাহার ক্রীতদাসকে বলিল- কিছু খাবার তৈরী কর। আমি রসুলুল্লাহ (দঃ) সহ পাঁচজনকে দাওয়াত করিব। রসুল (দঃ) সহ পাঁচজনকে আসিতে বলা হইলে তাঁহাদের সঙ্গে একজন অতিরিক্ত লোক হইয়া গেল। রসুল (দঃ) দাওয়াতকারীকে বলিলেন- তুমি আমাদের পাঁচজনকে দাওয়াত করিয়াছিলে। এই ব্যক্তি আমাদের সাথে অতিরিক্ত আসিয়া গিয়াছে। তুমি ইচ্ছা করিলে তাহাকেও অনুমতি দিতে পার; আর যদি চাও তাহাকে বাদ দিতেও পার। আবু শোয়াইব (রাঃ) বলিলেন- তাহাকে অনুমতি দিলাম।

হাদীস- ১২৭। সূত্র- হযরত আবু মাসউদ (রাঃ)- **দাওয়াতের অতিরিক্ত মেহমানকে খাওয়ার অনুমতি।**

আবু শোয়াইব (রাঃ) তাঁহার গোলামকে বলিলেন- পাঁচ জনের জন্য খাবার তৈরী কর। আমি নবী করীম (দঃ)কে দাওয়াত করিব। তিনি সহ যেন পাঁচ জন আসেন। নবী করীম (দঃ) এর মুখে ক্ষুধার ছাপ লক্ষ্য করিয়া উক্ত সাহাবী তাঁহাকে দাওয়াত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সাথে অতিরিক্ত একজন লোক আসিয়াছিল। নবী করীম (দঃ) বলিলেন- এই লোকটা আমাদের পিছু পিছু চলিয়া আসিয়াছে, তুমি তাহাকে অনুমতি দিতেছ কি? তিনি বলিলেন, হাঁ।

হাদীস- ১২৮। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **অতিরিক্ত একজন খাইতে পারে।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- দুইজনের খানা তিনজনের এবং তিন জনের খানা চারজনের জন্য যথেষ্ট হইতে পারে।

হাদীস- ১২৯। সূত্র- হযরত মেকদাম (রাঃ)- স্ব- উপার্জিত খাদ্য সর্বোত্তম।

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- নিজের হাতের কাজের মাধ্যমে উপার্জিত খাদ্য অপেক্ষা উত্তম খাদ্য কেউ কোন দিন খায় নাই। দাউদ (আঃ) নিজের হাতের কাজের মাধ্যমে উপার্জিত খাদ্য দ্বারা জীবন ধারন করিতেন।

হাদীস- ১৩০। সূত্র- হযরত জাবালা (রাঃ)- একত্রে খাওয়ার সময় একজন বেশী খাওয়া নিষেধ।

এক দুর্ভিক্ষের সময় আমরা ইরাকবাসী কিছু লোকের সঙ্গে ছিলাম। ইবনে জোবায়ের (রাঃ) আমাদিগকে খেজুর খাইতে দিতেন। একদিন ইবনে ওমর (রাঃ) আমাদের নিকট দিয়া যাওয়ার কালে বলিলেন- রসূলুল্লাহ (দঃ) তাহার ভাইয়ের অনুমতি ছাড়া একসঙ্গে জোড়া জোড়া খেজুর খাইতে নিষেধ করিয়াছেন।

হাদীস- ১৩১। সূত্র- হযরত জাবালা ইবনে সোহায়েম (রাঃ)- একত্রে বসিলে সমান সমান খাইবে।

আমরা ইবনে জোবায়ের (রাঃ) এর আমলে দুর্ভিক্ষে পতিত হইয়াছিলাম। আমরা খাবার হিসাবে খেজুর পাইতাম। যখন আমরা খাইতে বসিতাম তখন কখনও কখনও আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) আমাদের নিকট দিয়া যাইবার সময় বলিতেন- দুইটি খেজুর একসাথে খাইও না। কেননা, নবী করীম (দঃ) দুইটি খেজুর একসাথে মিলাইয়া খাইতে[১] নিষেধ করিয়াছেন। তবে এই শর্তে যদি কেউ তাহার ভাই হইতে অনুমতি[২] নেয়। [১। একত্রে বসিয়া খাইবার সময় ২। ইবনে ওমর (রাঃ) এর উক্তি]

হাদীস- ১৩২। সূত্র- হযরত আবু ওসমান (রাঃ)- নিম্নমানের খেজুর খাওয়া।

আমি সাতদিন আবু হোরায়রা (রাঃ) এর মেহমান ছিলাম। তিনি, তাঁহার বিবি এবং তাঁহার খাদেম গোটা রাতকে তিন অংশে ভাগ করিয়া নিয়াছিলেন। একজন নামাজ[১] আদায় করিয়া অপরজনকে জাগাইয়া[২] দিতেন। আমি তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি- রসূল (দঃ) একদিন তাঁহার সাহাবাগনের মধ্যে খেজুর বন্টন করিলে আমার ভাগে সাতটি খেজুর পড়ে। ইহার মধ্যে একটি খেজুর ছিল চিটা জাতীয় নিম্নমানের। এই নিম্নমানেরটি আমার চিবানোতে শক্ত ও কঠিন বোধ হইল। [১। তাহাজ্জুদের নামাজ, ২। তাহাজ্জুদ পড়ার জন্য]

হাদীস- ১৩৩। সূত্র-হযরত সা'য়াদ (রাঃ)-উন্নত মানের খেজুরের গুন।

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- যে ব্যক্তি প্রতিদিন সকালে সাতটি উন্নত মানের খেজুর খাইবে বিষ ও যাদু তাহার কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না।

হাদীস- ১৩৪। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- হাত মোছার পূর্বে যেন চাটিয়া খায়।

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- তোমাদের কেউ যখন কিছু খায়, সে যেন হাত মুছিয়া ফেলার আগে নিজ হাত চাটিয়া খায়, কিম্বা অন্যকে দিয়া চাটায়।

হাদীস- ১৩৫। সূত্র-হযরত আবু উমামাহ (রাঃ)-**খাওয়ার পর দোয়া।**

নবী করীম (দঃ) এর সামনে হইতে দস্তরখান তুলিয়া নেওয়া হইলে তিনি পড়িতেন- আলহামদুলিল্লাহে কাসিরান তাইয়্যেবান মুবারাকান ফিহি গাইরা মাকফি ইয়্যিন ওয়ালা মুওয়াদ্দাইন ওয়ালা মুসতাগনান আনহু রাব্বুনা- অর্থাৎ পাক পবিত্র বরকতময় অনেক অনেক প্রশংসা সকলই আল্লাহর জন্য। হে পরওয়ার দেগার, তাহা হইতে কখনও মুখ ফিরাইতে পারিব না, তাহা কখনও চিরতরে বিদায় দিতে পারিব না। তাহা হইতে নির্লিপ্ত হইতে পারিব না।

হাদীস- ১৩৬। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **রান্নাকারীকে খাবারের অংশ দেওয়া।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- খাদেম খাবার নিয়া আসিলে তাহাকে সাথে বসাইতে না পারিলে[১] অন্ততঃ দুই এক লোকমা তাহাকে অবশ্যই দিবে। কেননা, সে-ই উত্তাপ ও খাবার তৈরীর সমস্ত কায়ক্লেশ সহ্য করিয়াছে। [১। যদি সে রকম মনোবল না থাকে]

হাদীস- ১৩৭। সূত্র- হযরত আবু মুসা আশয়ারী (রাঃ)- **সন্তানের নাম রাখা ও মিষ্টি মুখ করানো।**

আমার একটি সন্তান জন্ম নিলে আমি তাহাকে নিয়া নবী করীম (দঃ) এর নিকট যাই। তিনি তাহার নাম রাখিলেন ইব্রাহীম এবং একটি খুরমা চিবাইয়া তাহার মুখে দিলেন। অতঃপর তাহার বরকতের জন্য দোয়া করিলেন এবং তাহাকে আমার নিকট দিয়া দিলেন। সে ছিল আমার জ্যেষ্ঠ সন্তান।

হাদীস- ১৩৮। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **শিশুর মুখে মিষ্ট দ্রব্য দেওয়া।**

একটি নবজাতক শিশুকে মিষ্টি মুখ করানোর জন্য নবী করীম (দঃ) এর নিকট আনা হইলে শিশুটি নবী করীম (দঃ) এর কোলে প্রস্রাব করিয়া দিল। তিনি প্রস্রাবের উপর পানি ঢালিয়া দিলেন।

হাদীস- ১৩৯। সূত্র- হযরত আসমা বিনতে আবুবকর (রাঃ)- **নবজাতকের মুখে মিষ্টদ্রব্য দেওয়া।**

মক্কায় থাকাকালে আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়ের আমার গর্ভে আসে। গর্ভকাল পূর্ন হইলে আমি মদীনায় রওয়ানা[১] হইয়া কোবাতে অবতরন করিলাম। সেইখানেই আবদুল্লাহ ভুমিষ্ঠ হয়। তাহাকে রসুলুল্লাহ (দঃ) এর নিকট আনিলে তিনি তাহাকে কোলে নিলেন এবং খুরমা চিবাইয়া তাহার মুখে দিলেন। এইভাবে তাহার পেটে প্রথম প্রবেশকারী বস্তু হইল রসুল (দঃ) এর মুখের লালা। তিনি তাহার মুখে চিবানো খুরমা দিয়া তাহার জন্য দোয়া করিলেন ও তাহাকে মোবারকবাদ দিলেন। সে ছিল মদীনায় মুসলমানদের[২] মধ্যে জন্মগ্রহনকারী প্রথম সন্তান। তাহার জন্মদাতে মুসলমানগন অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিল। কেননা, গুজব ছড়ানো হইয়াছিল যে ইহুদীদের যাদু

টোনার প্রভাবে মুসলমানদের কোন সন্তানাদি জন্মাইবে না। [১। হিজরতের জন্য। ২। মোহাজের মুসলমানদের মধ্যে। ইতিপূর্বে আনসারদের মধ্যে নোমান ইবনে বশীর জন্মগ্রহন করিয়াছিল।]

হাদীস- ১৪০। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **কাহারও বাড়ীতে খাবার গ্রহন করা।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) একবার এক আনসারী সাহাবীর বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়া সেখানে খানা খাইলেন। সেখান হইতে বাহির হইয়া আসিবার ইচ্ছা করা কালে ঘরের এক জায়গায় বিছানা করিতে বলিলেন। ওই জায়গাতেই চাটাই বিছানো হইলে রসুল (দঃ) উহাতে নামাজ পড়িয়া তাহাদের সবার জন্য দোয়া করিলেন।

পানীয়

হাদীস- ১৪১। সূত্র- হযরত আলী (রাঃ)- **দাঁড়াইয়া পানি পান করা।**

আলী (রাঃ) জোহরের নামাজান্তে কুফা আঙ্গিনায় বসিয়া জনগনের অভাব অভিযোগ শুনিতে শুনিতে আসরের নামাজের ওয়াক্ত হইয়া গেলে তাঁহার নিকট পানি আনা হইল। তিনি ইহার কিছুটা পান করিলেন এবং কিছুটা দ্বারা হাতমুখ ধুইলেন[১]। তারপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া পাত্রের অবশিষ্ট পানি পান করিলেন এবং বলিলেন- লোকেরা দাঁড়াইয়া পানি পান করাকে দোষনীয়[২] মনে করে অথচ নবী করীম (দঃ) ঠিক এইরূপই পান করিয়াছেন যেইরূপ আমি করিলাম। [১। শোবা (রাঃ) মাথা ও পা ধোয়ার কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। ২। দাঁড়াইয়া পানি পান করা নিষেধ। তবে পবিত্র পানি দাঁড়াইয়া পান করা উচিৎ।]

হাদীস- ১৪২। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **জমজমের পানি দাঁড়াইয়া পান করা।**

নবী করীম (দঃ) জমজমের পানি দাঁড়াইয়া পান করিয়াছেন।

হাদীস- ১৪৩। সূত্র- হযরত সাহল ইবনে সা'দ সায়েদী (রাঃ)- **খুরমা ভিজানো পানি পান করা।**

আবু ওসাইদ সায়েদী (রাঃ) তাঁহার বিবাহের ভোজে নবী করীম (দঃ)কে দাওয়াত করিয়াছিলেন। নব বধূই সকলের খেদমতে নিয়োজীত ছিলেন। তিনি বলেন- আপনি কি জানেন আমি রসুলুল্লাহ (দঃ)কে কিসের রস পান করাইয়াছিলাম? আমি তাঁহার জন্য রাত্রেই কয়েকটি খেজুর ভিজাইয়া রাখিয়াছিলাম।[১] [১। সেই খেজুর ভিজানো পানিই শরবত রূপে পরিবেশন করা হইয়াছিল।]

হাদীস-১৪৪। সূত্র-হযরত আবু কাতাদা (রাঃ)-**খুরমা ভিজানো পানি।**

নবী করীম (দঃ) খুরমা ও কাঁচা খেজুর এবং খুরমা ও কিশমিশ একত্র করিয়া ভিজাইতে নিষেধ করিয়াছেন। ইহার প্রত্যেকটিই আলাদা আলাদা ভিজাইতে বলিয়াছেন।

হাদীস-১৪৫। সূত্র-হযরত জাবের (রাঃ)- দুধ মিশ্রিত পানি পান করা।

নবী করীম (দঃ) এক মদীনাবাসী ব্যক্তির নিকট একজন সাহাবী সহ গিয়া বলিলেন- তোমার নিকট রাত্রে মশকে রক্ষিত পানি আছে কি? নতুবা আমি অন্যত্র গিয়া পান করিব। সে তখন বাগানে পানি সেচ করিতেছিল। সে বলিল- ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার নিকট রাত্রে রক্ষিত পানি আছে। দয়া করিয়া আমার ঝুপড়িতে চলুন। সে ব্যক্তি নবী করীম (দঃ) এবং তাঁহার সাহাবীকে ঝুপড়িতে নিয়া গেল এবং একটি পেয়ালায় পানি নিয়া উহাতে ছাগলের দুধ দোহন করিল। রসূল (দঃ) উহা পান করিলেন। সাহাবীও পান করিলেন।

হাদীস- ১৪৬। সূত্র-হযরত আবু কাতাদাহ (রাঃ)-পানি পানের নিয়ম।

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- পানি পান করার সময় পানপাত্রে নিঃশ্বাস ফেলিবে না, পেশাব করিবার সময় পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করিবে না। যদি স্পর্শ করিতেই হয়, তবে ডান হাত লাগাইবে না।

হাদীস- ১৪৭। সূত্র- হযরত সুমামা ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ)- দুই বা তিন শ্বাসে পানি পান করা।

হযরত আনাস (রাঃ) দুই বা তিন শ্বাসে পানি পান করিতেন এবং বলিতেন- নবী করীম (দঃ) পানি পান করার সময় তিনবার নিঃশ্বাস নিতেন।

হাদীস- ১৪৮। সূত্র- হযরত উম্মে সালামাহ (রাঃ)- রৌপ্য পাত্রে পান করা অগ্নি ভক্ষনতুল্য।

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- যে ব্যক্তি রৌপ্য পাত্রে পানি পান করে সে তাহার পেটে জাহান্নামের আগুন ঢুকায়।

হাদীস- ১৪৯। সূত্র- হযরত জাবের (রাঃ)- খাদ্য ও পানীয় ঢাকিয়া রাখা।

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- ঘুমানোর সময় বাতিগুলি নিভাইয়া দিও, দরজাগুলি আটকাইয়া দিও, পান পাত্রের মুখ বন্ধ করিয়া দিও, খাবার ও পানীয় দ্রব্য গুলি ঢাকিয়া রাখিও; অন্ততঃ একটি কাঠি হইলেও আড়াআড়ি ভাবে তাহার উপর রাখিও।

হাদীস- ১৫০। সূত্র- হযরত জাবের (রাঃ)- খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যের পাত্রের মুখ ঢাকিয়া রাখা।

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- সন্ধ্যা হইয়া গেলে শিশুদেরকে বাহিরে যাইতে নিষেধ করিও। কারন, এই সময় শয়তান ছড়াইয়া পড়ে। রাত্রের কিছু অংশ হইয়া গেলে ইহাদেরকে ছাড়িয়া দিও এবং আল্লাহর নাম নিয়া ঘরের দরজাগুলি বন্ধ করিয়া দিও। কারন, শয়তান বন্ধ দরজা খোলে না। বিসমিল্লাহ পড়িয়া তোমাদের মশক[১] গুলির মুখ বন্ধ করিয়া দিও। আল্লাহর নাম নিয়া খাবার পাত্রগুলি ঢাকিয়া দিও। যে কোন কিছু আড়াআড়ি ভাবে হইলেও তাহার উপর দিয়া দিও। (১। পানির পাত্র অর্থে।

হাদীস- ১৫১। সূত্র- হযরত জাবের (রাঃ)- পানীয়ের পাত্র ঢাকিয়া রাখা।

আবু হোমায়েদ (রাঃ) নামক একব্যক্তি নকী নামক স্থানে তাহার ঘর হইতে একটি পাত্রে করিয়া নবী করীম (দঃ) এর জন্য দুধ নিয়া আসিলে নবী করীম (দঃ) তাঁহাকে বলিলেন- পাত্রটি ঢাক নাই কেন? অন্ততঃ একটি কাষ্ঠ খন্ডই ইহার উপর আড়াআড়ি করিয়া রাখিতে।

হাদীস- ১৫২। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ), আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)- মশকের মুখে পানি পান করা নিষেধ।

নবী করীম (দঃ) মশকের মুখে পানি পান করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

শাস্তি

হাদীস- ১৫৩। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- মদ্যপায়ীকে প্রহার করা।

নবী করীম (দঃ) মদ্যপানের জন্য খুরমা গাছের ডাল ও জুতা দ্বারা মারধর করিয়াছেন। আবু বকর (রাঃ)ও চল্লিশ চাবুক লাগাইয়াছেন।

হাদীস- ১৫৪। সূত্র- হযরত ওকবা ইবনে হারেস (রাঃ)- মদ্য পানের জন্য প্রহার।

নোহাইমান অথবা ইবনে নোহাইমানকে নেশাবস্থায় নবী করীম (দঃ) এর নিকট আনা হইলে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন ও গৃহাভ্যন্তরের ব্যক্তিদিগকে তাহাকে মারার জন্য নির্দেশ দিলেন। তাহারা তাহাকে খুরমা গাছের ডাল ও জুতা দ্বারা মারধর করিল। আমিও মারধরকারীদের মধ্যে ছিলাম।

হাদীস- ১৫৫। সূত্র- হযরত সায়েব ইবনে এজীদ (রাঃ)- মদ্যপানের জন্য বেত্রদন্ড।

আমরা রসুলুল্লাহ (দঃ) এর সময়, আবু বকর (রাঃ) এর সময় এবং ওমর (রাঃ) এর খেলাফতের প্রারম্ভে মদ্য-পায়ীকে আনিয়া উপস্থিত করতঃ আমাদের হাত, জুতা ও চাদর[১] দ্বারা তাহার উপর শাস্তি প্রয়োগ করিতাম। ওমর (রাঃ) এর খেলাফতের শেষ পর্য্যায়ে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিল। তিনি ৪০ দোর্‌রা মারিবার নিয়ম চালু করিলেন। তাহারা সীমাতিক্রম করিয়া পাপে লিপ্ত হইতে থাকিলে তিনি ৮০ দোর্‌রা মারিতে লাগিলেন।

হাদীস- ১৫৬। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) - শাস্তি দানে বদদোয়া না করা।

নবী করীম (দঃ) এর নিকট একব্যক্তিকে আনা হইল যে মদপান করিয়াছে। তিনি তাহাকে মারার নির্দেশ দিলে আমাদের কেহ হাত দ্বারা, কেহ জুতা দ্বারা আবার কেহ কাপড় দ্বারা তাহাকে মারধর করিল। অতঃপর

কেহ কেহ 'আল্লাহ তোমাকে লাঞ্ছিত করুক' বলিয়া উঠিলে নবী করীম (দঃ) বলিলেন- তোমরা এইরূপ বলিও না। তোমরা তাহার উপর শয়তানের সাহায্য কামনা করিও না।

হাদীস- ১৫৭। সূত্র- হযরত ওমর (রাঃ)- **মদ্য পানকারীকে লা'নত না করা।**

আবদুল্লাহ নামক এক ব্যক্তি- যে হেমার[১] উপাধিতে ভূষিত ছিল- রসূলুল্লাহ (দঃ)কে পর্যন্ত খুব হাঁসাইত। মদ্য পানের অপরাধের জন্য রসূলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে চাবুক মারিয়াছিলেন। একদিন তাহাকে আনা হইলে তিনি তাহাকে চাবুক মারার নির্দ্দেশ দিলেন এবং তাহাকে চাবুক মারা হইল। একব্যক্তি বলিয়া উঠিল- হে আল্লাহ! তাহার প্রতি লা'নত বর্ষন কর। তাহাকে কত বারইনা এই অপরাধের জন্য আনা হইল! নবী করীম (দঃ) বলিলেন- তাহার উপর লা'নত করিও না। আল্লাহর কসম! আমি তাহার সম্বন্ধে অবগত আছি যে, সে আল্লাহ এবং তাহার রসূলকে ভালবাসে। [১। গাধা।]

পোষাক

হাদীস- ১৫৮। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **বিনা অহংকারে পরিধেয় বস্ত্র হেঁচড়াইয়া চলা।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- যে ব্যক্তি অহংকার বশতঃ পরিধানের কাপড় ঝুলাইয়া ঝুলাইয়া চলে কেয়ামতের দিন আল্লাহতা'লা তাহার দিকে নজর[১] করিবেন না। আবু বকর (রাঃ) বলিলেন- ইয়া রাসুলাল্লাহ! গিরা না দিলে আমার লুঙ্গির একদিক ঝুলিয়া পড়ে[২]। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন- যাহারা অহংকার বশতঃ তাহা করে আপনি তাহাদের অন্তর্ভুক্ত নন। [১। রহমতের নজর। ২। পেটের গড়ন চিকন হওয়ায় কাপড় ঝুলিয়া পড়িত।]

হাদীস- ১৫৯। সূত্র- হযরত সুফিয়া বিনতে শায়বাহ (রাঃ)- **ওড়নার ব্যবহার।**

আয়েশা (রাঃ) বলিয়া থাকিতেন- পবিত্র কোরআনে রহিয়াছে 'তাহারা যেন নিজ নিজ বক্ষ সমূহের উপর আবরনী স্থাপন করে' (পারা ১৮ সুরা ২৪ আয়াত ৩১)

হাদীস- ১৬০। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **মাথায় পরচুলা ব্যবহার নিষেধ।**

মদীনাবাসী এক মহিলার মেয়ের বিবাহের পর মাথার চুল উঠিয়া যাইতে থাকিলে সে নবী করীম (দঃ) এর নিকট আসিয়া বলিল যে মেয়ের স্বামী আমাকে মেয়ের মাথায় কৃত্রিমচুল লাগাইয়া দিতে বলিয়াছে। নবী করীম (দঃ) বলিলেন- না। কারন, যে মহিলারা মাথায় কৃত্রিম চুল পরিধান করে আল্লাহ তাহাদের উপর লানত বর্ষন করেন।

হাদীস- ১৬১। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **পরিধানের কাপড় হেঁচড়াইয়া চলা।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- আল্লাহতা'লা সেই ব্যক্তির প্রতি নজর[১] করিবেন না যেই ব্যক্তি অহংকার বশতঃ পরিধানের কাপড় টানিয়া টানিয়া[২] চলে। [১। রহমতের ২। মাটিতে]

হাদীস- ১৬২। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **অহংকার বশে ইজার ঝুলাইয়া রাখা।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- যে ব্যক্তি অহংকার বশে তাহার ইজার ঝুলাইয়া চলে কেয়ামতের দিন আল্লাহতা'লা তাহার প্রতি নজর[১] করিবেন না। [১। রহমতের]

হাদীস- ১৬৩। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **পায়ের গিরার নীচে কাপড় পরা।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- যে ব্যক্তি টাখনো গিরার নীচে ইজার পরিবে, সে জাহান্নামে যাইবে।

হাদীস- ১৬৪। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **গরিমা সহকারে চলাচলকারী ধ্বংশ হয়।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- একব্যক্তি হুল্লা[১] পরিধান করিয়া, মাথায় চিরুনী করিতে করিতে খুবই আনন্দিত চিত্তে পথ চলিতেছিল। আল্লাহতা'লা হঠাৎ তাহাকে মাটিতে ধ্বসাইয়া দেন এবং সে এইভাবে কেয়ামতের দিন পর্যন্ত ধ্বসিতে থাকিবে। [১। এক রঙের জোড়া পোষাক]

হাদীস- ১৬৫। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **কাপড় মাটিতে হেঁচড়াইয়া চলাচলকারীকে ধ্বসাইয়া দেওয়া হইবে।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- একব্যক্তি ইজার ঝুলাইয়া পথ চলিতেছিল। এমন সময় তাহাকে ধ্বসাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। কেয়ামত পর্যন্ত সে জমিনে তলাইয়া যাইতে থাকিবে।

হাদীস- ১৬৬। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **ডোরাযুক্ত কাপড় পরিধান করা।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) ইয়েমেনের তৈরী এক প্রকার ডোরাযুক্ত সবুজ রং এর কাপড় বেশী পসন্দ করিতেন।

হাদীস-১৬৭। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **ইজার না থাকিলে পায়জামা পরিবে।**

আরাফার ময়দানে নবী করীম (দঃ) ভাষনে বলিয়াছিলেন- যাহার ইজার বা তহবন্দ নাই সে পায়জামা পরিবে, আর যাহার জুতা নাই সে মোজা পরিবে।

হাদীস- ১৬৮। সূত্র- হযরত আবু বোরদাহ (রাঃ)- **রসূল (দঃ) এর ওফাত কালীন পরিধেয় পোষাক।**

হযরত আয়েশা (রাঃ) একখানা চাদর ও মোটা কাপড়ের একখানা ইজার নিয়া আমাদের নিকট আসিয়া বলিলেন- ওফাত কালে নবী করীম (দঃ) এর পরিধানে এই দুইটি পোষাক ছিল।

হাদীস- ১৬৯। সূত্র- হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)- **রেশমী কাপড় ব্যবহার।**

ওমর (রাঃ) মসজিদের দরজার নিকটে একজোড়া রেশমী পোশাক দেখিয়া নবী করীম (দঃ) কে বলিলেন- ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনি ইহা খরিদ করিলে এবং জুমার দিন ও প্রতিনিধি দলের সাথে সাক্ষাত কালে ইহা পরিধান করিলে কতইনা ভাল হইত! নবী করীম (দঃ) বলিলেন- ইহা শুধু সেই ব্যক্তিই পরিধান করে যাহার আখেরাতে কোন অংশ নাই। পরে রসুল (দঃ) এর নিকট এই ধরনের কয়েক জোড়া পোষাক আসে যাহার একটি তিনি ওমর (রাঃ) কে দেন। ওমর (রাঃ) বলিলেন- ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনি আমাকে ইহা পরিধান করিতে দিলেন অথচ আপনি উত্তারিদের পোষাক সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন। তখন রসুল (দঃ) বলিলেন- আমি তোমাকে ইহা পরিধান করার জন্য দেই নাই। ওমর (রাঃ) তাহা মক্কার এক মোশরেক ভাইকে দান করিলেন।

হাদীস-১৭০। সূত্র- হযরত আলী (রাঃ)- **পুরুষের রেশমী কাপড় পরা নিষেধ।**

নবী করীম (দঃ) আমাকে এক জোড়া রেশমী বস্ত্র উপহার দিয়াছিলেন। আমি উহা পরিধান করিলে নবী করীম (দঃ) এর চেহারায় রাগের ভাব দেখিলাম। ঐ কাপড় আমি মেয়েদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিলাম।

হাদীস- ১৭১। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **রেশমী বস্ত্র সুন্দর হইলেও বর্জনীয়।**

নবী করীম (দঃ) রেশমী বস্ত্র ব্যবহার নিষেধ করিতেন। তাঁহাকে একটি রেশমী জোব্বা উপহার দেওয়া হইয়াছিল- যাহা দেখিয়া সবাই খুশী হইল। কিন্তু তিনি বলিলেন- যাহার হাতে মোহাম্মদ (দঃ) এর প্রাণ, সেই মহান সত্তার শপথ- বেহেশতে সায়া'দ ইবনে মোয়াজের রুমাল ইহার চাইতে বহুগুনে উৎকৃষ্ট হইবে।

হাদীস- ১৭২। সূত্র- হযরত আবু ওসমান (রাঃ)- **পুরুষের রেশমী কাপড় পরিধান করা।**

আমাদের আজারবাইজানে থাকাকালে ওমর (রাঃ) আমাদের নিকট পত্র পাঠাইলেন- নবী করীম (দঃ) রেশমী কাপড় পরিধান করিতে নিষেধ করিয়াছেন, তবে এই[১] পরিমান জায়েজ আছে। নবী করীম (দঃ) আমাদেরকে দুই আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করিয়া বলিয়া দিয়াছেন। জোবায়ের (রাঃ) মধ্যম ও শাহাদত অঙ্গুলি তুলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। [১। সামান্য পরিমান। হানাফী মতে চার আঙ্গুল পরিমান।]

হাদীস- ১৭৩। সূত্র- হযরত আবু ওসমান (রাঃ)- **দুনিয়ায় রেশমী কাপড় পরিধানকারী আখেরাতে তাহা পাইবে না।**

আমরা ওৎবা (রাঃ) এর সাথে থাকাকালে তাঁহার নিকট ওমর (রাঃ) পত্র লিখিলেন যে নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- যে ব্যক্তি আখেরাতে

পরিধানের আশা রাখে না দুনিয়ায় সেই ব্যক্তিই রেশমী কাপড় পরিধান করিয়া থাকে।

হাদীস- ১৭৪। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **দুনিয়ায় রেশমী কাপড় পরিধানকারী আখেরাতে উহা পরিবে না।**

হযরত শোবা (রাঃ) এর জিজ্ঞাসার উত্তরে আনাস (রাঃ) জোর দিয়া বলিলেন- নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- যে ব্যক্তি দুনিয়ায় রেশম পরিধান করিবে, সে আখেরাতে কখনও তাহা পরিধান করিবে না।

হাদীস- ১৭৫। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়ের (রাঃ)- **দুনিয়ায় রেশম পরিধানকারী আখেরাতে উহা হইতে বঞ্চিত থাকিবে।**

মোহাম্মদ (দঃ) বলিয়াছেন- যে লোক দুনিয়ায় রেশম পরিবে, আখেরাতে সে তাহা পরিতে পারিবে না।

হাদীস- ১৭৬। সূত্র- হযরত ওমর (রাঃ)- **দুনিয়ায় রেশমী কাপড় পরিধান করা।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- দুনিয়ায় সেই ব্যক্তিই রেশমী বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকে আখেরাতে যাহার ভাগ্যে তাহা নাই।

হাদীস- ১৭৭। সূত্র- হযরত বরা (রাঃ)- **লাল রেশমী কাপড় ও তসর ব্যবহার নিষেধ।**

নবী করীম (দঃ) লাল রেশমী কাপড়ের গদি এবং তসর কাপড় পরিধান করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

হাদীস- ১৭৮। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **রোগাবস্থায় রেশমী কাপড় পরিধান।**

নবী করীম (দঃ) জোবায়ের (রাঃ) এবং আব্দুর রহমান (রাঃ) কে রেশমী কাপড় পরিধান করার অনুমতি দিয়াছিলেন।[১] [১। অসুস্থাবস্থায়]

হাদীস- ১৭৯। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **নারীদের রেশমী কাপড় পরিধান।**

আমি রসূলুল্লাহ (দঃ) এর কন্যা উম্মে কুলসুম (রাঃ) এর গায়ে রেশমী কাপড় দেখিয়াছি।

হাদীস- ১৮০। সূত্র- হযরত উম্মে খালেদ (রাঃ)- **নুতন কাপড় পরার পর দোয়া।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) এর জন্য একখানা কাল চাদর সহ কিছু কাপড় আনা হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন- তোমরা জান কি এই চাদর আমি কাহাকে পরাইব? সবাই চুপ রহিল। তিনি বলিলেন- উম্মে খালেদ (রাঃ)কে আমার নিকট নিয়া আস। তাহাকে তাঁহার নিকট আনা হইলে তিনি নিজ হাতে তাহাকে উহা পরাইয়া দুইবার বলিলেন- এই চাদর তোমার গায়ে পুরানা হউক এবং ছিঁড়িয়া যাওয়া পর্যন্ত টিকিয়া থাকুক'[১] তারপর তিনি চাদর খানার নকশী ও কারুকার্য্যের প্রতি দেখিতে থাকেন এবং স্বীয় হাতে সেই দিকে ইশারা করিয়া বলেন-হে উম্মে খালেদ, ইহা কি সুন্দর!

ইসহাক বর্ণনা করে।- আমার পরিবারের এক মহিলা উম্মে খালেদের ঐ চাদর খানা তাহার গায়ে দেখিয়াছে বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে। ।১। ইহা একটি সুন্দর দোয়া।

হাদীস- ১৮১। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)-**জাফরানী রং এর কাপড় পরা নিষেধ।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) পুরুষদেরকে জাফরানী রংয়ের কাপড় পরিধান করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

হাদীস- ১৮২। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-**জুতা পায়ে দেওয়া।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- জুতা পরার সময় প্রথমে ডান পায়ে পরিবে, আর খোলার সময় আগে বাম পায়ের জুতা খুলিবে; যেন পায়ে দেওয়ার সময় ডান পা প্রথমে হয় আর খোলার সময় শেষে হয়।

হাদীস- ১৮৩। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **এক পায়ে জুতা পরিয়া চলাফেরা না করা।**

তোমাদের কেহ একপায়ে জুতা পরিয়া চলাফেরা করিবে না। হয় দুই খানাই খুলিয়া খালি পায়ে হাঁটিবে, নতুবা দুই খানাই পায়ে দিবে।

হাদীস- ১৮৪। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **সোনার আংটি পরিধান করা।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) সোনার আংটি হাতে দিতেন[১]। পরে উহা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিলেন- আমি উহা আর কখনও পরিব না। তখন সবাই নিজ নিজ সোনার আংটি ফেলিলেন[২]। ।১। পুরুষের সোনা ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞার পূর্বে। ২। খুলিয়া।

হাদীস-১৮৫। সূত্র-হযরত আনাস (রাঃ)-**রূপার আংটি পরিধান করা।**

নবী করীম (দঃ) এর আংটি রূপার তৈরী ছিল।

হাদীস- ১৮৬। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **রসুল (দঃ) এর রূপার আংটি।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) রূপার একটি আংটি বানাইয়াছিলেন। ইহা তাঁহার হাতে ছিল। তাঁহার পরে ইহা যথাক্রমে আবু বকর (রাঃ), ওমর (রাঃ) এবং ওসমান (রাঃ) এর হাতে গেল। শেষ পর্যন্ত ইহা[১] আরীস নামক কূপে পড়িয়া গেল। আংটিটির উপর লেখা ছিল- মোহাম্মদ রসুল আল্লাহ।২ ।১। ওসমান (রাঃ) এর হাত হইতে ২। আংটিটি সিলমোহর হিসাবে ব্যবহার হইত। ।

হাদীস-১৮৭। সূত্র-হযরত আনাস (রাঃ)-**আংটিতে নকশা খোদাই করা।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) একটি আংটি বানাইয়া নির্দেশ দিলেন- আমরা ইহার উপর একটি নকশা খোদাই করিয়াছি। আর কেহ নিজ আংটিতে খোদাই[১]

করিবে না। – আমি নবী করীম (দঃ) এর কনিষ্ঠ আঙ্গুলে আংটির দ্যুতি দেখিতেছিলাম। [১। একই বাক্য]

হাদীস– ১৮৮। সূত্র– হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)– **শিশুদের গলায় মালা।**

আমি মদীনায় এক বাজারে রসূলুল্লাহ (দঃ) এর সাথে ছিলাম। তাঁহার সঙ্গে আমি ফিরিয়া আসিলাম। তিনি তিনবার জিজ্ঞাসা করিলেন– ছোট্ট বাচ্চাটি কোথায়? হাসান ইবনে আলী (রাঃ)কে ডাক। হাসান (রাঃ) হাঁটিয়া আসিলেন। তাঁহার গলায় মালা ছিল। রসূলুল্লাহ (দঃ) হাত বাড়াইয়া বলিলেন– এই দিকে আস। হাসান (রাঃ) ও হাত বাড়াইয়া দিলে দুই জনই দুইজনকে জড়াইয়া ধরিলেন। অতঃপর রসূল (দঃ) দোয়া করিলেন– 'হে আল্লাহ! আমি তাহাকে ভালবাসি; আপনিও তাহাকে ভালবাসুন। আর যে ব্যক্তি তাহাকে ভালবাসে আপনি তাহাকেও ভালবাসুন।' বর্ণনাকারী বলেন– রসূল (দঃ) এর এই কথা বলার পর আমার নিকট হাসান (রাঃ) এর চাইতে অধিক প্রিয় আর কেহ ছিল না।

হাদীস– ১৮৯। সূত্র– হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)– **নারীপুরুষ একে অপরের বেশ ধারন করা।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) নারীদের বেশ ধারনকারী পুরুষদের এবং পুরুষদের বেশধারী নারীদের উপর লা'নত করিয়াছেন।

চুল দাঁড়ি

হাদীস– ১৯০। সূত্র– হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)–**গোঁফ কাটিয়া ফেলা।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন– গোঁফ কাটিয়া ফেলা মানুষের স্বভাবের অন্তর্গত।

হাদীস–১৯১। সূত্র– হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)– **ফিতরত পাঁচটি কাজ।**

ফিতরত পাঁচটি কাজ– (১) খাৎনা করা, (২) ক্ষুর ব্যবহার করা[১]। (৩) বগলতলার লোম উপড়াইয়া ফেলা, (৪) নখ কাটা এবং (৫) গোঁফ কাটিয়া ফেলা। [১। নাভির নীচে]

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন–তোমরা মোশরেকদের বিরোধিতা কর– দাঁড়ি বড় রাখ ও গোঁপ কাটিয়া ফেল। ইবনে ওমর (রাঃ) হজ্ব কিম্বা ওমরা করাকালে দাঁড়িগুলি মুঠ করিয়া ধরিয়া মুঠের বাহিরের বেশী অংশ কাটিয়া ফেলিতেন।

হাদীস– ১৯২। সূত্র– হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)– **দাঁড়ি বড় রাখা ও গোঁপ কাটিয়া ফেলা।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন– গোঁপ একেবারে কাটিয়া ফেল এবং দাঁড়ি বড় কর।

হাদীস- ১৯৩। সূত্র- হযরত ওসমান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মাওহাব (রাঃ)- **পাকা চুল রঞ্জিত করা।**

আমার পরিবারের লোকেরা এক পেয়ালা পানি দিয়া আমাকে উম্মে সালামা[১] (রাঃ) এর নিকট প্রেরন করিল। ইসরাইল[২] একটি রৌপ্য পাত্র হইতে তিন কোশ পানি নিয়া নিল। এই পানিতে রসুলুল্লাহ (দঃ) এর কয়েক গাছি চুল ছিল। কোন লোকের উপর বদনজর লাগিলে কিম্বা তাহার কোন রোগকষ্ট দেখা দিলে সে উম্মে সালামা (রাঃ) এর নিকট পানির পাত্র পাঠাইত[৩]। আমি সেই পাত্রের মধ্যে তাকাইয়া কয়েক গাছি লাল চুল দেখিয়াছি। [১। উম্মুল মোমেনীন। ২। এই হাদীসের একজন বর্ণনাকারী। ৩। উম্মে সালামা (রাঃ) পাত্র মধ্যে রসুল (দঃ) এর চুল ডুবাইয়া দিতেন। উক্ত চুলের মধ্যে কয়েকগাছি মেহেদী রঞ্জিত ছিল।]

হাদীস- ১৯৪। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **চুল দাঁড়িতে রং ব্যবহার করা।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- ইহুদী নাসারারা রং ব্যবহার করে না। তোমরা তাহাদের বিপরীত কর।

হাদীস- ১৯৫। সূত্র- হযরত মোহাম্মদ ইবনে সীরীন (রঃ)- **রসুল (দঃ) খেজাব ব্যবহার করিতেন না।**

আমি আনাস (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিয়াছি- নবী করীম (দঃ) কি খেজাব ব্যবহার করিতেন? তিনি বলিলেন- তাঁহার বার্ধক্য এতদুর পৌঁছে নাই যে খেজাবের প্রয়োজন হয়। তাঁহার দাঁড়ি মোবারকের এত অল্প সংখ্যক সাদা হইয়াছিল যে, ইচ্ছা করিলে তাহা গননা করা যাইত।

হাদীস- ১৯৬। সূত্র- হযরত কাতাদাহ (রাঃ)- **রসুল (দঃ) এর খেজাবের প্রয়োজন ছিল না।**

আমি আনাস (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম- নবী করীম (দঃ) কি খেজাব ব্যবহার করিতেন? তিনি বলিলেন- খেজাবের প্রয়োজনই ছিল না, কেবল তাঁহার মাথার উভয় পার্শের কিছু পরিমান চুল সাদা হইয়াছিল।

হাদীস- ১৯৭। সূত্র- হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)- **চুল কাটার ফ্যাসন নিষিদ্ধ।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) ক্বাযা[১] করিতে নিষেধ করিয়াছেন। [১। তৎকালে প্রচলিত চুল কাটার এক প্রকার ফ্যাসন।]

হাদীস- ১৯৮। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **পরচুলা ব্যবহার করা।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- যে নারী পরচুলা লাগানোর কাজ করে ও নিজে তাহা লাগায় এবং যে অপরের অঙ্গে উলকি উৎকীর্ন করে এবং নিজে করায়, আল্লাহতা'লা তাহাদের উপর লা'নত করিয়াছেন।

হাদীস- ১৯৯। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **পরচুলা ব্যবহার করা।**

মদীনার এক আনসারী কন্যার বিবাহের পর অসুখ হইয়া মাথার চুল উঠিয়া গেলে লোকেরা তাহার মাথায় পরচুলা লাগাইতে চাহিল এই

YQADRI.BLOGSPOT.

ব্যাপারে রসূলুল্লাহ (দঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন- যে নারী অন্যের মাথায় পরচুলা লাগায় এবং যে নারী নিজে পরচুলা লাগায়, তাহাদের উভয়ের উপর আল্লাহতা'লা লা'নত করিয়াছেন।

হাদীস- ২০০। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **পরচুলা লাগানো।**

এক মহিলা রসূলুল্লাহ (দঃ) এর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল- বিবাহের পর আমার মেয়ে রোগাক্রান্ত হয় এবং তাহার মাথার চুল ঝরিয়া যায়। এখন তাহার স্বামী তাহার প্রতি কোন আকর্ষন বোধ করে না। আমি কি তাহার মাথায় পরচুলা লাগাইয়া দিব?

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন- যে নারী অন্যের মাথায় পরচুলা লাগায় এবং যে নারী নিজে তাহা ব্যবহার করে উভয়ই মন্দ।

হাদীস- ২০১। সূত্র- হযরত হুমায়েদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ)- **পরচুলা ধারন করা।**

তিনি হজ্বের বছর মোয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রাঃ) কে মিম্বরের উপর দেহরক্ষীর নিকট হইতে এক গুচ্ছ চুল হাতে নিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন- তোমাদের আলেমগন কোথায়? আমি রসূলুল্লাহ (দঃ)কে অনুরূপ পরচুলা ব্যবহার করিতে নিষেধ করিতে শুনিয়াছি। তাঁহাকে ইহাও বলিতে শুনিয়াছি যে, বনী ইসরাইলগন ধ্বংশ হইয়াছে ঠিক তখন, যখন তাহাদের নারীগন এই পরচুলা ধারন করিয়াছে।

হাদীস- ২০২। সূত্র- হযরত সাঈদ ইবনে মোসায়্যেব (রাঃ)- **পরচুলা ব্যবহার প্রতারনা।**

মোয়াবিয়া (রাঃ) শেষবার মদীনায় আসিয়া ভাষনদানকালে একগোছা চুল বাহির করিয়া বলিলেন- ইহুদী ভিন্ন অন্য কাহাকেও আমি এই কাজ করিতে দেখি নাই। নিঃসন্দেহে রসূলুল্লাহ (দঃ) ইহাকে[১] প্রতারনা বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। [১। পরচুলা ব্যবহারকে]

পর্দা

হাদীস- ২০৩। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- পর্দার বিধান চালু।

আমার দশ বছর বয়সকালে রসূলুল্লাহ (দঃ) মক্কা হইতে মদীনায় হিজরত করেন। অতঃপর দশ বছর যাবৎ আমি রসূলুল্লাহ (দঃ) এর খেদমত করি। পর্দার আয়াত নাজেল সম্পর্কে আমি সবচাইতে বেশী অবহিত আছি। উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) ও এই সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেন।

রসূলুল্লাহ (দঃ) এর সাথে জয়নব (রাঃ) এর দাম্পত্য জীবনের প্রথম দিনই এই আয়াত নাজেল হয়। রসূলুল্লাহ (দঃ) ভোর বেলা দুলহা বনিয়াছিলেন ও লোকদেরকে দাওয়াত দিয়াছিলেন। লোকজন খাওয়া দাওয়া সারিয়া চলিয়া গেল কিন্তু কয়েকজন লোক অনেকক্ষন যাবৎ বসিয়া রহিল। লোকগুলি যেন বাহির হইয়া যায় এই অভিপ্রায়ে রসূলুল্লাহ (দঃ) বাহির হইয়া হাঁটিতে লাগিলেন ও আয়েশা (রাঃ) এর কক্ষের চৌকাঠ পর্যন্ত পৌঁছিলেন। আমিও তাঁহার সাথে সাথেই ছিলাম। লোকজন এতক্ষনে চলিয়া গিয়া থাকিবে ভাবিয়া তিনি ফিরিয়া আসিয়া জয়নব (রাঃ) এর ঘরে প্রবেশ

করিয়া দেখিলেন লোকগন বসিয়া আছে, চলিয়া যায় নাই। আমি তাঁহার সাথে সাথেই ছিলাম। তিনি আবার ফিরিয়া গিয়া আয়েশা (রাঃ) এর চৌকাঠ পর্যন্ত পৌঁছিয়া ভাবিলেন তাহারা হয়ত চলিয়া গিয়া থাকিবে। তিনি আবার ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন যে লোকগুলি চলিয়া গিয়াছে। আমি সকল সময়ে তাঁহার সঙ্গেই ছিলাম। এই সময় পর্দার আয়াত নাজেল হইলে রসুল (দঃ) আমার ও তাঁহার মাঝখানে পর্দা টানিয়া দিলেন।

হাদীস- ২০৪। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **পুরুষের প্রতি নারীর দৃষ্টি করা।**

আমি নবী করীম (দঃ)কে আমার প্রতি এতদূর মমতা প্রকাশ করিতে দেখিয়াছি যে, একদা তিনি আমাকে তাঁহার চাদর দ্বারা পর্দা করিয়া রখিতে ছিলেন এবং আমি ঐ হাবশীদেরকে দেখিতেছিলাম যাহারা মসজিদের ভিতর যুদ্ধের অস্ত্র চালনার কলাকৌশল ও ক্রীড়া দেখাইতেছিল। ক্রীড়া দেখিয়া আমার উদ্বেগ প্রকাশ না করা পর্যন্ত তিনি আমার জন্য দাঁড়াইয়াছিলেন। তোমরাই দেখ, তামাশা দেখার লালায়ীতা কিশোরী কত দীর্ঘ সময় তামাশা দেখিলে সে উদ্বেগ প্রকাশ করিতে পারে।

রাষ্ট্রনীতি

হাদীস- ২০৫। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **নাফরমানীর আদেশ ভিন্ন সকল আদেশ মান্য করা কর্তব্য।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- নাফরমানীর[১] আদেশ না দেওয়া হইলে প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির একান্ত কর্তব্য শ্রবন[২] করা ও আনুগত্য করা; সেই নির্দ্দেশ পসন্দনীয় হউক বা না হউক। কিন্তু নাফরমানীর নির্দ্দেশ দেওয়া হইলে তাহা শ্রবন করা ও আনুগত্য করার আবশ্যক নাই। [১। আল্লাহর-রসুলের। ২। মান্য করা]

হাদীস- ২০৬। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **নেতার আনুগত্য।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- আমরা সকলের পরে আসিয়া থাকিলেও মর্যাদার দিক দিয়া সবার অগ্রগামী থাকিব। যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করিল সে প্রকৃত পক্ষে আল্লাহরই আনুগত্য করিল এবং যে ব্যক্তি আমার অবাধ্য হইল সে প্রকৃত পক্ষে আল্লাহরই অবাধ্য হইল। আর যে ব্যক্তি আমীরের অবাধ্য হইল সে প্রকৃত পক্ষে আমারই অবাধ্য হইল। ইমান ঢাল স্বরূপ। তাহার ছত্রছায়ায় যুদ্ধ পরিচালনা ও প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা হইয়া থাকে। আল্লাহভীতি ও ইনসাফের আদেশ দেওয়া হইয়া থাকিলে তাহার বিনিময়ে সওয়াব লাভ করিবে কিন্তু ইহার বাহিরে কিছু আদেশ করিলে তদনুযায়ী ফললাভ করিবে।

হাদীস- ২০৭। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **খলীফাদেরকে মান্য করার নির্দ্দেশ।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- বনী ইস্রাইলগনকে নবীগন পরিচালনা করিতেন। এক নবীর মৃত্যু হইলে তদস্থলে আর এক নবীর আবির্ভাব হইত। কিন্তু তোমরা নিশ্চিত রূপে জানিয়া রাখ, আমার পরে কোন নবীর আবির্ভাব হইবে না। অবশ্য আমার স্থলে খলীফা দাঁড়াইবে।

সাহাবীদের জিজ্ঞাসার উত্তরে রসুল (দঃ) বলিলেন- প্রথম যে ব্যক্তি খলীফা নির্বাচিত হইবে তাঁহার প্রতি সমর্থন বজায় রাখিবে। তাহার পরে যাহাকে নির্বাচিত করিবে তাহার প্রতি- এইভাবে পরপর নির্বাচিত খলীফাদের হক আদায় করিবে। স্বয়ং আল্লাহতা'লা তাহাদের নিকট হইতে হিসাব লইবেন যে তাহারা তোমাদের পরিচালনা কার্য্য কিরূপ সম্পাদন করিয়াছেন।

হাদীস- ২০৮। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **শাসনকর্তার আনুগত্য করা।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করিল সে আল্লাহর আনুগত্য করিল। যে ব্যক্তি আমার নাফরমানী করিল সে আল্লাহর নাফরমানী করিল। যে ব্যক্তি আমার আমীরের নাফরমানী করিল, বস্তুতঃ সে আমারই নাফরমানী করিল।

হাদীস- ২০৯। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **শাসনকর্তা কাল হাবশী হইলেও তাহার আনুগত্য গ্রহন করা।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- তোমাদের উপর কিশমিশের ন্যায় মাথা বিশিষ্ট হাবশী গোলামকে শাসনকর্তা নিয়োগ করা হইলেও তোমরা তাহার হুকুম শুন এবং তাহাকে মান্য কর।

হাদীস- ২১০। সূত্র- হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রাঃ)- **শাসকের আনুগত্যের বইয়াত।**

আমরা রসুলুল্লাহ (দঃ) এর নিকট আনুগত্যের কসম করিয়াছিলাম যে, আমরা শ্রবন[১] করিব, সুখে দুঃখে সর্বদা আপনার আনুগত্য করিব, শাসকের বিরুদ্ধে লড়াই করিব না কিম্বা অবাধ্য হইব না, সৎপথে অবিচল থাকিব, যেখানেই হউক সর্বদা সত্য কথা বলিব আর আল্লাহর পথে কোন ভৎসনাকারীর ভৎসনাকে মোটেই পরোয়া করিব না। [১। হুকুম মান্য করিব]

হাদীস- ২১১। সূত্র- হযরত আলী (রাঃ)- **আনুগত্য কেবলমাত্র ন্যায় ও সৎ কাজে।**

নবী করীম (দঃ) একটি ক্ষুদ্র বাহিনী প্রেরনকালে জনৈক আনসারকে আমীর নিযুক্ত করিয়া তাহার আনুগত্য করার জন্য তাহাদেরকে নির্দ্দেশ দিলেন। তিনি[১] তাহাদের উপর রাগান্বিত হইয়া বলিলেন- নবী করীম (দঃ) কি তোমাদিগকে আমার আনুগত্য করার নির্দ্দেশ দেন নাই? তাঁহারা হ্যাঁ বলিলে তিনি বলিলেন- কাঠ সংগ্রহ করিয়া আগুন জ্বালাইয়া উহাতে প্রবেশ করার নির্দ্দেশ দিতেছি। তাহারা কাঠ সংগ্রহ করিয়া আগুন জ্বালাইল। আগুনে ঝাঁপ দেওয়ার প্রাক্কালে একে অপরের মুখের দিকে তাকাইলে একব্যক্তি বলিয়া উঠিল- যে আগুন হইতে বাঁচার জন্য আমরা রসুলুল্লাহ (দঃ) এর আনুগত্য স্বীকার করিয়াছি অবশেষে সেই আগুনেই পুড়িয়া মরিতে হইবে? এইরূপ বাক্যালাপ কালে আগুন নিভিয়া গেল এবং ইত্যবসরে আমীরের ক্রোধও প্রশমিত হইল।

নবী করীম (দঃ) এর নিকট এই ঘটনা বলা হইলে তিনি বলিলেন- তাহারা প্রবেশ করিলে কখনও তাহারা আগুন[২] হইতে পরিত্রান পাইত না। জানিয়া রাখ, আনুগত্য কেবলমাত্র ন্যায় ও সৎকাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। [১। আমীর ২। জাহান্নামের]

হাদীস- ২১২। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে দীনার (রাঃ)- **আনুগত্য যথাসাধ্য করা।**

ইবনে ওমর (রাঃ) এর নিকট আমার উপস্থিতকালে লোকেরা আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ানের খেলাফতের ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ হয়। ইবনে ওমর (রাঃ) পত্র লিখিয়াছিলেন যে, আল্লাহর বান্দা আমিরুল মো'মেনীন আবদুল মালেকের কথা শ্রবন ও আনুগত্য আল্লাহর কেতাব ও রসুলের সুন্নত মোতাবেক যথাশক্তি স্বীকার করিতেছি। আমার পুত্রগনও এইরূপ স্বীকার করিয়া নিয়াছে।

হাদীস- ২১৩। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **আমীরের সমালোচনা করা।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) উসামা ইবনে জায়েদ (রাঃ) এর সেনাপতিত্বে এক বাহিনী প্রেরন করিলে তাহার নেতৃত্বের সমালোচনা করা হইল। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাদেরকে বলিলেন- আজ তোমরা তাহার নেতৃত্বের সমালোচনা করিতেছ, একদিন তোমরা তাহার পিতার নেতৃত্বেরও সমালোচনা করিয়াছিলে। আল্লাহর কসম, সে নেতৃত্বের উপযুক্ত ছিল এবং লোকদের মধ্যে সে আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল। তাহার পরে লোকদের মধ্যে সে[১] আমার নিকট বেশী প্রিয়। [১। উসামা (রাঃ)]

হাদীস-২১৪ । সূত্র- হযরত জরীর (রাঃ)- **পরামর্শের মাধ্যমে শাসনকর্তা নির্বাচনেই মঙ্গল তরবারীর মাধ্যমে একনায়ক।**

আমি ইয়েমেনবাসী দুই বিশিষ্ট ব্যক্তি জু'কালা এবং জু'আমর এর সাথে সাক্ষাত করিয়া রসুল (দঃ) সম্পর্কে আলোচনা করাকালে জু'আমর বলিলেন- আপনি যাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন তিনি তিনদিন পূর্বে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। অতঃপর তাঁহারা উভয়ে আমার সঙ্গে মদীনা পানে রওয়ানা হইলেন। পথিমধ্যে মদীনা হইতে আগত একদল লোকের নিকট হইতে জানা গেল রসুলুল্লাহ (দঃ) ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন, আবু বকর (রাঃ) খলীফা মনোনীত হইয়াছেন এবং জনগণ সুশৃঙ্খল রহিয়াছে। ইহা শুনিয়া তাঁহারা উভয়ে বলিলেন- আমরা মদীনা যাইতেছি না। আপনি আবু বকর (রাঃ)কে বলিবেন- আমরা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছি, মদীনা পানে যাত্রা করিয়াছিলাম, অচিরেই ইনশাআল্লাহ পুনঃ মদীনায় আসিতেছি। আবু বকর (রাঃ)কে তাঁহাদের কথা বলিলে তিনি বলিলেন- তাঁহাদেরকে নিয়া আসিলেন না কেন?

অনেকদিন পর জু'আমরের সাথে সাক্ষাত হইলে তিনি আমাকে বলিলেন- আমার প্রতি আপনার বড় অনুগ্রহ রহিয়াছে তাই আপনাকে একটি সুসংবাদ শুনাই। আপনাদের আরব জাতি যতদিন পরামর্শের মাধ্যমে

করিয়াছিলেন। আমি সেই দিন ওমর (রাঃ)কে আবু বকর (রাঃ) এর উদ্দেশ্যে বলিতে শুনিয়াছি- আপনি মিম্বরে আরোহন করুন। তিনি এই কথা বার বার বলিতেছিলেন। অতঃপর তিনি[৪] মিম্বরে আরোহন করিলেন ও লোকেরা তাঁহার নিকট বাইয়াত গ্রহন করিল। [১। পবিত্র কোরান। ২। সাওর গুহায় ৩। লোক। ৪। আবু বকর (রাঃ)]

হাদীস- ২১৮। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **উপরস্থগন অধীনস্থগন সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হইবেন।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- সাবধান হও! তোমরা প্রত্যেকেই একেকজন দায়িত্বশীল। তোমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা[১] করা হইবে। জনগনের শাসকও একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি। তাহার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইবে। পুরুষ তাহার পরিবারের দায়িত্বশীল ব্যক্তি। তাহার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইবে। স্ত্রী তাহার স্বামীর পরিবার ও সন্তানের উপর দায়িত্বশীল। তাহার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইবে। গোলামও প্রভুর সম্পদের উপর দায়িত্বশীল। তাহার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইবে। অতএব, সাবধান! তোমরা প্রত্যেকেই একেকজন দায়িত্বশীল আর তোমাদের এই দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইবে। [১। কেয়ামতের দিন]

হাদীস- ২১৯। সূত্র- হযরত মোহাম্মদ ইবনে জোবায়ের ইবনে মোতয়েম (রাঃ)- **খেলাফত কোরায়েশদের মধ্যে থাকিবে।**

আমি মোয়াবিয়া (রাঃ) এর নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলাম কোরায়েশদের একদল প্রতিনিধি তাঁহার নিকট রহিয়াছে। তিনি শুনিতে পান যে, আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলিয়াছেন- শীঘ্রই কাহ্তান গোত্র হইতে একজন বাদশাহ হইবে। তিনি ক্ষুব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া গেলেন এবং আল্লাহর যথোপযুক্ত প্রশংসা করার পর বলিলেন- আমি জানিতে পারিয়াছি যে, তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ এমন কথাবার্তা বলিতেছে যাহা আল্লাহর কেতাবে নাই এবং আল্লাহর রসূল হইতেও উল্লেখ নাই। ইহারাই হইতেছে তোমানের মধ্যে সবচাইতে অজ্ঞ লোক। তোমরা এমন বৃথা আকাঙ্খা ও মিথ্যা কথা হইতে বাঁচিয়া থাক যাহা বিপথগামী করিয়া দেয়। আমি রসূলুল্লাহ (দঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি- যতদিন তাহারা দীন কায়েম করার উপর দৃঢ় থাকিবে ততদিন খেলাফত কোরায়েশদের মধ্যে থাকিবে। এমতাবস্থায় যে কেহ তাহাদের বিরুদ্ধাচরন করিবে আল্লাহ তাহাদের মুখমন্ডল উল্টাইয়া ফেলিয়া দিবেন[১]। [১। ধ্বংস করিয়া দিবেন।]

হাদীস- ২২০। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **খেলাফত কোরায়েশদের মধ্যে থাকিবে।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- তাহাদের মধ্যে দুইজন লোক অবশিষ্ট থাকিলেও এই আমর[১] কোরায়েশদের মধ্যে সর্বদা বিরাজমান থাকিবে। [১। খেলাফত।]

হাদীস- ২২১। সূত্র- হযরত জাবের ইবনে সামুরা (রাঃ)- **বারজন খলীফা কোরায়েশ বংশীয় হইবে।**

আমি নবী করীম (দঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি- বার জন আমীর হইবেন। নবী করীম (দঃ) আরও বলিয়াছেন- যাহা আমি শুনিতে পাই নাই, আমার পিতা বলিয়াছেন- নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- তাহাদের সকলেই হইবে কোরায়েশ বংশদ্ভুত।

হাদীস- ২২২। সূত্র- হযরত আবু বকরা (রাঃ)- **শাসনকর্তা হিসাবে নারী।**

জামাল যুদ্ধের সময়ে আমি একটি উক্তি দ্বারা অত্যন্ত উপকৃত হইয়াছি। পারস্যবাসীরা তাহাদের পরলোকগত শাসনকর্তা কেছরার কন্যাকে শাসন ক্ষমতায় বসাইয়াছে জানিতে পারিয়া নবী করীম (দঃ) বলিয়াছিলেন- ঐ জাতির উন্নতি হইবে না যে জাতি তাহাদের শাসন কার্য্য পরিচালনার ভার কোন নারীর উপর ন্যস্ত করিয়াছে।

হাদীস- ২২৩। সূত্র- হযরত আবদুর রহমান (রাঃ)- **পদের জন্য আবেদন না করা।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- হে আবদুর রহমান-বিন সামুরাহ! তুমি শাসন পদের জন্য প্রার্থনা ও আবেদন করিও না। আবেদনের প্রেক্ষিতে যদি তোমাকে কোন পদ দেওয়া হয় তবে উহার দায় দায়িত্ব তোমার উপর ন্যস্ত করা হইবে। আর উহা যদি তোমার আবেদন ও প্রার্থনা ব্যতিরেকে দেওয়া হয় তবে তাহার জন্য তুমি সাহায্য[১] প্রাপ্ত হইবে। যদি তুমি কসম কর কিন্তু অপরটিতে উহার চাইতে কল্যান দেখিতে পাও তবে কৃত কসমের কাফ্ফারা আদায় করিবে এবং উত্তম কাজটিই বাস্তবায়িত করিবে। [১। আল্লাহর]

হাদীস- ২২৪। সূত্র- হযরত ওসায়েদ ইবনে হোজায়ের (রাঃ)- **চাকুরি প্রার্থনা করা।**

একদা এক মদীনাবাসী জনৈক সাহাবী নবী করীম (দঃ) এর নিকট আসিয়া বলিল- ইয়া রাসুলাল্লাহ! অমুককে চাকরি দিয়াছেন, আমাকে দিলেন না? তাহার মত আমাকেও চাকরি দিন। নবী করীম (দঃ) বলিলেন- আমার পর তোমাদের উপর অন্যদের অগ্রগামীতা দেখিতে পাইবে। সবর করিয়া থাকিও যেন হাউজে কাওসারে আমার সঙ্গে মিলিত হইতে পার।

হাদীস- ২২৫। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **জামাত হইতে সরিয়া যাওয়া অন্যায়।**

যদি কেহ তাহার শাসককে অপসন্দীয় কিছু করিতে দেখে তবে তাহার উচিৎ ধৈর্য্য ধারন করা। কেননা, যে কেহ জামাত হইতে এক বিঘত পরিমান সরিয়া গেল, সে যেন জাহেলিয়াতের মৃত্যু বরন করিল।

হাদীস- ২২৬। সূত্র- হযরত আবু মুসা (রাঃ)- **রাষ্ট্রীয় পদের জন্য আবেদন করা।**

আমার গোত্রের দুইজন লোক সহ আমি রসুলুল্লাহ (দঃ) এর নিকট উপস্থিত হইলে সেই দুই ব্যক্তির একজন বলিল- ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমাকে গভর্ণর হিসাবে নিয়োগ করুন। দ্বিতীয়জনও তদ্রুপই বলিল। নবী করীম (দঃ) বলিলেন- আমরা এমন ব্যক্তিকে নিয়োগ করিব না যে উহার প্রার্থনা করিবে ও উহার জন্য লোভ করিবে।

হাদীস- ২২৭। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **রাষ্ট্রীয় পদের জন্য লালায়ীত হওয়া অপসন্দনীয়।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- তোমরা অতি শীঘ্রই পদের জন্য লালায়ীত হইয়া পড়িবে আর কেয়ামতের দিন লজ্জিত হইয়া পড়িবে। বস্তুতঃ ধাত্রী কতইনা উত্তম। কিন্তু দুধ ছাড়ানো খুবই কঠিন ও বেদনাদায়ক।

হাদীস- ২২৮। সূত্র- হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার (রাঃ)- **দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি দায়িত্ব পালন না করিলে বেহেশত পাইবে না।**

আমি নবী করীম (দঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি- যদি কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ প্রজা পালনের দায়িত্ব অর্পন করেন, কিন্তু সে তাহাদের কল্যানকর নিরাপত্তা বিধান করিল না, সে ব্যক্তি বেহেশতের খুশবুও পাইবে না।

হাদীস- ২২৯। সূত্র- হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার (রাঃ)- **খেয়ানতকারী শাসনকর্তার জন্য বেহেশত হারাম।**

আমি রসুলুল্লাহ (দঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি- কোন ব্যক্তি মুসলিম জনগনের শাসক নিযুক্ত হইয়া খেয়ানতকারী হিসাবে মৃত্যু বরন করিলে আল্লাহ তাহার জন্য জান্নাত হারাম করিয়া দিবেন।

হাদীস- ২৩০। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওবায়দুল্লাহ ইবনে আবু মোলাইকা (রাঃ)- **স্বাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া রায় প্রদান।**

সোহায়েব (রাঃ) এর সন্তানরা দুইটি ঘর ও একটি চাতাল দাবী করিয়া বলিল যে নবী করীম (দঃ) এইগুলি তাহাদের পিতাকে দিয়াছিলেন। শাসনকর্তা মারওয়ান তাহাদের কোন স্বাক্ষী রহিয়াছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা ইবনে ওমর (রাঃ)কে স্বাক্ষী মানিলেন। ইবনে ওমর (রাঃ)কে ডাকা হইলে তিনি স্বাক্ষ্য দিলেন যে, নবী করীম (দঃ) ঘর দুইটি ও চাতাল দান করিয়াছেন। তাঁহার স্বাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া মারওয়ান তাহাদের পক্ষে রায় দিলেন।

হাদীস- ২৩১। সূত্র- হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবু বাকরা (রাঃ)- **রাগান্বিত অবস্থায় বিচার না করা।**

আবু বাকরা (রাঃ) সিজিস্থানে অবস্থানরত পুত্রকে লিখিয়া পাঠাইলেন- রাগান্বিত অবস্থায় দুই জনের মধ্যে বিচারের ফয়সালা করিও না। কেননা, আমি নবী করীম (দঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি- কোন বিচারক যেন রাগান্বিত অবস্থায় দুই জনের মধ্যে বিচার ফয়সালা না করে।

হাদীস- ২৩২। সূত্র- হযরত আমর ইবনুল আছ (রাঃ)- **নির্ভুল বিচারে দুইটি সওয়াব লাভ।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- বিচারক বিচার কার্য্যে ইজতেহাদ করিয়া নির্ভুল মিমাংসা করিতে পারিলে দুইটি সওয়াব আর মিমাংসা নির্ধারনে ভুল করিলেও একটি সওয়াব লাভ করিবে।

হাদীস- ২৩৩। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সা'দী (রঃ)- **পারিশ্রমিক গ্রহন করা।**

ওমর (রাঃ) আমাকে বলিলেন- তোমাকে জনগনের কাজের জন্য লোক নিয়োগ করিতে বলার পর তোমাকে কাজের পারিশ্রমিক দিলে তুমি উহা গ্রহন করিতে অপসন্দ করিতে কেন? আমি বলিলাম- আমার অনেক ঘোড়া ও দাস আছে এবং আমি স্বচ্ছল অবস্থায় আছি বিধায় আমি ইচ্ছা করিয়াছি যে আমাদের বেতন মুসলমানদের সদকা স্বরূপ সংরেক্ষিত থাকুক। ওমর (রাঃ) বলিলেন- না, তুমি তাহা করিও না। তোমার মত আমিও ইচ্ছা করিয়াছিলাম। নবী করীম (দঃ) আমাকে কিছু দান করিতে থাকিলে আমি তাঁহাকে বলি- আমার চাইতে বেশী অভাবীকে দান করুন। তিনি বলিলেন- ইহা গ্রহন কর। ইহার সাহায্যে ধনবান হইয়া লোকদের মাঝে দান খয়রাত কর। কেননা, সম্পদ হইতে তোমার ইচ্ছা, লোভ-লালসা ও প্রার্থনা ব্যতিরেকে তোমার নিকট যাহা আসিবে তাহা তুমি গ্রহন কর। তবে উহার অন্বেষনে নিজকে উহার পেছনে লাগাইয়া দিও না।

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন- আমি ওমর (রাঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি- নবী করীম (দঃ) তাঁহাকে কিছু দান করিতে থাকাকালে তিনি বলিলেন- আমার চাইতে বেশী মুখাপেক্ষীকে দান করুন। একদিন তিনি আমাকে কিছু মাল প্রদান করিলে আমি তাঁহাকে বলি- যে ব্যক্তি আমার চাইতে অভাবী তাহাকেই ইহা দিন। তখন নবী করীম (দঃ) বলিলেন- এই সমস্ত ধন সম্পদ যাহা তোমার ইচ্ছা, বাসনা, লোভ-লালসা এবং প্রার্থনা ব্যতিরেকে আগমন করিবে তাহা তুমি গ্রহন কর। আর যাহা তোমাকে দেওয়া হইবে না তাহার পেছনে নিজেকে লাগাইয়া দিও না।

হাদীস- ২৩৪। সূত্র- হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)- **প্রত্যেক নবীর জন্য দুইজন পরামর্শ দাতা।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- আল্লাহতা'লা প্রেরীত প্রত্যেক নবীর জন্য দুইজন পরামর্শদাতা নির্ধারিত করিয়া রখিয়াছেন। একজন তাঁহাকে ন্যায় ও সৎকাজ করার পরামর্শ দেয় এবং ন্যায় ও সৎকাজের উৎসাহ প্রদান করে। আর অপর জন তাঁহাকে অন্যায় ও অসৎ কাজের জন্য পরামর্শ দেয় এবং অন্যায় ও অসৎ কাজের জন্য তাঁহাকে উৎসাহিত করে। অতএব, কলুষমুক্ত হইতেছেন ঐ ব্যক্তি যাহাকে আল্লাহ হেফাজত করিয়াছেন।

হাদীস- ২৩৫। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **কোরআন সুন্নাহকে আঁকড়াইয়া থাকা।**

আবু বকর (রাঃ) এর খলীফা নির্বাচিত হওয়ার প্রাক্কালে ওমর (রাঃ) রসুলুল্লাহ (দঃ) এর মিম্বরে আরোহন পূর্বক বলিলেন- আল্লাহতা'লা তাঁহার রসুলের জন্য তোমাদের মধ্যকার পরিশ্রম ও ক্লান্তির পরিবর্তে তাঁহার

নিকটস্থ নেয়ামত সামগ্রীকেই অধিক পছন্দ করিয়াছেন। তোমরা উহাকে আঁকড়াইয়া থাক; যাহার মাধ্যমে আল্লাহতা'লা তোমাদের রসূলকে সঠিক পথ দেখাইয়াছেন। তবেই তোমরা সেই পথ পাইবে যেই পথ আল্লাহ তাঁহার রসূলকে দিয়াছেন।

প্রস্রাব

হাদীস-২৩৬। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **প্রস্রাব হইতে সতর্কতা ও চোগলখুরীর আজাব।**

একদা নবী করীম (দঃ) একটি বাগানের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। তথায় তিনি দুইটি কবর হইতে চীৎকার শুনিতে পাইয়া বলিলেন- তাহাদিগকে আজাব করা হইতেছে-যদিও কোন কঠিন কাজের জন্য নয়, তবে গোনাহ অনেক বড় ছিল। এক ব্যক্তি প্রস্রাব হইতে সতর্কতা অবলম্বন করিত না। দ্বিতীয় ব্যক্তি চোগলখুরী করিত। এই বলিয়া তিনি একটি খেজুর ডালা দুই খন্ড করিয়া দুই কবরে গাড়িয়া দিলেন। এক ব্যক্তির জিজ্ঞাসার উত্তরে রসূল (দঃ) বলিলেন- আমি আশা করি ডালা দুইটি শুষ্ক না হওয়া পর্যন্ত তাহাদের আজাব আল্লাহর তরফ হইতে লাঘব করা হইবে।

হাদীস-২৩৭। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **মধ্যভাগে প্রস্রাব বন্ধ না করা।**

একদা নবী করীম (দঃ) এক বেদুঈনকে মসজিদের কিনারায় প্রস্রাব করিতে দেখিলেন। লোকেরা তাহাকে তিরস্কার করিতেছিল আর তাহার প্রতি ছুটিয়া যাইতেছিল। নবী করীম (দঃ) তাহাদিগকে বলিলেন- তাহার প্রস্রাব বন্ধ করিও না। তাহাকে তাহার অবস্থার উপর ছাড়িয়া দাও। সে প্রস্রাব শেষ করিলে তিনি এক ডোল পানি আনাইয়া ঐ প্রস্রাবের উপর বহাইয়া দিলেন।

হাদীস-২৩৮। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-**মধ্যখানে প্রস্রাব বন্ধ না করানো।**

এক বেদুঈন নবী করীম (সঃ) এর মসজিদে আসিয়া এক কোণে প্রস্রাব করিতে লাগিল। ইহাতে সকলেই তাহাকে ধমক দিতে আরম্ভ করিল। নবী করীম (দঃ) তাহাদিগকে ঐরূপ করা হইতে বিরত রাখিয়া বলিলেন- এই অবস্থায় তাহাকে বাধা দিও না। প্রস্রাব শেষ করার পর তিনি বেদুঈনটিকে কাছে ডাকিয়া আনিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, মসজিদ সমূহ আল্লাহর জেকর, নামাজ ও কোরআন তেলাওয়াতের স্থান। ইহাতে মলমূত্রাদি ত্যাগ করা যায় না। অতঃপর সাহাবীগণকে আদেশ করিলেন- এক ডোল পানি আনিয়া ঐ স্থানে ঢালিয়া দাও। তোমরা জগদ্বাসীর প্রতি উদারতার আদর্শরূপে আবির্ভূত হইয়াছ, কর্কশ ব্যবহারের জন্য নয়। তারপর একডোল পানি ঐ স্থানে বহাইয়া দেওয়া হইল।

হাদীস-২৩৯। সূত্র-হযরত আয়েশা (রাঃ) **শিশুর প্রশ্রাব নির্দোষ নয়।**

একদা রসুল (দঃ) এর খেদমতে এক ব্যক্তি একটি শিশু লইয়া হাজির হইল। শিশুটি হযরতের কাপড়ে প্রশ্রাব করিয়া দিল। হযরত (দঃ) পানি আনাইলেন এবং প্রশ্রাবের স্থানটুকুতে পানি ঢালিয়া দিলেন।

হাদীস-২৪০। সূত্র- হযরত উম্মে কায়েস (রাঃ)- **শিশুদের প্রশ্রাব নির্দোষ নয়।**

উম্মে কায়েস নাম্নী এক মহিলা দুগ্ধ পোষ্য ছেলেকে লইয়া নবী করীম (দঃ) এর নিকট আসিল। নবী করীম (দঃ) তাহাকে কোলে বসাইলেন। সে তাঁহার কাপড়ে প্রশ্রাব করিল। তিনি পানি আনাইয়া মামুলিভাবে উহা ধুইলেন; অধিক তৎপরতা দেখাইলেন না।

হাদীস-২৪১। সূত্র- হযরত হোজায়ফা (রাঃ)- **বিশেষ অসুবিধার কারনে দাঁড়াইয়া প্রশ্রাব করা।**

একদিন আমি রসূল (দঃ) এর সঙ্গে চলিতেছিলাম। তিনি মহল্লার আবর্জনা ফেলিবার স্থানের নিকট আসিয়া একটি দেওয়াল মুখী দাঁড়াইয়া প্রশ্রাব করিলেন।[১] আমি দূরে সরিয়া যাইতেছিলাম। তিনি আমাকে ইশারা করিয়া ডাকিলেন। আমি নিকটে হাজির হইয়া তাঁহার পায়ের নিকটবর্তী দাঁড়াইয়া রহিলাম। [১। বসা সম্ভব ছিল না বিধায়]

হাদীস-২৪২। সূত্র- হযরত আবূ মুসা (রাঃ)- **বিশেষ অবস্থায় দাঁড়াইয়া প্রশ্রাব করা।**

হযরত আবূ মুসা (রাঃ) প্রশ্রাবের সময় অতি মাত্রায় সতর্কতা অবলম্বন করিতেন। হোজায়ফা (রাঃ) বলিলেন- সতর্কতা অবলম্বনের সীমা অতিক্রম না করাই উত্তম। আমি রসূলুল্লাহ (দঃ)কে লোকদের আবর্জনা ফেলিবার স্থানে দাঁড়াইয়া[১] প্রশ্রাব করিতে দেখিয়াছি। [১। বসা সম্ভব ছিল না বিধায়]

হাদীস-২৪৩। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **বদ্ধ পানিতে প্রশ্রাব না করা।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- বদ্ধ পানিতে প্রশ্রাব করিও না। কেননা, উহাতে গোসল ইত্যাদি করিতে হয়।

পায়খানা

২৪৪। সূত্র - হযরত আবু আইউব আনসারী (রাঃ)- **কেবলামুখী হইয়া মলমুত্র ত্যাগ।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- তোমরা কেবলার দিকে মুখ করিয়া বা পিঠ-দিয় প্রশ্রাব পায়খানা করিও না। বরং পূর্ব দিকে বা পশ্চিম দিকে[১] মুখ করিয়া প্রশ্রাব পায়খানা কর। - আমরা সিরিয়ায় গিয়া দেখিলাম সেখানে কিছু পায়খানা কেবলামুখী করিয়া তৈরী করা হইয়াছে। আমরা বাধ্য হইয়া ঐগুলিতে প্রাকৃতিক প্রয়োজন মিটাইতাম এবং মহামহিম আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতাম। [১। মদীনা হইতে কেবলা দক্ষিণে। কেবলার পূর্বের বা পশ্চিমের দেশের জন্য আদেশ ভিন্ন হইবে।]

হাদীস- ২৪৫। সূত্র-হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **কেবলামুখী বসিয়া মলমুত্র ত্যাগ।**

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিতেন- লোকেরা বলে, মলমুত্র ত্যাগকালে কেবলামুখী বা কেবলার দিকে পিঠ করিয়া বসিবে না। অথচ আমি একদা আমার ভগ্নি-হযরতের বিবি- হাফ্সা (রাঃ) এর গৃহ-ছাদে উঠিয়াছিলাম। তথা হইতে হঠাৎ আমার দৃষ্টি পড়িল-রসূল (দঃ) পা দানির উপর বসিয়া আছেন। হযরতের পিঠ কেবলার দিকে ছিল।[১] [১। নিষেধাজ্ঞার পূর্বে।]

হাদীস- ২৪৬। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **নবী করীম (দঃ) এর পরিবারের জন্য বাহিরে যাওয়ার অনুমতি।**

একবালে নবী করীম (দঃ) এর বিবিগণও মীনার একটি বৃহৎ প্রান্তরে মলত্যাগের জন্য যাইয়া থাকিতেন। তাঁহারা কেবল মাত্র রাত্রেই মলত্যাগের অভ্যাস করিয়া নিয়া রাত্রেই বাহির হইতেন। ওমর (রাঃ) হযরতের বিবিগণের বাহিরে যাওয়া বন্ধ করার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেন, কিন্তু রসূল (দঃ) সেইরূপ কোন নিষেধাজ্ঞা প্রবর্তন করিতেন না। একদা হযরতের বিবি সওদা (রাঃ)শরীয়তি পর্দা প্রবর্তিত হওয়ার পর গভীর রাত্রে পর্দার সহিত মলত্যাগে বাহির হইলেন। ওমর (রাঃ) সওদা (রাঃ)কে যাইতে দেখিলেন। সওদা (রাঃ) মোটা ও দীর্ঘকায়া বিশিষ্ট ছিলেন বলিয়া লোকদের ঠাহরে আসিয়া যাইতেন। ওমর (রাঃ) তাঁহাকে ঠাহর করিতে পারিয়া বলিয়া উঠিলেন-সতর্ক হউন, হে সওদা (রাঃ)! আপনি আমাদের জন্য অপরিচিতা থাকিতে পারেন না। সওদা (রাঃ), আপনাকে চিনিয়া ফেলিলাম। চিন্তা করুন, কিভাবে আপনি বাহির হইতে পারেন? ওমর (রাঃ) ঐ অভিলাষই প্রকাশ করিতেছিলেন যে হযরতের বিবিগণের জন্য বাহিরে যাওয়া সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হউক।

সওদা (রাঃ) ফিরিয়া আসিয়া নবী করীম (দঃ) এর নিকট উক্ত ঘটনা বর্ণনা করিলেন। রসূল (দঃ) তখন আমার গৃহে রাত্রের আহার গ্রহণ করিতেছিলেন। হযরতের হাতে তখন একখানা গোসতের হাড় ছিল। এমতাবস্থায় অহী নাজেল হইল। অহী প্রাপ্তির পর হযরত (দঃ) বলিলেন- তোমাদের জন্য আল্লাহতালা অনুমতি দিয়াছেন। তোমরা প্রয়োজনে বাহিরে যাইতে পারিবে। এই ব্যাপারে বিশেষ পর্দার বিষয় সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে একটি আয়াতও নাজেল হইয়াছে- হে নবী! আপনার বিবিগণকে, আপনার কন্যাগনকে এবং মোমেনগণের নারীগনকে বলিয়া দিন- তাহারা যেন ঘোমটা অধিক নীচু করিয়া দিয়া নেয়। (পারা ২২ সুরা ৩৩ আয়াত ৫৯)

হাদীস- ২৪৭। সূত্র-হযরত আবু কাতাদাহ (রাঃ)- **পরিচ্ছন্নতার তিনটি নিয়ম।**

রসূল (দঃ) বলিয়াছেন- পান করিবার সময় পাত্রের মধ্যে নিঃশ্বাস ফেলিবে না। মলমূত্র ত্যাগের সময় ডান হাতে পুরুষাঙ্গ ছুঁইবে না এবং ডান হাত দ্বারা এস্তেঞ্জা করিবে না।

হাদীস- ২৪৮। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **ঢিলা ব্যবহার।**

একদা নবী করীম (দঃ) মলত্যাগের জন্য বাহির হইলেন। আমি তাঁহার সঙ্গে চলিলাম। নবী করীম (দঃ) পথ চলাকালীন কোন দিকে তাকাইতেন না। আমি তাঁহার অত্যন্ত নিকটবর্তী হইলাম। নবী করীম (দঃ) আমাকে বলিলেন- এস্তেঞ্জার জন্য কয়েকটি পাথরের টুকরা আন। হাড্ডি বা লীদ১ আনিও না। আমি আমার কাপড়ের* কিনারায় করিয়া কয়েকটি পাথরের টুকরা আনিয়া তাঁহার নিকটবর্তী রাখিয়া দূরে সরিয়া গেলাম। তিনি মলত্যাগের পর উহা ব্যবহার করিলেন। [১। পশুর শুষ্ক মল]

হাদীস- ২৪৯। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)- **তিন ঢিলা ব্যবহার করা।**

একদা নবী করীম (দঃ) মলত্যাগের জন্য বাহির হইলেন এবং আমাকে তিনটি প্রস্তর খন্ড আনিতে বলিলেন। আমি দুইটি প্রস্তর খন্ড পাইলাম। আর না পাইয়া একটি শুষ্ক গোবরখন্ড লইয়া আসিলাম। নবী করীম (দঃ) প্রস্তর খন্ড দুইটি গ্রহণ করিলেন। গোবর খন্ডটি ফেলিয়া দিয়া বলিলেন- ইহা নাপাক বস্তু।

অন্যান্য

হাদীস- ২৫০। সূত্র-হযরত আয়েশা (রাঃ)- **সকল কাজই ডান দিক হইতে শুরু।**

নবী করীম (দঃ) সাধ্যানুযায়ী সকল কাজ ডান দিক হইতে আরম্ভ করা ভালবাসিতেন-জুতা পায়ে দেওয়া, মাথা আঁচড়ানো, অজু করা ইত্যাদি সকল কাজ।

হাদীস- ২৫১। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **ডান দিক হইতে শুরু।**

একদা নবী করীম (দঃ) আমাদের বাড়িতে আসিলে তাঁহাকে বকরীর দুধ ও কূপের পানি দ্বারা তৈরী সরবত পান করিতে দিলে তিনি উহা পান করিলেন। আবু বকর (রাঃ) তাঁহার বামে, ওমর (রাঃ) সামনে এবং এক বেদুইন তাঁহার ডানে বসা ছিল। তাঁহার পান শেষে ওমর (রাঃ) বলিলেন- এই যে আবু বকর (রাঃ)। রসুলুল্লাহ (দঃ) অবশিষ্ট সরবতটুকু বেদুইনকে দিয়া বলিলেন- ডান দিক হইতে, ডান দিক হইতে। ভাল করিয়া জানিয়া নাও, ডানদিক হইতে শুরু করিবে। আনাস (রাঃ) বলেন- ইহাই সুন্নত, ইহাই সুন্নত।

হাদীস- ২৫২। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **কুকুর মুখ দিলে সাতবার ধৌত করণ।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- কোন পাত্রে যদি কুকুর মুখ দেয় তবে উহা সাতবার ধৌত করিবে।

হাদীস-২৫৩। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **তন্দ্রায় শুইয়া পড়া।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- তন্দ্রা আসিলে শুইয়া পড়া উচিৎ।

হাদীস-২৫৪। সূত্র- হযরত মায়মুনা (রাঃ)- **মৃত ইঁদুর পড়া ঘৃত খাওয়া।**

রসূল (দঃ) এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হইল- ঘৃতের মধ্যে ইঁদুর পড়িলে কি করিতে হইবে? রসূল (দঃ) বলিলেন- ইঁদুরটিকে ফেলিয়া দিয়া উহার চতুষ্পার্শের ঘৃত ফেলিয়া দাও। বাকি ঘৃত খাইতে পারিবে। (ঘন ঘৃতের বেলায় এই নির্দেশ।)

হাদীস-২৫৫। সূত্র- হযরত বরা ইবনে আজেব (রাঃ)- **শয়নের নিয়ম।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- যখন তুমি শয়নের জন্য প্রস্তুত হইবে তখন নামাজের অজুর ন্যায় অজু করিয়া লও, তারপর ডান পার্শ্বের উপর শুইয়া পড় এবং পাঠ কর " হে আল্লাহ! আমার জীবনকে তোমার নিকট সমর্পন করিলাম। আমার গতি ও লক্ষ্য তোমারই প্রতি নিবদ্ধ করিলাম। আমার সর্বস্ব তোমার নিকট সোপর্দ করিলাম এবং তোমার নেয়ামতের প্রতি আকাঙ্খিত ও তোমার আজাবের প্রতি আতঙ্কিত হইয়া তোমারই উপর ভরসা করিলাম। তোমার আজাব হইতে রক্ষা পাইবার আশ্রয়স্থল তুমি ভিন্ন আর কেহ নাই। হে আল্লাহ! তোমার নাজেলকৃত কেতাব এবং তোমার নবীর প্রতি ঈমান আনিলাম।

এইরূপ শয়ন অবস্থায় মৃত্যু হইলে, তাহার জন্য সুসংবাদ যে পয়গম্বরগণের তরীকার উপর তাহার মৃত্যু হইল। কিন্তু শর্ত এই যে উক্ত দোয়াটি নিদ্রার পূর্বের শেষ বাক্য হওয়া চাই। এই দোয়াটি শিক্ষা করিয়া আমি রসূল (দঃ)কে শুনাইতেছিলাম এবং 'তোমার নবীর' (বি নাবীকা) স্থলে 'তোমার রসূল' (বি রাসূলিকা) পড়িলাম। নবী করীম (দঃ) বাধা দিয়া বলিলেন- 'তোমার নবী' (বি নাবীকা) বল।

হাদীস-২৫৬। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মা'কেল (রাঃ)- **পীড়া বশতঃ মাথা মুড়ানোর কাফফারা।**

আমি কা'ব ইবনে উজরার পাশে বসিয়া তাঁহাকে ফিদইয়ার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন- এতদসংক্রান্ত আয়াত বিশেষভাবে আমার সম্পর্কে নাজেল হইলেও ইহার হুকুম সাধারণভাবে সকলের জন্য। আমি রসূল (দঃ) এর নিকট এমন অবস্থায় নীত হইলাম যে আমার মাথা হইতে মুখমণ্ডলের উপর বার বার উকুন পড়িতেছিল। এই অবস্থা দেখিয়া রসূল (দঃ) বলিলেন- আমার ধারনা ছিলনা যে তোমার কষ্ট এতদূর পৌছিয়াছে- যাহা এখন দেখিয়াছি। তুমি কি একটি বকরী জোগাড় করিতে পারিবে? আমি 'না' বলিলে তিনি বলিলেন- তিনদিন রোজা রাখ অথবা প্রত্যেককে আধা সা' করিয়া ছয়জন মিসকিনকে খাদ্য দান কর।

হাদীস- ২৫৭। সূত্র- হযরত ওকবা ইব্‌নে আমর (রাঃ)- **আতিথ্যের হক আদায় যোগ্য।**

আমরা নবী করীম (দঃ)কে বলিলাম- আমরা প্রেরীত হইয়া এমন লোকদের মাঝে পড়ি যাহারা আমাদেরকে আতিথ্য দিতে চায় না। শুনিয়া তিনি বলিলেন- তোমরা কোথাও গেলে যদি তোমাদের জন্য আতিথ্যের আয়োজন করা হয় তবে তোমরা তাহা গ্রহণ করিবে আর যদি তাহা না করা হয় তবে আতিথ্যের হক আদায় করিয়া নিবে।

হাদীস- ২৫৮। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **দেওয়ালে প্রতিবেশীকে খুঁটি লাগাইতে দেওয়া।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- কোন প্রতিবেশী যেন তাঁহার প্রতিবেশীকে দেওয়ালে খুঁটি লাগাইতে নিষেধ না করে। আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিতেন- আমার কি হইল যে আমি তোমাদেরকে ইহা হইতে বিমুখ দেখিতেছি। আল্লাহর কসম, আমি অবশ্যই ইহা তোমাদের ঘাড়ে চাপাইব।

হাদীস- ২৫৯। সূত্র- হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ)- **রাস্তায় না বসা ও রাস্তার হক আদায় করা।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- তোমরা পথের উপর বসিও না। কেহ কেহ বলিল- আমাদের আর কোন বিকল্প নাই। পথই আমাদের উঠা বসার জায়গা। আমরা সেখানে প্রয়োজনীয় কথাবার্তা সারিয়া নেই। তিনি বলিলেন- যখন তোমরা না বসিয়া পার না তখন পথের হক আদায় করিবে। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল- পথের হক কি? তিনি বলিলেন- দৃষ্টি নিম্নমুখী রাখা, কষ্ট দেওয়া হইতে বিরত থাকা, সালামের জবাব দেওয়া, ন্যায় কাজের আদেশ করা এবং অন্যায় কাজ হইতে বিরত রাখা।

হাদীস- ২৬০। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **পথে পড়িয়া থাকা ডালপালা দূর করা।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- এক ব্যক্তি পথ চলার সময় পথিমধ্যে কাঁটাযুক্ত গাছের ডালা দেখিতে পাইয়া উহা সরাইয়া দিল। আল্লাহতা'লা সন্তুষ্ট হইয়া তাহার সমস্ত গোনাহ্ মাফ করিয়া দিলেন।

হাদীস- ২৬১। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **পথের সীমানা সাত হাত।**

নবী করীম (দঃ) মত বিরোধের ক্ষেত্রে পথের পরিমাপ সাত হাত ধার্য্য করিয়াছেন।

হাদীস- ২৬২। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **রেহেনী বস্তু ব্যবহার করা যাইবে**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- রেহেনী পশুর উপর আরোহন করা যাইবে এবং উহার ব্যয়ের বিনিময়ে উহার দুগ্ধ পান করা যাইবে।

হাদীস- ২৬৩। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **চেহারায় না মারা।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- কাহাকেও প্রহার করিতে হইলে তাহার চেহারার উপর প্রহার করিবে না।

হাদীস- ২৬৪। সূত্র- হযরত জাবের (রাঃ)- **ওমরা গ্রহণকারী মালিক হইবে।**

নবী করীম (দঃ) ওমরা[১] সম্পর্কে এই মিমাংশা করিয়াছেন যে যাহাকে দেওয়া হইয়াছে তাহারই মালিকানা বহাল হইবে। [১। জীবনভর বসবাসের জন্য বাড়ীঘর দেওয়া]

হাদীস- ২৬৫। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **ওমরা হেবা চিরস্থায়ী হেবা।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- ওমরা রূপে কৃত হেবা চিরস্থায়ী হেবা পরিগণিত হইবে।

হাদীস- ২৬৬। সূত্র- হযরত আবু বকরা (রাঃ)- **প্রশংসার নিয়ম।**

একদা নবী করীম (দঃ) এর সম্মুখে অন্য এক ব্যক্তির প্রশংসা করিলে নবী করীম (দঃ) বার বার বলিতে লাগিলেন- তুমি তো তোমার বন্ধুর গলা কাটিয়াছ! তুমি তো তোমার বন্ধুর গলা কাটিয়াছ! অতঃপর বলিলেন- কাহারও প্রশংসা করিতে হইলে বলিও- আমি তাহাকে এইরূপ মনে করিয়া থাকি; প্রকৃত অবস্থা আল্লাহই ভাল জানেন। আমি আল্লাহর পক্ষে বাস্তব অবস্থারূপে কাহারও গুণগান করি না বরং তাহার উপর আমার এইরূপ ধারনা।

হাদীস- ২৬৭। সূত্র- হযরত আবু মূসা (রাঃ)- **অধিক প্রশংসা নিষেধ।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) এক ব্যক্তিকে অন্য ব্যক্তি সম্পর্কে অত্যধিক প্রশংসা করিতে শুনিয়া বলিলেন- তুমি ঐ ব্যক্তির মেরুদন্ড কর্তন করিয়াছ- তাহার ধ্বংসে টানিয়া আনিয়াছ।

হাদীস- ২৬৮। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **নাবালকের সম্পত্তি হইতে দান খয়রাত না করা।**

লোকেরা বলিয়া থাকে- "মিরাস বন্টনকালে আত্মীয় স্বজন ও এতিম মিসকিনরা উপস্থিত থাকিলে তাহাদেরকে উহার কিছু অংশ দান কর। (আর ওয়ারেসগণ নাবালক হওয়ার কারনে দানে অক্ষম হইলে) তাহাদেরকে নরম কথা বলিয়া দাও।" আয়াতটি মনছুখ হইয়া গিয়াছে। কখনও নয়- আল্লাহর কসম ইহা মনসুখ হয় নাই। অবশ্য ইহার অনুসরনের ক্ষেত্রে লোকেরা শিথিল হইয়া গিয়াছে। ভাগ বন্টনকারীরা সাবালক হইলে তাহারা দান খয়রাত করিবে আর ভাগ বন্টনকারীরা নাবালকদের পক্ষে সম্পাদনকারী হইলে উপস্থিত দান প্রার্থীদেরকে নরম কথায় বুঝাইয়া দিবে যে এই মাল সম্পত্তির মালিক নাবালক হওয়ায় তোমাদেরকে কিছু দিতে অক্ষম।

হাদীস- ২৬৯। সূত্র- হযরত আবু বশীর আনসারী (রাঃ)- **উটের গলায় কিছু লটকানো রাখিবে না।**

এক সফরে রাত্রি যাপনকালে রসুলুল্লাহ (দঃ) ঘোষনা প্রচার করিয়া দিলেন যে, কোন উটের গলায় কোন বস্তু লটকানো রাখিবে না, থাকিলে কাটিয়া ফেলিবে।

YQADRI.BLOGSPO

হাদীস- ২৭০। সূত্র- হযরত জারীর (রাঃ)- মূর্তিঘর অগ্নিদ্বারা পোড়ানো।

রসূলুল্লাহ (দঃ) আমাকে বলিয়াছিলেন- তোমরা আমাকে জুল খালাছাহ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত করিতেছ না কেন? ইহা ছিল খাছয়াম গোত্রের দেব মন্দির, যাহা কা'বাতুল ইয়ামানিয়াহ নামে খ্যাত ছিল। আমি আহমাশ গোত্রের ১৫০ জন ঘোড় সওয়ার নিয়া যাত্রাকালে ঘোড়ার পিঠে স্থির হইয়া থাকিতে পারিতেছিলাম না। ইহা শুনিয়া নবী করীম (দঃ) আমার বুকে সাজোরে করাঘাত করিলেন যাহার ফলে আমার বুকে তাঁহার আঙ্গুলের চিহ্ন দেখা যাইতেছিল। তিনি দোয়া করিলেন - ইয়া আল্লাহ! তুমি তাহাকে স্থির করিয়া রাখিও। তাহাকে সৎ পথ প্রদর্শক ও সৎ পথ প্রাপ্ত করিয়া দাও। অতঃপর আমি জুল-খালাছাহ অভিমুখে যাত্রা করিয়া উহাকে ভাঙ্গিয়া জ্বালাইয়া দিলাম। অতঃপর একজন লোক পাঠাইয়া নবী করীম (দঃ)কে সংবাদ দিলাম যে যিনি আপনাকে সত্য বিধান দিয়া প্রেরণ করিয়াছেন সেই সত্ত্বার শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি ঐ মন্দিরটিকে ধ্বংস করিয়া চর্মরোগে আক্রান্ত উটের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়াছি। রসূলুল্লাহ (দঃ) আহমাস গোত্রের অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যদের জন্য পাঁচবার বরকতের দোয়া করিলেন।

হাদীস-২৭১। সূত্র- হযরত ওমর (রাঃ)- সংখ্যালঘুদের ব্যাপারে ওমর (রাঃ) এর বিধান।

হযরত ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন- আমার পরবর্তী খলিফাকে আমি বিশেষ তাগিদের সাথে আদেশ করিয়া যাইতেছি- আল্লাহ ও আল্লাহর রসূলের বিধান মতে যে সব সংখ্যালঘু ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব লাভ করিবে নাগরিকত্বের বিধানগত সুযোগ সুবিধা যেন তাহাদিগকে পূর্ণরূপে প্রদান করা হয়। তাহাদের-জান-মাল-ইজ্জত রক্ষার্থে প্রয়োজন হইলে যেন যুদ্ধও করা হয়; ট্যাক্স ধার্য্য করিতে যেন তাহাদের সামর্থকে অতিক্রম করা না হয়।

হাদীস- ২৭২। সূত্র- হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)- গোপন আলাপ।

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- লোক তিনজন থাকিলে তৃতীয়জনকে বাদ দিয়া দুইজন গোপন আলাপ করিবে না।

হাদীস- ২৭৩। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)- তৃতীয় ব্যক্তিকে বাদ দিয়া গোপন আলাপ না করা।

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- যখন কোথাও তোমরা তিনজন হইবে, তখন অন্য জনকে বাদ দিয়া দুই জন যেন গোপন আলাপ না করে। কারন, এইরূপ করিলে তৃতীয় ব্যক্তি মনে ভীষন ব্যথা পাইবে। তবে হ্যাঁ, অন্য আরও লোকজন মিলিত হইলে করা যাইবে।

হাদীস- ২৭৪। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- শুইবার সময় ঘরে আগুন না রাখা।

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- ঘুমাইতে যাইবার কালে ঘরে আগুন জ্বালাইয়া রাখিয়া ঘুমাইতে যাইবে না।

হাদীস- ২৭৫। সূত্র- হযরত আবু মুসা (রাঃ)- **ঘরের আগুন নিভাইয়া ঘুমাইবে।**

একবার মদীনার এক ঘরে রাত্রিবেলা আগুন লাগিয়া ঘরের লোকজন সহ জ্বলিয়া যাওয়ার খবর রসূল (দঃ) এর নিকট পৌঁছিলে তিনি বলিলেন- এই আগুন তোমাদের চরম শত্রু। যখন তোমরা ঘুমাইতে যাইবে, আগুন নিবাইয়া ফেলিবে।

হাদীস- ২৭৬। সূত্র- হযরত সাঈদ ইবনে জোবায়ের (রাঃ)- **একটু বেশী বয়সে খতনা করা।**

ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইল- রসূলুল্লাহ (দঃ) এর কালে আপনার বয়স কত হইয়াছিল। জবাবে তিনি বলেন, ঐ সময় আমার খতনা হইয়াছিল। এই সময় মানুষ সাবালক না হওয়া পর্যন্ত খতনা করিত না।

YOADPI BLOGS

৩। হালাল- হারাম

হাদীস- ২৭৭। সূত্র- হযরত নোমান ইবনে বশীর (রাঃ)- **হারাম হালালের মধ্যবর্তী বস্তুসমূহ হইতে সতর্ক থাকা।**

আমি রসূল (দঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি- হালাল স্পষ্ট এবং হারামও স্পষ্ট। আর এই দুইটির মধ্যস্থলে কয়েকটি সন্দেহজনক বস্তু রহিয়াছে। ঐগুলি কোন পর্যায়ভুক্ত তাহা অধিকাংশ লোকেরাই নির্ধারণ করিতে পারে না। যে ব্যক্তি ঐ সন্দেহজনক বস্তুগুলি হইতে সংযমী হইবে একমাত্র তাহারই দ্বীন, ঈমান ও ইজ্জত আবরু সুরক্ষিত থাকিবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সন্দেহজনক বস্তুগুলিতে লিপ্ত হইবে তাহার অবস্থা এইরূপ হইবে যেমন কোন রাখাল তাহার পশু পালকে কোন সংরক্ষিত স্থানের নিকট চরাইয়া থাকে আর অল্প সময়ের মধ্যে পশুগুলি উক্ত সংরক্ষিত স্থানে ঢুকিয়া পড়ে। তোমরা শুনিয়া রাখ- প্রত্যেক বাদশাহরই সংরক্ষিত এলাকা থাকে। আল্লাহতালার নিষিদ্ধ বিষয় সমূহ দুনিয়ার বুকে তাঁহার সংরক্ষিত স্থান তুল্য। আরও শুনিয়া রাখ- মানব দেহের মধ্যে এমন একটি অংশ আছে যে সেই অংশটি যখন ঠিক হইয়া যায় তখন মানুষের পূর্ণ অজুদই ঠিক হইয়া যায়। পক্ষান্তরে সেই অংশটি যখন খারাপ হইয়া পড়ে তখন সমস্ত অজুদটিই খারাপ হইয়া পড়ে। বিশেষভাবে জানিয়া রাখা উচিত যে সেই অংশটি হইতেছে কলব।

হাদীস-২৭৮। সূত্র- হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)- **চারিটি গুরুত্বপূর্ণ নিষেধ।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- (১) কোন মহিলা মহরম সাথী ছাড়া ২ দিনের পথ[১] সফর করিতে পারিবে না। (২) রোজার ঈদের এবং কোরবানীর ঈদের দিনে রোজা রাখা যাইবে না। (৩) ফজর নামাজের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত নামাজ পড়া যাইবে না এবং (৪) তিনটি মসজিদ- মসজীদুল হারাম, মসজিদুন্নবী, মসজিদুল আকসা- ছাড়া কোন মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করা যাইবে না। [১। ৪৮ মাইল]

হাদীস- ২৭৯। সূত্র- হযরত মুগীরা ইবনে শোবা (রাঃ)- **তিনটি হারাম ও তিনটি না পসন্দ কাজ।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- আল্লাহ তিনটি কাজ তোমাদের উপর হারাম করিয়া দিয়াছেন- (১) মাতার নাফরমানি করা (২) মেয়ে সন্তানকে জীবন্ত পুঁতিয়া ফেলা এবং (৩) নিজে বিরত[১] থাকিয়া অন্যের উপর হইতে ওয়াসিলে তৎপর থাকা।

এতদ্‌ভিন্ন আল্লাহতা'লা তোমাদের পক্ষে তিনটি কাজ না পসন্দ করিয়াছেন- (১) অযথা তর্কবিতর্কে লিপ্ত হওয়া। (২) বিশেষ প্রয়োজন ভিন্ন অন্যের নিকট হাত পাতা বা অধিক প্রশ্নের অবতারনা করা । (৩) ধনের অপচয় করা। [১। দান করা হইতে]

হাদীস- ২৮০। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **হালাল হারামের পার্থক্য করন।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- এমন এক সময় আসিবে যখন মানুষ ধনদৌলত হাসিল করার জন্য হালাল-হারামের বাছ বিচার করিবে না।

হাদীস- ২৮১। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **পশু দ্বারা প্রজননের মূল্য গ্রহন করা নিষেধ।**

নবী করীম (দঃ) ষাঁড় দ্বারা পাল প্রজনন দিয়া বিনিময় গ্রহন করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

হাদীস- ২৮২। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **না জানা জবাইকৃত গোশত আল্লাহর নাম নিয়া খাওয়া।**

কয়েকজন লোক আসিয়া বলিল- ইয়া রাসূলুল্লাহ! লোকেরা আমাদের নিকট গোশত বিক্রি করে কিন্তু আমরা জানিনা ঐ জন্তু গুলি জবাই করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারিত হইয়াছিল কিনা। নবী করীম (দঃ) বলিলেন- তোমরা বিসমিল্লাহ বলিয়া গ্রহণ কর ও খাও।

হাদীস- ২৮৩। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াজীদ (রাঃ)- **লুটপাট ও অঙ্গহানী নিষেধ।**

নবী করীম (দঃ) লুট পাট ও কোন প্রাণীকে অঙ্গহানী করা হইতে কঠোর ভাবে নিষেধ করিয়াছেন।

হাদীস- ২৮৪। সূত্র- হযরত সালামা ইবনে আকওয়া (রাঃ)- **হারাম বস্তু রান্নার পাত্র ধৌত করিলে চলিবে।**

খায়বর দিবসে আগুন জ্বলিতে দেখিয়া নবী করীম (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন-এই আগুন কিসের? লোকেরা বলিল- গৃহপালিত গাধা রান্না করা হইতেছে। তিনি বলিলেন- গোশত ফেলিয়া দাও এবং হাঁড়িটা ভাঙ্গিয়া ফেল। লোকেরা বলিল- গোশত ফেলিয়া দিয়া হাঁড়ি ধুইয়া নিলে চলিবে কি? তিনি বলিলেন- ধুইয়া লও।

হাদীস- ২৮৫। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **শিকারী খরগোস জায়েজ।**

মাররোজ্জাহরান নামক স্থানে একটি খরগোসকে তাড়া করিয়া আমরা সকলে ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম। অবশেষে আমি উহাকে ধরিয়া আবু তালহা (রাঃ) এর নিকট পৌঁছাইলে তিনি উহা জবেহ্ করিলেন ও পেছনের রান নবী করীম (দঃ) এর নিকট পাঠাইলেন। নবী করীম (দঃ) উহা গ্রহন করিয়াছিলেন।

হাদীস- ২৮৬। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **গৃহপালিত গাধার গোশত খাওয়া নিষেধ।**

নবী করীম (দঃ) ভোর বেলায় যখন খায়বরে উপনীত হইলেন তখন খায়বরবাসীগণ ঘাড়ে কোদাল নিয়া বাহির হইতেছিল। তাঁহাকে দেখিয়া তাহারা চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিল- এই যে মোহাম্মাদ (দঃ) তাঁহার

দল নিয়া আসিয়া পড়িয়াছে। এই বলিয়া তাহারা নিরাপদ আশ্রয়ে প্রবেশ করিল। তখন নবী করীম (দঃ) দুই হাত উঠাইয়া আল্লাহু আকবর ধ্বনি দিয়া বলিলেন- খায়বর ধ্বংস হউক। কেননা, আমরা যখন কোন গোত্রের দ্বারে উপনীত হই তখন তাহাদের প্রত্যুষ মন্দ হইয়া থাকে।

সেখানে কিছু গাধা আমাদের হস্তগত হইলে আমরা উহাদের গোশত পাকাইলাম। নবী করীম (দঃ) এর পক্ষ হইতে ঘোষনা করা হইল যে আল্লাহ ও তাঁহার রসূল (দঃ) তোমাদেরকে গৃহপলিত গাধার গোশত খাইতে নিষেধ করিয়াছেন। গোশতসহ সমস্ত ডেকচি উল্টাইয়া দেওয়া হইল।

হাদীস- ২৮৭। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **গাধার গোশত খাওয়া নিষেধ।**

একব্যক্তি রসূলুল্লাহ (দঃ) এর নিকট আসিয়া সংবাদ দিল যে গাধা সমূহ খাইয়া ফেলা হইতেছে। রসূলুল্লাহ (দঃ) চুপ রহিলেন। সংবাদদাতা দ্বিতীয়বার বলিলেও তিনি চুপ করিয়া রহিলেন। সংবাদদাতা তৃতীয়বার বলিলে রসূলুল্লাহ (দঃ) এই ঘোষণা দিবার আদেশ দিলেন যে আল্লাহ এবং আল্লাহর রসূল তোমাদিগকে গৃহপালিত গাধার গোশত খাইতে নিষেধ করিতেছেন। তৎক্ষনাত চুলার উপর হইতে ডেগ সমূহ উল্টাইয়া দেওয়া হইল অথচ উহার মধ্যে গোশত টগবগ করিতেছিল।

হাদীস- ২৮৮। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **গাধার গোশত খাওয়া।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) এর নিকট এক ব্যক্তি[১] আসিয়া বলিল- গাধা খাইয়া ফেলা হইতেছে। পুনরায় আরেকজন আসিয়া একই অভিযোগ করিল। অতঃপর আরেক ব্যক্তি আসিয়া বলিল- সব গাধা খাইয়া শেষ করিয়া ফেলা হইতেছে। তখন নবী করীম (দঃ) একজন ঘোষনাকারীকে নির্দেশ দিলেন। সে সর্ব সাধারনের মাঝে ঘোষনা করিয়া দিল যে, আল্লাহ এবং তাঁহার রসূল তোমাদিগকে গৃহপালিত গাধার গোশত খাইতে নিষেধ করিয়াছেন। কারন, তাহা অপবিত্র।

গোশত পরিপূর্ন ডেকচিগুলি কাত করিয়া ফেলিয়া দেওয়া হইল। ঐ ডেকচিগুলিতে তখন গোশত রান্না হইতেছিল এবং গোশত টগবগ করিতেছিল। [১। খায়বরের ঘটনা]

হাদীস- ২৮৯। সূত্র- হযরত আলী (রাঃ)- **মোতা বিবাহ এবং গৃহপালিত গাধার গোশত খাওয়া হারাম।**

নিশ্চিতরূপে জানিয়া রাখিও- রসূলুল্লাহ (দঃ) খায়বর অভিযানের সময় দুইটি কাজ নিষিদ্ধ ঘোষনা করিয়াছেন- মোতা[১] বিবাহ এবং গৃহপালিত গাধার গোশত খাওয়া। [১। নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিবাহ]

হাদীস- ২৯০। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **গৃহ পালিত গাধার গোশত হারাম।**

নবী করীম (দঃ) খায়বর জেহাদকালে গৃহপালিত গাধার গোশত খাওয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন।

হাদীস- ২৯১। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রাঃ)- **গাধার গোশত নিষেধ।**

খায়বর জেহাদ কালে আমরা ক্ষুধাগ্রস্ত হইয়া গাধার গোশত রান্না করিতেছিলাম। আমাদের ডেগ টগবগ করিতেছিল এবং কাহারও কাহারও রান্না শেষ হইয়াছিল। এমতাবস্থায় নবী করীম (দঃ) এর প্রচারক ঘোষণা করিল- তোমরা গাধার গোশত মোটেই খাইবে না। ডেগ সমূহ উল্টাইয়া দাও।

হাদীস- ২৯২। সূত্র- হযরত বরা (রাঃ)- **গাধার গোশত খাওয়া নিষেধ।**

খায়বর জেহাদকালে নবী করীম (দঃ) আমাদিগকে গাধার গোশত রান্নাকরা ও কাঁচা সবই ফেলিয়া দেওয়ার আদেশ করিলেন। পরে আর কোন সময় উহা খাওয়ার অনুমতি দেন নাই।

হাদীস-২৯৩। সূত্র- হযরত আবু সালাবা (রাঃ)- **গৃহপালিত গাধার গোশত নিষেধ।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) গৃহপালিত গাধার গোশত খাইতে নিষেধ করিয়াছেন।[১]

[১। ইবনে ওমর (রাঃ), আলী (রাঃ) এবং বরা (রাঃ) হইতে একই হাদীস বর্নিত হইয়াছে]

হাদীস- ২৯৪। সূত্র- হযরত জাবের (রাঃ)- **গাধার গোশত নিষেধ, ঘোড়ার গোশত জায়েজ।**

খায়বর জেহাদ কালে রসূলুল্লাহ (দঃ) গাধার গোশত নিষিদ্ধ ঘোষণা করিলেন এবং ঘোড়ার গোশত খাওয়ার অনুমতি দান করিলেন।

হাদীস-২৯৫। সূত্র- হযরত আসমা (রাঃ)- **ঘোড়ার গোশত খাওয়া।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) এর জমানায় আমরা ঘোড়া নহর[১] করিয়াছি ও উহার গোশত খাইয়াছি। [১। বর্শা নিক্ষেপে জবাই]

হাদীস- ২৯৬। সূত্র- হযরত জাবের (রাঃ)- **ঘোড়ার গোশত খাওয়া।**

নবী করীম (দঃ) খায়বর দিন গাধার[১] গোশত খাইতে নিষেধ করিয়াছেন এবং ঘোড়ার গোশত[২] সম্পর্কে অনুমতি দিয়াছেন। [১। গৃহ পালিত। ইমামদের মতে মাকরূহ, এক হাদীসে নিষেধ করার কথা উল্লেখিত রহিয়াছে।

হাদীস- ২৯৭। সূত্র- হযরত আদী ইবনে হাতেম (রাঃ)- **তীরের ফলক ও কুকুর দ্বারা শিকার করা জন্তু হালাল।**

আমি রসূলুল্লাহ (দঃ)কে তীরের ফলক দ্বারা শিকার করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন- তীরের ধারাল অংশ দ্বারা কাটিয়া থাকিলে খাইতে পার। তীরের ফলকের আঘাতে মারা গেলে সেই শিকার 'মওকুজাহ' গন্য হইবে- উহা খাইও না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম- যদি আমার কুকুর পাঠাই[১]? তিনি বলিলেন- তুমি যদি বিসমিল্লাহ পড়িয়া কুকুর ছাড়িয়া থাক তাহা হইলে খাইতে পার। আমি বলিলাম- যদি সেই কুকুর

কিছুটা খাইয়া ফেলে? তিনি বলিলেন- তাহা হইলে খাইও না। কেননা, সেই কুকুর নিজের জন্য ধরিয়াছে, তোমার জন্য নয়। আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম- আমার ছাড়িয়া দেওয়া কুকুরের সাথে যদি আরেকটি কুকুর দেখিতে পাই? তিনি বলিলেন- তাহা হইলে খাইও না। কারন, তুমি বিসমিল্লাহ পড়িয়াছ তোমার কুকুরের উপর, অন্যটির উপর তো পড় নাই। [১। শিকার ধরার জন্য।]

হাদীস- ২৯৮। সূত্র- হযরত আদী ইবনে হাতেম (রাঃ)- **শিকারী কুকুর দ্বারা ধরা শিকার হালাল।**

একদা আমি বলিলাম- ইয়া রাসূলাল্লাহ! জংলী পশু শিকার করার জন্য আমরা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরকে ধাবিত করিয়া থাকি। তিনি বলিলেন- ঐ কুকুর তোমার জন্য যেইটাকে পাকড়াও করে তাহা তুমি খাইতে পার। আমি বলিলাম- কুকুর যদি উহাকে মারিয়া ফেলে? রসূল (দঃ) বলিলেন- যদি মারিয়াও ফেলে তবুও উহা হালাল হইবে।

হাদীস- ২৯৯। সূত্র- হযরত আবু সালাবা খুশানী (রাঃ)- **অমুসলমানদের পাত্রে এবং তীর ও কুকুর দ্বারা শিকার খাওয়া।**

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম- ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আহলে কেতাবদের দেশে বাস করি। আমরা কি তাহাদের পাত্রে খাইতে পারি? শিকার ভূমিতে বাস করি, তীর ধনুকদ্বারাও শিকার করি, আবার প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত ও প্রশিক্ষনবিহীন কুকুর দ্বারাও শিকার করি। আমার জন্য কোনটি সঠিক হইবে? তিনি বলিলেন- আহলে কেতাবদের পাত্র ছাড়া অন্য পাত্র পাইলে তাহাদের পাত্রে খাইও না। আর যদি না পাও তাহা হইলে ধুইয়া নাও; তারপর খাও। বিসমিল্লাহ বলিয়া ছুঁড়িয়া থাকিলে তীর ধনুকদ্বারা শিকার খাইতে পার। প্রশিক্ষন প্রাপ্ত কুকুর ছাড়াকালে বিসমিল্লাহ বলিয়া থাকিলে উহার দ্বারা শিকার খাও। প্রশিক্ষন বিহীন কুকুর দ্বারা ধৃত শিকার জবেহ করার সুযোগ পাইলে জবেহ করিয়া খাইতে পার।

হাদীস-৩০০। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **শিকার করার বা পশুপালের হেফাজতের জন্য কুকুর পোষা।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- যে ব্যক্তি গৃহপালিত পশু পাহারা দানের জন্য কিম্বা শিকার করার জন্য ভিন্ন কুকুর পালন করে তাহার নেক আমল হইতে প্রতিদিন দুই কিরাত[১] করিয়া কমিতে থাকিবে। [১। নিক্তির মাপের ক্ষুদ্রতম পরিমান। কেয়ামতের দিন অহোদ পাহাড় পরিমান।]

হাদীস ৩০১। সূত্র- হযরত আদী ইবনে হাতেম (রাঃ)- **কুকুর দ্বারা ধরা শিকার হালাল- হারাম।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- বিসমিল্লাহ বলিয়া ছাড়া কুকুর শিকার ধরিয়া মারিয়া ফেলিলেও উহা খাইতে পারিবে কিন্তু কুকুর, শিকারের কিছু অংশে ভক্ষন করিয়া থাকিলে ঐ শিকার খাইতে পারিবে না। কারণ, সে উহা নিজের জন্য ধরিয়াছে। তোমার কুকুরের সাথে অন্য কুকুর শামিল হইয়া

শিকার ধরিয়া মারিয়া ফেলিলে ঐ শিকার খাইতে পারিবে না। কারণ, তুমি জাননা- কোন কুকুর শিকার ধরিয়া বধ করিয়াছে।

তোমার তীর নিক্ষেপে মৃত শিকার দুই একদিন পরে পাওয়া গেলেও উহাকে খাইতে পারিবে, যদি নিশ্চিত হও যে উহার মৃত্যুর কারণ তোমার নিক্ষিপ্ত তীর বই আর কিছু নয়। উহাকে ডুবন্ত অবস্থায় পাইলে খাইতে পারিবে না।

হাদীস- ৩০২। সূত্র- হযরত কা'আব ইবনে মালেক (রাঃ)- **মহিলার জবাই জায়েজ।**

কা'আব ইবনে মালেক (রাঃ) এর এক দাসী সা'লয়ে নামক টিলায় ছাগল চরাইত। পালের একটি ছাগলকে রোগাক্রান্ত দেখিতে পাইয়া সে উহাকে পাথর দ্বারা জবাই করিল। অতঃপর নবী করীম (দঃ) কে জিজ্ঞাসা[১] করা হইলে তিনি বলিলেন- এইটি খাইতে পার। [১। এই সম্পর্কে]

হাদীস- ৩০৩। সূত্র- হযরত মোয়াজ ইবনে সাযাদ (রাঃ)- **পাথর খন্ড দ্বারা মহিলার জবাই জায়েজ।**

এক মহিলা পাথরদ্বারা একটি ছাগল জবাই করিয়াছিল। এই ব্যাপারে নবী করীম (দঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি উহা খাওয়ার আদেশ দিয়াছিলেন।

হাদীস- ৩০৪। সূত্র- হযরত রাফে (রাঃ)- **দাঁত ও নখদ্বারা জবাই নিষেধ।**

জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল- ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের সাথে কোন ছুরি নাই। নবী করীম (দঃ) বলিয়াছিলেন- যাহা রক্ত প্রবাহিত করে এবং যাহার উপর আল্লাহর নাম নেওয়া হইয়াছে তাহা খাইবে। কিন্তু দাঁত ও নখ দ্বারা জবাই করিবে না। কেননা, নখ হইল হাবশীদের ছোরা আর দাঁত হইল হাড় বিশেষ।

একটি উট ভাগিয়া যাওয়ার উপক্রম হইলে একব্যক্তি উহাকে আটকাইল[১]। রসূল (দঃ) বলিলেন- এই উটের মধ্যে বন্য স্বভাব রহিয়া গিয়াছে। কোন গৃহ পালিত পশু যদি এইরূপ হয় তাহা হইলে তাহার সাথে এইরূপই করিবে। [১। তীর নিক্ষেপ করিয়া]

হাদীস- ৩০৫। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **দব্ব হারাম নয়।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- আমি দব্ব[১] খাই না; তবে ইহাকে হারাম[২] ও বলি না। [১। মাতা ২। পরবর্তীতে হারাম হইয়াছিল]

হাদীস- ৩০৬। সূত্র- হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদ (রাঃ)- **দব্ব এর মাংস রসূল (দঃ) খান নাই।**

আমি রসূলুল্লাহ (দঃ) এর সঙ্গে উম্মুল মোমেনীন মায়মুনা[১] (রাঃ) এর গৃহে প্রবেশ করিলে ভাজা করা দব্ব উপস্থিত করা হইল। রসূল (দঃ) উহার দিকে হাত বাড়াইলে বলা হইল- উহা দব্ব। রসূলুল্লাহ (দঃ) তৎক্ষনাত

হাত উঠাইয়া নিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম- ইয়া রসূলুল্লাহ! ইহা কি হারাম? তিনি বলিলেন- না, তবে আমাদের এলাকায় ইহা নাই; ইহার প্রতি আমার ঘৃনা হয়। আমি উহাকে আমার সম্মুখে টানিয়া খাইতে লাগিলে রসূলুল্লাহ (দঃ) আমার দিকে তাকাইতেছিলেন। [১। খালেদ (রাঃ) এর খালা]

[আবু দাউদ শরীফের হাদীস অনুযায়ী দব্ব নিষিদ্ধ। বর্তমান হাদীস নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বেকার)

হাদীস- ৩০৭। সূত্র- হযরত জাহাদাম (রঃ)- **মোরগের গোশত খাওয়া ও কসম ভঙ্গ করা।**

আমি আবু মূসা আশয়ারী (রাঃ) এর নিকট বসা ছিলাম। আমাদের ও জারমের এই গোত্রের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন ছিল। আমাদের সামনে আনা খাবারের মধ্যে মোরগের মাংসও ছিল। আমাদের মধ্যে লালচে গৌরবর্ন গাত্র বং বিশিষ্ট এক ব্যক্তি বসা ছিল। সে খানায় শরীক হইল না। আবু মূসা আশয়ারী (রাঃ) তাহাকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন- আমি রসূলুল্লাহ (দঃ)কে মোরগের মাংস খাইতে দেখিয়াছি। সে বলিল- আমি মোরগকে এমন বস্তু খাইতে দেখিয়াছি যাহা হইতে মোরগের মাংস খাইতে আমার ঘৃনা বোধ হয়। তাহা ছাড়া মোরগের মাংস খাইব না বলিয়া আমি কসমও করিয়াছি।

আবু মূসা আশয়ারী (রাঃ) বলিলেন- কাছে আস। এই ব্যাপারে আমি তোমাকে হাদীস শুনাইতেছিঃ আমি আশয়ারী গোত্রের কতিপয় লোকজন সহ রসূল (দঃ) এর নিকট এমন সময় পৌছিলাম যখন তিনি রাগান্বিত অবস্থায় সদকার জানোয়ার বন্টন করিতেছিলেন। আমরা তাঁহার নিকট সওয়ারীর জানোয়ার চাহিলে তিনি কসম করিয়া বলিলেন যে আমাদেরকে সওয়ারীর জানোয়ার দিবেন না। তিনি আরও বলিলেন যে আমাদেরকে দেওয়ার মত সওয়ারীর জানোয়ার নাই। অতঃপর তাঁহার নিকট গনীমতের উট আসিলে তিনি ডাকিলেন- আশয়ারীরা কোথায়? আশয়ারীরা কোথায়? পরে তিনি আমাদেরকে পাঁচটি সাদা এবং অত্যন্ত উঁচু উট দিলেন। আমরা ফিরিয়া কিছুক্ষন চলার পর আমি সঙ্গীদেরকে বলিলাম -সম্ভবতঃ রসূলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার কসমের কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। আল্লাহর কসম! তাঁহাকে কসম হইতে গাফেল রাখিলে আমাদের উন্নতি হইবে না। সুতরাং আমরা নবী করীম (দঃ) এর নিকট আসিয়া বলিলাম- ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আপনার নিকট সওয়ারীর জানোয়ার চাহিলে আপনি কসম করিয়া বলিয়াছিলেন যে আমাদেরকে তাহা দিবেন না। আমাদের ধারনা আপনি আপনার কসমের কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। রসূল (দঃ) বলিলেন- আল্লাহ তোমাদেরকে সওয়ারী দিয়াছেন। আল্লাহর কসম! আমি কসম করার পর বিপরীত দিকটা ভাল হইলে যাহা উত্তম তাহাই করি এবং কসম ভঙ্গ[১] করি। [১। কাফফারা আদায় করিয়া]

হাদীস- ৩০৮। সূত্র- হযরত আবু সালাবা (রাঃ)- **হিংস্র জন্তুর গোশত খাওয়া।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) মাংসাশী যে কোন হিংস্র জন্তুর মাংস খাইতে নিষেধ করিয়াছেন। (জেহরী (রাঃ) হইতেও বর্নিত)

পানীয়

হাদীস- ৩০৯। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **সকল প্রকার মাদকদ্রব্য নিষিদ্ধ।**

ওমর (রাঃ)কে মিম্বরে দাঁড়াইয়া বলিতে শুনিয়াছি- হে লোক সকল! খামর- মদ বা শরাবকে পবিত্র কোরআনের স্পষ্ট ঘোষনায় হারাম করা হইয়াছে। জানিয়া রাখিও, উহা সাধারনতঃ পাঁচ প্রকারের বস্তুতে তৈরী হইয়া থাকেঃ- আঙ্গুর, খুরমা, মধু, গম ও যব। এতদ্ভিন্ন যে কোন বস্তুর মাদকতায় হুঁসজ্ঞান আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে উহাই খামর বা মদ ও শরাবের শ্রেনীভূক্ত।

হাদীস-৩১০। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)-**মাদকতাপূর্ণ পানীয় হারাম।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- যে সমস্ত পানীয়ের মধ্যে মাদকতা থাকিবে উহা সবই হারাম।

হাদীস- ৩১১। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **শরাব হারাম হওয়ার সময় ৫ প্রকার শরাব ছিল।**

শরাব হারাম বলিয়া যে সময় কোরআনে ঘোষনা নাজেল[১] হইল তখন মদীনা এলাকায় পাঁচ প্রকারের মাদকদ্রব্য প্রচলিত ছিল- যাহার কোনটিই আঙ্গুরের রশে তৈরী হইত না। [১। পারা ৭ সুরা ৫ আয়াত ৯০]

হাদীস- ৩১২। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **শরাব হারাম হওয়ার ঘোষনায় বিশ্বাস স্থাপন।**

আমাদের মদীনা এলাকায় একমাত্র 'ফজীখ' শরাবই প্রচলিত ছিল। আমি আবু তালহা (রাঃ) এর ঘরে কতিপয় সাহাবীকে শরাব পান করাইতেছিলাম। একব্যক্তি তথায় উপস্থিত হইয়া বলিল- আপনারা খবর পান নাই কি? সকলে জিজ্ঞাসা করিল, কোন্ খবর? সে বলিল- শরাব হারাম হওয়ার ঘোষনা হইয়া গিয়াছে। তৎক্ষনাত সকলে আমাকে শরাবের কলসগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিবার আদেশ করিলেন। একজন মাত্র লোকের কথায় আর কোন প্রশ্ন না করিয়াই তাহারা তাহা করিলেন।

হাদীস- ৩১৩। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **কেবল আঙ্গুরের রসই শুরা নয়।**

একদা ওমর (রাঃ) মিম্বরে দাঁড়াইয়া বলিলেন- জানিয়া রাখ, শুরা হারাম করিয়া নাজেল[১] হইয়াছে আর তাহা পাঁচ প্রকারের জিনিষ দ্বারা তৈরী হয়- আঙ্গুর, খুরমা, মধু, গম ও যব। আর শুরা তাহাই যাহা জ্ঞান বুদ্ধি বিলোপ করিয়া দেয়। [১। আয়াত]

হাদীস- ৩১৪। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **শরাব হারাম হওয়ার ঘোষনা।**

আমি আবু ওবায়দা, আবু তালহা ও উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ)কে কাঁচা ও পাকা খেজুরের তৈরী শরাব পান করাইতে থাকাকালীন একজন আগন্তুক আসিয়া বলিল- শরাব হারাম ঘোষনা করা হইয়াছে। আবু তালহা (রাঃ) বলিলেন- হে আনাস! দাঁড়াইয়া যাও এবং তাহা ঢালিয়া ফেল। সুতরাং আমি তাহা ঢালিয়া ফেলিলাম।

হাদীস- ৩১৫। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **সুরা পানকারী আখেরাতে বঞ্চিত হইবে।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- যে ব্যক্তি দুনিয়ায় সুরা পান করিল অথচ উহা হইতে তওবা করিলনা, সে আখেরাতে উহা হইতে বঞ্চিত হইবে।১ [১। আখেরাতের সুরায় মাদকতা থাকিবে না। আখেরাত ভোগের স্থান।]

হাদীস- ৩১৬। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **সুরা হারাম হওয়ার সময় মদীনায় সুরা ছিল না।**

সুরা এমন সময় হারাম করা হইয়াছে যখন মদীনায় একটুও শরাব১ ছিল না। [১। আঙ্গুরের তৈরী]

হাদীস- ৩১৭। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **নেশা সৃষ্টিকারী পানীয় মাত্রই হারাম।**

রসূলুল্লাহ (দঃ)কে বিতআ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে। ইহা মধু হইতে তৈরী যাহা ইয়েমেনবাসীরা পান করিত। রসূলুল্লাহ (দঃ) জবাব দিলেন- নেশা সৃষ্টিকারী যে কোন পানীয়ই হারাম।

হাদীস- ৩১৮। সূত্র- হযরত আবদুর রহমান ইবনে আশয়ারী (রাঃ)- **ভিন্ন নামের আড়ালে শরাবকে হালাল মনে করা।**

আবু আমের (রাঃ) কিম্বা আবু মালেক আশয়ারী (রাঃ) আমার নিকট বর্ননা করিয়াছেন- আল্লাহর কসম, তিনি মিথ্যা বলেন নাই- তিনি নবী করীম (দঃ)কে বলিতে শুনিয়াছেন- আমার উম্মতের মধ্যে এমন অনেক সম্প্রদায় সৃষ্টি হইবে যাহারা জেনা, রেশমী বস্ত্র ব্যবহার, মদ্য পান ও গান বাদ্যকে হালাল মনে করিবে। আর অনেক সম্প্রদায় এমনও হইবে যাহারা পর্বতের পাদদেশে বসবাস করিবে। গোধূলী লগ্নে পশুপাল নিয়া ঘরে ফিরিবার কালে তাহাদের নিকট সাহায্যপ্রার্থী আসিলে তাহারা বলিবে- আগামী কাল সকালে আসিও। রাত্রির অন্ধকারেই আল্লাহ পর্বত ধ্বসাইয়া দিয়া তাহাদিগকে ধ্বংশ করিয়া দিবেন এবং অন্যান্যদেরকে বানর ও শুকর বানাইয়া রাখিবেন।

হাদীস- ৩১৯। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)- **ফাহেসা হারাম কিন্তু প্রশংসা উত্তম।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- শালীনতা বিবর্জিত নির্লজ্জ ফাহেসা কার্য্যকলাপকে আল্লাহতালা সর্বাধিক ঘৃনা করেন। সে জন্যই আল্লাহতালা প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সকল প্রকার ফাহেসাকে হারাম করিয়াছেন। পক্ষান্তরে আল্লাহতালা প্রশংসাকে সর্বাধিক ভালবাসিয়া থাকেন। তাই তিনি স্বয়ং নিজের প্রশংসা করিয়াছেন।

হাদীস- ৩২০। সূত্র- হযরত সায়াদ (রাঃ)- **যাহার প্রশ্নের ফলে কোন বস্তু হারাম হয় সে অপরাধী।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- মুসলমানদের মধ্যে সেই ব্যক্তির অপরাধ সব্ব বড় যাহার প্রশ্নের পর হারাম নয় এমন বস্তুকে হারাম করা হইয়াছে।

ছবি

হাদীস- ৩২১। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **ছবিযুক্ত পর্দা ব্যবহার নিষেধ।**

আমার কক্ষে একটি ছবিযুক্ত পর্দা ঝুলাইয়াছিলাম। নবী করীম (দঃ) পর্দাটি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। উহা দ্বারা আমি দুইটি গিদ্দা তৈরী করিয়াছিলাম- যাহার উপর নবী করীম (দঃ) বসিতেন।

হাদীস- ৩২২। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **ছবিযুক্ত পর্দা লটকানো নিষেধ।**

নবী করীম (দঃ) একবার ফাতেমা (রাঃ) এর বাড়ীতে আসিয়া ঘরে প্রবেশ না করিয়া ফিরিয়া গেলেন। আলী (রাঃ) ফাতেমা (রাঃ) এর নিকট ঘটনা শুনিয়া নবী করীম (দঃ) এর নিকট গিয়া ব্যাপার জানিতে চাহিলে তিনি বলিলেন- আমি তাহার দরজায় ছবিযুক্ত পর্দা লটকানো দেখিয়াছি। দুনিয়া ও তাহার সাজ সজ্জার আমার কি প্রয়োজন? আলী (রাঃ) ফাতেমা (রাঃ) এর নিকট সকল কথা বলিলে ফাতেমা (রাঃ) বলিলেন- ঐ গুলির ব্যাপারে তাঁহার কি নির্দ্দেশ? নবী করীম (দঃ) বলিয়া পাঠাইলেন- অমুক পরিবারের লোকদের নিকট পাঠাইয়া দাও। তাহাদের তীব্র প্রয়োজন রহিয়াছে।

হাদীস- ৩২৩। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **যে ঘরে ছবি থাকে সেঘরে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না।**

আমি নবী করীম (দঃ) এর জন্য ছবিযুক্ত একটি ছোট আসন ক্রয় করি। নবী করীম (দঃ) আমার ঘরে আসার পর দুই দরজার মাঝখানে দাঁড়াইয়া আসনটি দেখা মাত্র তাঁহার চেহারা বিবর্ণ হইয়া গেল। আমি আরজ করিলাম "ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ) ! আমার কি কোন অপরাধ হইয়াছে? তিনি বলিলেন- এই আসনটি কেন? আমি বলিলাম- আপনার বসার জন্যই ইহা খরিদ করিয়াছি। তিনি বলিলেন- তুমি কি জান না যে ঘরে ছবি[১] থাকে সে ঘরে ফেরেশতা[২] ঢুকে না এবং যে ব্যক্তি ছবি[৩] আঁকিবে কেয়ামতের দিন তাহাকে শাস্তি দেওয়া হইবে, আর আল্লাহ বলিবেন- যে ছবি তুমি বানাইয়াছ তাহাকে জীবন দান কর? [১। প্রানীর, ২। রহমতের ৩। প্রাণীর]

হাদীস- ৩২৪। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **ছবিযুক্ত আসন নিষিদ্ধ।**

আমি অনেক প্রানীর ছবিযুক্ত একটি গদি খরিদ করিলাম। রসূলুল্লাহ (দঃ) ঘরে প্রবেশ না করিয়া দরজায় দাঁড়াইয়া গেলেন। আমি বলিলাম[১]-

আমি আল্লাহর দরবারে গোনাহের জন্য তওবা করিতেছি। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন- এই গদিটি কেন? আমি বলিলাম- আপনার বসার এবং বিছানা হিসাবে ব্যবহার করার জন্য। তিনি বলিলেন- এইসব ছবি[১] যাহারা তৈরী করিয়াছে, কেয়ামতের দিন তাহাদিগকে শাস্তি দেওয়া হইবে এবং বলা হইবে- যাহা তৈরী করিয়াছ, তাহাকে জীবন দান কর। ফেরেশতা[৩] কখনও এমন ঘরে প্রবেশ করে না, যেই ঘরে ছবি[৪] থাকে। [১। তাঁহার রাগান্বিত ভাব লক্ষ করিয়া ২। প্রানীর। ৩। রহমতের, ৪। প্রানীর]

হাদীস- ৩২৫। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **যে ঘরে চিত্র থাকে সে ঘরে রহমতের ফেরেশতা ঢুকে না।**

নবী করীম (দঃ) কাবা শরীফে প্রবেশ করিয়া ইবরাহিম (আঃ) ও মরিয়ম (রাঃ) এর চিত্র দেখিতে পাইয়া তিরস্কার করিয়া বলিলেন- মক্কার লোকেরা তো এই কথা নিশ্চয়ই শুনিয়া থাকিবে যে -যেই ঘরে চিত্র থাকে সেই ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করে না।

চিত্রে ইবরাহিম (আঃ) এর হাতে তীর দেখিয়া তিনি বলিয়াছিলেন- তীরদ্বারা এসতেকসামের রীতির সঙ্গে হযরত ইবরাহিমের কি সম্পর্ক ছিল?

হাদীস- ৩২৬। সূত্র- হযরত আবু জুরআ (রাঃ)- **ছবি তৈরীকারী জালেম।**

আবু হোরায়রা (রাঃ) সহ আমি মদীনার এক বাড়ীতে প্রবেশ করিলে তিনি একজন ছবি নির্মাতাকে ঘরের উপর ছবি অঙ্কন করিতে দেখিতে পাইয়া বলিলেন- আমি রসূলুল্লাহ (দঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি- 'আমার[১] সৃষ্টির মত করিয়া যে সৃষ্টি করিতে যায়, তাহার চাইতে বড় জালেম আর কে আছে? তাহা হইলে তাহারা একটি শস্যদানা বা একটি অনুকনা সৃষ্টি করুক তো দেখি!' অতঃপর তিনি[২] পানি আনাইয়া বগল পর্যন্ত পানি পৌছাইয়া দুই হাত ধুইলেন। আমি[৩] জিজ্ঞাসা করিলাম- হে আবু হোরায়রা (রাঃ)! আপনি কি রসূলুল্লাহ (দঃ) এর নিকট হইতে এই ব্যাপারে কিছু শুনিয়াছেন? তিনি বলিলেন- অলঙ্কার পরার চূড়ান্ত জায়গা পর্যন্ত।[৪] [১। আল্লাহর, ২। আবু হোরায়রা (রাঃ), ৩। আবু জুরআ (রাঃ), ৪। ধুইতে হইবে।

হাদীস- ৩২৭। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **ছবি তৈরীকারীর কঠিন আজাব হইবে।**

আবু তালহা (রাঃ) হইতে বর্ণিত- নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- ফেরেশতাগন[১] সেই ঘরে প্রবেশ করে না, যেই ঘরে কুকুর ও ছবি[২] রহিয়াছে। [১। রহমতের। ২। প্রাণীর]

হাদীস- ৩২৮। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **ছবিযুক্ত পর্দা ব্যবহার নিষেধ।**

আমার ঘরে একটি ছবি[১]যুক্ত পর্দা লটকানো ছিল। নবী করীম (দঃ) এক সফর হইতে ফিরিয়া আমাকে উহা নামাইয়া ফেলিতে বলিলে আমি উহা নামাইয়া ফেলিলাম। আমি এবং নবী করীম (দঃ) একই পাত্রে গোসল করিতাম। [১। প্রাণীর]

হাদীস- ৩২৯। সূত্র- হযরত মাসরুখ (রাঃ)- **ছবি তৈরীকারীদের আজাব সর্বাধিক কঠিন।**

একব্যক্তির ঘরের বারান্দায় ছবি দেখিতে পাইয়া বর্ণনাকারী বলিলেন- আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি- রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- নিশ্চয় জানিও কেয়ামতের দিন আল্লাহতা'লার নিকট সর্বাধিক কঠিন আজাব হইবে ছবি তৈরীকারকদের।

হাদীস- ৩৩০। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **ছবি তৈরীকারকদের আজাব।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- যাহারা এইসব ছবি তৈরী করিবে কেয়ামতের দিন তাহাদিগকে আজাব দেওয়া হইবে এবং বলা হইবে- যে সব বানাইয়াছ উহাদের প্রান দাও।

হাদীস- ৩৩১। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **ছবিযুক্ত জিনিষ ভাঙ্গিয়া ফেলা।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) নিজ গৃহে ছবিযুক্ত কোন জিনিষ রাখিতেন না, বরং তাহা ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া ফেলিতেন।

হাদীস- ৩৩২। সূত্র- হযরত সাঈদ ইবনে আবুল হাসান (রাঃ)- **জীবের ছবি আঁকা নিষেধ।**

একব্যক্তি ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর নিকট আসিয়া বলিল- আমি এমন মানুষ যে হস্ত শিল্প দ্বারা জীবিকা অর্জন করি আর আমার হস্ত শিল্প হইল আমি এইসব ছবি আঁকি। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিলেন- আমি রসূলুল্লাহ (দঃ) এর নিকট হইতে যাহা শুনিয়াছি তাহাই তোমাকে বলিব। আমি তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি- যে ব্যক্তি ছবি তৈরী করিবে, যতক্ষন পর্যন্ত না সে উহাতে প্রাণ সঞ্চার করিতে পারিবে ততক্ষন তাহাকে আল্লাহ আজাব দিতে থাকিবেন অথচ সে কখনও তাহাতে প্রাণ সঞ্চার করিতে পারিবে না। ইহা শুনিয়া লোকটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিল এবং তাহার চেহারা ফ্যাকাশে হইয়া গেল। তখন ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিলেন- এই কাজ করা ছাড়া যদি তোমার কোন গত্যন্তর না থাকে তাহা হইলে তুমি বৃক্ষের ও প্রানহীন বস্তুর ছবি তৈরী করিতে পার।

হাদীস- ৩৩৩। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **ঘরে ছবি থাকিলে ফেরেশতা প্রবেশ করে না।**

একবার জিব্রাইল (আঃ) রসূলুল্লাহ (দঃ) এর সাক্ষাতে আসিতে ওয়াদা করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার আসায় দেরী দেখিয়া রসূলুল্লাহ (দঃ) মনে কষ্ট পাইলেন। ঘর হইতে বাহির হইয়া জিব্রাইল (আঃ) এর সাথে সাক্ষাত হইলে তিনি তাঁহার নিকট মনে কষ্ট পাওয়ার অভিযোগ করিলেন। তখন জিব্রাইল (আঃ) বলিলেন- যেই ঘরে ছবি থাকে আর যেই ঘরে কুকুর থাকে, আমরা[১] কখনও সেই ঘরে প্রবেশ করি না। [১। ফেরেশতারা]

হাদীস- ৩৩৪। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **ছবি থাকা ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করে না।**

আমি আবূ তালহা (রাঃ) এর মুখে শুনিয়াছি:- তিনি রসূলুল্লাহ (দঃ)কে বলিতে শুনিয়াছেন- সেই ঘরে ফেরেশতা[১] প্রবেশ করে না, যেই ঘরে কুকুর আছে এবং সেই ঘরেও না যেই ঘরে ছবি[২] আছে। [১। রহমতের, ২। প্রানীর]

হাদীস ৩৩৫। সূত্র-হযরত আবূ তালহা (রাঃ)-**সকল ছবি নিষেধ নয়।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- নিশ্চয়ই ফেরেশতা[১] সেই ঘরে প্রবেশ করে না, যেই ঘরে ছবি[২] আছে।

বুসর (রাঃ) এর বর্ণনা- জায়েদ (রাঃ) অসুস্থ হইয়া পড়িলে আমি তাঁহার খেদমতের জন্য গিয়া তাঁহার ঘরের দরজায় একখানা ছবিপূর্ন পর্দা লটকানো দেখিয়া ওবায়দুল্লাহকে[৩] বলিলাম- জায়েদ (রাঃ) কি প্রথম দিনই আমাদের ছবি সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করেন নাই? ওবায়দুল্লাহ বলিলেন- তিনি বর্ণনাকালে যে কাপড়ে নকশী[৪] করার কথা বাদ দিয়াই বলিয়াছিলেন তাহা কি তুমি শোন নাই? [১। রহমতের, ২। প্রানীর, ৩। উম্মুল মোমেনীন মায়মুনা (রাঃ) এর পালিত, ৪। লতাপাতার]

হাদীস- ৩৩৬। সূত্র- হযরত আবূ জুহাইফা (রাঃ)- **ছবি অংকনকারীর ও ঘুষ খোরের উপর লানত।**

নবী করীম (দঃ) রক্তের দাম, কুকুরের দাম ও জেনাকারীনির উপার্জন গ্রহন করিতে নিষেধ করিয়াছেন। যে ঘুষ খায়, যে ঘুষ দেয়, যে শরীরে উল্কি উৎকীর্ন করে এবং যে করায় আর যে ছবি অংকন করে ইহাদের সবার উপর নবী করীম (দঃ) লা'নত করিয়াছেন।

৪ । অজু - গোসল

হাদীস- ৩৩৭। সূত্র-হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **অজুর নিয়মাবলী ।**

একদা ইবনে আব্বাস (রাঃ) অজু করিতে বসিয়া এক হাতের আঁজলে পানি লইয়া কুল্লি করিলেন ও নাকে পানি দিলেন। তারপর আবার পানি লইয়া উহার সঙ্গে দ্বিতীয় হাত মিলাইয়া দুই হাত দ্বারা মুখ ধুইলেন। তারপর এক হাতের অঞ্জলীতে পানি লইয়া ডান হাত ধৌত করিলেন এবং বাম হাতও এইভাবে ধুইলেন। তারপর মাথা মসেহ করিয়া এক আঁজল পানি লইয়া ডান পায়ের উপর ঢালিয়া দিয়া ধৌত করিলেন এবং অনুরূপভাবে বাম পা ও ধৌত করিলেন। অবশেষে বলিলেন- আমি রসুল (দঃ)কে এইরূপ করিতে দেখিয়াছি।

হাদীস- ৩৩৮। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **নাকে পানি দেওয়া, বেজোড় ঢিলা ব্যবহার এবং হাত ধোয়া ।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন -অজুর মধ্যে নাকে পানি দিয়া নাক ঝাড়িবে, ঢিলা বেজোড় সংখ্যায় ব্যবহার করিবে, নিদ্রা হইতে উঠিয়া পানির পাত্রে হাত দেওয়ার পূর্বে হাত ধৌত করিয়া লইবে। কারণ, নিদ্রাবস্থায় হাত কোথায় লাগিয়াছে তাহা তুমি জান না।

হাদীস-৩৩৯। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জায়েদ (রাঃ)- **অজু কিভাবে করিতে হয় ।**

এক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জায়েদ (রাঃ)কে বলিল- হযরত (দঃ) অজু কিরূপে করিতেন তাহা আপনি দেখাইতে পারেন কি? তিনি বলিলেন- হ্যাঁ। এই বলিয়া তিনি পানি আনাইলেন এবং হাতের উপর পানি ঢালিয়া দুই বার হাত ধৌত করিলেন। তারপর তিনি কুল্লি করিলেন ও নাকে পানি দিলেন। তারপর মুখ ধুইলেন। দুই হাত দুইবার কনুই পর্যন্ত ধুইলেন। দুই হাত দ্বারা একবার মসেহ করিলেন- সম্মুখের দিক হইতে আরম্ভ করিয়া পেছনের দিকে গর্দান পর্যন্ত এবং পেছন হইতে সম্মুখ ভাগে আরম্ভ করার স্থান পর্যন্ত। তারপর দুই পা টাখনা পর্যন্ত ধৌত করিলেন।

হাদীস-৩৪০। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জায়েদ (রাঃ) -**অজুর নিয়ম ।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) আমাদের বাড়ীতে তসরীফ আনিলে আমরা একটি পিতলের পাত্রে পানি হাজির করিলাম। হযরত (দঃ) ঐ পানি দ্বারা অজু করিলেন। মুখমন্ডল তিনবার ধৌত করিলেন, উভয় হাত কনুই পর্যন্ত দুইবার ধুইলেন এবং মাথা সম্মুখ হইতে পেছনের দিকে, পেছন হইতে সম্মুখের দিকে মসেহ করিলেন। তারপর পা ধৌত করিলেন।

YOADRI.BLOGSPOT

হাদীস- ৩৪১। সূত্র- হযরত মুগীরা (রাঃ)- **অজুতে কনুই পর্যন্ত হাত ধোয়া।**

এক সফরে নবী করীম (দঃ) আমাকে বলিলেন-পানির পাত্র লও। আমি উহা লইলাম। রসূল (দঃ) নির্জন স্থানের দিকে যাইতে লাগিলেন এবং আমার অদৃশ্যে চলিয়া গেলেন। ফিরিয়া আসিয়া তিনি অজু করিতে বসিলেন। আমি অজুর পানি ঢালিয়া দিতেছিলাম। তাঁহার পরিধানে সিরিয়া দেশের তৈরী একটি জুব্বা ছিল। উহার আস্তিনের মুহরী সরু ছিল বিধায় উহা টানিয়া কনুইয়ের উপর উঠানো সম্ভব হইল না। তিনি হস্তদ্বয় ভিতর দিক হইতে টানিয়া উহা হইতে বাহির করিয়া লইলেন এবং পূর্ণ অজু করিয়া পা ধোয়ার পরিবর্তে চামড়ার মোজার উপর মসেহ্ করিলেন। তারপর নামাজ পড়িলেন।

হাদীস- ৩৪২। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ)- **অজুর জায়গা শুষ্ক থাকা।**

এক সফরে পথ চলিতে নবী করীম (দঃ) আমাদের পেছনে রহিয়া গিয়াছিলেন। আমরা আসরের নামাজের প্রায় শেষ ওয়াক্তে একস্থানে অজু আরম্ভ করিলে তিনি আমাদের নিকট পৌছিলেন। আমরা তাড়াহুড়া বশতঃ পূর্ণাঙ্গ পা না ধুইয়া কেবলমাত্র মুছিয়া ফেলার ন্যায় অসম্পূর্ণভাবে পা ধুইলাম। পায়ের গোড়ালী শুষ্ক রহিল। নবী করীম (দঃ) আমাদিগকে এইরূপ করিতে দেখিয়া উচ্চস্বরে ডাকিয়া বলিতে লাগিলেন- 'গোড়ালী অগ্নিতে দগ্ধ হইবে।' তিনি দুই তিনবার এইরূপ বলিলেন।

হাদীস- ৩৪৩। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **শুষ্ক গোড়ালী দোজখে যাইবে।**

একদা আবু হোরায়রা (রাঃ) কোথাও যাইতেছিলেন। কয়েকজন লোককে একটি পাত্র হইতে অজু করিতে দেখিয়া তিনি বলিলেন-ঠিকমত অজু কর। আমি আবুল কাশেম (দঃ) কে বলিতে শুনিয়াছি-' ধ্বংস শুষ্ক গোড়ালীর লোকদের জন্য, তাহা দোযখের আগুনে জ্বলিবে।'

হাদীস- ৩৪৪। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **অজু ছাড়া নামাজ হইবে না।**

রসূল (দঃ) বলিয়াছেন- যে ব্যক্তি হদস[১] করে, অজু না করা পর্যন্ত তাহার নামাজ কবুল হয় না। [১। বায়ু বাহির হওয়া।]

৩৪৫। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **অজুর স্থান নূরানী হইবে।**

রসূলুল্লাহ (দঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি- আমার উম্মতকে তাহাদের অজুর চিহ্নের জন্য 'গুররাল মুহাজ্জলীন' বলিয়া[১] ডাকা হইবে। কাজেই তোমাদের যাহার পক্ষে সম্ভব সে তাহার জ্যোতি বিস্তৃত কর। [১। অজুর স্থানে উজ্জ্বলতা- যাহা হইতে জ্যোতি বিচ্ছুরিত হইবে।]

হাদীস- ৩৪৬। সূত্র- হযরত ইবাদ ইবনে তামীম (রাঃ) তাহার চাচা হইতে- **শব্দ না শুনিলে বা দুর্গন্ধ না পাইলে অজু ভঙ্গ হইবে না।**

রসূল (দঃ) বলিয়াছেন-যাবৎ শব্দ না শুনিবে বা দুর্গন্ধ অনুভব না করিবে, নামাজ ছাড়িবে না।

হাদীস- ৩৪৭। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **প্রত্যেক অঙ্গ একবার ধৌত করা।**

নবী করীম (দঃ) এক একবার অঙ্গ ধৌত করিয়া অজু করিতেন।

হাদীস - ৩৪৮। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জায়েদ (রাঃ)- **দুইবার প্রতি অংগ ধৌত করা।**

নবী করীম (দঃ) দুই বার অঙ্গ ধৌত করিয়া অজু করিতেন।

হাদীস- ৩৪৯। সূত্র- হযরত ওসমান (রাঃ)- **প্রতি অঙ্গ তিনবার ধৌত করা।**

ওসমান (রাঃ) পানির পাত্র আনাইলেন এবং দুই হাতের উপর তিনবার পানি ঢালিয়া ধৌত করিলেন। তারপর ডান হাত দ্বারা পাত্র হইতে পানি উঠাইয়া কুল্লি করিলেন এবং দুই হাত কনুই পর্যন্ত তিনবার ধৌত করিলেন। তারপর মসেহ করিলেন। তারপর দুই পা টাখনার উপর পর্যন্ত তিন তিনবার ধৌত করিলেন। অতঃপর বলিলেন-রসুল (দঃ) ফরমাইয়াছেন- যে ব্যক্তি এইরূপ অজু করিয়া দুই রাকাত নামাজ পূর্ণ একাগ্রতার সাথে আদায় করিবে তাহার পূর্বের সমস্ত গোনাহ মাফ হইয়া যাইবে।

হাদীস-৩৫০ । সূত্র- হযরত ওসমান (রাঃ)- **উত্তম অজু।**

আমি একটি হাদীস বয়ান করিব যাহা কোরআন শরীফের একটি আয়াত[১] না থাকিলে আমি বর্ণনা করিতাম না। আমি নবী করীম (দঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি- যে ব্যক্তি উত্তমরূপে অজু করিয়া দুই রাকাত নামাজ পড়িবে নামাজ শেষ করা পর্যন্ত তাহার পূর্বের সকল গোনাহ মাফ হইয়া যাইবে। [১। হাদীস গোপন না করার নির্দেশ সম্বলিত]

হাদীস-৩৫১। সূত্র- হযরত মুগীরা (রাঃ)- **মল ত্যাগের পর অজু।**

মুগীরা (রাঃ) এক সফরে হুজুর (দঃ) এর সঙ্গে ছিলেন। রসুল (দঃ) মল ত্যাগ করিয়া আসিয়া অজু করিলেন। মুগীরা (রাঃ) তাঁহাকে পানি ঢালিয়া দিতে লাগিলেন। তিনি মুখ ও দুই হাত ধুইলেন, মাথা মসেহ করিলেন, চামড়ার মোজা পায়ে ছিল উহা মসেহ করিলেন।

হাদীস-৩৫২। সূত্র- হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)- **স্বামী- স্ত্রী এক পাত্রে অজু করা।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) এর জমানায় স্বামী-স্ত্রী এক পাত্রে অজু করিয়া থাকিত।

হাদীস-৩৫৩। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)।- **অজু গোসলে পানির পরিমান।**

নবী করীম (দঃ) প্রায় চারি সের পানি দ্বারা গোসল করিতেন এবং প্রায় এক সের পানি দ্বারা অজু করিতেন।

হাদীস-৩৫৪। সূত্র- হযরত সায়াদ (রাঃ)- **মোজার উপর মসেহ করা।**

নবী করীম (দঃ) চামড়ার মোজার উপর মসেহ করিতেন। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ওমর (রাঃ)কে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দিলেন- নিশ্চয়ই। সায়াদ (রাঃ) যাহা বর্ননা করেন তাহা অন্য কাহারও নিকট জিজ্ঞাসা করার দরকার হয় না।

হাদীস-৩৫৫। সূত্র- হযরত আমর ইবনে উমাইয়া (রাঃ)- মোজার উপর মসেহ করা।

নবী করীম (দঃ)কে চামড়ার মোজার উপর এবং পাগড়ীর উপর মসেহ করিতে দেখিয়াছি।

হাদীস-৩৫৬। সূত্র- হযরত মুগীরা (রাঃ)- মোজার উপর মসেহ করা।

আমি নবী করীম (দঃ) এর সঙ্গে এক সফরে ছিলাম। তাঁহাকে অজু করাইবার সময় আমি তাঁহার চামড়ার মোজা খুলিবার জন্য উদ্যত হইলে তিনি বলিলেন- মোজা খুলিতে হইবে না, আমি অজু অবস্থায় ইহা পায়ে দিয়াছিলাম। এই বলিয়া তিনি মোজার উপর মসেহ করিলেন।

হাদীস- ৩৫৭। সূত্র- হযরত হাম্মান (রাঃ)- মোজার উপর মসেহ করা।

আমি জরীর ইবনে আবদুল্লাহকে দেখিলাম তিনি প্রস্রাবান্তে অজু করিবার সময় চামড়ার মোজার উপর মসেহ করিলেন, তারপর নামাজ পড়িলেন। তাঁহাকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন- আমি নবী করীম (দঃ)কে এইরূপ করিতে দেখিয়াছি।

হাদীস-৩৫৮। সূত্র- হযরত আব্বাস (রাঃ)- মাংস খাইয়া অজু না করা।

রসূল (দঃ) একদিন বকরীর গোশত খাইলেন এবং নূতন অজু না করিয়াই নামাজ পড়িলেন।

হাদীস-৩৫৯। সূত্র- হযরত আমর ইবনে উমাইয়া (রাঃ)- গোশত খাইয়া নূতন অজু না করা।

আমি দেখিয়াছি নবী করীম (দঃ) বকরীর একটি ভুনা করা আস্ত রান হইতে ছুরি দ্বারা কাটিয়া খাইতেছিলেন। তাঁহাকে নামাজের জন্য খবর দেওয়া হইলে তিনি ছুরি ফেলিয়া দিয়া নামাজে দাঁড়াইলেন। নূতন অজু করিলেন না।

হাদীস-৩৬০ । সূত্র- হযরত মায়মুনা (রাঃ)- গোশত খাইয়া অজু না করা।

নবী করীম (দঃ) বকরীর রানের গোশত খাইয়া নামাজ পড়িলেন-নূতন অজু করেন নাই।

হাদীস-৩৬১। সূত্র- হযরত সোয়ায়েদ ইবনে নোমান (রাঃ)- ছাতু খাইয়া নূতন অজু না করা।

রসূল (দঃ) খায়বরের যুদ্ধে যাইবার সময় 'সাহাবা' নামক স্থানে পৌঁছিয়া আসরের নামাজ পড়িলেন। নামাজান্তে প্রত্যেকেই নিজ নিজ খাবার বস্তু ছাতু একসঙ্গে পানির দ্বারা গুলিয়া নবী করীম (দঃ) সহ খাইলেন।

তারপর রসূল (দঃ) মাগরীবের নামাজের জন্য তৈরী হইয়া শুধু কুল্লি করিলেন। নূতন অজু করিলেন না।

হাদীস-৩৬২ । সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **দুধ খাইয়া কুল্লি করিতে হয়।**

একদা রসুল (দঃ) দুধ পান করিয়া কুল্লি করিলেন। অতঃপর বলিলেন- ইহা তৈলাক্ত বস্তু।

হাদীস-৩৬৩ । সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **প্রত্যেক নামাজে অজু করা উত্তম।**

নবী করীম (দঃ) প্রত্যেক নামাজের সময় অজু করিতেন। আপনারা কিরূপ করিতেন জিজ্ঞাসা করা হইলে আনাস (রাঃ) বলিলেন- আমরা সাধারনতঃ এক অজু ভঙ্গ হইলেই অজু করিতাম।

হাদীস- ৩৬৪। সূত্র- হযরত সোয়ায়েদ ইবনে নোমান (রাঃ)- **খাওয়ার পর কুল্লি করিয়া নামাজ পড়া।**

খায়বর অভিযানকালে খায়বরের নিকটবর্তী 'সাহাবা' নামক স্থানে রসূলুল্লাহ (দঃ) আসরের নামাজ পড়ার পর সকলকে খাদ্য বস্তু উপস্থিত করার আদেশ দিলেন। ছাতু ভিন্ন আর কিছুই উপস্থিত করার ছিল না। রসূলুল্লাহ (দঃ) সহ আমরা সকলে উহাই খাইলাম। অতঃপর তিনি এবং আমরা সকলে কুল্লি করিয়া নূতন অজু ছাড়াই মাগরেবের নামাজ পড়িলাম।

হাদীস- ৩৬৫। সূত্র- হযরত সায়ীদ ইবনে হারেস (রাঃ)- **পাকানো খাদ্য খাওয়ার পর নতুন অজু।**

জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ)কে পাকানো বস্তু খাওয়ার পর অজু[১] করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন- না। নবী করীম (দঃ) এর জমানায় খুব কম খাদ্যই আমাদের জুটিত। আমরা যখন খাদ্য পাইতাম, তখন হাতের পাঞ্জা, বাজু ও পা ভিন্ন আমাদের কোন রুমাল ছিল না। অতঃপর আমরা নামাজ পড়িতাম কিন্তু অজু করিতাম না। [১। নতুন অজু]

হাদীস- ৩৬৬। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) - **প্রত্যেক ওয়াক্তে মেসওয়াক।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলেন- আমার উন্মতের জন্য কঠিন মনে না করিলে আমি প্রত্যেক নামাজের ওয়াক্তেই মেসওয়াক করার হুকুম দিতাম ।

হাদীস- ৩৬৭। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)-**মেসওয়াকের গুরুত্ব।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলেন- মেসওয়াক সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে অনেক বলিয়াছি।

হাদীস- ৩৬৮। সূত্র - হযরত হোজায়ফা (রাঃ) - **মেসওয়াক করা।**

নবী করীম (দঃ) রাত্রে নামাজের জন্য উঠিয়া দাঁত মাজিয়া পরিষ্কার করিয়া মুখ ধুইতেন।

হাদীস- ৩৬৯। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ) - **নবীজীর অন্তিম মেসওয়াক।**

আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর একটি মেসওয়াক নিয়া দাঁত ঘষিতে ঘষিতে প্রবেশ করিলে রসূলুল্লাহ (দঃ) তাহার দিকে তাকাইয়া দেখিলেন। আমি বলিলাম - আবদুর রহমান! মেসওয়াকটি আমাকে দাও। সে উহা আমাকে দিলে আমি উহা ভাঙ্গিয়া ফেলিলাম এবং চিবাইয়া রসূলুল্লাহ (দঃ)কে দিলাম। তিনি আমার বুকে হেলান দিয়া উহার সাহায্যে মেসওয়াক করিলেন।

তায়াম্মুম

হাদীস- ৩৭০। সূত্র-হযরত আয়েশা (রাঃ)- **তায়াম্মুম প্রথা চালু।**

কোন এক সফরে বায়দা বা জাতুল জায়শ নামক স্থানে আমার গলার হার হারাইয়া গেলে উহার তালাশে রসূল (দঃ) ও লোকজনসহ আমাকে অপেক্ষা করিতে হয়। সেখানে পানির কোন ব্যবস্থা না থাকায় সকলে আমার পিতা আবুবকর (রাঃ) এর নিকট অভিযোগ করিতে লাগিল যে, আয়েশা (রাঃ) এমন কাজ করিয়াছে যাহাতে রসূল (দঃ) সহ সকলকে এমন জায়গায় অপেক্ষমান থাকিতে হইতেছে যেখানে পানির কোন নাম-নিশানাও নাই এবং তাহারও সঙ্গে পানিও নাই। পিতা আমার নিকট আসিয়া ভর্ৎসনা ও তিরস্কার সহকারে রাগান্বিত হইয়া আমাকে মুষ্টাঘাতও করিলেন। রসূল (দঃ) মাথা আমার উরুর উপর রাখিয়া ঘুমাইতেছিলেন বিধায় আমি নড়াচড়াও করিতে পারিতেছিলাম না। রাত্রি প্রভাত হইলে রসূল (দঃ) ঘুম হইতে উঠিলেন এবং তখনই তায়াম্মুমের আয়াত নাজেল হইল। সকলেই তায়াম্মুম করিয়া নামাজ পড়িল।

হারানো হার তালাশের কাজে নিযুক্ত সাহাবী উসায়েদ ইবনে হোজায়ের (রাঃ) এই খবর শুনিবার পর উল্লাসিত হইয়া বলিলেন- হে আবুবকর (রাঃ) এর পরিবার! ইহাই কি আপনাদের প্রথম বরকত নয়?

আমি যেই উটটির উপর সওয়ার ছিলাম উহাকে বসা অবস্থা হইতে দাঁড় করান হইলে দেখা গেল যে হারটি ঐ উটের নীচে পড়িয়া রহিয়াছে।

হাদীস-৩৭১। সূত্র- হযরত আবু জোহায়ম (রাঃ) -**তায়াম্মুম করিয়া সালামের উত্তর দান।**

একদা নবী করীম (দঃ) বীরে জামান নামক স্থান হইতে আসিতেছিলেন। তাঁহার সঙ্গে এক ব্যক্তির সাক্ষাৎ হইল। সে নবী করীম (দঃ) কে সালাম করিল। তিনি সালামের উত্তর না দিয়া এক দেয়ালের নিকটবর্তী যাইয়া দুই হাতের তালুর দ্বারা উহার সংস্পর্শে মুখমণ্ডল ও দুই হাত মসেহ করিলেন। তারপর ঐ ব্যক্তির সালামের উত্তর দিলেন।

হাদীস-৩৭২। সূত্র- হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ)- **পানি পাওয়া না গেলে তায়াম্মুম করিয়া নামাজ।**

তিনি ওমর (রাঃ)কে বলিলেন- আপনার কি স্মরন আছে যে, আমি ও আপনি একবার সফরে ছিলাম। সেই অবস্থায় আমাদের উভয়ের গোসল ফরজ হয়। আপনি নামাজ পড়িলেন না কিন্তু আমি মাটিতে গড়াগড়ি করিয়া

নামাজ পড়িলাম। তারপর নবী করীম (দঃ) এর নিকট ঘটনা বর্ননা করিলে তিনি বলিলেন- তোমার জন্য মাত্র এতটুকুই যথেষ্ট ছিল- এই বলিয়া তিনি দুই হাতের তালু মাটিতে মারিলেন এবং উহা ফু দিয়া ঝাড়িলেন। অতঃপর উহা দ্বারা মুখমন্ডল ও উভয় হাত মসেহ করিলেন।

হাদীস-৩৭৩। সূত্র- হযরত শাকীক ইবনে সালামা (রাঃ)- **পানির অভাবে তায়াম্মুম করিয়া নামাজ।**

একদা আবু মুসা আশআরী (রাঃ) আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন যে কোন ব্যক্তি জানাবতের সম্মুখীন হইয়া দীর্ঘ একমাস যাবৎ পানির ব্যবস্থা করিতে না পারিলে সে কি তায়াম্মুম করিয়া নামাজ পড়িবে? তিনি বলিলেন- তাহার জন্য তায়াম্মুম যথেষ্ট হইবে না, নামাজ ত্যাজ্য পড়িতে হইবে। আবু মুসা (রাঃ) বলিলেন- আপনি জানেন না যে আম্মার (রাঃ) তাঁহার প্রতি রসূল (দঃ) এর আদেশ বর্ননা করিয়াছেন যে তোমার জন্য এইরূপ করিয়া লওয়াই যথেষ্ট। আবদুল্লাহ (রাঃ) বলিলেন- আপনি দেখেন নাই যে ঘটনার বর্ননা শুনিয়া ওমর(রাঃ) উহার প্রতি মনোযোগ দেন নাই? তখন আবু মুসা (রাঃ) বলিলেন- আচ্ছা আম্মারের ঘটনা ধর্তব্য না হোক কিন্তু কোরআন শরীফের সুরা মায়েদার আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করুন, "অজু ভঙ্গ বা জানাবত অবস্থায় পানির ব্যবস্থা না হইলে তায়াম্মুম করিয়া লও।" আবদুল্লাহ (রাঃ) কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। কিন্তু তিনি বলিলেন- জানাবত অবস্থায় গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুমের সুযোগ দেওয়া হইলে শীতের দিনে পানি ঠান্ডা লাগায় তায়াম্মুমের সুযোগ নেওয়া হইবে। তখন আবু মুসা (রাঃ) আবদুল্লাহ (রাঃ)কে বলিলেন- আচ্ছা আপনি শুধু এই আশঙ্কায় জানাবতের জন্য তায়াম্মুম ফতোয়া দিতে চান না ? তিনি বলিলেন- হ্যাঁ।

গোসল

হাদীস- ৩৭৪। সূত্র- হযরত উম্মে আতিয়া (রাঃ)- **গোসল ডান দিক ও অজুর স্থান হইতে।**

নবী কন্যা জয়নাব (রাঃ) মারা গেলে তাহার গোসলদানকারীদিগকে নবী করীম (দঃ) আদেশ দিলেন-ডানপার্শ্ব এবং অজুর অঙ্গ সমূহ হইতে গোসল দেওয়া আরম্ভ করিও।

হাদীস- ৩৭৫। সূত্র- হযরত উম্মে সালামা (রাঃ)- **স্ত্রী লোকের স্বপ্নদোষে গোসল।**

উম্মে সোলায়েম নামক এক মহিলা রসূল (দঃ) এর খেদমতে আসিয়া আরজ করিল-ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহতালা হক কথা প্রকাশ করিতে লজ্জিত হন না। স্ত্রীলোকদের স্বপ্নদোষ হইলে গোসল ফরজ হইবে কি? রসূল (দঃ) বলিলেন- বীর্য দেখিলে গোসল ফরজ হইবে। আমি তখন লজ্জায় মুখ ঢাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম-ইয়া রাসূলুল্লাহ। স্ত্রীলোকদের কি

স্বপ্নদোষ হইয়া থাকে? হযরত (দঃ) বলিলেন-নিশ্চয়ই; নচেৎ সন্তান মায়ের আকৃতি পায় কিরূপে?

হাদীস- ৩৭৬। সূত্র- হযরত আলী (রাঃ)- **মজিতে নাপাক হয় না।**

আমার অত্যধিক মজি (বীর্জ নয় অথচ লালার মত পদার্থ) নির্গত হইত। রসুল (দঃ) ছিলেন আমার শ্বশুর। এই বিষয়ে তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করিতে আমার লজ্জা বোধ হইতেছিল। আমি মেকদাদ নামক সাহাবীকে জিজ্ঞাসা করার জন্য অনুরোধ করিলাম। সে জিজ্ঞাসা করিলে রসুল (দঃ) উত্তর দিলেন-পুরুষাঙ্গ ধুইয়া ফেল এবং অজু করিয়া লও। গোসল করিতে হইবে না।

হাদীস-৩৭৭। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **স্বামী স্ত্রীর একত্রে ফরজ গোসল।**

আমি এবং নবী করীম (দঃ) একত্রে একপাত্র হইতে গোসল করিতাম। আমরা একের পর অন্যে উহাতে হাত প্রবেশ করাইয়া পানি উঠাইতাম। পাত্রটি কাঠের তৈরী ছিল- যাহার মধ্যে প্রায় ১২ সের পানি ধরিত।

হাদীস-৩৭৮। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **স্বামী স্ত্রী একত্রে ফরজ গোসল।**

নবী করীম (দঃ) এবং মায়মুনা (রাঃ) একসঙ্গে একই পাত্র হইতে গোসল করিতেন।

হাদীস-৩৭৯। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **স্বামী- স্ত্রীর একত্রে গোসল করা।**

নবী করীম (দঃ) ও তাঁহার একজন স্ত্রী একই পাত্র হইতে পানি নিয়া গোসল করিতেন।

হাদীস-৩৮০। সূত্র- হযরত আবু সালামা (রাঃ)- **গোসলের পানির পরিমাণ।**

আমি এবং হযরত আয়েশা (রাঃ) এর ভাই আয়েশা (রাঃ) এর নিকট উপস্থিত হইয়া আয়েশা (রাঃ)কে রসুল (দঃ) এর গোসলের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে আয়েশা (রাঃ) প্রায় চার সের পরিমানের একটি পাত্র আনাইলেন এবং পর্দার আড়ালে থাকিয়া গোসল করিলেন। মাথার উপর হইতে পানি ঢালিলেন।

হাদীস-৩৮১। সূত্র- হযরত জাবের (রাঃ)- **গোসলের পানির পরিমাণ।**

জাবের (রাঃ)কে গোসলের বিষয় জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন- এক সা পানি তোমার জন্য যথেষ্ট। বলা হইল- আমার জন্য যথেষ্ট নয়। তিনি বলিলেন- যাহার মাথায় তোমার চেয়ে বেশী চুল ছিল এবং যিনি

YQADRI.BLOGSPOT.C

তোমার চেয়ে উত্তম ছিলেন।[১] তাঁহার জন্য এক সা'ই যথেষ্ট ছিল। তারপর তিনি আমাদেরকে এক কাপড়ে নামাজ পড়াইলেন। [১। রসূল (দঃ) ২। প্রায় চার সের।]

হাদীস- ৩৮২। সূত্র - হযরত জোবায়ের ইবনে মোতয়েম (রাঃ)- **গোসলে পানি ঢালার নিয়ম।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- আমি তিনবার আমার মাথায় পানি ঢালিয়া থাকি। এই বলিয়া তিনি দুই হাত দ্বারা ইশারা করিয়া দেখাইলেন।

হাদীস- ৩৮৩। সূত্র - হযরত আয়েশা (রাঃ) - **ফরজ গোসলের নিয়ম।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) ফরজ গোসলে প্রথমে দুই হাত ধুইতেন। তারপর নামাজের অজুর ন্যায় অজু করিতেন। তারপর গোসলের সময় হাতের আঙ্গুল দ্বারা চুল খেলাল করিতেন। তারপর চামড়া ভিজিয়া গেলে শরীরে তিনবার পানি ঢালিতেন। অতঃপর সারা শরীর ধৌত করিতেন। আমি[১] ও রসূলুল্লাহ (দঃ) একই পাত্র হইতে আঁজলা ভরিয়া পানি নিয়া গোসল করিতাম। [১। আয়েশা (রাঃ)]

হাদীস-৩৮৪ । সূত্র- হযরত জাবের (রাঃ)- **ফরজ গোসলের নিয়ম।**

হাসান নামক এক ব্যক্তি আমাকে ফরজ গোসলের বিষয় জিজ্ঞাসা করিল। আমি বলিলাম- রসূলুল্লাহ (দঃ) তিন কোশ পানি মাথায় ঢালিতেন, তারপর সমস্ত শরীরে পানি ঢালিতেন। ঐ ব্যক্তি বলিল- আমার মাথায় চুল অধিক। আমি বলিলাম -রসূল (দঃ) এর চুল তোমার চেয়েও বেশী ছিল।

হাদীস-৩৮৫। সূত্র- হযরত মায়মুনা (রাঃ)- **ফরজ গোসলের পূর্ণাঙ্গ নিয়ম।**

একদা আমি নবী করীম (দঃ) এর জন্য পানি রাখিলাম এবং পর্দার ব্যবস্থা করিয়া দিলাম। তিনি ফরজ গোসল করিলেন। প্রথমে উভয় হাতে পানি ঢালিয়া দুই বা তিন বার উভয় হাত ধুইলেন। তারপর ডানহাতে পানি উঠাইয়া উহা বাম হাতে লইয়া গুপ্তস্থান ধুইলেন। তারপর ঐ হাত মাটির সঙ্গে ঘসিয়া ধুইলেন। অতঃপর কুল্লি করিলেন ও নাকে পানি দিলেন এবং মুখমণ্ডল ও দুই হাত ধুইলেন। অতঃপর তিনবার মাথা ধৌত করিলেন এবং সমস্ত শরীরে পানি ঢালিয়া দিলেন। ঐ স্থান হইতে সরিয়া দুই পা ধুইলেন। তাঁহাকে একটি রুমাল দেওয়া হইল; কিন্তু তিনি উহা না নিয়া হাত দ্বারা শরীর মুছিতে মুছিতে চলিয়া গেলেন।

হাদীস-৩৮৬। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ) -**ফরজ গোসলের নিয়ম।**

নবী করীম (দঃ) যখন জানাবতের গোসল করিতেন তখন হেলাবের[১] ন্যায় কোন পাত্রে পানি লইয়া ঐ পানি হাতে উঠাইয়া প্রথমে মাথার ডান পার্শ্বে, দ্বিতীয় বার মাথার বামপার্শ্বে ঢালিতেন। অতপর মাথার মাঝখানে দুই হাতে পানি ঢালিতেন। [১। চারসের পানি ধরে এমন।]

হাদীস- ৩৮৭। সূত্র - হযরত আয়েশা (রাঃ)- **ফরজ গোসলের নিয়ম।**

আমাদের মধ্যে কাহারও ফরজ গোসলের দরকার হইলে সে তাহার দুই হাত দ্বারা তিনবার পানি নিয়া মাথায় নিক্ষেপ করিত। তারপর এক হাত দ্বারা মাথার ডান দিক এবং অন্য হাত দ্বারা মাথার বাম দিক মলিত।

হাদীস-৩৮৮। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **ফরজ গোসলের পূর্বে হাত ধোয়া।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) ফরজ গোসলের সময় তালহুণে হাত ধৌত করিয়া লইতেন।

হাদীস-৩৮৯। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **নারীদের ফরজ গোসল।**

আমরা ফরজ গোসলের সময় মাথায় তিনবার পানি ঢালিয়া প্রথমে ডান হাত দ্বারা মাথার ডানদিক এবং তারপর বাম হাত দ্বারা মাথার বাম দিক ধৌত করিতাম।

হাদীস-৩৯০। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **গোসলে উলঙ্গ হওয়া।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- বনী ইস্রাইলরা একে অন্যের সম্মুখে উলঙ্গ হইয়া গোসল করিত। মুসা (আঃ) কখনও ঐ রূপ করিতেন না। তিনি গোপনে নির্জনে গোসল করিতেন। বনী ইস্রাইলরা কুৎসা রটাইল- মুসা (আঃ) অণ্ডকোষ বৃদ্ধির রোগী; তাই তিনি আমাদের সহিত উলঙ্গ হইয়া গোসল করেন না।

একদা মুসা (আঃ) নির্জনে কাপড় খুলিয়া একটি পাথরের উপর রাখিয়া গোসল করিতেছিলেন। হঠাৎ ঐ পাথর আশ্চর্যজনক ভাবে কাপড় লইয়া ছুটিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া মুসা (আঃ) হে পাথর আমার কাপড়! হে পাথর আমার কাপড়! বলিতে বলিতে উহার পিছু দৌড়াইতে লাগিলেন। ইত্যবসরে পাথরটি একদল বনী ইস্রাইলের সমাবেশে আসিয়া পৌঁছিল। তখন সকলেই মুসা (আঃ) কে নিরোগ দেখিতে পাইল। মুসা (আঃ) তাড়াতাড়ি পাথর হইতে কাপড় লইয়া পরিধান করিলেন এবং পাথরকে আঘাত করিতে লাগিলেন। পাথরের উপর ছয় বা সাতটি বেত্রাঘাতের দাগ পড়িয়া গেল।

হাদীস-৩৯১। সূত্র- হযরত উম্মে হানী (রাঃ)- **গোসলে পর্দা আবশ্যক।**

মক্কা বিজয়ের বছরে আমি রসূল (দঃ) এর নিকট হাজির হইলাম। তিনি গোসল করিতেছিলেন। ফাতেমা (রাঃ) তাঁহাকে কাপড় দ্বারা পর্দা করিয়া রাখিয়াছিলেন। হযরত (দঃ)কে আমি সালাম করিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন- কে আসিয়াছে? আমি উত্তর করিলাম- উম্মে হানী। হযরত (দঃ) মারহাবা বলিলেন এবং গোসলান্তে একটি চাদরে আবৃত হইয়া আট রাকাত নামাজ পড়িলেন। হুজুরের নামাজের পর আমি বলিলাম- এক

ব্যক্তিকে আমি আশ্রয় ও নিরাপত্তা দিয়াছি; আমার ভাই আলী তাহাকে হত্যা করিতে চায়। হযরত (দঃ) বলিলেন- তুমি যাহাকে নিরাপত্তা দিয়াছ আমরাও তাহাকে নিরাপত্তা দিলাম। ঘটনাটি ছিল পূর্বাহ্নের।

হাদীস-৩৯২। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **নাপাক অবস্থায় চলাফেরা করা।**

একদা রাস্তার মধ্যে নবী করীম (দঃ) এর সাথে আমার সাক্ষাত হইলে তিনি আমার হাত ধরিলেন। আমি নাপাক অবস্থায় ছিলাম। কিছুদূর চলার পর তিনি একস্থানে বসিলেন। আমি গোপনভাবে পেছন হইতে সরিয়া পড়িলাম এবং বাড়ী হইতে গোসল করিয়া আসিলাম। তিনি সেই স্থানেই বসিয়া ছিলেন। আমি ফিরিয়া আসিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন- কোথায় গিয়াছিলে? আমি আরজ করিলাম- আমি নাপাক অবস্থায় ছিলাম। ঐ অবস্থায় আপনার সঙ্গে উঠা বসা ভাল নয় বিবেচনা করিয়া গোসল করিয়া আসিলাম।

নবী করীম (দঃ) বলিলেন- সোবহান আল্লাহ মোমেন ব্যক্তি নাপাক[১] হয় না। [১। উঠা বসার অযোগ্য অর্থে।]

হাদীস-৩৯৩। সূত্র- হযরত আবু সালামাহ (রাঃ)- **ফরজ গোসল না করিয়া ঘুমান।**

একদা আমি হযরত আয়েশা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম- নবী করীম (দঃ) কি কোন সময় ফরজ গোসলের পূর্বে ঘুমাইতেন? তিনি বলিলেন- হ্যাঁ, কোন সময় ঘুমাইতেন; তবে অজু করিয়া লইতেন।

হাদীস-৩৯৪। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **ফরজ গোসলের পূর্বে ঘুমান।**

নবী করীম (দঃ) ফরজ গোসল না করিয়া নিদ্রা যাইতে ইচ্ছা করিলে গুপ্তস্থান ধৌত করিয়া নামাজের জন্য অজু করার ন্যায় অজু করিয়া লইতেন।

হাদীস-৩৯৫। সূত্র- হযরত ওমর (রাঃ)- **নাপাক অবস্থায় ঘুমান।**

আমি রসুলুল্লাহ (দঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম- নাপাক অবস্থায় নিদ্রা যাওয়া যায় কি? তিনি বলিলেন- হ্যাঁ, তবে অজু করিয়া নিও।

হাদীস-৩৯৬। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **নাপাক অবস্থায় নিদ্রা যাওয়া।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) এর নিকট ওমর (রাঃ) আলোচনা করিলেন যে রাত্রে গোসল ফরজ হইলে শয়ন করিতে ইচ্ছা করিলে কি করিতে হইবে? রসূল (দঃ) বলিলেন- গুপ্তস্থান ধৌত করিয়া অজু কর। তারপর ঘুমাইতে পার।

হাদীস-৩৯৭। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) - **ঘর্ষনেই গোসল ফরজ।**

নবী করীম (দঃ) ফরমাইয়াছেন- নারী পুরুষ মুখোমুখি হইয়া লিঙ্গদ্বয়ের ঘর্ষনেই গোসল ফরজ হইয়া যাইবে।

হাদীস-৩৯৮। সূত্র- হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ)- **সহবাসে বীর্য্য বাহির না হইলে গোসল ফরজ নয়।**

উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) রসূলুল্লাহ (দঃ) এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন- স্বামী স্ত্রীর সহিত সহবাস করিল কিন্তু বীর্য্য বাহির হইল না, তখন কি করিতে হইবে? রসূল (দঃ) বলিলেন- গুপ্ত অঙ্গে যাহা লাগিয়াছে তাহা ধৌত করিবার পর অজু করিয়া নামাজ পড়িতে পার।

হাদীস-৩৯৯। সূত্র- হযরত জায়েদ ইবনে খালেদ জুহানী (রাঃ)- **বীর্য্য বাহির না হইলে গোসল ফরজ নয়।**

জায়েদ ইবনে খালেদ জুহানী (রাঃ) ওসমান (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন- যদি কেহ স্ত্রী সহবাস করে কিন্তু বীর্য্য বাহির হয় নাই এমতাবস্থায় গোসল করিতে হইবে কি? তিনি বলিলেন- গুপ্তস্থান ধুইয়া ফেলিবে এবং নামাজের অজুর ন্যায় অজু করিবে- আমি হযরত (দঃ)কে এইরূপ বলিতে শুনিয়াছি। জিজ্ঞাসাকারী বলেন- আলী (রাঃ), জোবায়ের (রাঃ), তালহা (রাঃ) এবং উবাই বিন কা'ব (রাঃ) ও এইরূপ বলিলেন।

হাদীস-৪০০। সূত্র- হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)-**অসম্পূর্ণতায় গোসল প্রয়োজন নাই।**

একদা রসুল (দঃ) এক আনসার ব্যক্তিকে লোক পাঠাইয়া ডাকাইলেন। তৎক্ষনাৎ সে রসূল (দঃ) এর খেদমতে হাজির হইল। তাহার মাথার পানি ঝরিতে দেখিয়া হযরত (দঃ) বলিলেন- **বোধ হয়** আমি তোমাকে তাড়াহুড়ার মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছিলাম। **সে ব্যক্তি আরজ** করিল- হাঁ হুজুর। হযরত (দঃ) বলিলেন- যখন **অসম্পূর্ণতার মধ্যে** পরিত্যক্ত হয় তখন অজু করিলেই চলে।

[৩৯৭, ৩৯৮, ৩৯৯, ৪০০ নং হাদীসের বিষয়ে এজমা- গোসল ফরজ]

হাদীস- ৪০১। সূত্র- হযরত উম্মে আ'তিয়া (রাঃ)- **নবী কন্যার গোসল।**

নবী করীম (দঃ) এর কন্যা[১] ইন্তেকাল করিলে তিনি[২] আমাদেরকে বলিলেন- তোমরা একে কুল পাতা ভিজানো পানি দ্বারা তিনবার অথবা পাঁচবার অথবা আরও অধিকবার গোসল দাও। শেষবারে কর্পূর অথবা কর্পূর জাতীয় অন্য কোন খুশবু তাহাতে মিশাও। ডানদিক হইতে এবং অজুর অঙ্গ হইতে গোসল শুরু কর। এইসব শেষ হইলে আমাকে খবর দাও। আমরা কাজ শেষ করিয়া তাঁহাকে খবর দিলে তিনি নিজের লুঙ্গি আমাদেরকে দিয়া বলিলেন- ইহা তাহার গায়ের সঙ্গে জড়াইয়া দাও।

নবী কন্যাকে গোসল দানকালে আমরা প্রথমে তাহার কেশগুচ্ছ খুলিয়া ফেলিলাম এবং চুল আঁচড়াইয়া উহাকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া রাখিয়া দিলাম। [১। যয়নব। ২। রসুল (দঃ)]

হাদীস- ৪০২। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **জুমার দিনে গোসল।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- প্রত্যেকেরই জুমার নামাজে উপস্থিত হইবার পূর্বে গোসল করা আবশ্যক।

হাদীস- ৪০৩। সূত্র- হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)- **জুমার দিনে গোসল।**

ওমর (রাঃ) জুমার দিন দাঁড়াইয়া খোতবা দিতেছিলেন। এমন সময় নবী করীম (দঃ) এর প্রথম যুগের মোহাজের সাহাবাদের একজন মসজিদে হাজির হইলেন। ওমর (রাঃ) তাঁহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন- ইহা কি নামাজে আসার সময়? তিনি জবাব দিলেন- আমি কাজে আটকা পড়িয়া গিয়াছিলাম যার জন্য ঘরে ফিরিতেও পারি নাই। আজান শুনিতে পাইয়া অজু করিয়া নিলাম। ওমর (রাঃ) বলিলেন- শুধু অজুই করিলেন? অথচ আপনি জানেন যে রসূল (দঃ) গোসল করার আদেশ দিতেন।

হাদীস- ৪০৪। সূত্র- হযরত তাউস (রাঃ)- **জুমার দিনে গোসল।**

আমি ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে বলিলাম- লোকেরা বলে- রসূল (দঃ) বলিয়াছেন- তোমরা জুমার দিন গোসল করিবে, ফরজ গোসলের নাপাক না হইলেও ভালরূপে মাথা ধুইবে এবং সুগন্ধী ব্যবহার করিবে। তিনি বলিলেন- গোসল সম্পর্কে আমারও এই আদেশ জানা আছে। সুগন্ধী সম্পর্কে আদেশ আমার জানা নাই।

হাদীস- ৪০৫। সূত্র- হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)- **জুমার দিনে গোসল ও সুগন্ধি ব্যবহার।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলেন- জুমার দিন প্রত্যেক বয়স্ক লোকের গোসল, মেসওয়াক এবং পাওয়া গেলে সুগন্ধি ব্যবহার করা ওয়াজিব।

হাদীস- ৪০৬। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **জুমার দিনে গোসল।**

রসূল (দঃ) বলিয়াছেন- প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য প্রতি ৭ দিনে একদিন অর্থাৎ জুমার দিন গোসল করা।

হাদীস- ৪০৭। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **জুমার দিনে গোসল ও মসজিদে গমন।**

রসূল (দঃ) বলিয়াছেন- জুমার দিন যে জানাবত হইতে পবিত্র হওয়ার জন্য গোসল করে এবং নামাজের জন্য যায় সে যেন একটি উট কোরবানী করিল, যে তারপর যায় সে যেন একটি গরু কোরবানী করিল, যে তৃতীয় সময়ে যায় সে যেন একটি শিং বিশিষ্ট দুম্বা কোরবানী করিল, যে চতুর্থক্ষণে যায় সে যেন একটি মুরগী কোরবানী করিল এবং যে পঞ্চমক্ষণে যায় সে যেন একটি ডিম দান করিল। অতঃপর ইমাম যখন খোতবা দেওয়ার জন্য বাহির হন তখন ফেরেশতাগণ 'জিকর' শোনার জন্য উপস্থিত হন।

হাদীস- ৪০৮। সূত্র- হযরত সালেম (রাঃ) - **জুমার দিনে গোসল।**

আমি নবী করীম (দঃ)কে মিম্বরের উপর হইতে খোতবা দিতে শুনিয়াছি। তিনি বলিতেছিলেন-যে ব্যক্তি জুমার উদ্দেশ্যে আসিবে তাহার গোসল করা অত্যাবশ্যক।

৫ । নামাজ

আজান

হাদীস- ৪০৯। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **আজান ও একামতের প্রচলন।**

মুসলমানদের সংখ্যা বাড়িয়া গেলে তাহারা নামাজের সময়ের জন্য এমন কোন চিহ্নের প্রস্তাব দিলেন যাহাতে জামাত প্রস্তুত এই কথা বুঝা যায়। কেহ বলিল- আগুন জ্বালানো হউক, কেহ বলিল- ঘন্টা বাজানো হউক। কিন্তু, ইহাদিগকে ইহুদী ও নাসারাদের প্রথা বলিয়া আখ্যায়িত করা হইল। তখন বেলাল (রাঃ)কে আজানের বাক্যগুলি জোড়ায় জোড়ায় এবং কাদকামাতিস সালাত ছাড়া একামতের বাক্যগুলি একবার' করিয়া বলার হুকুম দেওয়া হইল। [১। হানাফী মতে অন্য এক হাদীসের ভিত্তিতে একামতের বাক্যগুলিও দুইবার।]

হাদীস- ৪১০। সূত্র- হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)- **নামাজের জন্য আজান।**

মুসলমানগন মদীনায় আসার পর নামাজের সময় অনুমান করিয়া মসজিদে আসিতেন। সেই সময়ে নামাজের জন্য আহবান করা হইত না। একদিন সকলে এই সম্পর্কে আলোচনা করিলে কিছুসংখ্যক সাহাবী বলিলেন- নাসারাদের মত ঘন্টা বানাইয়া নাও; অপর কয়েকজন বলিলেন- না, বরং ইহুদীদের মত শিঙ্গা বানাইয়া নাও। ওমর (রাঃ) বলিলেন- একজনকে নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হউক; সে নামাজের জন্য সকলকে আহবান করিবে। তখন রসূল (দঃ) বেলাল (রাঃ)কে নামাজের জন্য আহবান করার নির্দেশ দিলেন।

হাদীস- ৪১১। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **আজানে শয়তান দূরীভূত হয়।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- যখন নামাজের আজান দেওয়া হয় তখন শয়তান বায়ু ছাড়িতে ছাড়িতে এতদূর চলিয়া যায় যে সেখান হইতে আজান শোনা যায় না। আজান শেষ হইলে আবার ফিরিয়া আসে। যখন একামত বলা হয় তখন আবার দূরে চলিয়া যায়। একামত শেষ হইলে লোকদের মনে কুমন্ত্রনা দেওয়ার জন্য আবার ফিরিয়া আসিয়া যে সব কথা মনে নাই ঐসব কথা স্মরন করায়। বলে- ঐ যে ঐ কথাটি স্মরন কর, ঐ কথাটি স্মরন কর। ইহার ফলে কয় রাকাত নামাজ পড়িয়াছে তাহা মুসল্লীর মনে থাকে না।

হাদীস- ৪১২। সূত্র- হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)- **উচ্চস্বরে আজান দেওয়া।**

বর্ণনাকারী সাহাবী একজন লোককে বলিলেন- তোমাকে দেখিতেছি বনে জঙ্গলে বকরি চরাইতে ভালবাস। তুমি যখন বনে জঙ্গলে থাক এবং নামাজের জন্য আজান দাও তখন উচ্চস্বরে আজান দিবে। কেননা, আমি

রসূলুল্লাহ (দঃ) এর নিকট হইতে শুনিয়াছি- আজানের শব্দ জ্বীন, মানুষ অথবা অন্য যে কোন বস্তু শুনিবে কেয়ামতের দিন সে মুয়াজ্জিনের পক্ষে সাক্ষ্য দিবে।

হাদীস- ৪১৩। সূত্র- হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)- আজানের উত্তর।

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- তোমরা যখন আজান শুন তখন মুয়াজ্জিন যাহা বলে তোমরা তাহাই বলিবে।

হাদীস- ৪১৪। সূত্র- হযরত ইয়াহইয়া (রঃ)- আজানের উত্তর।

কোন কোন ভাই আমার কাছে এইরূপ বর্ননা করিয়াছেন যে মুয়াজ্জিন যখন হাইয়্যালাস সালাহ বলিয়াছে তখন মুয়াবিয়াহ (রাঃ) 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' বলিয়াছেন এবং তিনি বলিয়াছেন- আমি নবী করীম (দঃ) কে এই ভাবে বলিতে শুনিয়াছি।

হাদীস- ৪১৫। সূত্র- হযরত মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রাঃ)- আজানের উত্তর।

মুয়াবীয়া (রাঃ) মিম্বরের উপর বসাকালীন মুয়াজ্জিন বলিলেন- আল্লাহ আকবার, আল্লাহ আকবার। তিনিও বলিলেন- আল্লাহ আকবার। আল্লাহ আকবার। মুয়াজ্জিন বলিলেন- আশহাদুআল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। তিনি বলিলেন- ওয়া আনা। মুয়াজ্জিন বলিলেন- আশহাদু আন্না মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ। তিনিও বলিলেন- ওয়া আনা। আজান শেষ হইলে তিনি বলিলেন- হে লোক সকল! আমি এইস্থানে মুয়াজ্জিনের আজান দেওয়ার সময় রসুলুল্লাহ (দঃ)কে সেই কথা বলিতে শুনিয়াছি যাহা এখন তোমরা আমাকে বলিতে শুনিলে।

হাদীস- ৪১৬। সূত্র- হযরত ঈশা ইবনে তালহা (রাঃ)- আজানের উত্তর।

ঈশা (রাঃ) একদিন মুয়াবিয়া (রাঃ)কে মুয়াজ্জিনের মতই আশহাদুআন্না মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ পর্যন্ত বলিতে শুনিয়াছেন।

হাদীস- ৪১৭। সূত্র- হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ)- আজানের দোয়া।

রসুল (দঃ) বলিয়াছেন- যে ব্যক্তি আজান শুনিয়া এই দোয়া পড়িবে- ''আল্লাহুম্মা রাব্বাহাজিহিদ্ দাওয়াতিত্তাম্মাতি ওয়াস্ সালাতিল কায়েমাতে আতি মোহাম্মাদানিল ওয়াসিলাতা ওয়াল ফাদিলাতা ওয়াবয়াসহু মাকামাম মাহমুদানিল লাযী ওয়াদ তাহু''- অর্থ- হে আল্লাহ! এই পরিপূর্ন আহবান এবং সুপ্রতিষ্ঠিত নামাজের তুমিই প্রভু। মোহাম্মদ (দঃ)কে দান কর সর্ব্বোচ্চ সম্মানিত স্থান ও মর্য্যাদা এবং তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত কর প্রশংসিত স্থানে- যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাঁহাকে দিয়াছ।- কেয়ামতের দিন সে আমার সাফায়াত পাইবে।

হাদীস- ৪১৮। সূত্র- হযরত আবু যোজাইফা (রাঃ)- **আজানে মুখ এদিক ওদিক করা।**

হযরত বেলাল (রাঃ)কে আজান দেওয়ার সময় মুখ এদিক ওদিক ফিরাইতে দেখিয়াছি।

কেবলা

হাদীস- ৪১৯। সূত্র- হযরত বরা (রাঃ)- **কেবলা পরিবর্তন।**

নবী করীম (দঃ) মদীনায় পৌছিয়া প্রথম হইতে স্বীয় মাতুল সম্পর্কীয় আত্মীয়গনের মধ্যে অবস্থান করিলেন। তখন প্রথমাবস্থায় তিনি ১৬ বা ১৭মাস পর্যন্ত বায়তুল মোকাদ্দাসের দিকে মুখ করিয়া নামাজ পড়িতেন। কিন্তু সর্বদাই তিনি কাবা শরীফের দিকে মুখ করিয়া নামাজ পড়িতে আকাঙ্খিত থাকিতেন। আল্লাহর হুকুম প্রাপ্তির পর তিনি সর্বপ্রথম আসরের নামাজ সকলকে লইয়া কা'বা শরীফের দিকে মুখ করিয়া পড়িলেন। এক ব্যক্তি নবী করীম (দঃ) এর সাথে নামাজ পড়িয়া অন্য এক মহল্লার মসজিদের নিকট দিয়া যাইতেছিল। ঐ মসজিদের মুসল্লিগন বায়তুল মোকাদ্দাসের দিকে মুখ করিয়া নামাজ পড়িতেছিল। তাহারা রুকু অবস্থায় থাকাকালে ঐ ব্যক্তি তাহাদিগকে ডাকিয়া বলিল- আমি শপথ করিয়া সাক্ষ্য দিতেছি- এই মাত্র আমি রসূল (দঃ) এর সঙ্গে মক্কামুখী হইয়া নামাজ পড়িয়া আসিয়াছি। ইহা শুনিয়া ঐ নামাজীগন রুকু অবস্থায়ই মক্কা শরীফের দিকে ফিরিয়া গেলেন।

হাদীস- ৪২০। সূত্র- হযরত বরা (রাঃ)- **কেবলা পরিবর্তন।**

রসূল (দঃ) বায়তুল মোকাদ্দাসের দিকে কেবলা করিয়া ষোল কি সতের মাস নামাজ পড়িয়াছিলেন। কিন্তু সর্বদাই তিনি কা'বা মুখী হইয়া নামাজ পড়িতে আগ্রহান্বিত ছিলেন। 'আমি লক্ষ্য করিতেছি, আপনি বারবার আকাশের দিকে তাকাইতেছেন। আমি নিশ্চয়ই আপনাকে আপনার আকাঙ্খিত কেবলা মুখী করিব। আপনি মসজিদে হারামের প্রতি মুখ করুন। তোমরা যে যেখানেই আছ তোমাদের মুখ সেই দিকেই ফিরাও। (পারা ২ সূরা ২ আয়াত ১৪৪) এই আয়াত নাজেল হওয়ার সাথে সাথে রসূল (দঃ) কা'বা মুখী হইয়া নামাজ পড়িতে লাগিলেন। ইহাতে ইহুদীরা বলিতে লাগিল, "কে তাহাদের মুখ পূর্ববর্তী কেবলা হইতে ফিরাইয়া দিল?" আল্লাহ বলেন- "আপনি বলিয়া দিন, পূর্ব ও পশ্চিম একমাত্র আল্লাহরই জন্য; তিনি যাহাকে ইচ্ছা সরল পথে পথ প্রদর্শন করেন।" (পারা ২ সূরা ২ আয়াত ১৪২) নবী করীম (দঃ) এর সাথে নামাজ আদায়কারী একব্যক্তি নামাজের পর আনসারদের নিকট গিয়া দেখিল তাহারা বায়তুল মোকাদ্দাসের দিকে মুখ করিয়া আসরের নামাজ পড়িতেছে। সেই ব্যক্তি বলিল, আমি সাক্ষ্য দিতেছি- নবী করীম (দঃ) এর সঙ্গে নামাজ পড়িয়াছি এবং তিনি কা'বার দিকে মুখ করিয়া নামাজ পড়াইয়াছেন। এই কথা শুনিয়া সবাই কা'বার দিকে মুখ ফিরাইয়া নিল।

হাদীস-৪২১। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- কেবলা পরিবর্তন।

কোবায় লোকেরা ফজরের নামাজ পড়িতে থাকাকালে একজন আগন্তুক বলিল-আজ রাত্রে রসুল (দঃ)এর উপর কাবামুখী হইয়া নামাজ পড়ার আয়াত নাজেল হইয়াছে। এই কথা শুনিবামাত্র তাঁহারা কা'বামুখী হইয়া গেলেন।

হাদীস- ৪২২। সূত্র- হযরত জাবের (রাঃ)- যানবাহনের উপর কেবলা।

নবী করীম (দঃ) সওয়ার থাকাকালীন যানবাহন যেই দিকে চলিত সেই দিকে মুখ করিয়াই নফল নামাজ পড়িতেন কিন্তু ফরজ নামাজ পড়ার সময় অবতরণ করিয়া কেবলামুখী হইয়া নামাজ পড়িতেন।

নামাজ

হাদীস- ৪২৩ । সূত্র-হযরত আবু মাসউদ (রাঃ)- নামাজ লম্বা না করা।

একব্যক্তি অভিযোগ করিল-ইয়া রাসূলুল্লাহ! অমুকের জন্য আমি জামাতে শামিল হইতে পারি না। কারন, সে নামাজ অত্যধিক লম্বা করিয়া পড়ে। এই কথা শুনিয়া নবী করীম (দঃ) এইরূপ রাগান্বিত হইয়াছিলেন যে তাঁহাকে আর কখনও তদ্রূপ হইতে দেখি নাই। তিনি রাগতস্বরে বলিলেন- হে লোক সকল! তোমাদের অনেকে এইরূপ কাজ করিয়া থাকে যদ্বারা মানুষের মধ্যে দ্বীনের কাজ হইতে বিরক্তি সৃষ্টি হয়। এইরূপ কাজ হইতে তোমাদের সতর্ক থাকা আবশ্যক। লক্ষ্য রাখা দরকার যে নামাজ যেন অত্যধিক লম্বা না হইয়া পড়ে। কারণ, জামাতের মধ্যে রুগ্ন, দুর্বল ও কর্মব্যস্ত লোকগণও থাকে।

হাদীস- ৪২৪। সূত্র-হযরত উসামা (রাঃ)- মোজদালেফায় মাগরিব ও এশা এক সাথে আদায়।

রসুল (দঃ) আরাফা হইতে ফিরিলেন এবং উপত্যকায় পৌছিয়া নামিয়া প্রস্রাব করিলেন। অতপর অজু করিলেন, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ অজু করিলেন না। আমি আরজ করিলাম-ইয়া রাসূলুল্লাহ! নামাজের সময় হইয়া গিয়াছে। তিনি বলিলেন- নামাজ তোমার সম্মুখে। এই বলিয়া পুনরায় সওয়ার হইয়া চলিলেন। মোজদালেফার ময়দানে পৌছিয়া পূর্ণাঙ্গ অজু করিলেন এবং একামত বলা হইলে মাগরেবের নামাজ পড়িলেন। তারপর সকলে নিজ নিজ উট বাঁধিয়া আসিলে পুনরায় একামত বলা হইল এবং এশার নামাজ পড়িলেন। মধ্যভাগে কোন নামাজ পড়েন নাই।

হাদীস-৪২৫ । সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- তন্দ্রাবস্থায় নামাজ না পড়া।

রসুল (দঃ) বলিয়াছেন- কাহারও যদি নামাজের মধ্যে তন্দ্রা আসে তবে নামাজ স্থগিত রাখিয়া নিদ্রা যাওয়া উচিৎ। কারন, তন্দ্রাবস্থায় নামাজ পড়িলে কিছুই উপলব্ধি করিতে পারিবে না; এমনকি এস্তেগফার করিতে হয়ত বদদোয়ার শব্দ মুখে আনিয়া যাইবে।

হাদীস-৪২৬। সূত্র- হযরত আসমা (রাঃ)- হায়েজের রক্ত কাপড়ে লাগিলে।

একটি নারী হযরত (দঃ) এর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল- হায়েজের রক্ত কাপড়ে লাগিলে কি করিতে হইবে? তিনি বলিলেন- প্রথমে উহাকে নখ দ্বারা আঁচড়াইয়া ফেলিবে। তারপর ঐ স্থানটি পানি দ্বারা মর্দন করিয়া ধুইবে। এইরূপ করিলে ঐ কাপড় দ্বারা নামাজ পড়িতে পারিবে।

হাদীস-৪২৭। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- বীর্য্য ধুইয়া কাপড় পরিয়া নামাজ পড়া।

আমি নবী করীম (দঃ) এর কাপড় হইতে বীর্য্য ধুইয়া ফেলিতাম এবং ঐ ভিজা স্থান শুষ্ক হইবার পূর্বেই তিনি ঐ কাপড় পরিধান করিয়া নামাজ পড়িতে যাইতেন।

হাদীস-৪২৮। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- প্রয়োজনে যে কোন স্থানে নামাজ পড়া।

নবী করীম (দঃ) মদীনায় আসিয়া প্রথম প্রথম মসজিদ তৈরীর পূর্বে বকরি রাখিবার ঘরেও নামাজ পড়িতেন।

হাদীস-৪২৯। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-ফরজ গোসল ছাড়া নামাজ পড়া।

একদা নামাজের একামত বলা হইল। সকলে কাতার সোজা করিয়া দাঁড়াইল। রসূল (দঃ) নামাজ পড়িবার জন্য আসিয়া জায়নামাজের উপর দাঁড়াইলেন। তখন তাঁহার মনে পড়িল যে তিনি ফরজ গোসল করেন নাই। তিনি সকলকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া তৎক্ষনাত গোসল করিয়া আসিলেন। তাঁহার মাথার পানি তখনও ফোটায় ফোটায় ঝরিতেছিল। এমতাবস্থায় তিনি নামাজ আরম্ভ করিলেন এবং আমরা সকলে তাঁহার সহিত নামাজ পড়িলাম।

হাদীস- ৪৩০। সূত্র - হযরত মোহাম্মদ ইবনে মোনকাদের (রাঃ) - এক কাপড়ে নামাজ।

একদা জাবের (রাঃ) পিঠে তহবন্দ বাঁধিয়া নামাজ পড়িলেন। কাপড় তাঁহার পিটের উপর উঠিয়াছিল। জিজ্ঞাসা করা হইল- আপনি মাত্র এক কাপড়ে নামাজ পড়িলেন? তিনি বলিলেন - হাঁ, আমি এই জন্য এইরূপ করিয়াছি যাহাতে তোমার মত বেকুব জানিতে পারে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) এর সময়ে আমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তির দুই কাপড় ছিল না।

হাদীস- ৪৩১। সূত্র- হযরত মোহাম্মদ ইবনে মোনকাদের (রাঃ) - এক কাপড়ে নামাজ।

আমি জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) এর নিকট গিয়া দেখি তিনি একটি মাত্র কাপড় বগলের নীচ দিয়া কাঁধের উপর রাখিয়া নামাজ পড়িতেছেন; অথচ তাঁহার চাদর অন্যত্র রাখা আছে। তিনি নামাজ শেষ করিলে বলিলাম- হে আবদুল্লাহ (রাঃ)! আপনি চাদর রাখিয়া নামাজ

পড়িলেন? তিনি বলিলেন- হাঁ, তোমাদের মত মূর্খদের দেখাইবার জন্য আমি ইহা করিলাম। আমি নবী করীম (দঃ)কে এইভাবে নামাজ পড়িতে দেখিয়াছি।

হাদীস-৪৩২। সূত্র- হযরত ওমর ইবনে আবূ সালামা (রাঃ)- এক কাপড়ে নামাজ।

আমি দেখিয়াছি মায়মুনা (রাঃ) এর গৃহে রসূলুল্লাহ (দঃ) একটি কাপড়ের দুই প্রান্ত বগলের নীচ দিয়া দুই কাঁধের উপর রাখিয়া নামাজ পড়িয়াছেন।

হাদীস-৪৩৩। সূত্র- হযরত আবূ হোরায়রা (রাঃ)- এক কাপড়ে নামাজ।

এক ব্যক্তি রসূল (দঃ)কে জিজ্ঞাসা করিল- এক কাপড়ে নামাজ পড়া কিরূপ? হযরত (দঃ) বলিলেন- তোমাদের প্রত্যেকের নিকট কি দুইটি করিয়া কাপড় আছে?

হাদীস-৪৩৪। সূত্র- হযরত আবূ হোরায়রা (রাঃ)- এক কাপড়ে নামাজ।

আমি সাক্ষ্য দিতেছি-রসূলুল্লাহ (দঃ)কে আমি এই কথা বলিতে শুনিয়াছি- যে ব্যক্তি এক কাপড়ে নামাজ পড়িবে সে যেন অবশ্যই কাপড়ের দুই কোন দুই বগলের নীচ দিয়া আনিয়া অন্য দিকের কাঁধের উপর রাখে।

হাদীস-৪৩৫। সূত্র- হযরত সাঈদ ইবনে হারেস (রাঃ)- অপ্রশস্ত এক কাপড়ে নামাজ।

আমরা জাবের (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম- এক কাপড়ে নামাজ পড়া যায় কি? তিনি বর্ণনা করিলেন- কোন এক জেহাদের সফরে রাত্রিকালে আমি নবী করীম (দঃ) এর নিকটে নিজের প্রয়োজনে আসিয়া দেখিলাম তিনি নামাজে মশগুল আছেন। আমার পরিধানে একটি মাত্র কাপড় ছিল। ঐ কাপড়টি পেঁচাইয়া শরীর আবৃত করিলাম এবং হযরতের এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া নামাজে শরীক হইলাম। নামাজান্তে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন- এত রাত্রে কেন আসিয়াছ? আমি আমার প্রয়োজন ব্যক্ত করিলাম। অতঃপর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন- এইভাবে কাপড় পরিয়াছিলে কেন? আরজ করিয়াছিলাম- একটি মাত্র কাপড়। তিনি বলিলেন- এক কাপড়ে নামাজ পড়িতে হইলে যদি প্রশস্ত হয় তবে উহা দ্বারা পূর্ন শরীর আবৃত করিবে; অপ্রশস্ত হইলে উহাকে লুঙ্গির ন্যায় পরিবে।

হাদীস- ৪৩৬। সূত্র- হযরত সাহল (রাঃ)- অপ্রশস্ত এক কাপড়ে নামাজ পড়া।

নবী করীম (দঃ) এর সাথে লোকেরা ছেলেদের মত কাঁধে কাপড় বাঁধিয়া নামাজ পড়িত এবং নারীদিগকে বলা হইত- পুরুষগন সোজা হইয়া বসা না পর্যন্ত তোমরা সেজদা হইতে মাথা উঠাইও না।

হাদীস- ৪৩৭। সূত্র- হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)- এক কাপড়ে নামাজ পড়িলেও ছতর ঢাকা।

একটি মাত্র চাদরদ্বারা শরীর আবৃত করিয়া উহার একদিক কাঁধের উপর উঠাইয়া রাখা বা একটি মাত্র কাপড় পরিয়া দুই হাঁটু খাড়া করিয়া এইরূপে বসা যেন তলদেশ উন্মুক্ত থাকিয়া যায় এবং লজ্জাস্থানের উপর আবরন না থাকে, রসুল (দঃ) এই উভয় অবস্থাকে নিষিদ্ধ বলিয়াছেন।

হাদীস- ৪৩৮। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- সামর্থ অনুযায়ী কাপড়ে নামাজ।

একব্যক্তি নবী করীম (দঃ) কে এক কাপড়ে নামাজ পড়ার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন- তোমাদের প্রত্যেকের কি দুইটি করিয়া কাপড় রহিয়াছে? আর এক ব্যক্তি ওমর (রাঃ)কে ঐ একই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন-আল্লাহতা'লা তোমাদিগকে সঙ্গতি দিলে তোমরাও সঙ্গতি প্রকাশ কর। কেহ ইচ্ছা করিলে একাধিক কাপড় পরিতে পার। লুঙ্গি-চাদর, লুঙ্গি-জামা, পায়জামা-চাদর, পায়জামা-কুর্তা, তুব্বান-কুর্তা, তুব্বান-জামা বা তুব্বান- চাদর একসঙ্গে পরিধান করিয়া নামাজ পড়িবে।

হাদীস- ৪৩৯। সূত্র - হযরত আয়েশা (রাঃ) - নকশা খচিত কাপড়ে নামাজ।

নবী করীম (দঃ) একদা একটি নকশা খচিত চাদর পরিয়া নামাজ পড়িলেন। তাঁহার নজর নকশার প্রতি পড়িল। নামাজান্তে তিনি বলিলেন- এই চাদরটি আবু জাহমের নিকট নিয়া যাও এবং তাহার নিকট হইতে নকশা বিহীন চাদরটি নিয়া আস। কেননা চাদরটি এই মাত্র আমাকে নামাজ হইতে অমনোযোগী করিয়াছিল।

হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে পিতার মাধ্যমে হিসাম এর বর্ণনা- নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- আমি নামাজের মধ্যে চাদরটির নকশার প্রতি তাকাইতেছিলাম এবং আমার ভয় হইতেছিল ইহা আমাকে ফেতনায় ফেলিয়া না দেয়।

হাদীস- ৪৪০। সূত্র - হযরত আনাস (রাঃ)- নকশা খচিত পর্দা।

আয়েশা (রাঃ) একটি চাদর দ্বারা ঘরের এককোণে পর্দা করিয়াছিলেন। নবী করীম (দঃ) একদিন বলিলেন- তোমার এই চাদরটি সরাইয়া ফেল। কেননা নামাজের সময় ইহার নকশাগুলি সর্বদা আমার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠে।

হাদীস- ৪৪১। সূত্র- হযরত ওকবা ইবনে আমের (রাঃ)- রেশমী জোব্বা।

নবী করীম (দঃ)কে একটি রেশমী জোব্বা হাদিয়া দিলে তিনি উহা পরিয়া নামাজ পড়িলেন। কিন্তু নামাজ শেষে উহাকে ঘৃনিত বস্তুর ন্যায় তাড়াতাড়ি খুলিয়া ফেলিয়া বলিলেন- ইহা মোত্তাকিদের জন্য সমীচিন নয়।

হাদীস- ৪৪২। সূত্র- হযরত আবু জোহায়ফা (রাঃ)- নামাজে রঙ্গীন কাপড় ও জোব্বা।

আমি একদিন নবী করীম (দঃ)কে একটি চামড়ার তাঁবুতে উপবিষ্ট দেখিলাম। বেলাল (রাঃ) তাঁহার অজুর পানি আনিয়াছেন। সকলেই তাঁহার অজুর ব্যবহৃত পানির প্রতি ছুটিয়া আসিয়াছে। কেহ ঐ পানির কিছু অংশ নিয়া শরীরে মলিতেছে, কেহ বা পানি গ্রহন করিতে না পারিয়া স্বীয় সঙ্গী হইতে শুধু আদ্রতা গ্রহন করিতেছে। তারপর বেলাল (রাঃ) একটি বর্শা গাড়িয়া দিলেন। নবী করীম (দঃ) তাঁবু হইতে আসিলেন। তিনি একজোড়া লাল রং এর বস্ত্র পরিহিত ছিলেন। তাঁহার লুঙ্গি পায়ের গিরা হইতে অনেক উচুতে ছিল। রসূল (দঃ) ঐ বর্শাটিকে সম্মুখে রাখিয়া লোকদেরকে দুই রাকাত নামাজ পড়াইলেন। মানুষ ও জন্তুদেরকে বর্শাটির সামনে দিয়ে চলিতে দেখিলাম।

হাদীস- ৪৪৩। সূত্র- হযরত সাহল ইবনে সা'যাদ (রাঃ) - মিম্বরে নামাজ।

নবী করীম (দঃ) এর মিম্বর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়া সাহল (রাঃ) বলিয়াছেন- এই বিষয়ে আমার চাইতে বেশী জানে এমন কেউ এখন আর জীবিত নাই। মিম্বরটি ছিল গাবার[১] ঝাউ গাছের তৈরী। অমুক মহিলার অমুক আজাদকৃত দাস উহা রসূল (দঃ) এর জন্য তৈরী করিয়াছিল। উহা প্রস্তুত ও স্থাপিত হওয়ার পর রসূল (দঃ) উহার উপর দাঁড়াইলেন। তিনি কেবলামুখী হইয়া আল্লাহ আকবর বলিলেন এবং লোকেরা তাঁহার পেছনে দাঁড়াইল। তিনি কেরায়াত পড়িয়া রুকু করিলেন এবং লোকেরা তাঁহার পেছনে রুকু করিল। তারপর তিনি মাথা তুলিলেন এবং পেছনে হটিয়া মাটিতে সেজদা করিলেন। তারপর মিম্বরে ফিরিয়া আসিয়া কেরায়াত পড়িয়া রুকু করিলেন। তারপর মাথা উঠাইয়া পেছনে হটিয়া মাটিতে সেজদা করিলেন। [১। গাবা একটি বনের নাম]

হাদীস- ৪৪৪। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- নামাজে ইমামের মত মোক্তাদী করিবে।

রসূল (দঃ) একবার ঘোড়া হইতে পড়িয়া যাওয়ার ফলে তাঁহার গোড়ালী কিম্বা কাঁধ ছিলিয়া যায়। ঐ সময় তিনি তাঁহার স্ত্রীদের নিকট হইতে এক মাসের ইলা (রোগ করিয়া দূরে থাকার কসম) করেন।

তিনি একটি দ্বিতল কক্ষে অবস্থান নেন- যাহাতে খেজুর গাছের ডালের তৈরী সিঁড়ি ছিল। একদা সাহাবীগন তাঁহার নিকট আসিলে তিনি বসিয়া বসিয়া তাঁহাদেরকে নামাজ পড়াইলেন। তাঁহারা দাঁড়াইয়া নামাজ পড়িল। তিনি সালাম ফিরাইয়া বলিলেন- ইমাম এই জন্য করা হইয়াছে যে তাঁহার অনুসরন করিতে হইবে। যখন সে তকবীর বলিবে, তোমরা তকবীর বলিবে; যখন সে রুকু করিবে, তোমরা রুকু করিবে; যখন সে সেজদা করিবে, তোমরা সেজদা করিবে। যদি সে দাঁড়াইয়া নামাজ পড়ে তোমরাও দাঁড়াইয়া নামাজ পড়িবে।

তিনি উনত্রিশতম দিনে ইলা ভঙ্গ করিয়া নামিয়া আসিলেন। তাঁহাকে বলা হইল- ইয়া রসুলুল্লাহ! আপনি একমাসের ইলা করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন- এই মাস উনত্রিশ দিনের।

হাদীস- ৪৪৫। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **খাওয়ার পর নামাজ।**

আমার দাদী মুলাইকা একদা রসুল (দঃ)কে খাওয়ার দাওয়াত করিলেন। খাবার কেবলমাত্র তাঁহার তৈরী করা হইয়াছিল। তিনি খাওয়ার পর বলিলেন- দাঁড়াও, তোমাদের জন্য এইখানে নামাজ পড়িব। আমি একটি চাটাই আনিতে গেলাম। চাটাইটি দীর্ঘ ব্যবহারের দরুন কাল হইয়া গিয়াছিল। আমি উহাকে ধুইলাম। তারপর রসুল (দঃ) উহার উপর দাঁড়াইলেন। আমি ও 'ইয়াতিম' তাঁহার পেছনে দাঁড়াইলাম এবং বৃদ্ধা আমাদের পেছনে দাঁড়াইল। রসুল (দঃ) আমাদেরকে দুই রাকাত নামাজ পড়াইয়া চলিয়া গেলেন।

হাদীস- ৪৪৬। সূত্র- হযরত মযমুনা (রাঃ)- **চাটাইর উপর নামাজ।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) চাটাইর[১] উপর নামাজ পড়িতেন। [১। জায়নামাজ।]

হাদীস- ৪৪৭। ঐ সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **সেজদাস্থানে পা।**

রসুল (দঃ) এর সামনে ঘুমন্ত অবস্থায় আমার পা দুইটি তাঁহার কেবলার দিকে থাকিত। তিনি সেজদার সময় আমার পায়ে চাপ দিতেন। তখন আমি পা দুইটি গুটাইয়া নিতাম এবং তিনি দাঁড়াইলে আমি পা দুইটি প্রসারিত করিতাম। সেই সময় ঘরে বাতি থাকিত না।

হাদীস- ৪৪৮। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **ঘুমন্ত ব্যক্তি সামনে রাখিয়া নামাজ।**

নবী করীম (দঃ) নামাজ পড়াকালে আমি তাঁহার বিছানায় আড়াআড়িভাবে শুইয়া ঘুমাইতাম। তিনি বেতের পড়িতে ইচ্ছা করিলে আমাকে জাগাইতেন এবং আমি বেতের পড়িতাম।

হাদীস - ৪৪৯। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **নামাজের সামনে শায়ীত মানুষ।**

আয়েশা (রাঃ) এর নিকট নামাজ নষ্টকারী বিষয় আলোচনাকালে বলা হইল- কুকুর, গাধা এবং নারী নামাজ নষ্ট করে। আয়েশা (রাঃ) বলিলেন- তোমরা আমাদেরকে কুকুর বানাইয়া দিলে? আল্লাহর কসম, আমি নবী করীম (দঃ) এর নামাজ পড়া অবস্থায় তাঁহার ও কেবলার মাঝে আড় হইয়া শুইয়া থাকিতাম এবং প্রয়োজন হইলে তাঁহার সামনে দিয়া যাওয়া খারাপ মনে করিতাম বলিয়া চুপিচুপি তাঁহার পা দুইটির পাশ দিয়া সরিয়া পড়িতাম। (কিম্বা লেপ হইতে বাহির হইতাম।)

হাদীস- ৪৫০। সূত্র- হযরত নাফে (রাঃ)- **জীবন্ত প্রাণী সামনে রাখিয়া নামাজ পড়া।**

ইবনে ওমর (রাঃ) স্বীয় উটকে সামনে রাখিয়া নামাজ পড়িলেন এবং বলিলেন- আমি নবী করীম (দঃ)কে এইরূপ করিতে দেখিয়াছি।

হাদীস- ৪৫১। সূত্র -হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)- **নামাজের সামনে জীবন্ত প্রাণী।**

নবী করীম (দঃ) তাঁহার উটকে সামনে আড়াআড়ি বসাইয়া তাহার দিকে মুখ করিয়া নামাজ পড়িতেন। উটটি চলা শুরু করিলে হাওদাটি নিয়া সোজা করিয়া রাখিতেন এবং ইহার পেছনের দিকে মুখ করিয়া নামাজ পড়িতেন।

হাদীস- ৪৫২। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **সেজদাস্থানে পরিহিত কাপড়ের খুঁট রাখা।**

নবী করীম (দঃ) এর সাথে নামাজ পড়াকালীন আমাদের কেউ কেউ অত্যন্ত গরমের দরুন সেজদা স্থানে কাপড়ের খুঁট রাখিত।

হাদীস-৪৫৩। সূত্র-হযরত আনাস (রাঃ)- **জুতা পরিয়া নামাজ পড়া।**

আনাস (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইল- নবী করীম (দঃ) কি জুতা পরিয়া নামাজ পড়িতেন? তিনি বলিলেন- হাঁ।

হাদীস- ৪৫৪। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **ঘরকে কবর স্থান না বানানো।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- তোমরা নিজেদের ঘরে নামাজ পড়। ইহাকে কবরস্থান[১] বানাইও না। [১। বিরান]

হাদীস- ৪৫৫। সূত্র- হযরত নাফে (রাঃ) -**ফরজ ও নফল একস্থানে পড়া।**

ইবনে ওমর (রাঃ) যে জায়গায় দাঁড়াইয়া ফরজ নামাজ পড়িতেন নফলও সেই জায়গায় দাঁড়াইয়াই পড়িতেন। কাসেম ও এইরূপই করিয়াছেন। আবু হোরায়রা(রাঃ) হইতে একটি মারফু হাদীস বর্ণনা করা হয় যে ফরজ নামাজ পড়ার স্থানে দাঁড়াইয়া ইমাম নফল নামাজ পড়িবে না। কিন্তু এই কথা ঠিক নয়।

হাদীস- ৪৫৬। সূত্র- হযরত জায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ)- **ফরজ ভিন্ন অন্য নামাজ ঘরে পড়া উত্তম।**

রসূল (দঃ) রমজান মাসে একটি কামরা তৈরী করিয়াছিলেন। কামরাটি সম্ভবতঃ চাটাই নির্মিত ছিল। এই কামরায় নবী করীম (দঃ) বেশ কয়েক রাত নামাজ পড়িয়াছিলেন। তখন কিছু সাহাবাও এই নামাজে এক্তেদা করিতেন। তিনি তাহা জানিতে পারিয়া বসিয়া থাকিলেন। সকালে তিনি তাহাদের নিকট বলিলেন- আমি তোমাদের কাজ কর্ম দেখিয়াছি ও তাহা অনুধাবন করিয়াছি। হে লোকেরা! তোমরা নিজ নিজ বাড়ীতেই নামাজ আদায় কর। কেননা, ফরজ নামাজ ছাড়া নামাজের মধ্যে ভাল নামাজ হইতেছে তাহা যাহা তাহারা বাড়ীতে পড়ে।

হাদীস-৪৫৭। সূত্র -হযরত মুসা ইবনে ওকবা (রাঃ)- **বরকতময় স্থানে নামাজ।**

আমি সালেম ইবনে আবদুল্লাহকে দেখিয়াছি তিনি মক্কা মদীনায় যাতায়াতের কতগুলি জায়গায় নামাজ পড়িয়া থাকেন এবং বলেন যে

তাঁহার পিতা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) এই স্থান সমূহে নামাজ পড়িতেন। কারণ, তিনি১ রসূল (দঃ) কে এই স্থানসমূহে নামাজ পড়িতে দেখিয়াছেন। ।১। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর।

হাদীস- ৪৫৮। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- রসূল (দঃ) এর নামাজ পড়ার স্থানে নামাজ পড়া।

রসূল (দঃ) ওমরা কিম্বা হজ্বের সময় জুল-হোলাইফার বর্তমান মসজিদস্থলে একটি বাবলা গাছের নীচে অবতরণ করিতেন। আর জেহাদ হইতে উক্ত রাস্তায় প্রত্যাবর্তনের সময় অথবা হজ্ব ও ওমরা হইতে ফিরিবার সময় উপত্যাকার মধ্যভাগে নামিতেন। উপত্যাকার মধ্যভাগ হইতে উপরের দিকে আসিবার সময় উহার পূর্ব প্রান্ত বাতহা নামক স্থানে উট বাঁধিতেন এবং ভোর পর্যন্ত ঐ স্থানে বিশ্রাম নিতেন। এই স্থানটি পাথর নির্মিত মসজিদ অথবা টিলার উপর নির্মিত মসজিদের নিকট নয়। সেইখানে ঝর্ণা ছিল। তার পাশে আবদুল্লাহ নামাজ পড়িতেন এবং তার অভ্যন্তরে কতগুলি বালুর স্তুপ ছিল। রসূল (দঃ) ঐখানে নামাজ পড়িতেন। তারপর সেইখানে বাতহার দিক হইতে স্রোত বহিয়া আসে। আবদুল্লাহ যেইখানে নামাজ পড়িতেন সেই স্থানটি নিমজ্জিত হইয়া যায়। নবী করীম (দঃ) নিকটবর্তী রাওহার উচ্চভূমিতে অবস্থিত ছোট মসজিদে নামাজ পড়িয়াছিলেন। তাঁহার নামাজ পড়ার স্থানটি আবদুল্লাহ জানিতেন এবং তিনি বলিতেন- মসজিদে নামাজ পড়িতে দাঁড়াইলে উহা ডান দিকে পড়িবে আর এই মসজিদটি মক্কা যাওয়ার পথে রাস্তার দক্ষিণ প্রান্তে। উহার ও জামে মসজিদের মাঝখানে পাথরের চিহ্ন রহিয়াছে, কিম্বা ইহার কাছাকাছি। বর্ণনাকারী রাওহার শেষ প্রান্তে সেই স্তূপে পাহাড়টির কাছে নামাজ পড়িতেন যাহার প্রান্ত রাস্তার পাশে শেষ হইয়াছে। মক্কা যাওয়ার পথে ঐ পাহাড়ও মোড়ের মসজিদটির নিকট আর একটি মসজিদ তৈরী হইয়াছিল। বর্ণনাকারী উহাতে নামাজ পড়িতেন না বরং পেছনে বা বাঁ দিকে রাখিতেন। তিনি উহার সম্মুখভাগ অতিক্রম করিয়া পাহাড়টি সামনে রাখিয়া নামাজ পড়িতেন। তিনি রাওয়া হইতে সকালে রওয়ানা হইয়া এইখানে না আসা পর্যন্ত জোহরের নামাজ পড়িতেন না। এইখানে আসিয়াই জোহরের নামাজ পড়িতেন। মক্কা হইতে আসার পথে ভোরের এক ঘন্টা আগে কিম্বা রাতের শেষ ভাগে ঐ পথ দিয়া যাইতেন এবং নামিয়া ফজরের নামাজ পর্যন্ত অপেক্ষা করিতেন। নবী করীম (দঃ) রু- আইসার নিকটে রাস্তার ডানদিকে রাস্তা সংলগ্ন একটি সমতল ভূমিতে একটি বিরাট গাছের নিকট অবতরণ করিতেন এবং রু-আইসার ডাকঘরের দুই মাইল নিম্ন দিকে অবস্থিত মিনারটির পাশ দিয়া বাহির হইয়া যাইতেন। গাছটির উপরের অংশ ভাঙ্গিয়া ভিতরে ঢুকিয়া গিয়াছে। তাহা সত্বেও গাছটি কান্ডের উপর দাঁড়াইয়া আছে। উহার গোড়ায় বালির অনেকগুলি ঢিবি। মালভূমির দিকে যাওয়ার পথে আরজ পার হইলে যে টিলাটি রহিয়াছে ইহার শেষভাগে নবী করীম (দঃ) নামাজ পড়িয়াছিলেন। সেই মসজিদটির নিকট দুই তিনটি কবর রহিয়াছে এবং কবরগুলির উপর পাথরের স্তূপ রহিয়াছে। সেইগুলি রাস্তার ডানদিকে

পার্শ্বস্থ সালামা গাছগুলির নিকট অবস্থিত। দুপুরের পর সূর্য্য যখন ঢলিয়া পড়িত তখন বর্ণনাকারী আরজের দিক হইতে ঐ গাছগুলির মধ্য দিয়া যাইতেন এবং মসজিদে জোহরের নামাজ পড়িতেন। রসূল (দঃ) হারশার অদূরে নিম্ন ভূমিতে রাস্তার বাঁ দিকে বৃক্ষরাজির নিকট অবতরণ করেন। ঐ নিম্ন ভূমিটি হারশ প্রান্ত সংলগ্ন এবং রাস্তা হইতে এক তীর নিক্ষেপের ব্যবধানে অবস্থিত। এই গাছগুলির মধ্যে যেই গাছটি রাস্তার সবচেয়ে নিকটবর্তী ছিল বর্ননাকারী তার দিকে মুখ করিয়া নামায পড়েন। সেই গাছটি ছিল সবচেয়ে লম্বা। সাফরাওাত হইতে নীচের দিকে নামাকালীন নবী করীম (দঃ) মাররুজ জাহরান উপত্যকার মদীনার দিককার নিম্নভূমিতে অবতরণ করিতেন। মক্কা যাওয়ার পথে বাঁ দিকে অবস্থিত নিম্নভূমির তলদেশে ইহা অর্ধমৃত। রসূল (দঃ) এর অবতরণ স্থান ও রাস্তার দূরত্ব এক প্রস্তর নিক্ষেপের দূরত্ব। রসূল (দঃ) মক্কা আগমনকালে জু-তোয়া নামক স্থানে অবতরণ করিয়া সেখানে রাত্রি যাপন করিতেন এবং ভোর হইলে সেখানে ফজরের নামাজ পড়িতেন। রসূল (দঃ) এর নামাজ পড়ার সেই জায়গাটি একটি বড় টিলার উপর অবস্থিত। সেইটি বর্তমানে নির্মিত মসজিদের মধ্যে নয়। সেইটি মসজিদের নিম্নের দিকে অবস্থিত একটি বড় টিলার উপর। নবী করীম (দঃ) ঐ পাহাড়ের প্রবেশ পথের দিকে মুখ করিতেন- যেইটি তাঁহার ও কাবার দিকে দীর্ঘ পর্বত শ্রেণীর মধ্যে অবস্থিত। ঐ স্থানের নির্মিত মসজিদটি টিলাটির প্রান্তে মসজিদের বাঁয়ে অবস্থিত। কিন্তু নবী করীম (দঃ) এর নামাজের জায়গা তার নিম্ন দিকের কাল টিলাটির উপরে অবস্থিত। ইহা প্রথম টিলাটি হইতে প্রায় দশ হাত পরিমাণ স্থান বাদ দিয়া যেই পাহাড়টি তোমার ও কাবার মাঝখানে পড়িবে তাহার দুই প্রবেশদ্বারের দিকে মুখ করিয়া নামাজ পড়িবে।

হাদীস-৪৫৯। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)- ইমামের **ছোতরা সকলের ছোতরা।**

আমি আমার গর্দভীর উপর সওয়ার ছিলাম। তখন আমি সাবালক প্রায়। রসূল (দঃ) দেয়াল ভিন্ন অন্য কিছুর আড়ালে মিনায় লোকদের নামাজ পড়াইতেছিলেন। আমি বাহনসহ কাতারের এক অংশের সামনে দিয়া পার হইয়া গর্দভীকে ছাড়িয়া দিলাম। সে ঘাস খাইতে লাগিল। আমি কাতারে শামিল হইলাম। কিন্তু কেউ আমাকে নিষেধ করে নাই।

হাদীস- ৪৬০। সূত্র - হযরত আবু জোহায়ফা (রাঃ)- ইমাম **ছোতরা সকলের ছোতরা।**

নবী করীম (দঃ) বাতহা নামক স্থানে সামনে বর্শা পুঁতিয়া জোহরের দুই রাকাত এবং আসরের দুই রাকাত নামাজ[১] পড়ান। এই সময় তাঁহার সামনে দিয়া নারী ও গর্দভ চলাচল করিতেছিল। [১। কসর]

হাদীস-৪৬১। সূত্র- হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) - ছোতরা হিসাবে **বল্লম।**

রসূল (দঃ) ঈদের ময়দানে নামাজ পড়ানোর পূর্বে তাঁহার সামনে বল্লম পুঁতিয়া রাখিতে বলিতেন। সেই মোতাবেক পোঁতা হইলে তিনি সেই দিকে

মুখ করিয়া নামাজ পড়িতেন এবং সকলে তাঁহার পেছনে দাঁড়াইত। তিনি সফরেও এইরূপ করিতেন। ইহা হইতেই শাসকগণ এইরূপ পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন।

হাদীস- ৪৬২। সূত্র - হযরত আবু হোজায়ফা (রাঃ)- **ছোতরা হিসাবে বল্লম।**

আবতাহ নামক স্থানে বেলাল (রাঃ) রসুলুল্লাহ (দঃ) কে নামাজের খবর দিয়া হাতে করিয়া একটি বর্শা নিয়া গিয়া রসুলুল্লাহ (দঃ) এর সামনে পুঁতিয়া দিলেন এবং ইহার পর নামাজের একামত দিলেন।

হাদীস- ৪৬৩। সূত্র-হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রাঃ)- **ইমাম দাঁড়ানোর স্থান।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) এর নামাজ পড়ার স্থান ও দেয়ালের মধ্যে একটি বকরি চলার মত ব্যবধান থাকিত।

হাদীস-৪৬৪। সূত্র - হযরত ইয়াজীদ ইবনে ওবায়েদ-**স্তম্ভের নিকট নামাজ পড়া।**

আমি সাহাবী সালামা ইবনে আকওয়া (রাঃ) এর সঙ্গে মসজিদে আসিতাম। তিনি মসজিদে নব্বীর মুসহাপের পার্শ্বে স্থাপিত স্তম্ভের নিকট নামাজ পড়িতেন। আমার জিজ্ঞাসার উত্তরে তিনি বলিলেন- আমি নবী করীম (দঃ) কে ইহার পার্শ্বে নামাজ পড়ার চেষ্টা করিতে দেখিয়াছি।

হাদীস-৪৬৫। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ) -**স্তম্ভের নিকট নামাজ।**

আমি নবী করীম (দঃ) এর বড় বড় সাহাবাদেরকে মাগরিবের সময় স্তম্ভের নিকট নামাজ পড়ার জন্য তাড়াহুড়া করিতে দেখিয়াছি। [অপর বর্ণনায় নবী করীম (দঃ) বাহিরে চলিয়া আসা পর্যন্ত।]

হাদীস-৪৬৬। সূত্র - হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) - **নামাজের সামনে দিয়া অতিক্রম করা**

বর্ণনাকারী কোন এক জুমার দিনে ছোতরা সামনে রাখিয়া নামাজ পড়িতেছিলেন। এমন সময় আবু মুআইত গোত্রের এক যুবক ছোতরার ভিতর তাহার সামনে দিয়া যাওয়ার চেষ্টা করিলে তিনি তাহার বুকে ধাক্কা মারিয়া সরাইয়া দিলেন। যাওয়ার অন্য কোন পথ না থাকায় যুবকটি পুনরায় তাঁহার সামনে দিয়া যাওয়ার চেষ্টা করিলে তিনি আরও জোরে ধাক্কা দিলেন। যুবকটি তাঁহাকে অপমান করিল এবং মারওয়ানের নিকট তাঁহার ব্যবহারের জন্য অভিযোগ করিল। আবু সাঈদ (রাঃ) ও যুবকটির পেছন পেছন সেইখানে উপস্থিত হইলেন। মারওয়ান বলিলেন- হে আবু সাঈদ! আপনার ও আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রের মধ্যে কি হইয়াছে? আবু সাঈদ (রাঃ) বলিলেন- আমি নবী করীম (দঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি- যখন তোমাদের কেউ কোন জিনিষ সামনে রাখিয়া লোকদেরকে তাহা দিয়া আড়াল করিয়া নামাজ পড়ে এবং সেই অবস্থায় যদি কেউ তাহার সামনে দিয়া যাওয়ার চেষ্টা করে সে যেন তাহাকে ধাক্কা দিয়া সরাইয়া দেয়। ইহাতে সে না থামিলে সে যেন তাহার সঙ্গে লড়ে। কেননা, সে নিশ্চয়ই শয়তান।

হাদীস-৪৬৭। সূত্র - হযরত আবু জোহায়েম (রাঃ)- নামাজীর সামনে দিয়া গমন মস্ত গোনাহ।

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- নামাজের সামনে দিয়া অতিক্রমকারী যদি জানিত ইহা কত বড় গোনাহের কাজ, তাহা হইলে সে অতিক্রম করার চাইতে চল্লিশ (দিন/মাস/বৎসর) দাঁড়াইয়া থাকা উত্তম মনে করিত। আবু নজর বলেন, আমার ওস্তাদ[১] চল্লিশ দিন না চল্লিশ মাস না চল্লিশ বৎসর বলিয়াছেন তাহা আমি জানি না। [১। বুসর]

হাদীস- ৪৬৮। সূত্র- হযরত আবু কাতাদাহ (রাঃ)-বাচ্চা কাঁধে নামাজ।

রসূলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার কন্যা জয়নবের গর্ভজাত ও আবুল আস ইবনে রাবিয়ার ঔরশজাত উমামাকে কাঁধে নিয়া নামাজ পড়িতেন।[১] সেজদার সময় তাহাকে নামাইয়া রাখিতেন এবং যখন দাঁড়াইতেন তাহাকে কাঁধে তুলিয়া নিতেন। (১। ইহা নবীর জন্য খাস)

হাদীস- ৪৬৯। সূত্র-ইবনে মাসউদ (রাঃ)- নামাজ গোনাহ মুছিয়া দেয়।

এক ব্যক্তি একটি বেগানা মেয়েকে চুম্বন করিল এবং নবী করীম (দঃ) এর নিকট ঘটনা ব্যক্ত করিল। ঐ সময় এই আয়াত নাজেল হইল, "দিনের দুইপ্রান্তে এবং রজনীর প্রথমাংশে নামাজ কায়েম কর। নেক ও সৎ কাজ সমূহ অবশ্যই অসৎ কাজ সমূহকে সরাইয়া দেয়।" (পারা ১২ সূরা ১১ আয়াত ১৪৪)। লোকটি বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, এই আদেশ ও ঘোষনা কি শুধু আমার জন্য? রসূল (দঃ) বলিলেন- আমার সমস্ত উম্মতের জন্যই এই ঘোষণা।

হাদীস- ৪৭০। সূত্র-হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- নামাজ গোনাহ মুছিয়া দেয়।

আমি রসূল (দঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি- বলতঃ যদি তোমাদের কাহারও বাড়ির দরজায় একটি নদী থাকে আর সে উহাতে দৈনিক পাঁচবার গোসল করে তাহা হইলে তাহার শরীরে কি কোনরূপ ময়লা থাকিবে? জবাবে সবাই বলিল-না, তাহার শরীরে কোনরূপ ময়লা থাকিবে না। রসূল (দঃ) বলিলেন-পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের ব্যাপারটিও তদ্রুপ। ইহার সাহায্যে আল্লাহতালা গোনাহ সমূহ মুছিয়া দেন।

হাদীস- ৪৭১। সূত্র- হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)- সর্বোত্তম কাজ সময় মত নামাজ।

আমি নবী করীম (দঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম- কোন কাজটি আল্লাহতালার নিকট সবচেয়ে প্রিয়? তিনি উত্তর দিলেন- ঠিক সময়ে নামাজ পড়া। পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম- তারপর কোন কাজটি আল্লাহর নিকট বেশী প্রিয়? তিনি বলিলেন-মাতাপিতার সেবা ও আনুগত্য করা। আবার জিজ্ঞাসা করিলাম -এর পর কোন কাজটি? নবী করীম (দঃ) জবাব

দিলেন-আল্লাহর পথে জেহাদ করা। নবী করীম (দঃ) আমাকে এই গুলিই বলিলেন। আমি আরও বেশি জানিতে চাইলে তিনি আরও বলিতেন।

হাদীস- ৪৭২। সূত্র - হযরত আনাস (রাঃ)- **নামাজ ঠিক সময়ে।**

নবী করীম (দঃ) এর সময় যেমনটি ছিল তেমনটি এখন আর কিছুই দেখিতে পাই না। এক ব্যক্তি বলিলঃ কেন নামাজ তো ঠিকই আছে। আনাস (রাঃ) বলিলেন- সেইখানেও যাহা করার তাহা কি তোমরা কর নাই?১।

১। সময় মত আদায় না করাকে ইঙ্গিত।

হাদীস-৪৭৩। সূত্র - হযরত আবু সাঈদ (রাঃ)-**ঠিক সময়ে নামাজ।**

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ (রঃ) একদা আসরের নামাজ আদায় করিতে দেরী করিয়া ফেলিলেন। ওরওয়াহ ইবনে জোবায়ের (রঃ) তাঁহাকে বলিলেন- মুগীরা ইবনে শোবা (রাঃ) নামাজ পড়িতে এইরূপ বিলম্ব করিলে আবু মাসউদ আনসারী (রাঃ) তাঁহাকে রাগান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন - হে মুগীরা। আপনি কি অবগত নহেন যে আল্লাহতালা স্বয়ং জিব্রাইল (আঃ)কে পাঠাইয়াছিলেন? তিনি প্রত্যেক নামাজ উহার ওয়াক্তমত পড়িলেন এবং রসূল (দঃ) ও তাঁহার সঙ্গে নামাজ পড়িলেন। অতঃপর জিব্রাইল (আঃ) রসূল (দঃ)কে বলিলেন- আপনার প্রতি আল্লাহর আদেশ এই যে আপনি এই নির্ধারিত সময় সমূহে নামাজ আদায় করিবেন।

ওমর ইবনে আবদুল আজিজ ইহা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া বলিলেন- হে ওরওয়াহ! চিন্তা করিয়া কথা বলুন। স্বয়ং জিব্রাইল (আঃ) রসূল (দঃ) এর নিকট আসিয়া নামাজের সময় নির্ধারণ করিয়াছেন কি? তিনি বলিলেন- হাঁ নিশ্চয়ই, আবু মাসউদ (রাঃ) এর ছেলে বশীর তাঁহার পিতা হইতে ইহা আমাকে শুনাইয়াছেন। তাছাড়া আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হাদীসেও প্রমাণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) আসর নামাজ এইরূপ বিলম্বে পড়িতেন না যেইরূপ বিলম্বে তিনি ঐ দিন পড়িয়াছিলেন।

হাদীস-৪৭৪। সূত্র- ইমাম জুহরী (রাঃ)- **নামাজের সময়ের গুরুত্ব।**

দামেস্কে আমি আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) এর নিকট গিয়া দেখিতে পাইলাম যে তিনি কাঁদিতেছেন। তাঁহাকে কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন- নবী করীম (দঃ) এর সময় যাহা যাহা দেখিয়াছি তাহার মধ্যে এই নামাজই অবশিষ্ট ছিল, কিন্তু নামাজও এখন নষ্ট হইতে চলিয়াছে।

হাদীস-৪৭৫। সূত্র - হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **প্রচন্ড গরমে নামাজ বিলম্বে পড়া।**

নবী করীম (দঃ) ফরমাইয়াছেন- যখন গরমের প্রচন্ডতা বৃদ্ধি পায় বিলম্ব করিয়া ঠান্ডা সময়ে নামাজ আদায় কর। কেননা, জাহান্নামের আগুনের তীব্রতার জন্য গরমের তীব্রতা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

হাদীস- ৪৭৬। সূত্র - হযরত আবু সাঈদ (রাঃ)- **গরমে নামাজ বিলম্বে।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- জোহরের নামাজ বিলম্ব করিয়া ঠাণ্ডায় আদায় কর। কারণ, গরমের প্রচন্ডতা জাহান্নামের অংশ বিশেষ।

হাদীস- ৪৭৭। সূত্র - হযরত আবুজর গিফারী (রাঃ)- **প্রচণ্ড গরমে নামাজে বিলম্ব করা।**

নবী করীম (দঃ) এর মুয়াজ্জিন জোহরের নামাজের আজান দেওয়ার অনুমতি চাইলে তিনি বলিলেন-আরে ঠাণ্ডা হইতে দাও, ঠাণ্ডা হইতে দাও। (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) অথবা বলিলেন-অপেক্ষা কর, অপেক্ষা কর। তিনি আরও বলিলেন-গরমের প্রচণ্ডতা জাহান্নামের আগুনের তেজক্রিয়তা হইতে সৃষ্টি হয়। সুতরাং গরমের প্রচণ্ডতা বৃদ্ধি পাইলে ঠাণ্ডায় নামাজ পড়। এমন কি আমরা পাহাড়ের[১] টিলায় ছায়া দেখিতাম। (১। মদীনা শরীফের উঁচু পাহাড়)

হাদীস-৪৭৮। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **গরমের মধ্যে নামাজ।**

আমরা রসুল (দঃ) এর সঙ্গে জোহরের নামাজ এতটুকু উত্তাপ বাকী থাকিতে পড়িতাম যে মাটির উপর কাপড় রাখিয়া সেজদা করিতে হইত।

হাদীস- ৪৭৯। সূত্র- হযরত আবু বরজাহ (রাঃ)- **নামাজের ওয়াক্ত।**

নবী করীম (দঃ) ফজরের নামাজ এমন সময় পড়িতেন যখন যে কেউ পাশের লোককে চিনিতে পারিত। ইহাতে তিনি ৬০ হইতে ১০০টি আয়াত পর্যন্ত পড়িতেন। সূর্য্য মাথার উপর হইতে ঢলিয়া পড়িলে জোহরের নামাজ আদায় করিতেন। আসরের নামাজ এমন সময়ে আদায় করিতেন যে আমাদের যে কেউ মদিনার দূর প্রান্তে যাইয়া ফিরিয়া আসিতে পারিত এবং সূর্য্য তখনও অবিকৃত থাকিত। আর এশার নামাজ আদায়ের জন্য রাতের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত দেরী করিতে কোন দ্বিধা করিতেন না। মাগরীবের সময় সম্বন্ধে বর্ণনাকারী কি বলিয়াছিলেন তাহা আবু মেনহাল ভুলিয়া গিয়াছেন।

হাদীস- ৪৮০। সূত্র- হযরত জাবের (রাঃ)- **নামাজের ওয়াক্ত।**

নবী করীম (দঃ) জোহরের নামাজ দুপুরের সময়, আসরের নামাজ সূর্য্য নিস্তেজ হওয়ার পূর্বে, মাগরিবের নামাজ সূর্য্য অস্ত যাইবার সঙ্গে সঙ্গে, এশার নামাজ কখনও একটু বিলম্বে, কখনও সত্বরই পড়িতেন। মুসল্লীগন সকলে একত্রিত হইয়াছে দেখিলে বিলম্ব না করিয়া এশার নামাজ পড়িতেন আর মুসল্লীগণ বিলম্বে আসিলে দেরীতেই পড়িতেন। ফজরের নামাজ একটু অন্ধকার থাকিতেই পড়িতেন।

হাদীস-৪৮১। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **দুই ওয়াক্ত নামাজ এক সাথে পড়া।**

মদীনাতে সম্ভবতঃ বাদলা দিনে নবী করীম (দঃ) জোহর ও আসরের ৮ রাকাত এবং মাগরেব ও এশার ৭ রাকাত নামাজ এক সাথে পড়িয়াছেন। (এক ওয়াক্তের শেষ সময়ে অন্য ওয়াক্তের শুরুতে।)

হাদীস-৪৮২। সূত্র - হযরত আয়েশা (রাঃ)- **আসরের ওয়াক্ত।**

নবী করীম (দঃ) যখন আসরের নামাজ পড়িতেন তখন আমার কামরায় সূর্য্য কিরণ থাকিত এবং ঘরের মধ্যে ছায়া পড়িত না।

হাদীস-৪৮৩। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- আসরের প্রথম ওয়াক্ত।

রসূলুল্লাহ (দঃ) আসরের নামাজ এমন সময় আদায় করিতেন যে সূর্য্য তখনও অনেক উপরে থাকিত। পথচারী মদীনার আওয়ালীর দিকে যাত্রা করিত এবং সেখানকার লোকদের নিকট পৌঁছার পরও সূর্য্য অনেক উপরে থাকিত। অথচ মদীনার আওয়ালী নামক জায়গার কোন কোন অংশ মদীনা হইতে চার মাইল দূরত্বে অবস্থিত।

হাদীস- ৪৮৪। সূত্র - হযরত আনাস (রাঃ)- আসরের প্রথম ওয়াক্ত।

আমরা নবী করীম (দঃ) এর যুগে আসরের নামাজ এমন সময়ে আদায় করিতাম যে নামাজের পর আমাদের কেউ কুবা পর্যন্ত (প্রায় তিন মাইল) যাইয়া সেখানকার লোকদের সাথে মিলিত হইত কিন্তু তখনও বেলা অনেক উপরেই থাকিত।

হাদীস- ৪৮৫। সূত্র - হযরত আনাস (রাঃ) - আসরের ওয়াক্তের বিস্তৃতি।

আমরা আসরের নামাজ পড়ার পর আমাদের কোন কোন ব্যক্তি বনী আমর বিন আউফের বস্তিতে (৩ মাইল) পৌঁছিয়া দেখিত তাঁহারা আসরের নামাজ পড়িতেছেন।

হাদীস- ৪৮৬। সূত্র- আবু উমামাহ (রাঃ)- আসরের ওয়াক্ত।

আমরা ওমর ইবনে আবদুল আজিজ (রঃ)এর সঙ্গে জোহরের নামাজ আদায়ের পর বাহির হইয়া আনাস (রাঃ) এর নিকট গিয়া দেখিলাম তিনি আসরের নামাজ পড়িতেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম- চাচাজান! আপনি কোন ওয়াক্তের নামাজ পড়িলেন? তিনি বলিলেন- আসর। আর এইভাবেই আমরা রসূলুল্লাহ (দঃ) এর সাথে নামাজ পড়িয়াছি।

হাদীস- ৪৮৭। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- আসরের নামাজের গুরুত্ব।

রসূল (দঃ) বলিয়াছেন- যে ব্যক্তির আসরের নামাজ কাজা হইল তাহার যেন পরিবার ও সম্পদ সবই ধ্বংস হইল।

হাদীস- ৪৮৮। সূত্র- হযরত আবুল মলীহ (রঃ)- আসরের গুরুত্ব।

কোন এক যুদ্ধে আমরা বুরাইদা (রাঃ) এর সঙ্গে ছিলাম। দিনটি ছিল মেঘলা। তিনি বলিলেন- আগেভাগেই তোমরা আসরের নামাজ আদায় করিয়া নাও- কেননা, নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- যে ব্যক্তি আসরের নামাজ ছাড়িয়া দিল তাহার সকল আমল নষ্ট হইয়া গেল।

হাদীস-৪৮৯। সূত্র - হযরত জরীর ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ)- ফজর ও আসরের ফজিলত।

একদা আমরা নবী করীম (দঃ) এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি চাঁদের দিকে তাকাইয়া বলিলেন- তোমরা যেমন এই চাঁদকে দেখিতে পাইতেছ ঠিক তেমনি তোমাদের প্রভুকেও দেখিতে পাইবে। তাহাকে দেখার ব্যাপারে কোনরূপ সন্দেহ পোষণ করিবে না। সুতরাং, সূর্য্য উদিত হওয়ার ও অস্ত যাওয়ার আগে যদি তোমরা ঠিক সময়ে নামাজ আদায় করিতে পার

তবে তাই কর। ইহার পর তিনি তেলাওয়াত করিলেন, "সূর্য্য উদয়ের পূর্বে ও অস্ত গমনের পূর্বে আপনি আপনার প্রভুর পবিত্রতা বর্ণনা করুন। (পারা ২৬ সুরা ৫০ আয়াত ৩৯)।

হাদীস- ৪৯০। সূত্র - হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **ফজর ও আসরের ওয়াক্তে ফেরেশতা নাজেল।**

রসুল (দঃ) বলেন- তোমাদের নিকট যেইসব ফেরেশতা আসে রাত্রে এবং দিনে তাহাদের একদল আসে এবং একদল যায়। ফজরের ও আসরের নামাজে তাহারা একত্রিত হয়। অতঃপর রাত্রি যাপনকারী ফেরেশতার দল উঠিয়া গেলে তাহাদের প্রভু জিজ্ঞাসা করে তোমরা আমার বান্দাদেরকে কি অবস্থায় দেখিয়া আসিয়াছ? যদিও তিনি সবকিছু ভালভাবেই অবগত আছেন। ফেরেশতারা জবাবে বলেন- আমাদের প্রত্যাবর্তনের সময় আমরা তাহাদেরকে নামাজরত অবস্থায় দেখিয়া আসিয়াছি। আবার আমরা যখন তাহাদের নিকট গিয়াছিলাম তখনও তাহাদেরকে নামাজরত অবস্থায় পাইয়াছি।

হাদীস-৪৯১। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **আসরের শেষ ওয়াক্তে নামাজ।**

রসুল (দঃ) বলেন- তোমাদের কেউ যদি সূর্য্যাস্তের পূর্বে আসরের নামাজের একটি সেজদাও পায় তবে তাহার উচিত নামাজ পূর্ণ করা। আবার কেউ যদি সূর্য্যোদয়ের পূর্বে ফজরের নামাজের একটি সেজদাও পায় তাহা হইলে তাহার উচিত নামাজ পূর্ণ করা।

হাদীস- ৪৯২। সূত্র- হযরত রাফে ইবনে খাদিজ (রাঃ)- **মাগরিবের ওয়াক্ত।**

নবী করীম (দঃ) এর সাথে মাগরিবের নামাজ এমন সময় আদায় করিতাম যখন কেউ কেউ ফিরিয়া আসিয়া নিক্ষিপ্ত তীর পতিত হওয়ার জায়গা দেখিতে পাইত।

হাদীস- ৪৯৩। সূত্র-হযরত সালামাহ (রাঃ)- **মাগরিবের ওয়াক্ত।**

সূর্য্য যখন অস্তমিত হইত তখন আমরা নবী করীম (দঃ) এর সাথে মাগরিবের নামাজ আদায় করিয়াছি।

হাদীস-৪৯৪। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ আল মুযানী (রাঃ)- **মাগরিবের নামকরণ।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- বেদুইনগন যেন মাগরিবের নামের ব্যাপারে তোমাদের উপর প্রভাব ফেলিতে না পারে। তাহারা মাগরিবকে এশা বলে।

হাদীস- ৪৯৫। সূত্র - হযরত আয়েশা (রাঃ)- **এশার নামাজে বিলম্ব।**

একরাতে রসুল (দঃ) এশার নামাজ পড়িতে বিলম্ব করিলেন। ওমর (রাঃ) আসিয়া বলিলেন- নারী ও শিশুরা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। নবী করীম (দঃ) মসজিদে আসিয়া লোকদেরকে বলিলেন- তোমরা ব্যতীত গোটা বিশ্বে আর কেহই আজ এই নামাজের জন্য অপেক্ষা করিতেছে না।

হাদীস-৪১৬। সূত্র- হজরত আবু মুসা আশয়ারী (রাঃ)- এশার নামাজে বিলম্ব।

আমি ও আমার জাহাজের সাথীরা বাকী এ বুতান নামক স্থানে অবস্থানরত ছিলাম। প্রত্যেক রাত্রে এশার নামাজের পর লোকেরা এক এক দল করিয়া পালাক্রমে নবী করীম (দঃ)এর সঙ্গে সাক্ষাত করিত। একদিন আমি ও আমার সাথীরা সবাই নবী করীম (দঃ) এর সাথে মিলিত হইলাম। কিন্তু তিনি নিজের কিছু কাজে ব্যস্ত থাকায় এশার নামাজে আসিতে অর্ধেক রাত পর্যন্ত বিলম্ব করিলেন- পরে আসিয়া সকলকে সাথে করিয়া নামাজ আদায় করিলেন এবং উপস্থিত সকলকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন- সবাই নিজ নিজ জায়গায় অপেক্ষা কর এবং সুসংবাদ শুন। ইহাও আল্লাহর একটা অনুগ্রহ যে এই সময়ে তোমরা ছাড়া মানব সমাজের কেহই নামাজ আদায় করিতেছে না। (বো করিল না কোনটি বলিয়াছিলেন তাহা জানি না)। আমরা যাহা শুনিলাম তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া প্রত্যাবর্তন করিলাম।

হাদীস- ৪১৭। সূত্র - হযরত হোমায়েদ (রাঃ)- এশার নামাজে বিলম্ব।

আনাস (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল- রসূল (দঃ) আংটি পরিতেন কি? তিনি বলিলেন -হ্যাঁ। একদিন তিনি বিলম্ব করিয়া অর্ধরাত্রে এশার নামাজ পড়িলেন। নামাজান্তে তিনি আমাদের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন- লোকেরা নামাজ পড়িয়া ঘুমায়। তাহাদের নামাজের জন্য অপেক্ষার সময় নামাজের মধ্যে ছিল বলিয়া গণ্য হইবে। এই সময় আমি তাঁহার আংটির উজ্জ্বলতা লক্ষ্য করিয়াছিলাম।

হাদীস- ৪১৮। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- এশার নামাজে বিলম্ব।

একরাতে রসূল (দঃ) এশার নামাজে অনেক বিলম্ব করিলেন। আমরা মসজিদে ঘুমাইয়া পড়িলাম। একবার জাগিয়া পুনরায় ঘুমাইয়া পড়িলাম। আবার যখন জাগিলাম তখন নবী করীম (দঃ) আগমন করিয়া বলিলেন- তোমরা ছাড়া পৃথিবীর কোন অধিবাসীই নামাজের জন্য অপেক্ষা করিতেছে না।

হাদীস-৪১৯। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- বিলম্বে এশা পড়া।

একরাতে রসূল (দঃ) এশার নামাজ আদায় করিতে অনেক দেরী করিলেন। লোকেরা সবাই ঘুমাইয়া পড়িল। তাহারা জাগিয়া আবার ঘুমাইয়া পড়িল। পরে যখন আবার জাগিল তখন ওমর (রাঃ) রসূল (দঃ)কে গিয়া বলিলেন- নামাজের জন্য সবাই প্রস্তুত। অতঃপর নবী করীম (দঃ) যেমন অবস্থায় বাহির হইয়া আসিলেন- আমি যেন এখনও দেখিতে পাইতেছি তাঁহার মাথা হইতে ফোঁটা ফোঁটা পানি[১] টপকাইয়া পড়িতেছে আর তিনি মাথার উপর নিজের হাত স্থাপন করিয়া আছেন। তিনি আসিয়া বলিলেন- আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর হইবে মনে না করিলে তাহাদেরকে এইভাবে এশার নামাজ আদায় করিতে নির্দেশ দিতাম। [১। মাথাব্যথা প্রশমনে পানি ঢালায়]

হাদীস-৫০০। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **এশার পূর্বে নিদ্রা।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) এশার নামাজ আদায়ের পূর্বে নিদ্রা যাওয়া এবং পরে কথাবার্তা বা গল্পগুজব অপসন্দ করিতেন।

হাদীস- ৫০১। সূত্র- হযরত আবু মুসা (রাঃ)- **ঠান্ডা ওয়াক্তের নামাজী বেহেশতী।**

রসুল (দঃ) বলিয়াছেন- যে ব্যক্তি দুইটি ঠান্ডা' ওয়াক্তের নামাজ আদায় করিবে সে জান্নাতে যাইবে। [১। ফজর ও আসর]

হাদীস-৫০২। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **এক রাকাত পাইলে পুরা নামাজ।**

রসুল (দঃ) বলিয়াছেন- কেউ কোন নামাজের এক রাকাত পাইলে সে পুরা নামাজই পাইল।

হাদীস-৫০৩। সূত্র- হযরত ওমর (রাঃ)- **নামাজের নিষিদ্ধ সময়।**

নবী করীম (দঃ) দুই সময়ে নামাজ পড়া নিষেধ করিয়াছেন- ফজরের নামাজের পর সূর্য্য পূর্ণ উদিত না হওয়া পর্যন্ত এবং আসরের নামাজের পর সূর্য্য পূর্ণ অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত।

হাদীস- ৫০৪। সূত্র- হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)- **নামাজের নিষিদ্ধ সময়।**

রসুল (দঃ) বলিয়াছেন- সূর্য্যের প্রান্তভাগ উদিত হইলে তাহা উদিত হইয়া উর্ধে না উঠা পর্যন্ত এবং সূর্য্যের প্রান্তভাগ অদৃশ্য হইয়া গেলে তাহা পুরাপুরি অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত নামাজ আদায়ে বিলম্ব কর।

হাদীস- ৫০৫। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **নামাজের নিষিদ্ধ সময়।**

নবী করীম (দঃ) দুই প্রকারের কেনাবেচা, দুই ধরনের পোষাক এবং দুই সময়ের নামাজ পড়া নিষেধ করিয়াছেন। ফজরের পর সূর্য্য উদিত না হওয়া পর্যন্ত এবং আসরের পর সূর্য্য অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত কোন নামাজ পড়িতে নিষেধ করিয়াছেন। সাম্মা এবং এক কাপড়ে এমনভাবে শরীর ঢাকিতে নিষেধ করিয়াছেন যেন উপরের দিক হইতে লজ্জাস্থান খোলা থাকে। একে অন্যের প্রতি বিক্রিত দ্রব্য নিক্ষেপদ্বারা অথবা একে অন্যকে ছোঁয়া দ্বারা ক্রয় বিক্রয় নির্ধারন করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

হাদীস- ৫০৬। সূত্র- হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ)- **আসরের পর নামাজ নিষেধ।**

হে লোকেরা ! তোমরা এমন এক নামাজ পড় যাহা আমি কখনও রসুলুল্লাহ (দঃ)কে পড়িতে দেখি নাই, অথচ আমি তাঁহার ঘনিষ্ট সাহচর্য্য লাভ করিয়াছি। তিনি ঐ দুই রাকাত নামাজ পড়িতে নিষেধ করিয়াছেন- আসরের পর দুই রাকাত নফল নামাজ।

হাদীস- ৫০৭। সূত্র- হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)- নামাজের নিষিদ্ধ সময়।

রসুল (দঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি- ফজর নামাজের পর সূর্য্য উপরে উঠিয়া না আসা পর্যন্ত এবং আসর নামাজের পর সূর্য্য অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত নামাজ পড়া নিষিদ্ধ।

হাদীস- ৫০৮। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- নামাজের নিষিদ্ধ সময়।

রসুল (দঃ) বলিয়াছেন- তোমাদের কেহ সূর্য্য উদিত হওয়ার সময় কিম্বা সূর্য্য অস্ত যাওয়ার সময় যেন নামাজ আদায়ের জন্য উদ্যত না হয়।

হাদীস- ৫০৯। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- রসুল (দঃ) এর নিষিদ্ধ সময়ে নামাজ।

রসুলুল্লাহ (দঃ) প্রকাশ্যে বা গোপনে কোনভাবেই দুই রাকাত নামাজ ছাড়িতেন না। আর তাহা হইল ফজরের পূর্বে দুই রাকাত নামাজ এবং আসরের পরে দুই রাকাত নামাজ।

হাদীস- ৫১০। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- আসরের পর নবী করীম (দঃ) এর নামাজ পড়া।

নবী করীম (দঃ) যে দিনই আসরের পর আমার নিকট আসিতেন- দুই রাকাত নামাজ পড়িতেন।

হাদীস- ৫১১। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- আসরের পর নামাজ পড়া।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) মেসওয়ার (রাঃ) এবং আবদুর রহমান (রাঃ) কোরায়েব নামক খাদেমকে আয়েশা (রাঃ) এর নিকট এই বলিয়া পাঠাইলেন যে তাঁহার নিকট আমাদের সালাম বলিয়া জিজ্ঞাসা করিবে যে আসরের পর আপনি দুই রাকাত নামাজ পড়েন বলিয়া শুনিতে পাইলাম অথচ রসুল (দঃ) ঐ নামাজ পড়িতে নিষেধ করিয়াছেন এই রকম প্রমান আমাদের নিকট পৌছিয়াছে। কোরায়েব আয়েশা (রাঃ)এর নিকট পৌছিয়া সাহাবীত্রয়ের বক্তব্য বলিলে আয়েশা (রাঃ) বিষয়টি উম্মে-সালামা (রাঃ) এর নিকট জিজ্ঞাসা করিতে বলিলেন। কোরায়েব সাহাবীত্রয়ের অনুমতিক্রমে উম্মে সালামা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন- আমি নবী করীম (দঃ)কে এই নামাজ হইতে নিষেধ করিতে শুনিতাম। একদিন তাঁহাকে আসরের পর এই নামাজ পড়িতে দেখিলাম। আমি কর্মব্যস্ত থাকায় আমার গৃহ কর্মিনীর মারফত জিজ্ঞাসা করাইলে নামাজান্তে তিনি আমাকে ডাকিয়া বলিলেন- তুমি আসরের পর দুই রাকাত নামাজ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছ? ঘটনা এই যে, আবদুল কায়েস গোত্রের একদল লোক আমার নিকট আসিয়াছিল। তাহাদের সঙ্গে শিক্ষার পরিস্থিতি এমন হইয়াছিল যে জোহরের ফরজের পর দুই রাকাত সুন্নত পড়িতে পারি নাই। ইহা সেই দুই রাকাত নামাজ।

[ইবনে আব্বাস (রাঃ) খলিফা ওমর (রাঃ) এর সহিত একমত হইয়া এই নামাজ হইতে বিরত রাখার জন্য শাস্তি দিয়া থাকিতেন]

হাদীস- ৫১২। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **আসরের পর দুই রাকাত নফল নামাজ।**

সেই মহান আল্লাহতালার শপথ যিনি তাঁহাকে উঠাইয়া নিয়াছেন। তিনি আল্লাহর সাথে মিলিত হওয়া পর্যন্ত দুই রাকাত নামাজ পড়া পরিত্যাগ করেন নাই। অধিক নামাজ পড়িতে পড়িতে ক্লান্ত হইয়া পড়া অবস্থায়ই তিনি আল্লাহর সাথে মিলিত হইয়াছেন। আসরের পরে যে দুই রাকাত নামাজ তিনি পড়িতেন তাহা অধিকাংশ সময়ই বসিয়া পড়িতেন। তাহার উম্মতের জন্য কঠিন ও কষ্টকর হইবে আশঙ্কায় তিনি এই নামাজ মসজিদে না পড়িয়া বাড়িতে পড়িতেন। তিনি তাঁহার উম্মতের জন্য সর্বদা সহজ সাধ্য জিনিষই পসন্দ করিতেন।

হাদীস- ৫১৩। সূত্র- হযরত আবু কাতাদাহ (রাঃ)- **সূর্যোদয়ের পর ফজরের নামাজ।**

এক রাত্রে আমরা রসূল (দঃ) এর সাথে সফরে ছিলাম। কেউ কেউ রসূল (দঃ)কে শেষ রাতে তাহাদের সাথে আরাম করার আবেদন জানাইলে তিনি বলিলেন- ঘুমাইয়া নামাজ কাজা করার আশঙ্কা আমি করি। বেলাল (রাঃ) বলিলেন- আমি আপনাদের সবাইকে জাগাইয়া দিব। তখন সকলে শুইয়া পড়িলেন এবং বেলাল (রাঃ) তাঁহার উটের গায়ে পিঠ ঠেকাইয়া হেলান দিয়া রহিলেন। কিন্তু তাঁহারও চোখ দুইটি মুদিয়া আসিল এবং তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন। সকালে সূর্যের প্রান্তভাগ দেখা দিলে নবী করীম (দঃ) জাগ্রত হইয়া বেলাল (রাঃ)কে ডাকিয়া বলিলেন- হে বেলাল! তুমি যাহা বলিয়াছিলে তাহা কোথায়? বেলাল (রাঃ) বলিলেন- কোনদিনও আমাকে এমন নিদ্রায় পায় নাই। এই কথা শুনিয়া নবী করীম (দঃ) বলিলেন- আল্লাহ যখন ইচ্ছা করিলেন তোমার রুহকে কবজ করিয়া নিলেন এবং যখন ইচ্ছা করিলেন ফেরত দিলেন। হে বেলাল! যাও, নামাজের জন্য আজান দাও। অতঃপর তিনি অজু করিলেন এবং সূর্য্য কিছু উপরে উঠার পর চারিদিক আলোকিত হইয়া পড়িলে নামাজ আদায় করিলেন।

হাদীস- ৫১৪। সূত্র- হযরত জাবের (রাঃ)- **মাগরিবের পূর্বে আসরের কাজা নামাজ।**

খন্দকের যুদ্ধ চলাকালীন ওমর (রাঃ) সূর্য্যাস্তের পর নবী করীম (দঃ) এর নিকট আসিয়া কোরায়েশ কাফেরদেরকে গালি দিতে দিতে বলিলেন যে তিনি আসরের নামাজ আদায় করিতে পারেন নাই, কেননা তিনি আসরের নামাজ আদায় করার মত অবস্থায় ছিলেন না। নবী করীম (দঃ) বলিলেন-

আল্লাহর শপথ, আমিও আসরের নামাজ আদায় করি নাই। উভয়ে উঠিয়া বুতহানের দিকে অগ্রসর হইয়া গেলে সেইখানে নবী করীম (দঃ) অজু করিলেন। ওমর (রাঃ) সহ অন্যরাও অজু করিলেন এবং সূর্য্যাস্তের পর নবী করীম (দঃ) আসরের নামাজ আদায় করিলেন এবং ইহার পরে মাগরিবের নামাজ আদায় করিলেন।

হাদীস- ৫১৫। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **যখনই স্মরন হইবে নামাজ আদায় করিবে।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- কেহ কোন নামাজের কথা ভুলিয়া গেলে স্মরন হওয়া মাত্রই তাহা আদায় করিয়া নিবে। উক্ত নামাজের ইহা ছাড়া আর কোন কাফ্‌ফারা নাই। কেননা, আল্লাহতালা বলিয়াছেন- আমাকে স্মরনের উদ্দেশ্যে নামাজ কায়েম কর।

হাদীস- ৫১৬। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মোগাফ্‌ফাল (রাঃ)- **আজান ও একামতের মাঝখানে নামাজ।**

রসূল (দঃ) বলিয়াছেন- প্রতি দুই আজানের মধ্যে রহিয়াছে এক নামাজ; প্রতি দুই আজানের মধ্যে রহিয়াছে এক নামাজ, যদি কেহ পড়িতে চায়।

হাদীস- ৫১৭। সূত্র - হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্‌ফাল আল-মুযাননী (রাঃ) - **আজান ও একামতের মাঝে নামাজ।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- কেহ চাইলে আজান ও একামতের মাঝখানে কিছু নামাজ পড়িয়া নিতে পারে। ইহা তিনি তিনবার বলিলেন।

হাদীস- ৫১৮। সূত্র- হযরত মালেক ইবনে হোয়াইরেস (রাঃ)- **নামাজ, আজান ও ইমামতি।**

আমি এবং আমার গোত্রের কিছু লোক নবী করীম (দঃ) এর নিকট হাজির হইয়া সেইখানে বিশ দিন কাটাইলাম। নবী করীম (দঃ) ছিলেন বড়ই কোমল ও দয়ালু হৃদয়ের। তিনি যখন অনুভব করিতে পারিলেন যে আমরা আমাদের পরিবার পরিজনের জন্য উৎসুক হইয়া পড়িয়াছি তখন তিনি আমাদেরকে বলিলেন- তোমরা আপন আপন পরিবারের নিকট ফিরিয়া যাও এবং তাহাদের সাথে অবস্থান কর। তোমরা তাহাদেরকে দ্বীনের শিক্ষা দিবে, ভাল কাজ ও ভাল কথার তালিম দিবে এবং আমাকে যেইভাবে নামাজ পড়িতে দেখিলে সেইভাবে নামাজ পড়িবে। নামাজের সময় হইলে তোমাদের কেউ আজান দিবে এবং তোমাদের মধ্যে যিনি বড় তিনি তোমাদের ইমাম হইবেন।

হাদীস- ৫১৯। সূত্র- হযরত মালেক ইবনে হোয়াইরেস (রাঃ)- **নামাজে আজান ও ইমামতি।**

দুইজন লোক সফরের উদ্দেশ্যে রসূল (দঃ) এর নিকট উপস্থিত হইলে তিনি তাহাদেরকে বলিলেন- তোমরা যখন সফরে যাইবে তখন নামাজের সময় আজান দিবে এবং একামত বলিয়া তোমাদের মধ্যে যিনি বড় তিনি ইমামতি করিবেন।

হাদীস- ৫২০। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হারিছ (রাঃ)- **স্বস্থানে নামাজ।**

এক শীতকালের বাদলা দিনে ইবনে আব্বাস (রাঃ) বক্তৃতা করাকালীন মুয়াজ্জিন হাইয়ালাস সালাহ বলিলে তিনি তাহাকে বলিলেন - লোকদেরকে নিজ নিজ অবস্থানে নামাজ পড়ার জন্য ঘোষণা করিয়া দাও। ইহা শুনিয়া লোকেরা একে অপরের দিকে তাকাইতে থাকিলে তিনি বলিলেন- আমার চাইতে উত্তম ব্যক্তিই[১] এই সিদ্ধান্ত দিয়াছেন আর ইহাই উত্তম। [১। রসূল (দঃ)]

হাদীস- ৫২১। সূত্র- হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)- **স্বস্থানে নামাজ।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) সফররত অবস্থায় শীত ও বৃষ্টির রাত্রে মুয়াজ্জীনকে আজানের আগে ও পরে 'তোমাদের নিজ নিজ অবস্থানে নামাজ পড়িয়া নাও' ঘোষনা দিতে আদেশ করিতেন।

হাদীস- ৫২২। সূত্র - হযরত নাফে (রাঃ)- **স্বস্থানে নামাজ।**

এক ঝড়ের রাতে ইবনে ওমর (রাঃ) আজান দিয়া পরে বলিলেন- তোমরা নিজ নিজ স্থানে নামাজ পড়িয়া নাও। অতঃপর তিনি বলিলেন- ঠান্ডা ও বৃষ্টির রাতে রসূলুল্লাহ (দঃ) মোয়াজ্জিনকে এই কথা বলার জন্য হুকুম দিতেন- হে লোকেরা! তোমরা নিজ নিজ স্থানে নামাজ পড়িয়া নাও।

হাদীস- ৫২৩। সূত্র- হযরত আবু কাতাদাহ (রাঃ)- **নামাজের জন্য হুড়াহুড়ি না করা।**

একদা আমরা নবী করীম (দঃ) এর সাথে নামাজ পড়িতেছিলাম। হঠাৎ লোকদের গোলমাল শুনা গেল। নামাজান্তে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন- তোমাদের কি হইয়াছিল? তাহারা বলিল- আমরা নামাজের জন্য তাড়াহুড়া করিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন- এইরূপ করিও না। যখন নামাজের জন্য আসিবে ধীরস্থীর ভাবে আসিবে। যতখানি পাইবে তাহা পড়িবে এবং যতখানি ছুটিয়া যাইবে তাহা পুরন করিয়া নিবে।

হাদীস-৫২৪। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **নামাজের জন্য দৌড়াইবে না।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- যখন একামত শুনিতে পাইবে তখন নামাজের জন্য ধীরস্থীর ভাবে যাইবে; দৌড়াইবে না। যতখানি নামাজ পাইবে পড়িয়া নিবে, আর যতখানি ছুটিয়া যাইবে পুরা করিয়া নিবে।

হাদীস- ৫২৫। সূত্র- হযরত আবু কাতাদাহ (রাঃ)- **নামাজের জন্য কখন দাঁড়াইবে।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- নামাজের জন্য একামত বলার পর আমাকে না দেখা পর্যন্ত দাঁড়াইবে না। শান্তভাব অবলম্বন করা অতীব প্রয়োজন।

হাদীস- ৫২৬। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **একামতের পর বিলম্ব করা।**

একবার একামত হইয়া যাওয়ার পর নবী করীম (দঃ)কে দেখা গেল মসজিদের এক পাশে একব্যক্তির সাথে নিম্নস্বরে কথা বলিতেছেন।

কিছুলোক নিদ্রাতুর হইয়া পড়িল, অতঃপর তিনি আসিয়া নামাজে দাঁড়াইলেন।

হাদীস- ৫২৭। সূত্র - হযরত হোমায়েদ (রাঃ)- **একামতের পর কথা বলা।**

একামত হইয়া যাওয়ার পর কাহারও সাথে কথা বলা সম্বন্ধে সাবেত বুনানীর নিকট জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন- আনাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন- একবার একামত হইয়া যাওয়ার পর রসূল (দঃ) এর নিকট এক ব্যক্তি উপস্থিত হয় এবং একামত হইয়া যাওয়ার পরও সে কথা বলিতে বলিতে রসূলুল্লাহ (দঃ) কে আটকাইয়া রাখে।

হাদীস- ৫২৮। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মালেক ইবনে বোহায়না (রাঃ)- **একামতের পর সুন্নত নামাজ পড়া।**

একামত হইয়া যাওয়ার পর রসূল (দঃ) একব্যক্তিকে দুই রাকাত নামাজ পড়িতে দেখিতে পান। নামাজান্তে সকলে ঐ ব্যক্তিকে ঘিরিয়া ধরিলে রসূল (দঃ) তাহাকে বলিলেন- ফজরের নামাজ কি চারি রাকাত? ফজরের[১] নামাজ কি চারি রাকাত? [১। ফজরের ফরজ]

হাদীস-৫২৯। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **নামাজের পূর্বে খাবার।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- খাবার সামনে রাখা অবস্থায় নামাজের একামত হইলে প্রথমে খাবার খাইয়া নাও।

হাদীস-৫৩০। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **নামাজের পূর্বে খাবার।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- রাতের খাবার যখন সামনে রাখা হয় তখন মাগরিবের নামাজ পড়ার আগে খাইয়া নাও। আর খাইতে গিয়া তাড়াহুড়া করিও না।

হাদীস- ৫৩১। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **নামাজের পূর্বে খাবার।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- যখন তোমাদের কাহারও সামনে খাবার রাখা হয় আর এমন সময় একামত হয় তখন প্রথমে খাইয়া নিবে এবং খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাড়াহুড়া করিবে না। বর্ণনাকারীর অভ্যাস ছিল সামান্য খাবার উপস্থিত থাকা অবস্থায় নামাজের জামাত দাঁড়াইয়া গেলেও তিনি খাবার শেষ না করিয়া নামাজে যাইতেন না, অথচ তিনি ইমামের ক্বেরাত শুনিতে পাইতেন। তিনি আরও বর্ণনা করিয়াছেন- নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- তোমাদের কেউ যখন খাইতে বসিয়া যাইবে, পরিতৃপ্তি না হওয়া পর্যন্ত তাড়াহুড়া করিয়া খাওয়া শেষ করিবে না; এমনকি নামাজের একামত হইয়া গেলেও না।

হাদীস- ৫৩২। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **নামাজের জন্য কাজ ত্যাগ।**

নবী করীম দঃ) স্বীয় গৃহে কাজ কর্মে লিপ্ত থাকাকালীন নামাজের সময় উপস্থিত হইলে তিনি সমস্ত কাজকর্ম ছাড়িয়া নামাজের জন্য চলিয়া যাইতেন।

হাদীস- ৫৩৩। সূত্র- হযরত আবু মুসা (রাঃ)- আবু বকর (রাঃ) এর ইমামতি।

নবী করীম (দঃ) রোগাক্রান্ত অবস্থায় রোগ বেশী বাড়িয়া গেলে বলিলেন- আবু বকর (রাঃ)কে নামাজ পড়াইতে বল। আয়েশা (রাঃ) বলিলেন- তিনি অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের অধিকারী। আপনার জায়গায় তিনি দাঁড়াইলে লোকদেরকে নামাজ পড়াইতে পারিবেন না। তিনি আবার বলিলেন- আবু বকর (রাঃ)কে নামাজ পড়াইতে বল। তিনি (আয়েশা) একই কথা বলিলেন। তখন নবী করীম (দঃ) আবার বলিলেন- আবু বকর (রাঃ)কে নামাজ পড়াইতে বল। তোমরা তো দেখছি ইউসুফ (আঃ) এর সঙ্গিনী সেই নারী জাতির মত। ইহার পর আবু বকর (রাঃ) এর নিকট সংবাদ দেওয়া হইলে তিনি নবী করীম (দঃ) এর জীবদ্দশায়ই লোকদেরকে নামাজ পড়াইলেন।

হাদীস- ৫৩৪। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- আবুবকর (রাঃ) এর ইমামতির নির্দেশ।

রসুলুল্লাহ (দঃ) এর অন্তিম রোগ বৃদ্ধিকালে তাঁহাকে নামাজের জামাত সম্বন্ধে বলা হইলে তিনি বলিলেন- আবুবকর (রাঃ)কে নামাজ পড়াইয়া দিতে বল। আয়েশা (রাঃ) বলিলেন- তিনি নরম দিলের মানুষ। তিনি আপনার জায়গায় দাঁড়াইয়া কেরাতও পড়িতে পারিবেন না। রসুল (দঃ) পুনরায় বলিলেন-আবুবকর (রাঃ)কে নামাজ পড়াইয়া দিতে বল। আয়েশা (রাঃ) পুনরায় একই কথা বলিলে[১] রসুল (দঃ) আবারও বলিলেন- আবুবকর (রাঃ)কে নামাজ পড়াইয়া দিতে বল। তোমরা তো ইউসুফ (আঃ) এর ঘটনার নারীদের ন্যায়[২]। [১। হাফসা (রাঃ)কে সমর্থনকারিনী বানাইয়া। ২। আমার অভিপ্রায়ের বিপরীতে প্ররোচিত করিতেছ।]

হাদীস- ৫৩৫। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- রসুল (দঃ) এর ইমামতির চেষ্টা।

রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার রোগ যাতনা বৃদ্ধির অবস্থায় জিজ্ঞাসা করিলেন- লোকগন নামাজ পড়িয়াছে কি? আমরা জানাইলাম- না, তাঁহারা আপনার অপেক্ষায় আছে। তিনি বলিলেন- আমার জন্য টবের মধ্যে পানি ঢাল। পানি ঢালিলে তিনি উহাতে গোসল করিলেন এবং উঠিয়া দাঁড়াইতে চেষ্টা করিয়া জ্ঞান হারাইয়া পড়িয়া গেলেন। চৈতন্য ফিরিয়া আসিলে আবারও জিজ্ঞাসা করিলেন- লোকগণ নামাজ পড়িয়া ফেলিয়াছে কি? এইবারও তাঁহাকে জানানো হইল যে তাঁহারা তাঁহার অপেক্ষায় আছেন। পুনরায় তিনি টবে পানি দিতে বলিলেন এবং গোসল করিয়া উঠিবার চেষ্টাকালে জ্ঞান হারাইয়া পড়িয়া গেলেন। তৃতীয়বারেও চৈতন্য লাভের পর একই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হইল। অতঃপর তিনি আবু বকর (রাঃ) এর নিকট সংবাদ পাঠাইলেন তিনি যেন নামাজ পড়াইয়া দেন।

আবুবকর (রাঃ) ছিলেন নরম দিলের মানুষ। রসূল (দঃ) এর রোগাক্রান্ত হওয়ার শোকে বিহবল অবস্থায় তাঁহার জায়গায় নামাজ পড়ানো সম্ভব হইবে না বিবেচনায় তিনি ওমর (রাঃ)কে নামাজ পড়ানোর জন্য অনুরোধ করিলে ওমর (রাঃ) অস্বীকার করিয়া বলিলেন- আপনিই এই কাজের সর্বাধিক যোগ্য। সেইমতে আবু বকর (রাঃ) কতিপয় দিনের নামাজ পড়াইলেন। [জোহরের সময় গোসল করিয়া তিনি ভাল বোধ করিয়াছিলেন তাই বার বার গোসল করিতেছিলেন]

হাদীস- ৫৩৬। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **আবু বকর (রাঃ)কে নামাজ পড়াইবার নির্দেশ।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) এর রোগ যাতনা বৃদ্ধি পাইলে বেলাল (রাঃ) তাঁহাকে নামাজের ওয়াক্ত জ্ঞাত করাইলেন। তিনি বলিলেন- লোকদেরকে নামাজ পড়াইয়া দিবার জন্য আবু বকর (রাঃ)কে বল। আমি তখন আরজ করিলাম- তিনি আপনার স্থানে দাঁড়াইয়া কান্নার জন্য নামাজের কেরাত শুনাইতে সক্ষম হইবেন না; আপনি ওমর (রাঃ)কে নামাজ পড়ানোর জন্য আদেশ করুন। হাফসা (রাঃ) ও নবী করীম (দঃ)কে ঐরূপ বলিলেন। রসূল (দঃ) বলিলেন- তোমরা তো ইউসুফ (আঃ) সম্পর্কে সমস্যা সৃষ্টিকারী নারীদের অন্তর্ভূক্ত। আবুবকর (রাঃ)কে বল লোকদেরকে নামাজ পড়াইতে। হাফসা (রাঃ) আয়েশা (রাঃ)কে বলিলেন-আমি কখনও তোমার নিকট হইতে কল্যান লাভ করিতে পারিলাম না।

হাদীস- ৫৩৭। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **আবুবকরের সাথে রসূলুল্লাহর ইমামতি।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) রোগ যাতনা বৃদ্ধিকালে আবু বকর (রাঃ)কে নামাজ পড়াইবার নির্দেশ দিয়া স্বস্তি বোধ করায় তিনি নিজ কক্ষ হইতে বাহির হইয়া মসজিদে আসিলেন। তখন আবুবকর (রাঃ) নামাজ পড়াইতেছিলেন। রসূল (দঃ) এর প্রতি দৃষ্টি পড়ায় তিনি ইমামতির স্থান হইতে পেছনে আসিয়া পড়িতে উদ্যত হইলেন। রসূল (দঃ) তাঁহার বরাবরে আসিয়া তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া পড়িলেন। আবুবকর (রাঃ) প্রত্যক্ষরূপে তাঁহার এক্তেদা করিলেন আর অন্যান্য লোকগন আবুবকর (রাঃ) এর এক্তেদা করিল।

হাদীস- ৫৩৮। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **আবুবকর (রাঃ) এর ইমামতিতে রসূলুল্লাহ (দঃ) এর সন্তোষ।**

তিন দিন রসূলুল্লাহ (দঃ) মসজিদে আসিতে পারিতেছিলেন না। সোমবার ভোরে আবুবকর (রাঃ) এর ইমামতিতে মুসলমানগন নামাজ পড়িতেছিলেন। হঠাৎ রসূলুল্লাহ (দঃ) আয়েশা (রাঃ) এর কক্ষের দরজার পর্দা উঠাইয়া তাঁহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তাঁহারা তখন কাতার বন্দী হইয়া নামাজ আদায় করিতেছিলেন- দেখিয়া তিনি মৃদু হাঁসি হাঁসিতেছিলেন। আবুবকর (রাঃ) তাঁহার অগ্রসর হওয়া অনুভব করিয়া

ইমামতির স্থান ত্যাগ পূর্বক মোক্তাদিদের কাতারে আসার জন্য পেছনের দিকে আসিতে উদ্যত হইলেন এবং মোক্তাদিগন রসূল (দঃ) এর আগমন অনুভবে নামাজ ভঙ্গ করার উপক্রম করিলে রসূল (দঃ) আদেশ করিলেন- নামাজ পুরা কর। এই বলিয়া তিনি পর্দা ছাড়িয়া কক্ষ মধ্যে চলিয়া গেলেন। ঐ দিনই রসূল (দঃ) দেহ ত্যাগ করেন।

হাদীস- ৫৩৯। সূত্র- হযরত সাহল ইবনে সায়াদ (রাঃ)- **রসূল (দঃ) এর উপস্থিতিতে ইমামতি।**

রসূল (দঃ) এক দিন বনি আমর ইবনে আউফ গোত্রে তাহাদের মধ্যে মিটমাটের জন্য গিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে নামাজের সময় উপস্থিত হইলে মুয়াজ্জিন আবু বকর (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন- তিনি নামাজ পড়াইবেন কিনা এবং একামত দেওয়া হইবে কিনা। তিনি অনুমতি দিলেন। আবু বকর (রাঃ) নামাজ পড়াইতে শুরু করিলে রসূল (দঃ) আসিলেন। তিনি কাতার ভেদ করিয়া প্রথম কাতারে গিয়া দাঁড়াইলেন। লোকেরা হাতের পিঠে হাত মারিয়া শব্দ করিতে লাগিল। আবু বকর (রাঃ) নামাজ অবস্থায় এদিক ওদিক লক্ষ্য করিতেন না। লোকেরা যখন বেশী আওয়াজ করিতে লাগিল তিনি পাশে তাকাইয়া রসূল (দঃ)কে দেখিতে পাইলেন। রসূল (দঃ) তাঁহাকে ইশারায় নিজ জায়গায় স্থির থাকার নির্দ্দেশ দিলেন। আবু বকর (রাঃ) হাত তুলিয়া আল্লাহর শোকর আদায় করিলেন এবং পেছনে সরিয়া আসিয়া কাতারে সামিল হইলেন। রসূল (দঃ) আগাইয়া গিয়া নামাজ পড়াইলেন। নামাজ হইতে ফিরিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন- হে আবু বকর! আমি যখন হুকুম করিলাম স্থির থাকিতে তখন কি বাধা ছিল? আবু বকর (রাঃ) বলিলেন- রসূলুল্লাহ (দঃ) এর উপস্থিতিতে নামাজ পড়ানো আবু কুহাফার পুত্রের শোভা পায় না। রসূল (দঃ) বলিলেন- এমন কি ঘটিয়াছিল যে তোমরা হাতের পিঠে এত শব্দ করিতেছিলে? নামাজে কাহারও কোন সন্দেহ হইলে 'সোবহানাল্লাহ' বলিবে। যখন কেহ 'সোবহানাল্লাহ' বলিবে তখন তাহার প্রতি লক্ষ্য করা হইবে। হাত মারিয়া শব্দ করা শুধু নারীদের জন্য।

হাদীস- ৫৪০। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ) ও হযরত আনাস (আঃ) **- জামাতে ইমামের অনুসরন।**

পীড়িত অবস্থায় রসূল (দঃ) এর নিজ গৃহে বসিয়া বসিয়া নামাজ আদায় কালীন সময়ে একদল লোক তাঁহার পেছনে দাঁড়াইয়া নামাজ আদায় করিলে তিনি তাহাদেরকে ইংগিত করিয়া বসিতে বলিলেন। নামাজান্তে তিনি লোকদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন- অনুসরনের জন্যই ইমাম নিযুক্ত করা হয়। সুতরাং, ইমাম রুকু করিলে রুকু করিবে এবং মাথা উঠাইলে মাথা উঠাইবে, ইমাম 'সামিআল্লাহুলিমান হামিদাহ' বলিলে 'রাব্বানা লাকাল হামদ' বলিবে। আর ইমাম বসিয়া নামাজ পড়িলে তোমরাও বসিয়া নামাজ পড়িবে।

[সামিআল্লা হুলিমান হামিদাহ কেউ আল্লাহর প্রশংসা করিলে আল্লাহ তাহা শুনেন; রাব্বানা লাকাল হামদ-হে আমাদের প্রভু, সকল প্রশংসা তোমার জন্য।]

হাদীস- ৫৪১। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ) -ইমামের অনুসরন।

একদা রসুলুল্লাহ (দঃ) ঘোড়ার পিঠ হইতে পড়িয়া গিয়া ডান পাঁজরে আঘাত পান। আমরা শুশ্রূষার জন্য তাঁহার নিকট গেলাম। নামাজের ওয়াক্তে তিনি আমাদেরকে নিয়া বসিয়া নামাজ পড়িলেন। আমরাও তাঁহার পেছনে বসিয়া নামাজ পড়িলাম। নামাজ শেষ করিয়া তিনি বলিলেন - অনুসরনের জন্যই ইমাম নিযুক্ত করা হয়। কাজেই তিনি তকবীর বলিলে তোমরা তকবীর বলিবে, রুকু করিলে রুকু করিবে, রুকু হইতে মাথা উঠাইলে মাথা উঠাইবে, সামি আল্লা হুলিমান হামিদাহ বলিলে রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ বলিবে এবং সেজদা করিলে সেজদা করিবে।

হাদীস- ৫৪২। সূত্র - হযরত আনাস (রাঃ)- ইমামের অনুসরণ।

রসুলুল্লাহ (দঃ) ঘোড়ার পিঠ হইতে পড়িয়া গিয়া পেটের ডান পাশে সামান্য আঘাত পাইলে এক ওয়াক্ত নামাজ বসিয়া বসিয়া আদায় করেন। আমরাও তাঁহার পেছনে বসিয়া বসিয়াই নামাজ আদায় করিলাম। তিনি নামাজান্তে আমাদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন- অনুসরণের জন্যই ইমাম নিযুক্ত করা হয়। ইমাম দাঁড়াইয়া নামাজ পড়িলে তোমরা দাঁড়াইয়া পড়িবে। রুকু করিলে রুকু করিবে, মাথা উঠাইলে মাথা উঠাইবে এবং সামিআল্লাহুলিমান হামিদাহ বলিলে রাব্বানা লাকাল হামদ্ বলিবে। আর ইমাম বসিয়া নামাজ পড়িলে তোমরাও সবাই বসিয়াই নামাজ পড়িবে।

(ইমাম বোখারী (রঃ) বলেন- হোমাইদী বর্ণনা করিয়াছেন- ইমাম বসিয়া নামাজ পড়িলে তোমরাও বসিয়াই পড়িবে। কথাটি নবী করীম (দঃ) এর ঘোড়ার পিঠ হইতে পড়া জনিত পীড়ার সময়কার ঘটনা। পরবর্তী সময়ে নবী করীম (দঃ) এর অন্তিম রোগকালে নবীকরীম (দঃ) বসিয়া নামাজ পড়িলেও লোকেরা দাঁড়াইয়া তাঁহার এক্তেদা করিয়াছে। এই সময় তিনি তাহাদেরকে বসিতে নির্দেশ দেন নাই। ইহা পরবর্তী সময়ে সংঘটিত কাজ আর রসুল (দঃ) এর সর্বশেষ আমল অনুযায়ী আমল করিতে হইবে।)

হাদীস- ৫৪৩। সূত্র- হযরত বরা (রাঃ)- ইমামের পরে রুকু সেজদা করা।

রসুলুল্লাহ (দঃ) নামাজে 'সামি আল্লাহুলিমান হামিদাহ' বলিয়া রুকু হইতে মাথা উঠাইতেন। তিনি যতক্ষন সেজদায় না যাইতেন ততক্ষন আমাদের কেহই পিঠ বাঁকা করিতামনা। তিনি সেজদায় গেলে আমরাও সেজদায় যাইতাম।

হাদীস- ৫৪৪। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- ইমামের পূর্বে রুকু সেজদার কুফল।

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- যে ব্যক্তি নামাজের মধ্যে ইমামের পূর্বে মাথা উঠায় সে কি আল্লাহ কর্তৃক তাহার মাথা গাধার মাথায় পরিনত করার, অথবা তাহাকে গাধার আকৃতি দান করার ভয় করে না?

হাদীস- ৫৪৫। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ)- **সব চাইতে ভাল কোরআন পাঠকারী ইমাম হইবে।**

রসূল (দঃ) এর হিজরতের পূর্বে মোহাজেরদের প্রথম দল মদীনার কুব্বা এলাকার উসবাহ নামক স্থানে অবস্থানকালীন সময়ে আবু হুজাইফার আজাদকৃত ক্রীতদাস নামাজে ইমামতি করিতেন। তিনি সবার চাইতে ভাল কোরআন পাঠ করিতে পারিতেন।

হাদীস- ৫৪৬। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **ইমামের ত্রুটিতে ইমামেরই ক্ষতি।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- তাহারা তোমাদের জন্য নামাজ আদায় করেন। সঠিকভাবে নামাজ আদায় করিলে তোমাদের কল্যান হইয়া থাকে। কিন্তু সঠিকভাবে আদায় না করিয়া ভুল করিলে তোমাদের কল্যান ও সওয়াব হয় কিন্তু তাহাকে গোনাহের বোঝা বহন করিতে হয়।

হাদীস- ৫৪৭। সূত্র- হযরত আদী ইবনে খেয়ার (রাঃ)- **বেদাতী ব্যক্তির পেছনে নামাজ পড়া জায়েজ।**

ওসমান (রাঃ) মদীনার মসজিদে বিদ্রোহীদের দ্বারা আবদ্ধ থাকা কালে আদী ইবনে খেয়ার (রাঃ) তাঁহার নিকট গিয়া বর্ণনা করিলেন যে বিদ্রোহীদের নিযুক্ত ইমামের পেছনে নামাজ পড়া তাঁহারা গোনাহ মনে করিয়া থাকেন। ওসমান (রাঃ) বলিলেন- বিদ্রোহীরা প্রবল হইয়া গিয়াছে। তাহাদের ভাল কাজে যোগদান কর; মন্দ কাজে শরীক হইও না। নামাজ মুসলমানদের সর্বোত্তম আমল। যখন সকলে এই আমলটি আদায় করে তুমিও উহাতে যোগ দান কর।

হাদীস- ৫৪৮। সূত্র- হযরত জাবের (রাঃ)- **নামাজে দীর্ঘ কেরাত নিষেধ।**

মোয়াজ (রাঃ) নবী করীম (দঃ) এর সাথে নামাজ আদায় শেষে ফিরিয়া গিয়া নিজের গোত্রের লোকদের নামাজে ইমামতি করিতেন। একদা তিনি এশার নামাজে সুরা বাকারাহ আরম্ভ করেন। ইহাতে একব্যক্তি নামাজ ছাড়িয়া চলিয়া গেলে মোয়াজ (রাঃ) দুঃখ অনুভব করেন। খবরটি নবী করীম (দঃ) এর নিকট পৌছিলে তিনি মোয়াজ (রাঃ)কে লক্ষ্য করিয়া তিনবার বলেন- তুমি বড় ফেতনা সৃষ্টিকারী। তিনি তাহাকে নাতিদীর্ঘ দুইটি সুরা পাঠ করার নির্দেশ দেন।

হাদীস- ৫৪৯। সূত্র-হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-**নামাজে ছোট সুরা।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলেন- তোমাদের কেউ যখন ইমামতি করিবে স্বল্প কেরাতে করিবে। কেননা, জামাতে দুর্বল, অসুস্থ ও বৃদ্ধ লোক থাকে। কিন্তু কেউ একাকী নামাজ পড়াকালে যতটা ইচ্ছা কেরাত দীর্ঘ করিতে পারে।

হাদীস- ৫৫০। সূত্র - হযরত আবু মাসউদ (রাঃ)- **নামাজ দীর্ঘ না করা।**

এক ব্যক্তি বলিল - ইয়া রাসূলুল্লাহ! অমুক ব্যক্তি নামাজ দীর্ঘ করে বিধায় আমি ফজরের নামাজে আসি না। ইহা শুনিয়া তিনি এত বেশী

রাগান্বিত হইলেন যে, ভাষণদানকালে এত রাগান্বিত হইতে তাঁহাকে কোন দিন দেখি নাই। তিনি বলিলেন- হে লোকেরা! তোমাদের মধ্যে এমন অনেকে আছে যাহারা লোকদেরকে বীতশ্রদ্ধ করিয়া তোলে। সুতরাং তোমাদর কেউ ইমামতি করিলে তাঁহার নামাজ সংক্ষিপ্ত করিতে হইবে। কেননা তাহার পেছনে দুর্বল, বৃদ্ধ ও জরুরী প্রয়োজনে ব্যস্ত লোকেরাও নামাজ আদায় করিয়া থাকে।

হাদীস- ৫৫১। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **নামাজ সংক্ষিপ্ত করন।**

নবী করীম (দঃ) নামাজ সংক্ষিপ্ত করিতেন, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ করিয়া আদায় করিতেন।

হাদীস- ৫৫২। সূত্র- হযরত আবু কাতাদাহ (রাঃ)- **নামাজ সংক্ষিপ্ত করন।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- আমি নামাজ দীর্ঘ করার সংকল্প নিয়া নামাজে দাঁড়াই কিন্তু শিশুদের কান্নার আওয়াজ শুনিতে পাইয়া সংক্ষিপ্ত করিয়া নেই। কারন, নামাজ দীর্ঘ করিয়া পড়িতে গিয়া তাহার মায়ের কষ্টের কারন হই, ইহা আমি পসন্দ করি না। (আনাস (রাঃ) হইতেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত)

হাদীস- ৫৫৩। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **শিশুর ক্রন্দনে নামাজ সংক্ষিপ্ত করন।**

আমি নবী করীম (দঃ) ব্যতীত সংক্ষিপ্ততর ও পূর্ণাঙ্গ নামাজ আর কোন ইমামের পেছনে আদায় করি নাই। আর শিশুদের ক্রন্দন শুনিলে তিনি মায়ের কষ্ট হইবে এই আশংকায় নামাজ আরও সংক্ষিপ্ত করিতেন। (তখন নারী পুরুষ এক জামাতে নামাজ পড়িত)

হাদীস- ৫৫৪। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **তকবীরের সময় হাত উঠানো।**

আমি দেখিয়াছি রসুলুল্লাহ (দঃ) নামাজ পড়িতে দাঁড়াইয়া দুইহাত উঠাইয়াছেন। হাত দুইখানা কাঁধ বরাবর উঠিয়াছে। রুকুর তকবীর বলার সময় তিনি এইরূপ করিতেন এবং রুকু হইতে মাথা উঠাইবার সময় এইরূপ করিতেন ও 'সামিআল্লাহুলিমান হামিদাহ' বলিতেন। কিন্তু সেজদার সময় তিনি এইরূপ করিতেন না।

হাদীস- ৫৫৫। সূত্র- হযরত নাফে (রাঃ)- **তকবীরের সময় হাত উঠানো।**

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) নামাজ আরম্ভ কালে তকবীর বলিয়া দুই হাত উঠাইতেন। যখন রুকু করিতেন তখন দুই হাত উঠাইতেন। যখন 'সামিআল্লাহুলিমান হামিদাহ' বলিতেন তখন দুই হাত উঠাইতেন। আর যখন দুই রাকাত শেষ করিয়া উঠিতেন তখনও দুই হাত উঠাইতেন। তিনি রসুল (দঃ) কে এইরূপ করিতে দেখিয়াছেন বলিয়া বলিতেন।

হাদীস- ৫৫৬। সূত্র- হযরত আবু কিলবাহ (রাঃ)-**রুকুতে যাইবার ও রুকু হইতে উঠিবার সময় হাত উঠান।**

মালেক ইবনে হোয়াইরেস (রাঃ) তকবীর বলিয়া নামাজ আরম্ভকালে হাত উঠাইতেন। রুকুতে যাইবার সময় এবং রুকু হইতে উঠিয়াও তিনি হাত উঠাইতেন আর বলিতেন- আমি রসূলুল্লাহ (দঃ)কে এইরূপ করিতে দেখিয়াছি। ।১। হানাফী মতে তকবীরের সময় ব্যতীত অন্য স্থানে হাত উঠাইতে হইবে না। দলিল-ইবনে মাসউদ (রাঃ) রসূল (দঃ) এর রীতি রূপে বলিয়াছেন ও কার্যে দেখাইয়াছেন যে, রসূল (দঃ) তকবীরের সময় ব্যতীত অন্য কোনও স্থানে হাত উঠাইতেন না। -নাছায়ী শরীফ)।

হাদীস- ৫৫৭। সূত্র- হযরত সাহল ইবনে সায়াদ (রাঃ)- **ডান হাত বাম হাতের উপর বাঁধা।**

নামাজে লোকদেরকে ডান হাত বাম হাতের কব্জির উপর স্থাপন করার নির্দেশ দেওয়া হইত। আবু হাজেম বলিয়াছেন- এই কাজটিকে আমি নবী করীম (দঃ) এর কাজ বলিয়াই জানি।

হাদীস- ৫৫৮। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **তকবীর ও কেরাতের মধ্যে দোয়া পড়া।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) তকবীর ও কেরাতের মাঝে কিছুক্ষন চুপ করিয়া থাকিতেন। সম্ভবত: তিনি অল্প কিছুক্ষন চুপ করিয়া থাকিতেন। আমি বলিয়াছিলাম- ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গ, তকবীর ও কেরাতের মাঝে চুপ থাকার সময় আপনি কি পড়েন? উত্তরে তিনি বলিলেন- তখন আমি বলি, "হে আল্লাহ পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে যেইরূপ ব্যবধান রহিয়াছে সেইরূপ ব্যবধান আমার ও আমার গোনাহের মধ্যে করিয়া দাও। হে আল্লাহ! সাদা কাপড়কে ময়লা হইতে যেইরূপ পবিত্র করা হয় সেইরূপ আমাকেও গোনাহ হইতে পবিত্র কর। হে আল্লাহ! আমার গোনাহ ও পাপরাশিকে তুমি পানি, বরফ ও তুষার কনিকা দ্বারা ধৌত করিয়া দাও।"

হাদীস- ৫৫৯। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **নামাজে উপরের দিকে তাকানো।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- তাহাদের কি হইয়াছে যে তাহারা নামাজের মধ্যে আকাশের দিকে তাকায়! এই ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত কঠোর কথা বলিয়া শেষ দিকে বলিলেন- তাহারা এই কাজ হইতে বিরত না হইলে অকস্মাত তাহদের দৃষ্টি শক্তি ছিনাইয়া নেওয়া হইবে।

হাদীস- ৫৬০। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **নামাজে এদিক ওদিক তাকানো।**

আমি নামাজে এদিক ওদিক তাকানো সম্বন্ধে রসূলুল্লাহ (দঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন- ইহা বান্দার নামাজ হইতে শয়তানের এক প্রকার চুরি।

হাদীস- ৫৬১। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **সুরা ফাতেহা দ্বারা নামাজ শুরু করা।**

নবী করীম (দঃ), আবু বকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ) আলহামদুলিল্লাহ দ্বারা নামাজ শুরু করিতেন।

হাদীস- ৫৬২। সূত্র- হযরত ওবাদাহ ইবনে সামেত (রাঃ)- **নামাজে সুরা ফাতেহা পড়া।**

রসুল (দঃ) বলিয়াছেন- যে ব্যক্তি নামাজে সুরা ফাতেহা না পড়িবে তাহার নামাজ হইবে না।

হাদীস- ৫৬৩। সূত্র- হযরত আবু কাতাদাহ (রাঃ)- **সুরা ফাতেহার পর অন্য সুরা মিলানো।**

নবী করীম (দঃ) জোহরের নামাজের প্রথম দুই রাকাতে সুরা ফাতেহার পর অন্য আরও দুইটি সুরা পড়িতেন এবং প্রথম রাকাত দীর্ঘ করিয়া পড়িতেন ও দ্বিতীয় রাকাত সংক্ষিপ্ত করিয়া পড়িতেন এবং কোন কোন সময় শুনা যায় এমন করিয়া আয়াত পড়িতেন। তিনি আসরের নামাজের দুই রাকাতেও সুরা ফাতেহার পর অন্য দুইটি সুরা পড়িতেন। আর ফজরের নামাজের প্রথম রাকাত দীর্ঘ করিয়া ও দ্বিতীয় রাকাত সংক্ষিপ্ত করিয়া পড়িতেন।

হাদীস- ৫৬৪। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **নামাজে সুরা মিলানো।**

নামাজের সব রাকাতেই কোরআনের অংশ বিশেষ পড়িতে হয়। যেই সব রাকাতে রসুল (দঃ) সশব্দে কেরাত পড়িতেন আমরাও সেই সব নামাজে সশব্দে কেরাত পড়িব। যেই সব নামাজে তিনি নিঃশব্দে কেরাত পড়িতেন সেই সব নামাজে আমরাও নিঃশব্দে কেরাত পড়িব। তুমি যদি শুধু সুরা ফাতেহা দ্বারা নামাজ পড় তবুও তোমার নামাজ হইয়া যাইবে। কিন্তু অন্য সুরা সুরা ফাতেহার সাথে মিলাইয়া নামাজ আদায় করাই তোমার শ্রেষ্ঠ কর্তব্য।

হাদীস- ৫৬৫। সূত্র-হযরত আবু ওয়ায়েল (রাঃ)- **কবিতার মত করিয়া পড়া।**

এক ব্যক্তি ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর নিকট আসিয়া বলিল- আজ রাত্রে আমি এক রাকাতে একটি মুফাস্সাল সুরা কবিতা পড়ার মত দ্রুত পড়িয়াছি। রসুলুল্লাহ (দঃ) যে গুলির দুইটিকে একসাথে মিলাইয়া পড়িতেন এমন বহু মুফাস্সাল সুরার দৃষ্টান্ত আমি জানি। অতঃপর সে ২০টি মুফাস্সাল সুরার উল্লেখ করিল।

হাদীস- ৫৬৬। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)- **সমতুল্য দুইটি সুরা মিলানো।**

একব্যক্তি ইবনে মাসুদ (রাঃ) এর নিকট আসিয়া বলিলেন- আমি গতরাতে তাহাজ্জুদ নামাজের মধ্যে এক রাকাতেই সুরা কাফ হইতে শুরু

করিয়া শেষ পর্যন্ত সুরাগুলি পড়িয়াছি। তিনি বলিলেন- কবিতার ন্যায় ফরফর করিয়া পড়িয়া থাকিবে। নবী করীম (দঃ) যেই সুরাগুলি একত্রে এক রাকাতে পড়িতেন আমি সেই সুরাগুলি জানি। তিনি একত্রে সমতুল্য দুইটি সুরা পড়িতেন।

হাদীস- ৫৬৭। সূত্র- হযরত আবু মা'মার (রাঃ)- **জোহর ও আসরের নামাজে পড়া।**

আমরা খাব্বাব (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম- নবী করীম (দঃ) কি জোহর ও আসর নামাজে কিছু পড়িতেন? তিনি বলিলেন- হ্যাঁ, পড়িতেন। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম- আপনারা কেমন করিয়া বুঝিতেন যে তিনি কিছু পড়িতেন? তিনি বলিলেন- তাঁহার দাঁড়ি মোবারক নড়াচড়া দেখিয়া বুঝিতাম।

হাদীস- ৫৬৮। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **রসুল (দঃ) এর মাগরীবের অন্তিম সুরা।**

তাঁহার মাতা উম্মুল ফজল (রাঃ) তাঁহাকে 'ওয়ালমুরসালাতে উরফান' সুরাটি পড়িতে শুনিয়া বলিলেন- হে পুত্র! এই সুরাটি পড়িয়া তুমি আমাকে স্মরন করাইয়া দিলে যে এই সুরাটিই আমি শেষ বারের মত মাগরীবের নামাজে রসুলুল্লাহ (দঃ)কে পড়িতে শুনিয়াছিলাম।

হাদীস- ৫৬৯। সূত্র- হযরত জোবায়ের ইবনে মোতয়েম (রাঃ)- **মাগরীবের নামাজের কেরাত।**

মাগরীবের নামাজে আমি রসুলুল্লাহ (দঃ)কে সুরা আততুর পড়িতে শুনিয়াছি।

হাদীস- ৫৭০। সূত্র- হযরত মারওয়ান ইবনে হাকাম (রাঃ)- **মাগরীবে বড় সুরা পাঠ।**

জায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন- কি ব্যাপার! আপনি মাগরীবের নামাজে ছোট ছোট সুরা পাঠ করেন কেন? অথচ আমি নবী করীম (দঃ) কে দুইটি বড় সুরার মধ্যে বড়টি পাঠ করিতে শুনিয়াছি।

হাদীস- ৫৭১। সূত্র- হযরত বরা (রাঃ)- **এশার নামাজে সুরা।**

আমি নবী করীম (দঃ)কে এশার নামাজে 'ওয়াত্তীনে ওয়ায্ যায়তুনে' সুরাটি পড়িতে শুনিয়াছি। আমি আর কাহারও নিকট হইতে তাঁহার মত মিষ্ট সুরে কেরাত শুনি নাই।

হাদীস- ৫৭২। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **সশব্দে বা নিঃশব্দে কেরাত পড়া।**

যেইখানে নবী করীম (দঃ)কে সশব্দে কেরাত পড়ার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে সেইখানে তিনি সশব্দে কেরাত পড়িয়াছেন এবং যেইখানে চুপেচুপে পড়িতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে সেইখানে তিনি চুপেচুপে পড়িয়াছেন। তোমার প্রভু ভুল করেন না। আর অবশ্যই তোমাদের জন্য রসুলুল্লাহর জীবনে গ্রহন করার মত উত্তম আদর্শ রহিয়াছে।

হাদীস- ৫৭৩। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **প্রতি রাকাতে অন্য সুরার আগে সুরা এখলাস পড়া।**

কোবরা মসজিদে একজন আনসার ইমামতি করিতেন। তিনি উচ্চস্বরে কেরাত পড়ার নামাজে প্রতি রাকাতেই সুরা ফাতেহার পর সুরা এখলাস পড়িয়া অন্য সুরা মিলাইতেন। লোকেরা তাঁহাকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়া হয় শুধু সুরা এখলাস দ্বারা অথবা অন্য সুরা দ্বারা নামাজ পড়িতে বলিলে তিনি তাঁহার অভ্যাস পরিত্যাগ করার বদলে ইমামতি পরিত্যাগে রাজী হইলেন। তিনি এলাকার মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি ছিলেন বিধায় লোকেরা তাঁহার ইমামতি পরিত্যাগ পসন্দ করিল না। নবী করীম (দঃ) উক্ত এলাকায় আগমন করিলে বিষয়টি তাঁহাকে অবহিত করা হইলে তিনি উক্ত ব্যক্তিকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন- এই লোকেরা যেইভাবে নামাজ আদায় করিতে বলে সেইভাবে নামাজ আদায় করিতে তোমার বাধা কোথায়, আর কি কারনেই বা তুমি প্রতি রাকাতে সূরাটি নির্দ্দিষ্ট করিয়া নিয়া পাঠ কর? উত্তরে তিনি বলিলেন- আমি উহাকে ভালবাসি। এই কথা শুনিয়া নবী করীম (দঃ) বলিলেন- উহার প্রতি ভালবাসাই তোমাকে জান্নাতে নিয়া যাইবে।

হাদীস- ৫৭৪। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **সুরা ফাতেহার পর আমিন বলা।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- তোমাদের কেউ আমিন বলিলে আসমানে ফেরেশতারাও আমিন বলিয়া থাকে। উভয় আমিন পরস্পর মিলিত হইলে তাহার পূর্ববর্তী সকল গোনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হয়।

হাদীস- ৫৭৫। সূত্র-হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **আমিন বলা।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- নামাজে ইমাম যখন আমিন বলে তোমরাও আমিন বল। কেননা, যাহার আমিন ফেরেশতাদের আমিনের সাথে মিলিয়া যাইবে তাহার পূর্ববর্তী সকল গোনাহই মাফ করিয়া দেওয়া হইবে। ইবনে শিহাব বলেন- রসুলুল্লাহ (দঃ) আমিন বলিতেন।

হাদীস- ৫৭৬। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) - **আমিন বলা।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- ইমাম যখন "গাইরিল মাগদ্ বে আলাইহিম ওয়ালাদ্ দোয়াল্লীন' উচ্চারণ করিবেন তখন তোমরা 'আমিন' বলিবে। কেননা, যাহার কথা ফেরেশতার কথার সাথে মিলিয়া যায় তাহার অতীতের সকল গোনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হয়।

হাদীস- ৫৭৭। সূত্র- হযরত আবু বকরা (রাঃ)- **কাতারে শামিল না হইয়া রুকু করা।**

একদিন তিনি নবী করীম (দঃ) এর নিকট এমন সময় পৌছিলেন যখন তিনি নামাজে রুকু অবস্থায় ছিলেন। সুতরাং তিনি কাতারে শামিল হওয়ার পূর্বেই রুকু করিয়া নিলেন। পরে তাহা নবী করীম (দঃ) এর নিকট বলা

হইলে তিনি বলিলেন- আল্লাহ তোমার আগ্রহ বৃদ্ধি করুন। তুমি পুনরায় এইরূপ করিও না।

হাদীস- ৫৭৮। সূত্র- হযরত মাতরাফ ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) - **প্রত্যেক উঠাবসায় তকবীর বলা।**

আমি এবং ইমরান ইবনে হুসাইন আলী (রাঃ) এর পেছনে নামাজ পড়িয়াছি। তিনি যখন সেজদায় যাইতেন তকবীর বলিতেন, যখন সেজদা হইতে মাথা উঠাইতেন তকবীর বলিতেন এবং যখন দুই রাকাত শেষ করিয়া দাঁড়াইতেন তখনও তকবীর বলিতেন। তিনি এইভাবে নামাজ পড়িলে ইমরান ইবনে হুসাইন আমার হাত ধরিয়া বলিলেন- ইনি আমার মধ্যে মোহাম্মদ (দঃ) এর নামাজের স্মৃতি জাগাইয়া দিলেন (অথবা তিনি আমাদেরকে নিয়া মোহাম্মদ (দঃ) এর ন্যায় নামাজ পড়িলেন।)

হাদীস- ৫৭৯। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **উঠিতে বসিতে তকবীর।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) যখন নামাজে দাঁড়াইতেন তখন তকবীর বলিয়া শুরু করিতেন। যখন রুকুতে যাইতেন তখন তকবীর বলিতেন। রুকু হইতে উঠিবার সময় 'সামি আল্লাহলিমান হামিদাহ' বলিতেন। ইহার পর দাঁড়াইয়া 'রাব্বানা লাকাল হামদ' বলিতেন। সেজদায় যাওয়ার সময়, সেজদা হইতে মাথা উত্তোলনকালে আবার তকবীর বলিতেন এবং এইভাবে পুরা নামাজ শেষ করিতেন। আর দুই রাকাত পড়িয়া বসার পর যখন উঠিতেন তখনও একবার তকবীর বলিতেন।

হাদীস- ৫৮০। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **নামাজে তকবীর।**

নবী করীম (দঃ) নামাজে যখন 'সামিআল্লা হুলিমান হামিদাহ' বলিতেন তাহার পরপরই 'আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ' বলিতেন। তিনি যখন রুকু করিতেন এবং রুকু হইতে মাথা উঠাইতেন তখন তকবীর বলিতেন এবং দুই সেজদার পর যখন দাঁড়াইতেন তখন আল্লাহ আকবার বলিতেন।

হাদীস- ৫৮১। সূত্র- হযরত আবু সালামাহ (রাঃ)- **উঠিতে বসিতে তকবীর।**

ফরজ কিম্বা অন্য নামাজে, রমজান ও অন্যান্য মাসে আবু হোরায়রা (রাঃ) সকল নামাজে তকবীর বলিতেন। তিনি নামাজে দাঁড়াইতে ও রুকু করিতে তকবীর বলিতেন। রুকু হইতে উঠিয়া 'সামিআল্লাহুলিমান হামিদাহ' ও তৎপর সেজদায় যাওয়ার পূর্বে 'রাব্বানা লাকাল হামদ' বলিতেন। সেজদার জন্য আনত হওয়ার সময়, সেজদা হইতে মাথা উঠানোর সময়, পুনরায় সেজদার সময় ও আবার সেজদা হইতে মাথা উঠানোর সময় এবং দুই রাকাত পড়ার পর বসিয়া উঠার সময় তকবীর বলিতেন। নামাজ শেষ না করা পর্যন্ত প্রতি রাকাতেই এইরূপ করিতেন। পরে লোকদের দিকে

ফিরিয়া বলিতেন- যেই মহান সত্বার হাতের মুঠায় আমার জীবন সেই মহান সত্বার শপথ করিয়া বলিতেছি- নামাজের বিচারে তোমাদের মধ্য হইতে রসুল (দঃ) এর সাথে আমার সাদৃশ্য বেশী। দুনিয়া হইতে বিদায় না নেওয়া পর্যন্ত এই ছিল তাঁহার নামাজ।

এই হাদীসের দুইজন বর্ণনাকারী আবদুর রহমান ও সালামাহ (রাঃ) আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন- রসুল (দঃ) রুকু হইতে মাথা উঠানোর সময় 'সামিআল্লাহুলিমান হামিদাহ- রাব্বানালাকাল হামদ বলিতেন আর কিছু সংখ্যক লোকের নাম নিয়া তাহাদের কল্যানের জন্য দোয়া করিতেন। দোয়ায় বলিতেন, 'হে আল্লাহ! ওয়ালিদ ইবনে ওয়ালীদ, সালাম ইবনে হিশাম, আইআশ ইবনে আবু রাবিয়া এবং অন্যান্য দুর্বল মুসলমানদেরকে অত্যাচারের থাবা হইতে রক্ষা কর। হে আল্লাহ! মুদার গোত্রের উপর তোমার ধ্বংসকারীতাকে কঠোরতর কর। ইউসুফ (আঃ) এর যুগের দুর্ভিক্ষের মত দুর্ভিক্ষ তাহাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট কর।' সেই সময় মুদার গোত্রের পূর্বাঞ্চলীয় অধিবাসীগন নবী করীম (দঃ) এর বিরোধী ছিল।

হাদীস- ৫৮২। সূত্র- হযরত সায়ীদ ইবনুল হারেস (রাঃ)- **বৈঠক হইতে উঠিতে তকবীর।**

আবু সাঈদ (রাঃ) নামাজে আমাদের ইমামতি করিয়াছেন। তিনি প্রথম সেজদা হইতে মাথা উঠাইবার সময়, সেজদা করার সময়, দ্বিতীয় সেজদা হইতে মাথা উঠাইবার সময় এবং দুই রাকাত শেষে দাঁড়াইবার সময় উচ্চস্বরে তকবীর বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন- এইভাবেই নবী করীম (দঃ)কে নামাজ পড়িতে দেখিয়াছি।

হাদীস- ৫৮৩। সূত্র - হযরত একরামা (রাঃ) -**উঠিতে বসিতে তকবীর।**

আমি মাকামে ইবরাহীমের নিকট এক ব্যক্তিকে দেখিলাম তিনি নামাজে প্রতি উঠানামা এবং দাঁড়ানো ও বসার সময় তকবীর বলিতেছিলেন। ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে বিষয়টি অবহিত করিলে তিনি বলিলেন - তুমি মাতৃহীন হও! ইহা কি নবী করীম (দঃ) এর অনুরূপ নামাজ নয়?

হাদীস- ৫৮৪। সূত্র- হযরত একরামা (রঃ)- **নামাজে তকবীর ২২টি।**

আমি মক্কায় এক ব্যক্তির পেছনে নামাজ পড়িয়াছি। তিনি সেই নামাজে বাইশবার তকবীর বলিলেন। আমি ইবনে আব্বাসের নিকট এই কথা বর্ণনা করিয়া বলিলাম- লোকটা আহাম্মক। তিনি বলিলেন- তোমার মাতা তোমার জন্য ক্রন্দন করুক, আবুল কাসেম (দঃ)[১] এর সুন্নত তো ইহাই।

[১। নবী করীম (দঃ)]

হাদীস- ৫৮৫। সূত্র- হযরত মোসয়াব ইবনে সায়া'দ (রঃ)- **রুকুতে হাত হাঁটুর উপর রাখা।**

এক সময়ে আমি আমার পিতার পাশে দাঁড়াইয়া নামাজ পড়াকালে রুকুতে দুই হাত একত্রে যুক্ত করিয়া দুই হাঁটুর মধ্যে রাখিলে তিনি

আমাকে এইরূপ করিতে নিষেধ করিলেন। তিনি বলিলেন- আমরা এক সময়ে এইরূপ করিতাম; কিন্তু আমাদেরকে এইরূপ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে এবং ইহার পরিবর্তে হাটুর উপর হাত রাখিতে আদেশ করা হইয়াছে।

হাদীস- ৫৮৬। সূত্র - হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) - **সহু সেজদা।**

নবী করীম (দঃ) নামাজ পড়া শেষ করিলে লোকেরা তাঁহাকে বলিল- ইয়া রাসূলুল্লাহ নামাজে নুতন কিছু ঘটিয়াছে কি? তিনি বলিলেন-উহা কি? তাহারা বলিল- আপনি এত এত নামাজ পড়িয়াছেন। ইহা শুনিয়া তিনি পা দুই খানা ঘুরাইয়া কেবলামুখী হইয়া দুইটি সেজদা[১] করিয়া সালাম ফিরাইলেন। অতঃপর আমাদের দিকে মুখ করিয়া বলিলেন- যদি নামাজের কিছু ঘটে তবে তাহা নিশ্চয়ই তোমাদেরকে বলিব। কিন্তু আমি তোমাদের মতই মানুষ। ভুল আমারও হইতে পারে। যদি আমার ভুল হয়, মনে করাইয়া দিও এবং তোমাদের কাহারও নামাজের মধ্যে সন্দেহ হইলে সে যেন প্রকৃত ব্যাপারটি অনুধাবন করে এবং সেই অনুযায়ী নামাজ পূর্ণ করিয়া সালাম ফিরায়। তারপর যেন সে দুইটি সেজদা করে। [১। তখন নামাজে কথা বার্তা জায়েজ ছিল।]

হাদীস- ৫৮৭। সূত্র -হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **সহু সেজদা।**

একবার নবী করীম (দঃ) জোহরে পাঁচ রাকাত নামাজ পড়াইলে লোকেরা বলিল- নামাজ কি বাড়ানো হইয়াছে? তিনি বলিলেন- উহা কি রকম? লোকেরা বলিল- পাঁচ রাকাত নামাজ পড়াইয়াছেন! এতদ্শ্রবনে তিনি পা ঘুরাইয়া[১] দুইটি সেজদা করিলেন। [১। কেবলামুখী হইয়া।]

হাদীস- ৫৮৮। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **রুকু, সেজদা ঠিকমত করা কর্তব্য।**

একদা নবী করীম (দঃ) এর সাক্ষাতে একব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করিয়া নামাজ পড়িল ও তাঁহাকে সালাম করিল। নবী করীম (দঃ) সালামের জবাব দিয়া বলিলেন- যাও, আবার নামাজ পড়; তোমার নামাজ হয় নাই। সে ব্যক্তি গিয়া আবার নামাজ পড়িল এবং ফিরিয়া আসিয়া নবী করীম (দঃ)কে সালাম জানাইল। তিনি এইবারও বলিলেন- যাও, আবার নামাজ পড়; তোমার নামাজ হয় নাই। এইবার লোকটি বলিল, যিনি আপনাকে সত্য নবী করিয়া পাঠাইয়াছেন সেই মহান সত্বার শপথ করিয়া বলিতেছি- ইহার চাইতে সুন্দর নামাজ পড়িতে আমি জানিনা। আমাকে শিখাইয়া দিন। তখন নবী করীম (দঃ) বলিলেন- যখন নামাজে দাঁড়াইবে তখন তকবীর বলিয়া আরম্ভ করিবে এবং কোরআনের যেইখান হইতে পাঠ করা তোমার জন্য সহজ হয় সেইখান হইতে পাঠ করিবে। অতঃপর যতক্ষন পর্যন্ত প্রশান্তি আসে ততক্ষন এবং তেমনভাবে রুকু করিবে। রুকু হইতে উঠিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইবে। প্রশান্তভাবে সোজা হইয়া কিছুক্ষন দাঁড়ানোর পর

এমনভাবে সেজদা করিবে যেন সেজদায় প্রশান্তি আসে। ইহার পর সেজদা হইতে মাথা উঠাইয়া প্রশান্তভাবে কিছুক্ষন বসিবে। অতঃপর আবার প্রশান্তভাবে সেজদা করিবে এবং এইভাবে সমস্ত নামাজ পড়িবে।

হাদীস- ৫৮৯। সূত্র- হযরত বরা (রাঃ)- **রুকু সেজদায় সময়।**

নবী করীম (দঃ) কেয়াম[১] ও কুয়ুদ[২] ব্যতীত রুকু ও সেজদার মাঝে, দুই সেজদার মাঝে এবং রুকু হইতে মাথা উত্তোলন করিয়া দাঁড়ানোর সময় সম পরিমান বিলম্ব করিতেন। [১। দাড়ানো ২। বসা]

হাদীস- ৫৯০। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **রুকু সেজদায় দোয়া।**

নবী করীম (দঃ) রুকু ও সেজদায়- 'সোবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বেহামদিকা আল্লাহুম্মাগ্ ফিরলী' (হে আল্লাহ! আমি তোমার পবিত্রতা ঘোষনা করিতেছি। তোমার প্রশংসার সাথে তোমাকে স্মরন করিতেছি। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে মাফ করিয়া দাও।) বলিতেন। [১] [১। ইহা প্রাথমিক অবস্থায় পরে সোবহানা রাব্বিয়াল আজিম এবং সোবহানা রাব্বিয়াল আলা চালু হয়।]

হাদীস- ৫৯১। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **রুকুর পর দোয়া।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- ইমাম যখন 'সামি আল্লাহুলিমান হামিদাহ' বলে তোমরা তখন 'আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকাল হামদ' বল। কেননা, যেই ব্যক্তির এই কথা ফেরেশতাদের এই কথার সাথে উচ্চারিত হইবে তাহার অতীতের সকল গোনাহ মাফ হইয়া যাইবে।

হাদীস- ৫৯২। সূত্র- হযরত রেফাআহ (রাঃ)- **রুকুর পর দোয়া।**

একদা আমরা নবী করীম (দঃ) এর পেছনে নামাজ আদায়কালে তিনি রুকু হইতে মাথা উঠানোর সময় 'সামিআল্লাহ হুলিমান হামিদাহ' বলিলে পেছন হইতে একজন বলিয়া উঠিল, 'রাব্বানা ওয়া লাকাল হাম্‌দ, হামদান কাসিরান তাইয়্যেবান মুবারাকান ফীহে!' নামাজ শেষে নবী করীম (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন- কে কথা বলিয়াছিল? লোকটি বলিল- আমি বলিয়াছি। নবী করীম (দঃ) বলিলেন- আমি দেখিলাম ৩০ জনেরও অধিক ফেরেশতা সর্বাগ্রে তাহা লিখিয়া নেওয়ার জন্য প্রতিযোগীতা শুরু করিয়াছে।

হাদীস- ৫৯৩। সূত্র- হযরত বরা (রাঃ) - **সেজদার নিয়ম।**

আমরা নবী করীম (দঃ) এর পেছনে নামাজ পড়াকালে তিনি সামিআল্লা হুলিমান হামিদাহ বলিতেন; আর তিনি তাঁহার কপাল মাটিতে স্থাপন না করা পর্যন্ত আমাদের কেউ সেজদায় যাওয়ার জন্য পিঠ বাঁকাইতাম না।

হাদীস- ৫৯৪। সূত্র- হযরত সাবেত (রাঃ)- **রুকু সেজদার পর কতক্ষন দাঁড়াইবে ও বসিবে।**

আনাস (রাঃ) নবী করীম (দঃ) যেই ভাবে নামাজ পড়িতেন তাহা বর্ণনা করিয়া শুনাইতেন ও সেইরূপ নামাজ পড়িয়া দেখাইতেন। নামাজে যখন তিনি রুকু হইতে মাথা উঠাইয়া দাঁড়াইতেন তখন এতক্ষন দাঁড়াইয়া থাকিতেন যে আমরা মনে করিতাম তিনি সেজদায় যাওয়ার কথা ভুলিয়া গিয়াছেন।

হাদীস- ৫১৫। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ) - **নবী করীম (দঃ) এর অনুরূপ নামাজ।**

নবী করীম (দঃ)কে যেইভাবে নামাজ পড়িতে দেখিয়াছি আমি তোমাদের সাথে কমবেশী না করিয়া সেইরূপ নামাজই পড়িব। সাবেত বর্ণনা করিয়াছেন- আনাস(রাঃ) এমন কিছু করিতেন যাহা তোমাদেরকে করিতে দেখিনা। তিনি রুকু হইতে মাথা তুলিয়া এতটা দেরী করিতেন যে লোকেরা মনে করিত তিনি হয়ত সেজদার কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। দুই সেজদার মাঝেও তিনি এতটা সময় বসিতেন যে লোকেরা মনে করিত তিনি বুঝি (সেজদার কথা) ভুলিয়া গিয়াছেন।

হাদীস- ৫১৬। সূত্র- হযরত আবু কিলবাহ (রাঃ) - **রুকু সেজদার পর দাঁড়ানোর ও বসার সময়।**

নবী করীম (দঃ) যেইভাবে নামাজ পড়িতেন মালেক ইবনে হোয়াইরেস তাহা আমাদিগকে দেখাইতেন। ইহা তিনি নামাজের ওয়াক্তের বাইরে দেখাইতেন। এইভাবে একদিন তিনি নামাজ শুরু করিয়া পূর্ণাঙ্গরূপে কেয়াম করিলেন। অতঃপর রুকু হইতে উঠিয়া অল্প কিছুক্ষন দাঁড়াইয়া থাকিলেন। সেই সময় তিনি আমাদের শায়েখ আবু ইয়াজীদের মত নামাজ আদায় করিলেন। আবু ইয়াজীদ শেষ সেজদা হইতে মাথা উঠাইলে সোজা হইয়া বসিতেন এবং কিছুক্ষন বসিয়া থাকার পর দাঁড়াইতেন।

হাদীস- ৫১৭। সূত্র- হযরত আবু কেলাবাহ (রাঃ) - **রুকু সেজদার পর দাঁড়ানোর ও বসার সময়।**

মালেক ইবনে হোয়াইরেস তাঁহার বন্ধুদেরকে বলিয়াছিলেন - রসুলুল্লাহ(দঃ) এর নামাজ কিরূপ ছিল তাহা কি আমি তোমাদিগকে জানাইব না? উহা কোন নামাজের ওয়াক্ত ছিল না। তিনি নামাজে দাঁড়াইয়া রুকু করার সময় তকবীর বলিলেন এবং রুকু হইতে মাথা উঠানোর পর অল্প কিছুক্ষন দাঁড়াইয়া থাকিবার পর সেজদা করিলেন এবং সেজদা হইতে মাথা উঠাইয়া কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া পুনরায় সেজদা করিলেন। এইবারও সেজদা হইতে মাথা উঠাইয়া কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিলেন। এইভাবে তিনি আমাদের এই বৃদ্ধ আমর ইবনে সালেমার মত করিয়া নামাজ আদায় করিলেন। আইউব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন- তবে তাঁহাকে এমন একটা কাজ করিতে দেখিয়াছি যাহা অন্য কাহাকেও করিতে দেখি নাই। তাহা হইল, তিনি তৃতীয় অথবা চতুর্থ রাকাতে বৈঠক করিতেন। মালেক ইবনে হোয়াইরেস বলেন- আমরা নবী করীম (দঃ) এর নিকট আসিয়া অবস্থান করিলাম। তিনি আমাদেরকে বলিলেন - তোমরা নিজেদের পরিবার পরিজনদের নিকট ফিরিয়া গেলে অমুক অমুক ওয়াক্তে নামাজ আদায় করিবে। নামাজের সময় হইলে তোমাদের একজন আজান দিবে এবং বয়োজ্যষ্ঠ ব্যক্তি ইমামতি করিবে।

হাদীস-৫৯৮। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মালেক (রাঃ) এবং জাফর ইবনে রাবীয়া (রাঃ)- সেজদায় হাত বগল হইতে দূরে রাখা।

নামাজ আদায়ের সময় নবী করীম (দঃ) তাঁহার দুই হাত বগল হইতে পৃথক রাখিতেন- যাহার ফলে তাঁহার দুই বগলের শুভ্রতা প্রকাশ হইয়া পড়িত।

হাদীস- ৫৯৯। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- ৭ অঙ্গের উপর সেজদা।

নবী করীম (দঃ) ৭ টি অঙ্গের দ্বারা সেজদা করার জন্য এবং চুল ও কাপড় না সরাইবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছিলেন। অঙ্গগুলি হইল- কপাল, দুই হাত, দুই হাঁটু এবং দুই পা।

হাদীস- ৬০০।। সূত্র- হযরত আবু সালামা (রাঃ)- শবে কদর শেষ দশ দিনের বেজোড় তারিখে।

একবার আমি আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) এর নিকট গিয়া একটি খেজুর গাছের নিকটে কিছু আলোচনার প্রস্তাব করিলে তিনি আমার সাথে আসিলেন। তাঁহাকে নবী করীম (দঃ) এর নিকট হইতে শবে কদর সম্বন্ধে কি শুনিয়াছেন বলিতে বলিলে তিনি বলিলেন- একবার রমজান মাসের প্রথম ১০ দিন রসূল (দঃ) এর সাথে আমরা এতেকাফ করিলাম। ইত্যবসরে জিব্রাইল (আঃ) আসিয়া তাঁহাকে বলিয়া গেলেন- আপনি যাহা খুঁজিতেছেন তাহা আরও সামনে। সুতরাং তিনি রমজানের মধ্যবর্তী দশদিন এতেকাফ করিলে আমরাও তাঁহার সঙ্গে এতেকাফ করিলাম। জিব্রাইল (আঃ) আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন- আপনি যাহা সন্ধান করিতেছেন তাহা সামনের দিকে আছে। রমজানের ২০ তারিখ সকালে নবী করীম (দঃ) খোতবা দেওয়ার জন্য দাঁড়াইয়া বলিলেন- যাহারা নবীর সঙ্গে এতেকাফ করিয়াছ তাহাদের আবার এতেকাফ করা উচিত। শবে কদরের সন্ধান আমাকে দেওয়া হইয়াছে কিন্তু আমি তাহা ভুলিয়া গিয়াছি। অবশ্য শেষ দশদিনের বেজোড় তারিখে হইবে। আমি স্বপ্নে দেখিলাম যে আমি কাদা ও পানির মধ্যে সেজদা করিতেছি।

ঐ সময় মসজিদের ছাদ ছিল খেজুর শাখা দ্বারা নির্মিত। ঐ সময় আমরা আকাশে কোন কিছুই দেখিলাম না। অকস্মাত এক খন্ড মেঘ ভাসিয়া আসিল ও আমাদের উপর বর্ষিত হইল। এই অবস্থায় নবী করীম (দঃ) আমাদেরকে নিয়া নামাজ পড়িলেন। নামাজ শেষে আমরা তাঁহার কপালে ও নাকের পাশে কাদার চিহ্ন দেখিয়াছি। আর এইভাবে তাঁহার স্বপ্ন সত্য হইল।

হাদীস- ৬০১।। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- সেজদার নিয়ম।

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- তোমরা সুন্দররূপে স্থিরতার সহিত সেজদা করিও। সেজদার সময় দুই হাত কুকুরের ন্যায় বিছাইয়া দিও না।

হাদীস- ৬০২।। সূত্র – হযরত আনাস (রাঃ) – সেজদার নিয়ম।

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- সেজদার সময় অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সামঞ্জস্য রক্ষা কর। তোমাদের কেহ যেন সেজদার সময় কুকুরের মত দুই বাহু বিছাইয়া না দেয়।

হাদীস-৬০৩। সূত্র- হযরত আবু কালাবা (রাঃ)-সেজদা হইতে **উঠিয়া বসার পর দাঁড়ানো।**

আমাদের এই মসজিদে মালেক ইবনে হোয়াইরেস (রাঃ) আসিয়া বলিলেন- আমি তোমাদেরকে নবী করীম (দঃ) কি ভাবে নামাজ পড়িতেন তাহা দেখাইবার উদ্দেশ্যে নামাজ পড়িয়া দেখাইব। নবী করীম (দঃ) কিভাবে নামাজ পড়িতেন জিজ্ঞাসার উত্তরে তিনি বলিলেন-আমাদের এই শেখের[১] মত। এই শেখের অভ্যাস ছিল তিনি প্রথম রাকাতের সেজদা হইতে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার আগে বসিয়া পড়িতেন। [১। আমর ইবনে সালমা।]

হাদীস- ৬০৪। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ)- **নামাজে বসার নিয়ম।**

পিতাকে নামাজে চারহাঁটু হইয়া গুটি মারিয়া বসিতে দেখিয়া নিজেও অনুরূপভাবে বসিলে পিতা আমাকে এইরূপভাবে বসিতে নিষেধ করিয়া বলিলেন- নামাজে বসার নিয়ম হইল ডান পায়ের গোড়া খাড়া করিয়া দিবে এবং বাম পায়ের পাতা বিছাইয়া দিবে। তখন আমি বলিলাম- আপনি যে এইরূপ করেন? তিনি[১] বলিলেন- 'আমার পা দুইটি আমার দেহের ভার বহন করিতে পারে না।' বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ তখন অল্প বয়স্ক ছিলেন। [১। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)]

হাদীস- ৬০৫।। সূত্র- হযরত আবু হোমায়েদ সাঈদী (রাঃ)- **নামাজ পড়ার নিয়মাবলী।**

নবী করীম (দঃ) এর নামাজ কিরূপ ছিল তাহা আমি তোমাদের তুলনায় বেশী জানি। আমি তাঁহাকে দেখিয়াছি- নামাজ আরম্ভ করার সময় তকবীর বলিতে তিনি দুইহাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাইতেন। রুকুতে যাইয়া হাত দুইটি হাঁটুর উপর শক্তভাবে রাখিতেন এবং পিঠকে সমতলরূপে ঝুঁকাইতেন। যখন রুকু হইতে উঠিতেন তখন সোজা হইয়া দাঁড়াইতেন যেন প্রত্যেকটি গিট নিজ নিজ স্থানে বসিয়া যায়। যখন সেজদা করিতেন তখন উভয় হাত জমিনের উপর বিছাইয়াও দিতেন না বা শরীরের সঙ্গে মিশাইয়াও রাখিতেন না এবং পায়ের আঙ্গুলসমূহকে মোড়াইয়া কেবলামুখী রাখিতেন। দুই রাকাতের পর বসাকালে ডান পা খাড়া রাখিয়া বাম পা বিছাইয়া দিয়া উহার উপর বসিতেন। যখন শেষ রাকাতে বসিতেন তখন ডান পা খাড়া করিয়া বাম পা বাহির করিয়া নিতম্ব জমিনে রাখিয়া বসিতেন।

হাদীস- ৬০৬।। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)- বৈঠকে পড়ার দোয়া।

যখন আমরা নবী করীম (দঃ) এর পেছনে নামাজ পড়িতাম তখন বৈঠকে বলিতাম- 'আস্‌সালামু আলাল্লাহে, আস্‌সালামু আলা জিব্রাইল, আস্‌সালামু আলা মিকাইল ইত্যাদি।' নবী করীম (দঃ) আমাদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন- আল্লাহ নিজেইতো শান্তি দাতা। তোমরা নামাজ পড়াকালে বলিবে-আত্তাহিয়াতু লিল্লাহে ওয়াস সালাওয়াতু ওয়াত্তাইয়্যেবাতু আসসালামু আলাইকা আইয়্যোহান্নাবিয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু। আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস্‌ সালিহীন। আশহাদু আল্লাইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদু আন্না মোহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহু!'' তোমরা এই দোয়া পড়িলে আল্লার সকল নেক বান্দার কাছে তাহা পৌঁছিয়া যাইবে।

[অর্থ- মৌখিক ও শারীরিক এবং হালাল মাল খরচ করিয়া যেই সব এবাদত করা হয় তাহা সবই আল্লাহর জন্য। হে প্রিয় নবী! আপনার উপর শান্তি, আল্লাহর রহমত ও বরকত বর্ষিত হউক। আমাদের উপর এবং আল্লাহর নেক ও সৎ বান্দা- মানুষ, জ্বীন বা ফেরেশতাগনের উপরও শান্তি বর্ষিত হউক। আমি মনে প্রাণে অঙ্গীকার করিতেছি ও ঘোষনা দিতেছি- আল্লাহ ভিন্ন কোন মাবুদ নাই এবং ইহাও ঘোষনা দিতেছি যে হযরত মোহাম্মদ (দঃ) আল্লাহর বান্দা ও রসুল]

হাদীস- ৬০৭।। সূত্র- হযরত কা'ব ইবনে ওজরা (রাঃ)- নামাজ শেষে দরুদ পাঠ।

একবার আমরা আরজ করিলাম- ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার প্রতি সালাম তো আল্লাহতা'লা শিক্ষা দিয়াছেন। আপনার প্রতি আপনার আহলে বাইতসহ সালামও দরুদ কিরূপে পাঠ করিব? হযরত (দঃ) বলিলেন- এইরূপ পাঠ করিবে- 'আল্লাহুম্মা সাল্লিআলা মোহাম্মাদিন ওয়া আলাআলি মোহাম্মাদিন কামা সাল্লাইতা আলা ইবরাহিম, ওয়া আলা আলি ইব্‌রাহিম ইন্নাকা হামিদুম্মাজিদ।'

[হে আল্লাহ! বিশেষ বিশেষ রহমত বর্ষন করুন মোহাম্মদ (দঃ) এর উপর এবং মোহাম্মদ (দঃ) এর পরিবার পরিজনের উপর যেমন বিশেষ রহমত বর্ষন করিয়াছিলেন ইব্রাহীম (আঃ) এর উপর এবং ইব্রাহীম (আঃ) এর পরিবার পরিজনের উপর। নিশ্চয় আপনার সমুদয় কাজই প্রশংসনীয়। আপনি অতি মহান]

আল্লাহুম্মা বারেক আলা মোহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মোহাম্মাদিন কামা বারেক তাআলা ইব্রাহীম ওয়া আলা আলি ইব্রাহীম ইন্নাকা হামিদুম্মাজিদ। [হে আল্লাহ! বরকত দান করুন মোহাম্মদ (দঃ) এবং মোহাম্মদ (দঃ) এর পরিবার পরিজনের উপর যেমন বরকত দান করিয়াছেন ইব্রাহীম (আঃ) ও ইব্রাহীম (আঃ) এর পরিবার পরিজনের উপর। নিশ্চয় আপনার সমুদয় কাজই প্রশংসনীয়, আপনি অতি মহান।]

হাদীস- ৬০৮।। সূত্র- হযরত আবু বকর (রাঃ)- দরুদ শেষে দোয়া।

আবু বকর (রাঃ) রসূল (দঃ) এর নিকট আরজ করিলেন- আমাকে একটি দোয়া শিক্ষা দিন যাহা আমি নামাজের মধ্যে পাঠ করিব। নবী করীম (দঃ) বলিলেন- বলুন- 'আল্লাহুম্মা ইন্নি জোলামতু নাফছি জুলমান কাছিরান ওয়ালা ইয়াগফিরুজ্জুনুবা ইল্লা আন্তা ফাগফিরলী মাগফিরাতাম মিন ইনদিকা ওয়ার হামনী ইন্নাকা আনতাল গাফুরুর্ রাহিম।' [হে আল্লাহ! আমি আমার নিজের উপর অত্যাধিক অত্যাচার করিয়াছি। একমাত্র তুমি ছাড়া কেহ গোনাহ্ মাফ করিতে পারে না। তুমি স্বীয় করুনা বলে আমার গোনাহ মাফ করিয়া দাও এবং আমার উপর রহমত কর। একমাত্র তুমিই ক্ষমাকারী।

হাদীস- ৬০৯।। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- নামাজে দোয়া।

নবী করীম (দঃ) নামাজের মধ্যে এই দোয়া পড়িতেন- হে আল্লাহ! আমি কবরের আজাব হইতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি, অসৎ দাজ্জালের ধোকা হইতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি এবং জীবিতাবস্থায় বা মৃত্যুর সময় সর্ব প্রকার পথ ভ্রষ্টতা হইতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি।

হাদীস- ৬১০।। সূত্র- হযরত এতবান ইবনে মালেক (রাঃ)- সালাম ফিরানো।

আমরা নবী করীম (দঃ) এর সাথে নামাজ পড়িয়াছি। তিনি যখন সালাম ফিরাইয়াছেন আমরাও তখন সালাম ফিরাইয়াছি।

হাদীস- ৬১১।। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- নামাজের পর উচ্চস্বরে জিকির।

নবী করীম (দঃ) এর সময়ে ফরজ নামাজের শেষে নামাজীরা উচ্চস্বরে আল্লাহর নাম বলিতে বলিতে ঘরে ফিরিত। আমি জিকির করিতে শুনিয়া বুঝিতাম নামাজ শেষ করিয়া লোকেরা ঘরে ফিরিতেছে।

হাদীস- ৬১২।। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- নামাজ শেষে তসবীহ, তাহমিদ ও তকবীর পড়া।

কিছু সংখ্যক দরিদ্রলোক রসূল (দঃ) এর নিকট আসিয়া অনুযোগ করিল- অর্থশালী ও বিত্তবান লোকেরা অর্থের সাহায্যে উচ্চমর্য্যাদা ও স্থায়ী আরাম অর্জন করিতেছে। তাহারা আমাদের মত নামাজ পড়িতেছে, রোজাও রাখিতেছে। আবার অর্থ দ্বারা হজ্ব, ওমরা, জেহাদ, সদকা ইত্যাদি করার মর্য্যাদাও লাভ করিতেছে। এই সকল কথা শুনিয়া নবী করীম (দঃ) বলিলেন- আমি কি তোমাদেরকে এমন কিছু কাজের সন্ধান দিব না যাহা করিলে যাহারা নেক কাজে তোমাদের চাইতে অগ্রগামী হইয়া গিয়াছে তোমরা তাহাদের সম পর্য্যায়ের হইয়া যাইবে এবং পরে কেউ আর তোমাদের সমকক্ষ হইতে পারিবে না, আর তোমরা এই কাজের জন্য সবার

চাইতে উত্তম ও মর্য্যাদাবান বলিয়া বিবেচিত হইবে? হাঁ, তবে যাহারা এই ধরনের কাজ আবার করিবে তাহাদের কথা আলাদা।

তোমরা প্রত্যেক নামাজের পর ৩৩ বার তসবীহ (সোবহানাল্লাহ) ৩৩ বার তাহমীদ (আলহামদুলিল্লাহ), ৩৩ বার তকবীর (আল্লাহু আকবার) পড়িবে। এই কথা নিয়া পরে আমাদের মধ্যে মতানৈক্য হইল। কেউ বলিল- আমরা ৩৩ বার তসবীহ পড়িব, ৩৩ বার তাহমীদ পড়িব আর ৩৪ বার তকবীর পড়িব। আমি নবী করীম (দঃ) এর নিকট গিয়া সব জানাইলাম। তিনি বলিলেন- সোবাহানাল্লাহে ওয়ালহামদুলিল্লাহে ওয়া আল্লাহু আকবার বলিবে যাহাতে সব গুলিই তেত্রিশবার করিয়া হইয়া যাইবে।

হাদীস- ৬১৩।। সূত্র- হযরত মুগীরা ইবনে শোবা (রাঃ)- **নামাজের পর দোয়া।**

বর্ণনাকারী মুয়াবিয়াকে এই মর্মে পত্র লিখাইলেন যে নবী করীম (দঃ) প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর বলিতেন- আল্লাহ ব্যতীত আর কোন সার্বভৌম ক্ষমতাশালী প্রভু নাই, তাহার কোন অংশীদার নাই, সার্বভৌমত্ব একমাত্র তাঁহারই। সকল প্রশংসা একমাত্র তাঁহারই জন্য নির্দ্দিষ্ট, তিনি সবকিছুর ব্যাপারেই ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ! তুমি যাহা প্রদান করিতে চাও তাহা রোধকারী কেহ নাই, যাহা তুমি রোধ কর তাহা প্রদানকারী কেহ নাই, আর তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রচেষ্টাকারীর প্রচেষ্টারও কোন মূল্য নাই।

হাদীস- ৬১৪।। সূত্র- হযরত সামুরা ইবনে জুন্দুব (রাঃ)- **নামাজ শেষে ফিরিয়া বসা।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) নামাজ শেষে আমাদের দিকে মুখ করিয়া বসিতেন।

হাদীস- ৬১৫।। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)- **নামাজের পর ঘুরিয়া বসা।**

তোমাদের কেহ যেন নামাজের এক অংশ শয়তানকে দান না করে এইরূপে যে ডান দিকে ঘুরিয়া যাওয়া জরুরী মনে করে। আমি রসূল (দঃ) কে অধিকাংশ সময়ে বাম দিকেও ফিরিতে দেখিয়াছি।

হাদীস- ৬১৬।। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **শত্রুমধ্যে নামাজ।**

আমি রসূলুল্লাহ(দঃ) এর সাথে নজদ্ এর দিকে যুদ্ধে গিয়াছিলাম। সেখানে আমরা শত্রুর মুখামুখি কাতারবন্দী হইয়া দাঁড়াইলাম। রসূলুল্লাহ (দঃ) আমাদের নামাজের ইমামতির জন্য দাঁড়াইলেন। একদল তাঁহার সাথে নামাজে দাঁড়াইল এবং অন্যদল শত্রুর মুখামুখি অবস্থান গ্রহণ করিল। রসূলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার পশ্চাতের দলটি নিয়া একটি রুকু ও দুইটি সেজদা দেওয়ার পর এই দলটি নামাজ না পড়া দলের স্থানে চলিয়া গেল এবং তাহারা রসূল (দঃ) এর পেছনে আসিয়া গেল। রসুল(দঃ) তাহাদের সাথে এক রাকাত নামায পড়িলেন, দুইটি সেজদা দিলেন এবং সালাম ফিরাইলেন। অতঃপর তাহাদের প্রত্যেকে দাঁড়াইয়া এবং এক এক রুকু ও দুই দুই সেজদা দিয়া নামাজ শেষ করিল।

হাদীস- ৬১৭।। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **শত্রুমধ্যে নামাজ (ছালাতুল খাউফ)।**

লোকেরা যখন একে অপরের সাথে মিশিয়া যাইবে তখন দাঁড়াইয়া নামাজ পড়িবে। নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- কাফেরদের সংখ্যা যদি অধিক হইয়া যায় তাহা হইলে পায়ে হাঁটা অবস্থায়, দাঁড়াইয়া এবং আরোহী অবস্থায় যে প্রকারেই সম্ভব নামাজ সম্পন্ন করিবে।

হাদীস- ৬১৮।। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **শত্রুর মাঝে নামাজ।**

নবী করীম (দঃ) নামাজে দাঁড়াইলেন এবং লোকেরাও তাঁহার সঙ্গে দাঁড়াইল। তিনি তকবীর দিলে তাহারাও সঙ্গে সঙ্গে তকবীর দিল। তিনি রুকু করিলে লোকদের কতকাংশ তাঁহার সঙ্গে রুকু করিল। তিনি সেজদা করিলে তাহারাও সেজদা করিল। অতঃপর তিনি দ্বিতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়াইলে তখন যাহারা তাঁহার সহিত সেজদা করিয়াছিল তাহারা উঠিয়া দাঁড়াইল এবং তাহাদের ভাইদেরকে পাহারা দিল আর দ্বিতীয় দলটি আসিয়া তাঁহার সাথে রুকু, সেজদা করিল। আর এইভাবে সকলেই নামাজে শরীক হইল এবং একাংশ অন্য অংশকে পাহারাও দিল।

হাদীস- ৬১৯। সূত্র- হযরত সালেহ হাওয়াত (রাঃ)- **নামাজে শত্রুর পাহারা দেওয়া।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) জাতুর রেকার জেহাদের দিন রনাঙ্গনে বিশেষ কায়দায় নামাজ পড়িয়াছিলেন। সকলে তাঁহার পেছনে নামাজ আদায় করার পন্থা হিসাবে একদল শত্রুর আশঙ্কার দিকে দণ্ডায়মান রহিলেন, অপর দল একতেদা করিয়া নামাজ আরম্ভ করিলেন। এক রাকাত শেষ হওয়ার পর রসুল (দঃ) নামাজকে দীর্ঘ করিলেন। তাঁহার দ্বিতীয় রাকাত পড়া কালে মোক্তাদীগন নামাজ সমাপ্ত করিয়া শত্রুর মোকাবেলায় দণ্ডায়মান হইলেন: আর দণ্ডায়মান দল হযরতের সাথে দ্বিতীয় রাকাতে সামিল হইলেন। রুকু সেজদা করিয়া রাকাত পুরা করিয়া রসুলুল্লাহ (দঃ) আততাহিয়াতুলিল্লাহ পড়ার জন্য দীর্ঘ সময় বসিলেন। মোক্তাদিগণ না বসিয়া দাঁড়াইয়া গেলেন ও দ্বিতীয় রাকাত শেষ করিয়া বসিলেন এবং আত্তাহিয়াতুলিল্লাহ পড়িয়া রসুলুল্লাহ (দঃ) এর সাথে সালাম ফিরাইলেন।

হাদীস- ৬২০। সূত্র- হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)- **বেতেরের নামাজ।**

একব্যক্তি রসুল (দঃ) এর নিকট রাত্রের নামাজ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন- রাত্রের নামাজ দুই দুই করিয়া আর তোমাদের মধ্যে যে সুবহের আশংকা করিবে সে আরও এক রাকাত পড়িবে। যে নামাজ সে পড়িল এই তাহার জন্য বেতের হইবে।

নাফে (রাঃ) হইতে বর্ণিত- আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বেতের পর্যায়ে এক ও দুই রাকাতে সালাম ফিরাইতেন ও কোন দরকারী কাজের নির্দেশ দিতেন।

হাদীস- ৬২১। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **তাহাজ্জুদ ও বেতের।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) এগার রাকাত নামাজ আদায় করিতেন। উহাই ছিল তাঁহার রাত্রের নামাজ। তাহাতে তিনি মাথা উঠাইবার পূর্বে তোমাদের কাহারও পঞ্চাশ আয়াত পড়ার সময় পর্যন্ত এক একটি সেজদা দিতেন এবং ফজরের নামাজের পূর্বে দুই রাকাত নামাজ পড়িতেন। তারপর তিনি নামাজের জন্য মোয়াজ্জিনের আসা পর্যন্ত ডান কাতে শুইয়া বিশ্রাম করিতেন।

হাদীস- ৬২২। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **বেতেরের সময়।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) স্বীয় ইচ্ছা অনুযায়ী রাতের বিভিন্ন অংশে বেতের নামাজ পড়িয়াছেন কিন্তু তাঁহার সর্বশেষ আমল ছিল শেষ রাত্রে বেতের পড়া।

হাদীস- ৬২৩। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **রাতের শেষ নামাজ বেতের।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- রাতে তোমাদের নামাজের শেষে বেতেরের নামাজের স্থান কর।

হাদীস- ৬২৪। সূত্র- হযরত সাঈদ ইবনে ইয়াসার (রঃ)- **যানবাহনের উপর বেতেরের নামাজ।**

আমি আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)এর সহিত একবার মক্কার পথে সফর করিতেছিলাম। সকাল হওয়ার আশংকা হইলে আমি নামিয়া পড়িয়া বেতেরের নামাজ পড়িয়া নিলাম। তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইলে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন- তুমি কোথায় ছিলে? আমি উত্তরে বলিলাম- ভোর হওয়ার আশংকায় নামিয়া বেতের পড়িয়া আসিলাম। তিনি বলিলেন- রসূলুল্লাহ (দঃ) এর মধ্যে কি তোমার জন্য সর্বোত্তম আদর্শ নাই? আমি বলিলাম- হ্যাঁ, আল্লাহর শপথ! তিনি বলিলেন- রসূলুল্লাহ (দঃ) খচ্চরের পিঠে আরোহন করা অবস্থায় বেতেরের নামাজ আদায় করিতেন।

হাদীস- ৬২৫। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **যানবাহনের উপর বেতেরের নামাজ।**

নবী করীম (দঃ) সফরে তাঁহার সওয়ারীতে অবস্থান করিয়াই- সওয়ারী যেই দিকেই ফিরুক না কেন- রাতের নামাজের ইশারার ন্যায় নামাজ আদায় করিতেন- অবশ্য ফরজ নামাজ ব্যতীত। আর তিনি যানবাহনের উপর থাকিয়াই বেতেরের নামাজ আদায় করিতেন।

হাদীস- ৬২৬। সূত্র - হযরত আনাস (রাঃ)- **দোয়া কুনুত।**

নবী করীম (দঃ) এর সময় ফজর ও মাগরিবের নামাজে কুনুত পড়া হইত।

হাদীস- ৬২৭। সূত্র- হযরত আসেম (রাঃ)- **দোয়া কুনুতের স্থান।**

আমি আনাস (রাঃ)কে কুনুত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন- কুনুত অবশ্যই পড়া হইত। রুকূর আগে না পরে জিজ্ঞাসার উত্তরে তিনি

বলিলেন- রুকুর আগে। আমি বলিলাম- অমুক ব্যক্তি বলে যে আপনি বলিয়াছেন তাহা রুকুর পরে। তিনি বলিলেন- সে মিথ্যা বলিয়াছে।

রসুলুল্লাহ (দঃ) রুকুর পরে একমাস যাবৎ কুনুত পাঠ করিয়াছেন। মনে পড়ে তিনি কুররা[১] নামের ৭০ জন লোকের একটি দল মোশরেকদের একটি কওমের[২] নিকট পাঠাইয়াছিলেন। এই কওমটি রসুল (দঃ) এর সাথে চুক্তিকারী কওম নয়। রসুলুল্লাহ (দঃ) একমাস ধরিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে বদ্‌দোয়ার কুনুত[৩] পাঠ করিয়াছিলেন। [১। ক্বারী। ২। তাহারা ক্বারীর ঐ দলটি হত্যা করিয়াছিল। ৩। বেতেরের কুনুত নয়।]

হাদীস- ৬২৮। সূত্র - হযরত মোহাম্মদ ইবনে সীরীন (রাঃ) - **দোয়া কুনুতের স্থান** ।

আনাস (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে ফজরের নামাজে নবী করীম (দঃ) কুনুত পড়িয়াছেন কি? তিনি বলিলেন- হ্যাঁ। তাঁহাকে আবার জিজ্ঞাসা করা হইল। তিনি কি রুকুর পূর্বে কুনুত পড়িয়াছেন? তিনি বলিলেন - কিছুদিন রুকুর পর পড়িতেন [ইহা কুনুতে নাজেলা বা বদদোয়ার কুনুত]

হাদীস- ৬২৯। সূত্র- হযরত আসেম (রাঃ)- **কুনুত রুকুর পূর্বে** ।

আমি আনাস (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম- দোয়া কুনুত রুকুর পূর্বে না পরে পড়া হইবে? তিনি বলিলেন- রুকুর পূর্বে। আমি বলিলাম- একব্যক্তি আপনার তরফ হইতেই বর্ণনা করিতেছে যে উহা রুকুর পরে। তিনি বলিলেন- সে ভুল বুঝিয়াছে। রসুলুল্লাহ (দঃ) ৭০ জন কোরআন বিশেষজ্ঞকে এক এলাকায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। তথাকার কাফেরেরা তাঁহাদিগকে শহীদ করিয়া ফেলিয়াছিল। তিনি সেই কাফেরগনের প্রতি অভিশাপ করিয়া দীর্ঘ একমাস যাবৎ কুনুত পড়িয়াছিলেন। ঐ কুনুত ছিল রুকুর পরে।

হাদীস- ৬৩০। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **দোয়া কুনুত** ।

নবী করীম (দঃ) এক মাস ধরিয়া রিল জাকওয়ান গোত্রের বিরুদ্ধে বদদোয়ার কুনুত পাঠ করিয়াছিলেন। কুনুত পাঠ করা হইত মাগরীব ও ফজরের নামাজে ।

হাদীস- ৬৩১। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **দোয়া বদ্‌দোয়ার কুনুত** ।

নবী করীম (দঃ) শেষ রাকাত হইতে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন- হে আল্লাহ! আইয়্যাশ ইবনে রবিয়াকে রেহাই দাও; হে আল্লাহ! সালামা ইবনে হিশামকে রেহাই দাও; হে আল্লাহ! মুদার গোত্রের উপর তোমার শাস্তি কঠোর করিয়া দাও; হে আল্লাহ! এই সনগুলিকে ইউসুফ (আঃ) এর সনগুলির মত করিয়া দাও; হে আল্লাহ! গিফার গোত্রকে ক্ষমা করিয়া দাও এবং আসলাম গোত্রকে শান্তি ও নিরাপত্তা দান কর।

[১। আবু জিনাদ হইতে বর্ণিত- এই কুনুত ফজরের নামাজে পড়া হইত।

হাদীস- ৬৩২। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-**দোয়া কুনুত।**

আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিলেন- আমি নামাজকে নবী করীম (দঃ)এর নামাজের সাথে অধিক সাদৃশ্য পূর্ণ করিয়া দিব। সুতরাং তিনি জোহর, এশা ও ফজরের নামাজের শেষ রাকাতে 'সামিআল্লাহুলিমান হামিদাহ বলার পর দোয়া কুনুত পড়িতেন এবং উহাতে মোমেনদের মঙ্গল কামনা করিয়া দোয়া এবং কাফেরদের জন্য লানত করিতেন।

হাদীস- ৬৩৩। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জায়েদ (রাঃ)- **বৃষ্টির জন্য নামাজ।**

নবী করীম (দঃ) ময়দানে গেলেন, বৃষ্টি প্রার্থনা করিলেন, কেবলামুখী হইলেন, নিজের চাদরখানি উল্টাইলেন এবং দুই রাকাত নামাজ আদায় করিলেন।

হাদীস- ৬৩৪। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **নামাজ কসর করার সীমা।**

নবী করীম (দঃ) উনিশ দিন অবস্থান করিলেন এবং নামাজ কসর (সংক্ষেপ) করিলেন। আমরাও উনিশ দিন কসর করিতাম এবং ইহার চাইতে বেশী হইলে পুরাপুরিই পড়িতাম।[১] (১। ১৫ দিনের নিয়ত না করার কারনে)

হাদীস- ৬৩৫। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **কসরের নামাজের সময় সীমা।**

'আমরা নবী করীম (দঃ) এর সাথে মদীনা হইতে মক্কা পর্যন্ত গেলাম এবং সেখান হইতে মদীনায় ফিরিয়া আসা পর্যন্ত বরাবর দুই রাকাত দুই রাকাত নামাজ আদায় করিয়া থাকিতাম।' মক্কায় কতদিন অবস্থান করিয়াছিলেন প্রশ্ন করা হইলে তিনি উত্তরে বলিলেন- দশ দিন।

হাদীস- ৬৩৬। সূত্র- হযরত হারেছা ইবনে ওয়াহব (রাঃ)- **সফরে নামাজ কসর পড়িতে হয়।**

নবী করীম (দঃ) অত্যন্ত শান্ত পরিবেশে মিনায় আমাদেরকে নিয়া দুই রাকাত নামাজ আদায় করেন।

হাদীস- ৬৩৭। সূত্র- হযরত আবদুর রহমান ইবনে জায়েদ (রাঃ)- **সফরে নামাজ কসর।**

হযরত ওসমান (রাঃ) মিনায় আমাদেরকে নিয়া চার রাকাত[১] নামাজ আদায় করেন। অতঃপর এই সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর নিকট প্রশ্ন করা হইল যে ওসমান (রাঃ) কি মিনায় চার রাকাত নামাজই পড়িয়াছিলেন? তিনি প্রথমে ইন্নালিল্লাহ ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন পাঠ করিলেন এবং তারপর বলিলেন- আমি মিনায় রসুল (দঃ) এর সাথে দুই রাকাত পড়িয়াছি, মিনায় আবু বকর (রাঃ) এর সাথে দুই রাকাত পড়িয়াছি এবং মিনায় ওমর (রাঃ) এর সাথেও দুই রাকাত পড়িয়াছি। তাই

আফসোস! ঐ চার রাকাতের বদলে আমার ভাগ্যে যদি দুই রাকাত কবুল হওয়া নামাজই জুটিত"! [১। পনের দিনের অধিক অবস্থানের নিয়ত থাকিতে পারে।]

হাদীস- ৬৩৮। সূত্র- হযরত আবু জোহায়ফা (রাঃ)- **সফরে নামাজ কসর করা।**

এক সফরে নবী করীম (দঃ) আমাদের সম্মুখে তশরীফ আনিলেন। তাঁহার জন্য অজুর পানি আনা হইলে তিনি অজু আরম্ভ করিলেন। সকলে তাঁহার ব্যবহৃত পানি লইয়া শরীরে মলিতে লাগিল। নবী করীম (দঃ) জোহরের নামাজ দুই[১] রাকাত পড়িলেন, আসরের[২] নামাজও দুই রাকাত পড়িলেন। নামাজের সময় তাঁহার সম্মুখে একটি লাঠি খাড়া করা হইয়াছিল। [১, ২, সফরে নামাজ কসর পড়িতে হয়]

হাদীস- ৬৩৯। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)-**সফরে নামাজ কসর পড়া।**

আল্লাহতালা নামাজ আবাসে ও প্রবাসে দুই রাকাত ফরজ করেন। পরে সফরের নামাজ ঠিক রাখা হইল এবং আবাসের নামাজ বৃদ্ধি করা হইল। [ফজর ও মাগরীব ব্যতিক্রম।]

হাদীস- ৬৪০। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **মাগরিবের নামাজে কসর নাই।**

আমি রসুলুল্লাহ (দঃ)কে দেখিয়াছি সফরে তাঁহার ব্যস্ততার কারন ঘটিলে তিনি মাগরিবের নামাজ বিলম্বিত করিয়া তিন রাকাতই আদায় করিতেন এবং সামান্য দেরী করিয়া এশার নামাজ দুই রাকাত আদায় করিয়া সালাম ফিরাইতেন। এশার পর মধ্য রাতে উঠা ভিন্ন কোন নামাজ পড়িতেন না।

হাদীস- ৬৪১। সূত্র- হযরত জাবের (রাঃ)- **যানবাহনের উপর কেবলা।**

নবী করীম (দঃ) সওয়ার থাকাকালীন যানবাহন যেই দিকে চলিত সেইদিকে মুখ করিয়াই নফল নামাজ পড়িতেন কিন্তু ফরজ নামাজ পড়ার সময় অবতরন করিয়া কেবলামুখী হইয়া নামাজ পড়িতেন।

হাদীস- ৬৪২। সূত্র- হযরত জাবের (রাঃ)- **যানবাহনে নামাজ কেবলামুখী ছাড়া।**

নবী করীম (দঃ) এমন অবস্থায়ও নফল নামাজ পড়িতেন যখন তাঁহার সওয়ারীর জন্তু কেবলা ছাড়া অন্য দিকে মুখ করিয়া থাকিত।

হাদীস- ৬৪৩। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে দীনার (রাঃ)- **যানবাহনে নামাজ কেবলামুখী ছাড়া।**

ইবনে ওমর (রাঃ) সফরে তাঁহার সওয়ারীর জন্তু যেই দিকেই ফিরুক না কেন সেই দিকে ফিরিয়াই ইশারা করিয়া নামাজ পড়িতেন। তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে- নবী করীম (দঃ) এইরূপ করিতেন।

হাদীস- ৬৪৪। সূত্র- হযরত জাবের (রাঃ)- **যানবাহনের উপর নফল নামাজ কেবলামুখি ছাড়া পড়া।**

আমি নবী করীম (দঃ)কে আনমার জেহাদ হইতে প্রত্যাবর্তনকালে স্বীয় যানবাহনের উপর নফল নামাজ পড়িতে দেখিয়াছি। তাঁহার বাহন ছিল পূর্বদিকে; তিনি সেই দিকেই নামাজ পড়িতেছিলেন।

হাদীস- ৬৪৫। সূত্র- হযরত আমের (রাঃ)- **কেবলামুখী ছাড়া শুধু নফল নামাজ।**

আমি রসুলুল্লাহ (দঃ)কে তাঁহার সওয়ারীর উপর থাকা অবস্থায় মাথা দিয়া ইশারা করিয়া সেই দিকে ফিরিয়াই নফল নামাজ আদায় করিতে দেখিয়াছি যেইদিকে তাহা ফিরিত। অথচ রসুলুল্লাহ (দঃ) ফরজ নামাজে এইরূপ করিতেন না।

হাদীস- ৬৪৬। সূত্র- হযরত আনাস ইবনে সীরিন (রাঃ)- **কেবলা ভিন্ন অন্য মুখী হইয়া নামাজ।**

আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) যখন শাম হইতে আসিলেন তখন তাঁহাকে অভ্যর্থনা জানাইতে আইনুত তামার নামক স্থানে তাঁহার সহিত সাক্ষাতে তাঁহাকে গাধার পিঠে বসিয়া নামাজ পড়িতে দেখিলাম। তখন তাঁহার মুখ ছিল কেবলার বাম দিকে। 'আপনাকে কেবলা ছাড়া অন্য দিকে মুখ করিয়া নামাজ পড়িতে দেখিলাম' প্রশ্ন করিলে তিনি জবাব দিলেন- আমি যদি রসুলুল্লাহ (দঃ) কে এইরূপ করিতে না দেখিতাম তাহা হইলে আমি এইরূপ করিতাম না।

হাদীস- ৬৪৭। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **সফরে নফল না পড়া।**

আমি নবী করীম (দঃ) এর সাহচর্যে থাকিয়াছি। সফরে তিনি কখনও দুই রাকাতের বেশী পড়িতেন না। আবু বকর (রাঃ), ওমর (রাঃ) ও ওসমান (রাঃ) ও তদ্রুপ করিয়াছেন।

হাদীস- ৬৪৮। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **সফরে দুই ওয়াক্ত একত্রে।**

রসুল (দঃ) ভ্রমন অবস্থায় জোহর ও আসর এবং মাগরীব ও এশার নামাজ একসঙ্গে পড়িতেন।[১] (১। একটির শেষ ওয়াক্তে অন্যটির প্রথম ওয়াক্তে।)

হাদীস- ৬৪৯। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **মাগরীব ও এশা একত্রে।**

রসুল (দঃ) সফর অবস্থায় মাগরীব ও এশার নামাজ একত্রে পড়িতেন।

হাদীস- ৬৫০। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **সময় হইলে নামাজ পড়িয়া সফর শুরু।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) সূর্য্য ঢলিয়া পড়ার আগে সফর শুরু করিলে জোহরকে আসরের ওয়াক্ত পর্যন্ত বিলম্বিত করিয়া একসঙ্গে উভয় নামাজ আদায় করিতেন। আর সফর শুরু করার পূর্বে সূর্য্য ঢলিয়া পড়িলে জোহরের নামাজ পড়িয়া সওয়ারীতে আরোহন করিতেন।

হাদীস- ৬৫১। সূত্র- হযরত ইমরান ইবনে হোসাইন (রাঃ)- **রুগ্নাবস্থায় নামাজ।**

তিনি ছিলেন- অর্শরোগী। তিনি বসিয়া নামাজ আদায় সম্পর্কে রসূল (দঃ) কে প্রশ্ন করিলে রসূল (দঃ) বলিয়াছেন- দাঁড়াইয়া নামাজ পড়িলে উত্তম। বসিয়া নামাজ আদায়কারীর সওয়াব দাঁড়াইয়া আদায়কারীর অর্ধেক আর শায়িত অবস্থায় নামাজ আদায়কারীর সওয়াব উপবিষ্ট অবস্থায় আদায়কারীর অর্ধেক।

হাদীস- ৬৫২। সূত্র- হযরত ইমরান ইবনে হোসাইন (রাঃ)- **রুগ্নাবস্থায় নামাজ।**

তাঁহার ছিল অর্শ রোগ। তিনি বলেন- আমি রসূলুল্লাহ (দঃ)কে নামাজ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে তিনি বলিলেন- দাঁড়াইয়া নামাজ পড়। তবে অক্ষম হইলে বসিয়া পড় আর তাহাতেও অক্ষম হইলে কাত হইয়া শুইয়া নামাজ পড়।

হাদীস- ৬৫৩। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **তাহাজ্জুদের মর্তবা।**

নবী করীম (দঃ) এর জমানায় কেহ স্বপ্ন দেখিলে তাহা তাঁহার নিকট বর্ণনা করিত। আমি স্বপ্ন দেখার জন্য আকাঙ্খিত ছিলাম যেন তাহা নবী করীম (দঃ) এর নিকট বর্ণনা করিতে পারি। আমি ছিলাম যুবক এবং মসজিদে নববীতেই ঘুমাইতাম।

আমি স্বপ্নে দেখিলাম দুইজন ফেরেশতা যেন আমাকে ধরিয়া নিয়া দোজখের দিকে গেল। দোজখ ছিল কূপের পাড়ের মত পাড় বাঁধা ২ টি স্তম্ভ বিশিষ্ট। ইহার মধ্যে আমার পরিচিত অনেক লোক ছিল। আমি বলিতে থাকিলাম- দোজখ হইতে আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। আমাদের সাথে অন্য এক ফেরেশতার সাক্ষাত হইলে সে আমাকে বলিল- তুমি ভয় পাইও না।

আমি স্বপ্নের এই বৃত্তান্ত হাফসা[১] (রাঃ) এর নিকট বর্ণনা করিলে তিনি তাহা রসুলুল্লাহ (দঃ) এর নিকট বর্ণনা করিলেন। শুনিয়া তিনি বলিলেন- আবদুল্লাহ কতই না উত্তম ব্যক্তি! সে যদি রাত্রির নামাজ আদায় করিত তাহা হইলে কতই না ভাল হইত! ইহার পর আবদুল্লাহ (রাঃ) রাত্রে অল্পই ঘুমাইতেন। [১। আবদুল্লাহর ভগ্নি- রসূল (দঃ) এর স্ত্রী]

হাদীস- ৬৫৪। সূত্র- হযরত আলী (রাঃ)- **তাহাজ্জুদের গুরুত্ব।**

রসূল (দঃ) একরাতে আমার ও ফাতেমা (রাঃ) এর নিকট আগমন করিয়া বলিলেন- তোমরা নামাজ[১] আদায় করিতেছ না কেন? আমি বলিলাম- ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমাদের প্রানতো মহান আল্লাহর হাতে। তিনি আমাদেরকে জাগানোর ইচ্ছা করিলেই তো আমরা জাগিতে পারি।

এই কথা বলিলে নবী করীম (দঃ) ফিরিয়া গেলেন এবং আমার দিকে ফিরিয়া তাকাইলেন না। আমি শুনিতে পাইলাম তিনি ফিরিয়া যাইতে যাইতে রানের উপর হাত চাপড়াইয়া বলিতেছিলেন- মানুষ বড়ই তর্কবাজ।

[১। তাহাজ্জুদের নামাজ অর্থে]

YQADRI.BLOGSPOT.COM

হাদীস- ৬৫৫। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ)- তাহাজ্জুদ ছাড়িয়া দেওয়া নিষেধ।

রসূল (দঃ) বলিয়াছেন- হে আবদুল্লাহ! তুমি সেই লোকের মত হইও না যে রাত্রে উঠিয়া নামাজ আদায় করিত কিন্তু তাহা পরিত্যাগ করিয়াছে।

হাদীস- ৬৫৬। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- রাতের নামাজ আট রাকাত।

নবী করীম (দঃ) এশার নামাজ আদায় করার পর আট রাকাত নামাজ পড়িয়াছেন এবং পরে দুই রাকাত নামাজ বসিয়া আদায় করিয়াছেন। ইহার পর দুই আজান[১] এর মধ্যবর্তী সময়ে আরো দুই রাকাত নামাজ[২] আদায় করিয়াছেন এবং দুই রাকাত নামাজ তিনি কোন সময়ই পরিত্যাগ করিতেন না। [১। আজান ও একামত ২। ফজরের সুন্নত]

হাদীস- ৬৫৭। সূত্র- হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রাঃ)- রাতের নামাজ ও দোয়া।

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- যে ব্যক্তি রাত্রে ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিয়া বলে- 'একক ও লা শরীক আল্লাহ। মালিকানা ও রাজত্ব একমাত্র তাঁহারই। সকল প্রশংসাও তাঁহারই। তিনি সব কিছুর উপরই শক্তিমান। আল্লাহরই জন্য সকল প্রশংসা। তিনি মহান ও পবিত্র। আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত পক্ষে অপর কাহারও শক্তি বা এক্তিয়ার নাই।' অতঃপর সে যদি বলে- হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করিয়া দাও। অথবা সে যদি কোন দোয়া করে তবে তাহা গৃহীত হয় আর যদি সে অজু করিয়া নামাজ আদায় করে তাহা হইলে তাহার নামাজ কবুল করা হয়।

হাদীস- ৬৫৮। সূত্র-হযরত আয়েশা (রাঃ)- রসূল (দঃ) এর পেছনে তাহাজ্জুদ নামাজ।

এতেকাফ অবস্থায় একদা রাত্রে রসূল (দঃ) নামাজ পড়িতে আরম্ভ করিলে কিছু সংখ্যক লোক তাঁহার সাথে সামিল হইল। দিনের বেলা এই নামাজের আলোচনা হইলে পরবর্তী রাত্রে আরও অধিক সংখ্যক লোক সামিল হইল। এই দিনের আলোচনার পর পরবর্তী রাত্রে আরও বেশী লোক সমবেত হইয়া নামাজ পড়িল। চতুর্থ রাত্রে এত লোক সমবেত হইল যে মসজিদে স্থান সঙ্কুলান হইল না। এই রাত্রে রসূল (দঃ) নামাজের জন্য আত্মপ্রকাশ করিলেন না। তিনি ফজরের নামাজ শেষে ভাষণদানে বলিলেন- তোমাদের সমবেত হওয়া সম্বন্ধে আমি অবগত ছিলাম। আমি এই আশঙ্কায় আত্মপ্রকাশ করি নাই যে তাহাজ্জুদ ফরজ করিয়া দেওয়া হইতে পারে যাহা তোমরা সর্বদা পাবন্দী করিতে পারিবে না।

হাদীস- ৬৫৯। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- রসূলের সাথে তাহাজ্জুদ নামাজ।

নবী করীম (দঃ) এর একখানা চাটাই ছিল। দিনের বেলা তিনি উহা বিছাইতেন আর রাত্রি বেলা উহার সাহায্যে কামরা বানাইতেন এবং

সেখানে রাত্রির নামাজ পড়িতেন। কিছু লোক তাঁহার নিকট আসিয়া পেছনে কাতারবন্দী হইয়া নামাজ পড়িতে শুরু করিলেন।

হাদীস- ৬৬০। সূত্র- হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) - **তাহাজ্জুদ নামাজ।**

নবী করীম (দঃ) এক রাত্রে জাগ্রত হইয়া বলিলেন- সোবহানাল্লাহ ! রাতের বেলায় কত রকমেরই চেতনা ও পরীক্ষার বস্তু এবং কত রকমেরই না ভান্ডার[১] নাজেল করা হইয়াছে। কে এমন আছে যে এই সব কুঠুরীর নারীদেরকে[২] জাগাইয়া দিবে। অনেক নারী এমন আছে যে তাহারা দুনিয়ায় কাপড় পরিহিত থাকিবে কিন্তু আখেরাতে উলঙ্গ থাকিবে। (১। রহমতের, ২। নবীপত্নীদেরকে)

হাদীস- ৬৬১। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **রসুল (দঃ) এর রাত্রের নামাজ।**

আমি[১] নবী করীম (দঃ) এর তাহাজ্জুদ নামাজ পড়া দেখিবার জন্য আমার খালা এবং তাঁহার বিবি মায়মুনা[২] (রাঃ) এর ঘরে এক রাত্রে শুইয়াছিলাম। আমি বালিশের চওড়া দিকে শুইয়াছিলাম। রসুল (দঃ) ও তাঁহার বিবি লম্বা দিকে শুইয়া ছিলেন। আমি না ঘুমাইয়া ঘুমের ভান করিয়া ছিলাম। নবী করীম (দঃ) নামাজ পড়িয়া ঘরে আসিয়া চার রাকাত নফল নামাজ পড়িলেন এবং আপন বিবির সঙ্গে কিছু কথাবার্তা বলিয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন। রাত্রি কমবেশ অর্ধেক হইলে তিনি জাগিয়া উঠিলেন এবং বসিয়া চোখমুখ হইতে নিদ্রাভাব মুছিয়া ফেলিলেন। তারপর তিনি সুরা আল-এমরানের শেষ দিকের দশটি আয়াত পাঠ করিলেন। অতঃপর একটা লটকানো মশক হইতে পানি লইয়া উত্তমরূপে অল্প পানিদ্বারা অজু করিয়া নামাজে দাঁড়াইলেন। নবী করীম (দঃ)কে নামাজ আরম্ভ করিতে দেখিয়া আমিও উঠিলাম এবং নবী করীম (দঃ) যেই রূপ করিয়াছেন আমিও তদ্রুপ করিয়া তাঁহার বামপার্শ্বে দাঁড়াইয়া নামাজে শরীক হইলাম। নবী করীম (দঃ) ডান হাতে আমার ডান কান ধরিয়া পেছন দিক দিয়া টানিয়া আনিয়া আমাকে তাঁহার ডানপার্শ্বে দাঁড় করাইলেন। কানে একটু মোচড়ও দিলেন। নবী করীম (দঃ) দুই রাকাত করিয়া ছয়বার নামাজ পড়িলেন এবং পরে এক রাকাত দ্বারা বেতের[৩] পড়িলেন। তারপর তিনি শুইয়া পড়িলেন। নিদ্রিত অবস্থায় তাঁহার নাকের শব্দ শুনা যাইতে লাগিল। ফজরের ওয়াক্ত হইয়া গেলে মুয়াজ্জিন আসিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিলে তিনি উঠিয়া ছোট কেরাতে দুই রাকাত নামাজ পড়িলেন। তারপর মসজিদে গিয়া নামাজ পড়িলেন, নূতন অজু করিলেন না। (নবীগণের নিদ্রায় অজু ভঙ্গ হয় না।)

[১। ইবনে আব্বাস (রাঃ) তখন নাবালক। ২। মায়মুনা (রাঃ) ঋতুবতী ৩। বেতের নামাজ দুই রাকাতের সাথে এক রাকাত মোট তিন রাকাত-সূত্র মোসলেম শরীফ।

YQADRI.BLOGSPOT.COM

হাদীস- ৬৬২। সূত্র- হযরত মুগীরা (রাঃ)- **তাহাজ্জুদ অধিক পড়া।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) নামাজে[১] অধিক দাঁড়াইয়া থাকায় তাঁহার পদদ্বয় ফুলিয়া যাইত। এই বিষয়ে তাঁহাকে বলা হইলে তিনি জবাবে বলিতেন- আমি কি শোকর গোজার বান্দাদের একজন হইব না? [১। তাহাজ্জুদ নামাজ]

হাদীস- ৬৬৩। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ)- **দাউদ (আঃ) এর নামাজ রোজা।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাকে বলিয়াছেন- আল্লাহর নিকট সব চাইতে পসন্দনীয় ও প্রিয় নামাজ হইল দাউদ (আঃ) এর নামাজ আর আল্লাহর নিকট সবচাইতে পসন্দনীয় রোজা হইল দাউদ (আঃ) এর রোজা। তিনি অর্ধেক রাত ঘুমাইতেন, রাতের এক তৃতীয়াংশে নামাজ পড়িতেন এবং পুনরায় এক ষষ্ঠাংশে ঘুমাইতেন। আর একদিন পর পর রোজা রাখিতেন।

হাদীস- ৬৬৪। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)- **রাত্রে দীর্ঘ নামাজ।**

একরাতে আমি নবী করীম (দঃ) এর সাথে নামাজ পড়িলাম। তিনি এত দীর্ঘ সময় পর্যন্ত দাঁড়াইয়া থাকিলেন যে- আমি একটি অপসন্দনীয় কাজ করিতে মনস্থ করিয়া ফেলিলাম। আমি নবী করীম (দঃ)কে অনুসরন করা পরিত্যাগ করিয়া বসিয়া পড়িতে মনস্থ করিয়াছিলাম। [শেষের বাক্য জিজ্ঞাসার উত্তরে]

হাদীস- ৬৬৫। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **রাতের নামাজ তের রাকাত।**

নবী করীম (দঃ) এর রাতের নামাজ ছিল তের রাকাত।

হাদীস- ৬৬৬। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **রাতের নামাজ তের রাকাত।**

নবী করীম (দঃ) রাতের বেলায় বেতের ও ফজরের দুই রাকাত সহ মোট তের রাকাত নামাজ পড়িতেন।

হাদীস- ৬৬৭। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **তাহাজ্জুদ কয় রাকাত?**

মাশরুক (রাঃ) আয়েশা (রাঃ)কে রসূলুল্লাহ (দঃ) এর রাতের নামাজ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন- সাত, নয় এবং এগার রাকাত- ফজরের দুই রাকাত বাদে।

হাদীস- ৬৬৮। সূত্র- হযরত আবু সালামা (রাঃ)- **রমজানে রাতের নামাজ।**

আয়েশা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল- রসুল (দঃ) রমজান মাসে কিভাবে নামাজ পড়িতেন? জবাবে তিনি বলিলেন- রমজান বা অন্যান্য সময় রসূলুল্লাহ (দঃ) এগার রাকাতের বেশী নামাজ পড়িতেন না। প্রথমে তিনি চারি রাকাত নামাজ আদায় করিতেন। তাহার দীর্ঘ হওয়া ও সর্বাঙ্গীন সুন্দর হওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিও না[১]। পরে তিনি আরও চারি রাকাত

নামাজ আদায় করিতেন। ইহারও সর্বাঙ্গীন সুন্দর ও দীর্ঘ হওয়া সম্পর্কে জানিতে চাহিও না[১]। ইহার পর তিনি তিন রাকাত নামাজ আদায় করিতেন। আমি বলিলাম- ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনি কি বেতের আদায়ের পূর্বে ঘুমান? জবাবে তিনি বলিলেন- হে আয়েশা! আমার দুই চোখ ঘুমায় কিন্তু ক্বালব[২] ঘুমায় না। [১। প্রশ্নাতীত দীর্ঘ ও সুন্দর অর্থে।

হাদীস- ৬৬৯। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **তারাবীর নামাজ রসূল (দঃ) এর পেছনে।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) রমজানের এক মধ্যরাত্রে বাহির হইয়া মসজিদে নামাজ পড়িলেন এবং লোকজনও তাঁহার পেছনে নামাজ পড়িল। ভোরে এই বিষয়ে আলোচনা হইল। পরবর্তী রাত্রে আরও অধিক লোক জামাতে শামিল হইল। ভোর হইলে পরস্পর বলাবলি ও আদান প্রদান হইল। পরের রাত্রিতে মসজিদে আরও অধিক লোক জমায়েত হইয়া রসূল (দঃ) এর সাথে নামাজ পড়িল। পরবর্তী রাত্রে লোক সংখ্যা এমন হইল যে মসজিদে স্থান সঙ্কুলান হইতেছিল না। এই রাত্রে নবী করীম (দঃ) মসজিদে ফজরের নামাজের আগে আসিলেন না। ফজরের নামাজ শেষে মুসল্লীদের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া তাশাহুদ পড়িলেন। অতঃপর বলিলেন- তোমাদের অবস্থান সম্পর্কে আমার নিকট গোপন নাই। আমি ভয় করিতেছি যে তোমাদের উপর ফরজ করা হয় কিনা এবং তোমরা তাহা আদায় করিতে অক্ষম হইয়া পড় কিনা। নবী করীম (দঃ) এর ইনতিকালের পর অবস্থা এমনই রহিয়া গেল।

হাদীস- ৬৭০। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **বসিয়া নামাজ পড়া।**

আমি নবী করীম (দঃ)কে রাতের বেলা কোন নামাজেই বসিয়া কেরাত পড়িতে দেখি নাই। অবশ্য তিনি বৃদ্ধ হইয়া পড়িলে বসিয়াই কেরাত পড়িতেন কিন্তু সুরার ৩০ বা ৪০ আয়াত অবশিষ্ট থাকিতেই তিনি দাঁড়াইয়া ঐ আয়াতগুলি পাঠ করিতেন এবং রুকুতে যাইতেন।

হাদীস- ৬৭১। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **নামাজের ফজিলত।**

নবী করীম (দঃ) ফজরের নামাজের সময় বেলাল (রাঃ) কে জিজ্ঞাসা করিলেন- হে বেলাল! ইসলাম গ্রহনের পর তোমার সবচাইতে আশাব্যঞ্জক কাজের কথা আমাকে বল। কেননা, বেহেশতে আমি তোমার জুতার আওয়াজ শুনিতে পাইয়াছি। বেলাল (রাঃ) বলিলেন- দিন বা রাতের মধ্যে যখনই আমি পরিচ্ছন্নতা গ্রহন[১] করিয়াছি তখনই উহা দ্বারা আমার সামর্থ অনুযায়ী নামাজ আদায় করিয়াছি। ইহা ছাড়া আর কিছু তো করি নাই। [১। অজু অর্থে।

হাদীস- ৬৭২। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **ফজরের সুন্নতের পর আরাম করা।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) এর অভ্যাস ছিল- মুয়াজ্জিন ফজরের আজান দিয়া ক্ষান্ত হইলে ফজরের নামাজের পূর্বে সুবেহ সাদেকের পর দুই রাকাত সুন্নত

নামাজ পড়িয়া নেওয়া। ইহার পর একামতের জন্য মুয়াজ্জিন তাঁহার নিকট না আসা পর্যন্ত তিনি ডান কাতে শুইয়া আরাম করিতে থাকিতেন।

হাদীস- ৬৭৩। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **সুন্নতের পর শুইয়া থাকা।**

নবী করীম (দঃ) ফজরের দুই রাকাত নামাজ আদায় করার পর আমি জাগ্রত থাকিলে আমার সাথে কথাবার্তা বলিতেন; অন্যথায় নামাজের আজান[১] না হওয়া পর্যন্ত শুইয়া[২] থাকিতেন। [১। একামত ২। অন্য হাদীসে ডান কাতে]

হাদীস- ৬৭৪। সূত্র - হযরত আয়েশা (রাঃ)- **ফজরের সুন্নতের পর শুইয়া থাকা।**

ফজরের আজান শেষ হইলে ফজরের নামাজের পূর্বে সুবহে সাদেকের পর দুই রাকাত সংক্ষিপ্ত নামাজ পড়া রসুলুল্লাহ (দঃ) এর অভ্যাস ছিল। ইহার পর মোয়াজ্জিন একামতের জন্য তাঁহার নিকট না আসা পর্যন্ত তিনি ডানকাতে শুইয়া আরাম করিয়া নিতেন।

হাদীস- ৬৭৫। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **ফজরের সুন্নতের গুরুত্ব।**

নবী করীম (দঃ) কোন নফলের রক্ষনাবেক্ষনের জন্য এতখানি গুরুত্ব দিতেন না যতখানি ফজরের দুই রাকাত নামাজের জন্য দিতেন।

হাদীস- ৬৭৬। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **ফজরের দুই রাকাত সুন্নত।**

রসুল (দঃ) রাত্রে তের রাকাত নামাজ পড়িতেন। অতঃপর সকালে আজান শুনার পর সংক্ষিপ্ত করিয়া দুই রাকাত নামাজ পড়িতেন।

হাদীস- ৬৭৭। সূত্র- হযরত আনাস ইবনে সীরিন (রঃ)- **ফজরের সুন্নত সংক্ষিপ্ত।**

আমি আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম- ফজরের সুন্নত নামাজের রাকাতদ্বয়ে দীর্ঘ কেরাত পড়া কিরূপ মনে করেন? তিনি বলিলেন- নবী করীম (দঃ) রাত্রে দুই দুই রাকাত করিয়া পড়িতেন। এক রাকাত[১] বেতের নামাজ পড়িতেন এবং ফজরের ফরজের পূর্বে দুই রাকাত সুন্নত এইরূপ সংক্ষিপ্ত পড়িতেন যেন তাঁহার কানে একামতের শব্দ পৌঁছিয়াছে। [১। মিলাইয়া]

হাদীস- ৬৭৮। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **ফজরের সুন্নত সংক্ষিপ্ত।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) ফজরের দুই রাকাত সুন্নত সংক্ষিপ্ত কেরাতে পড়িতেন। এমন কি আমি ধারনা করিতাম যে বোধ হয় এখন পর্যন্ত সুরা ফাতেহাও শেষ করেন নাই।

হাদীস- ৬৭৯। সূত্র-হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **ফজরের বাদ্বা নামাজ।**

হাফসা (রাঃ) বলেন- সকাল বেলা মুয়াজ্জিন আজান দেওয়ার জন্য দাঁড়াইলে এবং আজান হইয়া গেলে রসুল (দঃ) এর দুই রাকাত নামাজ পড়ার অভ্যাস ছিল।

হাদীস- ৬৮০। সূত্র - হযরত আয়েশা (রাঃ)- **ফজরের হাল্কা নামাজ।**

ফজরের আজান ও একামতের মাঝখানে নবী করীম (দঃ) দুই রাকাত হাল্কা নামাজ পড়িয়া নিতেন।

হাদীস- ৬৮১। সূত্র- হযরত জাবের (রাঃ)- **এস্তেখারার নামাজ।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) আমাদেরকে যেমন ভাবে কোরআনের সুরাগুলি শিক্ষা দিতেন তেমনি ভাবে আমাদের সব রকমের কাজের ব্যাপারে এস্তেখারা শিক্ষা দিতেন। তিনি বলিতেন- তোমাদের কেউ কোন কাজ করার ইচ্ছা করিলে সে যেন ফরজ নামাজ ছাড়া দুই রাকাত নফল নামাজ আদায় করে এবং তারপর এই বলিয়া দোয়া করেঃ-

'হে আল্লাহ! আমি তোমার এলেমের সাহায্যে তোমার নিকট আমার কল্যান কামনা করিতেছি এবং তোমার মহান করুনা ও ফজল প্রার্থনা করিতেছি। কেননা, তুমি শক্তিমান কিন্তু আমি দূর্বল, তুমি জ্ঞানী কিন্তু আমি জ্ঞানহীন এবং তুমি সকল অদৃশ্য বস্তু সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা জ্ঞাত। অতএব, হে আল্লাহ! তুমি যদি মনে কর এই কাজটি আমার দ্বীন, আমার জীবন ও রুজি এবং পরিনামে আমার শেষ পরিনামের জন্য কল্যানকর তবে তুমি তাহা আমার কপালে লিপিবদ্ধ করিয়া দাও। তাহা আমার জন্য সহজ সাধ্য ও সহজলভ্য করিয়া দাও এবং আমার জন্য তাহাতে কল্যান দান কর। আর তুমি যদি মনে কর এই কাজটি আমার জন্য আমার দ্বীন, আমার জীবন ও রুজি এবং আমার শেষ পরিনামের জন্য অকল্যানকর তবে তুমি তাহা আমা হইতে দুরে রাখ, আমাকেও তাহা হইতে দুরে রাখ এবং আমার তকদীরে কল্যান লিপিবদ্ধ করিয়া দাও তাহা যেখানেই থাকুক না কেন। আর তাহার প্রতি আমাকে সন্তুষ্ট করিয়া দাও।'

ইহার পর নিজের প্রয়োজনও চাহিদা উল্লেখ করিবে।

হাদীস- ৬৮২। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **চাশ্‌তের নামাজ।**

আমি নবী করীম (দঃ)কে চাশ্‌তের নামাজ আদায় করিতে দেখি নাই, কিন্তু আমি তাহা আদায় করিয়া থাকি।

হাদীস- ৬৮৩। সূত্র- হযরত মুওয়াররেক (রাঃ)- **চাশতের নামাজ।**

আমি ইবনে ওমর (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম- আপনি কি চাশ্‌তের নামাজ আদায় করিয়া থাকেন? তিনি বলিলেন- না। আমি বলিলাম- ওমর (রাঃ) আদায় করিতেন কি? তিনি বলিলেন- না। আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম- আবু বকর (রাঃ) আদায় করিতেন কি? তিনি বলিলেন- না। আমি আবারও জিজ্ঞাসা করিলাম- তবে নবী করীম (দঃ) কি আদায় করিতেন? তিনি বলিলেন- আমার মনে হয়- না।

YQADRI.BLOGSPOT.C

হাদীস- ৬৮৪। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- চাশতের নামাজ।

আমার হাবীব নবী করীম (দঃ) আমাকে তিনটি কাজের আদেশ করিয়াছেন। মৃত্যু পর্যন্ত আমি তাহা পরিত্যাগ করিব না। প্রতিমাসে ৩ টি রোজা রাখা, চাশতের নামাজ পড়া এবং বেতেরের পর ঘুমানো।

হাদীস- ৬৮৫। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- চাশতের নামাজ।

আনসারদের এক অধিকতর মোটা ব্যক্তি নবী করীম (দঃ) এর জন্য খাবার তৈরী করিয়া তাঁহাকে বাড়িতে ডাকিয়া নিল এবং তাঁহার জন্য চাটাইয়ের একটি কোণ পরিষ্কার করিল। নবী করীম (দঃ) উহার উপর দুই রাকাত নামাজ আদায় করিলেন। জারুদ গোত্রের এক ব্যক্তি আনাস (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন যে নবী করীম (দঃ) কি চাশতের নামাজ আদায় করিতেন? উত্তরে তিনি বলিলেন- ঐ দিন ছাড়া আর কোন দিন আমি তাঁহাকে এই নামাজ আদায় করিতে দেখি নাই।

হাদীস- ৬৮৬। সূত্র- হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)- বিভিন্ন সুন্নত নামাজ।

আমি নবী করীম (দঃ) হইতে দশ রাকাত নামাজ স্মরন করিয়া রাখিয়াছি। জোহরের আগে দুই রাকাত, জোহরের পরে দুই রাকাত, মাগরিবের পর বাড়ীতে দুই রাকাত, এশার পর বাড়ীতে দুই রাকাত এবং ফজরের নামাজের আগে দুই রাকাত, আর এই দুই রাকাত তিনি এমন সময় আদায় করিতেন যখন কেউ তাঁহার নিকট প্রবেশ করিত না। আমার বোন হাফসা[১] (রাঃ) আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন- মুয়াজ্জিন যখন আজান দিত এবং ভোরের আলো স্পষ্ট হইয়া উঠিত তখন তিনি[২] দুই রাকাত নামাজ আদায় করিতেন। [১। নবী পত্নী ২। নবী করীম (দঃ)]

হাদীস- ৬৮৭। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- ফজর ও জোহরের সুন্নত।-

রসূলুল্লাহ (দঃ) সর্বদা জোহরের পূর্বে চারি রাকাত এবং ফজরের পূর্বে দুই রাকাত নামাজ পড়িতেন।

হাদীস- ৬৮৮। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল আল মুযানুনী (রাঃ)- মাগরিবের পূর্বে নামাজ।

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- মাগরিবের পূর্বে নামাজ পড়। এইরূপ তিন বার বলিলেন। তৃতীয়বার ইহাও বলিলেন- যাহার ইচ্ছা হয় পড়িতে পার।

হাদীস- ৬৮৯। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- মাগরিবের পূর্বে নামাজ।

মাগরিবের সময় মুয়াজ্জিন আজান দেওয়া মাত্র সাহাবীদের কেহ কেহ তাড়াতাড়ি মসজিদের থাম সমূহের বরাবর দাঁড়াইয়া রসূল (দঃ) এর আসিবার পূর্বে দুই রাকাত নামাজ পড়িতেন অথচ আজান ও একামতের মধ্যে সময়ের ব্যবধান থাকিত না।

হাদীস- ৬৯০। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)- **নামাজে সালামের উত্তর দেওয়া।**

আমরা নবী করীম (দঃ)কে তাঁহার নামাজ অবস্থায় সালাম করিতাম এবং তিনি সালামের উত্তর দিতেন[১]। কিন্তু আমরা নাজ্জাশীর[২] নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাকে সালাম দিলে তিনি জওয়াব দিলেন না বরং পরে বলিলেন- নামাজের অবস্থা বড় রকমের ব্যস্ততার[৩] অবস্থা। [১। প্রাথমিক অবস্থায় ২। আবিসিনায়ার শাসনকর্তা। ৩। মগ্নতা অর্থে]

হাদীস-৬৯১। সূত্র- হযরত জাবের (রাঃ)- **নামাজ অবস্থায় সালামের উত্তর।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) আমাকে কাজে পাঠাইলেন। আমি কাজ শেষ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া কাছে গিয়া তাঁহাকে সালাম করিলাম। তিনি সালামের জবাব দিলেন না। ইহাতে আমার মনে এত দুঃখ হইল যে তাহা একমাত্র আল্লাহই জানেন। আমি মনে মনে বলিলাম- হয়ত আমি আসিতে দেরী করিয়াছি- যাহার জন্য রসূলুল্লাহ (দঃ) আমার উপর রাগান্বিত হইয়াছেন। আমি পুনরায় তাঁহাকে সালাম দিলাম। তিনি এইবারও সালামের উত্তর দিলেন না। ইহাতে আমার মনে প্রথম বারের চাইতে বেশী দুঃখ হইল। ইহার পর আমি তাঁহাকে আবারও সালাম দিলে এইবার তিনি বলিলেন- আমি তোমার সালামের জবাব এই জন্য দেই নাই যে আমি নামাজরত ছিলাম। তিনি তাঁহার সওয়ারীর উপর কেবলা ছাড়া অন্য দিকে মুখ করিয়াছিলেন।

হাদীস-৬৯২। সূত্র- হযরত জায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ)- **নামাজে কথা না বলার বিধান জারী।**

ইসলামের প্রাথমিক যুগে নামাজের মধ্যে আবশ্যকীয় কথাবার্তা বলা হইত। "তোমরা নামাজ সমূহ ও মধ্যবর্তী নামাজকে সংরক্ষন কর এবং বিনীতভাবে আল্লাহর উদ্দেশ্যে দন্ডায়মান হও" (পারা ২ সুরা ২ আয়াত ২৩৮) এই আয়াত নাজেল হওয়ার পর আমরা নামাজের মধ্যে কথাবার্তা বলা হইতে বিরত থাকিতে আদিষ্ট হইলাম।

হাদীস- ৬৯৩। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **নামাজের মধ্যে ইমামকে সতর্ক করা।**

নামাজের মধ্যে কোন ঘটনায় ইমামকে সতর্ক করা আবশ্যক হইলে মহিলাগন হাতের উপর হাত মারিয়া শব্দ করিবে এবং পুরুষগন 'সোবহান আল্লাহ' বলিবে।

হাদীস- ৬৯৪। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **নামাজে মায়ের ডাক- পূর্বকালের এক বুজুর্গের ঘটনা।**

একজন স্ত্রীলোক এবাদত খানায় নামাজ রত পুত্রকে ডাকিল- হে জুরায়েজ! সে বলিল- হে আল্লাহ! একদিকে আমার নামাজ, অন্যদিকে আমার মায়ের ডাক। স্ত্রীলোকটি আবার ডাকিল, হে জুরায়েজ! সে বলিল, হে

আল্লাহ! একদিকে আমার নামাজ, অন্য দিকে মায়ের ডাক। স্ত্রীলোকটি আবারও ডাকিল, হে জুরায়েজ! এবারও সে বলিল, হে আল্লাহ! একদিকে আমার নামাজ ও অন্যদিকে মায়ের ডাক। তখন স্ত্রীলোকটি বদদোয়া করিল- হে আল্লাহ! ব্যভিচারিনীর মুখ না দেখা পর্যন্ত জুরায়েজের যেন মৃত্যু না হয়।

তাঁহার এবাদতখানার পাশে আসিয়া এক রাখালিনী বকরী চরাইত। সে একটি অবৈধ সন্তান প্রসব করিলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল- এই সন্তান কাহার? সে বলিল- জুরায়েজের। সে একদিন তাহার এবাদতখানা হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছিল। জুরায়েজ লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল- যে বলে যে, তাহার গর্ভের সন্তান আমার, সেই স্ত্রীলোকটি কোথায়? জুরায়েজ সন্তানকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল- বৎস! বলত তোমার পিতা কে? সে বলিল- বকরীর রাখাল।

জুরায়েজ বুজুর্গ ছিলেন। মায়ের বদদোয়াও ফলিল আবার আল্লাহ তাঁহার ইজ্জত ও রক্ষা করিলেন।

হাদীস- ৬৯৫। সূত্র- হযরত আবু নাদাইমা মুআইকীব (রাঃ)- **সেজদার স্থান পরিষ্কার করা।**

এক ব্যক্তি সেজদায় যাইতে সেজদার স্থানকে সমতল করিত। নবী করীম (দঃ) তাহাকে বলিলেন- প্রয়োজন হইলে একবার করিতে পার।

হাদীস- ৬৯৬। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **নামাজে শয়তানের আক্রমন।**

নবী করীম (দঃ) এক সময় নামাজ আদায় করিয়া[১] বলিলেন- শয়তান আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া নামাজ নষ্ট করিয়া দেওয়ার জন্য আমার উপর আক্রমন করিল কিন্তু আল্লাহ তাহার উপর আমাকে বিজয়ী করিয়া দিলেন। আমি তাহাকে পরাস্ত করিয়া একটি থামের সাথে বাঁধিয়া রাখিতে চাহিলাম যাহাতে তোমরা সকালে উঠিয়া তাহাকে দেখিতে পাও। কিন্তু সোলায়মান (আঃ) এর একটি দোয়া আমার মনে পড়িয়া গেল- 'হে প্রভু, তুমি আমাকে এমন বাদশাহী দান কর আমার পরে যাহা আর কাহারও হইবে না।' অতঃপর আল্লাহ তাহাকে[১] লাঞ্ছিত করিয়া তাড়াইয়া দিলেন। [১। শয়তানকে]

হাদীস- ৬৯৭। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **নামাজে কোমরের উপর হাত রাখা।**

নবী করীম (দঃ) নামাজ অবস্থায় কোমরে হাত রাখিতে নিষেধ করিয়াছেন।

হাদীস- ৬৯৮। সূত্র- হযরত ওকবা ইবনে হারেস (রাঃ)- **নামাজে দরকারী কথা মনে পড়া।**

আমি নবী করীম (দঃ) এর সাথে আসরের নামাজ পড়িতেছিলাম। সালাম ফিরাইবার পর তিনি ত্বরিৎ উঠিয়া পড়িলেন এবং কোন একজন

স্ত্রীর নিকট গেলেন ও আবার বাহির হইয়া আসিলেন। আসিয়া দেখিলেন তাঁহার অস্তভাব দেখিয়া লোকদের চোখে মুখে বিস্ময় জাগিয়াছে। তিনি বলিলেন- নামাজরত অবস্থায় আমার নিকট রাখা স্বর্ণের কথা মনে পড়িয়া গেল। উহা আমাকে আল্লাহর পথে মনোযোগ দিতে বাধাদান করুন তাহা আমি পছন্দ করিলাম না। সুতরাং তাহা বিলি করার নির্দেশ দিয়া আসিলাম।

হাদীস- ৬৯৯। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বোহায়না (রাঃ)- সহ্ সেজদা।

রসূলুল্লাহ (দঃ) একদা জোহরে নামাজের দুই রাকাত পড়িয়া না বসিয়া দাঁড়াইয়া গেলেন। লোকেরাও তাঁহার সাথে দাঁড়াইয়া গেল। নামাজ শেষ হইলে আমরা তাঁহার সালামের জন্য অপেক্ষা করিলাম কিন্তু তিনি সালামের পূর্বে তকবীর বলিয়া বসিয়া দুইটি সেজদা করিলেন এবং তারপর সালাম ফিরাইলেন।

হাদীস- ৭০০। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)- সহ্ সেজদা।

রসূলুল্লাহ (দঃ) জোহরের নামাজ পাঁচ রাকাত পড়িয়া ফেলিলে তাঁহার নিকট আরজ করা হইল- নামাজের রাকাত কি বাড়িয়া গিয়াছে? তিনি বলিলেন- ইহার অর্থ কি? তখন বলা হইল- আপনি নামাজ পাঁচ রাকাত পড়িয়াছেন। এতদ্‌শ্রবনে সালাম ফিরানোর পরও তিনি আবার দুইটি সেজদা করিলেন। নামাজান্তে তিনি বলিলেন- নামাজ সম্পর্কে নূতন কোন কিছু হইলে আমি তোমাদিগকে নিশ্চয়ই উহা বলিয়া দিতাম। কিন্তু আমি মানুষই। আমারও ভুল হয়- যেইরূপ তোমাদের হয়। অতএব, কোন সময় আমার ভুল হইলে আমাকে স্মরন করাইয়া দিও। তোমাদের মধ্যে কেহ নামাজের রাকাত সম্বন্ধে সন্দিহান হইলে তাহার কর্তব্য হইবে চিন্তা করিয়া সঠিক নির্ধারন করা। সে উহার ভিত্তিতেই নামাজ পূর্ন করিবে। অতঃপর সালাম ফিরাইয়া দুইটি সেজদা করিবে। [ঐ সময় নামাজে কথাবার্তা প্রচলিত ছিল]

হাদীস- ৭০১। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **রাকাত কম পড়িলে সহ্ সেজদা।**

একদা রসূল (দঃ) আসরের নামাজ দুই রাকাত পড়িয়াই সালাম ফিরাইলেন। অতঃপর মসজিদের সম্মুখে পতিত কাঠের উপর হাত ভর করিয়া বসিলেন। আবু বকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ)ও উপস্থিত ছিলেন কিন্তু ভয়ে কেহ কিছু বলিলেন না। তাড়াহুড়ায় অভ্যস্ত ব্যক্তিগন এই বলিয়া চলিয়া গেল যে নামাজের রাকাত কম করিয়া দেওয়া হইয়াছে। জুল-ইয়াদাইন নামক একব্যক্তি রসূলুল্লাহ (দঃ)কে জিজ্ঞাসা করিল- আপনি ভুল করিয়াছেন- না নামাজই কম করিয়া দেওয়া হইয়াছে? রসূল (দঃ) বলিলেন- কোনটাই নয়। সে আরজ করিল- নিশ্চয়ই আপনি ভুলিয়া গিয়াছেন। নবী করীম (দঃ) অন্যান্যদেরকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে সে ঠিকই বলিয়াছে। তখন নবী করীম (দঃ) বাকি দুই রাকাত নামাজ পড়িলেন

YQADRI.BLOGSPOT.COM

ও সালাম ফিরাইয়া দুই সেজদা করিলেন। তখন নামাজে কথাবার্তা চালু ছিল।

হাদীস- ৭০২। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **সহু সেজদা।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন- তোমাদের মধ্যে কেহ নামাজে খাড়া হইলে শয়তান আসিয়া নানা প্রকার বাধা সৃষ্টি করে। ফলে নামাজী কত রাকাত পড়িয়াছে তাহা মনে রাখিতে পারে না। কেহ এই অবস্থার সম্মুখীন হইলে শেষ বৈঠকে দুইটি সেজদা করিবে।

হাদীস- ৭০৩। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **তারাবীর নামাজ উত্তম বেদায়াত।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- যে ব্যক্তি রমজানের রাত্রিতে ঈমানের সাথে এবং সওয়াবের নিয়্যতে দাঁড়ায় তাহার আগের সকল গোনাহ মাফ হইয়া যায়।

ইবনে শিহাব বলেন- নবী করীম দেঃ) এর ইন্তেকালের পর আবু বকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ) এর খেলাফতের প্রথমটি এইভাবে কাটার পর ওমর (রাঃ) এর খেলাফত কালে রমজানের রাত্রে কেউ একা আবার কোথাও নয় ব্যক্তি একত্রে নামাজ পড়িতেছে দেখিয়া ওমর (রাঃ) বলিলেন- আমার মনে হয় ইহাদের সবাইকে একজন ক্বারীর সাথে জামাতবন্দী করিয়া দিলে সবচাইতে ভাল হয়। অতঃপর তিনি তাহাদিগকে উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) এর পেছনে জামাতবন্দী করিয়া দিলেন। দ্বিতীয় রাত্রে বাহির হইয়া দেখিলাম সকলে ক্বারীর পেছনে নামাজ পড়িতেছে। ওমর (রাঃ) বলিলেন- এইটি উত্তম বেদায়াত। রাতের শেষভাগ- যাহাতে মানুষ ঘুমায়-তাহার চাইতে উত্তম-রাতে মানুষ দাঁড়ায়। আর মানুষ রাতের প্রথম ভাগেই দাঁড়াইয়া থাকে।

হাদীস- ৭০৪। সূত্র- হযরত উম্মেহানী (রাঃ)- **রসুল (দঃ) এর হাল্কা নামাজ।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) মক্কা বিজয়ের দিন আমার গৃহে আসিয়া গোসল করিয়াছিলেন ও আট রাকাত নামাজ পড়িয়াছিলেন। তাঁহাকে আমি আর কখনও ঐরূপ হাল্কা নামাজ পড়িতে দেখি নাই। অবশ্য তিনি রুকুসেজদা সুন্দররূপে পূর্ণতার সাথে আদায় করিয়াছিলেন।

হাদীস- ৭০৫। সূত্র- হযরত আমর ইবনে সালামা (রাঃ)- **সর্বাধিক কোরআন জানা ব্যক্তি ইমাম হইবে।**

আমাদের নিবাসের নিকটবর্তী পথে কাফেলার চলাচলের সময় আমরা লোকদেরকে নবুয়তের দাবিদার লোকটার অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলিত, ঐ লোকটি বলিয়া থাকে যে আল্লাহ তাহাকে রসুলরূপে পাঠাইয়াছেন এবং তাঁহার প্রতি এই বানী অবতীর্ণ করিয়াছেন। বিভিন্ন কাফেলার সঙ্গে আলাপে আলাপে কোরআনের বহু আয়াত শুনিয়া অন্তরে গ্রথিত করিতাম। আরবের সকল গোত্রেই বলাবলি করিত, নবুওতের

নাবিদার লোকটি যদি মক্কার তাঁহার স্বগোত্রীয় লোকদেরকে পরাস্ত করিতে পারে তবে বুঝিতে হইবে তিনি সত্য নবী।

মক্কা বিজয়ের পর সকল গোত্রই দ্রুত ইসলাম গ্রহণ করিতে লাগিল। আমার পিতা নবী করীম (দঃ) এর নিকট হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া বলিলেন- আমি সত্য নবীর নিকট হইতে আসিলাম। তিনি অমুক নামাজ অমুক সময়ে পড়িতে আদেশ করিয়াছেন। তিনি নামাজের পূর্বে আজান দিতে এবং কোরআন মুখস্ত যাহার বেশী আছে তাহাকে ইমাম নিযুক্ত করিতেও আদেশ করিয়াছেন। তালাশ করিয়া আমার চাইতে বেশী কোরআন মুখস্তকারী লোক পাওয়া না যাওয়ায় আমাকেই ইমাম নিযুক্ত করা হইল। তখন আমার বয়স ছিল ৬/৭ বৎসর। সেজদার সময় আমার খাট কাপড়ের দরুন পেছন দিক উলঙ্গ হইয়া যাইত। এক মহিলা বলিল- তোমাদের ইমামের পাছা ঢাকিবার ব্যবস্থা কর। সকলে আমার পোশাক বানাইয়া দিলে সেই পোশাকে আমি যেইরূপ আনন্দ লাভ করিলাম ঐরূপ আনন্দ আমি আর কখনও লাভ করি নাই।

হাদীস- ৭০৬। সূত্র- হযরত আবু হোমায়েদ (রাঃ)- **দরুদ কিরূপ হইবে।**

সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন- ইয়া রসুলাল্লাহ! আপনার প্রতি দরূদ কিরূপ হইবে? তিনি বলিলেন- তোমরা বলিবে- আল্লাহুমা সাল্লি আলা মোহাম্মাদিন ওয়া আজওয়াজিহি ওয়া জুরিয়াইয়াতিহি কামা সাল্লাইতা আলা আলি ইব্রাহীম ওয়া বারেক আলা মোহাম্মাদিন ওয়া আজওয়াজিহি ওয়া জুরিয়াইয়াতিহি কামা বারাকতা আলা আলি ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামিদুমাজীদ।

হাদীস- ৭০৭। সূত্র- হযরত আবু সাইদ (রাঃ)- **দরূদের রূপ।**

আমরা আরজ করিলাম-ইয়া রসুলাল্লাহ! আপনার প্রতি সালামের রূপ[১]তো আমরা শিখিয়াছি। আপনার প্রতি দরূদের রূপ কি হইবে? তিনি বলিলেন- তোমরা বলিবে- আল্লাহুমা সাল্লি আলা মোহাম্মাদিন আবদিকা ওয়া রসূলিকা কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহিমা ওয়া বারেক আলা মোহাম্মাদিন কামা বারাকতা আলা ইব্রাহিমা ওয়া আলা আলি ইব্রাহীমা।

হাদীস- ৭০৮ সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **নামাজে বেহেশত দোজখ দেখানো।**

নামাজ শেষ করিয়া রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন- সূর্য্য গ্রহন ও চন্দ্র গ্রহন উভয়টিই আল্লাহতা'লার নিদর্শন সমূহের দুইটি নিদর্শন। উহা যখন প্রকাশ পায় তখন নামাজে মশগুল থাক যাবৎ না উহা অপসারিত হয়।

আমার এই নামাজ পড়াকালে আমাকে পরকালের সব কিছু দেখানো হইয়াছে। আমি বেহেশত হইতে একছড়া আঙ্গুর লইবার জন্য হাত বাড়াইয়া ছিলাম। তোমরা আমাকে দেখিয়াছ, আমি সম্মুখের দিকে আগ বাড়াইয়াছিলাম। ঐ সময় আমাকে দোজখও দেখানো হইয়াছে; উহার অগ্নি শিখাগুলি ঝিলমিল করিতেছিল। তোমরা আমাকে পেছনের দিকে হটিতে

YOADRI.BLOGSPOT.C

দেখিয়াছ। দোজখের মধ্যে আমর ইবনে লুহাইকে দেখিয়াছি। তাহার নাড়িভুঁড়ি মলদ্বার দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে এবং সে ঐ গুলি হেঁচড়াইয়া চলিতেছে। সে-ই প্রথম দেবদেবীর নামে জীবজন্তু ছাড়ার প্রথা চালু করিয়াছিল।

হাদীস- ৭০৯। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **নামাজে ক্বেরাত অতিজোরে বা অতি আস্তে না পড়া।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) মক্কায় গোপনে যখন কাটাইতেছিলেন তখন সাহাবাগনকে লইয়া জামাতে নামাজ পড়াকালে ক্বেরাত সজোরে পড়িয়া থাকিতেন। মোশরেকগন উহা শুনিয়া কোরআনকে, কোরআনের অবতরনকারীকে এবং কোরআনের বাহককে গালি দিত। তাই আল্লাহতা'লা নাজেল করিলেন- ''তুমি স্বীয় নামাজে উচ্চশব্দ করিও না অথবা উহাতে মৃদুস্বর করিও না এবং ইহার মধ্যপন্থা অন্বেষন কর।'' (পারা ১৫ সূরা ১৭ আয়াত ১১০)

হাদীস- ৭১০। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **প্রত্যেক নামাজের পর তসবীহ পড়া।**

আল্লাহতা'লা রসূলুল্লাহ (দঃ)কে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, 'অতএব তাহারা যাহা বলে তৎসম্বন্ধে ধৈর্য্য ধারন কর; এবং সূর্য্যোদয়ের পূর্বে ও অস্তগমনের পূর্বে তোমার রবের প্রশংসা সহ পবিত্রতা বর্ণনা কর। এবং রজনী যোগে, তৎপর সেজদা সমূহের পরেও তাঁহার মহিমা বর্ণনা কর।' (পারা ২৬ সূরা ৫০ আয়াত ৩৯-৪০)

উক্ত আয়াতের শেষ বাক্যে আল্লাহতালা রসূলুল্লাহ (দঃ)কে প্রত্যেক নামাজের পর তসবীহ পড়ার আদেশ দিয়াছেন।

হাদীস- ৭১১। সূত্র- হযরত আজরাক ইবনে কায়েস (রাঃ)- **দ্বীনের ব্যাপারে সহজ পন্থা অবলম্বন।**

এক সময় আমরা আহওয়াজ নামক স্থানে একটি শুকনা খালের কিনারায় অবস্থান করিতেছিলাম। আবু বারজা (রাঃ) ঘোড়ায় চড়িয়া আসিয়া ঘোড়াটিকে ছাড়িয়া দিয়া নামাজে শামিল হইলেন। ঘোড়াটি দূরে চলিয়া যাইতে থাকিলে তিনি নামাজ ছাড়িয়া দিয়া ঘোড়ার পেছনে ছুটিলেন এবং উহাকে ধরিয়া ফেলিয়া পুনরায় নামাজে শামিল হইলেন ও বাকি নামাজ আদায় করিলেন। আমাদের মধ্যকার একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলিতে লাগিল- এই বুড়াকে দেখ, সে ঘোড়ার জন্য নামাজ ছাড়িয়া দিয়াছে।

ইহা শুনিয়া আবু বারজা (রাঃ) বলিলেন- রসূলুল্লাহ (দঃ)কে হারানোর[১] পর হইতে আজ পর্যন্ত কেহ আমাকে এমন কথা বলে নাই। আমার বাড়ী অনেক দূরে। যদি নামাজ পড়িয়াই যাইতাম এবং ঘোড়াটিকে ছাড়িয়া দিতাম, তাহা হইলে সারারাতেও আমি বাড়ী পৌছিতে পারিতাম না। আমি রসূলুল্লাহ (দঃ) এর সাহচর্য্যে ছিলাম এবং তাঁহাকে সহজ পন্থা অবলম্বন করিতে দেখিয়াছি। [১। তাঁহার ইহলোক ত্যাগের পর]

YQADRI.BLOGSPOT.CO

হাদীস- ৭১২। সূত্র- হযরত আযরাক ইবনে কায়েস (রাঃ)- **নামাজে পশুর রশি ধরিয়া রাখা।**

আহওয়ায নামক জায়গায় আমরা হারুরিয়া খারেজীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ছিলাম। আমাদের একটি ঝর্ণার তীরে অবস্থান কালে এক ব্যক্তি আসিয়া নামাজ আদায় করিতে শুরু করিল কিন্তু তাহার সওয়ারীর লাগাম তাহার হাতে ধরা ছিল। জন্তুটি তাহার হাত হইতে ছুটিয়া যাওয়ার জন্য টানাটানি শুরু করিল এবং লোকটি তাহার পেছনে পেছনে যাইতে লাগিল। শো'বা বলেন- লোকটি ছিল আবু বারজা আসলামী (রাঃ)। এই সব দেখিয়া একজন খারেজী বলিতে লাগিল- হে আল্লাহ! এই বৃদ্ধের ধ্বংশ কর।

বৃদ্ধ লোকটি নামাজ শেষে বলিল- আমি তোমাদের কথা শুনিয়াছি। আমি রসূলুল্লাহ (দঃ) এর সাথে ছয়, সাত কিম্বা আটটি যুদ্ধে অংশ গ্রহন করিয়াছি এবং তাঁহাকে সহজ পথ গ্রহন করিতে দেখিয়াছি। অতএব, জন্তুটি সহ যদি ফিরিয়া যাইতে পারি তবে সেইটা আমার নিকট উহা পরিত্যাগ করিয়া গোয়ালে ফিরিয়া যাইতে দিয়া কষ্ট করিয়া ফিরিয়া যাওয়ার চাইতে অনেক ভাল।

জুমা

হাদীস- ৭১৩। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) - **গ্রামের মসজিদে জুমা।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) এর মসজিদে জুমার নামাজ অনুষ্ঠিত হওয়ার পর সর্ব প্রথম জুমার নামায হয় বাহরাইনের জু ওয়াসার আবদুল কায়েস গোত্রের মসজিদে।

হাদীস- ৭১৪। সূত্র- হযরত জাবের (রাঃ)- **জুমার খোতবায় মনোযোগ।**

একবার আমরা নবী করীম (দঃ) এর সাথে নামাজ পড়িতেছিলাম। এমন সময় একটি খাদ্যদ্রব্য বহনকারী কাফেলা হাজির হইলে মুসল্লীরা সেই দিকে মনোযোগী হইল। নবী করীম (দঃ) এর সাথে মাত্র ১২ জন মুসল্লী অবশিষ্ট রহিল। তখনই এই আয়াত নাজেল হইল- ''তাহারা যখন ব্যবসা বা তামাশার সুযোগ দেখিল উহার প্রতি ধাবিত হইল। আপনাকে দন্ডায়মান অবস্থায় ছাড়িয়া চলিয়া গেল। তাহাদিগকে বলিয়া দিন- আল্লাহর নিকট যাহা আছে তাহা ব্যবসাবানিজ্য ও রং তামাশা অপেক্ষা অনেক উত্তম এবং আল্লাহ সর্বোত্তম আহার যোগানদাতা।''

হাদীস- ৭১৫। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **জুমার দিনে মুসলমানরা অগ্রবর্তী।**

আমি রসূল (দঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি- আমরা পেছনের সারিতে কিন্তু কেয়ামতের দিন আমরা থাকিব আগে। ব্যতিক্রম এইটুকু যে তাহাদেরকে

YQADRI.BLOGSPOT.

আমাদের পূর্বে কেতাব দেওয়া হইয়াছে। অতঃপর এইটি হইতেছে তাহাদের সেই দিন যেই দিন এবাদত করা তাহাদের জন্য ফরজ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ইহা নিয়া তাহাদের মধ্যে মতানৈক্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু আল্লাহ আমাদেরকে হেদায়েত দান করিয়াছেন। কাজেই লোকেরা এই ক্ষেত্রে আমাদের পশ্চাদবর্তী। ইহুদীদের আগামী কাল[১] এবং নাসারাদের হইতেছে আগামী পরশু[২]। [১। শনিবার। ২। রবিবার]

হাদীস- ৭১৬। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **জুমার নামাজে আগে যাওয়ার ফজিলত।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- জুমার দিন একদল ফেরেশতা মসজিদের দরজায় দাঁড়াইয়া থাকে এবং আগে আসার ক্রমানুসারে আগমনকারীদের নাম লিখিতে থাকে। যে ব্যক্তি সবার আগে আসে সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে একটি মোটাতাজা উট কোরবানী করিল। ইহার পর যে আসে সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে একটি গাভী কোরবানী করে। অতঃপর আগমনকারী মেষ কোরবানীকারীর ন্যায়। ইহার পরবর্তী আগমনকারী মুরগী জবেহকারীর ন্যায় এবং তাহার পর আগমনকারী ডিম দানকারীর ন্যায়। অতঃপর ইমাম যখন খোতবার জন্য বাহির হয় তখন তাহারা তাহাদের দফতর বন্ধ করিয়া দেয় এবং খোতবা মনোযোগ সহকারে শুনিতে থাকে।

হাদীস- ৭১৭। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **জুমার দিন ফজর নামাজের সুরা।**

নবী করীম (দঃ) জুমার দিন ফজর নামাজে 'আলিফ লাম মিম, তানজিল' এবং 'হাল আতা আলান ইনসানি' তেলাওয়াত করিতেন।

হাদীস- ৭১৮। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস[১] (রাঃ)- **বর্ষার দিনে গৃহে নামাজ।**

ইবনে আব্বাস (রাঃ) এক বর্ষার দিনে মুয়াজ্জিনকে বলিয়াছিলেন- আপনি 'আশহাদু আন্না মোহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ' বলিবার পর 'হাইয়্যালাস সালাহ' না বলিয়া বলিবেন 'সাল্লু ফি বুয়ুতিকুম' অর্থাৎ নিজগৃহে নামাজ পড়ুন। অন্যদের ইহা পসন্দ হইল না দেখিয়া তিনি বলিলেন- আমার চাইতে উত্তম ব্যক্তিই এইটা করিয়াছেন। জুমা নিঃসন্দেহে ওয়াজেব। এই জন্য আমি চাইনা যে আপনাদেরকে বাধা দিব। তাই কাদা ও পিচ্ছিলতার ভিতর দিয়া আপনারা যাইতে পারেন। [১। ইবনে হারেস (রাঃ) হইতেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হইয়াছে।]

হাদীস- ৭১৯। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **জুমার দিনে পরিচ্ছন্নতা।**

লোকেরা তাহাদের বাড়ী ও গ্রাম এলাকা হইতেও জুমার নামাজের জন্য আসিত। ধুলা বালুর ভিতর দিয়া আসিত বিধায় তাহারা ধুলামাখা ঘর্মাক্ত অবস্থায় আসিত। তাহাদের শরীর হইতে ঘাম বাহির হইত। রসুল (দঃ) আমার নিকট থাকাকালীন তাহাদের একজন রসুলুল্লাহ (দঃ) এর নিকট

আসিলে তিনি তাহাকে বলিলেন- আহা! যদি তোমরা এই দিনটিতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে।

হাদীস- ৭২০। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **জুমার ওয়াক্ত।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) সূর্য হেলিয়া গেলে জুমার নামাজ পড়িতেন।

হাদীস- ৭২১। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **জুমার নামাজের ওয়াক্ত।**

আমরা দেরী না করিয়া প্রথম ওয়াক্তেই জুমার নামাজ পড়িয়া নিতাম এবং নামাজের পর শয়ন করিতাম।

হাদীস- ৭২২। সূত্র- হযরত সালামাহ ইবনুল আকওয়া (রাঃ)- **জুমার ওয়াক্ত।**

আমরা নবী করীম (দঃ) এর সাথে জুমার নামাজ এমন সময় পড়িতাম যে নামাজ শেষ হওয়ার পরও দেয়ালের ছায়া রৌদ্র হইতে আশ্রয় নেওয়ার মত হইত না।

হাদীস- ৭২৩। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **জুমার ওয়াক্ত।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) ঠান্ডার দিনে জুমার[১] নামাজ প্রথম ওয়াক্তে পড়িতেন এবং তাপ বৃদ্ধি পাইলে বিলম্বে পড়িতেন। [১। আবু খালদা বর্ণিত রেওয়ায়েতে জুমা শব্দ উল্লেখ নাই]

হাদীস- ৭২৪। সূত্র- হযরত আবু আবেশ (রাঃ)- **জুমার জন্য পায়ে ধুলামাখা।**

জুমার উদ্দেশ্যে যাওয়ার সময় আমি রসূলুল্লাহ (দঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি- যাহার দুই পা আল্লাহর পথে ধূলা মাখিয়া যায় তাহার জন্য আল্লাহ দোজখ হারাম করিয়া দেন।

হাদীস- ৭২৫। সূত্র- হযরত সায়েব ইবনে ইয়াজীদ (রাঃ)- **জুমার নামাজের আজান।**

নবী করীম (দঃ) আবু বকর (রাঃ) এবং ওমর (রাঃ) এর সময়ে জুমার দিনে ইমাম মিম্বরের উপর বসিলে প্রথম আজান দেওয়া হইত। লোক সংখ্যা বাড়িয়া যাওয়ায় ওসমান (রাঃ) জাওরা[১] হইতে দ্বিতীয় আজান বৃদ্ধি করেন। [১। জাওরা মদীনা সংলগ্ন বাজারের একটি উচ্চ স্থান।

হাদীস- ৭২৬। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **দাঁড়াইয়া খোতবা।**

নবী করীম (দঃ) দাঁড়াইয়া খোতবা দিতেন, তারপর বসিতেন এবং পুনরায় দাঁড়াইতেন- যেমন এখন করা হয়।

হাদীস- ৭২৭। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **জুমার খোতবা দুইটি।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) জুমার দিন দুইটি খোতবা দিতেন এবং খোতবাদ্বয়ের মধ্যভাগে বসিতেন।

হাদীস- ৭২৮। সূত্র- হযরত সালমান ফারসী (রাঃ)- **জুমার দিনের পালনীয়।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- যে ব্যক্তি জুমার দিনে গোসল করে ও যথা সম্ভব পবিত্রতা হাসিল করে, আর নিজের তৈল হইতে তৈল ব্যবহার

YQADRI.BLOGSPOT.CO

করে অথবা নিজ ঘরের সুগন্ধি হইতে সুগন্ধি ব্যবহার করে এবং ইহার পর বাহির হয় ও দুইজন লোককে ফাঁক[১] না করে। অতঃপর তাহার তকদীরে লিখিত পরিমান নামাজ পড়ে আর ইমামের খোতবা দেওয়ার সময় চুপ করিয়া থাকে-তাহার সেই জু'মা হইতে অন্য জু'মা পর্যন্ত সময়ের যাবতীয় গোনাহ্ মাফ করিয়া দেওয়া হয়। [১। মসজিদে বসার সময়]

হাদীস- ৭২৯। সূত্র- হযরত জাবের (রাঃ)- **খোতবার সময় নামাজ পড়া।**

নবী করীম (দঃ) এর খোতবা দেওয়া কালে একব্যক্তি মসজিদে আসিলে তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন- নামাজ পড়িয়াছ-কি? সে বলিল- না। তিনি বলিলেন- উঠ, দুই রাকাত পড়িয়া নাও। [ব্যতিক্রম ধর্মী ঘটনা]

হাদীস- ৭৩০। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **খোতবার সময় চুপ করানো।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- জুমার দিনে খোতবা দেওয়ার সময় যদি তোমার সাথীকে বল- 'চুপ থাক', তাহা হইলে তুমি একটি অর্থহীন কাজ করিলে।

হাদীস- ৭৩১। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **জুমার দিনে দোয়া কবুলের মুহূর্ত।**

রসুল (দঃ) জুমার দিনে খোতবা দানকালে বলিলেন- এই দিনে এমন একটি মুহূর্ত রহিয়াছে যে, কোন মুসলমান বান্দা ঐ সময় দাঁড়াইয়া নামাজ পড়া অবস্থায় আল্লাহর নিকট কোন কিছু চাহিলে আল্লাহ অবশ্যই তাহা তাহাকে দান করেন। তিনি হাত দিয়া ইশারা করিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে মুহূর্তটি খুবই সংক্ষিপ্ত।

হাদীস-৭৩২। সূত্র- হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)- **জুমার পূর্বের ও পরের নামাজ।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) জোহরের পূর্বে দুই রাকাত, পরে দুই রাকাত, মাগরিবের পর স্বীয় গৃহে দুই রাকাত, এশার পরে দুই রাকাত এবং জুমার নামাজের পর গৃহে ফিরিয়া দুই রাকাত নামাজ পড়িতেন।

হাদীস-৭৩৩। সূত্র- হযরত সাহল (রাঃ)- **জুমাবারের বিশেষ খাবার।**

আমাদের এলাকার জনৈকা স্ত্রীলোক রাবিয়া নামক এক নহরের পার্শ্বে বীটের চাষ করিত। জুমার দিন সে উহার মূল তুলিয়া আনিয়া ডেকচিতে চড়াইত এবং উহার উপর একমুঠো যব ছাড়িয়া দিয়া রান্না করিত। তখন এই বীট মূলই তাহার গোশত হইয়া যাইত। আমরা জুমার নামাজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে সালাম করিতাম। সে তখন ঐ খাদ্য আমাদের সামনে পেশ করিত এবং আমরা খাইতাম। আমরা প্রতি শুক্রবারই সেই খাদ্যের আকাংখা করিতাম।

জামাত

হাদীস- ৭৩৪। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **জামাতের গুরুত্ব।**

রসুল (দঃ) বলিয়াছেন- যাহার হাতে আমার প্রান তাহার শপথ, আমি মনস্থ করিয়াছি যে আমি জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করিবার হুকুম দিব; তারপর নামাজ পড়ার নির্দেশ দিব। নামাজের একামত বলা হইবে এবং ইমামতি করার জন্য একজনকে নির্দেশ দিব। ইহার পর আমি লোকদেরকে[১] পেছনে রাখিয়া তাহাদের বাড়ী যাইব এবং বাড়ীগুলি জ্বালাইয়া দিব। যাহার হাতে আমার প্রান তাহার কসম- যদি তাহাদের কেউ জানে যে সে একটি মাংসল হাড় অথবা ছাগলের দুইটি ভাল খুর পাইবে তাহা হইলে অবশ্যই সে এশার নামাজের জামাতে হাজির হইবে। [১। অনুপস্থিত]

হাদীস- ৭৩৫। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **জামাতে নামাজের গুরুত্ব।**

রসুল (দঃ) বলিয়াছেন- মোনাফেকের জন্য ফজর ও এশার নামাজের চাইতে অন্য কোন নামাজ কঠিন নয়। তাহারা যদি এই দুই ওয়াক্ত নামাজের সওয়াব জানিত তাহা হইলে তাহারা হামাগুড়ি দিয়া হইলেও এই দুই ওয়াক্তের নামাজে আসিত। আমি সংকল্প করিয়াছিলাম, মুয়াজ্জিনকে আজান দেওয়ার আদেশ করিব এবং অন্য কাউকে ইমামতি করার নির্দেশ দিব। তারপর যাহারা এখনও নামাজে শরীক হয় নাই আমি আগুন দিয়া তাহাদের ঘরগুলি জ্বালাইয়া দিব।

হাদীস- ৭৩৬। সূত্র- হযরত উম্মে দারদা (রাঃ)- **জামাতের গুরুত্ব।**

একবার আবু দারদা (রাঃ) ভীষণ রাগান্বিত হইয়া আমার নিকট আসিলেন। আমি তাঁহার রাগান্বিত হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আল্লাহর কসম খাইয়া বলিলেন- মোহাম্মদ (দঃ) তাঁহার সাহাবাদেরকে নিয়া এক সাথে জামাতে নামাজ পড়েন, ইহার চাইতে বেশী তাঁহার কোন বিষয়[১] আমি জানি না। [১। গুরুত্বপূর্ণ]

হাদীস- ৭৩৭। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **জামাতের নামাজে ২৭ গুন সওয়াব।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- একাকী নামাজ পড়া অপেক্ষা জামাতে নামাজ পড়ার ফজিলত ২৭ গুণ বেশী।

হাদীস- ৭৩৮। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **জামাতের নামাজে ২৫ গুন সওয়াব।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- ঘরে এবং বাজারে নামাজ পড়ার চাইতে জামাতের নামাজে ২৫ গুন সওয়াব বেশী। কোন ব্যক্তি যদি ভালরূপে অজু করিয়া মসজিদের দিকে বাহির হয় এবং একমাত্র নামাজের উদ্দেশ্যেই মসজিদে যায় তবে তাহার প্রত্যেকটি পদক্ষেপের জন্য তাহার একটি পদমর্য্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং তাহার একটি গোনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হয়। নামাজ পড়িয়া সে যতক্ষন মুসাল্লায় অবস্থান করে ফেরেশতাগন ততক্ষন

YOADRI.BLOGSPOT.C

তাহার জন্য দোয়া করিতে থাকে- 'হে আল্লাহ! তাহাকে তোমার রহমত দান কর, তাহার প্রতি অনুগ্রহ কর।' আর কোন ব্যক্তি যতক্ষন নামাজের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকে সে ব্যক্তি ততক্ষন নামাজের মধ্যে রহিয়াছে বলিয়া গন্য হয়।

হাদীস- ৭৩৯। সূত্র- হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)- **জামাতের নামাজে ২৭ গুন সওয়াব।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- জামাতের নামাজের সওয়াব একাকী নামাজ অপেক্ষা ২৭ গুন বেশী।

হাদীস- ৭৪০। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **জামাতের নামাজে ২৫ গুন সওয়াব।**

তিনি রসুল (দঃ)কে বলিতে শুনিয়াছেন- প্রত্যেকের জন্য একাকী নামাজের চাইতে জামাতের নামাজে ২৫ গুন বেশী সওয়াব। রাতের ও দিনের ফেরেশতারা ফজরের নামাজে সমবেত হন। তিনি এর পর বলিতেন- যদি চাও পাঠ কর 'ফজরের কোরআন পাঠ হইতেছে উপস্থিতির[১] সময়।' [১। ফেরেশতাদের]

হাদীস- ৭৪১। সূত্র- হযরত আবু মুসা (রাঃ)- **দুরত্বের পরিমানে সওয়াব।**

রসুল (দঃ) বলিয়াছেন- যে ব্যক্তি মসজিদ হইতে দূরে বাস করে তাহার সওয়াব বেশী হয়। যে আরও দূরে থাকে তাহার সওয়াব আরও বেশী। যে ব্যক্তি তাড়াতাড়ি নামাজ পড়িয়া ঘুমাইয়া পড়ে তাহার চাইতে ঐ ব্যক্তির সওয়াব বেশী যে ইমামের সাথে নামাজ পড়ার জন্য অপেক্ষা করে।

হাদীস- ৭৪২। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **জামাতের নামাজের সওয়াব।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- রাস্তায় চলিতে চলিতে একব্যক্তি রাস্তার উপর একটি কাঁটাওয়ালা ডাল দেখিতে পাইয়া সরাইয়া ফেলিল। আল্লাহ তাহার গোনাহ মাফ করিয়া দিলেন এবং তাহাকে পুরস্কৃত করিলেন। শহীদ পাঁচ প্রকার- প্লেগে মৃত, পেটের পীড়ায় মৃত, পানিতে ডুবিয়া মৃত, চাপা পড়িয়া মৃত এবং আল্লাহর রাস্তায় শহীদ। লোকেরা যদি জানিত আজান দেওয়ায় ও প্রথম কাতারে দাঁড়ানোর কি সওয়াব তাহা হইলে লটারী ছাড়া অন্য উপায় না পাইলে তাহারা অবশ্যই লটারী করিত। যদি তাহারা প্রথম ওয়াক্তে নামাজ পড়ার সওয়াব জানিত তবে তাহারা অবশ্যই এইজন্য দৌড়াইয়া যাইত। যদি তাহারা এশা ও ফজরের নামাজের সওয়াব জানিত তাহা হইলে তাহারা হামাগুড়ি দিয়া হইলেও আসিত।

হাদীস- ৭৪৩। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **দুরত্বের জন্য সওয়াব।**

বনি সালাম গোত্রের লোকেরা নিজেদের বাসস্থান ছাড়িয়া নবী করীম (দঃ) এর কাছে আসিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু মদিনার উপকণ্ঠ খালি করিয়া আসাটা তিনি পসন্দ করিলেন না। তিনি বলিলেন- তোমরা কি পায়ে হাঁটিয়া

আসিয়া১ তোমাদের পদক্ষেপের সওয়াব কামনা কর না? [১। নামাজের জন্য মসজিদে।

হাদীস- ৭৪৪। সূত্র- হযরত আসওয়াদ (রাঃ)- **নামাজ জামাতে পড়া।**

আমরা হযরত আয়েশা (রাঃ) এর নিকট বসিয়া নামাজ পড়া ও নামাজের মর্য্যাদা সম্পর্কে আলোচনা করিতেছিলাম। এমন সময় তিনি বলিলেন- নবী করীম (দঃ) যে রোগে ইন্তেকাল করিয়াছিলেন সেই রোগাক্রান্তকালে নামাজের আজান হইলে তিনি বলিলেন- আবু বকর (রাঃ)কে নামাজ পড়াইতে বল। তাঁহাকে বলা হইল- আবু বকর (রাঃ) কোমল হৃদয়ের মানুষ। আপনার জায়গায় দাঁড়াইয়া তিনি নামাজ পড়াইতে পারিবেন না। তিনি আবার একই কথা বলিলে তাঁহাকে একই উত্তর দেওয়া হইল। তিনি তৃতীয়বার বলিলেন- তোমরা তো ইউসুফ (আঃ) এর বিরুদ্ধে চক্রান্তকারী দলের অন্তর্ভুক্ত; আবু বকর (রাঃ) কে বল নামাজ পড়াইতে। আবু বকর (রাঃ) নামাজ পড়াইবার জন্য বাহির হইলেন। ইত্যবসরে নবী করীম (দঃ) এর রোগের কিছুটা উপশম হইলে তিনি দুইজন লোকের কাঁধে ভর দিয়া বাহির হইলেন। আমি যেন এখনও দেখিতে পাইতেছি তিনি রোগ যন্ত্রনায় কাতর হইয়া পা দুইটি হেঁচড়াইয়া চলিতেছেন। আবু বকর (রাঃ) পেছনে সরিতে চাহিলে তিনি তাঁহাকে ইশারায় নিজ জায়গায় থাকিতে বলিলেন। ইহার পর তাঁহাকে নিয়া যাওয়া হইলে তিনি আবু বকর (রাঃ) এর পাশে বসিলেন।

আ'মাশ (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইল- নবী করীম (দঃ) কি নামাজ পড়িতেছিলেন, আবু বকর (রাঃ) নামাজের অনুরসন করিতেছিলেন আর অন্যেরা আবু বকর (রাঃ) এর অনুসরন করিতেছিল? আ'মাশ (রাঃ) মাথার ইশারায় হ্যাঁ সূচক উত্তর দিলেন। আবু মা'বিয়া আরও একটু যোগ করিয়া বলিয়াছেন- তিনি আবু বকর (রাঃ) এর বাম পাশে বসিলেন এবং আবু বকর (রাঃ) দাঁড়াইয়া নামাজ পড়িতে থাকিলেন।

হাদীস- ৭৪৫। সূত্র- হযরত নোমান ইবনে বশীর (রাঃ)- **কাতার সোজা করা।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- তোমরা কাতার সোজা করিয়া নিবে; অন্যথায় আল্লাহ তোমাদের চেহারার মধ্যে পরিবর্তন সৃষ্টি করিয়া দিবেন।

হাদীস- ৭৪৬। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **কাতার সোজা করা।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- তোমরা কাতারগুলি সোজা করিয়া দাঁড়াইবে। আমি কিন্তু পেছনের দিকেও তোমাদিগকে দেখিয়া থাকি।

হাদীস- ৭৪৭। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **কাতার সোজা করা।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- নামাজের মধ্যে তোমরা কাতারগুলি সোজা করিয়া নিবে। কেননা, আমি পেছনের দিকেও তোমাদিগকে দেখিয়া থাকি। বর্ণনাকারী বলেন, আমাদের প্রত্যেকেই পার্শ্ববর্তী ব্যক্তির কাঁধের সাথে কাঁধ এবং পায়ের সাথে পা মিলাইয়া নিতাম।

YQADRI.BLO

হাদীস- ৭৪৮। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **কাতার সোজা করা।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- কাতার সোজা কর। কাতার সোজা করা নামাজ শুদ্ধ হওয়ার অঙ্গীভূত।

হাদীস- ৭৪৯। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **কাতার সোজা করন।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- অনুসরনের জন্যই ইমাম নিয়োগ করা হয়। সুতরাং তাহার ব্যাপারে মতানৈক্যে লিপ্ত হইও না। সে রুকু করিলে রুকু কর সে 'সামিআল্লাহুলিমান হামিদাহ' বলিলে 'রাব্বানা লাকাল হাম্দ' বল, সে সেজদায় গেলে তোমরাও সেজদায় যাইবে, সে বসিয়া নামাজ পড়িলে তোমরাও বসিয়া নামাজ পড়িবে, আর তোমরা নামাজের কাতার ঠিক করিয়া নিবে।[১] কেননা কাতার ঠিক করিয়া নেওয়া নামাজের সৌন্দর্য্যের অন্তর্গত। [১। একামতের পর]

হাদীস- ৭৫০। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **কাতার সোজা করা।**

আনাস (রাঃ) মদীনায় আসিলে একব্যক্তি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল- রসুলুল্লাহ (দঃ) এর জমানার তুলনায় আমাদের মধ্যে কি কি দোষত্রুটি দেখিতে পান? তিনি বলিলেন- অন্য কোন দোষ তেমনভাবে ব্যক্ত করিতে চাহি না কিন্তু আপনারা নামাজের মধ্যে কাতার ঠিক করেন না।

হাদীস- ৭৫১। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **নারীদের জামাতে সামিল হওয়া।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) জামাতে ফজরের নামাজ পড়িতেন। মুসলমান নারীগন প্রশস্ত চাদরে আবৃত হইয়া জামাতে উপস্থিত হইতেন এবং নামাজান্তে বাড়ী ফিরিবার সময় তাহাদিগকে চেনা যাইত না।

হাদীস- ৭৫২। সূত্র- হযরত উম্মে আতিয়া (রাঃ) - **নারীদের ঈদের জামাতে যাওয়া।**

ঈদের দিনে আমাদেরকে বাহির হওয়ার আদেশ দেওয়া হইত। আমরা কুমারী, এমনকি ঋতুবতী মেয়েদেরকেও ঘর হইতে বাহির করিতাম। আমরা পুরুষদের পেছনে থাকিয়া তাহাদের সাথে সাথে তকবীর পড়িতাম এবং তাহাদের দোয়ার সাথে ঐ দিনের বরকতের ও পবিত্রতা লাভের আশায় দোয়া পড়িতাম।

হাদীস-৭৫৩। সূত্র- হযরত হাফ্সাহ বিনতে শিরিন (রঃ)- **নারীদের ঈদের জামাতে যাওয়া।**

আমরা প্রাপ্ত বয়স্কা মেয়েদেরকে ঈদের নামাজের ময়দানে যাইতে নিষেধ করিতাম। একদা এক মহিলা বসরা শহরে আসিয়া বর্ণনা করিল- তাহার ভগ্নিপতি রসুল (দঃ) এর সঙ্গে বারটি জেহাদে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ছয়টিতে তাহার ভগ্নিও সঙ্গে ছিলেন। তাহার ঐ ভগ্নি বর্ণনা করিয়াছেন-আমরা জেহাদের সময় আহতদের চিকিৎসা ব্যবস্থা তত্ত্বাবধান ও রোগীদের সেবা শুশ্রুষা করিতাম। একদিন রসুল (দঃ)কে

জিজ্ঞাসা করিলাম- আমাদের মধ্যে কাহারও যদি ওড়না না থাকে তাহার জন্য না যাওয়াতে কি দোষ আছে? হযরত (দঃ) বলিয়াছেন- অন্য কাহারও ওড়নার সাহায্যে এসতেসকা, ঈদ ইত্যাদি দোয়ার সমাবেশে তাহারও শরীক হওয়া চাই। অতঃপর উম্মে আতিয়া (রাঃ) আমাদের এখানে আসিলে আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম-আপনি কি নবী করীম (দঃ) এর নিকট কিছু শুনিয়াছেন? তিনি স্বভাবতঃ হযরতের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা প্রদর্শন পূর্বক বলিলেন- প্রাপ্ত বয়স্কা পর্দানশীন নারীগন, এমনকি হায়েজ অবস্থায় হইলেও দোয়া উপলক্ষে বা নেককাজের জামাতে শামীল হইবে। অবশ্য ঋতুবতী মহিলাগন নামাজের স্থান হইতে পৃথক থাকিবে। হাফসাহ (রাঃ) বলেন- আমি আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম -ঋতুবতী নারীগণও কি উপস্থিত হইবে? তিনি বলিলেন- ইহাতে আশ্চর্যের কি আছে? আরাফার ময়দান, মোজদালেফা, মিনা ইত্যাদি স্থানে ঋতুবতী নারীরা উপস্থিত হইয়া থাকে না।?

হাদীস- ৭৫৪। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **নারী একাই এক কাতার।**

আমাদের বাড়ীতে আমি এবং ইয়াতিম নবী করীম (দঃ) এর পেছনে নামাজ পড়িয়াছি। আমার মা উম্মে সুলাইম দাঁড়াইয়াছেন আমাদের সবার পেছনে।

হাদীস- ৭৫৫। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **নফল নামাজে জামাত।**

রসুল (দঃ) তাঁহার কক্ষেই রাত্রিকালীন নামাজ আদায় করিতেন। কক্ষটির দেওয়াল নীচু থাকায় তাঁহার শরীর দেখিতে পাইয়া বেশ কিছু লোক তাঁহার এক্তেদা করিয়া নামাজে দাঁড়াইয়া গেল। সকালবেলা তাহারা এই নিয়া আলোচনা করিল। দ্বিতীয় রাতে নবী করীম (দঃ) নামাজে দাঁড়াইলে কিছু লোক তাঁহার পেছনে এক্তেদা করিয়া নামাজে দাঁড়াইয়া পড়িল। তাহারা দুই বা তিন রাত এইরূপ করিলে পরবর্তী সময়ে রসুল (দঃ) নামাজ না পড়িয়া বসিয়া থাকিলেন। সকালবেলা লোকেরা এই নিয়া আলোচনা করিলে তিনি বলিলেন- আমি আশংকা বোধ করিলাম যে রাতের নামাজ তোমাদের জন্য ফরজ করিয়া দেওয়া হইবে।

হাদীস- ৭৫৬। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **যুদ্ধকালীন জামাত।**

আমি রসুল (দঃ) এর সাথে নজদের দিকে যুদ্ধে গিয়াছিলাম। সেখানে আমরা শত্রুর মুখামুখি কাতার বন্দী হইয়া দাঁড়াইলাম। রসুল (দঃ) ইমামতি করার জন্য দাঁড়াইলেন। তখন একদল তাঁহার সাথে নামাজে দাঁড়াইল এবং অন্য দলটি শত্রুর মুখামুখি হইয়া অবস্থান করিল। রসুল (দঃ) পশ্চাতের দলটি নিয়া একটি রুকু ও দুইটি সেজদা করিলেন। এরপর এই দলটি, যাহারা নামাজ পড়ে নাই, তাহাদের স্থানে চলিয়া গেল এবং তাহারা রসুল (দঃ) এর পেছনে আসিয়া গেল। রসুল (দঃ) তাহাদের সাথে একরাকাত নামাজ পড়িলেন, দুইটি সেজদা দিলেন ও সালাম ফিরাইলেন।

YQADRI.BLOGSPOT.COM

এরপর তাহাদের প্রত্যেকে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং এক এক রুকু ও দুই দুই সেজদা দিয়া নামাজ শেষ করিল।

হাদীস- ৭৫৭। সূত্র- হযরত শাবী (রাঃ) - **কবরের নিকট জামাত।**

ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর নিকট হইতে শুনিয়াছি যে তিনি নবী করীম (দঃ) এর সাথে একটি বিচ্ছিন্ন কবরের পাশে গিয়াছিলেন। নবী করীম (দঃ) সেখানে নামাজে ইমামতি করিলেন। লোকেরা কাতারবন্দী হইয়া কবরের পাশেই তাঁহার পেছনে দাঁড়াইয়া গেল।

মসজিদ

হাদীস- ৭৫৮। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **মসজিদে কুকুর প্রবেশ।**

রসূল (দঃ) এর জমানায় মসজিদের ভিতর কুকুর আসা-যাওয়া করিত এবং সেই জন্য মসজিদ ধৌত করার ব্যবস্থা করা হইত না। (ইহা প্রাথমিক ঘটনা)

হাদীস- ৭৫৯। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **নামাজের জন্য অপেক্ষা করার সময়টুকু নামাজে গন্য।**

একরাতে নবী করীম (দঃ) এশার নামাজ পড়িতে অর্ধেক রাত পর্যন্ত দেরী করিলেন। পরে নামাজ আদায় করিয়া তিনি বলিলেন- অন্য সবাই নামাজ আদায় করিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। জানিয়া রাখ, যতক্ষন তোমরা নামাজের জন্য অপেক্ষায় ছিলে ততক্ষন নামাজরত অবস্থায়ই ছিলে।

হাদীস-৭৬০। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **মসজিদে নামাজের অপেক্ষার সময় নামাজ গন্য।**

হযরত (দঃ) বলিয়াছেন- যে ব্যক্তি মসজিদে বসিয়া নামাজের অপেক্ষা করিতে থাকে ঐ সময়টুকু তাহার জন্য নামাজের মধ্যেই গন্য হয়, যাবৎ সে অজু ভঙ্গ না করে।

হাদীস- ৭৬১। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **নামাজস্থানে বসিয়া থাকাকালীন ফেরেশতার দোয়া।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- তোমাদের যে কেউ নামাজ পড়ার পর নামাজস্থানে বসিয়া থাকে তাহার অজু ভঙ্গ না হওয়া পর্যন্ত ফেরেশতা তাহার জন্য দোয়া করিতে থাকে- 'হে আল্লাহ! তাহাকে ক্ষমা কর। হে আল্লাহ! তাহার উপর রহমত কর।' আর যে ব্যক্তির নামাজ তাহাকে বাড়ী ফিরিয়া যাওয়া হইতে বিরত রাখে সে নামাজে রত গন্য হইবে।

হাদীস- ৭৬২। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **মসজিদের দেয়ালে থুথু ফেলা।**

রসূল (দঃ) একবার কেবলার দিকের দেয়ালে থুথু দেখিয়া তাহা নিজে পরিষ্কার করিলেন এবং লোকদের দিকে মুখ করিয়া বলিলেন- তোমাদের

কেহ যেন নামাজ অবস্থায় সামনের দিকে থুথু না ফেলে। কারন, নামাজী ব্যক্তির সামনে আল্লাহ থাকেন।

হাদীস- ৭৬৩। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- মসজিদের দেয়ালে থুথু।

একদা হযরত (দঃ) মসজিদের সম্মুখ দেয়ালে শিকনি বা থুথু বা কফ দেখিয়া তাহা নিজে পরিষ্কার করিলেন।

হাদীস- ৭৬৪। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) ও আবু সাঈদ (রাঃ)- থুথু ফেলা।

একদা রসুল (দঃ) মসজিদের দেয়ালে কফ দেখিয়া তাহা নিজে কাঁকর দিয়া পরিষ্কার করিলেন এবং বলিলেন- তোমাদের কেউ যেন সামনের দিকে বা ডান দিকে কফ না ফেলে। অগত্যা বাঁয়ে বা পায়ের নীচে ফেলিবে।

হাদীস-৭৬৫। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- থু থু বামে ফেলিবে।

একদিন হযরত (দঃ) মসজিদের সম্মুখস্থ দেওয়ালে কফ পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া অত্যন্ত রাগান্বিত হইলেন এবং উঠিয়া গিয়া নিজ হাতে উহা পরিষ্কার করিলেন। তিনি বলিলেন- প্রত্যেক নামাজী ব্যক্তি নামাজ অবস্থায় স্বীয় পালনকর্তার সহিত মোনাজাত ও কথাবার্তায় রত হয় এবং তাহার প্রভুকে সম্মুখে রহিয়াছেন বলিয়া মনে করে। অতএব, কেবলার দিকে কখনও থুথু ফেলিবে না। থুথু ফেলার বিশেষ প্রয়োজন হইলে বাম দিকে বা বাম পায়ের নীচে ফেলিবে কিম্বা কাপড়ের কিনারায় থুথু ফেলিয়া মলিয়া দিবে। [মসজিদের মেঝে মাটির ছিল]

হাদীস- ৭৬৬। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- মসজিদে থুথু ফেলা গোনাহ।

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- মসজিদে থুথু ফেলা গোনাহ। ঐ গোনাহর কাফফারা হইল উহাকে মাটিতে পুঁতিয়া দেওয়া।

নবী করীম (দঃ) আরও বলিয়াছেন- মোমেন নামাজের মধ্যে তাঁহার প্রভুর সঙ্গে কথা বলে। কাজেই সে যেন তাহার সামনে অথবা ডানে থু থু না ফেলে। এবং সে যেন তাহার বাঁয়ে অথবা পায়ের নীচে থুথু ফেলে।[১] [১। প্রাথমিক অবস্থায় জায়েজ ছিল। পরে রহিত হয়।]

হাদীস- ৭৬৭। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- নামাজে থুথু ফেলার নিয়ম।

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- যখন কোন ব্যক্তি নামাজে দাঁড়ায় সে যেন কখনও সম্মুখ দিকে থুথু না ফেলে। কারন, নামাজরত অবস্থায় সে যেন আল্লাহর সাথে কথা বলিতেছে ডানদিকেও ফেলিবে না। কারন, ডানদিকে ফেরেশতা থাকে। বাম দিকে বা পয়ের নীচে ফেলিবে এবং উহাকে মাটির[১] নীচে পুঁতিয়া দিবে। [১। মেঝে মাটির ছিল।

YQADRI.BLOGSPOT

হাদীস- ৭৬৮। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **মৃত ব্যক্তির কবরের উপর মসজিদ নাজায়েজ।**

উম্মে হাবিবা (রাঃ) ও উম্মে সালামা (রাঃ) আবিসিনিয়ায় একটি গীর্জা দেখিয়াছিলেন। উহাতে অনেকগুলি প্রতিমূর্তি ছিল। রসূল (দঃ) এর নিকট এই বিষয় বর্ননা করা হইলে তিনি বলিলেন- তাহাদের কোন সৎব্যক্তি মারা গেলে তাহারা তাহাদের কবরের উপর মসজিদ তৈরী করিত এবং তাহাদের প্রতিমূর্তি তৈরী করিয়া উহাতে রাখিত। তাহারা আল্লাহর নিকট সবচাইতে নিকৃষ্ট জীব।

হাদীস- ৭৬৯। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ) ও আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **নবীদের কবরকে সেজদার স্থান না বানানো।**

রসূল (দঃ) এর মৃত্যু যন্ত্রনা শুরু হইলে তিনি বারবার নিজের একটি চাদর মুখমন্ডলে টানিয়া নিতেন। বেশী গরম অনুভব করিলে উহা মুখ হইতে সরাইয়া দিতেন। এই অবস্থায় তিনি বলিলেন- ইহুদী ও নাসারাদের উপর আল্লাহর লা'নত। কেননা, তাহারা তাহাদের নবীদের কবরকে সেজদার স্থানে পরিনত করিয়াছে। ইহা বলিয়া তিনি তাহাদের কর্ম সম্বন্ধে সতর্ক করিয়াছিলেন।

হাদীস- ৭৭০। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **কবরকে সেজদাগাহ্ বানানো।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- আল্লাহতা'লা ইহুদী সম্প্রদায়কে ধ্বংস করুন। কেননা, তাহারা নিজেদের নবীদের কবরকে সেজদাগাহ বানাইয়াছে।

হাদীস- ৭৭১। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **কবরস্থানে মসজিদে নববীর ভিত্তিভূমি।**

নবী করীম (দঃ) মদিনায় আসিয়া চৌদ্দ দিন বনি আমর ইবনে আউফ গোত্রে অবস্থান করিলেন। তারপর তিনি বনি নাজ্জার গোত্রের লোকদেরকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাহারা ঝুলন্ত তরবারী সহ উপস্থিত হইল। আমি যেন এখনও দেখিতে পাইতেছি- নবী করীম (দঃ) তাঁহার বাহনের উপর, আবু বকর (রাঃ) তাঁহার পেছনে এবং বনি নাজ্জার গোত্রের লোক তাঁহার চারিদিকে। এইভাবে চলিতে চলিতে আবু আইউব আনসারীর বাড়ীর সম্মুখে হযরতের উটটি বসিয়া পড়িলে তিনি যানবাহন হইতে তাঁহার জিনিষপত্র নামাইলেন। যেইখানে নামাজের সময় হইত সেইখানেই নামাজ পড়িতে তিনি পসন্দ করিতেন। তিনি ছাগল ভেড়ার খোয়াড়েও নামাজ পড়িতেন। তারপর তিনি মসজিদ তৈরী করার নির্দ্দেশ দিলেন। তিনি বনি নাজ্জার গোত্রের প্রধানকে ডাকিয়া তাহাদের একটি নির্দিষ্ট বাগান তাঁহার নিকট বিক্রয় করিতে বলিলে তাহারা বলিল- না, আল্লাহর কসম- একমাত্র আল্লাহর নিকট ইহার মূল্য চাই। ঐ বাগানটি ছিল মোশরেকদের কবর, পোড়া জমি এবং খেজুর গাছ। নবী করীম (দঃ) এর নির্দ্দেশ মোতাবেক কবরগুলি খোঁড়া হইল, পোড়াজমিগুলি ঠিকঠাক করা হইল এবং খেজুর

গাছগুলি কাটিয়া ফেলা হইল। খেজুর গাছের গুঁড়িগুলি মসজিদের কেবলার দিকে সারি করিয়া পোঁতা হইল এবং দরজার বাহু দুইটি করা হইল পাথরের। তাহারা জারি গাহিতে গাহিতে পাথর বহন করিতেছিল। নবী করীম (দঃ)ও তাহাদের সঙ্গে ছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন- 'আখেরাতের কল্যান ছাড়া কোন কল্যান নাই আর তুমি মোহাজের ও আনসারদেরকে ক্ষমা কর।'

হাদীস- ৭৭২। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- মসজিদের **বারান্দায় থাকা।**

আমি ৭০ জন আসহাবে সোফ্‌ফাকে দেখিয়াছি। তাহাদের কাহারও পূর্ণ চাদর ছিল না। কাহারও হয় লুঙ্গি কিম্বা ছোট চাদর থাকিত। উহা তাহারা গলায় বাঁধিয়া রাখিত। উহার কোনটা তাহাদের হাঁটুর অর্ধেক পর্যন্ত এবং কোনটা গোড়ালী পর্যন্ত ছিল। তাহারা তাহা হাত দিয়া ধরিয়া রাখিত, যাহাতে বেপর্দা না হয়।১। ১। ইসলামের প্রাথমিক করুন অবস্থা।

হাদীস- ৭৭৩। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **মসজিদে ঘুমান।**

আমি অবিবাহিত থাকাকালীন নবী করীম (দঃ) এর মসজিদে ঘুমাইতাম।

হাদীস- ৭৭৪। সূত্র- হযরত সাহল ইবনে সাযাদ (রাঃ)- **মসজিদে ঘুমান।**

একবার রসূল (দঃ) ফাতেমা (রাঃ) এর ঘরে গিয়া আলী (রাঃ)কে না পাইয়া তিনি কোথায় জিজ্ঞাসা করিলে ফাতেমা (রাঃ) বলিলেন- আমার ও তাঁহার মধ্যে ঝগড়া হওয়ায় তিনি আমার উপর রাগ করিয়া বাহিরে চলিয়া গিয়াছেন এবং দুপুরে ঘরে আসেন নাই। রসূল (দঃ) একজনকে বলিলেন- দেখ তো সে কোথায় গেল? লোকটি ফিরিয়া আসিয়া বলিল- ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি মসজিদে ঘুমাইয়া আছেন। রসূল (দঃ) আসিয়া দেখিলেন তিনি মাটিতে শুইয়া আছেন। তাঁহার চাদরটি একপাশ হইতে সরিয়া যাওয়ায় শরীরে মাটি লাগিয়া আছে। রসূল (দঃ) তাঁহার শরীর হইতে মাটি ঝাড়িতে ঝাড়িতে বলিতে লাগিলেন- হে আবু তোরাব, উঠ। হে আবু তোরাব, উঠ। [আবু তোরাব অর্থ মাটির পিতা]

হাদীস-৭৭৫। সূত্র- হযরত আবু কাতাদাহ (রাঃ)- **মসজিদে বসার পূর্বে নামাজ।**

রসূল (দঃ) বলিয়াছেন- তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করিলে বসার পূর্বে যেন দুই রাকাত নামাজ পড়িয়া নেয়।

হাদীস- ৭৭৬। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **মসজিদে নববীর সংস্কার।**

রসূল (দঃ) এর যুগে মসজিদের দেয়াল ছিল পাথর দ্বারা তৈরী। ছাদ ছিল খেজুর ডালার এবং খুঁটি ছিল খেজুর গাছের। আবু বকর (রাঃ) ইহার কোন

YQADRI.BLOGSPOT.CO

বৃদ্ধি করেন নাই। হযরত ওমর (রাঃ) বৃদ্ধি করিয়া রসুল (দঃ) এর যুগের মতই পাথর ও খেজুর ডালা দিয়া তৈরী করেন এবং খুঁটিগুলি পাল্টাইয়া দেন। হযরত ওসমান (রাঃ) তাহা বহুলাংশে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেন। তিনি খোদাই করা পাথর ও চুনাদ্বারা দেয়াল নির্মান করেন এবং খোদাই করা পাথরের খুঁটিও সেগুন কাঠের ছাদ লাগান।

হাদীস- ৭৭৭। সূত্র- হযরত জাবের (রাঃ)- **মিম্বর তৈরী।**

জনৈকা স্ত্রীলোক রসুল (দঃ)কে বলিল- ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি আপনার জন্য কিছু তৈরী করিয়া দিতে পারি যার উপর আপনি বসিবেন? আমার একজন ক্রীতদাস মিস্ত্রি আছে। তিনি বলিলেন- তোমার ইচ্ছা হইলে সে একটি মিম্বর তৈরী করিয়া দিতে পারে।

হাদীস- ৭৭৮। সূত্র- হযরত সাহল (রাঃ)- **মসজিদে মিম্বর স্থাপন।**

এক মহিলার একজন সূতার ক্রীতদাস ছিল। নবী করীম (দঃ) উক্ত মহিলার নিকট এই বলিয়া লোক পাঠাইলেন যে তোমার ক্রীতদাসকে হুকুম দাও সে যেন আমার জন্য একটি মিম্বর তৈরী করে। মহিলার নির্দেশে ক্রীতদাসটি জঙ্গলে গিয়া ঝাউগাছ আনিয়া নবী করীম (দঃ) এর জন্য মিম্বর তৈরী করিলে উক্ত মহিলা নবী করীম (দঃ) এর নিকট খবর পাঠাইল যে মিম্বর তৈরী শেষ হইয়াছে। নবী করীম (দঃ) লোক পাঠাইয়া উহা আনাইলেন এবং উহা বর্তমান স্থানে স্থাপন করিলেন।

হাদীস-৭৭৯। সূত্র- হযরত সালামাহ ইবনে আকওয়া (রাঃ)- **মিম্বরের অবস্থান।**

নবী করীম (দঃ) এর মসজিদের দেয়াল ও মিম্বর এইরূপ নিকটবর্তী ছিল যে উভয়ের মাঝখানে একটি বকরি চলাচল করিতে পারিত।

হাদীস-৭৮০। সূত্র- হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) - **মিম্বরের উপর বসা।**

নবী করীম (দঃ) একদিন মিম্বরের উপর বসিলেন এবং আমরা তাঁহার চারিদিকে বসিলাম।

হাদীস- ৭৮১। সূত্র- হযরত ওসমান (রাঃ)- **মসজিদ সম্প্রসারন।**

মসজিদ সম্প্রসারনকালীন সমালোচনার উত্তরে ওসমান (রাঃ) বলিয়াছিলেন- আমি রসুল (দঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি- যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মসজিদ তৈরী করিবে আল্লাহ তাহার জন্য বেহেশতে অনুরূপ একটি ঘর তৈরী করিবেন।

হাদীস- ৭৮২। সূত্র- হযরত আবু মুসা (রাঃ)- **মসজিদে খোলা তীর সহ প্রবেশের নিয়ম।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- কোন ব্যক্তি মসজিদে বা বাজারে তীর সহ প্রবেশ করিলে তীরের ফলা হাতদ্বারা ধরিয়া রাখিবে, যাহাতে কোন মুসলমান আঘাত প্রাপ্ত না হয়।

হাদীস- ৭৮৩। সূত্র- হযরত জাবের (রাঃ)- **মসজিদে অস্ত্র নেওয়া।**

একজন লোক সঙ্গে তীর নিয়া মসজিদে আসিল। রসুল (দঃ) তাহাকে বলিলেন- তীরের ফলাগুলি মুঠি করিয়া ধর।

হাদীস- ৭৮৪। সূত্র- হযরত হাসসান ইবনে সাবেত (রাঃ)- **মসজিদে কবিতা পাঠ।**

তিনি কসম খাইয়া আবু হোরায়রা (রাঃ)কে সাক্ষ্য দিতে বলেন যে আপনি রসূল (দঃ)কে এই কথা বলিতে শুনিয়াছেন কি?- "হে হাসসান! তুমি রসূল (দঃ) এর পক্ষে উত্তর দাও। হে আল্লাহ! তুমি তাহাকে জিব্রাইল দ্বারা সাহায্য কর"। আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিলেন- হাঁ।

হাদীস- ৭৮৫। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **মসজিদে বর্শা খেলা।**

আমি একদিন নবী করীম (দঃ)কে আমার ঘরের দরজায় দেখিলাম। তখন হাবশীরা মসজিদে খেলা করিতেছিল। তিনি আমাকে চাদর দ্বারা আড়াল করিলেন আর আমি তাহাদের খেলা[১] দেখিতেছিলাম। [১। যুদ্ধের প্রস্তুতিমূলক বর্শাবল্লম খেলা।

হাদীস- ৭৮৬। সূত্র- হযরত কা'ব (রাঃ)- **মসজিদে পাওনা আদায়ের তাগাদা।**

তিনি একবার মসজিদে ইবনে হাদরাদ (রাঃ) এর নিকট পাওনা আদায়ের জন্য তাগিদ দিলেন। এই ব্যাপারে তাহাদের মধ্যে উচ্চবাচ্য হইল। রসূল (দঃ) শব্দ শুনিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া কা'ব (রাঃ)কে ঋন কিছু ছাড়িয়া দিতে বলিলেন এবং হাত দিয়া ইশারা করিয়া অর্ধেক বুঝাইলেন। কা'ব (রাঃ) রাজী হইলেন। রসূল (দঃ) ইবনে হাদরাদ (রাঃ)কে বলিলেন- যাও! অবশিষ্ট ঋন আদায় কর।

হাদীস- ৭৮৭। সূত্র- হযরত জাবের (রাঃ)- **মসজিদে লেনদেন।**

আমি নবী করীম (দঃ) এর নিকট আসিলাম। তিনি মসজিদে ছিলেন। তিনি বলিলেন- দুই রাকাত নামাজ পড়। আমি তাঁহার নিকট কিছু টাকা পাইতাম। তিনি তাহা দিলেন এবং কিছু বেশী দিলেন।

হাদীস- ৭৮৮। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **মসজিদে ঝাড়ু দেওয়ার মর্য্যাদা।**

একজন হাবশী মসজিদ ঝাড়ু দিত। সে মারা গেলে রসুল (দঃ) তাহার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে সে মারা গিয়াছে। রসুল (দঃ) বলিলেন- আমাকে খবর দাও নাই কেন? আমাকে তাহার কবর দেখাইয়া দাও। তিনি তাহার কবরের নিকট গিয়া নামাজ[১] পড়িলেন। [১। জানাজার]

হাদীস- ৭৮৯। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **কাউকেও মসজিদে বাঁধিয়া রাখা।**

নবী করীম (দঃ) একরাতে কিছু সংখ্যক অশ্বারোহীকে নজদের দিকে পাঠাইলেন। তাহারা হানিফা গোত্রের সামামা ইবনে উসাল নামক এক ব্যক্তিকে ধরিয়া আনিয়া মসজিদের একটি খুঁটির সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিল। নবী করীম (দঃ) তাহার নিকট আসিয়া বলিলেন- সামামাকে ছাড়িয়া দাও।

YQADRI.BLOGSPOT.COM

ছাড়িয়া দেওয়ার পর সে নিকটবর্তী একটি খেজুর বাগানে গেল এবং গোসল করিয়া মসজিদে প্রবেশ করিয়া বলিল- আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই এবং মোহাম্মদ (দঃ) তাহার রসুল।

হাদীস-৭৯০। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **মসজিদে বসবাস করা।** খন্দকের জেহাদে সায়াদ (রাঃ) এর হাতের শিরায় আঘাত লাগিয়াছিল। নবী করীম (দঃ) তাহার জন্য মসজিদে একটা তাঁবু তৈরী করিলেন যাহাতে কাছ হইতে তাহাকে শুশ্রূষা করা যায়। মসজিদে বনু গিফারের একটা তাঁবু ছিল। তাহাদের দিকে রক্ত প্রবাহিত হইয়া আসিতে দেখিয়া তাহারা বলিল- হে তাঁবুবাসী! আমাদের দিকে তোমাদের দিক হইতে কি আসিতেছে? দেখা গেল সায়াদ (রাঃ) এর জখম হইতে রক্ত প্রবাহিত হইতেছে। ইহাতে তিনি মারা গেলেন।

হাদীস- ৭৯১। সূত্র- হযরত সায়েব ইবনে ইয়াজীদ (রাঃ)- **মসজিদে উচ্চস্বরে কথা বলা।**

একদা আমি মসজিদে দাঁড়াইয়া থাকাকালীন এক ব্যক্তি আমার উপর কঙ্কর নিক্ষেপ করিল। তাকাইয়া দেখি হযরত ওমর (রাঃ)। তিনি আমাকে বলিলেন- ঐ দুই ব্যক্তিকে ডাকিয়া আন। তাহাদেরকে ডাকিয়া আনিলে তিনি তাহাদেরকে জিজ্ঞাসা করিলেন- তোমরা কোথাকার লোক? তাহারা বলিল- আমরা তায়েফবাসী। তিনি বলিলেন- তোমরা মদিনাবাসী হইলে আমি তোমাদেরকে শাস্তি দিতাম। তোমরা রসূলুল্লাহ (দঃ) এর মসজিদে উচ্চস্বরে কথা বলিয়াছ।

হাদীস- ৭৯২। সূত্র- আববাদ ইবনে তামীম (রাঃ)- **মসজিদে শোয়া।**

তাঁহার চাচা রসূলুল্লাহ (দঃ)কে মসজিদে এক পায়ের উপর অন্য পা রাখিয়া চিত হইয়া শুইয়া থাকিতে দেখিয়াছেন। (বর্ণনান্তরে ওমর (রাঃ) এবং ওসমান (রাঃ) ও এইরূপ করিতেন।)

হাদীস- ৭৯৩। সূত্র- হযরত জাবের (রাঃ)- **দুর্গন্ধময় বস্তু খাইয়া মসজিদে প্রবেশ।**

নবী করীম (দঃ) বলেন- কেউ এই জাতীয় বৃক্ষ খাইলে যেন আমাদের মসজিদে আমাদের সাথে মিলিত না হয় বা নিকটে না আসে। ইহার দ্বারা কি বুঝাইতেছেন জিজ্ঞাসার উত্তরে বর্ণনাকারী বলেন- ইহার দ্বারা আমি কাঁচা রসুন বুঝিয়া থাকি। ইবনে জুরায়েজ হইতে বর্ণিত- এই দুর্গন্ধময় বৃক্ষের অর্থ পেঁয়াজ ও রসুনের খারাপ গন্ধ।

হাদীস- ৭৯৪। সূত্র- হযরত জাবের (রাঃ) -**পেয়াজ রসুন খাওয়া।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- কেউ রসুন এবং পেয়াজ খাইলে সে যেন আমাদের নিকট হইতে দূরে থাকে (অথবা সে যেন আমাদের মসজিদ হইতে দূরে থাকে কিম্বা বাড়ীতে থাকে)। একদা নবী করীম (দঃ) এর নিকট রান্না করা সব্জী আনা হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন- ইহা কি?

তাঁহাকে সব্জী সম্বন্ধে বলা হইলে তিনি সাথীকে দেখাইয়া বলিলেন- তাহাকে দাও। তিনি সব্জী অপছন্দ করিলেন কিন্তু সাহাবাকে বলিলেন- তুমি খাও। কারণ, আমাকে যাহার সাথে কথা বলিতে হয় তোমাকে তাহার সাথে কথা বলিতে হয় না।

হাদীস- ৭৯৫। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **দুর্গন্ধময় বস্তু খাইয়া মসজিদে প্রবেশ।**

খায়বর যুদ্ধের সময়ে রসূল (দঃ) বলিয়াছেন- এই বৃক্ষ[১] খাইয়া কেউ যেন আমার মসজিদের নিকটবর্তী না হয়। (১। কাঁচা রসুন)

হাদীস- ৭৯৬। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **রসুন খাইয়া মসজিদে প্রবেশ।**

আনাস (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইল- রসুন খাওয়া সম্পর্কে আপনি নবী করীম (দঃ) এর নিকট হইতে কি শুনিয়াছেন? তিনি বলিলেন- নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- কেউ এই বৃক্ষ খাইলে সে যেন আমাদের কাছে না আসে এবং আমাদের সাথে নামাজ না পড়ে।

হাদীস- ৭৯৭। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **মেয়েদের রাত্রে মসজিদে যাওয়া।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- তোমাদের স্ত্রীরা যদি রাত্রে মসজিদে আসার অনুমতি চায় তাহা হইলে তাহাদেরকে অনুমতি দাও।

হাদীস- ৭৯৮। সূত্র- হযরত উম্মুল মুমেনীন উম্মে সালামা (রাঃ)- **নারীদের মসজিদে যাওয়া।**

রসূল (দঃ) এর সময়ে নারীগন ফরজ নামাজের জামাতে সালাম ফিরানোর সাথে সাথে উঠিয়া পড়িত। রসূল (দঃ) ও তাঁহার সাথে নামাজ আদায়কারী পুরুষগন আল্লাহ যতক্ষন চাহিতেন স্থির হইয়া থাকিতেন। পরে রসূল (দঃ) উঠিলে তাঁহারাও উঠিয়া পড়িতেন।

হাদীস- ৭৯৯। সূত্র- হিন্দা বিনতে হারেছ (রাঃ) - **নারীদের জামাত।**

উম্মে সালামা (রাঃ) বলিয়াছেন- নামাজ শেষে সালাম ফিরানোর পর লোকেরা দাঁড়াইয়া পড়ার আগে রসূলুল্লাহ (দঃ) কিছুক্ষন বসিতেন। ইবনে শিহাব বলেন- আমার মনে হয় তাঁহার এই অপেক্ষা করা মেয়েদেরকে চলিয়া যাওয়ার সুযোগ দানের জন্য যাহাতে নামাজ শেষ হওয়া লোকেরা মেয়েদের মধ্যে মিশিয়া যাইতে না পারে। অবশ্য এই ব্যাপারে আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

হাদীস- ৮০০। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **নারীদের মসজিদে যাওয়া।**

নারীগন যে অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে তাহা রসূল (দঃ) জানিলে বনি ইস্রাইলের নারীদিগকে যেইরূপ নিষেধ করা হইয়াছিল সেইরূপ ইহাদেরকেও মসজিদে আসা নিষেধ করিয়া দিতেন। ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ

YQADRI.BLOGSPOT.C

আমরাকে জিজ্ঞাসা করিলেন-- বনী ইস্রাইলের নারীদিগকে কি নিষেধ করা হইয়াছিল? তিনি বলিলেন- হাঁ।

হাদীস- ৮০১। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **নারীদের মসজিদে যাওয়া।**

খলিফা ওমর (রাঃ) এর এক স্ত্রী ফজর ও এশার নামাজের জামাতে মসজিদে যাইতেন। একব্যক্তি তাঁহাকে বলিল- ওমর (রাঃ) ইহা অপসন্দ করেন এবং ক্ষিপ্ত হন জানা সত্ত্বেও আপনি মসজিদে আসেন কেন? তিনি বলিলেন- ওমর (রাঃ) এর আমাকে নিষেধ করিতে বাধা কি? ঐ ব্যক্তি বলিল- রসুল (দঃ) এর বানী- "আল্লাহর বান্দাগনকে আল্লাহর মসজিদে যাইতে নিষেধ করিও না" ওমর (রাঃ) কে প্রকাশ্য নিষেধে বাধা দেয়।

হাদীস- ৮০২। সূত্র- হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)- **নামাজের স্থান হইতে কাহাকেও উঠাইবে না।**

নবী করীম (দঃ) নিষেধ করিয়াছেন- কেউ যেন কোন মুসলমান ভাইকে উঠাইয়া দিয়া সেই স্থানে না বসে। নাফে (রাঃ)কে প্রশ্ন করা হইল এই নিষেধ কি শুধু জুমার নামাজের ব্যাপারে? তিনি বলিলেন- জুমা ও অন্যান্য সকল নামাজেই এই নিষেধ প্রযোজ্য।

হাদীস- ৮০৩। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর নিষেধ।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- মসজিদুল হারাম[১], মসজিদুন্নবী[২] এবং মসজিদুল আকসা[৩] ব্যতীত আর কোন মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করিবে না।

[১। কাবা শরীফকে কেন্দ্র করিয়া যেই মসজিদ তৈরী। ২। মদিনার নবী করীম (দঃ) এর মসজিদ। ৩। জেরুজালেমে মুসলমানদের প্রথম কেবলা।]

হাদীস- ৮০৪। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **মসজিদে নববীতে নামাজের ফজিলত।**

নবী করীম (দাঃ) বলিয়াছেন- আমার এই মসজিদে নামাজ পড়া মসজিদে হারাম ব্যতীত অন্যান্য মসজিদে এক হাজার নামাজের চাইতেও উত্তম।

হাদীস- ৮০৫। সূত্র- হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)- **মসজিদে কোবায় নামাজ।**

নবী করীম (দঃ) কখন[১] ও সওয়ার হইয়া কখনও হাঁটিয়া কোবার মসজিদে আগমন করিতেন। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ও ঐরূপ করিতেন। নাফে (রাঃ) এর বর্ণনায় দুই রাকাত নামাজও পড়িতেন উল্লেখ আছে। [১। প্রতি শনিবারে যাইতেন]

হাদীস- ৮০৬। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **নবীর কবরকে সেজদার স্থানে পরিনত করা।**

নবী করীম (দঃ) রোগাক্রান্ত অবস্থায় শেষ শয্যায় বলিয়াছেন- ইহুদী ও নাসারাদের প্রতি আল্লাহর লানৎ। তাহারা তাহাদের নবীদের কবরগুলিকে সেজদাগাহে পরিনত করিয়াছে। -যদি এই শংকা না হইত তাহা হইলে

তাঁহার[১] মাজারকে উন্মুক্ত রাখা হইত। তবুও আমার ভয় হইতেছে যে ভবিষ্যতে তাহা সেজদাহগাহে পরিনত করা হইবে। [১। রসুল (দঃ) এর]

হাদীস- ৮০৭। সূত্র হযরত আবুজর গিফারী (রাঃ)- **সর্বপ্রথম ভিত্তি স্থাপিত মসজিদ।**

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম- ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন মসজিদের ভিত্তি[১] প্রথম স্থাপন করা হয়? তিনি বলিলেন-মসজিদে হারাম। অতঃপর কোনটি জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন- মসজিদে আকসা। উভয় মসজিদ নির্মানে ব্যবধান কতদিন ছিল জিজ্ঞাসার উত্তরে তিনি বলিলেন- ৪০ বৎসর। অতঃপর যেইস্থানে তোমার নামজের ওয়াক্ত হইবে সেই স্থানেই নামাজ আদায় করিবে। কেননা, তাহাতেই ফজিলত নিহিত। [১। আদম (আঃ) কর্তৃক স্থাপিত ভিত্তি]

YQADRI.BLOGSPOT.COM

৬। রোজা

হাদীস-৮০৮। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **রোজা ঢাল স্বরূপ।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- রোজা ঢাল স্বরূপ। সুতরাং, রোজাদার ব্যক্তি অশ্লীল কথা বলিবে না বা জাহেল আচরন করিবে না। কেহ তাহার সাথে ঝগড়া করিতে উদ্যত হইলে বা গালমন্দ করিলে সে বলিবে- আমি রোজা রাখিয়াছি। কথাটি দুইবার বলিবে। যাহার মুষ্টিতে আমার প্রাণ সেই আল্লাহর শপথ, রোজাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মেসকের সুগন্ধ অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট। (আল্লাহ বলেন) আমার উদ্দেশ্যেই খাবার, পানীয় ও লোভনীয় বস্তু পরিত্যাগ করা হয়। সুতরাং, রোজার পুরস্কার বিশেষভাবে আমি দান করিব; আর নেককাজের পুরস্কার দশগুন পর্যন্ত দেওয়া হইয়া থাকে।

হাদীস-৮০৯। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **রোজার পুরস্কার।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন যে আল্লাহতালা বলিয়াছেন- রোজা ছাড়া বনি আদমের প্রতিটি কাজই তাহার নিজের জন্য, তবে রোজা আমার জন্য নির্দিষ্ট। আমি নিজে ইচ্ছামত ইহার পুরস্কার দিব। রোজা ঢাল স্বরূপ। কেহ রোজা রাখিলে শোরগোল বা চেঁচামেচি করিবে না কিম্বা অশ্লীল কথা বলিবে না। কেহ তাহার সঙ্গে ঝগড়া করিলে বা গালমন্দ করিলে বলিবে, আমি রোজাদার। আর সেই মহান সত্বার শপথ যাহার মুষ্টিতে মোহাম্মদ (দঃ) এর জীবন- আল্লাহর নিকট রোজাদারের মুখের গন্ধ মেশকের খুশবু অপেক্ষাও উত্তম। রোজাদারের খুশী দুইবার। একবার ইফতার করার সময়, আবার রবের সাথে সাক্ষাৎ করিয়া রোজার বিনিময় গ্রহন করিবার সময়।

হাদীস-৮১০। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)- **বিয়ের সামর্থ না থাকিলে রোজা রাখিবে।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- যাহার বিবাহ করার সামর্থ আছে তাহার উচিৎ বিবাহ করা। কেননা, বিবাহ চোখকে অবনত করে ও গুপ্তাঙ্গের হেফাজত করে। আর যাহার বিবাহ করার সামর্থ নাই তাহার অবশ্য কর্তব্য রোজা রাখা। কেননা, রোজা যৌন তাড়নাকে অবদমিত করে।

হাদীস-৮১১। সূত্র- হযরত সাহল (রাঃ)- **রোজাদারের বিশেষ মর্তবা।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- বেহেশতের একটি দরজার নাম রাইহান- যাহা দিয়া কেয়ামতের দিন রোজাদারগণ প্রবেশ করিবে। রোজাদার ছাড়া কেহ উক্ত দরজা দিয়া প্রবেশ করিতে পারিবে না। বলা হইবে- রোজাদারগণ কোথায়? তখন তাহারা উঠিয়া দাঁড়াইবে। তাহারা ছাড়া আর একজন লোকও সেই দরজা দিয়া প্রবেশ করিবে না। তাহাদের প্রবেশের পরই সেই দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। তাহারা প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইবে তাহাদের পূর্বে ঐ দরজা দিয়া আর একজনও প্রবেশ করে নাই।

হাদীস- ৮১২। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **রমজানের রোজার ফজিলত।**

রসূল (দঃ) বলিয়াছেন- যে ব্যক্তি ঈমানের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া এবং সওয়াবের আশায় রমজানের রোজা রাখিবে তাহার পূর্ববর্তী গোনাহ সমূহ মাফ হইয়া যাইবে।

হাদীস-৮১৩। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **রমজান মাসের বিশেষত্ব।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- রমজান মাস শুরু হইলে বেহেশতের দরজা সমূহ খুলিয়া দেওয়া হয়, দোজখের দরজা সমূহ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং শয়তানকে শিকল দ্বারা বন্দী করা হয়।

হাদীস-৮১৪। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **রমজান মাসে মিথ্যাচার পরিত্যাজ্য।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- কেউ যদি মিথ্যা কথা বলা ও তদনুযায়ী কাজ করা পরিত্যাগ না করে তবে তাহার শুধু খাদ্য ও পানীয় পরিত্যাগ করায় আল্লাহর কোন প্রয়োজন নাই।

হাদীস-৮১৫। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **রমজানের দুই একদিন পূর্বে রোজা না রাখা।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- রমজানের একদিন বা দুইদিন পূর্বে রোজা রাখিবে না। তবে হ্যাঁ, প্রতি মাসে ঐ সময় রোজা রাখার অভ্যাস থাকিলে রাখিতে পার।

হাদীস-৮১৬। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **রমজান মাসের হিসাব।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) রমজান সম্পর্কে আলোচনায় বলিয়াছেন- চাঁদ না দেখিয়া রোজা রাখিও না আবার চাঁদ না দেখা পর্যন্ত ইফতার[১]ও করিও না। আর আকাশ মেঘে ঢাকা থাকিলে ত্রিশদিন পূর্ণ করিও। [১। শেষ রোজার পর ঈদ অর্থে]

হাদীস-৮১৭। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **রমজান মাসের হিসাব।**

নবী করীম (দঃ) দুই হাতের দশটি আঙ্গুল তিনবার দেখাইয়া বলিয়াছেন- এত দিনে হয়। তৃতীয় বার তিনি বৃদ্ধাঙ্গুলি বন্ধ করিয়া রাখিলেন[১]। [১। কোন কোন মাস একদিন কম হয় অর্থে]

হাদীস-৮১৮। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **রমজান মাসের হিসাব।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- মাস উনত্রিশ দিনেও হয়। তাই তোমরা চাঁদ না দেখিয়া রোজা রাখিও না। আকাশ মেঘে ঢাকা থাকার জন্য চাঁদ দেখা না গেলে মাসের ত্রিশদিন পূর্ণ করিবে।

হাদীস-৮১৯। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- রমজানের হিসাব।

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- তোমরা চাঁদ দেখিয়া রোজা রাখ এবং চাঁদ দেখিয়া রোজা ছাড়। যদি চাঁদ প্রকাশ না হয় তবে গননা ত্রিশ দিন পূর্ণ কর।

হাদীস-৮২০। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- রমজান মাসে রোজা অবশ্য পালনীয়।

'ফিদইয়াতে তোয়ামা মিসকিনা' আয়াত তেলাওয়াত করিয়া ইবনে ওমর (রাঃ) স্পষ্ট ভাষায় বলিতেন যে ইহার হুকুম রহিত১ হইয়া গিয়াছে। ।১। রসূল (দঃ) এর মাধ্যমে।

হাদীস-৮২১। সূত্র- হযরত সালামা ইবনুল আকওয়া (রাঃ)- রমজান মাসে রোজা অবশ্য করনীয়।

সূরা বাকারার ১৮৪ আয়াত 'আর যাহারা উহাতে অক্ষম তাহারা তদ্‌পরিবর্তে একজন দরিদ্রকে ভোজ্য দান করিবে,' পরবর্তী আয়াত দ্বারা রহিত১ হইয়া গিয়াছে। পরবর্তী আয়াতে রহিয়াছে 'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এই মাস প্রত্যক্ষ করে- সে যেন রোজা রাখে, এবং যে ব্যক্তি পীড়িত বা প্রবাসী- তাহার জন্য অন্য কোন দিবস হইতে গণনা করিবে'। (পারা ২ সূরা ২ আয়াত ১৮৫)

হাদীস-৮২২। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- রমজানের কাজা রোজা।

আমার উপর রমজানের কাজা রোজা থাকিয়া যাইত যাহা আমি নবী করীম (দঃ) এর খেদমতে মশগুল থাকার কারণে শাবান মাসের পূর্বে আদায় করিতে পারিতাম না।

হাদীস-৮২৩। সূত্র- হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)- মাসের হিসাব।

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- আমরা উম্মি জাতি। লিখিতে জানিনা, হিসাব নিকাশও করিতে জানিনা। তবে মাস এতদিনে আর এতদিনে হয়। অর্থাৎ কখনও উনত্রিশ দিনে আবার কখনও ত্রিশ দিনে হয়।

হাদীস-৮২৪। সূত্র- হযরত বরা (রাঃ)- রাত্রি বেলা পানাহার আরেম্ভ।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে ঘুমানোর সময় হইতে রোজা শুরু হইয়াছে গন্য হইত। সাহাবারা ইফতার না খাইয়া ঘুমাইয়া পড়িলেও জাগ্রত হইয়া আর কিছু খাইতেন না। কায়েস বিন সিরমা নামক আনসারী রোজা রাখিয়া সন্ধ্যায় স্ত্রীর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন- তোমার নিকট খাবার কিছু আছে কি? স্ত্রী বলিলেন- না, তবে আমি জোগাড়ের চেষ্টা করিতেছি। পেশায় মজুর সাহাবী ঘুমাইয়া পড়িলে স্ত্রী ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন- আফসোস! পরদিন দুপুর বেলা উক্ত সাহাবী সজ্ঞা হারাইয়া ফেলিলেন। নবী করীম (দঃ) এর নিকট ঘটনার সংবাদ পৌছিল। অতঃপর আয়াত নাজেল হইল- "রোজার রজনীতে তোমাদের স্ত্রী সমক্ষে অনাবৃত হওয়া তোমাদের জন্য বৈধ করা হইল; তাহারা তোমাদের জন্য আবরন এবং তোমরাও তাহাদের

জন্য আবরন; তোমরা যে নিজেদের ক্ষতি করিতেছিলে আল্লাহ্ তাহা জ্ঞাত আছেন; এবং এই জন্য তিনি তোমাদের প্রতি প্রত্যাবৃত হইলেন এবং তোমাদিগকে ক্ষমা করিলেন'। অতএব, তোমরা তাহাদের সাথে সম্মিলিত হও এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা অনুসন্ধান কর; এবং প্রত্যুষে কৃষ্ণ সূত্র হইতে শুভ্র সূত্র প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত তোমরা ভোজন ও পান কর; অতঃপর রাত্রি সমাগম পর্যন্ত তোমরা রোজা পূর্ণকর- - (পারা ২ সূরা ২ আয়াত ১৮৭)

হাদীস-৮২৫। সূত্র- হযরত আদী ইবনে হাতেম (রাঃ)- **কাল ও সাদা সুতার অর্থ।**

যখন নাজেল হইল- প্রত্যুষে কৃষ্ণ সূত্র হইতে শুভ্র সূত্র প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত তোমরা ভোজন ও পান কর। (পারা ২ সূরা ২ আয়াত ১৮৭) আমি একটি কাল ও একটি সাদা সুতা বালিশের নীচে রাখিয়া দিলাম। রাত্রিবেলা উহা বারবার দেখিয়াও স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম না। নবী করীম (দঃ) এর নিকট ভোর বেলা ঘটনা বর্ণনা করিলে তিনি বলিলেন- ইহার অর্থ হইল রাত্রির অন্ধকার ও ভোরের আলো।

হাদীস-৮২৬। সূত্র- হযরত সাহল ইবনে সায়াদ (রাঃ)- **সাদা ও কাল সুতার অর্থ।**

যখন পবিত্র কোরআন মজিদের আয়াত-'খাও ও পান কর, যতক্ষন না কাল সুতা দূর হইয়া সাদা সুতা স্পষ্ট হয়'- নাজেল হইল তখন 'ফজরের' কথাটি নাজেল হয় নাই। রোজাদাররা দুই পায়ে কাল ও সাদা সুতা বাঁধিয়া নিত এবং সাদা ও কাল বর্ণ স্পষ্ট না দেখা যাওয়া পর্যন্ত পানাহার করিত। তাই পরবর্তী সময়ে আল্লাহতা'লা 'ফজরের' কথাটি নাজেল করিলেন। তখন সবাই জানিল যে কাল ও সাদা সুতার অর্থ হইল- রাত্রির অন্ধকার ও দিনের আলো।

হাদীস- ৮২৭। সূত্র- হযরত সাহল ইবনে সায়াদ (রাঃ)- **সেহরীর পরই ফজরের ওয়াক্ত।**

আমি আমার বাড়ীতে সেহরী খাইতাম এবং তারপর রসূল (দঃ) এর সাথে নামাজ পাওয়ার জন্য আমাকে তাড়াহুড়া করিতে হইত।

হাদীস-৮২৮। সূত্র- হযরত সাহল ইবনে সায়া'দ (রাঃ)- **সেহেরী শেষ সময়ে খাওয়া।**

আমাকে রসূল (দঃ) এর সাথে ফজরের নামাজ পড়ার জন্য পরিবার বর্গের সাথে তাড়াহুড়া করিয়া সেহেরী খাইতে হইত।

হাদীস-৮২৯। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **তাহাজ্জুদের আজান। (রমজানের ঘটনা)**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- বেলাল (রাঃ) রাত্রিতে আজান দেয়। ইবনে উম্মে মাকতুমের আজান দেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তোমরা খাওয়া দাওয়া করিতে পার। বর্ননাকারী বলেন- ইবনে উম্মে মাকতুম ছিলেন অন্ধ। ভোর হইয়াছে,

YQADRI.BLOGSPO

ভোর হইয়াছে এই কথা না বলা পর্যন্ত তিনি আজান দিতেন না। [১। বেলাল (রাঃ) তাহাজ্জুদের আজান দিতেন]

হাদীস-৮৩০। সূত্র - হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)- **তাহাজ্জুদের আজান।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলেন- বেলাল (রাঃ) এর আজান শুনিয়া কেহ সেহরি খাওয়া বন্ধ করিও না। কেননা তিনি রাত্রিবেলা আজান দেন যাতে তাহাজ্জুদ নামাজে রত ব্যক্তি অবসর পায় এবং ঘুমন্ত ব্যক্তি জাগিয়া উঠিতে পারে। ইহাতে কেহ যেন ফজর হইয়াছে না বলে। তিনি আঙ্গুল একবার উপরে উঠাইয়া এবং একবার নীচের দিকে নামাইয়া ইশারা করিয়া দেখাইলেন। জোহায়ের (রাঃ) নিজের শাহাদত আঙ্গুলের একটি অপরটির উপর রাখিয়া পরে উভয়টিই ডানে ও বামে প্রসারিত করিয়া দেখাইলেন।[১] [১। পূর্ব দিকের প্রথম দেখা যাওয়া খাড়া আলোক রেখা প্রকৃত ফজর নয়। পূর্ব দিকে উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত আলোক রেখা প্রকৃত ফজর।]

হাদীস- ৮৩১। সূত্র - হযরত আয়েশা (রাঃ)- **ফজরের আজানে পানাহার বন্ধ।**

রসূলুল্লাহ (রাঃ) বলিয়াছেন- বেলাল (রাঃ) রাত্রি বেলা আজান দেয়। অতএব ইবনে উম্মে মকতুম (রাঃ) আজান না দেওয়া পর্যন্ত তোমরা পানাহার করিতে পার।

হাদীস-৮৩২। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **সেহেরী ও ফজরের নামজের ব্যবধান।**

জায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) বর্ণনা করিলেন- আমরা রসূলুল্লাহ (দঃ) এর সাথে সেহেরী খাইয়াছি। তারপর তিনি নামাজ পড়িতে দাঁড়াইয়াছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম- সেহেরী ও আজানের মধ্যে সময়ের ব্যবধান কতটা ছিল? তিনি বলিলেন- আনুমানিক ৫০ অথবা ৬০ আয়াত পাঠ করার মত। [অপর বর্ণনায় আনাস (রাঃ) ৫০ আয়াত বলিয়াছেন।]

হাদীস-৮৩৩। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **সেহেরীতে বরকত।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- তোমরা সেহেরী খাও। সেহেরীতে বরকত রহিয়াছে।

হাদীস-৮৩৪। সূত্র- হযরত সালামা ইবনুল আকওয়া (রাঃ)- **সন্দেহ দূর হওয়া মাত্র নিয়ত।**

আশুরার[১] দিন নবী করীম (দঃ) এই কথা প্রচার করার জন্য একজন লোক প্রেরণ করিলেন যে, যে ব্যক্তি খাবার খাইয়া ফেলিয়াছে সে যেন আর না খায়; আর যে ব্যক্তি এখনও খাবার খায় নাই সেও যেন আর না খায়। [১। তখন আশুরার রোজা ফরজ ছিল। আশুরার দিন সম্বন্ধে সন্দেহ মুক্ত হওয়ার পর ঘোষণা]

হাদীস-৮৩৫। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ) ও উম্মে সালামা (রাঃ)- নাপাকী নিয়া নিদ্রা ও গোসল করিয়া রোজার নিয়ত।

রসূলুল্লাহ (দঃ) জানাবত অবস্থায় নিদ্রা যাইতেন এবং ফজরের ওয়াক্তে গোসল করিয়া রোজার নিয়ত করিয়া রোজা রাখিতেন।

হাদীস-৮৩৬। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- জানাবত অবস্থায় ভোর করিয়া গোসল ও রোজা।

নবী করীম (দঃ) রমজান মাসে ইচ্ছাকৃতভাবে জানাবত অবস্থায় রাত্রি ভোর করিয়া গোসল করার পর রোজা রাখিয়াছেন।

হাদীস-৮৩৭। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- রোজা অবস্থায় স্ত্রীদের সাথে মেলামেশা জায়েজ।

রোজা অবস্থায় নবী করীম (দঃ) চুম্বন ও স্পর্শ করিতেন। তবে তিনি প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রনে রাখিতে তোমাদের সকলের চাইতে বেশী ক্ষমতাবান। রোজাদারের জন্য স্ত্রীর গোপন অঙ্গ হারাম।

হাদীস-৮৩৮। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- রোজা অবস্থায় চুম্বন।

রোজা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার কোন কোন স্ত্রীকে চুমু দিতেন। ইহা বলিয়া তিনি হাঁসিলেন।

হাদীস-৮৩৯। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ) ও আবু হোরায়রা (রাঃ)- রোজা অবস্থায় সহবাসে কাফফারা দিতে হয়।

একব্যক্তি রসূল (দঃ) এর নিকট আসিয়া বলিল- ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ধ্বংস হইয়া গিয়াছি। নবী করীম (দঃ) বলিলেন- তোমার কি হইয়াছে? সে বলিল- আমি রোজা অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করিয়াছি। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন- তোমার নিকট আজাদ করার মত ক্রীতদাস আছে কি? সে বলিল- না। তিনি বলিলেন- তুমি কি একাধারে দুইমাস রোজা রাখিতে পারিবে? সে বলিল- না। তিনি বলিলেন- ষাটজন মিসকিনকে খাওয়াইতে পারিবে কি? সে এইবারও না বলিল। কিছুক্ষনের মধ্যে নবী করীম (দঃ) বলিলেন, প্রশ্নকারী কোথায়? সে বলিল- আমি আছি। নবী করীম (দঃ) বলিলেন- এইগুলি নিয়া যাও এবং সদকা করিয়া দাও। লোকটি বলিল- ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার চাইতেও বেশী অভাবী লোককে এইগুলি সদকা করিয়া দিব? আল্লাহর কসম, মদীনায় আমার পরিবারের চাইতে বেশী অভাবী পরিবার আর একটিও নাই। ইহা শুনিয়া রসূল (দঃ) হাঁসিলেন- যাহাতে তাঁহার সামনের দাঁতগুলি প্রকাশিত হইল এবং বলিলেন- তাহা হইলে তোমার পরিবারকে খাইতে দাও।

হাদীস-৮৪০। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- ভুলে পানাহার।

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- রোজাদার ভুলক্রমে পানাহার করিলে রোজা পূর্ণ করিবে। কেননা, আল্লাহই তাহাকে পানাহার করাইয়াছেন।

YOQADRI.BLOGSPOT.C

হাদীস-৮৪১। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **রোজা অবস্থায় শিংগা লাগানো।**

নবী করীম (দঃ) এহরাম অবস্থায় এবং রোজা অবস্থায় শিংগা লাগাইয়াছেন।

হাদীস-৮৪২। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **রোজাদারের শিংগা লাগানো।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) এর সময়ে রোজাদারের জন্য শিংগা লাগানো অপসন্দ করিতেন কিনা জিজ্ঞাসার উত্তরে আনাস (রাঃ) বলিয়াছেন- না, তবে দুর্বলতা দেখা দেয় সেই কারণে অপসন্দ করিতাম।

হাদীস-৮৪৩। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **সফরে রোজা ঐচ্ছিক।**

হামজা ইবনে আমর আসলামী অধিক মাত্রায় রোজা রাখিতে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি নবী করীম (দঃ)কে বলিলেন- আমি সফরেও রোজা রাখিয়া থাকি। নবী করীম (দঃ) বলিলেন- সফর অবস্থায় তুমি ইচ্ছা করিলে রোজা রাখিতে পার, আবার ইচ্ছা করিলে নাও রাখিতে পার।

হাদীস-৮৪৪। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **সফরে রোজা ভাঙ্গা।**

রমজান মাসে রসূল (দঃ) রোজা রাখিয়া মক্কার দিকে যাত্রা করিলেন। কাদীদ নামক স্থানে পৌঁছিয়া তিনি রোজা ভাঙ্গিয়া ফেলিলে সবাই রোজা ভাঙ্গিয়া ফেলিল।

হাদীস-৮৪৫। সূত্র- হযরত আবু দারদা (রাঃ)- **প্রচন্ড উত্তাপে রোজা ভঙ্গ করা।**

এক প্রচন্ড গরমের দিনে আমরা রসুল (দঃ) এর সফর সঙ্গী ছিলাম। উত্তাপ এত প্রচন্ড ছিল যে প্রত্যেকেই নিজ নিজ হাত মাথার উপর তুলিয়া ধরিতেছিল। নবী করীম (দঃ) এবং ইবনে রাওয়াহা ব্যতীত আর কেহ আমাদের মধ্যে রোজাদার থাকিল না।

হাদীস-৮৪৬। সূত্র- হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ)- **সফরে রোজা নেক কাজ নহে।**

এক সফরে নবী করীম (দঃ) এক জায়গায় দেখিলেন জটলা এবং একজন লোককে ছায়া দেওয়া হইতেছে। তাহার কি হইয়াছে জিজ্ঞাসা করা হইলে তাঁহাকে জানানো হইল যে লোকটি রোজা রাখিয়াছে। তিনি বলিলেন- সফরে রোজা রাখা কোন নেকীর কাজ নহে। [রোজার দুর্বলতায় বেঁহুশ হইয়া পড়িয়াছে]

হাদীস-৮৪৭। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **সফরে রোজা ভঙ্গ দোষনীয় নহে।**

নবী করীম (দঃ) এর সাথে সফরকালীন সময়ে রোজাদারগন রোজা ভঙ্গকারীগণকে এবং রোজা ভঙ্গকারীগণ রোজাদারগণকে কোনপ্রকার দোষারোপ করিত না।

YQADRI.BLOGSPOT.C

হাদীস-৮৪৮। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **সফরে রোজা ভঙ্গ করা।**

এক রমজান মাসে রসূল (দঃ) রোজা রাখিয়া মদীনা হইতে মক্কার দিকে যাত্রা করিলেন। উসফান নামক স্থানে পৌছিয়া তিনি পানি আনাইয়া সকলকে দেখানোর জন্য উঁচু করিয়া ধরিলেন এবং রোজা ভঙ্গ করিয়া মক্কায় পৌছিলেন। এই ঘটনার উল্লেখে ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিতেন- রসূল (দঃ) সফরে রোজা রাখিতেন, আবার কখনও ভঙ্গও করিতেন।

হাদীস- ৮৪৯। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **সফরে রোজা।**

নবী করীম (দঃ) অষ্টম হিজরীর রমজান মাসে মদীনা হইতে মক্কাভিমুখে দশ সহস্র মোজাহেদসহ রওয়ানা হইয়াছিলেন। সকলেই ছিলেন রোজাদার। কাদীদ নামক স্থানে পৌছিয়া রসূলুল্লাহ (দঃ) রোজা ভঙ্গ করিলে সাহাবীগনও রোজা ভঙ্গ করিলেন।

হাদীস- ৮৫০। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **অভিযানে রোজা।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) রমজান মাসে মক্কা বিজয় অভিযানে রওয়ানা হইয়াছিলেন। পথিমধ্যে তিনি রোজা রাখিয়াছিলেন, কাদীদ নামক স্থানে পৌছিয়া তিনি রোজা ভঙ্গ করিলেন এবং মাসের শেষ পর্যন্ত রোজা রাখেন নাই।

হাদীস-৮৫১। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **মৃতব্যক্তির কাজা রোজা।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- কোন মৃতব্যক্তির উপর কাজা রোজা থাকিলে তাহার উত্তরাধিকারী তাহার পক্ষ হইতে আদায় করিয়া দিবে।

হাদীস-৮৫২। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **উত্তরাধিকারী কর্তৃক কাজা রোজা আদায়।**

একব্যক্তি নবী করীম (দঃ) এর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল- ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মাতা মৃত্যু বরণ করিয়াছেন। তাঁহার একমাসের রোজা কাজা হইয়াছিল। আমি তাহার পক্ষে তাহা আদায় করিতে পারি কি? নবী করীম (দঃ) বলিলেন- হ্যাঁ, আল্লাহর ঋণ পরিশোধিত হওয়ার বেশী হকদার।

হাদীস-৮৫৩। সূত্র- হযরত ইবনে আবু আওফা (রাঃ)- **ইফতারের সময়।**

এক সফরে আমরা রসূল (দঃ) এর সঙ্গী ছিলাম। তিনি এক ব্যক্তিকে আদেশ করিলেন- সওয়ারী হইতে নাম এবং আমার জন্য ছাতু গুলিয়া আন। সে বলিল- ইয়া রাসূলাল্লাহ! এখনওতো সূর্য্য কিরণ অবশিষ্ট আছে। তিনি বলিলেন- সওয়ারী হইতে নাম এবং আমার জন্য ছাতু গুলিয়া আন। সে আবারও বলিল- ইয়া রাসূলাল্লাহ! এখনও তো সূর্য্যের কিরণ অবশিষ্ট আছে। তিনি আবারও বলিলেন- নাম এবং আমার জন্য ছাতু গুলিয়া আন। তখন সে সওয়ারী হইতে নামিয়া ছাতু গুলিয়া আনিলে তিনি তাহা খাইলেন এবং হাত দ্বারা ইশারা করিয়া বলিলেন- যখন দেখিবে যে এখান হইতে রাতের

YQADRI.BLOGSPOT.COM

অন্ধকার শুরু হইয়া ঘনাইয়া আসিতেছে তখন বুঝিবে রোজাদারের ইফতারের সময় হইয়া গিয়াছে। [পাহাড়ী এলাকায় প্রতিফলনে সূর্য্যাস্তের পরও আলো দেখা যায়]

হাদীস-৮৫৪। সূত্র- হযরত ওমর (রাঃ)- **ইফতারের সময়।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- যখন এই দিক[১] হইতে অন্ধকার হইয়া আসিতেছে মনে হইবে এবং এই দিক[২] হইতে দিনের আলো অদৃশ্য হইবে ও সূর্য্য অস্ত যাইবে, তখন রোজাদারের ইফতারের সময় হইবে। [১। পূর্ব দিক, ২। পশ্চিম দিক]

হাদীস-৮৫৫। সূত্র- হযরত সাহল ইবনে সায়াদ (রাঃ)- **তাড়াতাড়ি ইফতার করা।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- যতদিন লোকেরা সূর্য্য অস্ত যাওয়ার পর অনতিবিলম্বে ইফতার করিবে ততদিন পর্যন্ত কল্যাণ হইতে বঞ্চিত হইবে না।

হাদীস-৮৫৬। সূত্র- হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ)- **ভুলক্রমে সূর্য্যাস্তের পূর্বে ইফতার।**

নবী করীম (দঃ) এর সময়ে এক মেঘলা দিনে ইফতার করার পর সূর্য্য দেখা গেল। ঐ দিনের রোজার কাজা আদায়ের আদেশ দেওয়া হইয়াছিল কিনা জিজ্ঞাসার উত্তরে বর্ণনাকারী বলিয়াছিল- ইহা ছাড়া আর উপায় কি ছিল?

হাদীস-৮৫৭। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **লাগালাগি রোজা না রাখা।**

একদা নবী করীম (দঃ) বলিলেন- তোমরা লাগালাগি[১] রোজা রাখিও না। কেহ বলিল-আপনি তো এইরূপ করিয়া থাকেন। তিনি বলিলেন-আমার সঙ্গে তোমাদের তুলনা হয় না। আমাকে পানাহার দেওয়া হয়[২]। [১। রাত্রে কিছু না খাইয়া। ২। আল্লাহর তরফ হইতে]

হাদীস-৮৫৮। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)- **পানাহার ব্যতিরেকে একাধারে রোজা।**

এক সময়ে নবী করীম (দঃ) বিরতিহীনভাবে লাগালাগি রোজা রাখিলে সাহাবীরাও একাধারে রোজা রাখিতে শুরু করিল। উহা তাঁহাদের জন্য কষ্টকর হইয়া দাঁড়াইলে রসূল (দঃ) তাঁহাদিগকে নিষেধ করিলেন। তাঁহারা আরজ করিলেন- আপনি যে একাধারে রোজা রাখিতেছেন? তিনি বলিলেন- আমার অবস্থা তোমাদের মত নয়। আমাকে পানাহার করান হয়।

হাদীস-৮৫৯। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **একাধারে রোজা।**

নবী করীম (দঃ) রমজান ভিন্ন অন্য মাসে পুরা মাস রোজা রাখিতেন না। তিনি রোজা রাখিয়া যাইতেন, মনে হইত তিনি কখনও রোজা ভঙ্গ করিবেন না; আবার কখনও তিনি রোজার বিরতি দিতেন যখন মনে হইত তিনি আর রোজা রাখিবেন না।

হাদীস-৮৬০। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)-**একটানা রোজা রাখা ও বিরতি দেওয়া।**

রসুল (দঃ) কোন এক মাসে রোজার বিরতি দিতেন- আমরা ধারণা করিতাম যে তিনি এই মাসে আর রোজা রাখিবেন না। আবার এমনভাবে রোজা রাখা শুরু করিতেন যে আমরা ভাবিতাম তিনি আর রোজা ছাড়িবেন না। তাঁহাকে রাত্রে নামাজরত দেখিতে চাহিলেও দেখিতে পাইবে আবার নিদ্রিত দেখিতে চাহিলেও দেখিতে পাইবে।

হাদীস- ৮৬১। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **লাগালাগি রোজা না রাখা।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) ইফতার না করিয়া লাগালাগি রোজা রাখিতে নিষেধ করিলে বলা হইল- আপনি তো এইরূপ লাগালাগি রোজা রাখিয়া থাকেন। তিনি বলিলেন- আমিতো তোমাদের মত নই। আমাকে রাত্রে পানাহার প্রদান করা হয়।

হাদীস-৮৬২। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **বেশী বেশী সাওমে বেসাল করার শাস্তি।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) সাওমে বেসাল[১] করিতে নিষেধ করা সত্ত্বেও একব্যক্তি তাঁহাকে বলিলেন- ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনিতো সাওমে বেসাল করিয়া থাকেন। তিনি বলিলেন- তোমাদের মধ্যে আমার মত কে আছে? আমি রাত্রি যাপন করি, আমার প্রভু আমাকে পানাহার করান। তাহারা সাওমে বেসাল হইতে বিরত না হইলে তিনি প্রথমে একদিনের পর আরেকদিন সাওমে বেসাল করিলেন এবং চাঁদ দেখা গেলে বলিলেন- চাঁদ আরও দেরীতে দেখা গেলে আমিও দীর্ঘায়ীত[২] করিতাম। [১। ইচ্ছাকৃতভাবে রাতের বেলায়ও রোজা ভঙ্গের কাজ সমূহ হইতে বিরত থাকিয়া একটানা রোজা রাখা ২। শাস্তি দানের মানসে]

হাদীস-৮৬৩। সূত্র- হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)- **সেহেরীর সময় পর্যন্ত রোজা রাখা।**

একদা রসুল (দঃ) বলিলেন- তোমরা একাধারে রোজা রাখিও না। কাহারও বিশেষ আকাঙ্খা থাকিলে সেহেরীর সময় পর্যন্ত রোজা রাখিতে পার। লোকেরা বলিল- আপনিতো একাধারে রোজা রাখিয়া থাকেন। উত্তরে তিনি বলিলেন- আমি তো তোমাদের মত নহি; আমার রাত্রি এইভাবে কাটে যে আমাকে আহার দানকারী বিদ্যমান থাকে।

হাদীস-৮৬৪। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)-**নবী করীম (দঃ) এর রোজা।**

নবী করীম (দঃ) রোজা রাখা শুরু করিলে আমরা ভাবিতাম তিনি রোজা মোটেই ভাঙ্গিবেন না। আবার রোজা রাখা ছাড়িয়া দিলে ভাবিতাম তিনি আর রোজা রাখিবেন না। তাঁহাকে রমজান মাস ভিন্ন পূর্নমাস রোজা রাখিতে এবং শাবান মাস ছাড়া অন্য মাসে এত অধিক রোজা রাখিতে দেখি নাই।

YQADRI.BLOGSPOT.C

হাদীস-৮৬৫। সূত্র- হযরত হোমায়েদ (রাঃ)-নবী করীম (দঃ) এর রোজা।

আনাস (রাঃ)কে নবী করীম (দঃ) এর রোজা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন- নবী করীম (দঃ)কে কোন মাসে রোজাদার হিসাবেও দেখিতে পাইতাম আবার রোজাহীন অবস্থায়ও দেখিতে পাইতাম। রাত্রে নামাজরত অবস্থায়ও তাঁহাকে দেখিতে পাইতাম আবার নিদ্রারত অবস্থায়ও দেখিতে পাইতাম। রসূল (দঃ) এর হাত অপেক্ষা অধিক কোমল কোন রেশমী কাপড়ও দেখি নাই এবং তাঁহার সু ঘ্রানের তুলনায় অধিক সুগন্ধ ও পবিত্রতা কোন মেশক আম্বরেও পাই নাই।

হাদীস-৮৬৬। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ)- সারা বৎসর রোজা রাখা।

রসূল (দঃ) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন- আমি অবহিত হইয়াছি তুমি সর্বদা দিনে রোজা রাখ ও রাত্রে নামাজরত থাক। আমি বলিলাম, সত্য শুনিয়াছেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বলিলেন- এমন আর করিও না। তুমি রোজা রাখ এবং বিরতি দাও। নামাজ পড় আবার ঘুমাও। কেননা, তোমার উপর তোমার শরীরের হক আছে, চোখের হক আছে, স্ত্রীর হক আছে, মেহমানের হকও আছে। সুতরাং প্রতিমাসে তিনটি রোজা রাখাই তোমার জন্য যথেষ্ট। প্রতি নেককাজের সওয়াব দশগুন। এইভাবে সারা বছরের রোজার সমতুল্য হইয়া গেল। আমি কঠোরতা অবলম্বন করিতে চাহিলে আমাকে অনুমতি দেওয়া হইল। আমি বলিলাম- ইয়া রাসূলাল্লাহ আমি শক্তি পাইয়া থাকি। তিনি বলিলেন, তাহা হইলে দাউদ (আঃ) এর ন্যায় রোজা রাখ। এর উপর বাড়াবাড়ি করিও না। দাউদ (আঃ) এর রোজা কিরূপ ছিল জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন-দাউদ (আঃ) একদিন রোজা রাখিতেন ও একদিন বিরত থাকিতেন। বৃদ্ধ হইয়া পড়িলে আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলিতেন- হায়! আমি যদি নবী করীম (দঃ) এর দেওয়া অব্যাহতি কবুল করিয়া নিতাম!

হাদীস- ৮৬৭। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- সৌজন্যে বা অনুরোধে রোজা না ভাঙ্গা।

নবী করীম (দঃ) উম্মে সুলাইমের[১] ঘরে তসরীফ আনিলে তাঁহার সম্মুখে কিছু খেজুর ও ঘি পেশ করা হইল। নবী করীম (দঃ) বলিলেন- খেজুর ও ঘি নিজ নিজ পাত্রে রাখিয়া দাও; কেননা, আমি রোজাদার। অতঃপর তিনি ঘরের এক কোনে গিয়া নামাজ পড়িলেন ও গৃহবাসীদের জন্য দোয়া করিলেন। উম্মে সোলাইম বলিলেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার একজন খাস আদরের দুলাল রহিয়াছে। সে কে জিজ্ঞাসার উত্তরে বলা হইল- আপনার খাদেম- আনাস (রাঃ)। তখন নবী করীম (দঃ) দোয়া করিলেন- ইয়া আল্লাহ! তাহাকে দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যান দান কর, তাহাকে ধনেজনে বাড়াইয়া দাও এবং তাহার সবকিছুতে বরকত[২] দান কর।

আজ আমি আনসারদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ধনী আর হাজ্জাজ বসরার শাসনকর্তা হওয়ার বছর আমার মৃত[৩] সন্তানের সংখ্যা হইয়াছিল ১২০ জনেরও অধিক। [১। আনাস (রাঃ) এর মাতা যাহার অন্যত্র বিবাহ হইয়াছিল। ২। খেজুর বাগানে বছরে একবার ফল আসে কিন্তু তাঁহার বাগানে দুইবার ফল আসিত। ৩। জীবিত সন্তানও ছিল শতাধিক।]

হাদীস- ৮৬৮। সূত্র- হযরত ইমরান (রাঃ)- **প্রতি মাসের শেষ ভাগে রোজা রাখা।**

নবী করীম (দঃ) এক সাহাবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন- তুমি কি গত মাসের[১] শেষ ভাগে রোজা রাখ নাই[২]? উক্ত সাহাবী 'না' বলিলে তিনি বলিলেন- তবে উহার পরিবর্তে দুইটি রোজা রাখিয়া দাও। [১। শা'বান ২। প্রতিমাসের শেষ ভাগে রোজার অভ্যাস ছিল বিধায়]

হাদীস- ৮৬৯। সূত্র- হযরত মোহাম্মদ ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **শুধু শুক্রবারে রোজা রাখা নিষেধ**

আমি জাবের (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে নবী করীম (দঃ) কি শুক্রবার রোজা রাখিতে নিষেধ করিয়াছেন? তিনি বলিলেন- হ্যাঁ, শুধুমাত্র শুক্রবারে রোজা রাখিতে নিষেধ করিয়াছেন।

হাদীস- ৮৭০। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **শুক্রবারের রোজার সাথে আরেকদিন রোজা।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- তোমাদের কেহ যেন শুধু শুক্রবারে রোজা না রাখে যাবৎ না উহার সঙ্গে পূর্বের বা পরের দিন রোজা রাখে।

হাদীস- ৮৭১। সূত্র- হযরত জুয়াইরিয়া[১] বিনতে হারিস (রাঃ)- **শুধু শুক্রবারে রোজা নয়।**

এক জুমার দিনে নবী করীম তাঁহার নিকট গেলেন। উক্ত দিন তিনি রোজা রাখিয়াছিলেন। নবী করীম (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন- তুমি গতকাল রোজা রাখিয়াছ কি? তিনি বলিলেন- না। নবী করীম (দঃ) আবার জিজ্ঞাসা করিলেন- আগামীকাল রোজা রাখার ইচ্ছা রাখ কি? তিনি এবারও বলিলেন- না। তখন নবী করীম (দঃ) বলিলেন- তবে রোজা ভাঙ্গিয়া ফেল। তিনি রোজা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। [১। উম্মুল মোমেনীন]

হাদীস- ৮৭২। সূত্র- হযরত আলকামা (রাঃ)- **রোজা রাখার জন্য দিন স্থির করা।**

আমি আয়েশা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম- রসূলুল্লাহ (দঃ) রোজা রাখার জন্য কোন দিনকে নির্দিষ্ট করিতেন কি? তিনি বলিলেন-না, তাঁহার আমল ছিল স্থায়ী। রসুল (দঃ) এর সমান আমল করার মত শক্তি সামর্থ কাহার আছে?

হাদীস- ৮৭৩। সূত্র- হযরত আবু ওবায়েদ (রাঃ)- **দুই ঈদের দিন রোজা নিষেধ।**

আমি ঈদের দিন ওমর (রাঃ) এর সাথে ছিলাম। তিনি বলিয়াছেন- রসূলুল্লাহ (দঃ) দুই দিন রোজা রাখিতে নিষেধ করিয়াছেন- ঈদুল ফিতরের দিন ও কোরবানীর গোশত খাওয়ার দিন।

হাদীস- ৮৭৪। সূত্র- হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ)- **ঈদের দিনের রোজা ও অন্যান্য নিষেধ সমূহ।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) ঈদুল ফিতর ও কোরবানীর ঈদের দিন রোজা রাখিতে নিষেধ করিয়াছেন। তিনি আরও যাহা নিষেধ করিয়াছেন তাহা হইল- চাদর ইত্যাদি এমনভাবে গায়ে জড়ানো যাহাতে হাত বাহির করা কষ্ট সাধ্য হয়, এক কাপড় পরিহিত অবস্থায় হাঁটু খাড়া করা যাহাতে গুপ্তদেশ উম্মুক্ত হইয়া পড়ে এবং ফজর ও আসর নামাজ পড়ার পর আর কোন নামাজ পড়া।

হাদীস- ৮৭৫। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **দুই দিনের রোজা ও দুই প্রকার কেনাবেচা নিষিদ্ধ।**

নবী করীম (দঃ) দুই দিনের রোজা ও দুইপ্রকার কেনাবেচা নিষিদ্ধ করিয়াছেন। দুই ঈদের দুই দিনের রোজা এবং ক্রেতা কর্তৃক হাতে ছোঁয়া দ্বারা ক্রয় ও বিক্রেতা কর্তৃক ক্রয় বস্তুকে ক্রেতার উপর নিক্ষেপ করা দ্বারা বাধ্যতা মূলক বিক্রয়।

হাদীস- ৮৭৬। সূত্র- জেয়াদ ইবনে জোবায়ের (রাঃ)- **মান্নতের রোজা ঈদের দিনে পড়িলে পরে রাখিবে।**

ইবনে ওমর (রাঃ)কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল- এক ব্যক্তি সোমবারে রোজা রাখিবে মান্নত করিয়াছে কিন্তু দিনটি ঈদের দিন পড়িয়া গিয়াছে। তিনি বলিলেন- আল্লাহতালা মান্নত পুরা করার আদেশ দিয়াছেন এবং নবী করীম (দঃ) এই দিন রোজা রাখিতে নিষেধ করিয়াছেন। (পরে মান্নত পুরা করিবে।)

হাদীস- ৮৭৭। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **আশুরার দিনে রোজা।**

নবী করীম (দঃ) আশুরার দিন বলিলেন- কেহ ইচ্ছা করিলে এইদিন রোজা রাখিতে পার।

হাদীস- ৮৭৮। সূত্র- হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ)- **আশুরার দিনে রোজা ঐচ্ছিক।**

রসূলুল্লাহ (দঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি- ইহা আশুরার দিন। আল্লাহ এই দিন রোজা ফরজ করেন নাই। আমি রোজা রাখিয়াছি। তোমরা ইচ্ছা করিলে রোজা রাখিতে পার, আবার ইচ্ছা করিলে নাও রাখিতে পার।

হাদীস- ৮৭৯। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **আশুরার দিনে রোজা রাখা।**

নবী করীম (দঃ) মদীনায় আসিয়া দেখিলেন ইহুদীরা আশুরার দিন রোজা রাখিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন- আল্লাহ এই দিনে বনি ইসরাইলকে নাজাত দেওয়ায় মুসা (আঃ) রোজা রাখিয়াছিলেন। তখন নবী করীম (দঃ) বলিলেন- তোমাদের তুলনায় মুসা (আঃ) এর বেশী হকদার হইলাম আমি। অতঃপর তিনি রোজা রাখিলেন ও রোজা রাখার নির্দেশ দিলেন।

হাদীস- ৮৮০। সূত্র- হযরত আবু মুসা আশয়ারী (রাঃ)- **আশুরার দিনে রোজা।**

ইহুদীরা আশুরার দিনকে ঈদ হিসাবে গণ্য করিত। নবী করীম (দঃ) আদেশ করিলেন- তোমরাও এই দিনে রোজা রাখ।

হাদীস- ৮৮১। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **আশুরার রোজা।**

রমজানের রোজা ফরজ হওয়ার পূর্বে মুসলমানগন আশুরার রোজা রাখিতেন, আর এই দিনটিতে কা'বা ঘরকে গেলাপ দ্বারা ঢাকা হইত। অতঃপর রমজানের রোজা ফরজ হইলে রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন- তোমাদের কেউ আশুরার রোজা রাখিতে চাহিলে রাখিতে পার আর যাহারা ছাড়িয়া দিতে চাও- ছাড়িয়া দিতে পার।

হাদীস-৮৮২। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **আশুরার দিন রোজা সুন্নত।**

নবী করীম (দঃ) আশুরার[১] দিন রোজা রাখিয়াছেন এবং অন্যদেরকেও রোজা রাখার জন্য আদেশ করিয়াছেন। রমজানের রোজা ফরজ করা হইলে আশুরার রোজা ছাড়িয়া দেওয়া হয়। [১। ১০ ই মহরম]

হাদীস- ৮৮৩। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **আশুরার রোজার ফজিলত।**

আমি নবী করীম (দঃ)কে আশুরার দিনকে এবং রমজান মাস ভিন্ন অন্য কোন দিন বা মাসকে অধিক ফজিলতের মনে করিয়া রোজা রাখিতে দেখি নাই।

হাদীস- ৮৮৪। সূত্র- হযরত আসআছ (রঃ)- **রমজানের রোজা ফরজ হইবার পর আশুরার রোজা ফরজ নয়।**

আসআছ (রঃ) আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) এর নিকট আসিয়া তাঁহাকে খানা খাইতে দেখিয়া বলিলেন- আজ তো আশুরার দিন। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিলেন- রমজানের রোজা ফরজ হইবার পূর্বে আশুরার রোজা রাখা হইত।[১] রমজানের রোজা ফরজ হওয়ার পর উহা পরিত্যক্ত[২] হইয়াছে। অতএব, তুমিও আস এবং অংশ গ্রহন কর। [১। ফরজরূপে। ২। ফরজরূপে]

হাদীস-৮৮৫। সূত্র- হযরত উম্মুল ফজল (রাঃ)- **আরাফার দিন রোজা রাখা।**

আরাফাতে অবস্থানের দিন রসূলুল্লাহ (দঃ) এর রোজা রাখার ব্যাপারে সন্দেহ দেখা দিলে আমি রসূলুল্লাহ (দঃ) এর নিকট কিছু পানীয় পাঠাইয়া দিলাম এবং তিনি উহা পান করিলেন।

হাদীস- ৮৮৬। সূত্র- উম্মুল মোমেনীন মায়মুনা (রাঃ)- **নবী করীম (দঃ) এর নির্দিষ্ট দিনে রোজা রাখা।**

আরাফার দিনে নবী করীম (দঃ) এর রোজা রাখা সম্বন্ধে কেহ কেহ সন্দেহ করিলে আমি তাঁহার নিকট আরাফাতের ময়দানে দুধ পাঠাইলাম। তিনি দুধটুকু পান করিয়া ফেলিলেন। সকলে তাহা দেখিল।

YQADRI.BLOGSPOT.CO

হাদীস-৮৮৭। সূত্র- হযরত সালামা ইবনুল আকওয়া (রাঃ)- **ফরজ রোজা সাব্যস্ত হইলে তৎক্ষণাৎ শুরু।**

একদা নবী করীম (দঃ) আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তিকে আদেশ করিলেন- লোকদের মধ্যে প্রচার করিয়া দাও- যাহারা পানাহার করিয়াছে তাহারা দিনের বাকি অংশ রোজা করিবে; আর যাহারা পানাহার করে নাই তাহারা রোজা করিবে। আজিকার দিন আশুরার দিন সাব্যস্ত হইয়াছে[১]। [১। তখন আশুরার রোজা ফরজ ছিল]

হাদীস- ৮৮৮। সূত্র- হযরত আতা (রাঃ)— **রোজা রাখিতে অসমর্থ ব্যক্তি ফিদইয়া আদায় করিবে।**

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)- ''যাহারা উহাতে[১] অক্ষম- তাহারা তদপরিবর্তে একজন দরিদ্রকে ভোজ্য দান করিবে।'' (পারা ২ সূরা ২ আয়াত ১৮৪) আয়াত সম্পর্কে বলিয়াছেন- উক্ত আয়াতে বর্নিত সুযোগ রহিত হয় নাই। কোন পুরুষ বা মহিলা যদি এইরূপ বৃদ্ধ হইয়া যায় যে, সে রোজা রাখায় সক্ষম নয় তবে সে প্রতি রোজার বিনিময়ে একজন মিসকিনকে পূর্ণরূপে দুই ওয়াক্ত খাওয়াইয়া[২] দিবে। [১। রোজা রাখায়। ২। মধ্যম প্রকারের খানা]

হাদীস- ৮৮৯। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রা):- **স্বামীর অনুমতি ছাড়া নফল রোজা না রাখা।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- স্বামীর উপস্থিতিতে কোন মহিলা তাঁহার স্বামীর অনুমতি ছাড়া রোজা[১] রাখিবে না। [১। নফল রোজা]

এতেক্বাফ

হাদীস-৮৯০। সূত্র- হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) ও হযরত আয়েশা (রাঃ)- **এতেক্বাফ রমজানের শেষ দশদিন।**

নবী করীম (দঃ) রমজানের শেষ দশদিন এতেক্বাফ করিতেন। তাঁহার ইহধাম ত্যাগের পর তাঁহার পত্নীগণ ও এতেক্বাফ করিতেন।

হাদীস -৮৯১। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **কুড়ি দিন এতেক্বাফ ।**

নবী করীম (দঃ) সাধারণতঃ প্রতি রমজানে দশদিন এতেক্বাফ করিতেন। তাঁহার ইন্তেকালের বছর তিনি কুড়ি দিন এতেক্বাফ করিয়াছিলেন।

হাদীস -৮৯২। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **এতেক্বাফ অবস্থায় মসজিদে অবস্থান ।**

নবী করীম (দঃ) এতেক্বাফ অবস্থায় মাথা আমার দিকে ঝুকাইয়া দিলে আমি তাহা আঁচড়াইয়া দিতাম। তখন আমি ঋতুবতী ছিলাম। তিনি মানবীয় অত্যাবশ্যকীয় কার্য্যাদি ছাড়া বাড়ী আসিতেন না।

হাদীস - ৮৯৩। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **ইসলাম গ্রহণের পূর্বের এতেক্বাফের মান্নত।**

ওমর (রাঃ) নবী করীম (দঃ) কে জিজ্ঞাসা করিলেন- আমি ইসলাম গ্রহণের পূর্বে মসজিদে হারামে একরাত এতেক্বাফ করার মান্নত করিয়াছিলাম। নবী করীম (দঃ) বলিলেন- তোমার মান্নত পুরা কর।

হাদীস-৮৯৪। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **এতেক্বাফের জন্য মসজিদে অধিক সংখ্যক তাঁবু।**

নবী করীম (দঃ) রমজানের শেষ দশ দিনে এতেক্বাফে বসিতেন। আমি তাঁহার জন্য তাঁবু বানাইয়া দিতাম। তিনি ফজরের নামাজান্তে তাঁবুতে প্রবেশ করিতেন। আমি একটি তাঁবু তৈরীর অনুমতি চাহিলে তিনি অনুমতি দিলেন এবং আমি মসজিদে একটি তাঁবু তৈরী করিলাম। হাফসা (রাঃ) অনুরূপ একটি তাঁবু তৈরীর অনুমতি চাহিলে আমি অনুমতি আনিয়া দিলাম এবং তিনি তাঁবু তৈরী করিলেন। জয়নব (রাঃ) ও উহা দেখিয়া চতুর্থ তাঁবু বানাইলেন। ভোরে নবী করীম (দঃ) মসজিদের মধ্যে চারটি তাঁবু দেখিতে পাইয়া ব্যাপার কি জানিতে চাহিলে তাঁহার নিকট পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করা হইল। তিনি বলিলেন- তাহারা নেকী হাসিল করিতে চায়? এই বলিয়া তিনি এতেক্বাফ ভঙ্গ করিয়া ফেলিলেন এবং পরবর্তী শাওয়াল মাসে দশদিনের এতেক্বাফ করিলেন।

হাদীস-৮৯৫। সূত্র- হযরত সাফিয়া (রাঃ)-**এতেক্বাফ অবস্থায় প্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলা।**

নবী করীম (দঃ) এর রমজানের শেষ দশদিনে এতেক্বাফরত অবস্থায় আমি মসজিদে গিয়া তাঁহার সাথে সামান্য কথাবার্তা বলিয়া উঠিয়া আসিলে তিনি আমাকে আগাইয়া দেওয়ার জন্য দরজা পর্যন্ত পৌছিলেন। সেইখানে দুইজন আনসারী পথচারী নবী করীম (দঃ) কে সালাম করিয়া দ্রুত চলিয়া যাইতেছিল। তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন- তোমরা একটু অপেক্ষা কর। এই মহিলাটি হইল আমার স্ত্রী সাফিয়া। তাঁহারা বলিলেন- সোবহান্ আল্লাহ-ইয়া রসূলুল্লাহ! নবী করীম (দঃ) বলিলেন- শয়তান মানুষের শিরায় শিরায় পৌছিতে সক্ষম। তাই আমার আশঙ্কা হইল, সে তোমাদের মনে কুধারণা সৃষ্টি করিতে পারে। [শেষ রাত্রের অন্ধকারের ঘটনা।]

ক্বদর

হাদীস- ৮৯৬। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **লাইলাতুল কদর রমজানের শেষ সাতদিনে।**

কয়েকজন সাহাবী লাইলাতুল ক্বদর রমজান মাসের শেষ সাত দিনের মধ্যে রহিয়াছে মর্মে স্বপ্নে দেখিয়াছেন বলিয়া ব্যক্ত করিলে নবী করীম (দঃ) বলিলেন- আমি দেখিতে পাইতেছি যে তোমাদের স্বপ্ন শেষ সাত রাত্রে সামঞ্জস্যপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। যে ব্যক্তি উহা খোজ করিতে চায় সে যেন শেষ সাত রাত্রেই তাহা খোঁজ করে।

YQADRI.BLOGSPOT.COM

হাদীস-৮৯৭। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **লাইলাতুল ক্বদর রমজানের শেষ দশদিনের বেজোড় রাত্রে।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- তোমরা লাইলাতুল ক্বদরকে রমজানের শেষ দশদিনের বেজোড় রাত্রিতে তালাশ কর।

হাদীস-৮৯৮। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **লাইলাতুল ক্বদর রমজানের শেষ দশ রাত্রিতে।**

নবী করীম (দঃ) রমজান মাসের শেষ দশ দিন এতেক্বাফ করিতেন এবং বলিতেন- তোমরা লাইলাতুল ক্বদরকে রমজানের শেষ দশদিনে তালাশ কর।

হাদীস-৮৯৯। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **লাইলাতুল ক্বদর রমজানের শেষ দশ দিনে।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- তোমরা লাইলাতুল ক্বদরকে রমজানের শেষ দশদিনে খোঁজ কর। লাইলাতুল ক্বদর অনুষ্ঠিত হয় যখন ৯, ৭, কিম্বা ৫ রাত বাকি থাকিয়া যায়।

হাদীস-৯০০। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **লাইলাতুল ক্বদরের এবাদত।**

রসুল (দঃ) বলিয়াছেন- যে ব্যক্তি ঈমানের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া এবং আখেরাতে আল্লাহর নিকট সওয়াব পাইবার আশায় অনুপ্রাণিত হইয়া লাইলাতুল ক্বদরে এবাদত করিবে ঐ ব্যক্তির পূর্ববর্তী গোনাহ সমূহ মাফ হইয়া যাইবে।

হাদীস- ৯০১। সূত্র- হযরত ওবাদা (রাঃ)- **মুসলমানদের মধ্যে বিবাদের কুফল।**

একদা রসুলুল্লাহ (দঃ) লাইলাতুল ক্বদর সম্বন্ধে জ্ঞাত করাইবার জন্য স্বীয় গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। পথের মধ্যে দুইজন মুসলমান বিবাদ করিতেছিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) সাহাবীগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আমি লাইলাতুল ক্বদর সম্বন্ধে তোমাদেরকে শুনাইবার জন্য আসিয়াছিলাম। কিন্তু অমুক অমুক ব্যক্তিদ্বয় পরস্পর ঝগড়ায় লিপ্ত হওয়ায় আমার নিকট হইতে সেই অহীর দ্বারা প্রাপ্ত এলেম[১] উঠাইয়া নওয়া হইয়াছে। সেই এলেম আমাকে পুনরায় ফিরাইয়া দেওয়া হয় নাই বটে কিন্তু এই শুভ রত্ন হইতে বর্তমানে বঞ্চিত হইতে হইলেও আগামীতে তোমরা সতর্ক হইয়া চলিলে আল্লাহর রহমত প্রাপ্ত হইয়া উন্নতি ও উর্ধগতির পথ পাইতে পারিবে। সকলে নিরলসভাবে ও সতর্ক চিত্তে রমজানের ২৫, ২৭ ও ২৯ শে রাত্রে লাইলাতুল ক্বদর অন্বেষণ কর। [১। নির্দিষ্ট তারিখ]

এবাদত

হাদীস- ৯০২। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **ঘুমাইয়া পড়িলে শয়তান গিরা দেয়।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- কেউ ঘুমাইয়া পড়িলে শয়তান তাহার ঘাড়ে তিনটি গিরা দেয়। প্রতিটি গিরা দেওয়ার সময় একটি করিয়া ফুঁ দিয়া

বলে- এখনও দীর্ঘ রাত অবশিষ্ট, ঘুমাইতে থাক। সে যদি সেই সময় নিদ্রা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া আল্লাহকে স্মরণ করে তাহা হইলে একটি গিরা খুলিয়া যায়। অজু করিলে আরেকটি গিরা খুলিয়া যায় এবং নামাজ পড়িলে আরো একটি গিরা খুলিয়া যায়। তখন প্রফুল্ল ও চটপটে মন নিয়া ভোর হয়; অন্যথায় অলস ও অপবিত্র মন নিয়া তাহার ভোর হয়।

হাদীস- ১০৩। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)- **সারারাত ঘুমানো মন্দ।**

নবী করীম (দঃ) এর সামনে একব্যক্তির উল্লেখ করিয়া বলা হইল সে সকাল না হওয়া পর্যন্ত ঘুমাইতেই থাকে। তিনি বলিলেন- শয়তান তাহার কানে প্রশ্রাব করিয়া দিয়াছে।

হাদীস- ১০৪। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **শেষ রাতের ফজিলত।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- আমাদের মহান ও কল্যানময় রব প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশে দুনিয়ার আকাশে অবতীর্ণ হইয়া বলিতে থাকেন- কে এমন আছ যে আমাকে ডাকিতে চাও? আমি তাহার ডাকে সাড়া দিব। কে এমন আছ যে আমাকে নিজের অভাব জানাইয়া তাহা দূর করার প্রার্থনা করিতে চাও? আমি তাহাকে প্রদান করিব। কে এমন আছ যে আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে চাও? আমি তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিব।

হাদীস- ১০৫। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **রাতের শেষ ভাগে নামাজ।**

নবী করীম (দঃ) রাতের প্রথম ভাগে ঘুমাইতেন এবং শেষ ভাগে ঘুম হইতে উঠিয়া নামাজ আদায় করিতেন এবং তারপর আবার শুইয়া পড়িতেন। পরে মুয়াজ্জিন আজান দিলে তিনি দ্রুত উঠিয়া পড়িতেন এবং গোসলের প্রয়োজন থাকিলে গোসল করিয়া নিতেন। অন্যথায় অজু করিয়া চলিয়া যাইতেন।

হাদীস-১০৬। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **রমজানের শেষ দশ দিনের এবাদতের ফজিলত।**

রমজানের শেষ দশ দিন আরম্ভ হইলে নবী করীম (দঃ) অধিক এবাদত বন্দেগীর জন্য তৎপর হইতেন এবং পরিবারবর্গকেও তাহাদের নিদ্রা ভঙ্গ করাইতেন।

YQADRI.BI

৭। হজ্ব

হাদীস- ১০৭। সূত্র- হযরত আবু বকর (রাঃ)- বিদায় হজ্বে মূলনীতি পেশ।

বিদায় হজ্বে জিলহজ্ব মাসের ১০ তারিখ কোরবানীর দিনে মিনার ময়দানে নবী করীম (দঃ) স্বীয় উটের উপর উপবিষ্ট থাকিয়া ভাষন দিতেছিলেন। আমি তাঁহার উটের লাগাম ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। রসূল (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন- আজিকার দিনটি কোন্ দিন? তাঁহার প্রশ্ন শুনিয়া আমরা সকলেই নীরব নিস্তব্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, বোধহয় দিনটির প্রচলিত নাম ইয়াওমুননহর বদলাইয়া দেওয়া হইবে। তাই আমরা মূল প্রশ্নের উত্তর দানে বিরত থাকিয়া আরম্ভ করিলাম- আল্লাহ্ এবং আল্লাহর রসূল সর্বাধিক জানেন। তখন নবী করীম (দঃ) বলিলেন- এই দিনটি পবিত্র 'ইয়াওমুননহর নয় কি? আমরা সমস্বরে বলিয়া উঠিলাম- হ্যাঁ হ্যাঁ-ইহা পবিত্র ইয়াওমুননহর। তারপর নবী করীম (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন- এই মাসটি কোন মাস? আমরা পূর্ববৎ নিস্তব্দ থাকিয়া ভাবিলাম, মাসটির নাম হয়ত বদলাইয়া দেওয়া হইবে এবং অবশেষে আরম্ভ করিলাম- আল্লাহ এবং আল্লাহর রসুল ভাল জানেন। তখন নবী করীম (দঃ) বলিলেন- এইটি পবিত্র জিলহজ্ব মাস নয় কি? আমরা সমস্বরে বলিয়া উঠিলাম- হ্যাঁ, হ্যাঁ, ইহা পবিত্র জিলহজ্ব মাস। তৃতীয়বার নবী করীম (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন- এইটি কোন এলাকা? এইবারও আমরা পূর্ববৎ ভাবিলাম এবং নীরবতা অবলম্বন করার পর অবশেষে আগের মতই উত্তর দিলাম। তখন নবী করীম (দঃ) নিজেই বলিলেন- ইহা পবিত্র মহান হেরেম শরীফ এলাকা নয় কি? আমরা সমস্বরে বলিয়া উঠিলাম-হ্যাঁ, হ্যাঁ, ইহা পবিত্র হেরেম শরীফ এলাকা।

এইরূপে শ্রোতৃবর্গের মনকে পূর্ণরূপে আকৃষ্ট করিয়া এবং তাহাদের হৃদয়ে একাগ্রতাও পূর্ণ শ্রদ্ধা আনিয়া নবী করীম (দঃ) উচ্চস্বরে বলিলেন- তোমরা সকলে একাগ্র চিত্তে শুনিয়া মানসপটে অঙ্কিত করিয়া জানিয়া রাখিও- তোমাদের রক্ত, তোমাদের জান, তোমাদের মাল, তোমাদের ইজ্জত, তোমাদের শরীরের চামড়া পর্যন্ত সেইরূপ সুরক্ষিত ও অস্পর্শিত- যেইরূপ আজিকার এই দিনে, এই মাসে, এই হেরেম শরীফে সুরক্ষিত ও অস্পর্শিত; ঠিক এইরূপই সর্ব দিনে, সর্বমাসে এবং সর্বস্থানে হারাম ও সুরক্ষিত গণ্য হইবে। অচিরেই তোমরা আল্লাহর দরবারে হাজির হইবে। আল্লাহ তোমাদের সমুদয় আমলের হিসাব লইবেন।

বক্তব্য শেষে নবী করীম (দঃ) শ্রোতাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন- এই মহান মূলনীতিটি তোমাদেরকে পৌঁছাইয়া দিলাম তো? এক বাক্যে সকলেই স্বীকার করিল, হ্যাঁ-হ্যাঁ। তখন তিনি বলিলেন- হে আল্লাহ- এই স্বীকারোক্তির উপর স্বাক্ষী থাকিও। নবী করীম (দঃ) আরও

বলিলেন- এই মহান মূলনীতি যাহারা আমার নিকট উপস্থিত থাকিয়া শুনিয়াছ, তাহারা অনুপস্থিতবর্গকে এবং তৎপর একে অন্যকে শুনাইয়া জানাইয়া শিক্ষা দিয়া যাইবে। কারণ, অনেক ক্ষেত্রে এমন হইবে যে আমার বাণীর মূল শ্রোতা অপেক্ষা তাহার শাগরেদ ঐ বাণীতে অধিক সংরক্ষণ ও কার্যকর করিতে ও অধিক স্মরণ রাখিতে পারিবে। হযরত (দঃ) আরও বলিলেন- খবরদার! তোমরা আমার পরে পুনরায় কাফেরদের ন্যায় পরস্পর মারামারি কাটাকাটিতে লিপ্ত হইও না।

হাদীস- ১০৮। সূত্র-হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ) ও ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **ক্রমধারা লংঘন করা।**

রসূল (দঃ) বিদায় হজ্বের সময় মিনার ময়দানে জমরা আক্কাবার নিকট সওযার ছিলেন। চতুর্দিক হইতে তাঁহার নিকট মসআলাহ জিজ্ঞাসা করা হইতেছিল। একব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল-আমি লক্ষ্য করি নাই, কোরবানীর পূর্বেই চুল কামাইয়া ফেলিয়াছি। রাসূল (দঃ) বলিলেন-তজ্জন্য গোনাহ হইবে না, এখন কোরবানী কর। অন্য এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল-আমি লক্ষ্য করি নাই, কঙ্কর মারিবার পূর্বেই কোরবানী করিয়া ফেলিয়াছি। হযরত (দঃ) বলিলেন- তাহাতে গোনাহ হইবে না, এখন কঙ্কর মার। ঐ সময় যত লোকই কার্যাদি অগ্র পশ্চাৎ করিবার মসআলা জিজ্ঞাসা করিল- প্রত্যেককেই হযরত (দঃ) উত্তর দিলেন-গোনাহ হইবে না, এখন করিয়া লও।

হাদীস-১০৯। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **হজ্বের তরতীবে ভুলের দরুন গোনাহ হইবে না।**

হজ্বের সময় নবী করীম (দঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইল- কঙ্কর মারার পূর্বে কোরবাণী করিয়া ফেলিয়াছি। তিনি হাত দ্বারা ইশারা করিয়া দেখাইলেন গোনাহ হইবে না। অন্য ব্যক্তি বলিল- কোরবাণীর পূর্বে চুল কাটিয়া ফেলিয়াছি। এইবারও তিনি হাতদ্বারা ইশারা করিয়া বুঝাইলেন- তজ্জন্য কোন গোনাহ হইবে না।

হাদীস-১১০। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **তরতীবে আগে পরে দোষ নাই।**

নবী করীম (দঃ)কে এক ব্যক্তি বলিল- আমি কঙ্কর মারার আগেই জেয়ারত[১] করিয়া ফেলিয়াছি। তিনি বলিলেন- দোষ হইবে না। লোকটি বলিল- কোরবানী করার আগেই আমি মাথা মুড়াইয়া ফেলিয়াছি। তিনি বলিলেন- দোষ হইবে না। লোকটি আবার বলিল- কঙ্কর মারার পূর্বেই আমি কোরবানী করিয়া ফেলিয়াছি। নবী করীম (দঃ) বলিলেন- দোষ হইবে না।

হাদীস- ১১১। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **এহরাম বাঁধার স্থান।**

এক ব্যক্তি মসজিদের ভিতর দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল-ইয়া রাসূলুল্লাহ- আমরা কোন স্থান হইতে এহরাম বাঁধিব? হযরত (দঃ) বলিলেন-মদীনা দিকের বাসিন্দাগণ জোহফা হইতে, নজদ এলাকাদিকের

YQADRI.BLOGSPOT

বাসিন্দাগণ কারণ হইতে, ইয়ামান এলাকাদিকের বাসিন্দাগণ ইয়া লাম লাম হইতে।

হাদীস- ৯১২। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **এহরামের পোষাক।**

এক ব্যক্তি নবী করীম (দঃ)কে জিজ্ঞাসা করিল- এহরাম অবস্থায় কিরূপ কাপড় পরিধান করিব? নবী করীম (দঃ) বলিলেন- জামা, পায়জামা, পাগড়ী, টুপি ব্যবহার করিতে পারিবে না এবং কুসুম ফুলের বা জাফরানের রঙীন কাপড়ও ব্যবহার করিবে না। জুতা না থাকা অবস্থায় চামড়ার মোজা ব্যবহার করিতে পারিবে কিন্তু পায়ের মধ্য পৃষ্ঠের উঁচু স্থান এবং গোছের নিম্নভাগে উভয় দিকের গিটদ্বয় উন্মুক্ত থাকে এইরূপে উপরের অংশ কাটিয়া ফেলিতে হইবে।

হাদীস- ৯১৩। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **মোশরেকদের হজ্ব, উলঙ্গাবস্থায় তওয়াফ।**

যখন হযরত আবু বকর (রাঃ) আমিরুলহজ্ব নিযুক্ত হইলেন সেই হজ্বের সময় মিনার মধ্যে কোরবানীর দিন তিনি আমাকে এই ঘোষনা জারীর নির্দ্দেশ দিলেন যে কোন মোশরেক এই বৎসরের পর আর হজ্বে শরীক হইতে পারিবে না এবং কেহ উলঙ্গাবস্থায় কা'বা ঘর তওয়াফ করিতে পারিবে না। এইদিকে রসূল (দঃ) আবু বকর (রাঃ) এর পেছন পেছন আলী (রাঃ)কে বিশেষ ভাবে এই ঘোষনা দিতে পাঠাইলেন যে কাফেরদের সঙ্গে সন্ধির বাধ্যবাধকতা তুলিয়া লওয়া হইল। আলী (রাঃ) মিনার মধ্যে কোরবানীর দিন এই ঘোষনাও জারী করিলেন যে কোন মোশরেক এই বৎসরের পর হজ্ব করিতে পারিবে না এবং কেহ উলঙ্গ হইয়া কা'বা ঘরের তওয়াফ করিতে পারিবে না।

হাদীস-৯১৪। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **অক্ষম ব্যক্তির পক্ষে হজ্ব।**

বিদায় হজ্বের বৎসরে খাসআম গোত্রের এক রমনী আসিয়া বলিল- ইয়া রসূলুল্লাহ! হজ্ব পালন করা বান্দার উপর ফরজ। আমার পিতার উপর হজ্ব এমন সময় ফরজ হইয়াছে যখন তিনি বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছেন এবং ঠিকমত সওয়ারীতে বসিতে সক্ষম নন। আমি তাঁহার পক্ষ হইতে হজ্ব করিলে তাঁহার হজ্ব আদায় হইবে কি? নবী করীম (দঃ) বলিলেন- হ্যাঁ।

হাদীস- ৯১৫। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **হজ্বে সকল গোনাহ মাফ হয়।**

নবী করীম (দঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি- যে ব্যক্তি কোন প্রকার অশ্লীল কথা ও কাজে এবং গোনাহের কাজে লিপ্ত না হইয়া আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্ব সমাপন করিল সে সদ্যজাত নিষ্পাপ শিশুর ন্যায় হইয়া প্রত্যাবর্তন করিল।

YQADRI.BLOGSPOT.COM

হাদীস- ৯১৬। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **মিকাত কোথা হইতে।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- মদীনাবাসীগন 'জুল হোলায়ফা' হইতে, শামবাসীগন 'জুহফা' হইতে এবং নজদবাসীগন 'কারন' হইতে এহরাম বাঁধিবে। আমি জানিতে পারিয়াছি, রসূলুল্লাহ (দঃ) ইহাও বলিয়াছেন যে ইয়েমেনবাসীগন 'ইয়া লাম লাম' হইতে এহরাম বাঁধিবে।

হাদীস- ৯১৭। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **বিভিন্ন দেশের মিকাত।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) মদীনাবাসীদের জন্য 'জুল হোলায়ফা', শামবাসীদের জন্য 'জুহফা,' নজদবাসীদের জন্য 'কারনুল মানজিল' এবং ইয়েমেন বাসীদের জন্য 'ইয়া লাম লাম' নামক স্থান হইতে মিকাত বা এহরাম বাঁধার স্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। এই স্থান গুলি উক্ত এলাকায় বসবাসকারীদের জন্য মিকাত এবং যাহারা উক্ত এলাকার উপর দিয়া হজ্ব বা ওমরা পালনার্থে অতিক্রম করিবে তাহাদের জন্যও মিকাত। যাহারা মিকাত সমূহের অভ্যন্তরে বসবাস করে তাহাদের বাসস্থানই মিকাতের স্থান। এমনকি মক্কাবাসীগনও তাহাদের বাসস্থান হইতে এহরাম বাঁধিবে।

হাদীস- ৯১৮। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **অন্য দেশের মিকাত।**

এই দুইটি শহর[১] যখন বিজিত হইল তখন ইহার অধিবাসীরা ওমর (রাঃ) এর নিকট আসিয়া বলিল- হে আমিরুল মোমেনীন! নজদবাসীদের জন্য রসূলুল্লাহ (দঃ) কারনকে নির্দিষ্ট করিয়া দেন কিন্তু তাহা আমাদের যাতায়াতের পথ হইতে দূরে অবস্থিত। যদি আমরা 'কারন' হইয়া যাইতে চাই তবে তাহা আমাদের জন্য কষ্ট দায়ক হইবে। ইহা শুনিয়া ওমর (রাঃ) বলিলেন- 'কারন' বরাবর সমদূরত্বে তোমাদের যাতায়াত পথে একটি স্থান দেখিয়া নাও। অতঃপর তিনি নিজেই 'জাতু' এরাক' নামক স্থানকে তাহাদের[২] জন্য নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন। [১। বসরা ও কুফা, ২। ইরাক বাসীদের]

হাদীস- ৯১৯। সূত্র- হযরত ওমর (রাঃ)- **আকীক উপত্যকায় মিকাত।**

আমি আকীক উপত্যকায় নবী করীম (দঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি- আজ রাত্রে আমার রবের নিকট হইতে একজন আগমনকারী আসিয়া আমাকে বলিল- এই কল্যানময় উপত্যকায় নামাজ আদায় করুন এবং বলুন- আমি হজ্বও ওমরাকে একত্রে আদায় করিলাম।

হাদীস- ৯২০। সূত্র- হযরত সাফওয়ান (রাঃ)- **রিক্তহস্তে হজ্ব করিতে যাওয়া।**

ইয়েমেন বাসীদের মধ্যে কুপ্রথা ছিল যে তাহারা পাথেয় না নিয়া হজ্ব করিতে যাইত। তাহারা বলিত- আমরা আল্লাহর উপর ভরসাকারী।

YQADRI.BLOGSPOT

অতঃপর মক্কায় পৌঁছিয়া লোকদের নিকট ভিক্ষা করিয়া বেড়াইত। উক্ত কুপ্রথার বিরুদ্ধে এই আয়াত নাজেল হইল- 'ওয়া তাজাওয়্যাদূ, ফাইন্না খাইরাজ্জাদিত্তাক্ওয়া। অর্থ-তোমরা পাথেয় লইও, যেহেতু নিশ্চয়ই সংযমই উত্তম পাথেয়"। (পারা ২ সূরা ২ আয়াত ১৯৭)

হাদীস- ১২১। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **চুল আঁচড়ানো অবস্থায় তলবিয়া পড়া।**

আমি রসূলুল্লাহ (দঃ)কে চুল আঁচড়ানো ও পরিপাটি করা অবস্থায় তলবিয়া পাঠ করিতে শুনিয়াছি।

হাদীস- ১২২। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **জুল হোলায়ফার নিকট হইতে তলবিয়া শুরু।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) জুল হোলায়ফা মসজিদের নিকট হইতেই তলবিয়া বলিয়াছেন।

হাদীস- ১২৩। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) - **সওয়ারীর উপর তলবিয়া পড়া।**

আরাফা হইতে মুজদালেফা পর্যন্ত নবী করীম (দঃ) এর সওয়ারীতে তাঁহার পেছনে উসামা বসা ছিলেন। পরে নবী করীম (দঃ) মুজদালেফা হইতে মিনা পর্যন্ত ফজলকেও পেছনে উঠাইয়া নিলেন। তাহারা উভয়েই বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (দঃ) জামরাতুল আকাবায় কঙ্কর মারার পূর্ব পর্যন্ত তলবিয়া পড়িতেছিলেন।

হাদীস- ১২৪। সূত্র- হযরত আব্বাস (রাঃ)- **তলবিয়া উচ্চস্বরে পাঠ করা এবং সফরে নামাজ কসর করা।**

হজ্বের সফরে যাত্রার সময় নবী করীম (দঃ) মদীনাতে জোহরের নামাজ চারি রাকাত এবং জুল হোলায়ফায় পৌঁছিয়া আসরের নামাজ দুই রাকাত আদায় করিয়াছেন। এই দুই নামাজের মধ্যবর্তী সময়ে সকলকে তলবিয়া উচ্চস্বরে পাঠ করিতে শুনা গিয়াছে।

হাদীস- ১২৫। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **রসূল (দঃ) পঠিত তলবিয়া।**

রসূল (দঃ) পঠিত তলবিয়া ছিল- লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক। লাব্বাইকা লা-শরীকালাকা লাব্বাইক। ইন্নাল হামদা ওয়ান্ নে'মাতা লাকা। অর্থ-হে রব, আমি হাজির আছি। তোমার কোন শরীক নাই, এই কথার সাক্ষ্য প্রদানের জন্য আমি হাজির আছি।[1] সমস্ত প্রশংসা এবং নেয়ামত তোমারই- এই ঘোষণা দেওয়ার জন্যও আমি হাজির ও প্রস্তুত হইয়া আছি। আর নিরঙ্কুশ রাজত্ব ও বাদশাহী তোমারই। তোমার কোন শরীক[2] নাই।

[১। তোমার আহবানে সাড়া দিয়া। ২। অংশীদার।]

YQADRI.BLOGSPOT.C

হাদীস- ৯২৬। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- নবী করীম (দঃ) এর তলবিয়া পাঠ।

আমি অবশ্যই জানি নবী করীম (দঃ) কিভাবে তলবিয়া পাঠ করিতেন। তাঁহার তলবিয়া ছিল- লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক ! লা শারীকালাকা লাব্বাইক । ইন্নাল হামদা ওয়ান নে'মাতালাকা। অর্থ- হে রব! তোমার আহবানে সাড়া দিয়া আমি হাজির আছি। তোমার কোন শরীক বা অংশীদার নাই এই সাক্ষ্য প্রদানের জন্য আমি হাজিরও প্রস্তুত আছি। সকল প্রশংসা ও নেয়ামত একমাত্র তোমারই-এই ঘোষণা দিতেও আমি হাজির আছি।

হাদীস- ৯২৭। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- হজ্ব ও ওমরার এহরাম একত্রে বাঁধা।(হজ্বে কেরান)

রসুলুল্লাহ (দঃ) আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া জোহরের নামাজ পূর্ণ চারি রাকাত পড়িয়া সেই এলাকাতেই রাত্রি যাপন করিলেন। ভোর হওয়ার পর তিনি যানবাহনের উপর আরোহন করিলেন। যানবাহন তাঁহাকে লইয়া বায়দা নামক স্থানে দাঁড়াইলে তিনি আল্লাহতালার প্রশংসা করিলেন। সোবহান আল্লাহ বলিয়া আল্লাহতা'লার পবিত্রতা বয়ান পূর্বক আল্লাহ আকবর বলিয়া আল্লাহতা'লার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহানত্ব প্রকাশ করিলেন। অতঃপর হজ্ব ও ওমরাহ উভয়ের এহরাম বাঁধিলেন।

হাদীস- ৯২৮। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)- হজ্বে কেরান- একই এহরামে ওমরা ও হজ্ব আদায়।

নবী করীম (দঃ) এবং তাঁহার সাহাবীরা তেলমাথার, চিরুনী করার এবং লুঙ্গি ও চাদর পরিধান করার পর মদীনা হইতে রওয়ানা হইলেন। নবী করীম (দঃ) যাহা হইতে শরীরে রং ঝরিয়া পড়ে এমন জাফরানী রঙের কাপড় বা অন্য কোন ধরনের চাদর বা লুঙ্গি পরিধান করিতে নিষেধ করেন নাই। প্রত্যুষে জুল হোলায়ফা হইতে সওয়ারীতে আরোহন করিয়া বায়দা নামক স্থানে উপস্থিত হইলে তিনি ও সাহাবাগন তলবিয়া পাঠ করিলেন এবং নিজেদের কোরবানীর পশুর গলায় রুমাল বাঁধিয়া দিলেন। তখন জিলকদ মাসের ৫ দিন অবশিষ্ট ছিল। যখন তিনি মক্কায় উপনীত হইলেন তখন জিলহজ্ব মাসের ৪ তারিখ ছিল। তিনি বাইতুল্লাহর তওয়াফ করিলেন এবং সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ করিলেন কিন্তু কোরবানীর পশুর গলায় রুমাল বাঁধা ছিল এই কারণে এহরাম খুলিলেন না। অতঃপর এহরাম অবস্থায় মক্কার নিকটবর্তী উচু ভূমিতে হাজুন নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। ইহার পর তওয়াফ করিয়া পুনরায় কা'বা ঘরের নিকটবর্তী হইলেন না। এমনকি এই অবস্থায় আরাফাত হইতে ফিরার পর সাহাবাগণকে তওয়াফ করিতে, সাফা মারওয়ার মাঝে সাঈ করিতে এবং মাথার চুল কাটিয়া এহরাম খুলিতে নির্দেশ দিলেন। যাহাদের সাথে রুমাল বাঁধা কোরবানীর পশু ছিল না এই নির্দেশ ছিল তাহাদের জন্য। সাথে স্ত্রী থাকিলে তাহার সাথে সহবাস করা ইহার পর বৈধ বলিয়া জানাইয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে

YQADRI.BLOGSPOT.CO

সুগন্ধি ব্যবহার ও কাপড়[১] পরিধানের অনুমতিও দিলেন। [১। এহরামের কাপড় ভিন্ন অন্য কাপড়]

হাদীস- ১২৯। সূত্র- হযরত নাফে (রাঃ)- এহরাম বাঁধা।

ইবনে ওমর (রাঃ) হজ্বের বা ওমরার উদ্দেশ্যে মক্কা গমনের সিদ্ধান্ত নিলে সুগন্ধি বিহীন তেল মাখিতেন এবং জুল হোলায়ফার মসজিদে গিয়া নামাজ আদায় করিতেন। পরে তিনি সওয়ারীতে আরোহন করিতেন। উহা ঠিকমত দাঁড়াইয়া গেলে[১] তিনি এহরাম বাঁধিতেন এবং বলিতেন - আমি নবী করীম (দঃ)কে এই রূপই করিতে দেখিয়াছি। [১। অথবা যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলে]

হাদীস- ১৩০। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **হায়েজ অবস্থায় শুধু হজ্বের এহরাম।**

আমরা বিদায় হজ্বে নবী করীম (দঃ) এর সাথে যাত্রা করিয়া ওমরার জন্য এহরাম বাঁধিলাম। কিন্তু নবী করীম (দঃ) বলিলেন- যাহাদের সঙ্গে কোরবানীর পশু রহিয়াছে তাহারা হজ্বের জন্যও এহরাম বাঁধিয়া নাও এবং হজ্ব ও ওমরা শেষ না করিয়া এহরাম খুলিবে না। আমি হায়েজ অবস্থায় মক্কায় উপনীত হইলাম। তাই আমি বাইতুল্লার তওয়াফ ও সাফা মারওয়ায় সাঈ করিলাম না। এই বিষয়ে নবী করীম (দঃ) এর নিকট অভিযোগ করিলে তিনি আমাকে বলিলেন- চুলের বেনী খুলিয়া ফেল এবং চিরুনী করিয়া ওমরার নিয়ত পরিত্যাগ করিয়া কেবল হজ্বের জন্য এহরাম বাঁধিয়া নাও। আমি তাহাই করিলাম। অতঃপর আমাদের হজ্ব শেষ হইলে নবী করীম (দঃ) আমাকে আবদুর রহমানের[১] সঙ্গে তানঈমে পাঠাইলেন। আমি সেখান হইতে ওমরা আদায় করিলাম, ইহার পর নবী করীম (দঃ) বলিলেন- ইহাই তোমার ওমরা। আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন- যাহারা ওমরা আদায়ের জন্য এহরাম বাঁধিয়াছিল তাহারা বাইতুল্লার তওয়াফ করিল, সাফা ও মারওয়ার মধ্যে সাঈ করিল এবং মিনা হইতে ফেরার পর আর একবার বাইতুল্লার তওয়াফ করিল। আর যাহারা হজ্ব ও ওমরা একসাথে আদায় করিল তাহারা শুধু মাত্র একবার বাইতুল্লার তওয়াফ করিল। [১। আয়েশা (রাঃ) এর ভাই]

হাদীস- ১৩১। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **নবী করীম (দঃ) এর মত এহরাম বাঁধার নিয়ত করা।**

নবী করীম (দঃ) হজ্বের এহরামের সহিত মক্কায় চলিলেন। আমরাও তাঁহার সহিত এহরাম বাঁধিয়া চলিলাম। মক্কায় পৌঁছিয়া নবী করীম (দঃ) সকলকে তাগিদ দিলেন যে যাহাদের সঙ্গে কোরবাণীর পশু আনা হয় নাই তাহারা নিজ নিজ এহরাম ওমরায় পরিনত করিয়া ফেল। নবী করীম (দঃ) এর সঙ্গে কোরবানীর পশু ছিল। আলী (রাঃ) ইয়েমেনে ছিলেন। তথা হইতে তিনি হজ্বের উদ্দেশ্যে মক্কায় পৌঁছিলেন। নবী করীম (দঃ) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন- তুমি কি প্রকার হজ্বের এহরাম বাঁধিয়াছ? তোমার স্ত্রী[১] আমার

YQADRI.BLOGSPOT.CO

সঙ্গে আসিয়াছে। আলী (রাঃ) বলিলেন- আমি এহরাম বাঁধিতে এইরূপ বলিয়াছি- নবী করীম (দঃ) যেইরূপ এহরাম বাঁধিয়াছেন আমারও তাহাই।' নবী করীম (দঃ) বলিলেন- তবে তুমি এহরাম অবস্থায়ই থাক। আমাদের সঙ্গে কোরবানীর পশু আছে। [১। নবী কন্যা ফাতেমা (রাঃ)]

হাদীস- ৯৩২। সূত্র- হযরত জাবের (রাঃ)- **নবী করীম (দঃ) এর এহরামের ন্যায় এহরামের নিয়ত।**

আলী (রাঃ) রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে ইয়েমেনে প্রেরিত হইয়াছিলেন। তিনি তথা হইতে মক্কায় পৌঁছিলে নবী করীম (দঃ) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন- তুমি কি প্রকার হজ্জের এহরাম বাঁধিয়াছ? তিনি বলিলেন- আমি বলিয়াছি- ''রসূলুল্লাহ (দঃ) এর হজ্জের অনুরূপ হজ্জের নিয়তে আমি তলবিয়া পড়িতেছি।'' নবী করীম (দঃ) বলিলেন- তবে তুমি নিজ সঙ্গে কোরবাণীর পশু আনয়নকারী পরিগনিত থাক।''

হাদীস- ৯৩৩। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **নবী করীম (দঃ) এর মত এহরাম বাঁধা।**

আলী (রাঃ) ইয়েমেন হইতে নবী করীম (দঃ) এর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন- তুমি কিসের জন্য এহরাম বাঁধিয়াছ? জবাবে তিনি বলিলেন- নবী করীম (দঃ) যে উদ্দেশ্যে এহরাম বাঁধিয়াছে আমিও সেই উদ্দেশ্যেই এহরাম বাঁধিয়াছি। নবী করীম (দঃ) বলিলেন- যদি আমার সঙ্গে কোরবাণীর পশু না থাকিত তাহা হইলে আমি এহরাম খুলিয়া ফেলিতাম।

হাদীস- ৯৩৪। সূত্র- হযরত আবু মুসা আশআরী (রাঃ)- **রসূল (দঃ) এর ন্যায় এহরাম বাঁধা।**

নবী করীম (দঃ) আমাকে আমার কওমের নিকট ইয়েমেনে প্রেরণ করিয়াছিলেন। আমি সেখান হইতে মক্কায় আসিলাম। তিনি কঙ্করময় এলাকা মুহাস্সাবে অবস্থান কালে আমাকে বলিলেন- তুমি কিসের উদ্দেশ্যে এহরাম বাঁধিয়াছ ? আমি বলিলাম- আমি নবী করীম (দঃ) এর মত এহরাম বাঁধিয়াছি। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন- তোমার কি কোরবানীর পশু আছে? আমি বলিলাম- না। তখন তিনি আমাকে বাইতুল্লার তওয়াফ করিতে এবং সাফা মারওয়ার মধ্যে সাঈ করিতে নির্দেশ দিলে আমি তাহাই করিলাম। তিনি আমাকে এহরাম খুলিতে নির্দেশ দিলে আমি এহরাম খুলিয়া আমার গোত্রের একজন মহিলার নিকট আসিলাম । সে আমার চুল চিরুনী করিয়া দিল অথবা[১] মাথা ধুইয়া দিল। [১। বর্ণনাকারীর সন্দেহ]

হাদীস- ৯৩৫। সূত্র- হযরত জাবের (রাঃ) - **কোরবানীর পশু সঙ্গে না থাকিলে প্রথমে ওমরা পরে হজ্জ।**

কোরবানীর পশুগুলি সাথে নেওয়ার সেদিন আমি নবী করীম (দঃ) এর সাথে হজ্জ করিয়া ছিলাম। সবাই শুধুমাত্র হজ্জের এহরাম বাঁধিয়াছিল। নবী করীম (দঃ) বলিলেন- তোমরা বায়তুল্লার তওয়াফ ও সাফা মারওয়ার সাঈ করিয়া এহরাম খুলিয়া ফেল, মাথার চুল ছোট করিয়া কাটিয়া ফেল

YQADRI.BLOGSPOT.CO

আর এহরাম মুক্ত হও। পরে আট তারিখ আসিলে হজ্বের এহরাম বাঁধিয়া নাও এবং পূর্বেরটিকে হজ্বে তামাত্ গন্য কর। সবাই বলিল- আমরা তো হজ্বের নিয়ত করিয়াছি, এমতাবস্থায় উহাকে কিভাবে হজ্বে তামাত্তুতে পরিণত করিব? জবাবে নবী করীম (দঃ) বলিলেন- আমি যাহা নির্দেশ দিয়াছি তাহাই কর। যদি আমি সাথে কোরবাণীর পশু না আনিতাম তাহা হইলে তোমাদেরকে যে নির্দেশ আমি দিতেছি আমি নিজেও তাহাই করিতাম। কিন্তু আমি কোন হারামকে হালাল করিতে পারি না যতক্ষন না কোরবাণীর পশু তাহার জায়গায় পৌছে। সকলেই তাঁহার নির্দেশ মত কাজ করিল।

হাদীস- ১৩৬। সূত্র- হযরত হাফসা (রাঃ)- **কোরবানী না করা পর্যন্ত এহরাম না ছাড়া।**

তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন- ইয়া রাসূলুল্লাহ! লোকগণ তাহাদের হজ্বের এহরাম ভঙ্গ করিয়া ওমরায় রূপান্তরিত করিয়াছে। আপনি কি সেইরূপ ওমরা করিয়া এহরাম ভঙ্গ করিবেন? রাসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন- আমি এহরামকে স্থায়ী করার ব্যবস্থা করিয়া কোরবানীর পশু সঙ্গে আনিয়াছি। সুতরাং কোরবানী না করা পর্যন্ত আমি এহরাম ছাড়িতে পারি না।

হাদীস- ১৩৭। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **একসঙ্গে হজ্ব ও ওমরা।**

তাঁহাকে একসঙ্গে হজ্ব ও ওমরা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন- বিদায় হজ্বে আমরা সকলেই রাসূলুল্লাহ (দঃ) এর সঙ্গে এহরাম বাঁধিয়া চলিলাম। মক্কায় পৌছিয়া রাসূলুল্লাহ (দঃ) আমাদিগকে তাগিদ দিলেন যে তোমরা তোমাদের হজ্বের এহরামকে ওমরায় পরিণত করিয়া নাও- যাহারা কোরবানীর পশু সঙ্গে আনিয়াছ তাহারা ছাড়া। সে মতে আমরা তওয়াফ ও সাঈ করিয়া স্ত্রী ব্যবহার, জামাকাপড় ব্যবহার ইত্যাদি করিলাম। যাহারা কোরবানীর পশু সঙ্গে আনিয়াছিল তাহাদিগকে নির্দেশ দিলেন যে তাহারা কোরবানী না করিয়া এহরাম ছাড়িতে পারিবে না। অতঃপর ৮ই জিলহজ্ব তারিখে দুপুরের পর আমাদিগকে পুনঃ হজ্বের এহরাম বাঁধিতে নির্দেশ দেওয়া হইল। হজ্বের কার্য্যাবলী সমাপ্ত করিলে কোরআনের আয়াতের নির্দেশ মত আমাদের উপর একটি কোরবানী ওয়াজেব হইল। এই সময় সকলে একই বৎসর একসঙ্গে হজ্ব ও ওমরা উভয়টি আদায় করিল যাহার বিধান আল্লাহতা'লা নাজেল করিয়াছেন এবং নবী করীম (দঃ) আদর্শ স্থাপন করিয়া লোকদের জন্য উহাকে বৈধ সাব্যস্ত করিয়াছেন। অবশ্য ইহা মক্কাবাসী ভিন্ন অন্যদের জন্য বৈধ। কারণ, আল্লাহ তা'লা বলিয়াছেন- "ইহা তাহার জন্য যাহার পরিজন পবিত্রতম মসজিদে উপস্থিত না থাকে।" [পারা ২ সুরা ২ আয়াত ১১৬]

YQADRI.BLOGSPOT.COM

হাদীস- ৯৩৮। সূত্র- হযরত সাফওয়ান ইবনে ইয়ালা (রাঃ)- **এহরামকালে সুগন্ধি নিষেধ।**

ইয়ালা (রাঃ) ওমর (রাঃ)কে বলিলেন- নবী করীম (দঃ) এর উপর অহী নাজেল এর অবস্থা আমাকে দেখান। ওমর (রাঃ) বলিলেন- নবী করীম (দঃ) এর জেরান নামক স্থানে অবস্থানকালে তাঁহার সঙ্গে সাহাবাদের একটি দল ছিল। ঐ সময় একব্যক্তি তাঁহার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল- ইয়া রাসুলাল্লাহ! যে ব্যক্তি ওমরার এহরাম বাঁধিয়াছে অথচ তাহার কাপড়ে ও দেহে সুগন্ধি লাগানো রহিয়াছে সে ব্যক্তি সম্বন্ধে ফয়সালা কি? এই কথা শুনিয়া নবী করীম (দঃ) কিছুক্ষন চুপ থাকিলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার উপর অহী নাজেল হইতে শুরু করিল। ওমর (রাঃ) তখন ইয়ালা (রাঃ)কে ইশারা করিলে ইয়ালা (রাঃ) আগাইয়া আসিলেন। সেই সময় রসুল (দঃ) এর গায়ের উপর একখানা কাপড় টানাইয়া ছায়া করা হইয়াছিল। ইয়ালা (রাঃ) তখন কাপড়ের মধ্যে মাথা ঢুকাইয়া দেখিতে পাইলেন যে রসুলাল্লাহ (দঃ) এর মুখমন্ডল লৌহিতবর্ণ ধারন করিয়াছে আর নিদ্রিত ব্যক্তির ন্যায় তাঁহার নাক হইতে শব্দ বাহির হইতেছে। এই অবস্থা দূরীভূত হইলে নবী করীম (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন- ওমরা সম্বন্ধে যে ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিয়াছিল সে কোথায়? লোকটিকে উপস্থিত করা হইলে তিনি বলিলেন- তোমার শরীরের সুগন্ধি তিনবার[১] করিয়া ধুইয়া ফেল। শরীর হইতে জুব্বাটি খুলিয়া ফেল এবং হজ্ব সমাপনের সময় যাহা কিছু কর ওমরাতেও তাহাই কর। (১। আতা (রাঃ) এর মতে তিনবার ধুইয়া ফেলার নির্দ্দেশ পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য ছিল।)

হাদীস- ৯৩৯। সূত্র- হযরত সাঈদ ইবনে জোবায়ের (রাঃ)- **এহরাম অবস্থায় সুগন্ধি।**

ইবনে ওমর (রাঃ) এহরাম অবস্থায় জয়তুন তেল মর্দন করিতেন। বিষয়টি আমি ইবরাহীম[১] (রঃ) এর নিকট বর্ণনা করিলে তিনি বলিলেন- তুমি তাঁহার এই বর্ণনা কি করিবে? আয়েশা (রাঃ) হইতে আশওয়াদ আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন- এহরাম অবস্থায় তিনি যে সুগন্ধি ব্যবহার করিতেন রসুলুল্লাহ (দঃ) এর সিঁথিতে তাহার চাকচিক্য যেন আমি এই মুহূর্তেও দেখিতে পাইতেছি। [১। মোহাদ্দেস]

হাদীস- ৯৪০। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **এহরামে সুগন্ধি।**

এহরাম বাঁধার সময়, এহরাম খোলার সময় এবং খানায়ে কা'বা তওয়াফ করার পূর্বে আমি রসুলুল্লাহ (দঃ)কে সুগন্ধি লাগাইয়া দিতাম।

হাদীস- ৯৪১। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **এহরামের পূর্বে সুগন্ধি লাগান।**

আমি রসুল (দঃ)কে সুগন্ধি লাগাইয়া দিয়াছি। তিনি স্ত্রীগণের সহবাসে গোসল করিয়া এহরাম বাঁধিলেন। ঐ সময় শরীর হইতে সুগন্ধি নির্গত হইতেছিল।

YQADRI.BLOGSPOT.C

হাদীস- ৯৪২। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **এহরামের সময় সুগন্ধি ব্যবহার।**

এহরাম অবস্থায় নবী করীম (দঃ) এর মাথায় সুগন্ধির নিদর্শন এখনও আমার নজরে ভাসে।

হাদীস- ৯৪৩। সূত্র- হযরত নাফে (রাঃ)- **হজ্ব ও ওমরার নিয়ম একই।**

হাজ্জাজ বিন ইউসুফ কর্তৃক আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ) এর বিরুদ্ধে সৈন্য পরিচালনা করার বৎসর ইবনে ওমর (রাঃ) এর পুত্রগন তাঁহাদের পিতাকে কয়েক রাত ধরিয়া সেই বৎসর হজ্বে না যাওয়ার জন্য বুঝাইয়াছিলেন এই আশংকায় যে সেই বৎসর তাঁহার মক্কা প্রবেশে বাধার সৃষ্টি করা হইবে। ইহা শুনিয়া আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন- আমরা রসুলুল্লাহ (দঃ) এর সাথে হজ্ব আদায়ের উদ্দেশ্যে মক্কার দিকে রওয়ানা হইয়াছিলাম। কিন্তু কাফের কোরায়েশরা বাইতুল্লার পথে বাধা হইয়া দাঁড়াইল। সুতরাং নবী করীম (দঃ) তাঁহার কোরবানীর পশু জবাই করিলেন ও মাথা মুড়াইলেন। আমি তোমাদেরকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি- আমি নিজের উপর ওমরাকে ওয়াজেব করিয়া নিয়াছি। ইনশাআল্লাহ রওয়ানা হইয়া যাইব। আমার ও বাইতুল্লার মাঝে কোন বাধা না থাকিলে তওয়াফ করিব আর বাধার সৃষ্টি করা হইলে নবী করীম (দঃ) যেমন করিয়াছিলেন আমি তেমনই করিব। সেই সময়[১] তো আমি তাঁহার[২] সঙ্গেই ছিলাম। তিনি জুলহোলায়ফা হইতে ওমরার এহরাম বাঁধিয়া নিলেন এবং কিছুক্ষণ পথ চলিলেন। তারপর বলিলেন, হজ্ব ও ওমরার অবস্থাতো একই। আমি তোমাদেরকে সাক্ষী রাখিয়া বলিতেছি, আমি আমার ওমরার সাথে হজ্বও নিজের জন্য ওয়াজেব করিয়া নিয়াছি। সুতরাং তিনি হজ্ব ও ওমরার এহরাম তখন না খুলিয়া কোরবানীর দিন খুলিলেন এবং কোরবানী দিলেন। তিনি বলিতেন- আমরা ততক্ষন এহরাম খুলিব না যতক্ষন একই সাথে মক্কায় প্রবেশের দিন হজ্ব ও ওমরা উভয়টির জন্য একটি তওয়াফ করিয়া না নেই। [১, ৬ষ্ঠ হিজরীতে হোদায়বিয়ায়। ২। রসুল (দঃ) এর]

হাদীস- ৯৪৪। সূত্র- হযরত মেসওয়ার (রাঃ)- **মাথা মুড়াইয়া এহরাম মুক্ত।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) মাথার চুল ফেলিবার পূর্বেই পশু জবাই করিয়াছিলেন। তিনি সাহাবীদেরকেও তাহা করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন।

হাদীস-৯৪৫। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু কাতাদাহ (রাঃ)- **এহরাম বিহীন ব্যক্তির শিকারের গোশত খাওয়া যায়।**

আমার পিতা হোদায়বিয়ার বছর গিয়াছিলেন। নবী করীম (দঃ) এবং সাহাবারা এহরাম বাঁধিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি এহরাম বাঁধেন নাই। দুশমন যুদ্ধ করিতে চায় শ্রবনে নবী করীম (দঃ) রওয়ানা হইয়া গেলেন। আমার পিতা সাহাবাদের সাথে ছিলেন। সাহাবারা একে অপরের দিকে চাহিয়া

YOADRI.BLOGSPOT.

হাসিতে থাকিলে তিনি তাকাইয়া একটি জংলী গাধা দেখিলেন। সাহাবাদের নিকট সাহায্য চাহিলে তাহারা সাহায্য করিতে অস্বীকার করা[১] সত্ত্বেও আমার পিতা বর্শা নিক্ষেপে উহাকে শিকার করিলেন। সকলে উহার গোশত খাওয়ার পর নবী করীম (দঃ) হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আশংকা করিতে লাগিলেন। আমার পিতা নবী করীম (দঃ)কে তালাশ করার জন্য তাহার ঘোড়াকে কখনও দ্রুত এবং কখনও ধীরে চালাইয়াছিলেন। রাতের মধ্যভাগে বনি গিফার গোত্রের এক ব্যক্তির সাক্ষাত পাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে নবী করীম (দঃ) তাহেন নামক জায়গায় সুকাইয়াতে মধ্যাহ্ন নিদ্রারত রহিয়াছেন। আমার পিতা সেখানে গিয়া বলিলেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার সাহাবীরা আপনাকে সালাম পাঠাইয়াছে ও আপনার প্রতি আল্লাহর রহমতের জন্য দোয়া করিয়াছে। তাঁহারা সবাই আপনার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আশংকায় আশঙ্কিত। আপনি তাহাদের জন্য অপেক্ষা করুন। অতঃপর আমার পিতা বলিলেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি একটি জংলী গাধা শিকার করিয়াছি এবং তাহার অবশিষ্ট গোশত আমার নিকট আছে। নবী করীম (দঃ) সবাইকে জিজ্ঞাসা করিলেন- তাহারা কেহ শিকারে সাহায্য করিয়াছে কিনা বা ইশারায় দেখাইয়াছে কিনা। সবাই 'না' বলার পর তিনি বলিলেন- খাও- অথচ তাঁহারা এহরাম বাঁধা অবস্থায় ছিলেন। [১। এহরাম বাঁধা ছিল বলিয়া]

হাদীস-১৪৬। সূত্র- হযরত সা'ব ইবনে জাস্সামা লাইসী (রাঃ)-
এহরাম অবস্থায় জংলী গাধা উপহার গ্রহন না করা।

বর্ণনাকারী রসূলুল্লাহ (দঃ)কে একটি জংলী গাধা উপহার পাঠাইলে রসূল (দঃ) তাহা গ্রহন না করিয়া ফেরৎ পাঠাইলেন। দানকারীর অবয়বে অসন্তুষ্টির ভাব দেখিয়া রসূল (দঃ) বলিলেন- তোমার দান গ্রহণ না করার একমাত্র কারণ এই যে আমরা এহরাম বাঁধা অবস্থায় রহিয়াছি।

হাদীস-১৪৭। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **এহরাম অবস্থায় পাঁচ প্রকার প্রাণী বধ করা জায়েজ।**

রসূল (দঃ) বলিয়াছেন- পাঁচ প্রকারের জীব আছে যাহা এহরাম অবস্থায়ও বধ করা জায়েজ- (১) কাক, (২) চিল, (৩) ইঁদুর, (৪) বিচ্ছু ও (৫) কামড়ানোর আশংকাময় কুকুর।

হাদীস-১৪৮। সূত্র- হযরত ইবনে বোহায়না (রাঃ)- **এহরাম অবস্থায় রক্তমোক্ষন করা।**

নবী করীম (দঃ) এহরাম অবস্থায় 'লাহয়ো জামাল' নামক স্থানে পৌছিয়া স্বীয় মাথার মধ্যস্থলে রক্ত মোক্ষণ করিয়াছিলেন।

হাদীস-১৪৯। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **এহরাম অবস্থায় বিবাহ।**

নবী করীম (দঃ) মায়মুনা (রাঃ)কে এহরাম অবস্থায় বিবাহ করিয়াছিলেন।

YOADRI.BLOGSPOT

হাদীস-১৫০। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **এহরাম অবস্থায় ব্যবহার্য।**

একব্যক্তি দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল- ইয়া রাসুলাল্লাহ! এহরাম অবস্থায় কি ধরণের কাপড় পরার আদেশ করিতেছেন? উত্তরে নবী করীম (দঃ) বলিলেন- কামিজ, পায়জামা, পাগড়ী এবং দস্তানা পরিবে না। কাহারও জুতা না থাকিলে সে মোজা[১] পরিবে এবং গোড়ালীর নীচ হইতে বাকি অংশ কাটিয়া ফেলিবে। জাফরান বা ওয়ারস লাগানো কাপড় পরিবে না। এহরাম বাঁধা মেয়েরা মুখে নেকাব ও হাতে দস্তানা পরিবে না। [১। চামড়ার মোজা]

হাদীস-১৫১। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হোনাইন (রাঃ)- **এহরাম অবস্থায় মাথা ধোয়া।**

এহরাম বাঁধা অবস্থায় মাথা ধুইতে পারে কিনা ইহা নিয়া আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও মিসওয়ার ইবনে মাখরামার মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিল। প্রথম জন বলিলেন, মহরেম ব্যক্তি মাথা ধুইতে পারে কিন্তু দ্বিতীয় জন বলিলেন, মহরেম ব্যক্তি মাথা ধুইতে পারে না। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) আমাকে আবু আইয়ুব আনসারীর নিকট পাঠাইলেন। আমি গিয়া দেখিলাম তিনি কাপড়ের আড়ালে গোসল করিতেছেন। তাঁহাকে সালাম দিয়া আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিলে তিনি হাত দ্বারা কাপড় নীচু করিলেন- যাহাতে তাঁহার মাথা দেখা যায়। তিনি পানি ঢালনরত ব্যক্তিকে তাঁহার মাথায় পানি ঢালিতে বলিলে সে ব্যক্তি পানি ঢালিল। তিনি তখন দুই হাত দ্বারা মাথা নাড়া দিয়া হাত দুইখানা একবার সামনে আনিলেন আবার পেছনে নিলেন। অতঃপর বলিলেন- আমি রসূল (দঃ)কে এইভাবে করিতে দেখিয়াছি।

হাদীস- ১৫২। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **হেরেম শরীফের নিকট তলবিয়া না পড়া।**

তিনি হেরেম শরীফের নিকটবর্তী হইলে পর তলবিয়া পড়িতেন না এবং জি-তুয়া নামক স্থানে রাত্রি যাপন করিতেন। তথায় ফজরের নামাজ আদায় করিতেন। অতঃপর গোসল করিতেন। তিনি বর্ণনা করিতেন যে নবী করীম (দঃ) এইরূপ করিতেন।

হাদীস- ১৫৩। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)-**মক্কায় প্রবেশ ও বহির্গমনের পথ।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) মক্কাশরীফে ছানিয়াতুল ও'লইয়া- উর্দ্ধপ্রান্তের 'কাদা' নামক পথে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং ছানিয়াতু ছোফলা- নিম্ন প্রান্তের পথে বাহির হইয়া আসিয়াছিলেন।

হাদীস- ১৫৪। সূত্র- হযরত আবদুর রহমান শোবা, কাতাদাহ ও আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)- **কেয়ামতের পূর্বে হজ্বব্রত পরিত্যাক্ত হইবে।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- ইয়াজুজ মাজুজের আবির্ভাবের পরও বাইতুল্লার হজ্ব ও ওমরা হইতে থাকিবে। যতদিন পর্যন্ত না বাইতুল্লার হজ্ব করা বন্ধ হইবে ততদিন পর্যন্ত কেয়ামত হইবে না।

YQADRI.BLOGSPOT.

হাদীস-১৫৫। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **উটের উপর থাকিয়া তওয়াফ ও হজরে আসওয়াদে চুমু।**

বিদায় হজ্বের সময় নবী করীম (দঃ) তাঁহার উষ্ট্রীর উপর আরোহন করিয়া তওয়াফ করিয়াছেন এবং লাঠির সাহায্যে হজরে আসওয়াদে চুমু দিয়াছেন।

হাদীস-১৫৬। সূত্র- হযরত উম্মে সালামাহ (রাঃ)- **অসুস্থতাবস্থায় সওয়ারীর উপর বসিয়া তওয়াফ করা।**

নবী করীম (দঃ) এর হজ্ব সমাপনান্তে মদীনা যাত্রার প্রস্তুতি কালে আমি অসুস্থতার দরুন বিদায় তওয়াফ করি নাই জানাইলে নবী করীম (দঃ) বলিলেন- ফজরের নামাজের জামাত দাঁড়াইলে উটে চড়িয়া লোকদের পেছন দিয়া তওয়াফ করিয়া নিও। আমি তাহাই করিলাম এবং তওয়াফের দুই রাকাত নামাজ বাহিরে পড়িয়া নিলাম। আমি যখন তওয়াফ করিতেছিলাম তখন রসূলুল্লাহ (দঃ) বাইতুল্লাহ সংলগ্ন স্থানে নামাজ পড়িতেছিলেন। তিনি সূরা ওয়াত্তূর পাঠ করিতেছিলেন।

হাদীস-১৫৭। সূত্র- হযরত আবুশ শা'ছা (রঃ)-**বাইতুল্লার প্রত্যেক কোন স্পর্শ করা।**

মোয়াবিয়া (রাঃ) বাইতুল্লাহ শরীফের প্রত্যেক কোনই স্পর্শ করিতেন। ইবনে আব্বাস (রাঃ) তাঁহাকে বাধা দিয়া দুইটি কোন স্পর্শ করার বিধান নাই বলিলে তিনি বলিলেন- বাইতুল্লাহর কোন কোনই পরিত্যক্ত নহে। আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়ের (রাঃ)ও প্রত্যেক কোন স্পর্শ করিতেন।

হাদীস-১৫৮। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **কেবল দুই কোণে চুমু দেওয়া।**

দুইটি রোকনে ইয়েমেনী ব্যতীত আমি নবী করীম (দঃ)কে বাইতুল্লার আর কোন কিছুতেই চুমু দিতে দেখি নাই।

হাদীস-১৫৯। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **উত্তর দিকের কোনকে ইসতিলাম না করার কারণ।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- ইহা তোমার জানা নাই কি যে তোমার বংশধররা কা'বা শরীফ পুনঃনির্মাণকালে ইহাকে ইব্রাহীম (আঃ) এর ভিত্তি হইতে ছোট করিয়া দিয়াছিল? তিনি কা'বাঘরকে ইব্রাহীম (আঃ) এর মূল ভিত্তির উপর স্থাপিত করিয়া পূনঃনির্মাণ করিবেন কিনা জিজ্ঞাসার উত্তরে রসূল (দঃ) বলিয়াছিলেন, তোমার বংশধরেরা যদি নও মুসলিম না হইত তবে আমি তাহা করিতাম। (আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের এই হাদীস হইতে ধারণা হইয়াছে যে নবী করীম (দঃ) এর কা'বা ঘরের উত্তর দিকের কোণ দুইটি এসতিলাম না করার কারণ হইল উক্ত কোণ দুইটি মূলভিত্তির উপর না থাকা।)

হাদীস-১৬০। সূত্র- হযরত ইবনে জোরায়েজ (রাঃ)- **নারী পুরুষের একত্রে তওয়াফ করা।**

বাদশাহ হেশাম ইবনে আবদুল মালেক কর্তৃক নিয়োজিত আমিরুল হজ্ব ইব্রাহীম ইবনে হেশাম নারীগণের প্রতি পুরুষের সঙ্গে একত্রে তওয়াফ

করার নিষেধাজ্ঞা জারি করিলে প্রসিদ্ধ তাবেয়ী আ'তা বলিলেন- ইহা কিরূপে হইতে পারে যখন নবী করীম (দঃ) এর স্ত্রীগনও পুরুষদের তওয়াফ করাকালেই তওয়াফ করিয়াছেন? ইহা পর্দার আদেশ জারী হওয়ার পরের ঘটনা কিনা জিজ্ঞাসার উত্তরে তিনি বলিলেন- নারীগণ পুরষগণের সঙ্গে একত্রিত হইতেন না। আয়েশা (রাঃ) পুরুষদের তওয়াফকালীন সময়ে তওয়াফ করিতেন বটে তবে পুরুষগণ হইতে পৃথক থাকিয়া তওয়াফ করিতেন, তাহাদের সঙ্গে হইতেন না। ভীড় ঠেলিয়া হজরে আসওয়াদে চুম্বন করার অনুরোধে আয়েশা (রাঃ) রাগান্বিত স্বরে বলিয়াছিলেন- দূর! নারীগণ বিশেষরূপে রাত্রিকালে আসিতেন এবং পুরুষদের তওয়াফ করাকালীন কিনারায় তওয়াফ করিতেন। বাইতুল্লাহ শরীফের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে হইলে তাহারা প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা করিতেন এবং পুরুষগণকে ভিতর হইতে বাহির করা হইলে তাহারা প্রবেশ করিতেন।

হাদীস-৯৬১। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **তওয়াফ কালে কাহারও বন্ধনমুক্ত করা।**

নবী করীম (দঃ) একদা তওয়াফকালে দেখিতে পাইলেন যে এক ব্যক্তি নিজেকে দড়ি দ্বারা বাঁধিয়াছে এবং অন্য ব্যক্তি ঐ দড়ি ধরিয়া তাহাকে পশুর ন্যায় টানিয়া নিতেছে।[১] রসূলুল্লাহ (দঃ) স্বহস্তে ঐ দড়ি কাটিয়া দিলেন এবং বলিলেন- প্রয়োজন হইলে তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাও। [১। অন্ধকারযুগের মকসুদ পূরনের জন্য ও পুণ্য অর্জনের জন্য কু প্রথা]

হাদীস-৯৬২। সূত্র- হযরত ওরওয়াহ (রাঃ)-**মাকরূহ সময়ে নামাজ না পড়া।**

কতিপয় ব্যক্তি ফজর নামাজান্তে তওয়াফ করিয়া ওয়াজ শুনিতে বসার পর সূর্য্যোদয়ের নিকটবর্তী সময়ে তওয়াফের নামাজে দাঁড়াইলে আয়েশা (রাঃ) বলিলেন-তাহারা বসিয়াছিল, তবুও নামাজের জন্য মাকরূহ সময় থাকিতেই নামাজে দাঁড়াইল।[১] [১। সূর্য্যোদয়ের পর তওয়াফের নামাজ পড়ার নির্দ্দেশ]

হাদীস-৯৬৩। সূত্র- হযরত ওমর (রাঃ)- **হাজীদেরকে পানি পান করানোর খেদমত।**

বিদায় হজ্বের সময় রসূল (দঃ) এর চাচা আব্বাস (রাঃ) হাজীদের পানি পান করানোর খেদমত তদারকির উদ্দেশ্যে মিনায় অবস্থানের নির্দ্দিষ্ট তারিখ ১০ হইতে ১৩ পর্যন্ত রাত্রিবেলা মক্কায় থাকিতে চাহিলে রসূল (দঃ) তাঁহাকে অনুমতি দিলেন।

হাদীস-৯৬৪। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **পানি পান করানোর মর্য্যাদা।**

নবী করীম (দঃ) পানি পানের স্থানে উপস্থিত হইয়া পানি পানের ইচ্ছা করিলেন। আব্বাস (রাঃ) স্বীয় পুত্র ফজলকে রসূল (দঃ) এর জন্য অন্দর হইতে খাস পানি আনিবার আদেশ করিলে নবী করীম (দঃ) সর্বসাধারণের পানি হইতেই পান করিতে চাহিলেন। আব্বাস (রাঃ) বলিলেন- এই পানির

মধ্যে সর্বসাধারণ হাত ডিজাইয়া থাকেন কাজেই রসূল (দঃ)-এর জন্য বিশেষ পানির ব্যবস্থা করা হইতেছে। রসূল (দঃ) পুনরায় সর্বসাধারণের জন্য প্রস্তুত পাত্র হইতেই পান করিতে চাহিলেন এবং সেই পাত্র হইতে পান করিয়া 'জমজম' কূপের নিকটবর্তী আসিলেন। সেখানে বহু লোক পানি পান করিতেছিল এবং কিছু লোক পরিশ্রম করিয়া পানি পান করাইতেছিল। নবী করীম (দঃ) তাহাদিগকে বলিলেন- তোমরা অতি উত্তম কাজ করিতেছ। তোমাদের উপর সকলের ভিড় হওয়ার আশঙ্কা না থাকিলে আমিও দড়ি লইয়া তোমাদের সঙ্গে পানি পান করাইবার কাজে অংশ নিতাম।

হাদীস-১৬৫। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **জমজমের পানি দাঁড়াইয়া পান করা।**

আমি নিজে রসূলুল্লাহ (দঃ)কে জমজমের পানি পান করাইয়াছি। তিনি উহা দাঁড়াইয়া পান করিয়াছেন।

হাদীস- ১৬৬। সূত্র- হযরত ওরওয়াহ (রাঃ)- **সাফা মারওয়ায় সাঈ করা।**

আমি আয়েশা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম- মহান আল্লাহতা'লার এই বাণী সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? "নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শন সমূহের অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং যে কেউ এই গৃহে হজ্জ বা ওমরা করে, তাহার জন্য এতদুভয়ের প্রদক্ষিন করা দোষনীয় নহে এবং যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় সৎকর্ম করে তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ অভিজ্ঞ গুনগ্রাহী।" (পারা ২ সূরা ২ আয়াত ১৫৮) সুতরাং মনে হইতেছে সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ না করিলে কাহারও কোনরূপ গোনাহ হইবে না। ইহা শুনিয়া আয়েশা (রাঃ) বলিলেন- তুমি অত্যন্ত খারাপ কথা বলিলে হে ভ্রাতুষ্পুত্র। যদি তোমার ব্যাখ্যা ঠিক হইত তবে আয়াতটি হইত- তাহার কোন গোনাহ নাই যদিও সে এই দুইটির মাঝে তওয়াফ না করে। কিন্তু আয়াতটি আনসারদের জন্য নাজেল হইয়াছে। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তাহারা মানাত মূর্তির উদ্দেশ্যে এহরাম বাঁধিত। মোশাআল্লার নিকট স্থাপিত এই মূর্তিটিরই তাহারা পূজা করিত। ইসলাম গ্রহনের পর তাহারা রসূলুল্লাহ (দঃ)কে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে উক্ত আয়াত নাজেল হয়। আয়েশা (রাঃ) আরও বলিলেন- এই দুইটি পাহাড়ের মাঝে সাঈ করা রসূলুল্লাহ (দঃ) সুন্নত করিয়াছেন। সুতরাং ইহা পরিত্যাগ করার এক্তিয়ার কাহারও নাই।

এই কথাগুলি আবু বকর ইবনে আবদুর রহমানকে জানাইলে তিনি বলিলেন- ইহাই তো সত্যিকারের জ্ঞানের কথা। এইরূপ কথাতো শুনি নাই। অবশ্য আমি জ্ঞানী ব্যক্তিদের কিছু লোককে আয়েশা (রাঃ) যাহা বলিয়াছেন তাহা ব্যতীত অন্য কিছু বলিতে শুনিয়াছি। তাহা এই যে- যে সকল লোক মানাতের উদ্দেশ্যে এহরাম বাঁধিত তাহারা সবাই সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ করিত। কিন্তু কোরআনে আল্লাহ যখন শুধুমাত্র বাইতুল্লার তওয়াফের কথা উল্লেখ করিলেন কিন্তু সাফা-মারওয়ার কথা

YQADRI.BLOGSPOT.CO

উল্লেখ করিলেন না তখন লোকেরা আসিয়া বলিল- ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা সাফা ও মারওয়ার তওয়াফ করিতাম। কিন্তু মহান আল্লাহতা'লা শুধু মাত্র বাইতুল্লাহর কথা বলিয়া আয়াত নাজেল করিয়াছেন, সাফা মারওয়ার কথা উল্লেখ করেন নাই। সুতরাং, আমরা যদি সাফা মারওয়ার তওয়াফ করি তাহা হইলে কি কোন গোনাহ হইবে? তখন আল্লাহতা'লা উক্ত আয়াত নাজেল করিলেন।

আবুবকর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন- আমি শুনিতে পাই যে এই আয়াতটি ঐ দুই দল লোক সম্পর্কে নাজেল করিয়াছেন যাহারা জাহেলিয়াতের সময়ে সাফা ও মারওয়ার মাঝে তওয়াফ করাকে গোনাহ মনে করিত এবং যাহারা ইহার তওয়াফ করিত কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পর তওয়াফ করাকে গোনাহ মনে করিতে শুরু করিল। কেননা, আল্লাহতা'লা কেবল বাইতুল্লার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, সাফা মারওয়ার কথা উল্লেখ করেন নাই। এই কারণে বাইতুল্লাহর তওয়াফের কথা উল্লেখের পর সাফা-মারওয়ার কথা উল্লেখ করিলেন। [১। পূর্বে]

হাদীস-১৬৭। সূত্র- হযরত আবদুল আজিজ ইবনে রোফায় (রাঃ)- **নামাজের স্থান।**

আবদুল আজিজ ইবনে রোফায় (রাঃ) আনাস (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন- নবী করীম (দঃ) ৮ই জিলহজ্ব তারিখে জোহর ও আসরের নামাজ কোথায় পড়িয়াছিলেন? তিনি বলিলেন- মিনায়। অতঃপর জিজ্ঞাসা করিলেন- মিনা হইতে প্রত্যাবর্তন কালে আসরের নামাজ কোথায় পড়িয়াছিলেন? তিনি বলিলেন- আবতাহ[১] নামক স্থানে। অতঃপর আনাস (রাঃ) বলিয়াছেন- এই বিবরনের অনুসরন সুন্নত বটে তবে ইহা সুযোগ সুবিধা সাপেক্ষ। ওয়াজেব বা সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ নহে। [১। মোহাস্সাব]

হাদীস-১৬৮। সূত্র- হযরত মুহম্মদ ইবনে আবুবক্কর সাকাফী (রাঃ)- **মিনা হইতে আরাফার পথে পাঠ।**

মিনা হইতে আরাফাতের দিকে যাওয়ার সময় আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) কে জিজ্ঞাসা করা হইল। আজ আপনারা রসূলুল্লাহ (দঃ) এর সাথে থাকিয়া কি কি করিয়াছেন? তিনি বলিলেন- আমাদের মধ্য হইতে তলবিয়া পাঠকারীরা তলবিয়া পাঠ করিতেছিলেন এবং তকবীর উচ্চারণকারীরা তকবীর উচ্চারন করিতেছিল। তিনি[১] নিষেধ করেন নাই। [১। রসূল (দঃ)]

হাদীস-১৬৯। সূত্র- হযরত সালেম ইবনে আবদুল্লা ইবনে ওমর (রাঃ)- **হজ্বে সুন্নতের পায়রবী।**

শাসনকর্তা আবদুল মালেক হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফকে লিখিয়া পাঠাইলেন- হজ্বের ব্যাপারে যেন ইবনে ওমর (রাঃ)কে অনুসরন করা হয়। আরাফাতের দিনে সূর্য্য ঢলিয়া পড়ার পর ইবনে ওমর (রাঃ) হাজ্জাজের তাবুর নিকট গিয়া চিৎকার করিয়া ডাকিলেন। হাজ্জাজ জাফরানী রঙের

YOADRI.BLOGSPOT.C

চাদর পরিহিত অবস্থায় বাহির হইয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি ব্যাপার? তিনি বলিলেন- যদি সুন্নতের অনুসরন করিতে চান তাহা হইলে এখন যাইতে হইবে। হাজ্জাজ বলিলেন- এখনই কি যাইতে হইবে? তিনি বলিলেন- হ্যাঁ, এখনই যাইতে হইবে। হাজ্জাজ বলিলেন- অবকাশ দিন, গোসল করিয়া বাহির হই। ইবনে ওমর (রাঃ) সওয়ারী হইতে অবতরন করিয়া হাজ্জাজের বাহির হইয়া আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করিলেন। হাজ্জাজ আমার ও আমার পিতার মাঝখানে থাকিয়া চলিতে লাগিলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম-যদি আপনি সুন্নতের অনুসরন করিতে চান তবে খোৎবা সংক্ষিপ্ত করিবেন এবং ওকুপ দ্রুত শেষ করিয়া নামাজের জন্য জলদি করিবেন। ইহা শুনিয়া হাজ্জাজ জিজ্ঞাসু নেত্রে বারবার ইবনে ওমর (রাঃ) এর দিকে তাকাইলে তিনি বলিলেন- সালেম ঠিকই বলিয়াছে।

হাদীস-১৭০। সূত্র- হযরত ওরওয়া (রাঃ)-**আরাফাত হইতে প্রত্যাবর্তন সকলের জন্য।**

কোরায়েশরা ব্যতীত অন্য সকলে জাহেলযুগে উলঙ্গ হইয়া তওয়াফ করিত। কোরায়েশগণ নেকী মনে করিয়া লোকদিগকে কাপড় দান করিত। পুরুষরা পুরষদিগকে এবং নারীরা নারীদিগকে কাপড় দিত। তাহারা এই কাপড়ে তওয়াফ করিত। যাহাদিগকে কোরায়েশরা কাপড় দিতনা তাহারা উলঙ্গ হইয়াই তওয়াফ করিত। সকলে আরাফাত হইতে যাত্রা করিয়া প্রত্যাবর্তন করিত কিন্তু কোরায়েশরা মোজদালেফা হইতে প্রত্যাবর্তন করিত। আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত- ''অতঃপর যেখান হইতে লোকে প্রত্যাবর্তন করে, তোমরাও প্রত্যাবর্তন কর এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। (পারা ২ সূরা ২ আয়াত ১৯৯) এই আয়াতটি কোরায়েশদের সম্পর্কেই নাজেল হয়।

হাদীস-১৭১। সূত্র- হযরত জোবায়ের ইবনে মোতয়েম (রাঃ)- **আরাফাত হইতে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে।**

ইসলাম গ্রহণের পূর্বে একবার আমার একটি উট হারাইয়া গেলে উহার তালাশে আমি আরাফার ময়দানে পৌছিয়া দেখিলাম নবী করীম (দঃ) আরাফার ময়দানে অবস্থানরত। আমি ভাবিলাম- ইনিতো কোরায়েশ বংশের। ইনি কেন এইখানে আসিয়াছেন?

হাদীস-১৭২। সূত্র- হযরত উসামা (রাঃ)- **আরাফা হইতে প্রত্যাবর্তনে চলার ধরন।**

উসামা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইল- নবী করীম (দঃ) বিদায় হজ্বে আরাফা হইতে মোজদালেফা প্রত্যাবর্তনে কিরূপ চলনে চলিয়াছিলেন? তিনি বলিলেন- সাধারনতঃ দ্রুত চলনে। আর পথ ফাঁকা পাইলে অধিকতর দ্রুত চলিয়াছেন।

YOADRI.BLOGSPOT.COM

হাদীস-১৭৩। সূত্র- হযরত নাফে (রাঃ)- **প্রত্যাবর্তনকালে অবতরন।**

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) আরাফা হইতে মোজদালেফা প্রত্যাবর্তন কালে পাহাড়ের সেই বাঁকে যাইতেন যেইখানে রসুলুল্লাহ (দঃ) প্রস্রাব ত্যাগ করিতে গিয়াছিলেন। তিনি তথায় যাইয়া প্রস্রাব করিতেন এবং অজু করিতেন কিন্তু নামাজ মোজদালেফায় পৌছিয়া পড়িতেন।

হাদীস-১৭৪। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **উট দ্রুত ছুটাইবার মধ্যে পূন্য নাই।**

আরাফা হইতে মোজদালেফা প্রত্যাবর্তনকালে নবী করীম (দঃ) পেছন দিকে উট দৌড়াইবার হাঁকাহাঁকি ও পিটাপিটির শব্দ শুনিতে পাইয়া চাবুক হস্তে ইশারা করিয়া লোকদিগকে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখিতে আদেশ করিলেন। তিনি বলিলেন- হে লোকসকল! শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা তোমাদের বিশেষ কর্তব্য। উট দ্রুত ছুটাইবার মধ্যে কোন পূন্য নাই।

হাদীস-১৭৫। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **দুই ওয়াক্তের নামাজ একসাথে পড়া।**

নবী করীম (দঃ) মোজাদালেফায় মাগরেব ও এশার নামাজদ্বয় ভিন্ন ভিন্ন একামত দ্বারা একই ওয়াক্তে পড়িয়াছেন এবং উভয় নামাজের মধ্যবর্তী বা শেষে কোন নামাজ পড়েন নাই।

হাদীস-১৭৬। সূত্র- হযরত আবু আইউব আনসারী (রাঃ)- **দুই ওয়াক্তের নামাজ একত্রে পড়া।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) মোজদালেফায় বিদায় হজ্বের সময় মাগরেব ও এশার নামাজ একত্রে এশার সময়ে পড়িয়াছেন।

হাদীস-১৭৭। সূত্র- হযরত আবদুর রহমান ইবনে ইয়াজীদ (রাঃ)- **মোজদালেফায় নামাজ।**

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হজ্ব আদায় করিলেন। এশার নামাজের আজানের সময় বা তার কাছাকাছি সময়ে আমরা মোজদালেফায় গেলাম। তাঁহার আদেশে একব্যক্তি আজান দিল ও একামত বলিল। তখন তিনি মাগরিবের নামাজ পড়িলেন এবং আরও দুই রাকাত নামাজ পড়িলেন। অতঃপর তিনি রাতের খাবার খাইলেন। আমার মনে হয় ইহার পরই তিনি আজান ও একামতের নির্দ্দেশ দিলেন ও দুই রাকাত১ এশার নামাজ পড়িলেন। ফজরের সময় হইলে তিনি বলিলেন- নবী করীম (দঃ) এইদিনে, এই সময়ে, এই স্থানে এই নামাজ ছাড়া অন্য নামাজ পড়িতেন না। ঐ দুই ওয়াক্ত নামাজ তাহাদের প্রকৃত ওয়াক্ত হইতে সরাইয়া আদায় করা নামাজ,তাই মোজদালেফায় পৌছার পর মাগরীবের নামাজ আর ফজরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার সাথে সাথে ফজরের নামাজ আদায় করা হয়। তিনি নবী করীম (দঃ)কে এইরূপই করিতে দেখিয়াছেন। [১। কসর]

YQADRI.BLOGSPOT.COM

হাদীস-১৭৮। সূত্র- হযরত আমর ইবনে মায়মুন (রাঃ)- **সূর্য্যোদয়ের আগেই মোজদালেফা হইতে রওয়ানা।**

হজ্বের সময়ে আমি ওমর (রাঃ) এর সাথে ছিলাম। তিনি মোজদালেফায় ফজরের নামাজ পড়িলেন এবং অবস্থান করিলেন ও বলিলেন- মোশরেকরা সূর্য্য না উঠা পর্যন্ত রওয়ানা হইত না। তাহারা বলিত, "হে সাবির[১], আলোকিত হও।" আর নবী করীম (দঃ) ইহার বিপরীত করিতেন। সূর্য্য উদয়ের আগে ফর্সা হইয়া গেলেই মোজদালেফা হইতে রওয়ানা হইতেন। সুতরাং ওমর (রাঃ) সূর্য্য ওঠার আগেই যাত্রা করিলেন। [১। পাহাড়]

হাদীস-১৭৯। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **রাতে মোজদালেফা ত্যাগ।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) আমাকে রাত্রি বেলায়ই[১] মোজদালেফা হইতে মিনা পাঠাইয়াছিলেন। [১। নারী ও শিশুদের সঙ্গী করিয়া।]

হাদীস-১৮০। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে কায়সান[১]- **রাত্রে মোজদালেফা ত্যাগ।**

মোজদালেফায় আসমা (রাঃ) নামাজে[২] দাঁড়াইলেন। ঘন্টাখানেক পর জিজ্ঞাসা করিলেন- চন্দ্র অস্তমিত হইয়াছে কিনা। না বাচক উত্তর শুনিয়া তিনি পুনরায় নামাজ পড়িতে শুরু করিলেন এবং আরও ঘন্টাখানেক পর পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন- চন্দ্র অস্তমিত হইয়াছে কিনা। চন্দ্র অস্তমিত হইয়াছে শুনিয়া তিনি বলিলেন- এখনই যাত্রা করার সময়। জোমরাতে পৌঁছিয়া তিনি কঙ্কর মারিলেন এবং ফিরিয়া আসিয়া নিজের অবস্থানস্থলে ফজরের নামাজ আদায় করিলেন। অন্ধকার থাকিতেই নামাজ আদায় করা হইয়াছে বলা হইলে তিনি বলিলেন- রসূলুল্লাহ (দঃ) মেয়েদের জন্য ইহার অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। [১। আসমা (রাঃ) এর আজাদকৃত গোলাম। ২। তাহাজ্জুদ]

হাদীস-১৮১। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **নারীদের রাত্রে মোজদালেফা ত্যাগ।**

সবাই মোজদালেফায় পৌঁছিলে সওদা[১] (রাঃ) ভিড় এড়ানোর জন্য সবলোকের আগেই যাত্রার অনুমতি চাহিলে নবী করীম (দঃ) তাঁহাকে অনুমতি দিলেন। আমরা সেখানে রাত্রিযাপন শেষে নবী করীম (দঃ) এর সাথেই যাত্রা করিলাম। যদি আমিও সওদা (রাঃ) এর মত অনুমতি চাহিতাম তাহা হইলে তাহা আমার জন্য অত্যন্ত খুশীর[২] কারণ হইত। [১। নবীপত্নী- স্থূলদেহা মন্থর গতি সম্পন্না ২। ভিড়ের দরুন কষ্ট হইত না]

হাদীস -১৮২। সূত্র- হযরত সালেম (রাঃ)- **দুর্বলদের জন্য ভিন্ন ব্যবস্থা।**

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) তাঁহার পরিবারের দুর্বল লোকদিগকে আগে পাঠাইয়া দিতেন। তাহারা রাত্রিবেলা মোজদালেফাতে মাশআরে হারামের

নিকট অবস্থান করিয়া ইচ্ছা ও সাধ্যমত আল্লাহকে স্মরণ করিতেন। অতঃপর ইমামের ফিরিয়া আসার আগেই প্রত্যাবর্তন করিতেন। তাহাদের কেউ কেউ মিনাতে ফজরের নামাজ পড়ার জন্য আসিতেন এবং কেউ কেউ পরে আসিতেন। তাহারা আসিয়া জামরায়ে আকাবায় কঙ্কর মারিতেন। ইবনে ওমর (রাঃ) বলিতেন- ঐ সব লোকদের জন্য রসূলুল্লাহ (দঃ) এই ক্ষেত্রে কড়াকড়ি শিথিল করিয়া অনুমতি প্রদান করিয়াছেন।

হাদীস-১৮৩। সূত্র- হযরত আবু জামরা (রাঃ)- **তামাত্তো হজ্ব সুন্নত।**

তামাত্তো হজ্ব সম্পর্কে ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আমাকে ঐ হজ্ব করার আদেশ করিলেন। তাঁহাকে কোরবানী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, একটি উট বা গরু বা বকরী কিম্বা উট-গরুর সপ্তমাংশ। কিছু সংখ্যক লোক আমার অনুরূপ তামাত্তো হজ্ব করা নাপসন্দ করিল। আমি স্বপ্নে দেখিলাম এক ব্যক্তি আমাকে বলিতেছে, হজ্বও কবুল এবং তৎসঙ্গের ওমরাও কবুল। আমার স্বপ্ন বৃত্তান্ত শুনিয়া আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) আল্লাহু আকবর ধ্বনি দিলেন ও বলিলেন- তামাত্তো হজ্ব আবুল কাসেম (দঃ) এর সুন্নত। দৃষ্ট স্বপ্নের কারণে তিনি আমাকে তাঁহার অতিথি হইতে বলিলেন ও নিজস্ব মাল হইতে পুরস্কার দিতে চাহিলেন।

হাদীস-১৮৪। সূত্র- হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ)- **চুল ছোট করা।**

একবার আমি একখানা কাঁচি দ্বারা রসূলুল্লাহ (দঃ) এর চুল ছাঁটিয়া ছোট করিয়াছিলাম।

হাদীস-১৮৫। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **মাথা মুড়ান এবং চুল ছোট করা।**

বিদায় হজ্ব কালে নবী করীম (দঃ) এবং সাহাবাদের অনেকেই মাথা মুড়াইয়া ফেলিয়াছিলেন; কেহ কেহ চুল ছোট করিয়া কাটিয়াছিলেন।

হাদীস-১৮৬। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **মাথা মুড়ান এবং চুল ছোট করা।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) দোয়া করিলেন- ইয়া আল্লাহ! মাথা মুন্ডনকারীদের প্রতি রহমত বর্ষন কর। লোকেরা বলিল- ইয়া রসূলুল্লাহ! চুল কর্তনকারীদের প্রতিও১। তিনি বলিলেন- ইয়া আল্লাহ! মাথা মুন্ডনকারীদের প্রতি তোমার রহমত বর্ষন কর। সবাই বলিল- ইয়া রসূলুল্লাহ! চুল কর্তনকারীদের প্রতিও। তখন তিনি বলিলেন- আর চুল কর্তনকারীদের প্রতিও২, [১। রহমত বর্ষণ কর। ২। রহমত বর্ষণ কর।]

হাদীস-১৮৭। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **মাথা মুন্ডনকারীদের ফজিলত।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) একদিন এই বলিয়া দোয়া করিলেন- হে আল্লাহ! মাথা মুন্ডনকারীদেরকে ক্ষমা করিয়া দাও। ইহা শুনিয়া লোকেরা বলিল- মাথার

YQADRI.BLOGSPOT.CO

চুল কর্তনকারীদেরও¹। কিন্তু তিনি পুনরায় বলিলেন, হে আল্লাহ! মাথা মুণ্ডনকারীদেরকে ক্ষমা করিয়া দাও। লোকেরা আবারও বলিল- মাথার চুল কর্তনকারীদেরও। কিন্তু তিনি তিনবার বলার পর বলিলেন- চুল কর্তন কারীদেরকেও² [১। ক্ষমা করিয়া দাও বলুন। ২। ক্ষমা করিয়া দাও]

হাদীস-১৮৮। সূত্র- হযরত জাবের (রাঃ)- **কংকর মারার সময়।**

নবী করীম (দঃ) ১০ ই জিলহজ্জ কোরবানীর দিনে এক প্রহর বেলার পর এবং অবশিষ্ট কয়দিন সূর্য্য ঢলিয়া পড়ার পর কংকর মারিয়াছেন।

হাদীস-১৮৯। সূত্র- হযরত ওয়াবারা (রাঃ)- **কংকর মারার সময়।**

আমি ইবনে ওমর (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম- আমি কখন কংকর মারিব? তিনি বলিলেন- তোমার ইমাম¹ যখন মারিবে তখন মারিবে। পুনরায় প্রশ্ন করিলে তিনি বলিলেন- আমরা অপেক্ষা করিতাম এবং সূর্য্য ঢলিয়া পড়িলে কংকর মারিতাম। [১। আমিরুল হজ্জ]

হাদীস-১৯০। সূত্র- হযরত আবদুর রহমান ইবনে ইয়াজীদ (রাঃ)- **কোন স্থান হইতে কংকর মারিবে।**

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) উপত্যকার মধ্যভাগ¹ হইতে কংকর মারিলে আমি তাঁহাকে বলিলাম- হে আবদুর রহমানের পিতা! সবাইতো উপরিভাগ হইতে কংকর মারিয়া থাকে। তিনি বলিলেন- সেই মহান সত্তার শপথ যিনি ছাড়া মাবুদ নাই-ইহাই সেই জায়গা যেইখানে তাঁহার² উপর সূরা বাকারাহ নাজেল হইয়াছিল। [১। জামরাতুল আকাবা। ২। নবী করীম (দঃ)]

হাদীস-১৯১। সূত্র- হযরত আবদুর রহমান ইবনে ইয়াজীদ (রাঃ)- **কংকর সাতটি মারা।**

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) জামরাতুল কোবরা বা জামরাতুল আকাবায় পৌঁছিয়া বাইতুল্লাহ বামে এবং মিনাকে ডানে করিয়া সাতটি পাথরখণ্ড নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন- যে মহান ব্যক্তির প্রতি সূরা বাকারা¹ নাজেল হইয়াছে তিনি এই ভাবেই কংকর মারিয়াছেন। [১। হজ্জের নিয়ম কানুন সম্বলিত]

হাদীস-১৯২। সূত্র- হযরত সালেম (রাঃ)- **কংকর মারার নিয়ম।**

ইবনে ওমর (রাঃ) জামরাতুল উলায় সাতটি পাথরখণ্ড মারিতেন। প্রতিটি পাথর খণ্ড মারিবার সময় তিনি তকবীর বলিতেন। অতঃপর নরম ভূমিতে অবতরন করিয়া কেবলামুখী হইয়া দুই হাত উঠাইয়া দীর্ঘক্ষন দোয়া করিতেন। তারপর জামরাতুল উসতায় কংকর মারিতেন এবং বাঁ দিকে কিছুদূর চলিয়া নরম ভূমিতে অবতরন করার পর কেবলামুখী দাঁড়াইয়া দুই হাত তুলিয়া দোয়া করিতেন। দীর্ঘক্ষন দাঁড়াইয়া থাকার পর উপত্যকার মধ্যভাগ হইতে জামরাতুল আকাবাতে কংকর মারিতেন এবং সেখানে অবস্থান না করিয়া প্রত্যাবর্তন করিতেন। তিনি বলিতেন- এইসব কাজ আমি নবী করীম (দঃ)কে করিতে দেখিয়াছি।

হাদীস-১১৩। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **শেষ কাজ বাইতুল্লাহের তওয়াফ।**

লোকদেরকে এই মর্মে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছিল যে তাহাদের শেষ কাজ[১] হইবে বাইতুল্লাহর তওয়াফ[২] করা, তবে ঋতুবতী নারীদেরকে ইহা হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছিল। [১। হজ্ব সংক্রান্ত, ২। বিদায়ী তওয়াফ]

হাদীস-১১৪। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **শেষ কাজ তওয়াফ।**

নবী করীম (দঃ) জোহর, আসর, মাগরীব ও এশার নামাজ আদায়ের পর অল্প সময় মোহাস্সাব উপত্যকায় নিদ্রা গেলেন। তারপর বাইতুল্লার দিকে যাত্রা করিলেন এবং সেখানে পৌছিয়া বিদায়ী তওয়াফ করিলেন।

হাদীস-১১৫। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **হায়েজের সময় তওয়াফে জেয়ারত করা যাইবে না।**

উম্মুল মোমেনীন সাফিয়া (রাঃ) এর ঋতু আরম্ভ হওয়ার সংবাদ শুনিয়া রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন- সে কি আমাদের সকলকে অপেক্ষা করিতে বাধ্য করিবে? তাঁহাকে জানানো হইল যে সাফিয়া (রাঃ) তওয়াফে জেয়ারত শেষ করিয়াছেন, কেবল বিদায়ী তওয়াফ বাকী। ইহা শুনিয়া তিনি বলিলেন- তবে আর আটক থাকিতে হইবে না।

হাদীস-১১৬। সূত্র-হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-**তওয়াফে জেয়ারতের পর হায়েজ আসিলে রওয়ানা হইতে পারিবে।**

তওয়াফে জেয়ারতের পর যদি কোন নারীর হায়েজ দেখা দেয় তাহা হইলে তাহাকে রওয়ানা হইয়া যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। ইবনে ওমর (রাঃ) বলিতেন- ঐ নারী রওয়ানা হইয়া যাইবে না। পরে তিনি বলিতেন যে এইরূপ নারীদেরকে রওয়ানা হইয়া যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে।

হাদীস-১১৭। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)-**মোহাস্সাবে অবতরন।**

একটি জায়গাতে[১] নবী করীম (দঃ) অবতরন ও অবস্থান করিতেন যেখান হইতে যাত্রা করা সহজতর হইত, [১। মোহাস্সাব বা আবতাহ]

হাদীস-১১৮। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **মোহাস্সাবে অবতরণ বাধ্যতামুলক নহে।**

মোহাস্সাবে অবতরনে শরীয়তের কোন হুকুম নাই। উহা রসুল (দঃ) এর একটি স্বাভাবিক অবতরণস্থল।

হাদীস-১১৯। সূত্র- হযরত নাফে (রাঃ)- **মোহাস্সাবে অবতরণ।**

রসূলুল্লাহ (দঃ), ওমর (রাঃ) ও আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) মোহাস্সাবে অবতরণ করিয়াছেন। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) তথায় জোহর, আসর, মাগরীব ও এশার নামাজ পড়িতেন এবং কিছু সময় নিদ্রা যাইতেন। এইসব আমল নবী করীম (দঃ) করিয়াছেন বলিয়াও তিনি বর্ণনা করিয়াছেন।

হাদীস-১০০০। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- মোহস্সাবের ঐতিহাসিক গুরুত্ব।

বিদায় হজ্বের সময় কোরবানীর পর মীনার ময়দানে নবী করীম (দঃ) ঘোষণা করিলেন- আগামীকাল মীনা হইতে রওয়ানার দিন। আমরা মক্কা সংলগ্ন মোহাস্সাব নামক স্থানে অবতরণ করিব। উক্ত স্থানে মক্কার বৃহৎ বৃহৎ শক্তি ও গোত্রদ্বয় কোরায়েশ ও কেনানা হাশেম বংশ ও মোত্তালেব বংশের বিরুদ্ধে অসহযোগ[১] প্রতিষ্ঠার শপথ করিয়াছিল। তাহারা পরস্পর অঙ্গীকারবদ্ধ হইয়াছিল যে তাহাদের মধ্যে কেহই হাশেম বংশ ও মোত্তালেব বংশের কোন লোকের সাথে বিবাহ-শাদী, ক্রয়-বিক্রয়, আচার-ব্যবহার কিছুই করিতে পারিবেনা যে পর্যন্ত মোহাম্মদ (দঃ)কে তাহাদের হাতে সমর্পন না করা হয়। [১। নবুওত প্রাপ্তির সপ্তম বর্ষের ঘটনা]

হাদীস-১০০১। সূত্র- হযরত নাফে (রাঃ)- জু- তুয়া নামক স্থানে অবতরণ।

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) মক্কায় প্রবেশ করিতে জুতুয়া[১] নামক স্থানে রাত্রি যাপন করিতেন এবং ভোর বেলায় মক্কা শহরে প্রবেশ করিতেন। মক্কা হইতে যাওয়ার সময়ও জু-তুয়ার পথেই যাইতেন এবং ভোর পর্যন্ত রাত্রি যাপন করিতেন। তিনি বর্ণনা করিতেন যে নবী করীম (দঃ) এইরূপ করিয়াছেন। [১। বাইতুল্লাহ শরীফের অনতিদূরে]

হাদীস-১০০২। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)-বিদায় হজ্ব।

নবী করিম (দঃ) আমাদের মধ্যে থাকা অবস্থায়ই আমরা কথা বার্তায় হজ্বাতুল-বিদা আখ্যাটি ব্যবহার করিতাম কিন্তু উহার মর্ম কি তাহা লক্ষ্য করিতাম না। রসূলুল্লাহ (দঃ) হজ্ব এবং ওমরা একসঙ্গে করার সুযোগ নিয়াছিলেন। তিনি নিজের সঙ্গে কোরবানীর উটও নিয়াছিলেন। জুল হোলায়ফা হইতে কোরবানীর পশুগুলিকে নিয়মিত সঙ্গে পরিচালিত করার বিশেষ ব্যবস্থাও নিয়াছিলেন। তাঁহার অনুকরণে আরও কিছু লোক ওমরা ও হজ্ব একত্রে করার সুযোগ নিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ কোরবানীর পশু সঙ্গে লইয়াছিল আবার কেহ কেহ সঙ্গে লয় নাই। মক্কায় পৌঁছিয়া রসূল (দঃ) ঘোষণা দিলেন যে, যাহারা কোরবানীর পশু সঙ্গে আনিয়াছে তাহারা হজ্ব সমাপ্ত পর্যন্ত নিজ নিজ এহরামের উপর স্থির থাকিবে আর যাহারা কোরবানীর পশু সঙ্গে আনে নাই তাহারা ওমরার দুইটি কাজ অর্থাৎ তওয়াফ ও সাঈ করিয়া মাথার চুল কাটিয়া এহরাম ভঙ্গ করিবে। অতঃপর ৮ তারিখে পুনরায় হজ্বের এহরাম[২] বাঁধিবে। যদি কেহ কোরবানীর জন্য পশু সংগ্রহ করিতে সমর্থ না হয় তাহা হইলে হজ্ব অবস্থায় তিনটি ও বাড়ী আসিয়া সাতটি রোজা রাখিবে।

রসূলুল্লাহ (দঃ) মক্কায় আসিয়া তওয়াফ করিলেন। তওয়াফের সময় হজরে আসওয়াদে চুম্বন করিলেন। তিন চক্করে রমল[৩] করিলেন এবং চার

চক্করে সাধারণ ভাবে চলিলেন। তওয়াফ শেষে মাকামে ইব্রাহীমের নিকটবর্তী স্থানে দুই রাকাত নামায পড়িলেন। অতঃপর সাফা পাহাড়ের দিকে গিয়া সাফা ও মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানে সায়ী[৪] করিলেন। তিনি এহরাম অবস্থায়ই রহিলেন[৫] এবং দশ তারিখে হজ্বের সমুদয় কাজ আদায় করিয়া এবং কোরবানীর পশু জবাই করিয়া এবং তওয়াফে জেয়ারত আদায় করিয়া এহরাম খুলিলেন। যাহারা কোরবানীর পশু সঙ্গে আনিয়াছিল তাহারাও তাঁহার মত সমুদয় কাজ সম্পাদন করিল।

[১। হজ্বে কেরান। ২। হজ্বে তামত্তো। ৩। সদর্পে চলা। ৪। দৌড়াদৌড়ি। ৫। কোরবানীর পশু সঙ্গে নিয়াছিলেন বলিয়া।]

হাদীস-১০০৩। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **বিদায় হজ্বের ভাষণ।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) কোরবানীর দিন ভাষণে বলিলেন- হে জনমণ্ডলী! আজিকার দিনটি কিরূপ দিন? সকলেই বলিল- বিশেষ সম্মানিত দিন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন- এই এলাকাটি কোন এলাকা? সকলেই বলিল- হেরেম শরীফের এলাকা। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন- ইহা কোন মাস? সকলেই বলিল- বিশেষ সম্মানিত মাস। হযরত (দঃ) বলিলেন- এই মাসের, এই এলাকার, এই দিনের সমষ্টিতে যে সম্মান এবং পরস্পরের মারামারি, কাটাকাটি যেরূপ কঠোর হারাম প্রত্যেক মুসলমানের জান, মাল, আবরু, ইজ্জত সর্বত্র ও সর্বদাই তদ্রুপ সম্মানিত এবং উহার ক্ষতিসাধন তদ্রুপ কঠোর হারাম। তিনি এই সতর্কবানী পুনঃপুনঃ বলিলেন। তারপর উর্ধপানে দৃষ্টি রাখিয়া বলিলেন- হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাকিও- আমি আমার দায়িত্ব পৌছাইয়া দিলাম। খবরদার! খবরদার! তোমরা আমার তিরোধানের পর কুফ্‌রী কাজে লিপ্ত হইও না যে একে অন্যকে হত্যা কর। হে লোক সকল! তোমরা প্রত্যেক উপস্থিত অনুপস্থিতকে আমার এই সতর্কবানী পৌছাইয়া দিও।

হাদীস-১০০৪। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **বিদায় হজ্বের ভাষণ।**

বিদায় হজ্বের ভাষনে হযরত (দঃ) বলেন- হে জনমণ্ডলী! তোমরা কোন মাসকে অধিক সম্মানিত মনে কর? সকলে বলিল- নিশ্চয়ই এই মাস। তিনি বলিলেন- কোন এলাকাকে অধিক সম্মানিত মনে কর? সকলে বলিল- নিশ্চয়ই এই এলাকা। হযরত (দঃ) বলিলেন- কোন দিনকে অধিক সম্মানিত মনে কর? সকলে বলিল- নিশ্চয়ই এই দিন।

হযরত (দঃ) বলিলেন- তোমরা নিশ্চিতরূপে জানিয়া রাখ- তোমাদের জান, মাল, আবরু, ইজ্জত সর্বত্র এবং সর্বদা তদ্রুপ সুরক্ষিত- পরস্পরের উহার ক্ষতি সাধনকে আল্লাহ কঠোরভাবে হারাম করিয়া দিয়াছেন যেই রূপ এই দিনের, এই এলাকার এবং এই মাসের সমাবেশিত সম্মানের অবস্থায়। অবশ্য শরিয়তের বিধানমত যে হক উহার উপর প্রবর্তিত হইবে তাহা আদায় করা হইবে।

YOADRI.BLOGSP

তিনি তিনবার বলিলেন- তোমরা লক্ষ্য কর, আমি আমার দায়িত্ব পৌঁছাইয়া দিলামতো? প্রত্যেকবারই লোকেরা উত্তর দিতেছিল- নিশ্চয়ই হ্যাঁ। হযরত (দঃ) আরও বলিলেন- খবরদার। আমার তিরোধানের পর তোমরা কুফুরি কাজে লিপ্ত হইয়া যাইও না যে তোমাদের একে অন্যকে হত্যা করে।

হাদীস-১০০৫। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **বিদায় হজ্বের মিনার ভাষণ।**

হযরত (দঃ) ১০ ই জিলহজ্ব কোরবানীর দিন মিনায় কংকর মারার স্থান সমূহের মধ্যবর্তী স্থানে দাঁড়াইয়া সমবেত লোকদেরকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেনঃ

তোমরা জান কি ইহা কোন এলাকা? সকলে উত্তর করিল- আল্লাহ এবং তাঁহার রসূলই ভালভাবে বলিতে পারেন। হযরত (দঃ) বলিলেন- ইহা হেরেম শরীফ এলাকা। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন- ইহা কোন দিন? সকলে উত্তর করিল- আল্লাহ এবং তাঁহার রসূলই ভাল বলিতে পারেন। হযরত (দঃ) বলিলেন- ইহা বিশেষ সম্মানিত দিন। হযরত (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন- ইহা কোন মাস? সকলে উত্তর করিল- আল্লাহ এবং তাঁহার রসূলই ভাল বলিতে পারিবেন। হযরত (দঃ) বলিলেন- ইহা বিশেষ সম্মানিত মাস।

হযরত (দঃ) বলিলেন- জানিয়া রাখ- নিশ্চয়ই তোমাদের জানমাল, আবরু ইজ্জতকে পরস্পর ক্ষতিসাধন করা আল্লাহতা'লা সর্বত্র এবং সর্বদা এইরূপ হারাম করিয়াছেন যেইরূপ হারাম এই দিনের, এই মাসের এবং এই এলাকার একত্রিত সম্মানের অবস্থায়। হজ্বে আকবারের একটি বিশেষ দিন এই দিনটি। অতঃপর নবী করীম (দঃ) বারবার বলিতে লাগিলেন- হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাকিও। এই বলিয়া নবী করীম (দঃ) লোকদেরকে শেষ বিদায় দিতে লাগিলেন। সেই সূত্রেই লোকেরা ইহাকে বিদায় হজ্ব আখ্যা দিয়াছে।

হাদীস-১০০৬। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **বিদায় হজ্বের ভাষণ।**

নবী করীম (দঃ) ভাষণ দানে আল্লাহতা'লার প্রশংসা ও ছানাসিফত বর্ণনা করার পর দাজ্জালের প্রসংগ আলোচনা করিয়া বলিলেন-

আল্লাহতা'লা যত নবী প্রেরণ করিয়াছেন প্রত্যেকেই নিজ নিজ উম্মতকে দাজ্জাল হইতে সতর্ক করিয়াছিলেন। এমনকি নূহ (আঃ)ও স্বীয় উম্মতকে দাজ্জাল হইতে সতর্ক করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পরবর্তী নবীগনতো করিয়াছেনেই। তোমাদের মধ্যে অবশ্যই তাহার আবির্ভাব হইবে। তাহার বিভিন্ন অবস্থাবলী তোমাদের সাধারণ বুঝে সুস্পষ্ট না হইলেও ইহা নিশ্চয়ই সুস্পষ্ট হইবে যে আল্লাহতালা সর্বময় দোষত্রুটি মুক্ত আর দাজ্জালের চোখ দোষী হইবে। তাহার ডান চোখটি এমন স্ফীত হইবে যেন আঙ্গুরের ছড়ায় একটি আঙ্গুর বাহির হইয়া রহিয়াছে।

জানিয়া রাখ-নিশ্চয় আল্লাহতা'লা তোমাদের পরস্পরের জান মালকে সর্বদার জন্য ঐরূপ কঠোর ভাবে হারাম করিয়াছেন যেইরূপ এই মহান দিনে, এই এলাকায়, এই মাসে উহা কঠোর ভাবে হারাম। হে লোক সকল! আমি আমার দায়িত্ব পৌঁছাইয়া দিলাম তো? সকলেই সমবেত কণ্ঠে স্বীকৃতি জানাইল- হাঁ। হযরত (দঃ) তিনবার বলিলেন- হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাকিও। হে লোক সকল! তোমাদের ধ্বংসে হইবে-লক্ষ্য রাখিও, তোমরা আমার তিরোধানের পর 'কাফেরীরূপ ধারণ করিও না যে একে অন্যের গলা কাটিবে।

খন্ড খন্ড ভাষণের একত্রিত রূপ

হে লোক সকল! আমার কথাগুলি মনোযোগের সহিত শ্রবন করিও। বোধ হয় এই বৎসরের পর এইরূপ মহান হজ্বের সুযোগে, এই মহান মাসে, এই মহান স্থানে তোমাদের সঙ্গে আমার আর সাক্ষাৎ হইবে না।

(১) তোমরা সকলে ভালভাবে শুনিয়া রাখ- বর্বর ও অন্ধকার যুগের সমস্ত কুসংস্কার আমি পদদলিত ও বাতিল করিলাম।

(২) হত্যার প্রতিশোধ গ্রহনে বর্বরও অন্ধকার যুগের রীতি পদদলিত ও বাতিল। প্রতিশোধের সর্বপ্রথম বাতিল ঘোষিত ঘটনা আমাদের নিজেদের একটি ঘটনা- রাবিয়া ইবনে হারেসের পুত্রের খুনের ঘটনা। সে বাল্যাবস্থায় বনু সায়াদ গোত্রীয় দাই মাতার গৃহে থাকিয়া দুধ পান করিত। বনু হাজায়েলদের কাহারও প্রস্তরাঘাতে সে তথায় নিহত হইয়াছিল।

(৩) অন্ধকার যুগের গর্হিত সুদ ব্যবসা সম্পূর্ণ বাতিল। অবশ্য ঋণের আসল টাকা প্রাপ্য হইবে। অন্যায় তোমরা করিতে পারিবে না। তোমাদের উপরও অন্যায় করা হইবে না। সুদ বাতিল করার ঘোষনা সর্ব প্রথম আমাদের উপর কার্য্যকর করিতেছি। আব্বাস ইবনে আবদুল মোত্তালেবের সুদের পাওনা টাকা বাতিল করিয়া দিলাম। তাহার সমস্ত সুদ প্রত্যাহার হইয়া গেল।

(৪) ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে। সাময়ীক কাজ উদ্ধারের জন্য চাহিয়া আনা জিনিষ আমানত রূপে ফেরৎ দিতে হইবে এবং দুগ্ধবতী পশুকেও সাময়ীকভাবে দুধ খাওয়ার সাহায্য স্বরূপ দিলে সেই পশুও আমানতরূপে ফেরৎ দিতে হইবে। কেহ কোনরূপ জামিন হইলে সে দায়ী হইবে।

(৫) হে জনমন্ডলী! তোমাদের সকলের সৃষ্টিকর্তা একই এবং আদি পিতাও একই। সুতরাং কোন আরব কোন অনারবের প্রতি বৈষম্য দেখাইতে পারিবে না এবং কোন অনারব কোন আরবের প্রতি বৈষম্য দেখাইতে পারিবে না। সাদা কালোর প্রতি এবং কালো সাদার প্রতি বৈষম্য দেখাইতে পারিবে না। হাঁ, আল্লাহ ভক্তি এবং আল্লাহ ভীরুতার চরিত্রগুনে মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হইবে।

YQADRI.BLOGSPOT.C

(৬) পুরুষ নারীদের উপর কর্তৃত্ব প্রাপ্ত। অতএব, হে পুরুষগণ! নারীদের সম্পর্কে আল্লাহতায়ালার ভয় অন্তরে জাগ্রত রাখিও। তোমাদের স্ত্রীদের উপর তোমাদের হক আছে, তোমাদের উপরও স্ত্রীদের হক রহিয়াছে। তোমাদের বড় হক তাহাদের উপর এই যে তাহারা তোমাদের বিছানায় অন্যকে স্থান দিবে না, যাহা তোমাদের অসহনীয়। এবং এই হক যে তাহারা এমন কোন কাজ করিবে না যাহা সুস্পষ্ট নির্লজ্জতা, ফাহেসা ও বেহায়াপনা। যদি ঐরূপ কাজ করে তবে তোমাদের জন্য অনুমতি আছে শয্যায় তাহাদের হইতে বিমুখ হইয়া থাক। আরও প্রয়োজন হইলে শাস্তিও দিতে পার; কিন্তু প্রহার করিতে পারিবে না। শাস্তিমূলক ব্যবস্থায় যদি নির্লজ্জ কাজ হইতে নিবৃত্ত হইয়া যায় তবে ভদ্রোচিত খোরপোশের পূর্ণ অধিকার তাহাদের জন্য প্রবর্তিত থাকিবে। আমার বিশেষ নির্দেশ নারীদের জন্য পালন করিও যে তাহাদের প্রতি সদ্ব্যবহার বজায় রাখিবে। তাহারা তোমাদের স্বামীত্বের বন্ধনে আবদ্ধ রহিয়াছে; ইচ্ছামত তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া নিজের পথ নিজে গ্রহণ করার সুযোগ তাহাদের নাই। তোমরা তাহাদিগকে লাভ করিয়াছ আল্লাহর আমানতরূপে এবং তাহাদের সতীত্বকে নিজের জন্য হালাল করিতে পারিয়াছ আল্লাহর বিধানের অধীনে।

(৭) কোন নারী স্বামীর বিনা অনুমতিতে সংসারের কোন কিছু ব্যয় করিবে না। খাদ্য বস্তুও নয়? ইয়া রাসূলাল্লাহ! প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিলেন- ইহাত উত্তম মাল।

(৮) হে জনমণ্ডলী! তোমরা আমার কথা ভালভাবে বুঝিয়া রাখ। আমি আমার দায়িত্ব পৌঁছাইয়া দিয়াছি। তদুপরি এমন বস্তু তোমাদের জন্য রাখিয়া যাইতেছি যে যতদিন তোমরা উহাকে আঁকড়াইয়া থাকিবে ততদিন তোমরা কিছুতেই ভ্রষ্টতায় পতিত হইবে না। উহা অতি পরিষ্কার উজ্জল বস্তু- আল্লাহর কেতাব এবং আল্লার রসূলের সুন্নাহ।

(৯) হে লোক সকল! তোমরা আমার কথা মনোযোগ দিয়া শুন এবং পূর্ণরূপে উপলব্ধি কর। জানিয়া রাখিও- প্রত্যেক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই এবং সকল মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই। কাহারও জন্য স্বীয় ভ্রাতার কোন বস্তু হস্তগত করা বা জবর দখল করা হালাল নহে; অবশ্য যদি কেহ মনের খুশীতে কিছু দিয়া দেয় তাহা ব্যতীত।

(১০) নাক কান কাটা কালা হাবশী গোলামকেও যদি তোমাদের উপরস্থ নিয়োগ করা হয় এবং সে কেতাব ও শরীয়ত অনুযায়ী তোমাদিগকে পরিচালিত করে তবে তোমরা তাহার কথা মানিয়া চলিবে এবং তাহার আদেশ নিষেধের অনুসরন করিবে যতক্ষন পর্যন্ত না আল্লাহর সুস্পষ্ট নাফরমানী দেখিতে পাও।

(১১) সতর্ক থাকিও, সতর্ক থাকিও দাস-দাসী সম্পর্কে। তোমরা যেইরূপ খাইবে তাহাদেরও অবশ্যই খাওয়ার ব্যবস্থা করিবে। তোমরা যেইরূপ পরিবে তাহাদেরও অবশ্যই পরার ব্যবস্থা করিবে।

(১২) তোমাদের এই পবিত্র ভূখণ্ডে শয়তানের পূজা পুনঃপ্রচলিত হইবে- ইহা হইতে শয়তান চিরতরে হতাশ হইয়াছে। কিন্তু তোমরা যাহা ছোট বা হাল্কা মনে কর সেইরূপ পাপেও শয়তান সন্তুষ্ট হইবে।

(১৩) খবরদার, তোমরা আমার পরে পথ ভ্রষ্ট হইও না। হত্যা করিও না। অচিরেই তোমাদিগকে আল্লাহর দরবারে হাজির হইতে হইবে। আল্লাহ তোমাদের কার্য্যাবলীর হিসাব নিবেন।

(১৪) তোমাদের প্রভুর দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিবে। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়িবে, রমজানের রোজা রাখিবে, মালের জাকাত আদায় করিবে, উপরস্থের অনুগত থাকিয়া শান্তি বজায় রাখিবে- এই সকলই হইল বেহেশত লাভের অবলম্বন।

(১৫) হে লোকসকল! আল্লাহতা'লা মিরাস বন্টনে প্রত্যেককে তাহার প্রাপ্য নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন। কোন ওয়ারিশের জন্য কোন প্রকার অসিয়ত কার্য্যকরী হইবে না। কোন নারীর বৈধ সম্পর্ক যে পুরুষের সহিত থাকিবে উক্ত নারীর সন্তানের বংশ তাহার সঙ্গেই গন্য হইবে। প্রকৃত অবস্থার ব্যাপারে তাহাদের হিসাব আল্লাহর নিকট হইবে। ব্যভিচারের দ্বারা বংশ সম্পর্ক স্থাপিত হইবে না। পক্ষান্তরে ব্যভিচারীকে প্রস্তরাঘাতে প্রাণদন্ড দেওয়া হইবে। যে ব্যক্তি নিজের পিতা তথা জন্মের বংশ ছাড়িয়া নিজেকে অন্য বংশের সাথে সম্পৃক্ত করিবে এবং ইহার নামে আত্ম-পরিচয় দিবে বা নিজের মনিব ছাড়িয়া অন্য মনিবের পরিচয় দিবে তাহার উপর আল্লাহর লানৎ এবং সকল ফেরেশতা ও লোকদের লানৎ হইবে। তাহার ফরজ নফল কোন এবাদত আল্লাহ কবুল করিবেন না।

(১৬) আল্লাহতা'লা ঘোষণা দিয়া দিয়াছেন- আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে সম্পূর্ন করিয়া দিলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার বিশেষ নেয়ামত ইসলামকে পূর্নত্ব দান করিলাম এবং একমাত্র ইসলামকেই তোমাদের দ্বীন মনোনীত করিলাম।

(১৭) আমি সর্বশেষ নবী। আমার পরে আর কোন নবী আসিবে না। আমার পরে অহী চিরতরে বন্ধ।

(১৮) হে জনমন্ডলী! আমি মানুষই বটে। হয়ত অচিরেই প্রভু পরওয়ার দেগার এর দূত আমাকে নিয়া যাওয়ার জন্য আমার নিকট পৌছিবে। আমি তখন প্রভুর ডাকে সাড়া দিব। অতএব, প্রত্যেক উপস্থিত অনুপস্থিতকে পৌছাইয়া দিবে।

(১৯) চারিটি বিষয় বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য (১) কোন বস্তুকে আল্লাহতুল্য গন্য করিবে না। (২) আল্লাহর নিষিদ্ধ না হক রূপে কোন ব্যক্তিকে হত্যা করিবে না। (৩) ব্যভিচার করিবে না। (৪) চুরি করিবে না।

(২০) ভাই সকল! আমার সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হইবে। তোমরা তখন কি বলিবে? সকলে বলিয়া উঠিল- আমরা সাক্ষ্য দিব,

YOADRI.BLOGSPOT.CO

নিশ্চয়ই আপনি দ্বীনকে পূর্নরূপে পৌছাইয়াছেন; আপনার কর্তব্য পূর্নরূপে আদায় করিয়াছেন; আমাদের সকল প্রকার মঙ্গল ও কল্যাণের চেষ্টা আপনি করিয়াছেন। নবী করীম (দঃ) তখন স্বীয় শাহাদত অঙ্গুলী আকাশের প্রতি উর্ধমূখী এবং লোকদের প্রতি নিম্নমুখী করিয়া বলিলেন- হে আল্লাহ! সাক্ষী থাকিও, হে আল্লাহ! সাক্ষী থাকিও, হে আল্লাহ সাক্ষী থাকিও।

হাদীস-১০০৭। সূত্র- হযরত কাতাদাহ (রাঃ)- **রসুল (দঃ) এর হজ্জ ও ওমরার সংখ্যা।**

আমি আনাস (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, নবী করীম (দঃ) কতবার ওমরা আদায় করিয়াছেন? তিনি বলিলেন, চারিবার।

হোদায়বিয়ায়[১] মোশরেকগণের বাধার সময় জেলক্বদ মাসে, পর বৎসর মোশরেকগণের সাথে সমঝোতা ও সন্ধিকালে জেলহজ্ব মাসে, হোনায়েন যুদ্ধের সময়ের জিরানার ওমরা[২] আর বিদায় হজ্বে হজ্বপূর্ব ওমরা। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম-নবী করীম (দঃ) কয়বার হজ্ব করিয়াছেন? আনাস (রাঃ) বলিলেন- একবার।

[১। ৬ষ্ঠ হিজরীতে। বাহ্যিক কার্য্যাদি না হইলেও ইহাকে ওমরা গন্য করা হইয়াছে। ২। ৮ম হিজরীতে জেলকদ মাসে রাত্রে মক্কায় আসিয়া]

হাদীস-১০০৮। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **মৃত ব্যক্তির পক্ষে হজ্ব।**

জুহাইনা গোত্রের একজন রমনী আসিয়া হযরত (দঃ)কে বলিলেন- আমার মাতা হজ্ব করার মানত করিয়াছিলেন কিন্তু হজ্ব আদায় করার পূর্বেই মৃত্যু বরণ করিয়াছেন। আমি কি তাঁহার পক্ষ হইতে হজ্ব আদায় করিতে পারি? হযরত (দঃ) বলিলেন- হ্যাঁ, তাঁহার পক্ষ হইতে তুমি হজ্ব আদায় করিতে পার। তোমার মা ঋণগ্রস্থা থাকিলে তুমি কি তাহা আদায় করিতে না? আল্লাহর হক আদায় করিয়া দাও। কারণ, আল্লাহর হকই সবচাইতে বেশী আদায় যোগ্য।

হাদীস- ১০০৯। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **অসমর্থ পিতামাতার পক্ষে হজ্ব।**

ফজল রাসুলুল্লাহ (দঃ) এর পেছনে সওয়ারীতে বসা ছিল। খাসআম গোত্রের একটি মেয়ে তাঁহার নিকট আসিলে ফজল তাহার দিকে বারবার তাকাইতেছিল। মেয়েটিও অনুরূপভাবে তাহার দিকে বারবার তাকাইতেছিল। নবী করীম (দঃ) বারবার ফজলের মুখ অন্য দিকে ঘুরাইয়া দিতেছিলেন। মেয়েটি বলিল- ইয়া রাসুলাল্লাহ! আল্লাহ বান্দার উপর হজ্ব ফরজ করিয়াছেন, কিন্তু আমার পিতা এতই বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন যে তিনি সওয়ারীর উপর ঠিক হইয়া বসিয়া থাকিতে পারেন না। আমি কি তাহার

YQADRI.BLOGSPOT.CO

পক্ষে হজ্ব আদায় করিতে পারি? উত্তরে নবী করীম (দঃ) বলিলেন- হাঁ, পার। (ইহা বিদায় হজ্বের ঘটনা।)

হাদীস-১০১০। সূত্র- হযরত সায়েব ইবনে ইয়াজীদ (রাঃ)- **নাবালক অবস্থায় হজ্ব।**

আমাকে নবী করীম (দঃ) এর সাথে হজ্ব করানো হইয়াছিল। তখন আমার বয়স ছিল সাত বৎসর।

হাদীস-১০১১। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **কষ্ট করিয়া হাঁটিয়া হজ্বে যাওয়া।**

নবী করীম (দঃ) এক বৃদ্ধকে তাঁহার দুই পুত্রের উপর ভর করিয়া হাঁটিতে দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহাকে জানানো হইল যে উক্ত ব্যক্তি পায়ে হাঁটিয়া যাওয়ার[১] নিয়ত করিয়াছে। এই কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন- আল্লাহ এই লোকটির নিজেকে কষ্ট দেওয়ার মুখাপেক্ষী নহেন। তিনি তাহাকে সওয়ার হইয়া যাওয়ার আদেশ দিলেন। [১। কা'বা পর্যন্ত]

হাদীস-১০১২। সূত্র- হযরত উকবা ইবনে আমের (রাঃ)- **পায়ে হাঁটিয়া হজ্ব করা।**

আমার বোন বাইতুল্লাহ পর্যন্ত হাঁটিয়া যাওয়ার মানত করিয়াছিলেন। তাঁহার নির্দ্দেশে আমি নবী করীম (দঃ) এর নিকট এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন- হাঁটিয়াও যাইবে এবং সওয়ারীতেও যাইবে।

হাদীস-১০১৩। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **নারীদের জেহাদ হইল হজ্ব করা।**

নবী করীম (দঃ) এর নিকট আমি জেহাদের অনুমতি চাহিলে তিনি বলিলেন- তোমাদের জেহাদ হইল হজ্ব করা।

হাদীস-১০১৪। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **নারীদের জেহাদ হজ্ব।**

নবী করীম (দঃ) এর বিবিগণ তাঁহার নিকট জেহাদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন- উত্তম জেহাদ[১] হইল হজ্ব। [১। নারীদের জন্য অর্থে]

হাদীস- ১০১৫। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **মেয়েদের জেহাদ মকবুল হজ্ব।**

তিনি রসূলুল্লাহ (দঃ)কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ! জেহাদ করাকে আমরা সবচাইতে উত্তম কাজ বলিয়া মনে করি। তবুও কি আমরা জেহাদে অংশ গ্রহন করিব না? তিনি বলিলেন- না। বরং তোমাদের জন্য সর্বোত্তম জেহাদ হইতেছে হজ্বে মাবরুর[১]। [১। কবুল করিয়া নেওয়া হজ্ব]

হাদীস- ১০১৬। সূত্র- হযরত সালামা ইবনে আবু মালেক কুরাজী (রাঃ)- **এহরামের পূর্বে চুল চিরুনী করা।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) এর পতাকাবাহী কায়েস ইবনে সায়াদ (রাঃ) আনসারী হজ্ব আদায়ের ইচ্ছা করিলে এহরামের পূর্বে চুলে চিরুনী ব্যবহার করিয়াছিলেন।

হাদীস- ১০১৭। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **স্ত্রীর সঙ্গে যাওয়া জেহাদ অপেক্ষা জরুরী।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- মহরেমের উপস্থিতি ব্যতীত কোন পুরুষ যেন একাকী বেগানা মহিলার নিকট না যায়। জনৈক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া বলিল- ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার স্ত্রী হজ্ব করার জন্য গেছে এবং অমুক অমুক জেহাদে অংশগ্রহনের জন্য আমার নাম তালিকাভুক্ত হইয়াছে। রসূল (দঃ) বলিলেন- ফিরিয়া যাও এবং স্ত্রীর সাথে হজ্ব সমাপন কর।

ওমরা

হাদীস- ১০১৮। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **হজ্বের মাসে ওমরা।**

হজ্বের মাসে ওমরা আদায়কে লোকেরা নিকৃষ্টতম শ্রেনীর গোনাহ বলিয়া মনে করিত। মাহে মুহররমকে সফর বানাইয়া নিত এবং বলিত- উটের পিঠের ঘা শুকাইয়া গেলে এবং সফর মাস অতিবাহিত হইলে ওমরা করা হালাল হইবে। নবী করীম (দঃ) এবং তাঁহার সাহাবাগণ হজ্বের এহরাম বাঁধিয়া চার তারিখ সকালে পৌছিলেন এবং সবাইকে ওমরা করিতে নির্দেশ দিলেন। সকলের নিকটই এই নির্দেশটি গুরুতর মনে হইল। তাই তাহারা জিজ্ঞাসা করিল- ইয়া রাসূলুল্লাহ! ইহার পর আমাদের জন্য কি কি হালাল হইবে? তিনি বলিলেন- সব কিছুই হালাল হইবে।

হাদীস-১০১৯। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **তওয়াফের মধ্যে রমল করা।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) সাহাবাগণ সহ ওমরাতুল ক্বাজা আদায়ের উদ্দেশ্যে (৭ম হিজরী) আগমন করিলে মোশরেকগন বলিতে শুরু করিল যে এমন একদল লোক আসিয়াছে যাহাদেরকে মদীনার জ্বর হীন ও দুর্বল করিয়া দিয়াছে। ইহা শুনিয়া রসূলুল্লাহ (দঃ) সাহাবাগণকে প্রথম তিন শাওতে[১] রমল[২] করিতে নির্দেশ দিলেন কিন্তু দুই রোকন[৩] এর মধ্যে স্বাভাবিক গতিতে চলিতে বলিলেন। স্নেহ প্রবন হইয়াই তিনি সবগুলি শাওতে রমল করার নির্দেশ দেন নাই।[৪]

[১। কাবা'র চারিদিকে একবার ঘুরা। ২। বীরদর্পে চলা। ৩। রোকনে ইয়ামেনী ও হজরে আসওয়াদ। ৪। কষ্ট হইবে মনে করিয়া]

হাদীস-১০২০। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **হজরে আসওয়াদে চুম্বন ও রমল।**

আমি রসূলুল্লাহ (দঃ)কে দেখিয়াছি যে যখনই তিনি মক্কায় আগমন করিয়াছেন তখনই প্রথম তওয়াফে হজরে আসওয়াদে চুমু দিয়াছেন এবং সাত তওয়াফের প্রথম তিন তওয়াফে রমল করিয়াছেন।

YQADRI.BLOGSPOT.COM

হাদীস- ১০২১। সূত্র- হযরত আবেছ ইবনে রবিয়া (রাঃ)- **হজরে আসওয়াদকে চুম্বন।**

ওমর (রাঃ) হজরে আসওয়াদের নিকট আসিয়া উহাকে চুম্বন করিলেন এবং বলিলেন- আমি জানি তুমি একটি পাথর ছাড়া কিছু নও। তুমি কাহারও অনিষ্ট বা উপকার করিতে পার না। আমি যদি নবী করীম (দঃ)কে তোমাকে চুমু দিতে না দেখিতাম তাহা হইলে কখনও তোমাকে চুম্বন করিতাম না।

হাদীস-১০২২। সূত্র- হযরত জুবায়ের ইবনে আরাবী (রাঃ)- **ভীড়ের মধ্যে হজরে আসওয়াদকে চুম্বন।**

হজরে আসওয়াদকে চুম্বন করা সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন- আমি রসূলুল্লাহ (দঃ)কে উহাতে চুম্বন করিতে দেখিয়াছি। জিজ্ঞাসাকারী বলিল- যদি অধিক ভীড়ের মধ্যে পড়িয়া যাই এবং অপারগ হইয়া পড়ি? ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন- তোমার ঐসব 'যদি' ও 'মনে করুন' দূরে ইয়েমেনে রাখিয়া দাওতো। আমি নবী করীম (দঃ)কে হজরে আসওয়াদে চুমু দিতে দেখিয়াছি।

হাদীস-১০২৩। সূত্র- হযরত ওমর (রাঃ)- **রমলের আবশ্যকতা।**

ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন- আমরা কেবলমাত্র কোরায়েশদিগকে আমাদের বীরত্ব দেখানোর জন্য রমল করিতাম। এখন তাহাদের অস্তিত্ব নাই। সুতরাং রমল করার ও প্রয়োজন নাই। পুনরায় নিজেই বলিলেন- যেহেতু বিদায় হজ্ব কালীন মোশরেকদের অস্তিত্ব না থাকা অবস্থায় নবী করীম (দঃ) রমল করিয়াছেন সেহেতু ইহা পরিত্যাগ করাকে পসন্দ করিতে পারি না।

হাদীস -১০২৪। সূত্র- হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) ও নাফে (রাঃ)- **কা'বা ঘরের কোণকে এসতিলাম করা।**

ইবনে ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন- কষ্ট বা আরাম সকল অবস্থায়ই আমি এই দুইটি রোকন[১]কে তখন হইতে চুমু দেওয়া ছাড়ি নাই যখন হইতে রসূলুল্লাহ (দঃ)কে এই দুইটিতে চুমু দিতে দেখিয়াছি। নাফে (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল- ইবনে ওমর (রাঃ) কি দুইটি রোকনের মাঝখানে স্বাভাবিক গতিতে চলিতেন? তিনি উত্তর দিয়াছিলেন- হ্যাঁ, চুমু দেওয়ার সুবিধার জন্য তিনি এই দুইটির মাঝখানে আসিয়া ধীর গতিতে চলিতেন।

১। দক্ষিন দিকের কোণদ্বয়।

হাদীস -১০২৫। সূত্র- হযরত আমর ইবনে দীনার (রাঃ)- **সাঈ করার পূর্বে স্ত্রী গমণ নিষিদ্ধ।**

আমি ইবনে ওমর (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম- যে ব্যক্তি ওমরা করার্থে বাইতুল্লার তওয়াফ করিয়াছে কিন্তু সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ করে নাই সে স্ত্রী ব্যবহার করিতে পারিবে কি? উত্তরে তিনি বলিলেন- নবী করীম (দঃ) মক্কায় আগমন করিয়া সাতবার বাইতুল্লার তওয়াফ করিলেন,

মাকামে ইবরাহীমের পেছনে দুই রাকাত নামাজ পড়িলেন এবং সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে সাতবার সাঈ করিলেন। আর তোমাদের জন্য আল্লাহর রসূলের জীবন প্রনালীতে অনুসরনীয় আদর্শ রহিয়াছে। একই প্রশ্নের উত্তরে জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন- সাফা ও মারওয়ার সাঈ এর পূর্বে স্ত্রীর নিকট যাইতে পারিবে না।

হাদীস-১০২৬। সূত্র- হযরত আবূ হোরায়রা (রাঃ)- **ওমরার ফলে গোনাহ মাফ হয়।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- এক ওমরা হইতে পরবর্তী ওমরার মধ্যবর্তী সময় গোনাহের কাফ্ফারা, আর মকবুল হজ্বের বিনিময় জান্নাত ছাড়া আর কিছুই নয়।

হাদীস-১০২৭। সূত্র- হযরত ইবনে জুরায়েজ (রাঃ)- **হজ্বের পূর্বে ওমরা।**

একরামা ইবনে খালেদ ইবনে ওমর (রাঃ)কে হজ্ব আদায়ের পূর্বে ওমরা আদায় করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন- ইহাতে কোন দোষ নাই। নবী করীম (দঃ) হজ্ব আদায় করার পূর্বে ওমরা আদায় করিয়াছিলেন।

হাদীস-১০২৮। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **রমজান মাসের ওমরা হজ্ব সমতুল্য।**

নবী করীম (দঃ) একজন আনসার মহিলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন- আমাদের সাথে ওমরা হজ্ব করিতে তোমার কি অসুবিধা ছিল? উত্তরে উক্ত মহিলা বলিল- আমাদের দুইটি উটের একটিতে আমার স্বামী ও পুত্র অন্যত্র চলিয়া গিয়াছিল এবং অপরটি পানি বহন করার কাজে ব্যবহৃত হইতেছিল। ইহা শুনিয়া নবী করীম (দঃ) বলিলেন- তাহা হইলে রমজান মাস আসিলে ওমরা আদায় করিও। কারণ, রমজান মাসে একটি ওমরা আদায় করা হজ্বের সমতুল্য।

হাদীস-১০২৯। সূত্র- হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবূ বকর (রাঃ)- **'তানয়ীম' হইতে ওমরা।**

নবী করীম (দঃ) আমার সওয়ারীর পেছনে আয়েশা (রাঃ)কে বসাইয়া 'তানয়ীম'[১] হইতে ওমরা করানোর নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন। [১। কা'বা হইতে তিন মাইল দূরত্বে অবস্থিত]

হাদীস-১০৩০। সূত্র- হযরত আসওয়াদ (রাঃ)- **তানয়ীম হইতে ওমরা।**

আয়েশা (রাঃ) নবী করীম (দঃ)কে বলিলেন- সবাই দুইটি অনুষ্ঠান[১] পালন করিয়া ফিরিতেছে আর আমি মাত্র একটি অনুষ্ঠান পালন করিয়া ফিরিতেছি?

তাঁহাকে বলা হইল, তুমি অপেক্ষা কর। যখন পবিত্রা[২] হইবে তখন 'তানয়ীমে' চলিয়া গিয়া সেখান হইতে এহরাম বাঁধিয়া অমুক জায়গায়

YQADRI.BLOGSPOT.CO

আমার সাথে মিলিত হইবে। তবে সওয়াব তোমার পরিশ্রম অনুপাতে হইবে [১। হজ্ব ও ওমরা ২। হায়েজ হইতে]

হাদীস-১০৩১। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আওফা (রাঃ)- **ওমরায় করণীয়।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) ওমরা করিলে আমরাও তাঁহার সাথে ওমরা করিলাম। তিনি মক্কায় প্রবেশ করিয়া তওয়াফ করিলে আমরাও তওয়াফ করিলাম। তিনি সাফা ও মারওয়ায় গেলে আমরাও তাঁহার সাথে সাথে গেলাম। আমরা তাঁহাকে মক্কাবাসীদের হইতে আড়াল করিয়া রাখিতেছিলাম যাহাতে তাঁহার প্রতি তীর বর্ষণ করিতে না পারে। এক বন্ধুর জিজ্ঞাসার উত্তরে বর্ণনাকারী বলেন যে রসুল (দঃ) কাবাঘরে প্রবেশ করেন নাই। নবী করীম (দঃ) খাদিজা (রাঃ) সম্বন্ধে কি বলিয়াছিলেন জিজ্ঞাসার উত্তরে বর্ণনাকারী বলেন- নবী করীম (দঃ) বলিয়াছিলেন যে খাদীজা (রাঃ)কে বেহেশতের মধ্যে মতি নির্মিত এমন ঘরের সুসংবাদ দাও যেইখানে কোন প্রকার হৈ চৈ বা সোরগোল থাকিবে না।

হাদীস-১০৩২। সূত্র- হযরত আবুবকর তনয়া আসমা (রাঃ) এর আজাদকৃত গোলাম আবদুল্লাহ (রাঃ)- **এহরাম বাঁধা।**

তিনি আসমা (রাঃ)কে বলিতে শুনিয়াছেন- আল্লাহ তাঁহার রসুলের প্রতি রহমত বর্ষন করুন। যখনই আমি এই হাজুন নামক স্থানের পাশ দিয়া অতিক্রম করিয়াছি তখনই নবী করীম (দঃ) এর সাথে এইখানে অবতরণ করিয়াছি। ঐ সময় আমাদের সামান ছিল অল্প। আমাদের সওয়ারী ছিল কম। সফরের সম্বল ও ছিল অতি অল্প। আমি, আমার বোন আয়েশা (রাঃ), জুবায়ের এবং অমুক অমুক ওমরা আদায় করিলাম। অতঃপর বাইতুল্লার তওয়াফ শেষে এহরাম খুলিয়া ফেলিলাম। সন্ধ্যাকালে আবার হজ্বের জন্য এহরাম বাঁধিয়া নিলাম।

হাদীস-১০৩৩। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **হোদায়বিয়ায় ওমরা পালন।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) এর মক্কা প্রবেশে বাধা প্রদান করা হইলে তিনি মাথা মুড়াইয়া নিয়াছিলেন, স্ত্রী ব্যবহার করিয়াছিলেন, কোরবানীর পশু জবাই করিয়াছিলেন এবং পরবর্তী বৎসরে ওমরা করিয়াছিলেন।

হাদীস- ১০৩৪। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **হজ্ব বা ওমরায় প্রতিবন্ধক হইলে করনীয়।**

মক্কা এলাকায় হাজ্জাজ বিন ইউসুফ কর্তৃক ইবনে জোবায়ের (রাঃ)এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনার বৎসর আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বাইতুল্লাহ শরীফে যাওয়ার ইচ্ছা করিলে তাঁহার পুত্রগণের কেহ কেহ বলিলেন- এই বৎসর মক্কা শরীফ যাওয়া স্থগিত রাখিলেই ভাল হইত। তিনি তদুত্তরে বলিলেন- আমরা রসুলুল্লাহ (দঃ) এর সঙ্গে যাইতেছিলাম। কোরায়েশগণ হোদায়বিয়ার এলাকায় প্রতিবন্ধক হইল। তখন হযরত (দঃ) আল্লাহর নামে

উৎসর্গকৃত জানোয়ার সমূহ জবেহ করিয়া দিলেন এবং সাহাবীগণ মাথা মুড়াইয়া ও চুল কাটিয়া এহরাম-ভঙ্গ করিলেন। আমি তোমাদিগকে সাক্ষী রাখিয়া বলিতেছি- আমি ওমরা করার নিয়তে যাত্রা করিলাম। যদি বাইতুল্লা শরীফে পৌঁছিতে সক্ষম হই তবে ওমরার কার্যাদি করিব। আর যদি প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয় তবে রাসুলুল্লাহ (দঃ) এর ন্যায় করিব। কতদুর যাওয়ার পর তিনি বলিলেন- প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হইলে হজ্ব ও ওমরার মসআলা সমপর্যায়ের, তাই আমি ওমরার সাথে হজ্বেরও নিয়ত করিতেছি। অতঃপর তিনি এক তওয়াফ ও এক সাঈ দ্বারা হজ্ব ও ওমরা উভয় ব্রত সম্পন্ন করিলেন।

হাদীস- ১০৩৫। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **রসুল (দঃ) এর চারটি ওমরার তিনটি জেলকদ মাসে।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) চারটি ওমরা করিয়াছেন। তার মধ্যে বিদায় হজ্বকালীন ওমরাটি ভিন্ন অন্যান্য ওমরাগুলি জেলক্বদ মাসে করিয়াছিলেন। হোদায়বিয়ার ওমরা, পরবর্তী বৎসরে কাজা ওমরা এবং হোনায়েন যুদ্ধে জয়লাভের পর 'জেহের রানা' নামক স্থানে অনুষ্ঠিত ওমরা জেলক্বদ মাসে হইয়াছিল।

কাবা

হাদীস- ১০৩৬। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **কা'বার ভিতর রসুল (দঃ) এর নামাজ পড়ার স্থান।**

নবী করীম (দঃ) মক্কা বিজয়ের পর কা'বা ঘরের চাবি রক্ষক ওসমান ইবনে তালহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি আসিয়া দরজা খুলিয়া দিলে নবী করীম (দঃ) প্রবেশ করিলেন। সঙ্গে বেলাল (রাঃ), উসামা ইবনে জায়েদ (রাঃ) এবং ওসমান ইবনে তালহা (রাঃ)ও প্রবেশ করিলেন। কা'বা ঘরের ভিতরে কিছুক্ষন অপেক্ষা করার পর তাঁহারা বাহিরে আসিলেন। আমি দ্রুত গিয়া বেলাল (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করার পর তিনি বলিলেন- রসুল (দঃ) ভিতরে নামাজ পড়িয়াছেন। কোনস্থানে, জিজ্ঞাসা করিলে উত্তরে তিনি বলিলেন- পশ্চিম দিকের দেয়াল হইতে তিন হাত ব্যবধানে ডান দিকে একটি খুঁটি, বাম দিকে একটি খুঁটি এবং পেছনে তিনটি খুঁটি রাখিয়া। তিনি কয় রাকাত নামাজ পড়িয়াছিলেন তাহা জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম।

হাদীস- ১০৩৭। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **রাসুল (দঃ) এর কা'বা অভ্যন্তরে নামাজ।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) মক্কা বিজয়ের দিন উর্ধপ্রান্ত হইতে কা'বা অভিমুখে আসাকালে তাঁহার যানবাহনে উসামা ইবনে জায়েদ (রাঃ) বসা ছিল। বেলাল (রাঃ) এবং ওসমান ইবনে তালহা (রাঃ)[১]ও তাঁহার সঙ্গেই ছিলেন। তিনি

YQADRI.BLOGSPOT.CO

হেরেম শরীফের মসজিদে আসিয়া স্বীয় যানবাহন বসাইয়া দিয়া বাইতুল্লাহ শরীফের চাবিরক্ষককে চাবি আনিবার আদেশ দিলেন। তিনি বাইতুল্লাহ শরীফে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার সঙ্গে প্রবেশ করিলেন উসামা (রাঃ), বেলাল (রাঃ), এবং ওসমান ইবনে তালহা (রাঃ)। তথায় দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করিয়া বাহির হইয়া আসিলে সকলেই তাঁহার প্রতি ধাবিত হইলেন। আমি বেলাল (রাঃ)কে দরজা হইতে ভিতর দিকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম- হযরত (দঃ) কোন স্থানে নামাজ পড়িয়াছেন? বেলাল (রাঃ) ঐ স্থান নির্দিষ্ট করিয়া দেখাইলেন। কত রাকাত নামাজ পড়িয়াছেন তাহা জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। [১। বাইতুল্লাহর চাবি রক্ষক]

হাদীস ১০৩৮। সূত্র - হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) - কাবা অভ্যন্তরে নামাজ।

এক লোক আসিয়া আমাকে বলিল- রসূল (দঃ) কাবা ঘরে প্রবেশ করিয়াছেন। আমি আসিয়া দেখিলাম নবী করীম (দঃ) বাহির হইয়া গিয়াছেন এবং বেলাল (রাঃ) দুই দরজার মাঝখানে দাঁড়াইয়া আছেন। আমি বেলাল (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম- নবী করীম (দঃ) কি কাবা ঘরে নামাজ পড়িয়াছেন? তিনি বলিলেন - হ্যাঁ, কাবা ঘরে প্রবেশের সময় বাঁ দিকে যে দুইটি থাম রহিয়াছে তাহার মাঝখানে দুই রাকাত এবং বাহির হইয়া কাবা ঘরের সামনে দুই রাকাত নামাজ পড়িয়াছেন।

হাদীস ১০৩৯। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) - **কাবায় নামাজ।**

নবী করীম (দঃ) কাবা ঘরে প্রবেশ করিয়া উহার প্রত্যেক কোণে দোয়া করিলেন এবং বাইরে না আসা পর্যন্ত নামাজ পড়িলেন না।[১] বাহিরে আসার পর কাবার দিকে মুখ করিয়া দুই রাকাত নামাজ পড়িলেন এবং বলিলেন - ইহাই কেবলা। [১। বর্ণনাকারী নামাজ পড়িতে দেখেন নাই।]

হাদীস- ১০৪০। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **হাতীমের স্থান কাবা ঘরের অংশ।(কয়েকটি হাদিসের একত্র অনুবাদ) (সংক্ষেপিত)**

আয়েশা (রাঃ) এর জিজ্ঞাসার উত্তরে রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন যে, হাতীমের স্থানটুকু বাইতুল্লার অংশ। বাইতুল্লা শরীফ নির্মানের সময় এই অংশটুকু উহাতে শামিল না করার কারণ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- তুমি জাননা যে তোমার বংশীয় কোরায়েশরা যখন এই ঘর পুনঃনির্মাণের ইচ্ছা করিল তখন তাহারা অবৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থ এই ঘর নির্মানের কাজে ব্যয় করিবে না মর্মে পণ করিল অথচ তখন তাহাদের উপার্জিত অধিকাংশ ধনই ছিল অবৈধভাবে উপার্জিত। তাহাদের হালাল মাল সম্পূর্ণ ঘরের নির্মান ব্যয় অপেক্ষা কম হইয়া গেলে তাহারা কিছু অংশ ছাড়িয়া দিয়া ঘরটিকে ছোট করিয়া নির্মাণ করিল এবং সেই পরিত্যক্ত অংশই হাতীম। তোমার বংশীয় লোকেরা কা'বা ঘরের দরজা উপরে (৫/৬ হাত) নির্মাণ করার কারণ হইল তাহারা বাইতুল্লা শরীফের প্রবেশাধিকারের

নিদ্রন নিজেদের নিকট রাখিতে চাহিয়াছিল। তোমার গোত্রীয় কোরায়েশেরা নও মুসলিম বিধায় আমার আশঙ্কা হয় যে বাইতুল্লা শরীফের ঘরের পরিবর্তন করিলে তাহাদের মনে নানা প্রকার সংশয় দেখা দিবে; নতুবা আমি নিশ্চয় বাইতুল্লা শরীফের পুনঃনির্মাণ করিতাম এবং ইব্রাহীম (আঃ) নির্মিত পরিমাণ অনুযায়ী হাতীমস্থিত অংশও ঘরের মধ্যে শামিল করিয়া দিতাম এবং উহার দরজা নিচু করিয়া দিতাম। তাছাড়া পশ্চিম দিকে আরও একটি দরজা নির্মান করিতাম।

আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়ের (রাঃ) তাঁহার শাসনামলে এই হাদীস অনুযায়ী হাতীমের অংশকে ঘরের শামিল করিয়া নীচু আকারের দুই দরজা বিশিষ্টরূপে ঘর নির্মান করিয়াছিলেন। তিনি ইব্রাহীম (আঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ভিত্তি মূলের চিহ্ন খুঁজিয়া বাহির করার জন্য খনন কার্য্য চালাইয়া মানুষ পরিমাপের দেড় গুন খনন করার পর বড় বড় পাথরে নির্মিত ভিত্তিমূল পাইলেন, উহার পাথরগুলি ছিল উটের পিঠের ন্যায়। ঐ ভিত্তি স্থান হইতে বর্তমানে নির্মিত বাইতুল্লা ঘরের সীমা ৬ হাত পরিমান দীর্ঘ হইবে।

হাদীস- ১০৪১। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **হাতীমে কাবা কাবারই অংশ।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- তোমাদের বংশধর যদি নও মুসলিম না হইত তবে আমি কাবা ঘরকে ভাঙ্গিয়া নূতন ভাবে তৈয়ার করিতাম। যেই অংশ পরিত্যক্ত রহিয়াছে উহা সমেত তৈয়ার করিতাম, কাবা ঘরের পোতা জমিন সমান করিয়া দিতাম এবং উহাতে দুইটি দরজা রাখিতাম; একটি প্রবেশ করার, একটি বাহির হইবার।

হাদীস-১০৪২। সূত্র- হযরত শায়বা (রাঃ)- **কাবা ঘরে রক্ষিত সোনাদানা বন্টন।**

একদিন ওমর (রাঃ) কা'বা ঘরে বসিয়া বলিলেন- আমি এই ঘরের মধ্যে কোন প্রকার সোনারূপা না রাখিয়া বরং তাহা বন্টন করিয়া দেওয়ার ইচ্ছা করিয়াছি। আমি (বর্ণনাকারী) বলিলাম- আপনার দুই সাথী রসূলুল্লাহ (দঃ) এবং আবুবকর (রাঃ) তো এইরূপ করেন নাই। ইহা শুনিয়া ওমর (রাঃ) বলিলেন- ঐ দুইজন লোককেই তো আমি অনুসরন করিয়া থাকি[১]। [১। সোনারূপা বন্টন করা হয় নাই।]

হাদীস- ১০৪৩। সূত্র- হযরত শায়বা (রাঃ)- **কা'বা ঘরের সোনাচান্দি বিলাইয়া দেওয়া।**

ওমর (রাঃ) একদা মসজিদে বসিয়া বলিলেন- আমার ইচ্ছা হয় কা'বা শরীফের ভিটার মধ্যে যে সব সোনা চান্দি পোঁতা রহিয়াছে তাহা বাহির করিয়া গরীব মুসলমানদের মধ্যে বিলাইয়া দেই। আমি তাঁহাকে বলিলাম- এইরূপ করার অধিকার আপনার নাই। কারন, আপনার মুরুব্বিদ্বয়[১] ইহা করেন নাই। ওমর (রাঃ) বলিলেন- তাঁহারা দুইজন সত্যই অনুসরনীয়। [১। রসূল (দঃ) ও আবু বকর (রাঃ)]

YQADRI.BLOGSPOT.C

হাদীস- ১০৪৪। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **বাইতুল্লাহ শরীফ বিধ্বস্ত হইবে।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- অপেক্ষাকৃত সরু পায়ের গোছা বিশিষ্ট এক হাবশী নিগ্রো বাইতুল্লাহ শরীফকে বিধ্বস্ত করিবে।

হাদীস- ১০৪৫। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **কা'বা ঘরকে বিধ্বস্ত করার প্রচেষ্টা নস্যাৎ।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- এক বিরাট সুসজ্জিত সেনাদল কা'বা শরীফের উপর আঘাত হানিবার জন্য অগ্রসর হইবে কিন্তু তাহাদিগকে তথায় পৌছিবার পূর্বেই এক ময়দানে ধসাইয়া দেওয়া হইবে। জিজ্ঞাসা করা হইল- সেই দলে এমন লোকও থাকিতে পারে যাহাদেরকে বলপূর্বক দলভুক্ত করা হইয়াছে, কিম্বা কেহ ক্রয় বিক্রয়ার্থে রওয়ানা হইয়াছে তবে সকলকে কেন ধসাইয়া দেওয়া হইবে? তিনি উত্তরে বলিয়াছেন- ঐ সময় সকলকেই ধসানো হইবে। পরে কেয়ামতের হিসাব নিকাশের সময় নিয়তের তারতম্য রক্ষা করা হইবে।

হাদীস- ১০৪৬। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবী আওফা (রাঃ)- **নবী করীম (দঃ) এর কা'বায় প্রবেশ না করা।**

এক বছর ওমরা পালনকালে রসূলুল্লাহ (দঃ) বাইতুল্লাহর তওয়াফ করিলেন এবং মাকামে ইব্রাহীমের পেছনে দুই রাকাত নামাজ পড়িলেন। ঐ সময় তাঁহার সাথী এক লোক তাঁহাকে লোকদের নিকট হইতে আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। একব্যক্তি আড়ালকারীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল- রসূল (দঃ) কি কা'বা শরীফের ভিতর প্রবেশ করিয়াছিলেন? সে জবাব দিয়াছিল- না, প্রবেশ করেন নাই।[১]

[১। দেয়াল চিত্রাঙ্কিত থাকায় এবং কা'বা ঘরে মূর্তি থাকায় তিনি ঐ বার কা'বা ঘরে প্রবেশ করেন নাই।]

হাদীস- ১০৪৭। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **কা'বা শরীফের ভিতরের মূর্তি অপসারন।**

মক্কা বিজয়ের সময় রসূলুল্লাহ (দঃ) কা'বা ঘরে প্রবেশ করিতে অস্বীকার করিলেন। তখন কা'বা ঘরের ভিতর বহু সংখ্যক পাথরের তৈরী দেব-দেবীর মূর্তি ছিল। রসূল (দঃ) এর নির্দ্দেশে ঐগুলি বাহির করিয়া ফেলা হইল। সবাই ইবরাহীম (আঃ) ও ইসমাইল (আঃ) এর মূর্তিও বাহির করিল। ঐ মূর্তির হাতে ছিল যাত্রার শুভ-অশুভ নির্নয়ক তীর ফলক। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন- আল্লাহ তাহাদেরকে[১] ধ্বংশ করুন। আল্লাহর শপথ তাহারা অবশ্যই জানিত যে তাঁহারা[২] কোন সময় যাত্রার শুভ-অশুভ নির্নয়ক তীর ফলক নিক্ষেপ করেন নাই। অতঃপর তিনি কা'বা ঘরে প্রবেশ করিলেন এবং উহার বিভিন্ন স্থানে তকবীর ধ্বনি দিলেন। তবে তিনি সেখানে নামাজ পড়িলেন না। [১। মোশরেকদিগকে। ২। হযরত ইবরাহীম (আঃ) ও হযরত ইসমাইল (আঃ)]

হাদীস- ১০৪৮। সূত্র- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)- **কা'বা ঘরে অবস্থিত মূর্তি ভাঙ্গা।**

নবী করীম (দঃ) মক্কা বিজয়ের দিন যখন মক্কায় প্রবেশ করিলেন তখন কা'বা শরীফের চতুষ্পার্শ্বে ৩৬০ টি মূর্তি ছিল। তিনি তাঁহার হস্তস্থিত ছড়ি দ্বারা প্রত্যেকটি মূর্তিকে খোঁচা দিতেছিলেন আর বলিতেছিলেন- "সত্য সমাগত, অসত্য অপসারিত। নিশ্চয়ই অসত্যের ধ্বংস অনিবার্য্য।" সঙ্গে সঙ্গে মূর্তিগুলি উপুড় হইয়া পড়িতেছিল।

হাদীস-১০৪৯। সূত্র- হযরত বরা (রাঃ)- **সশস্ত্র অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ।**

নবী করীম (দঃ) জিলকদ মাসে ওমরা পালনার্থে রওয়ানা হইলে মক্কাবাসীগণ তাঁহাকে মক্কায় প্রবেশ করিতে দিতে অস্বীকার করিল। অবশেষে তিনি তাহাদের সাথে এই মর্মে চুক্তি করিলেন যে সশস্ত্র অবস্থায় নয় বরং তলোয়ার কোষাবদ্ধ অবস্থায় তিনি মক্কায় প্রবেশ করিবেন।

হাদীস-১০৫০। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **এহরাম ব্যতীত হেরেম শরীফে প্রবেশ।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) মক্কা বিজয়ের সময় যখন মক্কা নগরীতে প্রবেশ করেন তখন তাঁহার মাথা লোহার টুপি দ্বারা আবৃত ছিল।

হাদীস-১০৫১। সূত্র- হযরত আব্বাস (রাঃ)- **আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত হেরেম শরীফ।**

মক্কা বিজয়ের দিন নবী করীম (দঃ) ভাষণে বলিলেন- সপ্ত আকাশ ও ভূমন্ডল সৃষ্টি করার দিন হইতেই আল্লাহতা'লা মক্কা এলাকাকে হেরেম[১] সাব্যস্ত করিয়া দিয়াছেন; যাহা কেয়ামত পর্যন্ত হেরেম হওয়া অক্ষুন্ন থাকিবে। কাজেই সেই এলাকায় যুদ্ধবিগ্রহ আমার পূর্বেও হালাল ছিল না এবং আমার পরেও কাহারও জন্য হালাল হইবে না, কেবলমাত্র আমার পক্ষে একদিনের অল্পসময়ের জন্য আল্লাহতা'লার তরফ হইতে উহাকে হালাল করা হইয়াছিল। উহাতে গাছের কাঁটা ভাঙ্গা, বন্য জন্তুকে তাড়া করা এবং উহার পথে পাওয়া কোন বস্তু মালিকের সন্ধান লাভার্থে ঢোল শহরত করার উদ্দেশ্য ভিন্ন উঠাইয়া লওয়াও নিষিদ্ধ। উহার কোন ঘাস পাতা, তৃণলতা ছিন্ন করাও নিষিদ্ধ। বর্ণনাকারী বলিলেন- ইয়া রাসূলুল্লাহ! এজখের[২]কে নিষেধাজ্ঞার বাইরে রাখুন। কারণ, ইহা আমাদের গৃহের জন্য এবং কর্মকারদের জন্য অতীব প্রয়োজনীয়। নবী করীম (দঃ) বলিলেন- এজখের এই নিষেধাজ্ঞার বাইরে থাকিল।

[১। নিষিদ্ধ এলাকা। ২। এক প্রকার ঘাস]

হাদীস-১০৫২। সূত্র- হযরত আবু শোরাইহ্ (রাঃ)- **হেরেম এলাকায় যুদ্ধ বিগ্রহ জায়েজ নহে।**

আমর ইবনে সাঈদ মক্কায় সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করিলে আবু শোরাইহ্ (রাঃ) তাঁহাকে বলিলেন- আমাকে অনুমতি দিলে আপনাকে এমন কিছু

কথা শুনাইব যাহা মক্কা বিজয়ের পরদিন রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছিলেন এবং যাহা আমার দুই কান শ্রবণ করিয়াছে, মন স্মৃতিতে ধরিয়া রাখিয়াছে আর দুই চোখ বাস্তবায়ন দেখিয়াছে। কথাগুলি বলার সময় রসূল (দঃ) আল্লাহর প্রশংসা ও গুণাবলী বর্ণনা করিয়া বলিলেন- মক্কাকে আল্লাহ নিজে হেরেম করিয়াছেন, কোন মানুষ করে নাই। এইরূপ মর্য্যাদাবান মক্কায় বিশ্ববাসীদের পক্ষে সেইখানে রক্তপাত করা কিম্বা গাছ কাটা হালাল নয়। যদি কেহ এইখানে আল্লাহর রসূলের সাথে লড়াই করা বৈধ মনে করে তবে তাহাকে জানাইয়া দাও যে এইখানে লড়াইয়ের অনুমতি আল্লাহ একমাত্র তাঁহার রসূলকে দিয়াছেন, তোমাদেরকে নয়। আমাকেও উক্ত অনুমতি স্বল্প সময়ের জন্য দিয়াছিলেন। গতকালের মত আজ ইহার মর্য্যাদা পুনর্বহাল করা হইয়াছে। এইখানে উপস্থিতদের উচিত অনুপস্থিতদের নিকট এই কথা পৌঁছাইয়া দেওয়া।

আমর ইহা শুনিয়া কি বলিয়াছিল জিজ্ঞাসার উত্তরে আবু শোরাইহ (রাঃ) বলিলেন, আমর বলিয়াছিল- এই বিষয়টি আমি আপনার চাইতে বেশী জানি। তবে হেরেম শরীফ কোন অপরাধীকে, হত্যা করিয়া পলাতককে এবং ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীকে আশ্রয় দেয় না।

হাদীস-১০৫৩। সূত্র- হযরত হাম্মাদ (রঃ) ও ওবায়দুল্লাহ (রাঃ)-
কাবার চতুষ্পার্শ্বের দেয়াল।

নবী করীম (দঃ) এর আমলে বাইতুল্লাহ শরীফের চারিদিকে কোন দেয়াল ছিল না। ঐ চুতষ্পার্শ্বস্থ জায়গাতেই নামাজ পড়া হইত। ওমর (রাঃ) এর আমলে অনুচ্চ দেয়াল নির্মান করা হয়। আবদুল্লাহ ইবনে জায়েদ (রাঃ) ইহাকে অধিক প্রশস্থ পূর্ণাঙ্গ গৃহরূপে তৈরী করেন।

৮। কোরবানী

হাদীস-১০৫৪। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **কোরবানীর পশুর উপর আরোহন।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) একব্যক্তিকে কোরবানীর পশু সাথে নিয়া অতি কষ্টে হাঁটিয়া চলিতেছে দেখিয়া তাহাকে উহাতে আরোহন করিতে বলিলে সে বলিল- ইহাতো কোরবানীর পশু। তিনি তাহাকে পুনরায় আরোহন করিতে বলিলে সে একই উত্তর দিল। তৃতীয়বারে রসুল (দঃ) রাগান্বিত স্বরে বলিলেন, আরোহন কর।

হাদীস-১০৫৫। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **কোরবানীর পশুর উপর আরোহন করা।**

এক ব্যক্তিকে কোরবানীর উট হাঁকাইয়া চলিতে দেখিয়া নবী করীম (দঃ) তাহাকে বলিলেন-উটটির উপর আরোহন কর। সে বলিল- ইহাতো কোরবানীর জন্য! তিনি বলিলেন-উহার উপর আরোহন কর। এইরূপ তিন বার বলিলেন।

হাদীস-১০৫৬। সূত্র- হযরত মেসওয়ার (রাঃ)- **কোরবানীর পশু চিহ্নিত করন।**

নবী করীম (দঃ) ওমরা করার উদ্দেশ্যে প্রায় দেড়হাজার সাহাবী লইয়া মদীনা হইতে মক্কাভিমুখে রওয়ানা হইলেন। জুল হোলায়ফা নামক স্থানে পৌঁছিয়া তিনি নিজের সঙ্গে পরিচালিত কোরবানীর পশু সমূহের গলায় মালা লটকাইয়া দিলেন এবং উহাদের পিঠের কুঁজের এক পার্শের চামড়া চিরিয়া চিহ্নিত করিয়া দিলেন। অতঃপর ওমরার এহরাম বাঁধিলেন।

হাদীস-১০৫৭। সূত্র- হযরত যিয়াদ ইবনে সুফিয়ান- **কোরবানীর পশু মক্কায় প্রেরনে এহরাম অবস্থা হয় না।**

বর্ণনাকারী আয়েশা (রাঃ) এর নিকট এই বলিয়া পত্র লিখিলেন যে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন- যে ব্যক্তি কোরবানীর জন্তু মক্কায় প্রেরণ করিল উহা কোরবানী না করা পর্যন্ত ঐ ব্যক্তির জন্য ঐ সব কাজ করা হারাম যাহা হাজীদের জন্য হারাম। আয়েশা (রাঃ) বলেন[১]- ইবনে আব্বাস (রাঃ) যাহা বলিয়াছে প্রকৃত অবস্থা তাহা নয়। আমি নিজ হাতে রসুলুল্লাহ (দঃ) এর কোরবানীর পশুর ক্বেলাদা পাকাইয়াছি আর রসুলুল্লাহ (দঃ) নিজ হাতে তাহা পশুর গলায় লটকাইয়া আমার পিতার হাতে প্রেরণ করিয়াছেন। কিন্তু ইহার পরেও তাহা কোরবানী না করা পর্যন্ত আল্লাহর হালাল করা কোন জিনিষ রসুলুল্লাহ (দঃ) এর প্রতি হারাম হয় নাই। [১। পত্র পাইয়া]

YOADRI.BLOGSPOT

হাদীস-১০৫৮। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **স্ত্রীদের পক্ষ হইতে কোরবানী করা।**

জিলকদ মাসের পাঁচ দিন অবশিষ্ট থাকিতে আমরা রসূলুল্লাহ (দঃ) এর সাথে মদীনা হইতে যাত্রা করিলাম। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল হজ্ব আদায় করা। মক্কার নিকটবর্তী হইলে রসূলুল্লাহ (দঃ) নির্দেশ দিলেন, যার যার সঙ্গে কোরবানীর পশু নাই বাইতুল্লাহর তওয়াফ ও সাফা মারওয়ার সাঈ করার পর সে সে যেন এহরাম খুলিয়া ফেলে। কোরবানীর দিন আমাদের নিকট কোরবানীর গোশত আনা হইলে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম- ইহা কি? উত্তরে বলা হইল, রসূলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার স্ত্রীগণের পক্ষ হইতে কোরবানী করিয়াছেন।

হাদীস ১০৫৯। সূত্র- হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) - **ঈদগাহে কোরবানী।**

নবী করীম (দঃ) ঈদগাহে কোরবানী করিতেন।

হাদীস-১০৬০।সূত্র- হযরত নাফে (রাঃ)- **রসূল (দঃ) এর কোরবানীর স্থানে কোরবানী।**

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) রসূলুল্লাহ (দঃ) এর কোরবানী করার স্থানে কোরবানী করিতেন।

হাদীস-১০৬১। সূত্র- হযরত নাফে (রাঃ)- **রসূল (দঃ) এর কোরবানীর স্থানে কোরবানী।**

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) নিজের কোরবানীর পশু মোজদালেফা হইতে শেষ রাত্রে অন্য হাজীদের সাথে পাঠাইয়া দিতেন যাহা রসূলুল্লাহ (দঃ) এর কোরবানী করার স্থানে পৌছান হইত।

হাদীস-১০৬২। সূত্র- হযরত যিয়াদ ইবনে জোবায়ের (রাঃ)- **উট দাঁড় করানো অবস্থায় নহর করা সুন্নত।**

এক ব্যক্তিকে একটি উট বসাইয়া উহার গলদেশে ছুরি বিদ্ধ করিতে দেখিয়া ইবনে ওমর (রাঃ) সে ব্যক্তিকে বলিলেন- উটটিকে দাঁড় করাও, উহার বাম পা মুড়িয়া বাঁধিয়া দাও এবং তৎপর উহার গলদেশে ছুরি বিদ্ধ কর। ইহাই, রসূলুল্লাহ (দঃ) এর সুন্নত।

হাদীস-১০৬৩। সূত্র- হযরত আলী (রাঃ)- **কসাইকে কোরবানীর পশুর কিছুই দিবে না**

রসূলুল্লাহ (দঃ) আমাকে পাঠাইলে আমি কোরবানীর পশুর কাছে দাঁড়াইলাম। তিনি নির্দেশ দিলে আমি সমস্ত গোশত বন্টন করিয়া দিলাম। পরে আবার নির্দেশ দিলে জিন ও চামড়াও বন্টন করিয়া দিলাম। নবী করীম (দঃ) আমাকে কোরবানীর পশুর পাশে দাঁড়াইতে এবং তাহা হইতে কশাইকে পারিশ্রমিক বাবদ কিছু না দিতে আদেশ করিলেন।

হাদীস-১০৬৪। সূত্র- হযরত আলী (রাঃ)- **কোরবানীর পশুর সকল কিছু দান করা।**

নবী করীম (দঃ) একশতটি উট কোরবাণীর ব্যবস্থা করিয়া আমাকে উহাদের গোশত বন্টনের আদেশ দিলে আমি সমুদয় গোশত বন্টন করিলাম। উহাদের পিঠের ব্যবহৃত ঝুলও বন্টনের আদেশ করিলে আমি তাহাই করিলাম। অতঃপর উহাদের চামড়াগুলি বন্টন করার আদেশ করিলে আমি তাহাও বন্টন করিলাম।

হাদীস-১০৬৫। সূত্র- হযরত আলী (রাঃ)- **কোরবানীর পশুর চামড়া ও ঝুল সদকা করণ।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) আমাকে কোরবানী করার পর কোরবানীর পশুর চামড়া ও আচ্ছাদন সদকা করিয়া দেওয়ার জন্য আদেশ করিয়াছেন।

হাদীস- ১০৬৬। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **নামাজের পূর্বের জবেহ কোরবানী নয়।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- যে ব্যক্তি নামাজের[১] আগে জবেহ করিল সে নিজের জন্য জবেহ[২] করিল। আর যে ব্যক্তি নামাজের পর জবেহ করিল, তাহার কোরবানী পূর্ন হইয়া গেল এবং সে মুসলমানদের রীতি অনুযায়ী আমল করিল। [১। ঈদের নামাজ ২। কোরবানী হইবে না।

হাদীস- ১০৬৭। সূত্র-হযরত আনাস (রাঃ) - **নামাজের পূর্বের কোরবানী।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) কোরবানীর দিন নামাজ আদায়ের পর ভাষণ দিলেন যে ব্যক্তি নামাজের আগেই জবেহ করিয়াছে তিনি তাহাকে আবার জবেহ করার হুকুম দিলেন। আনসারদের এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিল - ইয়া রাসুলুল্লাহ ! আমার প্রতিবেশীরা উপবাসী ছিল, তাই আমি নামাজের আগেই জবেহ করিয়া ফেলিয়াছি। তবে আমার নিকট এমন একটি মেষশাবক আছে যাহা আমার নিকট দুইদিন গোশত খাওয়ার বকরীর চাইতেও প্রিয়। তিনি তাহাকে উহা কোরবানী করার অনুমতি দিলেন।

হাদীস- ১০৬৮। সূত্র- হযরত জুন্দুব বাজালী (রাঃ)- **নামাজের পূর্বের কোরবানী।**

আমি একবার ঈদের নামাজে নবী করীম (দঃ) এর জামাতে উপস্থিত ছিলাম। তিনি বলিলেন- যে ব্যক্তি নামাজের পূর্বে জবেহ করিয়াছে তাহার কোরবানী হয় নাই। তাহাকে নামাজের পর অন্য একটি পশু জবেহ করিতে হইবে। আর যে ব্যক্তি নামাজের পূর্বে জবেহ করে নাই সে জবেহ[১] করিবে। [১। নামাজের পরে।

হাদীস- ১০৬৯। সূত্র- হযরত বরা (রাঃ)- **ছয় মাসের ছাগল কোরবানী নিষেধ।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- আজকের এই দিনে আমরা সর্ব প্রথম যে কাজ করি, তাহা হইল আমরা নামাজ পড়ি। তারপর ফিরিয়া আসি ও

YQADRI.BLOGSPOT.COM

কোরবানী করি। যে লোক এইভাবে করিল সে সুন্নত পাইয়া গেল। আর যে ব্যক্তি পূর্বে জবেহ করিল, সে কেবল নিজ পরিবারের জন্য আগাম গোশত খাওয়ারই ব্যবস্থা করিল, কোরবানীর কিছুই হইল না। আবু বোরদা ইবনে নিজার (রাঃ) আগেই জবেহ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তিনি দাঁড়াইয়া বলিলেন- আমার নিকট একটি ছয় মাসের ছাগল আছে। নবী করীম (দঃ) বলিলেন- ইহা জবেহ করিয়া দাও। তবে তোমার পরে কাহারও জন্য যথেষ্ট[১] হইবে না। [১। ছয় মাসের ছাগল]

হাদীস-১০৭০। সূত্র- হযরত ওকাবা (রাঃ)- **ছয় মাসের ছাগল কোরবানী করা।**

নবী করীম (দঃ) সাহাবাদের মধ্যে কোরবানীর জানোয়ার বন্টন করিলে আমার ভাগে একটি ছয় মাসের ছাগল পড়ে। আমি বলিলাম- ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার ভাগে তো ছয় মাসের বাচ্চা আসিয়াছে। তিনি বলিলেন- এইটাকেই কোরবানী কর[১]। [নবী করীম (দঃ) এর বিশেষ বিধান]

হাদীস- ১০৭১। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **নিজ হাতে কোরবানী করা।**

নবী করীম (দঃ) সাদাকালো চিত্রা রং এর দুইটি শিঙওয়ালা দুম্বার দিকে আগাইয়া গেলেন এবং নিজ হাতেই ঐ দুইটিকে জবেহ করিলেন। আমি দেখিয়াছি তিনি তাঁহার একটি পা দ্বারা দুম্বার পাঁজর দাবাইয়া রাখিয়াছেন এবং বিসমিল্লাহ ও তকবীর বলিয়া নিজের হাতেই দুম্বা দুইটিকে জবেহ করিয়াছেন।

হাদীস-১০৭২। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **নিজ হাতে জবেহ করা।**

নবী করীম (দঃ) নিজ হাতে সাতটি[১] উট দাঁড় করাইয়া কোরবানী করিয়াছেন এবং মদীনাতে দুইটি মাংসবহুল শিং বিশিষ্ট মেষ কোরবানী করিয়াছেন। [১। সাতটি কোরবানী করিতে বর্ণনাকারী দেখিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে রসূল (দঃ) একশতটি কোরবানী করিয়াছেন।]

হাদীস- ১০৭৩। সূত্র- হযরত জাবের (রাঃ)- **কোরবানীর গোশত রাখিয়া দেওয়া।**

আমরা রসুলুল্লাহ (দঃ) এর জমানায় কোরবানীর গোশত মদীনা[১] পর্যন্ত নিয়া আসিতাম। [১। মক্কা হইতে]

হাদীস- ১০৭৪। সূত্র- হযরত সালামাহ (রাঃ)- **কোরবানীর গোশত তিনদিনের অধিক রাখা।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- তোমাদের যে ব্যক্তি কোরবানী করে, সে যেন তৃতীয় দিনের পর এমন অবস্থায় সকাল না করে যে, তাহার ঘরে কোরবনীর গোশতের কিছু অংশ বাকি থাকিয়া যায়। পরবর্তী বৎসর লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল- ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি এইবারও গত বৎসরের মত করিব? তিনি বলিলেন- নিজেরা খাও, অন্যদের খাইতে দাও

এবং জমা রাখ। ঐ বৎসর মানুষ কষ্টে পড়িয়াছিল বিধায় আমি চাহিয়াছিলাম- তোমরা তাহাদেরকে সাহায্য কর।

হাদীস- ১০৭৫। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **কোরবানীর গোশত তিন দিন পর্যন্ত খাওয়া।**

আমরা কোরবানীর গোশতে লবন মাখিয়া রাখিতাম। উহা হইতে নবী করীম (দঃ)কেও দিতাম। তিনি বলিতেন- তিনদিন পর্যন্তই খাও। এই বিধান অলঙ্ঘনীয় বিধান রূপে দেওয়া হয় নাই বরং তিনি অন্যদেরকেও খাওয়ার সুযোগ দিতে চাহিয়াছিলেন। আল্লাহই ভাল জানেন।

হাদীস- ১০৭৬।সূত্র- হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)- **কোরবানীর গোশত অধিককাল রাখা।**

আমি বাহির হইতে বাড়ী আসিলে আমার সামনে গোশত আনিয়া বলা হইল- ইহা কোরবানীর গোশত। আমি বলিলাম- ইহা সরাইয়া নাও। আমি ইহার স্বাদ গ্রহন করিব না। আমি বাহির হইয়া আমার ভাই আবু কাতাদা ইবনে নোমানের নিকট পৌছিলাম। আবু কাতাদা (রাঃ) ছিলেন আমার মায়ের পক্ষীয় ভাই এবং বদরী সাহাবী। আমি তাঁহার নিকট ঘটনা বর্ণনা করিলে তিনি বলিলেন- তোমার পর নূতন নির্দ্দেশ হইয়াছে[১]। [১। তিনদিনের বেশী রাখার]

হাদীস-১০৭৭।সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **তকবীর জেহাদ অপেক্ষা উত্তম।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- দিনগুলিতে[১] এই আমলের চাইতে উত্তম কোন আমল নাই। জেহাদও নয় কি প্রশ্নের উত্তর নবী করীম (দঃ) বলিলেন- জেহাদও নয়, তবে তাহার অবস্থা স্বতন্ত্র যে নিজের জান মাল ধ্বংসের মুখে জানিয়াও জেহাদের দিকে আগাইয়া যায় এবং কিছু নিয়াই ঘরে ফিরে না।

আকিকা

হাদীস-১০৭৮।সূত্র- হযরত সালমান ইবনে আমের (রাঃ)- **জন্মের সাথে সাথে আকিকা আবশ্যক।**

আমি রসুলুল্লাহ (দঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি- ছেলের আকিকা করা[১] আবশ্যক। অতএব, তাহার তরফ হইতে রক্ত প্রবাহিত কর[২] এবং তাহা হইতে কষ্ট[৩] দূর কর। [১। জন্মের সাথে সাথে, ২। জানোয়ার জবেহ কর, ৩। গর্ভ হইতে নিয়া আসা চুল কামাও]

হাদীস- ১০৭৯। সূত্র- হযরত সামুরা ইবনে জুন্দুব (রাঃ)- **সপ্তম দিনে আকিকা।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- শিশু আকিকার সঙ্গে আবদ্ধ থাকে। সপ্তম দিনে শিশুর পক্ষ হইতে জবেহ করিবে, মাথা কামাইয়া দিবে ও নাম রাখিবে।

YQADRI.BLOGSPOT.COM

ঈদ

হাদীস- ১০৮০। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- ঈদের দিনে দপ বাজানো।

একদা আবু বকর (রাঃ) তাঁহার নিকট আসিলেন। ঐ সময়ে মিনার দিন গুলিতে তাঁহার নিকট দুইটি মেয়ে দপ বাজাইতেছিল। নবী করীম (দঃ) কাপড় মুড়ি দিয়া শুইয়াছিলেন। আবু বকর (রাঃ) মেয়ে দুইটিকে ধমকাইলেন। নবী করীম (দঃ) মুখ হইতে কাপড় সরাইয়া নিয়া বলিলেন- হে আবু বকর! উহাদেরকে বাধা দিওনা। কেননা, ইহা হইতেছে উৎসবের দিন। আর ঐ দিন গুলি ছিল মিনার দিন।

হাবশীরা যখন মসজিদে খেলাধুলা করিতেছিল তখন আমি তাহাদিগকে দেখিতেছিলাম এবং নবী করীম (দঃ) আমাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছিলেন। ওমর (রাঃ) হাবশীদেরকে ধমকাইলেন। নবী করীম (দঃ) বলিলেন- উহাদেরকে ধমকাইও না। হে বনু আরফিদা, তোমরা করিয়া যাও।

হাদীস- ১০৮১/ সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **ঈদুল ফিতরের দিন সকালে কিছু খাওয়া।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) ঈদুল ফিতরের দিন কিছু খেজুর না খাইয়া বাহির হইতেন না। তিনি তাহা বেজোড় সংখ্যায় খাইতেন।

হাদীস-১০৮২। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও জাবের (রাঃ) **- ঈদের নামাজে আজান।**

ফিতরের দিন বা আজহার দিন আজান দেওয়া হইত না।

হাদীস- ১০৮৩।সূত্র- হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)- **ঈদের নামাজের পর খোতবা।**

নবী করীম (দঃ) ঈদগাহে গিয়া সর্বপ্রথম যে কাজ করিতেন তাহা হইল নামাজ। নামাজ শেষে সকলে নিজ নিজ স্থানে বসিয়া থাকিত এবং তিনি লোকদের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া তাহাদেরকে উপদেশ দিতেন, অসিয়ত করিতেন এবং হুকুমদান করিতেন। সেনাবাহিনী গঠন করার ইচ্ছা থাকিলে তিনি লোক আলাদা করিয়া নিতেন। কোন ফরমান জারী করার থাকিলে তাহা করিয়া তিনি ফিরিয়া যাইতেন। লোকেরা এই নিয়মই অনুসরন করিয়া চলিত।

মারওয়ান মদীনার শাসনকর্তা থাকাকালে একবার আমি তাঁহার সাথে ঈদের নামাজে শরীক হইয়াছিলাম। আমরা ঈদগাহে পৌঁছিয়া সেখানে একটি মিম্বর দেখিলাম। উহার প্রস্তুতকারক ছিল কাসীর ইবনে সল্‌ত। মারওয়ান নামাজ আদায়ের পূর্বেই মিম্বরে আরোহন করিতে উদ্যত হইলে আমি তাহার কাপড় টানিয়া ধরিলাম কিন্তু তিনি কাপড় ছাড়াইয়া নিয়া মিম্বরে আরোহন পূর্বক নামাজের আগেই খোতবা দিলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম- আল্লাহর শপথ, তোমরা পরিবর্তিত করিয়া ফেলিয়াছ। তিনি বলিলেন- হে

YQADRI.BLOGSPOT.CO

আবু সাঈদ, তোমরা যাহা জানিতে তাহা চলিয়া গিয়াছে। আমি বলিলাম- আল্লাহর শপথ, আমি যাহা জানিনা তাহার চাইতে যাহা জানি তাহা ভাল। তিনি তখন বলিলেন- নামাজের পর লোকেরা কিছুতেই বসিয়া থাকেনা বিধায় আমি নামাজের আগেই খোতবা দিয়াছি।

হাদীস- ১০৮৪। সূত্র- হযরত জাবের (রাঃ)- **ঈদের নামাজের পর খোতবা।**

নবী করীম (দঃ) ঈদুল ফিতরের দিন বাহির হইয়া খোতবার পূর্বেই নামাজ আদায় করিতেন।

হাদীস- ১০৮৫। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **ঈদের নামাজের পর খোতবা।**

আমি রসূলুল্লাহ (দঃ), আবু বকর (রাঃ),ওমর (রাঃ) ও ওসমান (রাঃ) এর সাথে ঈদ করিয়াছি। তাঁহারা সবাই খোতবার পূর্বে নামাজ আদায় করিয়াছেন।

হাদীস- ১০৮৬। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **ঈদের খোতবা নামাজের পর।**

নবী করীম (দঃ), আবু বকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ) উভয় ঈদের নামাজ খোতবার পূর্বে আদায় করিতেন।

হাদীস- ১০৮৭। সূত্র- হযরত আবু ওবায়েদ (রাঃ)- **নামাজের পর ঈদের খোৎবা এবং কোরবানীর মাংস তিন দিন খাওয়া।**

আমি কোরবানীর ঈদের দিন ওমর (রাঃ) এর সাথে ঈদের নামাজ পড়িয়াছি। ওমর (রাঃ) খোৎবার পূর্বে নামাজ পড়িয়াছেন এবং জনগনকে লক্ষ্য করিয়া ভাষন দানে বলিয়াছেন- হে লোক সকল! রসূলুল্লাহ (দঃ) তোমাদেরকে এই দুই ঈদের দিন রোজা রাখিতে নিষেধ করিয়াছেন। একদিন হইল যেইদিন তোমরা রোজা ভাঙ্গিয়া ইফতার করিয়াছ[১] আর অন্যদিন হইল যেইদিন তোমরা তোমাদের কোরবনীর গোশত[২] খাইয়া থাক।

পুনরায় আমি ওসমান (রাঃ) এর সাথে শরীক[৩] হইয়াছি। সে দিন ছিল জুময়ার দিন। তিনি খোৎবার আগে নামাজ পড়েন এবং তারপর খোৎবা দানে বলেন- হে লোকসকল! আজ এমন একদিন যেদিন তোমাদের জন্য দুই ঈদ[৪] একসাথ করা হইয়াছে। আওয়ালী[৫] গ্রামের যে ব্যক্তি জুময়া পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে চাও সে থাক; আর যে চলিয়া যাইতে চাও, আমি তাহাকে অনুমতি দিলাম।

আমি আলী (রাঃ) এর সাথে শরীক[৬] হই। তিনিও খোৎবার আগে নামাজ পড়িয়া পরে খোৎবা দিয়া বলিলেন- রসূলুল্লাহ (দঃ) তোমাদেরকে কোরবানীর গোশত তিন দিনের বেশী খাইতে নিষেধ করিয়াছেন। [১। ঈদুল

ফিতর। ২। ঈদুল আজহা, ৩। ঈদের নামাজে। ৪। জুম্মা এবং ঈদ। ৫। দূরবর্তী ৬। ঈদের জামাতে]

হাদীস- ১০৮৮। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **ঈদের নামাজে দুই রাকাত।**

নবী করীম (দঃ) ঈদুল ফিতরে দুই রাকাত নামাজ পড়িলেন। ইহার পূর্বে কোন নামাজ পড়িলেন না এবং পরেও কোন নামাজ পড়িলেন না। অতঃপর তিনি বেলাল (রাঃ)কে সঙ্গে নিয়া মহিলাদের নিকট গেলেন এবং তাহাদেরকে দানের জন্য বলিলেন। তখন তাহারা দান করিতে শুরু করিল। কেউ দিল আংটি আবার কেউ দিল গলার হার।

হাদীস- ১০৮৯। সূত্র- হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রাঃ)- **ঈদের দিনে অস্ত্র বহন করা।**

মিনায় আমি ইবনে ওমর (রাঃ) এর সাথে থাকাকালীন বর্শার অগ্রভাগ তাঁহার পায়ের তলদেশে বিদ্ধ হইয়া পা রেকাবের সাথে লাগিতেছিল। আমি নামিয়া তাহা বাহির করিয়া ফেলিলাম। হাজ্জাজের[১] নিকট খবর পৌছিলে তিনি দেখিতে আসিয়া বলিলেন- আপনাকে কে বিপদগ্রস্থ করিয়াছে জানিতে পারিলে[২]! ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন- আপনিই তো আমাকে বিপদগ্রস্থ করিয়াছেন। তিনি বলিলেন- কেমন করিয়া? ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন- যেই দিন[৩] অস্ত্র বহন করা হইত না আপনি সেই দিন অস্ত্র বহন করিয়া চলিয়াছেন। আর আপনি অস্ত্রকে হেরেম শরীফের মধ্যেও প্রবেশ করাইয়াছেন অথচ হেরেম শরীফের মধ্যে কখনও অস্ত্র প্রবেশ করানো হইত না।

[১ শাসনকর্তা, ২। শাস্তি দেওয়া হইত অর্থে, ৩। ঈদের দিন]

হাদীস-১০৯০। সূত্র- হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) -**ঈদের দিনে অস্ত্র বহন।**

ফিতর ও কোরবানীর দিন নবী করীম (দঃ) এর জন্য তাঁহার সামনে যুদ্ধের হাতিয়ার রাখিয়া দেওয়া হইত। তারপর তিনি নামাজ পড়িতেন।

হাদীস-১০৯১। সূত্র- হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)- **ঈদের দিনে অস্ত্র বহন।**

নবী করীম (দঃ) যখন ভোরবেলা ঈদগাহে যাইতেন তখন তাঁহার সামনে ছোট ছোট বর্শা বহন করা হইত এবং তাঁহার সামনেই ঈদগাহে সেগুলি রাখা হইত। অতঃপর তিনি সেগুলি সামনে রাখিয়া নামাজ পড়িতেন।

হাদীস-১০৯২। সূত্র- হযরত জাবের (রাঃ)- **ঈদের দিন গমনাগমন ভিন্ন পথে।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) ঈদের দিন এক পথে যাইতেন এবং অন্য পথে ফিরিয়া আসিতেন।

হাদীস-১০৯৩। সূত্র- হযরত আবু বকরাহ (রাঃ)- দুই ঈদের যে কোন এক মাস সম্পূর্ণ।

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- এমন দুইটি মাস আছে যাহাদের উভয়টিই ঘাটতি মাস হয় না। মাস দুইটি হইল ঈদের দুইটি মাস- রমজান ও জিলহজ্জ।

হাদীস- ১০৯৪। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- খঞ্জর চালনার খেলা।

কতিপয় হাবশী লোক নবী করীম (দঃ) এর সম্মুখে খঞ্জর চালনা খেলা করিতেছিল। ওমর (রাঃ) তথায় আসিয়া তাহাদের প্রতি কঙ্কর নিক্ষেপ করিলে নবী করীম (দঃ) বলিলেন- হে ওমর! তাহাদেরকে এই খেলা খেলিতে দাও।

YOADRI.BLOGSPOT.COM

৯। জাকাত

হাদীস- ১০৯৫। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **জাকাত ফরজ।**

নবী করীম (দঃ) মোয়াজ (রাঃ) কে ইয়েমেন দেশে পাঠানোর সময় বলেন- তুমি তাহাদেরকে এই সাক্ষ্য দিতে আহ্‌বান করিবে যে- আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই এবং মোহাম্মদ (দঃ) আল্লাহর রসূল। তাহারা এই কথা মানিয়া নিলে তাহাদেরকে বলিবে যে, আল্লাহ তাহাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করিয়াছেন। ইহাও মানিয়া নিলে তাহাদেরকে জানাইয়া দিবে যে, আল্লাহ তাহাদের উপর তাহাদের ধন সম্পত্তিতে জাকাত ফরজ কয়িাছেন। ঐ জাকাত ধনীদের নিকট হইতে সংগৃহীত হইয়া তাহাদের গরীবদের মধ্যে বিতরিত হইবে। জাকাত গ্রহন কালে খবরদার ভাল ভাল গুলি গ্রহন করিয়া জালেমদের অন্তর্গত হইওনা। কারন, মজলুমের বদদোয়া সরাসরি আল্লাহর দরবারে তৎক্ষনাত পৌছে।

হাদীস- ১০৯৬। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **জাকাত অবশ্য দেয়।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) কর্তৃক প্রেরীত জাকাত আদায়কারী তাঁহার নিকট অভিযোগ করিলেন যে- ইবনে জামিল, খালেদ ইবনে ওলীদ এবং আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব অস্বীকৃতি[১] জানাইয়াছে। নবী করীম (দঃ) বলিলেন- ইবনে জামিল বুঝি এই কারনে অস্বীকার করিয়াছে যে সে নিঃস্ব ছিল। অতঃপর আল্লাহ ও তাঁহার রসুল তাহাকে বিত্তশালী করিয়াছে। খালেদের কথা এই যে তোমরা তাহার উপর জুলুম করিতেছ। কেননা, সে তাহার বর্ম ও যুদ্ধ সরঞ্জামাদি আল্লাহর রাস্তায় ওয়াকফ করিয়া দিয়াছে। আর আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব- তিনি রসুলের চাচা! সুতরাং ইহা তাঁহার জন্য অবশ্য দেয় এবং তদসহ অনুরূপ পরিমান। (১। জাকাত দিতে)

হাদীস- ১০৯৭। সূত্র- হযরত আবু আইউব (রাঃ)- **জাকাত প্রদান বেহেশতে যাইবার উপায়।**

এক ব্যক্তি নবী করীম (দঃ) কে বলিল- আমাকে বেহেশতে যাইবার উপায় বলিয়া দিন। লোকেরা বলিয়া উঠিল- ইহার কি হইয়াছে? ইহার কি হইয়াছে? নবী করীম (দঃ) বলিলেন- ইহার কোন না কোন উদ্দেশ্য রহিয়াছে। তুমি আল্লাহর এবাদত করিবে, তাহার সহিত কাহাকেও শরীক করিবে না, নামাজ কায়েম করিবে, জাকাত প্রদান করিবে এবং আত্নীয় স্বজনের সম্পর্ক অটুট রাখিবে।

হাদীস- ১০৯৮। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **জাকাত অস্বীকার করিলে যুদ্ধ।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) এর ওফাতের পর আবু বকর (রাঃ) খলিফা নিযুক্ত হইলে আরবের কোন কোন গোত্র কাফের হইয়া গেলে[১] আবু বকর (রাঃ) তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সংকল্প করিলেন। ওমর (রাঃ) বলিলেন-

YQADRI.BLOGSPOT.COM

তাহাদের বিরুদ্ধে আপনি কিভাবে যুদ্ধ করিবেন যেখানে রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- আমি লোকদের সাথে যুদ্ধ করিতে আদিষ্ট হইয়াছি যে পর্যন্ত না তাহারা বলে- আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই। আর যে ব্যক্তি ইহা বলিল সে তাহার জানমাল আমার হাত হইতে রক্ষা করিল। অবশ্য আইনের দাবী আলাদা এবং তাহার প্রকৃত বিচারের ভার আল্লাহর উপর। তখন আবু বকর (রাঃ) বলিলেন- যে ব্যক্তি নামাজ ও জাকাতের মধ্যে পার্থক্য করিবে আমি অবশ্যই তাহার সাথে যুদ্ধ করিব। কেননা, জাকাত হইতেছে মালের দাবী। আল্লাহর কসম, যদি তাহারা আমাকে এমন একটি ছাগল ছানা প্রদানেও অস্বীকৃতি জানায় যাহা তাহারা রসূলুল্লাহ (দঃ) কে প্রদান করিত, তবে এই অস্বীকৃতির জন্য আমি তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিব। ওমর (রাঃ) বলেন- আল্লাহর কসম, ব্যাপারটা ইহা ছাড়া আর কিছুই নয় যে আবু বকর (রাঃ) এর হৃদয়কে আল্লাহত'লা যুদ্ধের জন্য উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। আমি স্পষ্টই উপলব্ধি করিলাম যে এইটাই সঠিক। [১। জাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি দ্বারা]

হাদীস- ১০৯৯। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **জাকাত অস্বীকারের পরিনাম।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- উটের জন্য দেয় যে হক রহিয়াছে উটের মালিক তাহা আদায় না করিলে ঐ উট আরও মোটা তাজা হইয়া মালিকের নিকট উপস্থিত হইবে ও স্বীয় ক্ষুর দ্বারা মালিককে দলন করিতে থাকিবে। বকরীর জন্য দেয় যে হক রহিয়াছে বকরীর মালিক তাহা আদায় না করিলে ঐ বকরী পূর্বের চাইতে উৎকৃষ্ট অবস্থায় মালিকের নিকট উপস্থিত হইয়া স্বীয় ক্ষুর দ্বারা দলন করিতে ও শিং দ্বারা গুঁতা মারিতে থাকিবে। হক সমূহের মধ্যে একটি হইল পান করাইবার স্থানে দোহন করা।[১] কেয়ামতের দিন তোমাদের কাউকেও যেন চিৎকাররত কোন বকরী কাঁধে বহন করিয়া উপস্থিত হইতে না হয় এবং বলিতে না হয়- হে মোহাম্মদ (দঃ)![২] আর আমাকে যেন বলিতে না হয়- আল্লাহর শাস্তি হইতে তোমাকে রক্ষা করিতে আমি কিছুই করিতে পারি না। আমি তো আগেই জানাইয়া দিয়াছি। আর তোমাদের কাউকে যেন চিৎকাররত উট কাঁধে বহন করিয়া বলিতে না হয়- হে মোহাম্মদ (দঃ)[৩]! এবং আমাকেও যেন বলিতে না হয়- তোমার ব্যাপারে কিছু করার এখতিয়ার আমার নাই। আমিতো পূর্বেই জানাইয়া দিয়াছি।

[১।গরীবদের মধ্যে বিতরনের জন্য, ২। সুপারিশ করুন, ৩। সুপারিশ করুন।]

হাদীস- ১১০০। সূত্র- হযরত খালেদ ইবনে আসলাম (রাঃ)- **জাকাত না দেওয়ার পরিনাম।**

একদা আমাদের আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) এর সাথে পথ চলাকালে এক বেদুইন জিজ্ঞাসা করিল- এই আয়াতটির তাৎপর্য্য কি? 'যে সমস্ত

YQADRI.BLOGSPOT.COM

লোক সোনা চাঁদি জমা করিয়া রাখে, উহা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করেনা, তাহাদিগকে ভীষন আজাবের সংবাদ দিন। তাহাদের সোনাচাঁদি জাহান্নামের আগুনে গরম করা হইবে; অতঃপর উহাদ্বারা ঐ সম্পদের মালিকগনকে দাগ লাগান হইবে, তাহাদের কপালে, পাঁজরে ও পিঠে এবং তাহাদিগকে বলা হইবে- এইসব ধনসম্পদ, যাহা তোমরা নিজের জন্য জমা করিয়া রাখিয়াছিলে। সুতরাং নিজের জন্য জমাকৃত সম্পদের মজা ভোগ কর। (পারা ১০ সুরা ৯ আয়াত ৩৪-৩৫)

এই আয়াতে বুঝা যায় নিজ ব্যয়ের পর অবশিষ্ট সম্পদ সবটুকুই আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করিতে হইবে, নতুবা আজাব হইবে। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন- আয়াতের উদ্দেশ্য ঐ ব্যক্তি যে জমাকৃত সম্পদের জাকাত দেয় না, তাহার আজাব হইবে। আলোচ্য আয়াত নাজেল হওয়ার পর জাকাতের বিধান প্রবর্তন পূর্বক ঐ জাকাতকে আল্লাহতালা অবশিষ্ট মালের পবিত্রতাকারক করিয়া দিয়াছেন।

হাদীস- ১০০১। সূত্র- হযরত আবু জর গিফারী (রাঃ)- **ধনশালীরা অধিক বিপদগ্রস্থ।**

একদা নবী করীম (দঃ) কা'বা গৃহের ছায়ায় বসিয়াছিলেন। আমি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া শুনিতে পাইলাম, তিনি বলিতেছেন- কা'বার মালিকের কসম! তাহরাই অধিক বিপদগ্রস্থ ও ক্ষতিগ্রস্থ হইবে। আমার কোন ত্রুটি হইয়াছে ভাবিয়া অত্যন্ত শঙ্কিত চিত্তে তাঁহার নিকট বসিয়া আরজ করিলাম- ইয়া রাসুলাল্লাহ! কাহাদের কথা বলিতেছেন? তিনি বলিলেন- যাহাদের ধন দৌলত বেশী। অবশ্য তাহাদের মধ্যে যাহারা ধন খরচ করে সৎকার্য্য সমূহে, ডানে, বামে ও সম্মুখে[১]।

তিনি আরও বলিলেন-- কসম ঐ আল্লাহর যাহার হাতে আমার প্রান এবং যিনি ভিন্ন কোন মাবুদ নাই- যাহার উট, গরু বা বকরীর পাল রহিয়াছে এবং সে উহার উপর হইতে আল্লাহর হক আদায় করেনা কেয়ামতের দিন সেই উট, গরু বা ছাগলগুলি অধিকতর মোটা তাজা হইয়া সারিবদ্ধভাবে ঐ ব্যক্তিকে পদদলিত করিয়া পিষ্ট করিতে এবং শিং দ্বারা আঘাত করিতে থাকিবে। সারির শেষ মাথা যাইতে না যাইতেই উহার প্রথম মাথা ঘুরিয়া পুনরায় আসিয়া যাইবে সমস্ত লোকদের হিসাব নিকাশ ও বিচার পর্ব শেষ না হওয়া পর্যন্ত। [১। তাহাদের কথা আলাদা]

হাদীস- ১১০২। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **জাকাত প্রদান না করার আজাব।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- আল্লাহ যাহাকে ধনসম্পদ দান করিয়াছেন অথচ সে তাহার জাকাত আদায় করেনা কেয়ামতের দিন ঐ ধন সম্পদকে তাহার জন্য একটি মাথার চুলপড়া বিষধর সর্পে রূপান্তরিত করা হইবে যাহার দুইটি কান থাকিবে। ঐ সাপকে তাহার গলায় পেঁচানো হইবে এবং সাপটি তাহার উভয় অধর প্রান্ত ধরিয়া বলিবে- আমি তোমার ধন সম্পদ,

YQADRI.BLOGSPOT

আমি তোমার সঞ্চিত ভান্ডার। অতঃপর নবী করীম (দঃ) পাঠ করিলেন,- "আল্লাহ্ যাহাদেরকে কৃপা করিয়া যাহা কিছু দান করিয়াছেন, যাহারা তাহা নিয়া কার্পন্য করে, তাহারা যেন মনে না করে যে, ইহা তাহাদের জন্য কল্যানকর হইবে। বস্তুতঃ ইহা হইবে তাহাদের জন্য অকল্যানকর। তাহারা যে বিষয়ে কার্পন্য করিয়াছে কেয়ামতের দিন তাহাই তাহাদের গলায় জড়ানো হইবে।"

হাদীস-১১০৩। সূত্র- হযরত আহনাফ ইবনে কায়েস (রঃ)- **ধন পুঞ্জীভূত করার আজাব।**

একদা আমি কোরায়েশদের একটি দলের মধ্যে বসাকালে হঠাৎ সেখানে একজন লোকের আবির্ভাব ঘটিল যাহার চুলে, পোষাক পরিচ্ছদে এবং মুখমন্ডলে রুক্ষতার ভাব পরিলক্ষিত হইতেছিল। লোকটি তাহাদের নিকট আসিয়া সালাম করিয়া বলিল- সম্পদ পুঞ্জীভূত কারীদেরকে এই বলিয়া সংবাদ দাও যে একটি পাথরকে জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করিয়া বুকের উপর রাখা হইবে যাহা হাড়গোড় ভেদ করিয়া বাহির হইয়া যাইবে। তারপর উহাকে কাঁধের উপর রাখা হইবে যাহা তাহার বক্ষস্থল ভেদ করিয়া বাহির হইয়া যাইবে এবং কাঁপিতে থাকিবে।

এই কথা বলিয়া লোকটি পেছন দিকে সরিয়া গিয়া একটি খুঁটির নিকট বসিয়া পড়িলে আমিও তাঁহার পিছু পিছু আসিয়া তাঁহার নিকট বসিয়া পড়িলাম। তিনি কে তাহা আমি জানিতাম না। আমি তাঁহাকে বলিলাম- আপনি যাহা বলিলেন তাহাতে তাহারা সন্তুষ্ট হইয়াছে বলিয়া মনে হইল না। তিনি বলিলেন- তাহারা কিছুই বুঝেনা। অথচ আমার হাবীব[১] বলিয়াছেন- হে আবু জর! তুমি কি অহোদ পাহাড় দেখিতে পাইতেছ? আমি সূর্য্যের দিকে তাকাইয়া দেখিলাম দিনের কিছু অংশ তখনও বাকি রহিয়াছে। আমি ভাবিলাম তিনি আমাকে কোন প্রয়োজনে পাঠাইবেন। তাই বলিলাম- দেখিতে পাইতেছি। তিনি বলিলেন- আমি ইহা মোটেই পছন্দ করি না যে অহোদ পাহাড় পরিমান সোনা আমার হউক আর আমি তাহা খরচ করি[২]। আমার শুধু তিনটি স্বর্নমুদ্রা হইলেও যথেষ্ট।

অথচ ইহারা তাহা বুঝেনা। ইহারা শুধু দুনিয়ায় সঞ্চয় করিতেছে। আল্লাহর কসম! আল্লাহর সাথে মিলিত হওয়া পর্যন্ত আমি ইহাদের নিকট পার্থিব কিছুই চাহিবনা এবং দ্বীন সম্পর্কেও ইহাদেরকে কিছু জিজ্ঞাসা করিবনা। [১। নবী করীম (দঃ) ২। নিজের জন্য]

হাদীস- ১১০৪। সূত্র- হযরত খালেদ ইবনে আসলাম (রাঃ)- **জাকাত মাল পবিত্র কারক।**

আমরা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) এর সাথে সফরে থাকাকালে এক বেদুইন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "যাহারা স্বর্ণ রৌপ্য পুঁজি করিয়া রাখিবে এবং উহা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করিবেনা তাহাদিগকে উহা দ্বারা দাগান হইবে। এই আয়াতের মর্মার্থ কি? তিনি বলিলেন- ইহার মর্মার্থ হইল- যে

YQADRI.BLOGSPOT.C

ব্যক্তি সোনারূপা সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে এবং তাহার জাকাত আদায় করে নাই তাহার পরিনতি অত্যন্ত খারাপ। এই হুকুম জাকাত সম্পর্কিত নির্দেশ অবতীর্ন হওয়ার পূর্বের ব্যাপার। জাকাতের আয়াত অবতীর্ন হওয়ার পর হইতে আল্লাহ জাকাতকে মাল পবিত্র করনের উপকরন বানাইয়া দিলেন।

হাদীস- ১১০৫। সূত্র- হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)- **কি পরিমান ধন থাকিলে জাকাত ফরজ।**

রসূল (দঃ) বলিয়াছেন- জাকাত ফরজ হইবেনা যদি উট পাঁচটির কম হয়, পাঁচ আউকিয়ার[1] কম হয় এবং পাঁচ অসেকের[2] কম হয়।১। স্বর্ণ ৭.৫ ভরি ২। ফসল ৩০ মন।

হাদীস- ১১০৬। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **জাকাত ভিন্ন ভিন্ন মালের জন্য।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) যাহা নির্ধারন করিয়াছেন আবু বকর (রাঃ) তাহা লিখাইয়া দিয়াছেন- জাকাতের ভয়ে যাহা ভিন্ন ভিন্ন রহিয়াছে তাহা যেন একত্রিত করা না হয় আর যাহা একত্রিত রহিয়াছে তাহা যেন ভিন্ন ভিন্ন করা না হয়।

হাদীস- ১১০৭। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **জাকাত সম্বন্ধীয় আদেশনামা।**

হযরত আবু বকর (রাঃ) আনাস (রাঃ) কে বাহরাইনে প্রেরন[1] কালে এই আদেশনামা লিখিয়া দেন।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। রসূলুল্লাহ (দঃ) ফরজ সদকা[2] সম্পর্কে মুসলমানদের উপর যাহা নির্ধারন করিয়াছেন এবং সে সম্পর্কে আল্লাহ তাঁহার রসূল (দঃ)কে যাহা আদেশ করিয়াছেন তাহা এই। কাজেই মুসলমানদের যাহার নিকটই বিধি অনুসারে ইহা[3] চাওয়া হইবে সে যেন তাহা প্রদান করে। কিন্তু যাহার নিকট ইহার[4] অধিক দাবী করা হইবে সে যেন প্রদান[5] না করে। চব্বিশটি উট কিম্বা তাহার কম হইলে বকরী দিতে হইবে। প্রতি পাঁচটি উটের জন্য একটি বকরী। উটের সংখ্যা ২৫ হইতে ৩৫ হইলে তাহাতে একটি দ্বিতীয় বর্ষীয়া উষ্ট্রী। তাহা ৩৬ হইতে ৪৫ এ পৌঁছিলে তাহাতে একটি তৃতীয় বর্ষীয়া উষ্ট্রী দিতে হইবে। যখন তাহা ৪৬ হইতে ৬০ হইবে তখন তাহাতে গর্ভধারনের উপযোগী একটি চতুর্থ বর্ষীয়া উষ্ট্রী দিতে হইবে, যখন তাহা ৬১ হইতে ৭৫ হইবে তখন তাহাতে একটি পঞ্চম বর্ষীয়া উষ্ট্রী দিতে হইবে।। যখন তাহা ৭৬ হইতে ৯০ হইবে তখন তাহাতে দুইটি তৃতীয় বর্ষীয়া উষ্ট্রী দিতে হইবে। যখন তাহা ৯১ হইতে ১২০ হইবে তখন তাহাতে গর্ভধারনের উপযোগী ২টি চতুর্থ বর্ষীয়া উষ্ট্রী দিতে হইবে। যখন উটের সংখ্যা ১২০ এর উর্ধে যাইবে তখন প্রতি ৪০ টির জন্য একটি তৃতীয় বর্ষীয়া উষ্ট্রী এবং প্রতি ৫০ টি উটের জন্য একটি চতুর্থ বর্ষীয়া উষ্ট্রী দিতে হইবে। যদি কাহারও নিকট কেবল চারটি উট

থাকে তবে তাহাতে জাকাত দেয় হইবে না। হাঁ, যদি মালিক স্বেচ্ছায় কিছু প্রদান করে[৬]। কিন্তু যখন উটের সংখ্যা ৫ হইবে তখন একটি বকরী দেয় হইবে। যে সব বকরী চরিয়া খায় তাহাতে জাকাত দেয় হইবে। ৪০ হইতে ১২০ টি পর্যন্ত একটি বকরী, ১২০ এর অধিক হইলে ২০০ টি পর্যন্ত ২ টি বকরী। ২০০ টির অধিক হইলে ৩০০ পর্যন্ত ৩ টি বকরী এবং যদি ৩০০ এর অধিক হয় তবে প্রতি ১০০ এর জন্য একটি বকরী। চরিয়া খায় এমন বকরীর সংখ্যা যদি কাহারও ৪০ এর একটিও কম থাকে তবে তাহাতে জাকাত দেয় হইবে না। হাঁ, মালিক যদি স্বেচ্ছায় কিছু প্রদান করে[৭]। রূপার মধ্যে ৪০ ভাগের এক ভাগ প্রদান করা ওয়াজিব। যদি রূপার পরিমান মাত্র ১৯০ দিরহাম হয় তবে তাহাতে কিছুই ওয়াজিব হইবে না। হাঁ, যদি মালিক ইচ্ছা করে[৮]। |১। শাসনকর্তাকে, ২। জাকাত ৩। জাকাত, ৪। জাকাত ৫। অতিরিক্ত টুকু ৬। তবে সওয়াব পাইবে৭। তবে সওয়াব পাইবে ৮। তবে সওয়াব পাইবে।

হাদীস- ১১০৮। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **ক্রীতদাস ও ঘোড়ার জাকাত নাই।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- কোন মুসলমানের উপর তাহার ক্রীতদাস ও ঘোড়ার জাকাত ফরজ হয় না।

হাদীস- ১১০৯। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **উশর এর পরিমান।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- যে সকল জমি বৃষ্টি, ঝরনার পানি অথবা নদনদী দ্বারা স্বাভাবিক ভাবে সিঞ্চিত হয় তাহাতে উশর[১] ওয়াজেব হইবে; আর যে সকল জমিতে পানি সেচ করিতে হয় তাহাতে বিশ ভাগের এক ভাগ ওয়াজেব হইবে। | ১। দশভাগের এক ভাগ।

হাদীস- ১১১০। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **জাকাতের মাল চিহ্নিত করন।**

আমি একদিন ভোরবেলা আবদুল্লাহ[১] ইবনে আবু তালহা কে নিয়া রসুলুল্লাহ (দঃ) এর নিকট গিয়াছিলাম যেন তিনি খুর্মা চিবাইয়া তাহার তালুতে লাগাইয়া[২] দেন। আমি গিয়া দেখিতে পাইলাম যে তাঁহার হাতে পশু দাগাইবার একটি লোহা রহিয়াছে, যাহা দ্বারা তিনি জাকাতের উটগুলিকে দাগাইতেছিলেন। |১। শিশু ২। বরকত হাসিলের জন্য।

সদকা

হাদীস- ১১১১। সূত্র- হযরত সায়াদ ইবনে অক্কাস- **সদকা এক তৃতীয়াংশের বেশী নয় এবং হিজরত বাতিল।**

বিদায় হজ্বের সময় আমি কঠিন রোগে আক্রান্ত হইলে রসূল (দঃ) বারবার আমাকে দেখিতে আসিতেন। আমার রোগ অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাইলে আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম- আমি একজন বিত্তশালী ব্যক্তি। একমাত্র

কন্যাই আমার উত্তরাধিকারিনী। সুতরাং আমি কি আমার সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ সদকা করিতে পারি? তিনি বলিলেন - না। আমি বলিলাম- অর্ধেক? তিনি বলিলেন- না, এক তৃতীয়াংশ; আর এক তৃতীয়াংশও অধিক। তুমি তোমার ওয়ারিশদিগকে পরমুখাপেক্ষী অবস্থায় ফেলিয়া যাওয়ার চাইতে সচ্ছল রাখিয়া যাওয়াই হইবে উত্তম। আর আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তুমি যাহা ব্যয় করিবে তাহার জন্য তোমাকে পুরস্কৃত করা হইবে, এমনকি তুমি যদি তোমার স্ত্রীর মুখে একটি লোকমাও তুলিয়া দাও, সেই জন্যও। আমি বলিলাম- ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে কি আমাদের সাথীদের পশ্চাতে[১] রাখিয়া যাওয়া হইতেছে? রসূল (দঃ) বলিলেন- যদি তোমাকে রাখিয়া যাওয়াই হয় আর তুমি সংকাজ কর তবে তাহাতে তোমার সম্মান ও মর্য্যাদা বৃদ্ধি পাইবে। এই ও হইতে পারে যে তুমি দীর্ঘজীবি হইবে আর বহু সম্প্রদায়[২] উপকৃত এবং অনেকেই[৩] ক্ষতিগ্রস্থ হইবে। হে আল্লাহ! আমার সঙ্গীদের হিজরত অক্ষুন্ন রাখ, তাহাদেরকে পেছনের দিকে ফিরাইও না। কিন্তু সা'য়াদ বিন খাওলার জন্য আফসোস!

হযরত (দঃ) তাহার জন্য শোক প্রকাশ[৪] করিলেন। কারণ, মক্কাতেই তাহার ইন্তেকাল হইয়াছিল। [১। মক্কাতেই মৃত্যু হইলে। ২। মুসলমান ৩। কাফের ৪।। হিজরত বাতিলের আশঙ্কায়]

হাদীস- ১১১২। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **অঙ্গ প্রত্যঙ্গের জন্য সদকা।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের প্রতিটি জোড়ার জন্য প্রতিদিন ভোর বেলা একটি সদকা দান আবশ্যক হয় যেমন- ঝগড়া মিটাইয়া দেওয়া, ভাল কথা বলা, নামাজের প্রতি পদক্ষেপ, পথ দেখাইয়া দেওয়া ইত্যাদি।

হাদীস- ১১১৩। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **মৃত ব্যক্তির জন্য সদকা।**

এক ব্যক্তি নবী করীম (দঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন- আমার মা হঠাৎ মারা গেছেন। আমার ধারণা মৃত্যুকালে কথা বলিতে পারিলে তিনি দান খয়রাত করিতেন। আমি তাঁহার জন্য সদকা করিব কি? নবী করীম (দঃ) বলিলেন- হ্যাঁ- তাহার জন্য তুমি সদকা কর।

হাদীস- ১১১৪। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **মৃত ব্যক্তির পক্ষে সদকা প্রদান।**

সায়াদ ইবনে ওবাদ (রাঃ) এর মাতা তাঁহার অনুপস্থিতিতে মারা গেলে তিনি নবী করীম (দঃ) এর নিকট আসিয়া বলিলেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ। আমার মাতা আমার অনুপস্থিতিতে মারা গেছেন। আমি যদি তাঁহার পক্ষ হইতে সদকা করি তাহা হইলে তিনি কি উপকৃত হইবেন? তিনি বলিলেন- হ্যাঁ। সায়াদ (রাঃ) বলিলেন- আপনি স্বাক্ষী থাকুন, আমার মেখরাফের বাগানটি তাঁহার উদ্দেশ্যে সদকা করিলাম।

হাদীস- ১১১৫। সূত্র- হযরত ওমর (রাঃ)- **সদকার দ্রব্য পুনঃ গ্রহণকারী নিজ বমি ভক্ষনকারীর ন্যায়।**

আমি আল্লাহর রাস্তায় একটি ঘোড়া দান করিয়াছিলাম। যাহার নিকট ঘোড়াটি ছিল সে উহাকে অকর্মন্য করিয়া দিয়াছিল। আমি উহা ক্রয় করিতে চাহিলাম। আমার ধারণা হইল সে উহা সস্তায় দিবে[১]। আমি নবী করীম (দঃ) কে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন- উহা খরিদ করিও না। তুমি যাহা সদকা করিয়াছ তাহা পুনরায় গ্রহণ করিও না, যদিও সে এক দেরহামে উহা তোমাকে দেয়। কেননা, সদকার দ্রব্য পুনঃগ্রহণকারী নিজ বমি ভক্ষনকারীর ন্যায়। [১। দানের প্রতি লক্ষ্য করিয়া]

হাদীস- ১১১৬। সূত্র- হযরত উম্মে আতীয়াহ (রাঃ)- **সদকা গ্রহনকারী প্রেরীত খাবার জায়েজ।**

নবী করীম (দঃ) আয়েশা (রাঃ) এর নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন- তোমার নিকট কিছু[১] আছে? তিনি জবাব দিলেন - আপনি সদকার যে বকরিটি নুসাইবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন তাহার যে গোশতটুকু সে আমাদের জন্য পাঠাইয়াছে তাহা ব্যতীত অন্য কিছুই নাই। তখন তিনি বলিলেন- নিশ্চয় উহা যথাস্থানে পৌছিয়া গিয়াছে।[২] [১। খাবার ২। এখন উহা খাওয়া যাইতে পারে]

হাদীস- ১১১৭। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- সদকা হইতে হাদীয়া গ্রহনীয়।

নবী করীম (দঃ) এর সামনে কিছু গোশত আনা হইল- যাহা বুরাইয়াকে সদকা হিসাবে দেওয়া হইয়াছিল। তিনি তখন বলিলেন- ইহা তাহার জন্য সদকা, আমাদের জন্য হাদীয়া।

হাদীস- ১১১৮। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **সদকায়ে ফিতরের পরিমান।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) মুসলিম দাস ও স্বাধীন ব্যক্তি, নর ও নারী এবং বালক ও বৃদ্ধের উপর সদকায়ে ফিতর এক সা'[১] খেজুর কিম্বা এক সা' যব নির্ধারন করিয়া দিয়াছেন। তিনি ইহাও আদেশ করিয়াছেন যে নামাজে যাইবার পূর্বেই যেন তাহা আদায় করা হয়। [১। তিন সের এগার ছটাক]

হাদীস- ১১১৯। সূত্র- হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ)- **সদকায়ে ফিতরের পরিমান।**

নবী করীম (দঃ) এর জমানায় আমরা ফিতরা বাবত এক সা' খাবার অথবা এক সা' খেজুর অথবা এক সা' যব অথবা এক সা' কিশমিশ প্রদান করিতাম। মুয়াবিয়া (রাঃ) এর জমানায় যখন গম আমদানী হইল তখন তিনি বলিলেন- আমার মতে ইহার এক মুদ দুই মুদের সমান।[১] [১। অর্থাৎ গম অর্ধেক প্রদানই যথেষ্ট]

হাদীস- ১১২০। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **পথে পড়িয়া থাকা বস্তু খাওয়া।**

নবী করীম (দঃ) একদা পথ চলাকালীন মাটিতে পড়িয়া থাকা একটি খেজুর দেখিতে পাইয়া বলিলেন- যদি এই খেজুরটি সদকার মাল হওয়ার আশঙ্কা না থাকিত তাহা হইলে আমি নিজেই উহা খাইতাম।

হাদীস- ১১২১। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **সদকার বস্তু নবীর পক্ষে নিষেধ।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- ঘরে ফিরিয়া আমি বিছানার উপর খুরমা পড়িয়া থাকিতে দেখি এবং খাইবার ইচ্ছায় তুলিয়া লই। উহা সদকার বস্তু হইতে পারে আশঙ্কায় আমি উহা ফেলিয়া দেই।

হাদীস- ১১২২। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **রসুল (দঃ) সদকা খাইতে পারেন না।**

নবী করীম (দঃ) এর নিকট কোন খাদ্য বস্তু আনা হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন- 'হাদীয়া' না 'সদকা'। যদি বলা হইত সদকা তাহা হইলে তিনি নিজে খাইতেন না। সাহাবাদেরকে বলিতেন- খাও। আর যদি বলা হইত হাদীয়া তবে তিনি হাত বাড়াইয়া সকলের সঙ্গে খাইতে শুরু করিতেন।

হাদীস- ১১২৩। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **নবীর বংশধররা সদকা খাইতে পারে না।**

খেজুর কাটার মৌসুম আসিলে খেজুর সমূহ[১] রসুলুল্লাহ (দঃ) এর নিকট আনা হইত। এক ব্যক্তি তাহার খেজুর নিয়া আসিল। আবার আরেকজন তাহার খেজুর নিয়া আসিল। এইভাবে তাঁহার খেজুরের স্তুপ হইয়া গেল। একদিন হাসান (রাঃ) ও হোসাইন (রাঃ) ঐ খেজুর নিয়া খেলা করিতে করিতে তাহাদের একজন একটি খেজুর মুখে পুরিয়া দিলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া খেজুরটি তাহার মুখ হইতে বাহির করিয়া বলিলেন- তুমি কি জান না যে মোহাম্মদ (দঃ) এর বংশধররা সদকার দ্রব্য খায়না? | ১। জাকাতের।

হাদীস- ১১২৪। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **সদকা ফেরৎ নেওয়া গর্হিত কাজ।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- নিকৃষ্ট উপমা দেওয়া উচিৎ নয়। তবুও বলিতে হয়- যে দানকৃত বস্তু ফেরৎ নেয় সে এমন কুকুরের ন্যায় যে বমি করিয়া আবার খাইয়া ফেলে।

হাদীস- ১১২৫। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **শর্তাধীনে ওয়াকফ।**

খায়বর এলাকায় কিছু জমি প্রাপ্তির পর ওমর (রাঃ) রসুলুল্লাহ (দঃ) কে বলিলেন- আমি এমন কিছু সুন্দর জমি পাইয়াছি যাহা ইতিপূর্বে কখনও পাই নাই। উক্ত জমির বিষয়ে কিরূপ আদেশ করেন? তিনি বলিলেন- তুমি ইচ্ছা করিলে উহার মূল অংশ বজায় রাখিয়া সদকা করিতে পার। ওমর

YQADRI.BLOGSPOT.CO

(রাঃ) এই শর্তে সদকা করেন; উহার মূল অংশ বিক্রি করা যাইবেনা, দান করা যাইবেনা এবং কেউ উত্তরাধিকারী সূত্রে উহা পাইবেনা। উহার উৎপন্ন দ্রব্য গরীব আত্মীয়, দাস মুক্তি, আল্লাহর রাস্তায়, মেহমান ও মুসাফিরের জন্য ব্যয় করা হইবে। মোতাওয়াল্লীর নিজের ও বন্ধু বান্ধবের খাওয়ার ব্যাপারে কোন বাধা থাকিবেনা। তবে সঞ্চয়ের মনোভাব রাখা যাইবেনা।

হাদীস- ১১২৬। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **নবী করীম (দঃ) এর সম্পত্তির উত্তরাধিকার নাই।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- আমার উত্তরাধিকারীগণ কোন স্বর্ণমুদ্রা বা রৌপ্যমুদ্রা ভাগ করিবেনা। আমি যাহা কিছু রাখিয়া গেলাম আমার স্ত্রীদের খরচ ও তত্ত্বাবধায়কের খরচের পর তাহা সদকা হিসাবে গণ্য হইবে।

হাদীস- ১১২৭। সূত্র- হযরত আবু মাসউদ আনসারী (রাঃ) ও আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)- **পরিবার পরিজনের জন্য ব্যয় সদকা স্বরূপ।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- কোন মুসলমান সওয়াবের আশায় স্বীয় পরিবারের জন্য কিছু ব্যয় করিলে উহা সদকা বলিয়া গণ্য হইবে।

হাদীস- ১১২৮। সূত্র- হযরত জাবের (রাঃ)- **নেক কাজ সদকা।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- প্রত্যেক নেক কাজই সদকা।

হাদীস- ১১২৯। সূত্র- হযরত আদি ইবনে হাতেম (রাঃ)- **মিষ্টি কথা সদকাতুল্য।**

একবার রসূলুল্লাহ (দঃ) জাহান্নামের আগুনের কথা উল্লেখ কালে তাহা হইতে পানাহ চাহিলেন এবং চেহারা কুঞ্চিত করিলেন। পুনরায় জাহান্নামের উল্লেখ করিলেন ও চেহারা কুঞ্চিত করিলেন। শো'বা বলিয়াছেন- তিনি যে দুইবার এইরূপ করিয়াছেন, তাহাতে আমার কোন সন্দেহ নাই। অতঃপর তিনি বলিলেন- জাহান্নামের আগুন হইতে বাঁচ, এক টুকরা খুরমা দান করিয়া হইলেও। আর তাহাও যদি না পাও, তবে একটি মিষ্টি কথার বিনিময়ে হইলেও।

হাদীস-১১৩০। সূত্র- হযরত আসমা (রাঃ)- **সদকা বন্ধ না করা।**

আমি বলিলাম- ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার স্বামী আমাকে যাহা দিয়াছেন তাহা ছাড়া আমার নিকট আর কোন সম্পদ নাই। আমি কি উহা হইতে সদকা করিব? তিনি বলিলেন- হ্যাঁ, সদকা কর এবং কৃপনতা করিওনা। তাহা হইলে তোমাকে দেওয়ার ব্যাপারেও কৃপনতা করা হইবে।

দান

হাদীস-১১৩১। সূত্র-হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **হযরতের দানশীলতা।**

মানব জগতে রসূল (দঃ) অপেক্ষা বড় দাতা আর কেহ হয় নাই, হইবেও না। তিনিই ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ দানশীল। যখন রমজান আসিত, যখন

BDUPLOADS

জিব্রাঈল (আঃ) তাঁহার সহিত প্রত্যহ সাক্ষাৎ করিতেন, তখন তাঁহার দানশীলতার সীমা পরিসীমা থাকিত না। জিব্রাঈল (আঃ) পবিত্র রমজান মাসে প্রত্যহ আসিয়া রসূল (দঃ) কে কোরআন দোওর করাইতেন। ইবনে আব্বাস (রাঃ) শপথ করিয়া বলিয়াছেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) এর দানসৃষ্টি জীবনী শক্তিবাহী বসন্তের মলয় বায়ু অপেক্ষাও অধিকতর শক্তিশালী ও ক্রিয়াশীল ছিল।

হাদীস-১১৩২। সূত্র- হযরত সায়া'দ ইবনে আবু অক্কাস (রাঃ)- **আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য খরচ।**

রসূল (দঃ) বলিয়াছেন- আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য তুমি যাহা কিছু খরচ করিবে উহার সওয়াব নিশ্চয়ই পাইবে; এমন কি স্ত্রীর মুখে লোকমা তুলিয়া দেওয়াতেও সওয়াব হইবে।

হাদীস- ১১৩৩। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **গনীমতের সম্পদ দান।**

বাহরাইন দেশ হইতে প্রচুর গনিমতের মাল আসিলে রসূল (দঃ) ঐ গুলিকে মসজিদে রাখার আদেশ দিলেন। তিনি নামাজের জন্য আসিলেন কিন্তু ঐগুলির দিকে নজরও করিলেন না। নামাজান্তে বসিয়া যাহাকে দেখিলেন তাহাকেই দান করিতে লাগিলেন। আব্বাস (রাঃ) আসিয়া বলিলেন যে তিনি বদরের যুদ্ধে নিজের এবং আকিলের (হযরত আলীর ভাই) মুক্তিপণ দিতে নিঃস্ব হইয়াছেন। কাজেই তাঁহাকে দান করা হউক। নবী করীম (দঃ) তাঁহাকে সাধ্যমত নিতে বলিলে তিনি কাপড় বিছাইয়া ইচ্ছামত লইলেন কিন্তু বোঝা নিজে উঠাইতে পারিলেন না। তিনি রসুল (দঃ) কে অনুরোধ করিলেন যেন কাহারও দ্বারা বা তিনি নিজে বোঝাটি উঠাইতে সাহায্য করেন। রসূল (দঃ) বলিলেন- নিজে যতটুকু উঠাইতে পারেন ততটুকুই। তিনি কিছু কমাইয়া উঠাইতে চেষ্টা করিয়া এইবারও ব্যর্থ হন। রসূল (দঃ) এইবারও ঐরূপই বলিলে তিনি পুনরায় কমাইয়া বহুকষ্টে এইবার বোঝাটি উঠাইয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহাকে যেই পর্যন্ত দেখা গেল রসূল (দঃ) তাহার ধনস্পৃহা দেখিয়া তাঁহার দিকে সেই পর্যন্ত তাকাইয়া থাকিলেন। রসূল (দঃ) দান করার মত একটি দেরহাম থাকিতেও সেইখান হইতে উঠেন নাই।

হাদীস- ১১৩৪। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **দান বর্ধিত হয়।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- যে ব্যক্তি বৈধ উপার্জন হইতে একটি খেজুর পরিমান দান করে- আর আল্লাহতা'লা পবিত্র বস্তু ছাড়া কবুল করেন না- আল্লাহ ঐ দান ডান হাতে গ্রহন করেন। অতঃপর তিনি তাহা দানকারীর জন্য পরিপোষন করিতে থাকেন যেইভাবে তোমরা অশ্বশাবক পরিপোষন করিয়া থাক। শেষ পর্যন্ত ঐ দান পাহাড় সদৃশ হইয়া যায়।

হাদীস- ১১৩৫। সূত্র- হযরত আসমা (রাঃ)- **দানে সম্পদ বৃদ্ধি পায়।**

একদা নবী করীম (দঃ) এর নিকট আসিলে তিনি বলিলেন- থলিয়াতে আবদ্ধ করিয়া রাখিও না,[১] তাহা হইলে আল্লাহও তোমাকে না দিয়া আবদ্ধ করিয়া রাখিবেন। যতটুকু সাধ্যে কুলায় দান কর। [১। সম্পদ]

YQADRI.BLOGSPOT.C

হাদীস- ১১৩৬। সূত্র- হযরত হারেস ইবনে ওয়াহাব (রাঃ)- দান গ্রহনকারী থাকিবেনা।

আমি নবী করীম (দঃ) কে বলিতে শুনিয়াছি- তোমরা দান কর। কেননা, তোমাদের উপর এমন এক সময় আসিবে যখন তোমরা জাকাত নিয়া ঘুরিতে থাকিবে কিন্তু তাহা গ্রহন করার লোক পাইবেনা। তাহারা বলিবে, গতকাল ইহা নিয়া আসিলে আমি গ্রহন করিতাম কিন্তু আজ আর আমার ইহার প্রয়োজন নাই।

হাদীস- ১১৩৭। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- দান গ্রহীতার অভাব হইবে।

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- কেয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে এই অবস্থার সৃষ্টি হইবে যে লোকদের নিকট ধনদৌলতের আধিক্য হইয়া যাইবে। ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ চিন্তিত হইয়া পড়িবে যে তাহাদের দান গ্রহনকারী কে হইবে। কাহাকেও দান গ্রহন করার অনুরোধ করা হইলে সে বলিবে- আমার প্রয়োজন নাই।

হাদীস-১১৩৮। সূত্র- হযরত আবু মুসা (রাঃ)- দান গ্রহণকারীর অভাব।

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- মানুষের সম্মুখে এমন সময় আসিবে যখন তাহারা স্বর্ণের বোঝা লইয়া দান করার জন্য ছুটাছুটি করিবে কিন্তু উহা গ্রহন করার মত কাহাকেও পাইবে না এবং পুরুষের সংখ্যা লোপ পাইয়া নারীর সংখ্যা এত অধিক হইবে যে এক একজন পুরুষের অধীনে চল্লিশ জন নারী আশ্রিতা হইবে।

হাদীস- ১১৩৯। সূত্র- হযরত আদী ইবনে হাতেম (রাঃ)- দান সম্বন্ধীয় উপদেশ।

আমার উপস্থিতিতে দুই ব্যক্তি নবী করীম (দঃ) এর নিকট উপস্থিত হইল। তাহাদের একজন দারিদ্রের এবং অপরজন নিরাপত্তাহীনতার অভিযোগ করিলে নবী করীম (দঃ) বলিলেন- অচিরেই কাফেলা সমূহ প্রহরী ছাড়াই মক্কা গমন করিবে[১] আর কেয়ামত হইবে না যে পর্যন্ত না তোমাদের কেউ জাকাত দেওয়ার অর্থ নিয়া ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইবে অথচ এমন লোক খুঁজিয়া পাইবেনা যে উহা গ্রহন করিবে[২]। নিশ্চয়ই তোমাদের কেউ আল্লাহর সামনে এমন ভাবে দাঁড়াইবে যে মাঝে কোন পর্দা থাকিবেনা এবং দোভাষীরও প্রয়োজন হইবেনা। আল্লাহ জিজ্ঞাসা করিবেন- আমি কি তোমাকে ধনসম্পদ দান করি নাই? সে বলিবে- হ্যাঁ। আল্লাহ আবার জিজ্ঞাসা করিবেন- আমি কি তোমার নিকট রসুল পাঠাই নাই? সে বলিবে- হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। তারপর সে তাহার ডান দিকে ও বাঁ দিকে তাকাইয়া আগুন ছাড়া কিছুই দেখিবেনা। অতএব, তোমাদের প্রত্যেকেই সাধ্যমত অর্ধেক খেজুর দান করিয়া হইলেও যেন নিজদেরকে দোজখের আগুন হইতে রক্ষা করে। যদি তাহাও না পারে তবে মিষ্টি কথা দ্বারা।

YQADRI.BLOGSPOT.CO

[১। আ'দীর জীবদ্দশাই এমন হইয়াছিল। ২। দ্বিতীয় ওমর (রাঃ) এর শাসনামলে ১০০ হিজরীতে এমন হইয়াছিল।]

হাদীস- ১১৪০। সূত্র- হযরত আবু মাসউদ (রাঃ)- **দানকারীকে বিদ্রুপ- উপহাস করার পরিনতি।**

যখন সদকার আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন আমরা বোঝা বহন করার কাজ করিতাম। একজন লোক[১] আসিয়া বহু অর্থ সম্পদ দান করিয়া দিলে লোকেরা[২] বলিতে লাগিল-এই লোকটি লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে দান করিতেছে। অপর এক ব্যক্তি[৩] এক সা[৪] পরিমান দান করিলে তাহারা বলিল- আল্লাহ এই এক সা'র মুখাপেক্ষী নহেন। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হইল- যাহারা সদকা প্রদানে আগ্রহী মোমেনদেরকে বিদ্রুপ করে এবং পরিশ্রমলব্ধ অর্থ উপার্জন কারীকে উপহাস করে আল্লাহ অচিরেই তাহাদিগকে উপহাস করিবেন এবং তাহাদের জন্য রহিয়াছে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি। (পারা ১০ সূরা ৯ আয়াত ৭৯)।

[১। আবদুর রহমান ইবনে আউফ ২। মোনাফেকরা ৩। আবু আকীল আনসারী, ৪। তিনসের এগার ছটাক।]

হাদীস-১১৪১। সূত্র- হযরত আবু মাসউদ (রাঃ)- **দানে আগ্রহ।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) যখন আমাদেরকে দান করার আদেশ করিতেন তখন আমাদের কেউ কেউ বাজারে চলিয়া যাইত এবং মুট বহন করিয়া একমুদ[১] মজুরী লাভ করিত এবং তাহা হইতে দান করিত। আর আজ তাহাদের কেউ কেউ লাখপতি। [১। প্রায় এক সের]

হাদীস- ১১৪২। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **দান সামান্য হইলেও ফজিলত অসামান্য।**

একদিন একটি স্ত্রীলোক দুইটি কন্যাসহ আমার নিকট ভিক্ষা চাহিতে আসিলে আমার নিকট অন্য কিছু না থাকায় আমি তাহাকে একটি খুরমা দিলাম। সে ঐ খুরমাটি কন্যাদ্বয়ের মধ্যে ভাগ করিয়া দিল, নিজে খাইল না। সে চলিয়া যাওয়ার পর নবী করীম (দঃ) আসিলে আমি তাঁহাকে ঘটনাটি বলিলাম। তিনি বলিলেন- যে কেউ এই কন্যাদের কারনে কোন প্রকার কষ্ট ভোগ করিবে তাহার জন্য তাহারা দোজখের আগুন হইতে আড়াল হইবে।

হাদীস-১১৪৩। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **দানের উত্তম অবস্থা।**

একদিন এক ব্যক্তি নবী করীম (দঃ) এর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল- কোন ধরনের দান সর্বাধিক পূন্যের? তিনি বলিলেন- সুস্থাবস্থায়, অর্থের প্রতি লোভ থাকাকালে আর দারিদ্রের আশংকা থাকাকালে এবং ধনী হওয়ার আকাংখা পোষনকালে যে দান করিবে। যখন তোমার শেষ নিঃশ্বাস কন্ঠনালী পর্যন্ত আসিয়া গিয়াছে তখন তুমি বলিতে থাক- অমুককে এত দিলাম অমুককে এত দিলাম, অথচ সে অবস্থায় ধন সম্পত্তিতো অন্যের[১] হইয়া গিয়াছে। [১। উত্তরাধিকারীদের]

YQADRI.BLOGSPOT.CO

হাদীস- ১১৪৪। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- অভাব মুক্তাবস্থার দান সর্বোত্তম।

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- অভাব মুক্ত[১] অবস্থায় যে দান করা হয় উহাই সর্বোত্তম দান আর স্বীয় পোষ্যদেরকে দিয়া দান শুরু কর। [১। প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ হইতে]

হাদীস- ১১৪৫। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- দানের ফজিলত।

নবী করীম (দঃ) এর সহধর্মীনিদের কেহ কেহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন- আমাদের মধ্যে কে সর্বাগ্রে আপনার সাথে মিলিত হইবে?[১] তিনি বলিলেন- যাহার হাত সর্বাপেক্ষা লম্বা। তখন একটি কাঠি নিয়া মাপিয়া দেখা গেল সওদা (রাঃ) এর হস্ত সর্বাপেক্ষা লম্বা। পরে আমরা বুঝিতে পারিয়াছিলাম হাত লম্বা অর্থ দানশীলতা। তিনি[২] আমাদের মধ্যে সবার আগে তাঁহার[৩] সাথে মিলিত হন এবং তিনি দান করিতে ভাল বাসিতেন। [১। মরনের পরে ২। জয়নব বিনতে যোজায়মা। ৩। নবী করীম (দঃ)]

হাদীস- ১১৪৬। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- পাত্রাপাত্র ভেদে দানের সওয়াব।

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- এক ব্যক্তি দান করার মানসে অর্থ নিয়া বাহির হইল এবং তাহা এমন লোককে দান করিল, যে ছিল একজন চোর। সকালবেলা লোকেরা বলাবলি করিতে লাগিল যে, চোরকে দান করা হইয়াছে। এই কথা শুনিয়া দানকারী ব্যক্তি আল্লাহর প্রশংসা করিয়া পুনরায় দান করার সিদ্ধান্ত গ্রহন করিল। পরবর্তী রাত্রে তাহার দান এমন এক মহিলার হাতে পড়িল যে ছিল পতিতা। সকাল বেলা লোকেরা বলাবলি করিতে লাগিল যে পতিতাকে দান করা হইয়াছে। দানকারী ব্যক্তি পুনরায় আল্লাহর প্রশংসা করিয়া আবার দান করার সিদ্ধান্ত নিল। এই রাত্রে তাহার দান যাহার হাতে পড়িল সে ছিল একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি। সকাল বেলা আবার লোকেরা বলাবলি করিতে লাগিল যে একজন ধনাঢ্য ব্যক্তিকে দান করা হইয়াছে। লোকটি তখন বলিল- হে আল্লাহ! সকল প্রশংসা তোমারই। একটি চোর, একটি পতিতা এবং একজন ধনী। পরে তাহাকে বলা[১] হইল- তোমার এই সব দানের ব্যাপারে কথা এই যে হয়তবা ইহার কারনে চোরটি চুরি হইতে বিরত থাকিবে, পতিতা তাহার পতিতা বৃত্তি ছাড়িয়া দিবে এবং ধনাঢ্য ব্যক্তি উপদেশ গ্রহন করিবে এবং ফলে আল্লাহ তাহাকে যাহা দিয়াছেন তাহা হইতে কিছু দান করিবে। [১। স্বপ্নে]

হাদীস- ১১৪৭। সূত্র- হযরত মা'য়ান ইবনে ইয়াজিদ (রাঃ)- পিতার দান পুত্র গ্রহন করিতে পারে।

আমার পিতা, আমার দাদা এবং আমি রসূলুল্লাহ (দঃ) এর নিকট বাইয়াত করিয়াছিলাম। তিনি আমার বিবাহের পয়গাম পাঠান এবং আমাকে বিবাহও করান। আমি তাঁহার নিকট একটি নালিশ নিয়া গিয়াছিলাম। আমার পিতা ইয়াজিদ দান করার জন্য কয়েকটি দিনার বাহির করিয়া

YOADRI.BLOGSPOT.C

মসজিদে এক ব্যক্তির নিকট রাখিয়া দিলেন। আমি গিয়া তাহা গ্রহন করিলাম এবং পিতার নিকট আসিলাম। তিনি বলিলেন- আল্লাহর কসম, আমি তো তোমাকে ইচ্ছা করি নাই। আমি তখন রসূলুল্লাহ (দঃ) এর নিকট নালিশ করিলাম। তিনি বলিলেন- হে ইয়াজিদ! তুমি যে নিয়্যত করিয়াছিলে তাহা তোমার এবং হে মা'য়ান! তুমি যাহা গ্রহন করিয়াছ তাহা তোমারই।

হাদীস- ১১৪৮। সূত্র- হযরত আবু মুসা (রাঃ)- **সুপারিশে সওয়াব।**

কোন ভিক্ষা প্রার্থী বা কেহ প্রয়োজন মিটাইবার জন্য রসূলুল্লাহ (দঃ) এর নিকট আসিলে তিনি বলিতেন- তোমরা সুপারিশ কর, তাহার জন্য তোমরা পূণ্য লাভ করিবে। অবশ্য আল্লাহ যেইরূপ চাহিবেন আমার মুখে সেইরূপই বাহির হইবে।

হাদীস- ১১৪৯। সূত্র- হযরত আবু মুসা আশআরী (রাঃ)- **সুপারিশ কারীর পুরস্কার।**

রসূল (দঃ) বসা অবস্থায় ছিলেন। একজন লোক কিছু চাইতে আসিলে তিনি আমাদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন-তোমরা সুপারিশ কর, তাহা হইলে ইহার পুরস্কার তোমরা পাইবে। প্রয়োজন পুরন করা বা না করা সম্পর্কে আল্লাহতা'লা তাঁহার রসূল (দঃ) এর জবানে বলাইবেন।

হাদীস- ১১৫০। সূত্র- হযরত হাকীম ইবনে হেজাম (রাঃ)- **ইসলাম গ্রহনের পূর্বের পূন্য কাজ।**

আমি বলিলাম- ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে বলুন, অজ্ঞতার যুগে ধর্মকাজ মনে করিয়া যে দান খয়রাত অথবা দাসমুক্তি কিম্বা আত্নীয়তা রক্ষা করা প্রভৃতি কাজ করিতাম তাহার জন্য কোন প্রতিদান পাওয়া যাইবে কি? তখন নবী করীম (দঃ) বলিলেন- অতীতে করা পূণ্য কাজ সহই তুমি মুসলমান হইয়াছ।

হাদীস-১১৫১। সূত্র- হযরত আবু মুসা (রাঃ)- **খাজাঞ্চিও দানকারী।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- যে বিশ্বস্ত মুসলিম খাজাঞ্চি সন্তুষ্ট চিত্তে আদেশ মত কাজ করে কিম্বা দান করে এবং যাহাকে যেমন দিতে বলা হইয়াছে তাহাকে সেইরূপ পৌছায় সে দানকারীদ্বয়ের[১] একজন। [১। অপর জন দাতা স্বয়ং]

হাদীস-১১৫২। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **দানকারী ও উপার্জনকারী উভয়েই সওয়াবের অধিকারী।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- অনিষ্ট সাধনের পর্য্যায়ে না হইলে স্বামীর উপার্জন হইতে দানকারী স্ত্রী সওয়াবের অধিকারী হইবে। উপার্জনকারী স্বামী এবং কোষাধ্যক্ষও সওয়াব লাভ করিবে।

হাদীস- ১১৫৩। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **দানকারীর জন্য ফেরেশতা দোয়া করে।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- প্রতিদিন প্রত্যুষে বান্দাদের ঘুম হইতে উঠার সময় দুইজন ফেরেশতা আসমান হইতে নামিয়া আসে। তাহাদের

YOADRI.BLOGSPOT.CO

একজন বলিতে থাকে- হে, আল্লাহ! দানকারীকে পুরস্কৃত কর এবং অপর জন বলিতে থাকে- হে আল্লাহ! কৃপনকে ধ্বংস কর।

হাদীস- ১১৫৪। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **দানশীল ও কৃপন ব্যক্তির উপমা বর্ম।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- কৃপন ও দানশীল ব্যক্তিদ্বয়ের উপমা এইরূপ দুই ব্যক্তির মত যাহাদের দুই জনের গায়ে দুইটি লৌহ বর্ম রহিয়াছে। উক্ত লৌহ বর্ম দুইটি তাহাদের বুক হইতে কণ্ঠনালী পর্যন্ত। দানশীল ব্যক্তি যখনই দান করিতে উদ্যত হয় তখন ঐ বর্ম তাহার শরীরে ঢিলা ও বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এমনকি তাহা নখাগ্র পর্যন্ত আবৃত করিয়া ফেলে এবং তাহার পদচিহ্ন মুছিয়া ফেলে। কিন্তু কৃপন ব্যক্তি যখনই দান করিতে উদ্যত হয় তখনই বর্মের আংটা স্বস্থানে দৃড়ভাবে আঁটিয়া যায়। সে বর্মটাকে প্রসস্ত ও বিস্তৃত করিতে চায় কিন্তু পারেনা।

হাদীস- ১১৫৫।সূত্র- হযরত আবু মুসা আশআরী (রাঃ)- **প্রত্যেকের দান করা উচিৎ।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- প্রতিটি মুসলমানেরই দান করা কর্তব্য। সাহাবীরা জিজ্ঞাসা করিলেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ! যাহার কিছু নাই? তিনি বলিলেন- সে নিজ হাতে কাজ করিয়া নিজেও লাভবান হইবে এবং দান ও করিতে পারিবে। সাহাবারা বলিলেন- যদি তাহাতেও অক্ষম হয়? তিনি বলিলেন- তবে সে অভাব ও দুর্দশা গ্রস্থের সাহায্য করিবে। সাহাবারা বলিলেন- তাহাতেও অক্ষম হইলে? নবী করীম (দঃ) বলিলেন- তবে সে যেন সৎকাজ করে এবং অন্যায় কাজ হইতে বিরত থাকে। কেননা, ইহাই তাহার জন্য সদকা।

হাদীস- ১১৫৬। সূত্র- হযরত মায়মুনা (রাঃ)- **আপনজনের মধ্যে দান সর্বোত্তম।**

মায়মুনা (রাঃ) রসূলুল্লাহ (দঃ) এর অনুমতি না নিয়া তাঁহার ক্রীতদাসীকে আজাদ করিয়া দিয়াছিলেন। পরবর্তীতে তাঁহাকে বিষয়টি জ্ঞাত করা হইলে রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছিলেন- তুমি কি সত্যিই তাহা করিয়াছ? মায়মুনা (রাঃ) হ্যাঁ বলিলে তিনি বলিলেন- তোমার মামাকে ঐটি দান করিলে অধিকতর সওয়াব পাইতে।

হাদীস-১১৫৭।সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) এর স্ত্রী জয়নব (রাঃ)- **আপন জনদেরকে দানে সওয়াব দ্বিগুন।**

আমি একদা মসজিদে থাকাকালে নবী করীম (দঃ) কে দেখিলাম যে তিনি বলিতেছেন- তোমরা তোমাদের অলংকারাদি হইলেও দান কর। জয়নব তাহার স্বামী ও এতিমদের ভরন পোষন করিতেন। তিনি আবদুল্লাহ (রাঃ) কে বলিলেন- রসূলুল্লাহ (দঃ) কে জিজ্ঞাসা করুন, আমি যে আপনার এবং যে এতীমরা আমার কোলে রহিয়াছে তাহাদের জন্য ব্যয় করিতেছি তাহা দান হিসাবে আমার পক্ষে যথেষ্ট হইবে কি? তিনি বলিলেন- তুমি

গিয়াই রসূলুল্লাহ (দঃ) কে জিজ্ঞাসা কর। তখন আমি রসূলুল্লাহ (দঃ) এর নিকট গিয়া দরজার নিকট জনৈকা আনসার রমনীকে দেখিতে পাইলাম যাহার প্রয়োজন ছিল আমারই মত। বেলাল (রাঃ) কে আমাদের নিকট দিয়া যাইতে দেখিয়া তাঁহাকে বলিলাম- আপনি নবী করীম (দঃ) কে জিজ্ঞাসা করুন- আমি যে আমার স্বামী এবং আমার কোলে রক্ষিত এতিমদের জন্য সদকা করিতেছি তাহা কি আমার পক্ষে যথেষ্ট হইবে? আমরা বলিলাম- আমাদের নাম বলিবেন না। বেলাল (রাঃ) নবী করীম (দঃ) এর নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন- ঐ মহিলা কে? বেলাল (রাঃ) বলিলেন- জয়নব (রাঃ)। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন- কোন জয়নব? বেলাল (রাঃ) বলিলেন- আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) এর স্ত্রী। তিনি বলিলেন- হ্যাঁ, তাহার দ্বিগুন সওয়াব হইবে- আত্মীয়তার সওয়াব এবং দানের সওয়াব।

হাদীস- ১১৫৮। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে দান শ্রেয়।**

মদীনায় আনসারদের মধ্যে আবূ তালহা (রাঃ) এর সম্পদই ছিল সবচেয়ে বেশী এবং বাইরাহা নামক খেজুর বাগানটি ছিল তাঁহার সর্বাপেক্ষা প্রিয়। ইহা ছিল মসজিদে নব্বীর সম্মুখে। রসূল (দঃ) প্রায়ই প্রবেশ করিয়া উহাতে রক্ষিত[১] মিঠা পানি পান করিতেন। যখন আয়াত অবতীর্ণ হইল- "তোমরা যাহা ভালবাস তাহা হইতে দান না করা পর্যন্ত তোমরা কখনই প্রকৃত কল্যান লাভ করিতে পারিবেনা।" (পারা ৪ সূরা ৩ আয়াত ৯২)- তখন আবূ তালহা (রাঃ) রসূলুল্লাহ (দঃ) এর নিকট আসিয়া বলিলেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ! মঙ্গলময় আল্লাহতা'লা বলিয়াছেন- তোমরা যাহা ভালবাস তাহা হইতে দান না করা পর্যন্ত তোমরা কিছুতেই প্রকৃত কল্যান লাভ করিবেনা এবং আমার সম্পদের মধ্যে বাইরাহা আমার নিকট অধিকতর প্রিয়। আমি তাহা আল্লাহর উদ্দেশ্যে দান করিলাম। আল্লাহর নিকট ইহার পূণ্য সঞ্চয়ের আশা রাখি। অতএব ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি ইহা নিয়া নিন এবং ইচ্ছামত ব্যবহার করুন। তখন রসূল (দঃ) বলিলেন- বাঃ। ইহা তো লাভজনক সম্পদ! ইহাতো লাভজনক সম্পদ। তুমি যাহা বলিলে তাহা শুনিলাম। ইহা তোমার আত্মীয় স্বজনদেরকে দিয়া দেওয়াই আমি সঙ্গত মনে করি। আবূ তালহা (রাঃ) বলিলেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ আমি তাহাই করিব। অতঃপর আবূ তালহা (রাঃ) উহা তাহার ঘনিষ্ট আত্মীয় ও চাচাত ভাইদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিলেন। [১। কূপের।]

হাদীস- ১১৫৯। সূত্র- হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ)- **আপন জনকে দান করা শ্রেয়।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) দান করার উপদেশ দান করিয়া ঘরে ফিরিলে ইবনে মাসউদের স্ত্রী জয়নব (রাঃ) আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাতের অনুমতি চাহিলে বলা হইল- ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই যে জয়নব। তিনি জিজ্ঞাসা

YQADRI.BLOGSPOT.CO

করিলেন- কোন্ জয়নব? জবাবে বলা হইল- ইবনে মাসউদের স্ত্রী। তিনি বলিলেন- হ্যাঁ, তাঁহাকে অনুমতি দাও। তখন তাঁহাকে অনুমতি দেওয়া হইলে তিনি আসিয়া বলিলেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আজ দান খয়রাত করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। আমার নিকট আমার নিজস্ব কিছু অলংকার আছে যাহা আমি দান করিতে চাই। কিন্তু ইবনে মাসউদ মনে করেন যে আমি যাহাদেরকে ইহা দান করিতে চাই তাহাদের চাইতে তিনি এবং তাঁহার সন্তান সন্ততি অধিক হকদার। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন- ইবনে মাসউদ ঠিকই বলিয়াছে। তুমি যাহাদেরকে উহা দান করিতে চাও তাহাদের চাইতে তোমার স্বামী[১] এবং তোমার সন্তান সন্ততিই অধিক হকদার। [১। নিঃশ]

হাদীস-১১৬০। সূত্র- হযরত উম্মে সালামা (রাঃ)- সন্তানদেরকে দান।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম- ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি যদি আবু সালামা[১]র পুত্রগণের জন্য ব্যয় করি- তাহারা তো আমারই সন্তান- তবে আমার কোন পূন্য হইবে কি? তিনি বলিলেন- তাহাদের জন্য ব্যয় কর। তাহাদের জন্য যে ব্যয় করিবে তাহার সওয়াব তুমি লাভ করিবে। [১। পূর্ব স্বামী]

হাদীস- ১১৬১। সূত্র- হযরত আবুজর গিফারী (রাঃ)- প্রয়োজনের অতিরিক্ত বস্তু দান করা।

একদা আমি নবী করীম (দঃ) এর সাথে ছিলাম। তিনি দূর হইতে অহোদ পাহাড় দেখিতে পাইয়া বলিলেন- এই পাহাড়টি স্বর্ণে পরিণত করিয়া দিলেও আমি একটি স্বর্ণমুদ্রাও তিন দিনের বেশী আমার নিকট রাখিবনা, কেবল ঋণ থাকিলে ঋণ পরিশোধের পরিমান ব্যতীত। যাহারা দুনিয়াতে অধিক ধনশালী- তাহারাই অধিক অভাবগ্রস্থ। তবে হ্যাঁ সে ছাড়া- যে আল্লাহর রাস্তায় অধিকতর ব্যয় করে। কিন্তু এদের সংখ্যা অতি নগণ্য।

নবী করীম (দঃ) বলিলেন- তুমি এইখানেই থাক। এই বলিয়া তিনি দৃষ্টির আড়ালে গেলে আমি সেই দিক হইতে শব্দ শুনিতে পাইলাম। তাঁহার কোন বিপদের আশঙ্কায় আমার সেই দিকে যাওয়ার ইচ্ছা হইল। কিন্তু তাঁহার আদেশ ছিল- তুমি এই খানেই থাক। তাই আমি নিবৃত্ত রহিলাম। তিনি ফিরিয়া আসিলে শব্দ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন- জিব্রাঈল (আঃ) আমার নিকট এই সুসংবাদ দিয়া গেলেন যে আমার উম্মতের মধ্যে যে আল্লাহর সঙ্গে কোন কিছুকেই শরীক না করিয়া মৃত্যু বরণ করিবে সে জান্নাতবাসী হইবে। আমি বলিলাম- সে জেনা বা চুরি করিয়া থাকিলেও কি? নবী করীম (দঃ) বলিলেন -হ্যাঁ।

হাদীস- ১১৬২। সূত্র- হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)- পূঞ্জীভূত ধন অমঙ্গলজনক।

একদা নবী করীম (দঃ) মিম্বরের উপর বসিলেন এবং আমরা তাঁহার চারপাশে বসিয়া পড়িলাম। তিনি বলিলেন- আমার পরে তোমাদের উপর যে সব বিষয়ে আশংকা করিতেছি তাহার মধ্যে অন্যতম হইল দুনিয়ার

YOADRI.BLOGSPOT.C

চাকচিক্য ও শোভা সৌন্দর্য্য- যাহা তোমাদের জন্য উন্মুক্ত হইবে। এক ব্যক্তি বলিয়া উঠিল- ইয়া রাসূলাল্লাহ! কল্যাণ কি অকল্যাণ নিয়া আসিবে? নবী করীম (দঃ) চুপ থাকিলেন। ঐ লোকটিকে তখন বলা হইল- তোমার কি দুর্ভাগ্য! তুমি নবী করীম (দঃ) এর কথার উপর কথা বলিয়াছ কিন্তু তিনি তোমার সহিত কথা বলিতেছেন না। অতঃপর আমরা বুঝিতে পারিলাম যে তাঁহার উপর অহী নাজেল হইতেছে। তিনি নিজের ঘাম মুছিয়া বলিলেন-প্রশ্নকারী কোথায়? তিনি যেন তাহার প্রশংসাই করিলেন। তারপর বলিলেন- কল্যাণ বস্তুতঃ অকল্যাণ বহিয়া আনে না। তবে কিনা নালা-নর্দমার আশে পাশে যে সব উৎপন্ন হয় তাহা মৃত্যু ঘটায় বা মৃত্যুর নিকটবর্তী করে কিন্তু যে তৃনভোজী পশু তাহা ভক্ষন করে এবং উদরপূর্ণ হইলে সূর্য্যের দিকে মুখ করিয়া মলমূত্র ত্যাগ করে এবং পুনরায় চরিতে শুরু করে। এই ধন সম্পদ শ্যামল ও সুমিষ্ট এবং ঐ ধন মুসলমানদের কতই না উত্তম বন্ধু -যাহা হইতে সে নিঃস্ব, অনাথ পথচারীকে দান করে। কিন্তু যে ব্যক্তি নাহক ভাবে এই ধন গ্রহণ করে সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে আহার করিতে থাকে কিন্তু তৃপ্ত হয় না। ঐ মাল কেয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে।

হাদীস- ১১৬৩। সূত্র- হযরত হাকিম ইবনে হেজাম (রাঃ)- **উপরের হাত নীচের হাত অপেক্ষা উত্তম।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- উপরের হাত নীচের হাত অপেক্ষা উত্তম। নিজের পোষ্যদের দিয়া শুরু কর। অভাবমুক্ত থাকিয়া যে দান করা হয় উহাই সর্বোত্তম দান। যে ব্যক্তি অন্যের নিকট হাত না পাতিয়া থাকিতে চায় আল্লাহ তাহাকে পবিত্র রাখেন এবং যে অমুখাপেক্ষী থাকিতে চায় আল্লাহ তাহাকে অভাবমুক্ত রাখেন।

হাদীস- ১১৬৪। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **নীচের হাত ভিক্ষুকের হাত।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) মিম্বরে দাঁড়াইয়া দান খয়রাত ও ভিক্ষা না করার আলোচনাকালে বলেন- উপরের হাত নীচের হাত অপেক্ষা উত্তম। উপরের হাত দানকারীর হাত আর নীচের হাত ভিক্ষুকের হাত।

হাদীস- ১১৬৫। সূত্র- হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)- **ভিক্ষা হইতে পবিত্র থাকা।**

একদা কয়েকজন আনসারী রসুলুল্লাহ (দঃ) এর নিকট ভিক্ষা চাইলে তিনি তাহাদেরকে কিছু দান করিলেন। আবার চাইলে তিনি আবারও দান করিলেন। ইহাতে তাঁহার নিকট যাহা ছিল সব শেষ হইয়া গেল। তিনি বলিলেন- আমার নিকট যে মাল থাকিবে তাহা কখনও তোমাদেরকে না দিয়া মজুদ করিয়া রাখিবনা। যে ব্যক্তি সওয়াল[১] হইতে পবিত্র থাকিতে চায় আল্লাহ তাহাকে অমুখাপেক্ষী রাখেন এবং যে ধৈর্য্যাবলম্বী হইতে চায় আল্লাহ তাহাকে ধৈর্য্যশীল করেন। ধৈর্য্যের চাইতে অধিক কল্যাণকর ও প্রসস্ততর দান আর কাহাকেও দেওয়া হয় নাই। [১। ভিক্ষাবৃত্তি।

হাদীস- ১১৬৬। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **ভিক্ষাবৃত্তি অপেক্ষা কাঠ সংগ্রহ উত্তম।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- ঐ সত্তার কসম যাহার হাতে আমার প্রাণ, কোন লোকের কাছে ভিক্ষা চাওয়া অপেক্ষা রজ্জু নিয়া বাহির হইয়া কাঠ সংগ্রহ পূর্বক পিঠে বহিয়া আনা[১] উত্তম। সে ব্যক্তি[২] দান করিতেও পারে ফিরাইয়া দিতেও পারে। [১। বিক্রয়ার্থে ২। যাহার নিকট চাওয়া হয়।]

হাদীস- ১১৬৭। সূত্র - জোবায়ের ইবনুল আওয়াম (রাঃ)- **হাত পাতা অপেক্ষা কাঠ কাটা উত্তম।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন-অন্যের নিকট হাত পাতা অপেক্ষা দড়ি লইয়া জঙ্গলে গিয়া জঙ্গল হইতে কাঠ বহন করিয়া আনিয়া উহার বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা আল্লাহর সহায়তায় মান উজ্জ্বত রক্ষা করা উত্তম। হাত পাতিলে পাইতেও পারে আবার নাও পাইতে পারে।

হাদীস- ১১৬৮। সূত্র-হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-**ভিক্ষাবৃত্তি অপেক্ষা কাঠ সংগ্রহ উত্তম।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- দড়ি লইয়া পাহাড় হইতে জ্বালানী কাষ্ঠের বোঝা বহন করিয়া আনিয়া উহার বিক্রয় লব্ধ অর্থ দ্বারা নিজে খাওয়া এবং অন্যকে দান করা লোকদের নিকট ভিক্ষা চাওয়া অপেক্ষা অনেক বেশী উত্তম।

হাদীস- ১১৬৯। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **ভিক্ষাবৃত্তির কুফল ও কেয়ামতের দিনের অবস্থা।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- যে ব্যক্তি সর্বদা লোকের নিকট ভিক্ষা চাহিয়া বেড়ায় সে কেয়ামতের দিন এমতাবস্থায় উত্থিত হইবে যে তাহার মুখমন্ডলে সামান্য গোশতও থাকিবেনা। তিনি ইহাও বলিয়াছেন- কেয়ামতের দিন সূর্য্য নিকটবর্তী হইবে, এমন কি ঘাম কানের মধ্যভাগ পর্যন্ত পৌছিবে। এমতাবস্থায় লোকেরা প্রথমে আদম (আঃ), অতঃপর মুসা (আঃ) এবং তারপর মোহাম্মদ (দঃ) এর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিবে।

হাদীস- ১১৭০। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **ভিক্ষুক ব্যক্তি মিসকিন নয়।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- ঐ ব্যক্তি মিসকিন নয় যে দুই এক গ্রাস[১] পাইয়া ফিরিয়া যায়[২] বরং মিসকিন সেই ব্যক্তি যাহার সচ্ছলতা নাই অথচ চাইতেও লজ্জা বোধ করে কিম্বা ব্যাকুলভাবে লোকের নিকট কিছু চায় না। [১। খাদ্য। ২। দ্বারে দ্বারে ফিরে অর্থে]

হাদীস- ১১৭১। সূত্র- হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রাঃ)- **আল্লাহর অপছন্দনীয় ৩টি কাজ।**

মুয়াবীয়া (রাঃ) মুগীরা (রাঃ) কে লিখিলেন যে, আমাকে এমন কিছু লিখিয়া পাঠাও যাহা তুমি নবী করীম (দঃ) হইতে শুনিয়াছ। মুগীরা (রাঃ) লিখিয়া পাঠাইলেন- আমি রসূলুল্লাহ (দঃ) কে বলিতে শুনিয়াছি যে আল্লাহ

YOADRI.BLOGSPOT.C

তোমাদের জন্য তিনটি কাজ অপছন্দ করেন। ১। অতিরিক্ত বা নিরর্থক কথা বলা, (২) সম্পদ ধ্বংস[১] করা, ৩। অধিক পরিমানে কাহারও নিকট হাত পাতা। [১। অপব্যয় অর্থে।

হাদীস- ১১৭২। সূত্র- হযরত মুসআব ইবনে সায়াদ (রাঃ)- **দুর্বলদের কারণেই সাহায্য ও রেজেক প্রাপ্ত হওয়া।**

আমার পিতা মনে করিতেন যে অন্যান্যদের তুলনায় তাহার মর্য্যাদা অনেক বেশী। অতঃপর নবী করীম (দঃ) বলিলেন- তোমাদের দুর্বল ও অসহায়দের কারণেই তোমরা সাহায্য ও রেজেক প্রাপ্ত হইয়া থাক।

হাদীস- ১১৭৩। সূত্র- হযরত ওমর (রাঃ)- **লিপ্সাবিহীন সম্পদ গ্রহনীয়।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) আমাকে কিছু দিলে আমি বলিতাম- আমার চাইতে বেশী অভাবগ্রস্থকে ইহা দিন। তিনি বলিতেন- ইহা গ্রহণ কর। যখন সম্পদ হইতে কিছু আসে, যাহার জন্য তুমি লালায়ীত নও এবং প্রার্থীও নও, তখন তুমি তাহা গ্রহণ কর। এইরূপ না হইলে তোমার মনকে তাহার প্রতি ধাবিত করিও না।

হাদীস- ১১৭৪। সূত্র- হযরত হাকীম ইবনে হেজাম (রাঃ)- **দান গ্রহন না করিয়া আত্মনির্ভরশীল হওয়া।**

একদা আমি রসূলুল্লাহ (দঃ) এর নিকট চাইলে তিনি আমাকে দিলেন। আবার চাইলে আবারও দিলেন। পুনরায় চাইলে তিনি এইবারও দিলেন এবং বলিলেন- হে হাকীম! এই মাল শ্যামল ও সুমিষ্ট। যে ইহা নির্লোভে গ্রহন করে সে ইহা হইতে বরকত পায়; কিন্তু যে লোভাতুর মনে গ্রহণ করে সে বরকত পায় না এবং সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে আহার করে অথচ তৃপ্ত হয় না। উপরের হাত নীচের হাত অপেক্ষা উত্তম। আমি বলিলাম- ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঐ সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্য সহকারে পাঠাইয়াছেন- আমি এই দুনিয়া হইতে বিদায় হওয়া পর্যন্ত আর কাহারও নিকট হইতে কিছু গ্রহন করিব না।

পরবর্তীকালে আবু বকর (রাঃ) তাহাকে দান গ্রহনের আহবান জানাইলে তিনি তাহা গ্রহনে অস্বীকার করিতেন। ওমর (রাঃ) তাঁহাকে দান গ্রহন করার জন্য ডাকিলে তিনি তাঁহার নিকট হইতেও গ্রহন করিতে অস্বীকার করেন। ওমর (রাঃ) বলিলেন- হে মুসলিম সমাজ! আমি হাকীম (রাঃ) সম্পর্কে তোমাদেরকে সাক্ষী করিয়া রাখিতেছি যে গণীমতের মাল হইতে তাঁহার প্রাপ্য আমি তাহাকে দিতেছি কিন্তু সে তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিতেছে।

এইভাবে হাকীম রসূলুল্লাহ (দঃ) এর পর আমৃত্যু কাহারও নিকট হইতে কিছু গ্রহন করেন নাই।

হাদীস-১১৭৫। সূত্র- হযরত আবু হোমাইদ (রাঃ)- **সরকারী কাজে নিয়োজীত ব্যক্তি কর্তৃক গৃহীত উপঢৌকন রাষ্ট্রের।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) আসাদ গোত্রের এক ব্যক্তিকে এক এলাকায় আদায়কারী নিয়োগ করিলেন। উক্ত ব্যক্তি ফিরিয়া আসিলে রসূলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার নিকট হইতে হিসাব লইলেন। সে বলিল- এই পরিমান মাল সরকারী ওয়াসিল এবং এই পরিমান তাহার ব্যক্তিগত উপঢৌকন। রসূলুল্লাহ (দঃ) রাগান্বিত হইয়া তাহাকে ধমকাইলেন এবং বলিলেন- তুমি বাড়ী বসিয়া থাকিলে কি তোমাকে কেউ উপঢৌকন দিতে আসিত? ইহা সরকারী তহবিলে জমা হইবে।

নামাজ শেষে মিম্বরে উঠিয়া তিনি তেজোদৃপ্ত ভাষায় বলিলেন- আমরা রাষ্ট্রীয় কাজে লোকদিগকে নিয়োগ করিয়া থাকি। কোন ব্যক্তি কাজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া হিসাব দিয়া থাকে যে এই পরিমান মাল সরকারী বিভাগের এবং ঐই পরিমান মাল তাহার ব্যক্তিগত উপঢৌকন। সে নিজের বাড়ীতে বসিয়া থাকিলে কি কেহ তাহাকে উপঢৌকন দিয়া থাকিত? আমি ঐ আল্লাহর শপথ করিয়া বলিতেছি যাহার মুষ্টির ভিতর আমার প্রান- তোমাদের যে কেহ এইরূপ খেয়ানত করিবে কেয়ামতের দিন ঐ বস্তু তাহার ঘাড়ে চাপিয়া বসিবে। ঐ বস্তু জন্তু হইলে উহা তাহার ঘাড়ের উপর চাপিয়া চীৎকার করিতে থাকিবে। ভাষন শেষে তিনি হাত উপরে উঠাইয়া বলিলেন- হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক- আমি উম্মতকে ভালরূপে বুঝাইয়া ব্যক্ত করিয়া দিলাম।

হাদীস- ১১৭৬। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **দানে উৎসাহিত করা।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- এক প্রতিবেশী যদি বকরীর খুরও পাঠাইয়া থাকে তবুও অন্য প্রতিবেশীর তাহাকে অবজ্ঞা করা বা সামান্য মনে করা উচিৎ নয়।

হাদীস- ১১৭৭। সূত্র-হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-**মহিলাদেরকে অধিক দানে উৎসাহ।**

একব্যক্তি আমাকে জিজ্ঞাসা করিল-নবী করীম (দঃ) এর সাথে কোন ঈদের জামাতে আপনি উপস্থিত ছিলেন কি? আমি বলিলাম -হ্যাঁ। অবশ্য হযরতের বিশেষ নৈকট্য লাভ না থাকিলে আমার ভাগ্যে তাহা জুটিত না। কারন, আমি ছিলাম বয়ঃকনিষ্ঠ। একদা ঈদের দিন আমি হযরতের সঙ্গেই বাহির হইলাম। যে স্থানে নিশান উড্ডীন ছিল নবী করীম (দঃ) ঐ স্থানে আসিলেন এবং নামাজ আদায় করিলেন। তারপর খোৎবা প্রদান করিলেন। তাঁহার ধারণা হইল পেছনে উপবিষ্ঠ মহিলাগণ হয়ত তাঁহার ভাষন শুনিতে পায় নাই। এই ভাবিয়া তিনি বেলাল (রাঃ) কে সঙ্গে লইয়া তাহাদের নিকট চলিয়া গেলেন এবং তাহাদিগকে নসীহত করিলেন ও আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার আহবান জানাইলেন। নবী করীম (দঃ) মহিলাগণকে দানের প্রতি

পুনঃ পুনঃ উৎসাহ দিলেন এবং বলিলেন- আমার মাতাপিতা তোমাদের কল্যাণে উৎসর্গ। মহিলারা তাঁহার আহবানে সাড়া দিয়া তাহাদের অলংকারাদি খুলিয়া দিতে লাগিলেন আর বেলাল (রাঃ) ঐগুলিকে সংগ্রহ করিতে লাগিলেন।

হাদীস- ১১৭৮। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **সামান্য দানও সাদরে গ্রহণীয়।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- আমাকে যদি সামান্য ক্ষুর ও হাতের সামান্য গোশতের দিকেও ডাকা হয় তবুও আমি যাইব এবং যদি ক্ষুর বা হাতের সামান্য গোশত আমাকে উপহার পাঠান হয় তাহাও আমি গ্রহণ করিব।

হাদীস- ১১৭৯। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **হাদীয়ার প্রতিদান দেওয়া।**

নবী করীম (দঃ) কে হাদীয়া দেওয়া হইলে তিনি তাহা গ্রহন করিতেন এবং প্রতিদান প্রদান করিতেন।

হাদীস- ১১৮০। সূত্র- হযরত নোমান ইবনে বশীর (রাঃ)- **ছেলেদের মধ্যে দানে বৈষম্য নিষেধ।**

আমার পিতা আমাকে সাথে নিয়া রসূলুল্লাহ (দঃ) এর নিকট গিয়া বলিলেন- আমি আমার এই ছেলেকে একটি ক্রীতদাস দান করিয়াছি। নবী করীম (দঃ) বলিলেন- তুমি কি তোমার সকল সন্তানকেই তাহার মত দান করিয়াছ? তিনি 'না' বলিলে রসুল (দঃ) বলিলেন- তাহা হইলে উহা ফেরৎ নিয়া নাও।

হাদীস- ১১৮১ সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **কোন প্রতিবেশী অধিকতর হকদার।**

আমি রসূলুল্লাহ (দঃ) কে জিজ্ঞাসা করিলাম- আমার দুইজন প্রতিবেশীর মধ্যে হাদীয়ার ব্যাপারে কে অধিকতর হকদার? তিনি বলিলেন- যাহার দরজা তোমার দরজার বেশী নিকটবর্তী।

হাদীস- ১১৮২। সূত্র- হযরত জাবের (রাঃ)- **ক্ষমতাসীনের মৃত্যুর পর পরবর্তী জন কর্তৃক পূর্ববর্তীর ওয়াদা রক্ষা।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছিলেন- বাহরাইন হইতে মাল আসিলে তোমাকে এইরূপ[১] পরিমান মাল দিব। এইভাবে তিনি তিনবার দেখাইলেন। মাল আসার আগেই তিনি ইন্তেকাল ফরমান। আবু বকর (রাঃ) খলিফা নিয়োজিত হওয়ার পর ঘোষণা দিলেন যে নবী করীম (দঃ) কাহাকেও কোন কিছু দেওয়ার ওয়াদা করিয়া থাকিলে বা কাহারও নিকট ঋণী থাকিলে সে যেন খলিফার নিকট দাবি উত্থাপন করে। আমি তাঁহার নিকট গিয়া বলিলাম- বাহরাইন হইতে মাল আসিলে আমাকে দেওয়ার জন্য নবী করীম (দঃ) ওয়াদা করিয়াছিলেন। তিনি আমাকে দুই হাত ভরিয়া তিনবার দিলেন। [১। দুই হাত দেখাইয়া]

হাদীস- ১১৮৩। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **দুগ্ধবতী উট ও দুগ্ধবতী বকরী দান করা উত্তম।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- প্রচুর দুগ্ধবতী উষ্ট্রী এবং প্রচুর দুগ্ধবতী বকরী যাহা সকালে ও বিকালে এক পাত্র ভর্তি দুধ দেয়- উপহার হিসাবে কতই না উত্তম।

হাদীস- ১১৮৪। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ)- **বকরী দান করা উন্নত স্বভাবের পরিচায়ক।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- চল্লিশটি উন্নত স্বভাব রহিয়াছে যাহার মধ্যে বকরীদান করা সব চাইতে উন্নত মানের স্বভাব। সওয়াবের আশায় এবং আল্লাহর ওয়াদাকে সত্য জানিয়া যে ব্যক্তি ইহার একটির উপর আমল করিবে আল্লাহ তাহাকে জান্নাতে প্রবেশ করাইবেন।

হাসসান বলেন- বকরী দান করা ছাড়া আমরা যেগুলি গণনা করিলাম তাহার মধ্যে রহিয়াছে সালামের জবাব দান, হাঁচির জবাব দান, কষ্ট দায়ক বস্তু রাস্তা হইতে অপসারণ ইত্যাদি। পনরটি খাসলত আমরা গণনা করিতে সক্ষম হই নাই।

হাদীস- ১১৮৫। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **বিনিময় গ্রহন অপেক্ষা দান অধিকতর শ্রেয়।**

নবী করীম (দঃ) একটি ক্ষেতের পাশ দিয়া যাওয়ার কালে জমির সুন্দর ফসল দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন- জমিটি কার? তাঁহাকে জানান হইল জমিটি অমুকের; তবে সে উহা অর্থের বিনিময়ে বর্গা দিয়াছে। নবী করীম (দঃ) বলিলেন- মূল্য গ্রহণ অপেক্ষা দান করিলে কতই না উত্তম হইত।

হাদীস- ১১৮৬। সূত্র- হযরত আমর ইবনে তাবলেগ (রাঃ)- **দানে ঈমানের দৃঢ়তা যাচাই।**

একদা রসুলুল্লাহ (দঃ) গণিমতের মাল বন্টন কালে কাউকেও দিলেন এবং কাউকেও দিলেননা। কিছু সংখ্যক লোক না পাওয়ায় মনঃক্ষুন্ন হইলে তিনি বলিলেন- আমি কিছু সংখ্যক লোককে তাহাদের পথচ্যুত এবং অধৈর্য্য হওয়ার আশঙ্কায় দিয়া থাকি এবং কিছু সংখ্যক লোককে তাহাদের হৃদয়ে আল্লাহ যে কল্যান ও অভাব বোধহীনতা দান করিয়াছেন তৎপ্রতি সমর্পন করিয়া থাকি। আমর (রাঃ) এই ধরনের একজন লোক। রসুলুল্লাহ (দঃ) এর এই কথাটির বিনিময়ে যদি আমি অতি উত্তম সম্পদও লাভ করিতাম তবুও তাহা আমার নিকট প্রিয় হইত না।

হাদীস- ১১৮৭। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য দান।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- আমি কোরায়েশদের হৃদয়কে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য দিয়া থাকি। কেননা, তাহারা সবে মাত্র জাহেলিয়াত পরিত্যাগ করিয়াছে।

YOADRI.BLOGSPOT.C

হাদীস-১১৮৮। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ) - কোরায়েশদেরকে অধিক দান প্রসঙ্গে ওজ্ন।

বিনা যুদ্ধে হাওয়াযেন গোত্রের সম্পদরাজি হস্তগত হওয়ার পর রসূলুল্লাহ (দঃ) কোরায়েশ গোত্রের কিছু লোককে একশ করিয়া উট দিতে থাকিলে আনসারদের কিছু লোক বলিল- আল্লাহ তাঁহার রসূলকে ক্ষমা করুন। তিনি আমাদেরকে না দিয়া কোরায়েশদেরকে দিতেছেন অথচ আমাদের তরবারী হইতে এখনও রক্ত ঝরিতেছে। এই কথা রসূল (দঃ) এর কর্ণগোচর হইলে তিনি আনসারদেরকে একটি তাঁবুতে সমবেত করিলেন এবং অন্য কাহাকেও সেখানে ডাকিলেননা। সকলে সমবেত হইলে তিনি সেখানে উপস্থিত হইয়া বলিলেন- তোমাদের পক্ষ হইতে আমি এই কেমন কথা শুনিতেছি? আনসারদের নেতারা বলিল- ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের বুদ্ধিমানেরা এমন কথা বলে নাই। কিছু সংখ্যক তরুন বলিয়াছে। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন- সবে মাত্র কুফ্‌রী ত্যাগ করিয়াছে এমন কিছু লোককে আমি প্রদান করিয়াছি। তোমরা কি ইহাতে সন্তুষ্ট নও যে এই সব লোকেরা অর্থসম্পদ নিয়া চলিয়া যাক আর তোমরা আল্লাহর রসূলকে নিয়া বাড়ী ফির? আল্লাহর শপথ, তোমরা যাহা নিয়া ফিরিয়া যাইতেছ-তাহা তাহারা যাহা নিয়া ফিরিয়া যাইতেছে তদপেক্ষা উত্তম। আনসারগণ সকলেই বলিলেন- হ্যাঁ, ইয়া রসূলুল্লাহ! আপনি সত্যই বলিয়াছেন। অতঃপর তিনি বলিলেন- আমার পর অচিরেই তোমরা স্বজন প্রীতি ও পক্ষপাতিত্ব দেখিতে পাইবে। তখন হইতে হাউজের ধারে আল্লাহ ও রসূলের সাক্ষাৎ লাভ পর্যন্ত ধৈর্য্য ধারণ করিবে। কিন্তু আমরা ধৈর্য্য ধারণ করিতে সক্ষম হই নাই।

হাদীস- ১১৮৯। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আসেম (রাঃ)- গনিমতের মাল বন্টনে তারতম্য করা।

হোনায়েনের যুদ্ধে প্রাপ্ত অধিক পরিমান গনিমতের মাল বন্টনে নবী করীম (দঃ) নওমুসলিমদেরকে অধিক দিলেন এবং মদীনাবাসী আনসারদেরকে কিছুই দিলেন না। ইহাতে তাহাদের মধ্যে অসন্তুষ্টির লক্ষণ দেখা যাইতে লাগিল। রসূলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দানে বলিলেন- হে আনসারগণ, আমি কি তোমাদিগকে পথভ্রষ্ট পাইয়াছিলাম না? অতঃপর আল্লাহতা'লা আমার অছিলায় তোমাদিগকে সৎপথ প্রদর্শন করিয়াছেন। তোমরা বিচ্ছিন্ন ছিলে আল্লাহতালা আমার অছিলায় তোমাদিগকে পরস্পর ভালবাসার বাঁধনে বাঁধিয়া দিয়াছেন। তোমরা দরিদ্র ছিলে আল্লাহতালা আমার অছিলায় তোমাদের দারিদ্র দূর করিয়াছেন। আনসারগণ প্রতি ক্ষেত্রে বলিতে লাগিলেন- আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের এহসান তদপেক্ষা অধিক। তিনি পুনরায় বলিলেন- তোমরা ইচ্ছা করিলে আমার সম্বন্ধে নানা বিষয় উল্লেখ করিতে পার। অতঃপর তিনি বলিলেন- তোমরা কি ইহাতে সন্তুষ্ট নও যে অন্যান্য লোকেরা উট- বকরি লইয়া বাড়ী

ফিরিবে আর তোমরা নবীকে নিয়া বাড়ী ফিরিবে? আমি বাস্তবে হিজরত করিয়াছি নতুবা আমি নিজকে আনসারদের দলভুক্ত গন্য করিতাম। অন্যলোকগণ যদি পৃথক হইয়া ভিন্ন পথ ও ভিন্ন ময়দান অবলম্বন করে তবে আমি আনসারদের পথ ও ময়দানই অবলম্বন করিব। আনসারগণ আমার শরীর স্পর্শকারী জামার ন্যায়; পক্ষান্তরে অন্যেরা উপরে পরিধেয় চাদরের ন্যায়। আমার ইহজগত ত্যাগের পর তোমরা অন্যান্য লোকদের প্রবলতা দেখিতে পাইবে। তখন ধৈর্য্য ধারণ করিও এবং আমার সাক্ষাৎ লাভ পর্যন্ত[১] ধৈর্য্যের উপর দৃঢ় থাকিও। [১। কেয়ামত পর্যন্ত]

হাদীস- ১১৯০। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **আনসারগন অপেক্ষা কোরায়েশগনকে অধিক দান।**

নবী করীম (দঃ) আনসারগনের কতিপয় লোককে একত্রিত করিয়া তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন- কোরায়েশগন আপদ-বিপদ এবং অন্ধকার হইতে এই মাত্র বাহির হইয়াছে। আমি তাহাদিগকে অধিক দান করিয়া তাহাদের মনস্তুষ্টি করিতে চাহিয়াছি। তোমরা কি ইহাতে সন্তুষ্ট নও যে, অন্যান্য সকলে জাগতীক সামগ্রী লইয়া বাড়ী ফিরিবে আর তোমরা আল্লাহর রসূলকে লইয়া বাড়ী ফিরিবে? উত্তরে সকলেই বলিলেন- নিশ্চয়ই আমরা সন্তুষ্ট আছি।

হাদীস- ১১৯১। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)- **মুসা (আঃ) এর ধৈর্য্য ধারণ।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) কিছু জিনিষ বন্টন করিলে একব্যক্তি বলিল- এই বন্টনেতো আল্লাহ তা'লার সন্তুষ্টির ইচ্ছা পোষণ করা হয় নাই। আমি নবী করীম (দঃ) কে বিষয়টি জানাইলে তিনি খুবই অসন্তুষ্ট হইলেন। এমনকি তাঁহার চেহারায় অসন্তোষের ভাব দেখা গেল। অতঃপর তিনি বলিলেন- আল্লাহ মুসা (আঃ) কে রহমত দান করুন! তাঁহাকে ইহার চাইতেও বেশী কষ্ট দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু তিনি সবর করিয়াছিলেন।

হাদীস-১১৯২। সূত্র- হযরত আবুদল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)- **নবী করীম (দঃ) এর বন্টন।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) হোনায়েনের যুদ্ধলব্ধ গণীমত বন্টন কালে কিছু লোককে অগ্রাধিকার দিলেন। তিনি আকরা ইবনে হাবিশকে একশত এবং উয়াইনাকেও একশত উট দান করেন। ইহা দেখিয়া একব্যক্তি মন্তব্য করিল- এই ধরনের বন্টনে কোন ইনসাফ করা হইলনা। আমি বলিলাম- আল্লাহর শপথ, তুমি যাহা বলিলে তাহা আমি নবী করীম (দঃ) কে জানাইব। আমি নবী করীম (দঃ) কে জানাইলে তিনি বলিলেন- আল্লাহ এবং তাঁহার রসুল যদি ইনসাফ না করে তবে আর কে ইনসাফ করিতে পারে? আল্লাহ মুসা (আঃ) এর উপর রহমত বর্ষন করুন। তাঁহাকে ইহার চাইতেও বেশী কষ্ট দেওয়া হইয়াছিল কিন্তু তিনি ধৈর্য্য ধারন করিয়াছিলেন।

হাদীস- ১১১৩। সূত্র- হযরত জোবায়ের ইবনে মোতয়েম (রাঃ)- **নবী করীম (দঃ) এর দানের আগ্রহ।**

হোনায়েন হইতে ফিরিবার পথে আমি অন্যও কিছু লোক সহ রসূলুল্লাহ (দঃ) এর সাথে ছিলাম। পথে কিছু সংখ্যক বেদুইন সাহায্যের জন্য রসূলুল্লাহ (দঃ) কে আঁকড়াইয়া ধরিয়া তাঁহাকে একটি বাবলা গাছের নীচে নিয়া গেল ও তাঁহার চাদর খানা নিয়া নিল। রসূলুল্লাহ (দঃ) সেখানে দাঁড়াইয়া বলিলেন- আমার চাদর খানা আমাকে দাও। আমার নিকট যদি এখন এই বৃক্ষের কাঁটার সমসংখ্যক উট ও দুম্বা থাকিত তাহা হইলে সেগুলি আমি তোমাদেরকে বন্টন করিয়া দিতাম। এরপরও তোমরা আমাকে কৃপন, মিথ্যাচারী বা কাপুরুষ দেখিবে না।

হাদীস- ১১১৪। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **নবী করীম (দঃ) এর দান।**

একদা আমি নবী করীম (দঃ) এর সাথে চলিতেছিলাম। তাঁহার গায়ে ছিল নাজরানে প্রস্তুতকৃত মোটাপাড়ের চাদর। একজন বেদুইন তাঁহার চাদর ধরিয়া এমন জোরে টান দিল যে তাঁহার কাঁধের উপর চাদরের পাড়ের দাগ বসিয়া গিয়াছিল। অতঃপর লোকটি বলিল- আপনার নিকট আল্লাহর যে সম্পদ রহিয়াছে তাহা হইতে আমাকে কিছু দেওয়ার আদেশ দিন। নবী করীম (দঃ) তাহার দিকে চাহিয়া হাসিলেন এবং তাহাকে কিছু দেওয়ার জন্য আদেশ করিলেন।

হাদীস- ১১১৫। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **নিজে না খাইয়া মেহমানকে খাওয়ানো।**

এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (দঃ) এর নিকট ক্ষুধার অন্ন চাহিলে তিনি তাঁহার বিবিদের নিকট খোঁজ করিয়া কিছুই পাইলেন না। একজন সাহাবী রসূল (দঃ) এর আহবানে সাড়া দিয়া তাহাকে বাড়ী নিয়া গেল। তাঁহার ঘরে সামান্য খাবার ছিল। তিনি স্ত্রীকে বলিলেন- ছেলেমেয়েদেরকে ঘুম পাড়াইয়া দিবে এবং নিজেরা মেহমানের সাথে বসিয়া খাওয়ার সময় মেহমানকে সবটুকু খাওয়ার সুযোগ করনার্থে বাতি নিবাইয়া দিবে। স্ত্রী তাহাই করিল এবং নিজেরা অন্ধকারে খাওয়ার ভান করিল। ভোরবেলা ঐ সাহাবী নবী করীম (দঃ) এর নিকট গেলে তিনি বলিলেন- অমুক স্বামী ও অমুক স্ত্রীর প্রতি আল্লাহতালা অত্যধিক সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং তাঁহাদের প্রশংসায় এই আয়াত নাজেল করিয়াছেন, 'যদিও তাহাদের অভাব থাকে তবুও তাহারা নিজেদের উপর উহাদিগকে অগ্রবর্তী মনে করে এবং যে নিজেকে প্রলোভন হইতে রক্ষা করে ফলতঃ তাহারাই সুফল প্রাপ্ত হইবে।' (পারা ২৮ সূরা ৫৯ আয়াত ৯)

হাদীস- ১১১৬। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **স্বামীর অনুমতি ভিন্ন দানে স্বামী সমান সওয়াব পাইবে।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- স্বামীর উপস্থিতিতে কোন স্ত্রী তাহার অনুমতি ছাড়া রোজা[১] রাখিবে না এবং স্বামীর অনুমতি ছাড়া কাহাকেও তাহার ঘরে প্রবেশের অনুমতি দিবে না। যদি কোন স্ত্রী স্বামীর নির্দেশ ছাড়া

সম্পদ ব্যয়[২] করে তবে স্বামী অর্ধেক[৩] সওয়াব পাইবে। [১। নফল রোজা ২। দান অর্থে ৩। স্ত্রীর সমান অর্থে]

হাদীস- ১১৯৭। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **স্বামীর উপার্জন হইতে দানে সমান সওয়াব।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- যদি কোন মহিলা তাহার স্বামীর উপার্জন হইতে অনুমতি ব্যতিরেকে ব্যয়[১] করে তবে সে ঐ দানে অর্ধেক[২] সওয়াব পাইবে। [১। দান ২। স্বামীর সমান অর্থে]

হাদীস- ১১৯৮। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **বিধবা ও মিসকিনদের উপকারীর মর্যাদা।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- বিধবা ও মিসকিনদের জন্য উপার্জনকারী ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জেহাদকারী অথবা রাত জাগিয়া এবাদতকারী ও দিনভর রোজাকারী ব্যক্তির সমতুল্য।

হাদীস- ১১৯৯। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **পরিবারের ভরন পোষনের ব্যবস্থা রাখিয়া দান খয়রাত।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- ঐ সদকা উত্তম যাহা করিয়াও সচ্ছলতা থাকে। উপরের হাত নিচের হাত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। নিকটাত্মীয়দের হইতে শুরু কর। ইহা কি ভাল যে স্ত্রী বলিবে, আমাকে খাবার দাও নতুবা তালাক দাও; চাকর বলিবে, আগে খাবার দাও পরে কাজ; সন্তান বলিবে, আমাকে খাবার না দিয়া কাহার নিকট ছাড়িয়া যাইতেছ?

হাদীস- ১২০০। সূত্র- হযরত ওমর (রাঃ)- **এক বৎসর পরিমান খাবার মজুদ রাখা।**

নবী করীম (দঃ) বনী নজীর[১] এর খেজুর বিক্রি করিয়া দিতেন এবং পরিবারের এক বৎসরের খোরাক মজুদ রাখিতেন। [চতুর্থ হিজরীতে বনী নজীর এলাকা মুসলমানদের হস্তগত হইলে নবী করীম (দঃ) উহা হইতে অংশ হিসাবে বাগান পান।

হাদীস- ১২০১। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **ব্যয় করিলে আল্লাহ ও দান করিবে।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- আল্লাহ বলেন- হে আদম সন্তান! ব্যয় কর।[১] আমিও তোমার জন্য ব্যয় করিব। [১। আল্লাহর রাস্তায়]

১০। মান্নত

হাদীস- ১২০২ সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- মৃত ব্যক্তির **মান্নত ওয়ারেস কর্তৃক পূরণ করা**

সায়াদ ইবনে ওবাদা (রাঃ) রসুলুল্লাহ (দঃ) কে জিজ্ঞাসা করিলেন- আমার মা মারা গেছেন অথচ তাহার একটি মান্নত অপুরন রহিয়াছে। তিনি বলিলেন- তুমি তাহার তরফ হইতে মান্নতটি আদায় করিয়া দাও।

হাদীস- ১২০৩। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **মান্নত শুধু তকদীরে থাকা বস্তুই দেয়।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- মান্নত আদম সন্তানকে এমন কিছু আনিয়া দেয় না যাহা তাহার ভাগ্যে লিপিবদ্ধ করা হয় নাই। তবে মান্নত আদম সন্তানকে নিক্ষেপ করিয়া দেয় যাহা তাহার জন্য নির্ধারন করা হইয়াছে। আর মান্নত কৃপনের নিকট হইতে বাহির করিয়া দেয়[১]।।১। ধন সম্পদ, যাহা সে ব্যয় করিত না।

হাদীস- ১২০৪। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **মান্নত কৃপনের ধন বাহির করে মাত্র।**

নবী করীম (দঃ) মান্নত করিতে নিষেধ করিয়া বলিয়াছেন- মান্নত তকদীর পরিবর্তন করিতে পারে না। অবশ্য উহা দ্বারা কৃপনের মাল বাহির হয়।

হাদীস- ১২০৫। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **কোন কোন মান্নত পুরা করিতে হয়, কোন কোনটি নয়।**

একদা নবী করীম (দঃ) এর খোৎবাদানকালে একব্যক্তি দাঁড়াইয়া বলিল- আবু ইস্রাইল মান্নত করিয়াছে যে সে দাঁড়াইয়া থাকিবে, বসিবেনা; ছায়া গ্রহন করিবেনা, কথাবার্তা বলিবেনা এবং রোজা রাখিবে। নবী করীম (দঃ) বলিলেন- তাহাকে বল, সে যেন অবশ্যই কথা বার্তা বলে, ছায়া গ্রহন করে ও বসে; আর রোজাটি যেন পুরা করে।

হাদীস- ১২০৬। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **ঈদের দিনে মান্নতের রোজাও রাখিবে না।**

এক ব্যক্তির এক দিনের মান্নতের রোজা সম্পর্কে উক্ত দিন কোরবানীর কিম্বা ঈদুল ফিতরের দিন হওয়ায় জিজ্ঞাসার উত্তরে ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন- নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহর রসুলের মধ্যে রহিয়াছে উত্তম আদর্শ। তিনি ঈদুল ফিতর এবং কোরবানীর দিন রোজা রাখিতেন না এবং এই দুই দিন রোজা রাখাকে তিনি জায়েজও মনে করিতেন না।

হাদীস- ১২০৭। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **ঈদের দিনে রোজার মান্নত।**

একব্যক্তি ইবনে ওমর (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন- আমি মান্নত করিয়াছি জীবিতাবস্থায় প্রতি মঙ্গল ও বুধবারে রোজা রাখিব। উক্ত দিনের

মধ্যে কোরবানীর দিন হইয়া গেল[১]। তিনি বলিলেন- মান্নত পুরা করার জন্য আল্লাহ নির্দেশ দিয়াছেন এবং আমাদিগকে কোরবানীর দিন রোজা রাখিতে নিষেধ করা হইয়াছে[২]। আবার প্রশ্ন করা হইলে তিনি একই জবাব দিলেন, কিছুই বাড়াইলেন না। [১। তখন কি করিব? ২। নবী করীম (দঃ) কর্তৃক]

কসম

হাদীস- ১২০৮। সূত্র- হযরত ইবনে আবী মোলায়কাহ (রাঃ)- **সাক্ষী না থাকিলে কসম প্রবর্তিত হইবে।**

এক ঘরে দুইটি নারী মালা গাঁথিতেছিল। একজন চিৎকার করিয়া বাহির হইয়া আসিয়া দাবি করিল অপরজন তাহার হাতে সূঁচ বিদ্ধ করিয়াছে। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর সম্মুখে বিচার পেশ করা হইলে তিনি বলিলেন- রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- শুধু মুখের কথার উপর দাবিদাওয়া মানিয়া লওয়া হইলে একে অন্যের জানমাল বিনা বাধায় হরন করিতে পারিবে। তাহাকে মহান আল্লাহতা'লার আজাবের ভয় স্মরন করাও এবং মিথ্যা কসমের ভয়াবহ পরিনতির যে সতর্কবানী পবিত্র কোরআনে আছে তাহাও তাহাদিগকে পড়িয়া শোনাও-'নিশ্চয় যাহারা আল্লাহর নামে শপথ ও স্বীয় অঙ্গীকার সামান্য মূল্যের বিনিময়ে বিক্রয় করে, আখেরাতে তাহাদের কোন অংশ নাই এবং আল্লাহ তাহাদের সাথে কথা বলিবেন না। উত্থান দিবসে তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন না ও তাহাদের জন্য যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি রহিয়াছে (পারা ৩ সুরা ৩ আয়াত ৭৭)

বিবাদীনিকে আল্লাহর ভয় স্মরন করাইয়া এবং উক্ত আয়াত পড়িয়া শুনাইয়া কসম খাইতে বলিলে সে মিথ্যা কসম পরিহার করিয়া বাদীনির দাবি মানিয়া লইল। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিলেন- সাক্ষ্যের সুযোগ না থাকিলে কসমের সাহায্যে সত্য প্রকাশ হইয়া যায়। এই জন্যই নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- বিবাদীর উপর কসম প্রবর্তিত হইবে।

হাদীস- ১২০৯। সূত্র- হযরত বরা (রাঃ)- **কসম ভঙ্গ করা।**

নবী করীম (দঃ) আমাদিগকে কসম ভঙ্গ করার নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন।

হাদীস- ১২১০। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **কসম ভঙ্গ করিলে কাফ্ফারা দিতে হইবে।**

কসমের কাফ্ফারার আয়াত নাজেল হওয়া পর্যন্ত আবু বকর (রাঃ) কোন কসম ভঙ্গ করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন- আমি কসম করার পর উহার বিপরীত করা উত্তম দেখিলে যাহা উত্তম তাহাই করি এবং কসমের কাফ্ফারা আদায় করি। (রসুল (দঃ) হইতেও অনুরূপ হাদীস রহিয়াছে)

হাদীস- ১২১১। সূত্র- হযরত যাহদাম (রাঃ)- **উত্তম কাজে কসম ভঙ্গ করিয়া কাফফারা দিতে হয়।**

আবু মুসা আসআরী (রাঃ) এর নিকট আমাদের উপস্থিত কালে তাঁহার খাবার আনা হইল। খাবারের মধ্যে মোরগের গোশত ছিল। তিনি নিকটস্থ

একজন বেতার ব্যক্তিকে উক্ত খাবার খাইতে আহবান করিলে সে ব্যক্তি বলিল- আমি মোরগকে এমন বস্তু খাইতে দেখিয়াছি যাহাতে উহার প্রতি আমার ঘৃনা জন্মিয়া গিয়াছে। আমি কসম করিয়াছি- মোরগের গোশত খাইব না। আবু মুসা আশয়ারী (রাঃ) বলিলেন- তোমাকে এই শ্রেনীর হাদীস শুনাইব।

একদা আমি আমার গোত্রের কতিপয় ব্যক্তিসহ রসুল (দঃ) এর দরবারে উপস্থিত হইয়া জেহাদে যাওয়ার সওয়ারী চাহিলাম। তিনি ক্রোধান্বিত ছিলেন বিধায় কসম করিয়া বলিলেন- আমি সওয়ারী দিবনা; আমার নিকট সেই ব্যবস্থাও নাই। কিছুক্ষনের মধ্যেই তাঁহার নিকট গনীমতের কতিপয় উট আসিলে তিনি আমাদেরকে দশটি মোটাতাজা উঁচু উঁচু উট দেওয়ার আদেশ করিলেন। উটগুলি নিয়া কিছুদুর আসার পর ভাবিলাম- রসুল (দঃ) কসমের বিপরীত কাজ করিয়াছেন আর আমরা তাঁহার কসম ভুলিয়া যাওয়ার সুযোগ গ্রহন করিয়াছি। ইহাতে আমাদের মঙ্গল হইবেনা। আমরা ফিরিয়া গিয়া বলিলাম- আপনি সম্ভবতঃ আপনার কসমের কথা ভুলিয়া গিয়া আমাদেরকে সওয়ারী দিয়াছেন।

রসুল (দঃ) বলিলেন- তোমাদেরকে সওয়ারী আমি দেই নাই, আল্লাহ ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমি কোন বিষয়ে কসম করার পর যদি বুঝিতে পারি যে কসমের বিপরীত কার্য্য উত্তম তাহা হইলে আমি কসম ভঙ্গ করিয়া উক্ত কাজটি করি ও কসম ভঙ্গের কাফ্‌ফারা দেই।

হাদীস- ১২১২। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **অন্যায় কসমে অটল থাকিলে গোনাহগার হইবে**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- আমাদের আগমন[১] সকলের শেষে, আখেরাতে আমরা সকলের আগে[২]। আল্লাহর কসম! তোমাদের কেউ যদি পরিবার পরিজন সম্পর্কে কসম[৩] করিয়া ফরজ কাফ্‌ফারা দেওয়ার পরিবর্তে উহা আঁকড়াইয়া থাকে তবে সে গোনাহগার হইবে[৪]। [১। দুনিয়াতে, ২। মর্য্যাদায় প্রথম সারিতে, ৩। হক ও অনিষ্ট সাধন হয় এমন অন্যায় কসম, ৪। এই ক্ষেত্রে কাফ্‌ফারা দিয়া কসম ভঙ্গ করা উচিত]

হাদীস- ১২১৩। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **পারিবারিক ব্যাপারে কসমকারী পাপী।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- পারিবারিক ব্যাপারে কসমকারী মস্ত বড় পাপী। এমনকি কাফ্‌ফারাও তাহাকে গোনাহ হইতে মুক্ত করিবে না।

হাদীস-১২১৪। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **নবী করীম (দঃ) এর কসমের ধরন।**

নবী করীম (দঃ) এর কসম এই বাক্য দ্বারা ছিল- "লা ওয়া মুকাল্লাবিল কুলুব।"- কিছুতেই নহে, অন্তর সমূহের পরিবর্তনকারীর কসম।

হাদীস- ১২১৫। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **আল্লাহর নামে কসম খাওয়া।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- হে মোহাম্মদ (দঃ) এর উম্মতগন! আল্লাহর কসম, আমি যাহা জানি তোমরা তাহা জানিলে অবশ্যই তোমরা হাসিতে কম এবং কাঁদিতে বেশী।

হাদীস- ১২১৬। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হেশাম (রাঃ)- দৃঢ় ভাবে বক্তব্য রাখিতে কসম।

এক সময়ে আমাদের নবী করীম (দঃ) এর সাথে থাকাকালে তিনি ওমর (রাঃ) এর হাত ধরাবস্থায় ছিলেন। ওমর (রাঃ) বলিলেন-ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার নিকট আমার প্রাণ ব্যতীত আপনি সর্বাধিক প্রিয়। নবী করীম (দঃ) বলিলেন- না, যাহার হাতে আমার প্রান সেই সত্তার কসম; যে পর্যন্ত আমি তোমার নিকট তোমার প্রানাধিক প্রিয় না হই[১]। অতঃপর ওমর (রাঃ) বলিলেন- আল্লাহর কসম। এখনই আপনি আমার নিকট আমার প্রান অপেক্ষা অধিক প্রিয়। রসূলুল্লাহ (দঃ) তখন বলিলেন- হে ওমর (রাঃ)! এখন[২]। [১। সে পর্যন্ত ঈমানদার হইবে না। ২। পূর্ণ ঈমানদার ও বুলন্দ মর্য্যাদার অধিকারী হইলে।]

হাদীস- ১২১৭ সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- কসম কেবল আল্লাহর নামে।

ওমর (রাঃ) কে সফর অবস্থায় পিতার নামে কসম করা অবস্থায় রসূল (দঃ) সাক্ষাত পাইয়া বলিলেন- আল্লাহ কি তোমাদেরকে বাপ-দাদার নামে কসম করিতে নিষেধ করেন নাই? যে ব্যক্তি কসম করিতে চায় সে যেন অবশ্যই আল্লাহর নামে কসম করে অথবা চুপ থাকে।

হাদীস- ১২১৮। সূত্র- হযরত ওমর (রাঃ)- বাপদাদার নামে কসম খাওয়া।

রসূলুল্লাহ (দঃ) আমাকে বলিয়াছেন- আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের বাপ দাদার নামে কসম করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তখন হইতে আমি আর সেই ভাবে স্বেচ্ছায় বা অন্যের উদ্ধৃতি দিয়া কসম করি নাই।

হাদীস- ১২১৯ । সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা[১] (রাঃ)- দেব- দেবীর নামে কসম না করা।

যে ব্যক্তি লাত ও ওয্যার নাম উচ্চারন করিয়া কসম করে সে যেন অবশ্যই[২] লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে। আর যে ব্যক্তি তাহার সঙ্গীকে জুয়া খেলার জন্য আহবান করে সে যেন অবশ্যই সদ্‌কা করে। [১। নবী করীম (দঃ) হইতে]

হাদীস- ১২২০। সূত্র- হযরত সাবেত ইবনে জাহ্‌হাক (রাঃ)- অন্য ধর্মের নামে কসম করা।

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্মের নামে কসম করিল সে তদ্রুপই হইল যদ্রুপ সে বলিয়াছে। যে ব্যক্তি কোন বস্তু দ্বারা আত্মহত্যা করিল সেই বস্তু দ্বারাই তাহাকে জাহান্নামের আগুনে শাস্তি দেওয়া হইবে। কোন মোমেনকে অভিসম্পাত করা তাহাকে হত্যা করারই নামান্তর। কোন মোমেনকে কাফের বলিয়া আক্রমন করা তাহাকে হত্যা করারই শামিল।

হাদীস- ১২২১। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **অনিচ্ছাকৃত কসমে শাস্তি নাই।**

'আল্লাহ তোমাদিগকে অনিচ্ছাকৃত কসমের জন্য শাস্তি দিবেন না'- আয়াতটি এই ব্যাপারে নাজেল করা হইয়াছে যে, মানুষ কথায় কথায় বলে- আল্লাহর কসম এমন নয়, আল্লাহর কসম এমন।

হাদীস-১২২২। সূত্র- হযরত ওরওয়া ইবনে যোবায়ের (রাঃ)- **কসমের গুরুত্ব অত্যধিক।**

আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাঃ) বলেন- নবী করীম (দঃ) ও আবু বক্কর (রাঃ) এর পরই আমি[১] ছিলাম আয়েশা (রাঃ) এর সর্বাধিক প্রিয়পাত্র এবং তাঁহার প্রতি সর্বাধিক উপকারী ব্যক্তি। আয়েশা (রাঃ) স্বভাবতই অত্যধিক দানশীলা ছিলেন। একবার এক দানের ব্যাপারে আমি বলিয়াছিলাম- তাঁহার হাত বন্ধ করা দরকার। তিনি এই স্বভাব হইতে বিরত না হইলে আমি তাঁহার দান অপ্রযোজ্য বলিয়া ঘোষনা করিব। ইহা আমার নিজের কথা জানিতে পারিয়া তিনি তীব্র রাগান্বিত হইয়া বলিলেন- আল্লাহর নামে আমার কসম- আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাঃ) এর সাথে আমি কখনও কথা বলিব না।

উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ দীর্ঘদিন অতিবাহিত হইল। আমি অনেক সুপারিশ করাইলাম কিন্তু আয়েশা (রাঃ) বলিলেন- এই ব্যাপারে আমি কোন সুপারিশ গ্রহন করিব না এবং কসম ভঙ্গ করিব না।

অবশেষে আমি নবী করীম (দঃ) এর মাতুল বনু যোহরা গোত্রের লোকদের শরনাপন্ন হইয়া মেসওয়ার (রাঃ) ও আবদুর রহমান (রাঃ) এর নিকট গিয়া বলিলাম- যে ভাবেই হউক আমাকে আয়েশা (রাঃ) এর নিকট যাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া দিন। তিনি আমার উপর কসম করিয়া থাকিবেন ইহা জায়েজ হইবে না।

তাঁহারা উভয়ে আমাকে চাদরের আড়ালে নিয়া আয়েশা (রাঃ) এর গৃহদ্বারে গিয়া প্রবেশের অনুমতি চাহিলে তিনি বলিলেন- আসুন। তাঁহারা বলিলেন- সকলেই আসিব কি? তিনি বলিলেন- সকলেই আসুন। তাঁহার জানা ছিলনা যে আমি তাঁহাদের সঙ্গে আছি। অনুমতি পাইয়া সকলে প্রবেশ করিলে আমি পর্দার ভিতরে চলিয়া গিয়া আয়েশা (রাঃ)কে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া ক্ষমা চাইতে লাগিলাম। মেসওয়ার (রাঃ) ও আবদুর রহমান (রাঃ) ও ক্ষমা প্রার্থনা গ্রহন করার ও আমার সঙ্গে কথা বলার আবেদন জানাইয়া বলিতে লাগিলেন যে, নবী করীম (দঃ) বিচ্ছেদ অবলম্বন করা হইতে ও তিন দিনের বেশী সালাম কালাম বন্ধ রাখা হইতে নিষেধ করিয়াছেন। তাঁহারা আয়েশা (রাঃ)কে উপদেশ ও গোনাহের কথা শুনাইতেছিলেন আর আয়েশা (রাঃ) তাঁহার কসমের কথা শুনাইতেছিলেন। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছিলেন- আমিতো কসম করিয়াছি- কসম অতি বড় জিনিষ। অনেক অনুরোধের পর তিনি আমার সাথে কথা

বলিলেন- কসম ভঙ্গের কাফফারার জন্য আবদুর রহমান (রাঃ) তাঁহার নিকট দশটি গোলাম পাঠাইয়া দিলে তিনি ঐ দশটি এবং নিজের নিকট হইতে আরও গোলাম আজাদ করিয়া চল্লিশের সংখ্যা পুরন করিলেন। এইভাবে কসম ভঙ্গের জন্য চল্লিশ জন কাফফারা আদায় করিয়াও আয়েশা (রাঃ) কাঁদিয়া ওড়না ভিজাইতেন। তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিতেন- কসম করার সময় কোন কার্যের উল্লেখ করিলে ভাল হইত। এখন কসম ভঙ্গ না করিয়া উক্ত কার্য্য সম্পাদনে মুক্ত হইতে পারিতাম,। (১। আবুদল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাঃ) আয়েশা (রাঃ) এর বোন পুত্র ছিলেন।)

হাদীস- ১২২৩। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **আল্লাহর নাফরমানীর কসম।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করার মান্নত করে সে যেন অবশ্যই তাহা করে; আর যে ব্যক্তি তাহার নাফরমানি করার মান্নত করে, সে যেন নিশ্চয়ই তাহা না করে।

লেয়ান

হাদীস- ১২২৪। সূত্র- হযরত সাহল ইবনে সায়াদ (রাঃ)- **মসজিদে লেয়ান করা।**

একব্যক্তি রসুলুল্লাহ (দঃ) কে জিজ্ঞাসা করিল- কোন ব্যক্তি তাহার স্ত্রীর সঙ্গে অন্য পুরুষকে দেখিতে পাইলে তাহাকে হত্যা করিতেপারিবে কি? সে ব্যক্তি নিজ স্ত্রী সম্পর্কে অনুরূপ অভিযোগ পেশ করিল কিন্তু সাক্ষী ছিল না। তাহারা উভয়ে মসজিদের মধ্যে লেয়ান (পাঁচবার লানৎযুক্ত কসম) করিল এবং আমি তাহা প্রত্যক্ষ করিলাম।

হাদীস- ১২২৫। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **স্বামী প্রথমে লেয়ান করিবে।**

হেলাল ইবনে উমাইয়া তাহার স্ত্রীর উপর জেনার তোহমত দেয় এবং নবী করীম (দঃ) এর নিকট সাক্ষ্য দেয়। নবী করীম (দঃ) বলিলেন-আল্লাহ জানেন, তোমাদের মধ্যে একজন অবশ্যই মিথ্যাবাদী; অতএব, কে তওবা করিতে প্রস্তুত আছ? মহিলা উঠিয়া দাঁড়াইল এবং নিজের স্বপক্ষে সাক্ষ্য দিল।

হাদীস- ১২২৬। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **লেয়ান করানোর পর বিচ্ছিন্ন করা**

নবী করীম (দঃ) এক আনসার ব্যক্তি ও তাহার স্ত্রীকে লেয়ান করান। অতঃপর তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেন।

হাদীস- ১২২৭। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **সন্তান লেয়ানকারিনীর প্রাপ্য হইবে।**

নবী করীম (দঃ) একব্যক্তি ও তাহার স্ত্রীকে লেয়ান করানোর পর উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া দিয়া সন্তানের বংশ পরিচয় বাপের দিক হইতে বিচ্ছিন্ন করতঃ সন্তান স্ত্রীলোকটিকে দিয়া দিলেন।

হাদীস- ১২২৮। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)- সত্য প্রকাশের প্রার্থনা।

রসূলুল্লাহ (দঃ) এর সামনে এক লেয়ানকারী দম্পতি সম্পর্কে আলোচনাকালে আসেম ইবনে আদী এই সম্পর্কে কথা[১] বলিয়া উঠিয়া গেলেন। পথিমধ্যে তাঁহার গোত্রীয় একব্যক্তি[২] তাঁহার নিকট অভিযোগ করিল যে সে তাহার স্ত্রীর সাথে অন্য লোককে দেখিয়াছে। আসেম (রাঃ) বলিলেন- ইহা তো আমার পূর্বোক্ত কথার প্রায়শ্চিত্ত। তিনি লোকটিকে সাথে করিয়া রসূলুল্লাহ (দঃ) এর নিকট আসিয়া তাঁহাকে বিষয়টি অবহিত করিলেন। অভিযোগকারীর গায়ের রং ছিল হলুদ বর্ণ, স্বাস্থ্য ছিল হাল্কা আর মাথার চুল ছিল সোজা। অপরদিকে অভিযুক্ত ব্যক্তির গায়ের রং ছিল গোরা, স্বাস্থ্য ছিল মোটা এবং চুল ছিল কোঁকড়ানো। রসূলুল্লাহ (দঃ) প্রার্থনা করিলেন, ইয়া আল্লাহ! সঠিক তথ্য প্রকাশ করিয়া দাও। স্ত্রীলোকটি অভিযুক্ত ব্যক্তির চেহারার ন্যায় চেহারার সন্তান জন্ম দিলে রসূলুল্লাহ (দঃ) উভয়কে লেয়ান করাইলেন। একব্যক্তি ইবনে আব্বাস (রাঃ) কে মজলিসে জিজ্ঞাসা করিল- এই মহিলা সম্পর্কেই কি রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছিলেন৷ আমি যদি কাউকেও সাক্ষ্য প্রমান ব্যতিরেকে রজম করিতাম[৪] তবে এই মহিলাকেই করিতাম। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিলেন- এই মহিলা সেই মহিলা নয়। সে অন্য এক নারী, যে প্রকাশ্যে ইসলামী সমাজে খারাপ কাজ করিয়া বেড়াইত।

।১। দম্ভোক্তি, ২। তাঁহার জামাতা, ৩। স্বামী স্ত্রী ৪। জেনা সম্পর্কে রজম করিতে সাক্ষ্য প্রয়োজন, ইহাই বিধান।।

তক্দীর

হাদীস- ১২২৯। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- আল্লাহতালার প্রিয়ভাজন গুনামধারী হয়।

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে ভালবাসিতে শুরু করেন তখন জিব্রাইল (আঃ)কে ডাকিয়া বলেন-নিশ্চয়ই আল্লাহ অমুককে ভালবাসেন, তুমিও ভালবাস। তখন জিব্রাইল (আঃ) তাহাকে ভালবাসেন এবং আসমানবাসী সকলের মধ্যে ঘোষনা করিয়া দেন- নিশ্চয়ই আল্লাহ অমুককে ভালবাসেন। সুতরাং তোমরাও তাহাকে ভালবাস। তখন আসমানবাসী সকলেই তাহাকে ভালবাসিতে থাকে। অতঃপর জমিনেও সকলকে তাহার প্রতি অনুরাগী করিয়া দেওয়া হয়।

হাদীস- ১২৩০। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- জ্যোতীষগণ কিভাবে জ্বিনদের মাধ্যমে তথ্য পায়

আমি রসূলুল্লাহ (দঃ) কে বলিতে শুনিয়াছি- আসমানে পৌছা নির্দেশ নিয়া ফেরেশতাগণ মেঘমালার আড়ালে আলোচনাকালে দুষ্ট জ্বিনগণ গোপনে আড়ি পাতিয়া কিছু আলোচনা শুনিয়া ফেলে এবং জ্যোতিষগণের নিকট তাহা পৌছাইয়া দেয়। তাহারা ঐ দুই একটির সাথে অনেক মনগড়া মিথ্যা মিশ্রিত করিয়া লোকদের নিকট প্রকাশ করে।

হাদীস- ১২৩১। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **জ্বিনগণের পাচারকৃত তথ্যই জ্যোতিষগণ মিথ্যার সাথে বলে।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- আল্লাহতা'লা যখন ফেরেশতাদের নিকট কোন নির্দেশ প্রেরণ করেন তখন ফেরেশতাগণ ডানা আন্দোলন করিলে কড়কড় শব্দ হয় এবং তাহারা অচৈতন্য হইয়া পড়েন। চেতনা ফিরিলে একে অন্যকে জিজ্ঞাসা করিয়া নির্দেশটি জানিয়া নেন। ঐ সময় লুক্কায়িত দুষ্ট জ্বিন গুলি নীচে হইতে একের পর অন্য ভর করিয়া আসমানের নিকট পর্যন্ত পৌঁছিয়া তাড়াহুড়া ও সন্ত্রস্ততার মধ্যে দুই একটি বাক্য শুনিয়া ফেলে এবং একে একে নিম্নস্থের নিকট পাচার করিতে থাকে। ফেরেশতাগণ টের পাওয়া মাত্র নক্ষত্রের আলো অগ্নীশিখার ন্যায় ছুঁড়িয়া মারে যাহাতে বার্তা প্রাপ্ত জ্বিন ভষ্মীভূত হইয়া যায়। আবার কখনও সে নিম্নস্থকে পাচার করার পর ভষ্মীভূত হয়। এইভাবে কোন কোন বার্তা ভূপৃষ্ঠ পর্যন্ত আসিয়া জ্যোতিষীদের নিকট পর্যন্ত পৌঁছে যাহার সাথে একশতটি মিথ্যা জড়িত করিয়া তাহারা বলে। সত্যমিথ্যার সাথে জড়িত সত্যটি ফলিতে দেখিয়া লোকেরা তাহাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া লয় এবং বলে অমুকদিন অমুক কথাটি সত্যে পরিনত হইয়াছে।

(১৪ পারা সূরা আল-হেজার ১৬-১৮ আয়াত, ২৩ পারা সূরা সাফ্ফাত ৭-১০ আয়াত, ২৯ পারা সূরা মুলক ৫ আয়াত, সূরা জ্বিন ৬-৯ আয়াত)

লটারী

হাদীস- ১২৩২। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **পূর্বাপর নির্ধারনে লটারী।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) কতিপয় লোককে কসমের কথা বলিলে তাহাদের প্রত্যেকেই অপরের পূর্বে কসম সমাপ্ত করিতে চাহিলে তিনি তাহাদের মধ্যে কে কাহার পূর্বে কসম খাইবে তাহা নির্ধারনের জন্য লটারী করার আদেশ দিলেন।

হাদীস-১২৩৩। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **লটারীর মাধ্যমে নির্ধারণ করা।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) সফরে যাওয়ার সময় বিবিগণকে সঙ্গে নেওয়ার ব্যাপারে লটারী করিতেন। লটারীতে যাহার নাম উঠিত তাহাকে সঙ্গে নিয়া তিনি সফরে যাইতেন। সওদা (রাঃ) ছাড়া অন্যান্য বিবিগণের জন্য দিনরাত ভাগ করিয়া দিয়া পালাক্রমে প্রত্যেকের নিকট থাকিতেন। সওদা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (দঃ) এর সন্তুষ্টি লাভার্থে তাঁহার অংশের দিন ও রাত আয়েশা (রাঃ) কে দিয়া দিয়াছিলেন।

১১। অপরাধ

জেনা

হাদীস- ১২৩৪। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) ও যায়েদ ইবনে খালেদ আল জুহানী (রাঃ)-**জেনার শাস্তি।**

একবার এক বেদুইন রসুলুল্লাহ (দঃ) কে কেতাবুল্লাহ অনুযায়ী মিমাংশা করিয়া দিতে বলিল। তাহার প্রতিপক্ষও কেতাবুল্লাহ অনুযায়ী মিমাংশা চাহিল। বেদুইন লোকটি বলিল যে তাহার ছেলে ঐ লোকটির বাড়ীতে মজদুর থাকাকালে তাহার স্ত্রীর সাথে জেনা করায় লোকেরা ছেলেটিকে পাথরের আঘাতে মারার বিধান দেয়। সে আরও বলিল যে সে ছেলেটিকে একশত বকরী ও একটি দাসীর বিনিময়ে মুক্ত করিয়া আনিয়াছে। আলেমদের মতামত নিলে তাঁহারা বলেন- তোমার ছেলেকে একশত কোড়া মারিতে হইবে এবং এক বছর দেশান্তর করিতে হইবে। নবী করীম (দঃ) বলিলেন- আমি কেতাবুল্লাহ অনুয়ায়ী মিমাংশা করিতেছি- দাসী ও বকরি তোমাকে ফেরৎ দেওয়া হইবে এবং তোমার ছেলেকে একশত কোড়া মারিতে হইবে ও এক বৎসরের জন্য দেশান্তর করিতে হইবে। তিনি একজনকে বলিলেন- উনাইস, তুমি সকালে এই লোকটির স্ত্রীর নিকট যাইবে এবং তাহাকে পাথর মারিয়া হত্যা করিবে। উনাইস সকালে গিয়া তাহাকে পাথর মারিয়া হত্যা করিল।

হাদীস- ১২৩৫। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **অঙ্গ প্রত্যঙ্গের জেনা।**

আমি আবু হোরায়রা (রাঃ) এর কথার চাইতে উত্তম কথা আর শুনি নাই। তিনি নবী করীম (দঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন- আল্লাহতা'লা বনী আদমের জন্য জেনার এক অংশ লিখিয়া দিয়াছেন যাহা তাহা হইতে অবশ্যই ঘটিবে। চোখের জেনা হইল দেখা এবং মুখের জেনা হইল কথা বলা। প্রবৃত্তি কামনা করে আর যৌনাঙ্গ তাহাকে সত্য অথবা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে।

হাদীস- ১২৩৬। সূত্র- হযরত শা'য়াবী (রাঃ)- **জেনাকারীকে প্রস্তর নিক্ষেপে মৃত্যু দন্ড দেওয়া।**

আলী (রাঃ) জুময়ার দিন জনৈকা মহিলাকে[১] পাথর নিক্ষেপকালে বলিয়াছিলেন- আমি তাহাকে রসূলুল্লাহ (দঃ) এর সুন্নত অনুযায়ী পাথর নিক্ষেপ করিয়াছি। [১। ব্যভিচারী]

হাদীস- ১২৩৭। সূত্র- হযরত জাবের (রাঃ)- **জেনাকারীর শাস্তি প্রস্তরাঘাতে হত্যা।**

আসলাম গোত্রীয় জনৈক বিবাহিত ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (দঃ) এর নিকট আসিয়া বলিল যে সে জেনা করিয়াছে এবং সে নিজ দেহের উপর চার বার সাক্ষ্যও দিল। তাহার কথা শুনিয়া রসূলুল্লাহ (দঃ) শাস্তির নির্দ্দেশ দিলে তাহাকে পাথর মারিয়া হত্যা করা হইল।

হাদীস- ১২৩৮। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **জেনাকারীর শাস্তি প্রস্তরাঘাতে হত্যা।**

একব্যক্তি রসুলুল্লাহ (দঃ)কে মসজিদের ভিতর আহবান করিয়া বলিল- ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি জেনা করিয়াছি। তিনি তাহা হইতে মুখ ফিরাইয়া নিলেন। সে চারিবার স্বীয় দেহের উপর সাক্ষ্য দিয়া চারিবার তাহার কথার পুনরাবৃত্তি করিলে নবী করীম (দঃ) তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন- তুমি কি পাগল? সে বলিল- না। তিনি বলিলেন- তুমি কি বিবাহিত? সে বলিল- হ্যাঁ। তখন নবী করীম (দঃ) লোকদেরকে বলিলেন- তোমরা এই ব্যক্তিকে নিয়া যাও এবং তাহাকে পাথর নিক্ষেপ কর। তাহাকে জানাজার নামাজ পড়ার নির্দিষ্ট স্থানের নিকট পাথর নিক্ষেপকালে জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) ও ছিলেন। প্রস্তরাঘাতে শরীরে অসহ্য যন্ত্রনা হইলে সে দৌড়াইয়া পলায়ন করিয়াছিল কিন্তু হাররা নামক স্থানে ধরিয়া সেইখানেই তাহাকে পাথর নিক্ষেপ[১] করা হইল। [১। পাথর নিক্ষেপে মারা, রজম।]

হাদীস- ১২৩৯। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **জেনার শাস্তি রজম[১]।**

মায়েজ ইবনে মালেক (রাঃ) নবী করীম (দঃ) এর নিকট আসিলে তিনি তাঁহাকে বলিলেন- সম্ভবতঃ তুমি চুম্বন করিয়াছিলে অথবা চোখের দ্বারা ইশারা করিয়াছিলে অথবা তাহাকে কুদৃষ্টিতে দেখিয়াছিলে। সে বলিল- না, ইয়া রসুলুল্লাহ! তখন তিনি বলিলেন- তবে কি তুমি তাহার সাথে সহবাস করিয়াছ? কথাটি তিনি স্পষ্টই জিজ্ঞাসা করিলেন- কোনরূপ অস্পষ্টতা রাখেন নাই। সে বলিল- জি-হাঁ। অতঃপর তিনি তাহাকে পাথর নিক্ষেপ করার নির্দ্দেশ দিলেন। [১। পাথর নিক্ষেপে হত্যা।]

হাদীস- ১২৪০। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **তৌরিত কেতাবে রজমের বিধান।**

ইহুদীগন রসুলুল্লাহ (দঃ) এর নিকট আসিয়া জানাইল যে তাহাদের এক পুরুষ ও এক নারী জেনা করিয়াছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন- রজমের ব্যাপারে তৌরিতের মধ্যে তোমরা কি পাইয়াছ? তাহারা বলিল- আমরা তাহাদিগকে অপমান করি এবং তাহাদিগকে চাবুক মারা হয়। আবদুল্লাহ ইবনে সালাম[১] (রাঃ) বলিলেন- তোমরা মিথ্যা বলিতেছ। তোমরা তৌরিত নিয়া আস। উহাতে অবশ্যই রজমের কথা আছে। তৌরিত আনার পর তাহাদের একজন রজমের আয়াতের উপর হাত চাপা দিয়া সামনে ও পেছন হইতে পড়িল। আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) বলিলেন- তোমার হাত উঠাও। সে হাত উঠাইলে দেখা গেল উহাতে রজমের আয়াত রহিয়াছে। তখন তাহারা বলিল- সে[২] ঠিকই বলিয়াছে। উহার মধ্যে রজমের আয়াত ঠিকই আছে। অতঃপর রসুলুল্লাহ (দঃ) এর নির্দ্দেশে তাহাদিগকে রজম করা হইল। আমি দেখিয়াছি পুরুষটি মহিলাটিকে আড়াল করিয়া তাহাকে পাথর হইতে রক্ষা করিয়া যাইতেছে।

[১। পূর্বে ইহুদী ছিলেন, ২। ইবনে সালাম (রাঃ)।]

হাদীস- ১২৪১। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **কেবল বৈধ সম্পর্ক দ্বারাই ঔরস্য সাব্যস্ত হয়।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- বৈধ সম্পর্কের ক্ষেত্রেই কেবল বংশ ও ঔরস্য সাব্যস্ত হইতে পারে। ব্যভিচারীর ভাগ্যে তো প্রস্তরাঘাত।

হাদীস- ১২৪২ সূত্র- হযরত সোলায়মান সায়বানী (রাঃ)- **কখন হইতে রজম জারী হইয়াছে।**

আমি আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রাঃ)কে রজম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন- নবী করীম (দঃ) রজম করিয়াছেন। সূরায়ে 'নূর' নাজেল হওয়ার পূর্বে না পরে আমার জিজ্ঞাসার উত্তরে তিনি বলিলেন- আমি তাহা অবগত নই।

হাদীস- ১২৪৩। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) - **রজমের বিধান নিঃসন্দেহে সত্য।**

ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন- আমি আশঙ্কা করিতেছি যে, দীর্ঘ যুগ পার হওয়ার পর কোন ব্যক্তি এই উক্তি করিয়া বলিবে যে- আল্লাহর কেতাবের মধ্যে রজম করার বিধান তো পাই নাই! ফলে, আল্লাহর একটি ফরয বর্জন করার কারণে তাহারা সবাই পথভ্রষ্ট ও গোমরাহ হইবে অথচ আল্লাহতায়ালা তাহা নাজেল[১] করিয়াছেন। সাবধান! নিশ্চিত জানিয়া রাখিও, রজমের বিধান নিঃসন্দেহে সত্য ও অবধারিত সেই ব্যক্তির উপর যে বৈবাহিক জীবন যাপন করার পর জেনা করিল এবং ইহার প্রমানও পাওয়া গেল। অথবা নারীর অবৈধ গর্ভ পাওয়া গেল কিম্বা স্বীকারোক্তি করিল। (সুফিয়ান (রাঃ) বলেন- অনুরূপভাবে আমি স্মরন রাখিয়াছি।) সাবধান! রসুলুল্লাহ (দঃ) রজম করিয়াছেন তাই আমরাও তাঁহার পরে রজম করিয়াছি। [১। রজমের আয়াত পাঠ মনছুখ হইয়া গিয়াছে কিন্তু হুকুম ও বিধান চালু রহিয়াছে।]

হাদীস- ১২৪৪। সূত্র- হযরত জায়েদ ইবনে খালেদ (রাঃ)- **অবিবাহিত জেনাকারীদের শাস্তি বেত্রদণ্ড ও দেশান্তর**

আমি নবী করীম (দঃ) হইতে শুনিয়াছি- অবিবাহিত যুবক যুবতী জেনা করিলে তিনি একশত চাবুক মারা ও এক বৎসরের জন্য দেশান্তর করার নির্দেশ দিতেন।

ওরওয়া ইবনে জোবায়ের (রাঃ) বলিয়াছেন- ওমর (রাঃ) দেশান্তর করিয়াছেন এবং অতঃপর এই সুন্নত সর্বদা এইভাবেই চলিয়া আসিয়াছে।

হাদীস- ১২৪৫। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **অবিবাহিত জেনাকারীর জন্য বেত্রদণ্ড ও দেশান্তর।**

নবী করীম (দঃ) অবিবাহিত যুবক যুবতীর জেনা করার কারনে শাস্তি স্বরূপ এক বছরের জন্য দেশান্তরের নির্দেশ দিয়াছেন।

হাদীস- ১২৪৬। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) ও ওয়াজেদ ইবনে খালেদ (রাঃ)- **দাসীর জেনার শাস্তি দোররা এবং বিক্রয়।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) কে এক অবিবাহিতা দাসীর জেনা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন- জেনা করিলে তাহাকে দোররা[১] মার, পুনরায় জেনা করিলেও দোররা মার। আবার জেনা করিলেও দোররা মার এবং ইহার পর[২] একগাছি চুলের মূল্যে[৩] হইলেও তাহাকে বিক্রয় করিয়া দাও। ইবনে শিহাব নিশ্চিত নন যে বিক্রয় করার নির্দেশ তৃতীয়বারের পর কিম্বা চতুর্থবারের পর দিয়াছিলেন। [১। অর্ধেক অর্থাৎ ৫০ দোররা। ২। চতুর্থবারের পর। ৩। সামান্য মূল্য হইলেও]

হাদীস- ১২৪৭। সূত্র- হযরত মুগীরা (রাঃ)- **স্ত্রীর সাথে জেনাকারীকে জেনারত অবস্থায় হত্যা করা জায়েজ।**

সায়াদ ইবনে ওবাদা (রাঃ) বলিয়াছেন- আমি আমার স্ত্রীর সাথে অন্য পুরুষকে দেখিলে তাহাকে তরবারীর ধারাল অংশ দ্বারা আঘাত করিব। ইহা শুনিয়া রসূল (দঃ) বলেন- তোমরা কি সায়াদের আত্মমর্য্যাদাবোধ দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইয়াছ? আমি তাহার চাইতেও অধিক আত্মচেতনাবোধের অধিকারী এবং আল্লাহ আমার চাইতে অধিক আত্মমর্য্যাদা বোধের অধিকারী।

হাদীস- ১২৪৮। সূত্র- হযরত আবু বোরদাহ (রাঃ)- **সাধারন শাস্তি দশ দোররা।**

নবী করীম (দঃ) বলিতেন- আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তি ব্যতীত অন্য কোন অপরাধে দশ দোররার বেশী প্রয়োগ করা জায়েজ নাই।

হাদীস- ১২৪৯। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **রজম সম্বন্ধে ওমর (রাঃ) এর দৃঢ়তা ও আবু বকর (রাঃ) এর খেলাফত লাভ।**

আমার ছাত্র আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) এর মিনাস্থ বাড়ীতে আমার অবস্থান ছিল। তিনি ছিলেন ওমর (রাঃ) এর সর্বশেষ হজ্বের সাথী। আবদুর রহমান (রাঃ) ফিরিয়া আসিয়া আমাকে বলিলেন যে জনৈক ব্যক্তি আমিরুল মোমেনীনকে বলিল- অমুক ব্যক্তি সম্পর্কে বলুন। সে বলিতেছে, 'ওমর (রাঃ) এর মৃত্যুর পর আমরা অমুকের[১] হাতে বাইয়াত হইব। আল্লাহর কসম! আবু বকর (রাঃ) এর বাইয়াতও পূর্ব পরামর্শ ও চিন্তা ছাড়াই হঠাৎ করিয়া সংঘটিত হইয়াছিল।' এই কথা শুনিয়া ওমর (রাঃ) ভীষনভাবে রাগিয়া গিয়া বলিলেন- ইনশাআল্লাহ আজ সন্ধায় ভাষনদানে আমি বিভ্রান্ত সৃষ্টিকারী ও ন্যায্য অধিকার আত্মসাতকারীদের হইতে লোকদেরকে সতর্ক করিয়া দিব।

আবদুর রহমান (রাঃ) বলিলেন- হে আমিরুল মোমেনীন! ইহা হজ্বের সময়। এখন বিভিন্ন স্তরের লোক জমা হইয়াছে যাহাদের মধ্যে সাধারন, নির্বোধ, অপরিনামদর্শী ও ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী লোকও রহিয়াছে। তাহাদের মধ্যে ভাষন দেওয়া হইলে তাহারা আপনার কথাকে বিভিন্নভাবে ছড়াইবে এবং যথাস্থানে ব্যবহার করিতে পারিবে না। কাজেই আপনি মদীনায় পৌঁছা

YQADRI.BLOGSPOT.COM

পর্যন্ত বিরত থাকুন। সেইখানে আপনি হিজরত ও সুন্নতের লীলাভূমিতে সুধী সমাবেশে আপনার বক্তব্য দৃঢ়তার সাথে বলিতে পারিবেন এবং জ্ঞানী ব্যক্তিরা আপনার কথাকে হৃদয়ঙ্গম করিয়া যথাস্থানে ব্যবহার করিতে পারিবে। ওমর (রাঃ) সম্মত হইয়া বলিলেন- জানিয়া নাও; আল্লাহর কসম! মদীনায় পৌঁছিয়া সর্বপ্রথম আমি এই কাজই করিব।

জিলহজ্ব মাসের শেষভাগে আমরা মদীনায় আগমন করিলাম। জুমআর দিন সূর্য্য একটু ঝুঁকিতেই আমি তাড়াতাড়ি মসজিদে গিয়া সাঈদ ইবনে জায়েদ (রাঃ) এর পাশে বসিয়া গেলাম। অনতিবিলম্বে ওমর (রাঃ)কে আসিতে দেখিয়াই আমি সাঈদ (রাঃ)কে বলিলাম- আজ ইনি এমন কথা বলিবেন, যাহা খলিফা নিযুক্ত হওয়ার পর হইতে এই পর্যন্ত বলেন নাই। সাঈদ (রাঃ) আমার কথাটিকে উড়াইয়া দিয়া বলিলেন যে, তিনি তাহা মনে করেন না।

ওমর (রাঃ) আসিয়াই মিম্বরে বসিলেন। মোয়াজ্জিন নীরব হইলে তিনি দাঁড়াইয়া যথাযোগ্য মর্য্যাদার সাথে আল্লাহর প্রশংসা করতঃ বলিলেন- আজ আমি তোমাদিগকে এমন কিছু কথা বলিতে চাই যাহা বলার সাধ্য আমাকে দেওয়া হইয়াছে। ইহার পরিনাম সম্বন্ধে আমি জানি না। হইতে পারে মৃত্যু আমার সম্মুখে। যে ব্যক্তি ইহা অনুধাবন করতঃ হৃদয়ঙ্গম করিবে সে যেন অবশ্যই ইহা সেই পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেয় যেই পর্যন্ত তাহার সওয়ারী পৌঁছিবে। যে ব্যক্তির ইহা অনুধাবন করিতে না পারার আশঙ্কা রহিয়াছে, তাহার পক্ষে আমার উপর মিথ্যারোপ করা হালাল হইবে না।

নিশ্চয়ই আল্লাহতালা সত্য দ্বীন দিয়াই মোহাম্মদ (দঃ)কে পাঠাইয়াছেন এবং তাঁহার উপর কেতাব নাজেল করিয়াছেন। আল্লাহতালা যাহা নাজেল করিয়াছেন তাহার মধ্যে রজমের আয়াতও রহিয়াছে। আমরা তাহা পড়িয়াছি, বুঝিয়াছি ও হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি। রসুলুল্লাহ (দঃ) রজম করিয়াছেন এবং তাঁহার ওফাতের পর আমরা রজম করিয়াছি। আমার ভয় হইতেছে যে দীর্ঘযুগ পরে কেহ এই কথা বলিতে চাহিবে যে, আমরা আল্লাহর কেতাবে রজমের আয়াত পাই নাই। ফলে আল্লাহর নাজেল করা এই ফরজকে বর্জন করায় তাহারা গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট হইয়া যাইবে। আল্লাহর কেতাবে ইহা স্পষ্ট যে, সেই ব্যক্তি নারী পুরুষ যে-ই হউক- বিবাহের পর জেনা করিবে, যাহার প্রমান পাওয়া যাইবে, অথবা অবৈধ গর্ভ প্রমান হইবে, অথবা নিজেই স্বীকার করিবে; সেই ব্যক্তিকে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করিতে হইবে। আল্লাহর কেতাবে আমরা পড়িয়াছি যে, তোমরা তোমাদের বাপদাদার বংশ পরিচয় হইতে বিমুখ হইও না; কেননা, বাপ-দাদার বংশ পরিচয় হইতে বিমুখ হওয়া কুফরী কাজ। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- সাবধান! তোমরা ঈশা (আঃ) এর প্রশংসায় সীমা লংঘনের ন্যায় আমার প্রশংসায় সীমা লঙ্ঘন করিও না বরং তোমরা বল- আল্লাহর বান্দা ও তাহার রসুল।

আমার নিকট এই কথা পৌছিয়াছে, তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিতে চায়, "আল্লাহর কসম! যদি ওমর (রাঃ) মৃত্যু বরন করে তাহা হইলে আমরা অমুকের হাতে বাইয়াত হইব।" তোমাদেরকে কেহ যেন কখনও এই প্রতারনায় ফেলিতে না পারে যে সে বলিবে আবু বকর (রাঃ) এর হাতে বাইয়াত পরামর্শ ব্যতিরেকে হঠাৎ করিয়া হইয়াছে এবং তাৎক্ষনিকই শেষ হইয়া গিয়াছে। সাবধান! তাহা অবশ্য সেই ভাবেই হইয়াছে তবে যাহাদের সাথে পরামর্শ করা প্রয়োজন ছিল তাহারা সবাই সেইখানে উপস্থিত ছিল। কিন্তু আল্লাহতালা ইহার[১] ক্ষতি হইতে রক্ষা করিয়াছেন। তোমাদের মধ্যে আবু বকর (রাঃ) এর সমকক্ষ আর কেহ নাই যাহার নিকট পৌছাইতে তোমাদের সওয়ারীর ঘাড় ভাঙ্গিয়া পড়ে[২]। মুসলমানদের মধ্যে যে কেহ পরামর্শ ব্যতীত কোন ব্যক্তির হাতে বাইয়াত হয়, তাহার অনুসরন করা যাইবে না এবং তাহারও না, যে তাহা অনুসরন করে। আত্ম চেতনাবোধ ইহাই কামনা করে যে, ইহাদের উভয়কে হত্যা করাই বাঞ্ছনীয়। আল্লাহতালা তাঁহার নবী (দঃ)কে ওফাত করা কালে তিনিই[৩] ছিলেন প্রকৃত পক্ষে আমাদের মধ্যে সবার চাইতে উত্তম ব্যক্তি। আনসারগন আমাদের বিরোধিতা করিয়াছে এবং তাহারা সবাই বনী সায়েদার চত্বরে একত্রিত হইয়াছে। এমনকি আলী (রাঃ), জোবায়ের (রাঃ) এবং তাহাদের সঙ্গীরাও আমাদের বিরোধিতা করিয়াছে। মোহাজেরগন আবু বকর (রাঃ) এর নিকট একত্রিত হইলে আমি বলিলাম- হে আবু বকর (রাঃ)! চলুন আমরা আমাদের আনসার ভাইদের নিকট যাই। রওয়ানা হওয়ার পর পথিমধ্যে তাহাদের দুইজন পুন্যবান ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত হইলে তাহাদের নিকট হইতে জানিতে পারিলাম তাহারা কিসের উপর একমত হইয়াছে। আমরা আনসারদের নিকট যাইতেছি শুনিয়া তাহারা আমাদেরকে তথায় যাইতে নিষেধ করা সত্বেও আমরা বনি সায়ে'দার চত্বরে তাহাদের নিকটে গেলাম। সেখানে জ্বরের কারনে চাদর আবৃতাবস্থায় সায়াদ ইবনে ওবাদা (রাঃ) ছিল। আমরা বসার পর তাহাদের খতিব উঠিয়া যথাযথভাবে আল্লাহর প্রশংসা করতঃ বলিলেন- আমরা আল্লাহর সাহায্যকারী ও ইসলামের সৈনিক আর মোহাজেরগন স্বজাতি ও স্বদেশ হইতে বিতাড়িত একটি নগন্য দল অথচ তাহারা আমাদেরকে মূল হইতে পর্যুদস্ত করিয়া খেলাফত হইতে বঞ্চিত করিতে চাহিতেছে। তাহার বক্তৃতা বন্ধ হইলে আমি তাহার বক্তব্য খন্ডনার্থে কিছু বলার জন্য স্বতঃস্ফূর্ত হইলাম কিন্তু আবু বকর (রাঃ) আমাকে স্থির থাকিতে বলিলে আমি তাঁহাকে নারাজ করা পসন্দ করিলাম না। তিনি আমার চাইতে অধিক জ্ঞানী ও মর্য্যাদাসম্পন্ন। তিনি বলা শুরু করিয়া- আল্লাহর কসম! এমন কোন কথা বাদ দেন নাই যাহা আমার মনে সাজানো ছিল। তিনি অনুরূপ বরং আরও উত্তমরূপে তাহা পেশ করিলেন। অতঃপর নীরব হইলেন এবং তারপর বলিলেন- তোমরা তোমাদের যেইসব উত্তম কাজের কথা বলিয়াছ বস্তুতঃ তোমরা তাহার হকদার। কিন্তু ইহা

খেলাফতের ব্যাপার- যাহা কোরায়েশ ভিন্ন অন্যের জন্য স্বীকৃতি দেওয়া যায় না। কারন, তাহারা হইতেছে খান্দান ও আবাসভূমির দিক হইতে সর্বোত্তম আরব। আমি তোমাদের জন্য এই দুইব্যক্তি হইতে একজনকে পসন্দ করি। ইহাদের মধ্য হইতে তোমরা যাহাকে চাও, বাইয়াত করিয়া নাও। ইহা বলিয়া তিনি আমার ও আবু উবায়দা ইবনে জার্রাহ (রাঃ) এর হাত ধরিয়া ফেলিলেন। তাঁহার এই কথাটি ছাড়া আর কোন কথা আমার অপসন্দ হয় নাই। আল্লাহর কসম! আবু বকর (রাঃ) যে জাতির মধ্যে রহিয়াছেন সে জাতির শাসক নিযুক্ত হওয়া আমার জন্য এতই গোনাহের কাজ মনে হইল যে সংহারের জন্য ঘাড় বাড়াইয়া দেওয়াও তত গোনাহের কাজ মনে হইল না। হে আল্লাহ! আমার আত্মা মৃত্যুর সময় এমন কিছু আকাঙ্খা করিতে পারে যাহা আমি এই সময়ে পাইতেছি না। আনসারদের একব্যক্তি[৪] বলিয়া উঠিল- আমি এই জাতির মেরুদণ্ড ও খান্দানী সম্ভ্রান্ত। হে কোরায়েশগন! আমার প্রস্তাবই অটল অনড়। অতএব, আমীর একজন হইবেন আমাদের হইতে আর একজন হইবেন তোমাদের হইতে।

এই নিয়া কথা কাটাকাটি ও হৈ চৈ শুরু হইলে আমি মত বিরোধ দেখিয়া ভীত হইলাম। আমি বলিলাম- হে আবু বকর (রাঃ)! আপনার হাত বাড়াইয়া দিন। তিনি হাত বাড়াইয়া দিলে আমি তাঁহার হাতে বাইয়াত হইলাম এবং মোহাজেরগন তাঁহার হাতে বাইয়াত হইল। পরে আনসারগন বাইয়াত হইল এবং আমরা সায়াদ ইবনে ওবাদা হইতে কাটিয়া পড়িলাম। এই সময় তাহাদের মধ্য হইতে একব্যক্তি বলিয়া উঠিল- তোমরা তো সায়াদ ইবনে ওবাদাকে হত্যা করিয়া দিলে। আমি বলিলাম- আল্লাহই সা'য়াদ ইবনে ওবাদাকে হত্যা করিয়াছে।

আল্লাহর কসম! আবু বকর (রাঃ) এর বাইয়াত সমস্যার চাইতে গুরুত্বপূর্ণ আর কোন কিছুকে[৫] আমি মনে করি নাই। আমরা আশঙ্কা করিয়াছিলাম যে এই সময়েই বাইয়াত অনুষ্ঠান না করিয়া যদি মুসলমানদেরকে দ্বিধা বিভক্ত করা হয় তবে তাহারা এমন কাহারও হাতে বাইয়াত হইয়া যাইবে যাহাকে হয় আমাদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও গ্রহণ করিতে হইত নতুবা বিরুদ্ধাচরন করিতে হইত; যাহার ফলে এক বিরাট ফ্যাসাদ সৃষ্টি হইত। অতএব, যে ব্যক্তি মুসলমানদের সাথে পরামর্শ ব্যতীত অন্য ব্যক্তির হাতে বাইয়াত হয় সেই বাইয়াতকারীর অনুসরন করা যাইবে না। এবং যে তাহার অনুসরন করে তাহারও নয়। বরং তাহাদের উভয়কে হত্যা করা উচিত।

[১। ত্বরিৎ আবু বকর (রাঃ) এর বাইয়াত পর্ব সমাপ্ত না হইলে মারাত্মক বিপর্যয় নামিয়া আসিত। সাধারনতঃ ত্বরিত কাজের পরিনাম মন্দ হয়। এইক্ষেত্রে আল্লাহর ইচ্ছায় শুভ হইয়াছে। ২। তিনি নিকটের ও দূরের সকলের নিকটই ছিলেন গ্রহনীয় ও মর্যাদাবান। ৩। আবু বকর (রাঃ) ৪। হোবাব ইবনে মোনজের। ৫। এমনকি রসুল (দঃ) এর দাফন কাফনও]

আত্মহত্যা

হাদীস- ১২৫০। সূত্র- হযরত সাবেত ইবনে দাহ্হাক (রাঃ)- **শপথ গ্রহণীর এবং আত্মহত্যার শাস্তি।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া ইচ্ছাকৃত ভাবে অন্য কোন ধর্মের অনুসারী বলিয়া মিথ্যা শপথ করে তাহাকে উক্ত ধর্মের লোক বলিয়াই গন্য করা হইবে আর যে ব্যক্তি কোন লোহার অস্ত্রদ্বারা আত্মহত্যা করে তাহাকে সেই অস্ত্র দ্বারাই দোজখের মধ্যে শাস্তি দেওয়া হইবে।

হাদীস- ১২৫১। সূত্র- হযরত জুন্দুব (রাঃ)- **আত্মহত্যাকারীর বেহেশত হারাম।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- একব্যক্তি আহত অবস্থায় আত্মহত্যা করিলে আল্লাহ বলিলেন- আমার বান্দা বড় তাড়াহুড়া করিল। সে নিজেই নিজেকে হত্যা করিল। আমি তাহার জন্য বেহেশত হারাম করিলাম।

হাদীস-১২৫২ সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **আত্মহত্যার শাস্তি।**

নবী করীম (দঃ) বলেন- যে ব্যক্তি গলায় ফাঁস লাগাইয়া আত্মহত্যা করে দোজখে সে নিজেই নিজেকে অনুরূপ শাস্তি দিবে। আর যে ব্যক্তি বর্শা বিধাইয়া আত্মহত্যা করে দোজখে সে নিজেই নিজেকে বর্শা বিধাইয়া শাস্তি দিবে।

হাদীস- ১২৫৩। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **বিষপানে আত্মহত্যা।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- যে ব্যক্তি পাহাড় হইতে লাফাইয়া পড়িয়া আত্মহত্যা করে, সে জাহান্নামের আগুনে জ্বলিবে এবং জাহান্নামেও সে চিরকাল অনুরূপ ভাবে লাফাইয়া পড়িতে থাকিবে। আর যে ব্যক্তি বিষপানে আত্মহত্যা করে, সে বিষের পাত্র হাতে জাহান্নামের মধ্যে চিরদিন উহা হইতে পান করিতে থাকিবে। যে ব্যক্তি লোহার অস্ত্রদ্বারা আত্মহত্যা করে, সেই লোহা তাহার হাতে থাকিবে এবং জাহান্নামের মধ্যে সেই লোহাদ্বারা সে স্বীয় পেটে চিরকাল আঘাত করিতে থাকিবে।

হত্যা

হাদীস- ১২৫৪। সূত্র-হযরত জরীর (রাঃ) - **হত্যাকান্ডে লিপ্ত হওয়া।**

হযরত (দঃ) বিদায় হজ্বের সময় আমাকে আদেশ করিলেন-সকলকে চুপ থাকিতে বল। তারপর ফরমাইলেন -হে মুসলমানগণ! আমার পরে তোমরা কাফেরদের কার্য্যকলাপে লিপ্ত হইও না যে তোমরা একে অপরকে হত্যা করিতে আরম্ভ কর।

হাদীস-১২৫৫। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)- **অভাবের ভয়ে সন্তান হত্যা।**

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম- ইঁয়া রাসূলাল্লাহ! সবচাইতে বড় গোনাহ কোনটি? তিনি বলিলেন- কাহাকেও আল্লাহর সাথে শরীক করা, অথচ

তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহার পর কোনটি জিজ্ঞাসার উত্তরে রসূল (দঃ) বলিলেন- খাওয়ায় ভাগ বসাইবে এই ভয়ে সন্তানকে হত্যা করা। তারপর কোনটি জিজ্ঞাসা করা হইলে নবী করীম (দঃ) বলিলেন- স্বীয় প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে জেনা করা। অতঃপর আল্লাহতালা রসূল (দঃ) এর কথার সত্যতা প্রতিপন্ন করিয়া নাজেল করিলেন- "এবং তাহারা আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহকে ডাকে না।" (পারা ১৯ সুরা ২৫ আয়াত ৬৮)

হাদীস-১২৫৬। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **পাঁচ প্রকারের প্রাণী বধ করা জায়েজ।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- পাঁচ প্রকারের জীব আছে যাহার প্রত্যেকটিই দুষ্ট প্রকৃতির। উহাদিগকে হেরেম শরীফের সীমানার মধ্যেও বধ করা জায়েজ। উহারা হইল- কাক, চিল, বিচ্ছু, ইঁদুর ও কামড়ানোর আশকোময় কুকুর।

হাদীস-১২৫৭।সূত্র- হযরত হাফছা (রাঃ)- **পাঁচ প্রকার জীব বধ করা জায়েজ।**

রসূল (দঃ) বলিয়াছেন- পাঁচ প্রকার জীব আছে যাহা যে কেহ বধ করিতে পারে- কাক, চিল, ইঁদুর, বিচ্ছু ও কামড়ানোর আশকোময় শ্রেণীর কুকুর।

হাদীস-১২৫৮। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)- **সর্প বধ জায়েজ।**

এক সময় আমরা রসূল (দঃ) এর সঙ্গে মিনাতে এক গুহায় অবস্থান কালে তাঁহার উপর সুরা ওয়াল মুরসালাত নাজেল হইতেছিল। আমরা তাঁহার মুখ হইতে সূরাটি শিখিতেছিলাম। এমন সময় একটি সর্প বাহির হইলে নবী করীম (দঃ) বলিলেন- ইহাকে বধ কর। আমরা দ্রুত ছুটিয়া গেলে সাপটি পালাইয়া গেল। তিনি বলিলেন- তোমাদের অনিষ্ট হইতে সে রক্ষা পাইল[১] যেমন তোমরা তাহার অনিষ্ট হইতে রেহাই পাইলে। [১। অনিষ্ট হইতে রক্ষা পাইলে পাঁচটি ভিন্ন প্রানী বধ যোগ্য নয়।]

হাদীস- ১২৫৯। সূত্র- হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)- **বিড়াল আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া মৃত্যু ঘটানোর শাস্তি।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- এক স্ত্রীলোককে একটি বিড়ালের কারণে শাস্তি দেওয়া হইয়াছিল। সে বিড়ালটিকে আটকাইয়া রাখিয়াছিল। বিড়ালটি ক্ষুধায় মারা যায়। স্ত্রীলোকটিকে দোজখে প্রবেশ করানোকালে বলা হইয়াছিল- বাঁধা থাকাকালীন তুমি তাহাকে না খাইতে দিয়া ছিলে, না পান করিতে দিয়াছিলে এবং না তুমি তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছিলে যাহাতে সে জমীন হইতে খাদ্য খাইয়া বাঁচিতে পারিত।

হাদীস- ১২৬০। সূত্র- হযরত ইকরামা (রাঃ)- **অগ্নিদগ্ধ করিয়া হত্যা নিষেধ।**

আলী (রাঃ) একজন লোককে আগুনে পোড়াইয়া হত্যা করিয়াছে শুনিয়া আব্বাস (রাঃ) বলিলেন- নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- আল্লাহর দেওয়া শাস্তির অনুরূপ শাস্তি কাহাকেও দিও না। আমি শুধু তাহাদিগকেই হত্যা

করিতাম যাহাদের সম্বন্ধে নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- যে দ্বীনকে গ্রহণ করার পর তাহা পরিত্যাগ করে তাহাকে হত্যা কর।

হাদীস-১২৬১। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **পিপিলিকাকেও আগুনে পোড়াইয়া মারা নিষেধ।**

আমি রসুলুল্লাহ (দঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি- কোন একজন নবীকে পিপিলিকা দংশন করিলে তাঁহার আদেশে পিপিলিকার গোটা বসতিই জ্বালাইয়া দেওয়া হইল। আল্লাহ তাঁহাকে জানাইলেন যে- একটি মাত্র পিপিলিকার দংশনের দরুন তুমি একদল পিপিলিকাকে পোড়াইয়া মারিলে- যাহারা সর্বক্ষণ আমার তসবীহ পাঠ করিত।

হাদীস- ১২৬২। সূত্র- হযরত জাবের (রাঃ)- **কূট কৌশলের আশ্রয় নিয়া শত্রু হত্যা।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন- কায়াব ইবনে আশরাফ ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রুতায় চরমে পৌঁছিয়া গিয়াছে। তাহাকে হত্যা করিতে পার এমন কেহ আছ কি? মোহাম্মদ ইবনে মাসলামা (রাঃ) বলিলেন- আপনার সম্পর্কে কিছু কৃত্রিম অভিযোগ প্রকাশের অনুমতি প্রদান করিলে আমি তাহাকে হত্যা করিতে পারি। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাকে অনুমতি দিলেন।

মোহাম্মদ ইবনে মাসলামা (রাঃ) কায়াবের নিকট গিয়া বলিলেন- ঐ লোকটা সদকা চাহিয়া আমাদেরকে অতিষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। আমাকে কিছু ধার দিন। সে বলিল তোমরা আরও অতিষ্ট হইবে। তিনি বলিলেন- একবার যেহেতু তাহার দলভুক্ত হইয়াছি হঠাৎ ছাড়িতেও পারিতেছি না। আমাকে কিছু ধার দিন। কায়াব বলিল- ধার দিতে পারি তবে কিছু বন্ধক রাখিতে হইবে। কি বন্ধক রাখা যায় প্রশ্নে কায়াব প্রথমে বলিল- স্ত্রীকে রাখুন। সাহাবী রাজী হইল না। কায়াব বলিল- পুত্রগণকে রাখুন। সাহাবী ইহাতেও রাজী হইল না। অবশেষে অস্ত্র বন্ধক রাখার বিনিময়ে ধার গ্রহণ স্থির হইল।

উক্ত সাহাবা কায়াবের দুধ ভাই ও নবী করীম (দঃ) এর সাহাবা নায়েলা (রাঃ) ও অপর দুই সঙ্গীকে সঙ্গে নিয়া রাত্রি বেলা অস্ত্রসহ কায়াবের বাড়িতে আসিয়া তাহাকে ডাকিলেন। কায়াব স্ত্রীর নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া নীচে নামিলে তিনি বলিলেন- আপনি বড় ভাল সুগন্ধি ব্যবহার করিয়াছেন। আপনার মাথা একটু নীচু করুন, আমি সুঘ্রান লাভ করিতে চাই। কায়াব তাহার স্ত্রী সুগন্ধি পসন্দ করে বলিতে বলিতে মাথা নীচু করিলে তিনি তাহার চুল শক্ত ভাবে ধরিয়া ফেলিয়া লুকাইয়া থাকা সঙ্গীদ্বয়কে ইশারা করিলে তাঁহারা তাহার গর্দান কাটিয়া ফেলিল।

হাদীস-১২৬৩। সূত্র- হযরত বরা ইবনে আজেব (রাঃ)- **কৌশল অবলম্বনে শত্রু হত্যা।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) বিশিষ্ট ধনী আবু রাফেকে হত্যা করার জন্য আবদুল্লাহ ইবনে আতীক (রাঃ) সহ কয়েক জনকে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা আবু রাফের কেল্লার নিকট পৌঁছিলে সূর্যাস্ত হইল। আবদুল্লাহ ইবনে আতীক

(রাঃ) কৌশলে কেল্লার ভেতর প্রবেশ করিয়া পশুশালায় লুকাইয়া রহিলেন। প্রধান ফটক বন্ধ হওয়ার পর একটা গাধা নিরুদ্দেশ দেখিয়া উহার খোঁজে লোকজন বাহির হইলে তিনিও তাহাদের সাথে বাহির হইয়া গাধাটি পাওয়ার পর পুনরায় তাহাদের সাথে ঢুকিয়া লুকাইয়া রহিলেন। ফটক বন্ধ করার পর তিনি চাবি দেওয়ালের ছিদ্রের মধ্যে রাখিতে দেখিলেন। সবাই নিদ্রিত হইয়া পড়িলে তিনি চাবি নিয়া দরজা খুলিয়া রাখিলেন এবং চুপি চুপি আবু রাফের ঘরে প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন- আবু রাফে! সে জবাব দিলে তিনি শব্দ লক্ষ্য করিয়া দ্রুত অগ্রসর হইয়া তাহাকে আঘাত করিলেন। সে চিৎকার করিলে তিনি সেখান হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন এবং কিছুক্ষণ পর তাহার আর্ত চিৎকারে সাড়াদানকারী রূপে কণ্ঠস্বর পরিবর্তন করিয়া পুনরায় ডাকিলেন "আবু রাফে!" সে বলিল- "তোমার মায়ের অকল্যান হোক, তুমি কে?" তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন- "তোমার কি হইয়াছে?" সে বলিল- জানিনা কে যেন আসিয়া তরবারী দ্বারা আমাকে আঘাত করিয়াছে। " ইহার পর তিনি তরবারী খানা তাহার পেটের মধ্যে সজোরে ঢুকাইয়া দিয়া শঙ্কিত ভাবে সিঁড়ি দিয়া নামিবার সময় পড়িয়া গিয়া পা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। কোন রকমে অপেক্ষমান সঙ্গীদের নিকট পৌঁছিয়া আবু রাফের মৃত্যুর নিশ্চিত সংবাদ স্বরূপ ক্রন্দন ধ্বনি শোনার অপেক্ষায় থাকিলেন। কিছুক্ষনের মধ্যেই ক্রন্দন ধ্বনি শোনা গেলে তাঁহারা রওয়ানা হইয়া অতি কষ্টে নবী করীম (দঃ) এর নিকট পৌঁছিলেন।

হাদীস- ১২৬৪। সূত্র- হযরত সাঈদ ইবনে জোবায়ের (রাঃ)- **নরহত্যা সম্বন্ধীয় আয়াত।**

আমি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে এই দুইটি আয়াত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলামঃ- (১) এবং ন্যায় সঙ্গত ব্যতীত এইরূপ জীবন হত্যা করে না- যাহা আল্লাহ হারাম করিয়াছেন এবং তাহারা ব্যভিচার করে না, এবং যে এইরূপ কাজ করে সে পাপের প্রতিফল পাইবে। উত্থান দিবসে তাহার শাস্তি দ্বিগুনিত হইবে এবং তন্মধ্যে সে ঘৃনিতভাবে পড়িয়া থাকিবে। কিন্তু যে অনুতাপ করে ও বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎ কাজ করে, তবে আল্লাহ ইহাদের অকল্যান কল্যানের দ্বারা পরিবর্তন করিয়া দেন এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল করুনাময়। (পারা ১৯ সুরা ২৫ আয়াত ৬৮-৬৯-৭০)

(২) যে কেহ স্বেচ্ছায় কোন বিশ্বাসীকে হত্যা করে, তবে তাহার শাস্তি জাহান্নাম- তন্মধ্যে সে সর্বদা অবস্থান করিবে এবং আল্লাহ তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছেন ও তাহাকে লানত করিয়াছেন এবং তাহার জন্য ভীষন আজাব প্রস্তুত করিয়াছেন। (পারা ৫ সুরা ৪ আয়াত ৯৩)

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) উত্তরে বলিলেন- আয়াত দুইটি ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষিতে নাজেল হইয়াছে। প্রথম আয়াতটি সুরা ফোরকানের অন্তর্গত। যাহারা অমুসলীম থাকাবস্থায় নরহত্যা করিয়াছিল এবং পরে তওবা করিয়া ঈমান আনিয়াছে তাহাদের পূর্বকৃত অপরাধ মাফ হইয়া যাইবে বলা এই

আয়াতের উদ্দেশ্য। এই প্রসঙ্গে সুরা জোমর এর ৫৩ আয়াত দ্রষ্টব্য- যাহাতে বলা হইয়াছে 'বল- হে আমার সেবকগন, যাহারা স্বীয় জীবনের প্রতি অপচয় করিয়াছ, তাহারা আল্লাহর অনুগ্রহ হইতে নিরাশ হইও না; নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিবেন; নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল করুনাময়।''(পারা ২৪ সুরা ৩১ আয়াত ৫৩)

দ্বিতীয় আয়াতটি সুরা নেসার অন্তর্গত। যাহারা মুসলমান হইয়া ইসলামের বিধান জানা সত্ত্বেও নরহত্যা করিয়াছে তাহারা চিরকাল দোজখের শাস্তি ভোগ করিবে- বলা হইয়াছে।

হাদীস- ১২৬৫। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **খুনের অপরাধ হইতে নিস্তার নাই।**

যে পাপ কাজের পরিনতি হইতে কর্তা নিজেকে বাঁচাইতে পারে না তাহা হইল কাহাকেও অবৈধভাবে খুন করা।

হাদীস- ১২৬৬। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)- **কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম অন্যায় খুনের বিচার হইবে।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- সর্বপ্রথম[১] রক্তপাত সম্পর্কিত[২] মোকদ্দমার ফয়সালা হইবে। [১। কেয়ামতের দিন। ২। অবৈধ খুন।]

হাদীস- ১২৬৭। সূত্র- হযরত মেকদাদ[১] (রাঃ)- **ইসলামের স্বীকারোক্তির পর হত্যা নিষেধ।**

আমি বলিয়াছিলাম- ইয়া রসূলুল্লাহ! আমি কি সেই ব্যক্তিকে হত্যা করিতে পারিব যাহার কাফের থাকা অবস্থায় আমি তাহার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার পর সে তরবারীর আঘাতে আমার হাত বিচ্ছিন্ন করে এবং কোন গাছের আড়ালে আশ্রয় নিয়া বলে- আমি আল্লাহর নিকট আত্ম সমর্পন করিলাম? রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন- তাহাকে হত্যা করিও না। তুমি যদি তাহাকে হত্যা কর তাহা হইলে হত্যা করার পূর্বে তুমি যেই অবস্থায় ছিলে সে সেই অবস্থায় হইবে এবং সে ঐ বাক্য বলার পূর্বে যেই অবস্থায় ছিল তুমি সেই অবস্থায় হইবে। নবী করীম (দঃ) আরও বলিয়াছেন - যদি কোন মোমেন কোন অমুসলমানের নিকট তাহার ঈমানকে গোপন রাখে এবং সে যদি ইসলামের ঘোষনা দেয়, তখন যদি তাহাকে হত্যা কর, মনে রাখিও, যখন তুমি মক্কায় ছিলে, তখন তুমিও নিজের ঈমানকে গোপন রাখিয়াছিলে। [১। বদর যুদ্ধে অংশগ্রহনকারী।]

হাদীস- ১২৬৮। সূত্র হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)- **ঈমান থাকিলে হত্যা নিষেধ।**

ইয়েমেন হইতে আলী (রাঃ) কর্তৃক প্রেরীত কিছু সোনা রসুল (দঃ) চারজন সাহাবীর মধ্যে বন্টন করিয়া দিলেন। 'আমরাই এই মাল প্রাপ্তির অধিকতরযোগ্য ছিলাম' মর্মে এক সাহাবীর মন্তব্য রসূল (দঃ) এর কর্নগোচর হইলে তিনি জবাবদানে বলিলেন- আল্লাহতাআ'লা আমাকে নির্ভরযোগ্য গন্য করিয়া থাকেন। আমার নিকট সকাল বিকাল অহী আসে। তোমরা কি আমাকে নির্ভরযোগ্য গন্য কর না? কোটরস্থ চক্ষু, স্ফীতগন্ড,

YQADRI.BLOGSPOT.CO

উচু ললাট, ঘন দাঁড়ি, ন্যাড়া মাথা এবং গোছের মধ্যবর্তী বস্ত্র পরিহিত এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া বলিল- ইয়া রাসূলাল্লাহ- আল্লাহকে ভয় করুন। রসুল (দঃ) বলিলেন- হে পোড়া কপাল ওয়ালা । আমি কি আল্লাহকে সর্বাধিক ভয় করি না?

উক্ত ব্যক্তি চলিয়া গেলে খালেদ ইবনে অলীদ (রাঃ) বলিলেন- ইয়া রাসূলুল্লাহ- আপনি অনুমতি দিন, আমি তাহার মুন্ডচ্ছেদ করিয়া দেই। রসুল (দঃ) বলিলেন- সে বোধ হয় নামাজ পড়ে। খালেদ (রাঃ) বলিলেন- তাহার নামাজ লোক দেখানো। রসুল (দঃ) বলিলেন- তাহার অন্তর ছেদ করিয়া দেখার আদেশ আমাকে করা হয় নাই।

রসুল (দঃ) দূর হইতে লোকটিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন- তাহার সম্প্রদায়ে এমন দলের আবির্ভাব হইবে যাহারা মধুর স্বরে কোরআন তেলাওয়াত করিবে কিন্তু উহা তাহাদের অন্তরে প্রবেশ করিবে না। তাহারা শিকারীকে ছেদ করিয়া সজোরে বাহির হওয়া তীরের মত দ্বীন হইতে বাহির হইবে। আমি ঐ দলের সময়কাল পাইলে আল্লাহতালা সমুদজাতিকে যেইভাবে নিশ্চিহ্ন করিয়াছেন আমিও তাহাদিগকে সেইভাবে হত্যা করিয়া নিশ্চিহ্ন করিতাম।

হাদীস- ১২৬৯।সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)- আনুগত্য ঘোষনা করিলে হত্যা নিষেধ।

দারুল হরব[১] এর কোন অঞ্চলে একব্যক্তি বকরি নিয়া যাইতেছিল। মুসলমান সৈনিকগন তাহাকে পাকড়াও করিতে গেলে সে আসসালামু আলাইকুম বলিল। মুসলমান সৈনিকগন তাহাকে হত্যা করিয়া তাহার বকরি হস্তগত করিল। এই উপলক্ষেই কোরআন শরীফের আয়াত নাজেল হইল- 'হে মোমেনগন! যখন তোমরা আল্লাহর পথে বাহির হও তখন স্থির লক্ষ্য করিও। এবং কেহ তোমাদিগকে সালাম করিলে তাহাকে বলিও না যে তুমি বিশ্বাসী নও; তোমরা কি পার্থিব জীবনের সম্পদ অনুসন্ধান করিতেছ? তবে আল্লাহর নিকট প্রচুর সম্পদ আছে; প্রথমে তোমরা ঐরূপই ছিলে। পরে আল্লাহ তোমাদের উপর অনুগ্রহ করিয়াছেন। অতএব, তোমরা স্থির করিয়া লও যে, নিশ্চয় তোমরা যাহা করিতেছ সেই বিষয়ে আল্লাহ অভিজ্ঞ।' (পারা ৫ সুরা ৪ আয়াত ৯৪)

হাদীস- ১২৭০। সূত্র- হযরত উসামা ইবনে জায়েদ (রাঃ)- ঈমান আনার পর হত্যা নিষেধ।

রসুল (দঃ) কর্তৃক হোরাকার প্রতি প্রেরিত হইয়া আমরা প্রভাতে তাহাদের বস্তির উপর আক্রমন করিয়া তাহাদিগকে পরাজিত করিলাম। ঘেরাও হইয়া এক ব্যক্তি কলেমা তৈয়্যেবা পাঠ করিলে আমার সঙ্গী তাহার হত্যা কার্য্য হইতে বিরত রহিল। কিন্তু আমি তাহাকে বর্ষাঘাত করিলে সে নিহত হইল। রসূলুল্লাহ (দঃ) ঘটনা জ্ঞাত হইয়া আমাকে বলিলেন- তুমি

কি ঐ ব্যক্তিকে কলেমার স্বীকারোক্তির পর হত্যা করিয়াছ? আমি বলিলাম- সে তো প্রান বাঁচাইবার জন্য উহা বলিয়াছিল। তিনি বার বার একই কথা বলিতেছিলেন।

হাদীস- ১২৭১। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **হত্যা নিষিদ্ধ।**

নবী করীম (দঃ) খালেদ ইবনে অলীদের নেতৃত্বে আমাদিগকে বনি জজিমা গোত্রের প্রতি প্রেরণ করিলে তিনি তথায় গিয়া তাহাদিগকে ইসলামের প্রতি আহবান জানাইলেন। তাহারা ভালভাবে 'আমরা ইসলাম গ্রহন করিলাম' বাক্যটির উক্তি করিতে না পারিয়া 'আমরা নিজ ধর্ম ত্যাগ করিলাম- নিজ ধর্ম ত্যাগ করিলাম' বলিল। খালেদ (রাঃ) তাহাদিগকে কাফের গণ্য করিয়া হত্যা ও বন্দী করিতে লাগিলেন এবং বন্দীগনকে আমাদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিলেন। একদিন তিনি আমাদেরকে নিজ নিজ বন্দীদিগকে হত্যার নির্দেশ দিলে আমি বলিলাম- আমি আমার বন্দীকে হত্যা করিব না এবং আমার সঙ্গীগনও তাহাদের বন্দীগনকে হত্যা করিবে না। রসূল (দঃ) এর নিকট প্রত্যাবর্তন করিয়া ঘটনা বিবৃত করিলে তিনি হাত উঠাইয়া বলিলেন-'হে আল্লাহ! খালেদ যাহা করিয়াছে উহার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নাই।' এইরূপ দুইবার বলিলেন।

হাদীস- ১২৭২। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)- **হত্যা চালুকারীর উপর সকল হত্যার দায় বর্তায়।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- এমন কোন অন্যায় হত্যা নাই যাহার কিছুটা দায় বিশ্ববুকে মানব হত্যার উদ্ভাবক আদম (আঃ) এর প্রথম সন্তানের[১] উপর না বর্তায়। [১। কাবিল]

হাদীস- ১২৭৩। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **কেসাসের বদলে দিয়াত**

বনী ইসরাইলদের মধ্যে অপরাধের শাস্তি ছিল শুধু মাত্র কেসাস[১]। দিয়াতের অবকাশ ছিল না। আল্লাহতালা এই উম্মতদেরকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন- ''যে কেহ ভ্রম বশতঃ কোন বিশ্বাসীকে হত্যা করে তবে সে জনৈক বিশ্বাসী দাসকে মুক্ত করিবে এবং ক্ষমা না করিলে তাহার স্বজনগনকে হত্যা বিনিময় সমর্পন করিবে.......।' (পারা ৫ সূরা ৪ আয়াত ৯২) -এই আয়াতে শামাহ অর্থ হইতেছে ইচ্ছাকৃত ভাবে হত্যার ক্ষেত্রে রক্তমূল্য গ্রহন করা। '' এই অবস্থায় আত্মীয়দের ন্যায় সঙ্গত ভাবে রক্ত মূল্য গ্রহন করা উচিত'' আয়াতের অর্থ হইতেছে- দাবী যুক্তি সঙ্গত হওয়া এবং ক্ষতিপুরন উল্লেখযোগ্য পরিমান এবং সদয়ভাবে হওয়া। [১। খুনের বদলে খুন। ২। রক্তমূল্য বা ক্ষতিপুরন।]

হাদীস- ১২৭৪। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **হত্যায় শরীক সকলের দন্ড সমান।**

একজন বালককে ধোঁকায় ফেলিয়া হত্যা[১] করা হইলে ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন- এই হত্যাকান্ডে সানায়াবাসীদের সবাই শরীক থাকিলে আমি সবাইকে হত্যা করিতাম। [১। হত্যাকান্ডে চার ব্যক্তি শরীক ছিল।]

হাদীস- ১২৭৫। সূত্র- হযরত সাহল (রাঃ)- **হত্যাকারী চিহ্নিত না হইলে সরকার হইতে ক্ষতি পুরন।**

আমাদের গোত্র হইতে একদল লোক খায়বর গিয়া বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ার পর তাহাদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তিকে নিহত অবস্থায় পাওয়া গেল। যাহাদের নিকট লাশ পাওয়া গেল তাহাদেরকে আমাদের লোকেরা বলিল- তোমরা আমাদের সাথীকে হত্যা করিয়াছ। তাহারা বলিল- আমরা হত্যা করি নাই এবং হত্যাকারীকে চিনিও না। রসুল (দঃ) এর নিকট আসিয়া দলটি বলিল- ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমরা খায়বরে গিয়াছিলাম এবং আমাদের একজন নিহত হইয়াছে। নবী করীম (দঃ) বলিলেন- তোমাদের মধ্য হইতে বয়ঃবৃদ্ধ ব্যক্তি কথা বলুক[১]। অতঃপর নবী করীম (দঃ) বলিলেন- হত্যাকারীর বিরুদ্ধে প্রমান উপস্থিত কর। তাহারা বলিল- আমাদের নিকট কোন প্রমান নাই। নবী করীম (দঃ) বলিলেন- তাহা হইলে তাহারা কসম করিবে। তাঁহারা বলিলেন- আমরা ইহুদীদের কসম গ্রহন করিব না। নিহত ব্যক্তির রক্ত মূল্য ক্ষতিপূরন বাদ যাক ইহা রসুলুল্লাহ (দঃ) পসন্দ করিলেন না বিধায় তিনি দিয়াত হিসাবে সদকার একশত উট প্রদান করিলেন।[২]

[১। অল্প বয়স্কলোক কথা বলিতে থাকায়, ২। নিহত ব্যক্তির আত্মীয়গনকে।]

হাদীস-১২৭৬। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **কয়েক ক্ষেত্রে দিয়াত নাই।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- পশুরদ্বারা, দুর্ঘটনায়, কুপের মধ্যে পড়িয়া এবং খনির মধ্যে মৃত্যু বরনকারী ব্যক্তির জন্য দিয়াত নাই। রিকাজের[১] এক পঞ্চমাংশে রাষ্ট্রের প্রাপ্য। [১। মাটির নীচে পুঁতিয়া রাখা সম্পদ]

হাদীস- ১২৭৭। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ)- **মুসলিম রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিককে হত্যা নিষেধ।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- কোন মোয়াহীদকে[১] হত্যাকারী জান্নাতের সুগন্ধ পর্যন্ত পাইবে না। যদিও জান্নাতের সুগন্ধ ৪০ বছরের দুরত্ব হইতে পাওয়া যায়। [১। নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হইয়াছে এমন ব্যক্তিকে]

হাদীস-১২৭৮। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)- **তিন কারন ব্যতীত মুসলমানকে হত্যা করা যাইবে না।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- 'আল্লাহ ব্যতীত মাবুদ নাই এবং আমি তাঁহার রসুল' সাক্ষ্যদানকারী ব্যক্তির রক্ত তিন কারন ভিন্ন প্রবাহিত করা যাইবে নাঃ- (১) হত্যার বদলে কেসাস, (২) বিবাহিত জেনাকারী এবং (৩) ইসলাম ত্যাগকারী।

হাদীস- ১২৭৯। সূত্র- হযরত আবু জোহায়ফা (রাঃ)- কাফের হত্যার কেসাস নাই।

আলী (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম- কোরআনের মধ্যে নাই এমন কিছু আপনার নিকট আছে কি? তিনি বলিলেন- দিয়াতের আইনগত বিধান, বন্দীমুক্তির পনের পরিমান এবং কেসাসের কারনে অমুসলিম হত্যার দায়ে কোন মুসলমানের প্রান সংহার না করার নীতিমালা।[১] [১। মুসলমানদের বা মুসলিম রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতিকর কাজে লিপ্ত কাফেরকে বধ করা জায়েজ অন্যথায় জায়েজ নয়।]

হাদীস- ১২৮০। সূত্র- হযরত ইকরামা (রাঃ)- ইসলাম ধর্ম ত্যাগীদেরকে হত্যা করা।

কতিপয় নাস্তিককে আলী (রাঃ) এর নিকট আনা হইলে তিনি তাহাদিগকে আগুনে পোড়াইয়া মারিলেন। ইবনে আব্বাস রাঃ। এই সংবাদ পাইয়া বলিলেন- আমি তাহার স্থানে হইলে তাহাদেরকে পোড়াইতাম না। কারন, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- আল্লাহর শাস্তি দ্বারা তোমরা কাহাকেও শাস্তি দিও না। আমি তাহাদিগকে রসূলুল্লাহর এই বানী দ্বারা হত্যা করিতাম- 'যে কেহ তাহার দ্বীন ইসলাম পরিবর্তন করিবে, তাহাকে হত্যা কর'।

হাদীস- ১২৮১। সূত্র- হযরত আবু বোরদাহ রোঃ)- মোরতাদকে হত্যা করা।

আমি আমার দুই পার্শ্বে আশয়ারী গোত্রের দুই ব্যক্তি সহ নবী করীম (দঃ) এর নিকট আসিলাম। তিনি তখন মেসওয়াক দ্বারা দাঁত পরিষ্কার করিতেছিলেন। উভয় ব্যক্তি তাঁহার নিকট চাকুরি চাহিলে তিনি বলিলেন- হে আবু মুসা! অথবা হে আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস[১]। আমি বলিলাম- সেই সত্তার কসম যে আপনাকে সত্য সহ পাঠাইয়াছেন! এই দুই ব্যক্তি তাহাদের মনের কথা আমাকে বলে নাই এবং আমিও বুঝিতে পারি নাই যে তাহারা চাকুরি চাহিবে। তিনি তাঁহার মেসওয়াক ঠোঁটের এক কোনে নিয়া বলিলেন- যে নিজে চাকুরি চায়, আমরা তাহাকে চাকুরি দেই না। হে আবু মুসা! অথবা হে আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস! তুমি ইয়েমেনে যাও। অতঃপর নবী করীম (দঃ) মোয়াজ ইবনে জাবাল (রাঃ)কে তাঁহার পেছনে পাঠাইলেন। মোয়াজ (রাঃ) তাঁহার নিকট পৌঁছিলে তিনি তাঁহার জন্য একটি গদি বিছাইয়া তাঁহাকে নামার জন্য অনুরোধ করিলেন। এই সময় আবু মুসা (রাঃ) এর ঘরে শৃঙ্খলিত এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাইয়া মোয়াজ (রাঃ) বলিলেন- ঐ ব্যক্তিটি কে? আবু মুসা (রাঃ) বলিলেন- সে ইহুদী ছিল, মুসলমান হইয়াছে এবং পুনরায় ইহুদী হইয়া গিয়াছে। আবু মুসা (রাঃ) মোয়াজ (রাঃ)কে বসার জন্য অনুরোধ করিলে তিনি বলিলেন- তাহাকে হত্যা না করা পর্যন্ত আমি আসন গ্রহন করিব না- ইহা আল্লাহ এবং তাহার রসূলের ফয়সালা। তিনি এই কথা তিনবার পুনরাবৃত্তি করিলেন। তখন আবু

মূসা (রাঃ) ঐ ব্যক্তিকে হত্যার নির্দেশ দিলে তাহাকে হত্যা করা হইল। আবু মূসা (রাঃ) বলেন- আমরা রাত্রের এবাদত সম্বন্ধে আলোচনা করাকালে একব্যক্তি বলিল- আমি এবাদত করি ও নিদ্রা যাই এবং আমি আশা করি আল্লাহতালা আমার এবাদত ও নিদ্রা এই উভয়টির জন্য পুরস্কৃত করিবেন।

হাদীস- ১২৮২। সূত্র- হযরত আলী (রাঃ)- **ঈমানহীন দ্বীনত্যাগীদেরকে হত্যা করিবে।**

আমি আকাশ হইতে জমিনে নিক্ষিপ্ত হইতে প্রস্তুত তবুও রসুল (দঃ) হইতে কোন হাদীস বলা কালে তাঁহার প্রতি কোন মিথ্যা কথা আরোপ করিতে রাজী নই। আমারও তোমাদের মধ্যকার কথা[১] একটা কৌশল মাত্র। আমি নিশ্চয় রসুলুল্লাহ (দঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি, শেষ যুগে এমন কিছু নির্বোধ যুবকের আবির্ভাব হইবে যাহারা সবচাইতে উত্তম কথা বলিবে কিন্তু ঈমান তাহাদের গলার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবে না এবং দ্বীন তাহাদের হইতে তীর ধনুক হইতে বাহির হইয়া যাওয়ার মত বাহির হইয়া যাইবে। তোমরা যেখানেই ইহাদেরকে পাইবে হত্যা করিবে। কেননা, ইহাদেরকে যাহারা হত্যা করিবে তাহারা হাশরের দিন ইহার বিনিময়ে পুরস্কার লাভ করিবে। [১। হাদীস ভিন্ন]

চুরি

হাদীস- ১২৮৩। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **বায়তুলমালের উট চুরির ও রাখাল হত্যার ঘটনা**

ওক্‌ল এবং ওরায়না গোত্রের কতিপয় লোক ইসলামের বাহ্যিক স্বীকৃতি প্রকাশ করিল। মদীনার আবহাওয়া তাহাদের স্বাস্থ্যের অনুকূল ছিল না বলিয়া তাহারা শোথ রোগাক্রান্ত হইয়া গেল। তাহারা রসুলুল্লাহ (দঃ) কে বলিল- আমরা খোলা মাঠে থাকিতে ও দুধপানে অভ্যস্ত। বস্তির মধ্যে থাকায় এবং শাকশব্জি খাওয়ায় আমরা অভ্যস্ত নই।

মদীনা শহরের বাইরে রসুল (দঃ)এর কতগুলি উট ছিল। তিনি তাহাদিগকে তথায় গিয়া দুধ ও চনা ব্যবহারের পরামর্শ দিলেন। তাহারা তথায় গিয়া রোগমুক্ত হইল এবং রাখালকে হত্যা করিয়া উট সমূহ লইয়া পলায়ন করিতেছিল। রসুল (দঃ) সংবাদ পাইয়া লোক পাঠাইয়া তাহাদিগকে বন্দী করিয়া আনাইলেন এবং আদেশ দিলেন- উত্তপ্ত শলাকা দিয়া তাহাদের চক্ষু ঘায়েল করা হউক এবং একহাত ও একপা কাটিয়া রক্ত বন্ধের ব্যবস্থা ব্যতিরেকে ফেলিয়া রাখা হউক। এই ভাবেই তাহাদিগকে রৌদ্রে ফেলিয়া রাখা হইল। তাহারা পানি চাহিলে পানি দেওয়া হইল না। এইরূপে তাহাদের মরন হইল।

হাদীস- ১২৮৪। সূত্র- হযরত সালামা ইবনে আকওয়া (রাঃ)- **উটচুরি ও শত্রুকে নিষ্কৃতি প্রদান।**

জ্বীকারাদের নিকটবর্তী স্থানে রসূলুল্লাহ (দঃ) এর কতগুলি উট রক্ষিত ছিল। আমি ফজরের আজানের পূর্বে ঐ দিকে যাইতেছিলাম। আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) এর ক্রীতদাস আসিয়া সংবাদ দিল যে উটগুলি লুণ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম- লুণ্ঠনকারী কে? সে বলিল- গাতফান গোত্রীয় লোক। আমি তিনবার চিৎকার করিয়া মদীনাবাসীকে সতর্ক করিয়া দ্রুত ছুটিয়া লুণ্ঠনকারীদেরকে পানি পানরত অবস্থায় পাইয়া গেলাম। আমি তীর নিক্ষেপে তাহাদেরকে ঘায়েল করিলাম। প্রতি তীর নিক্ষেপের সময় বলিতে লাগিলাম- আমি প্রসিদ্ধ ব্যক্তি আকওয়ার বেটা, আজ অসৎ লোকদিগকে নিপাত করার দিন। আমার তীর নিক্ষেপে ঘায়েল হইয়া তাহারা এক এক করিয়া উটগুলিকে পেছনে ফেলিয়া ছুটিতে লাগিল। অতঃপর তাহারা স্বীয় কাপড় চোপড় পেছনে ফেলিতে লাগিল। আমি তাহাদের ৩০ টি চাদর লাভ করিলাম। নবী করীম (দঃ) মোজাহেদ বাহিনী সহ আমার সঙ্গে মিলিত হইলে আমি জানাইলাম- আমি তাহাদেরকে পানি পান হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছি; তাহারা পিপাসায় কাতর। আপনি এখনই সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করুন। তিনি বলিলেন- তুমি তো সব কিছুই উদ্ধার করিয়াছ। এখন তাহাদিগকে মুক্তি দাও। অতঃপর আমরা মদীনা পানে রওয়ানা হইলাম। রসূলুল্লাহ (দঃ) আমাকে স্বীয় যানবাহনের পেছনে বসাইলেন।

হাদীস-১২৮৫। সূত্র- হযরত ওরওয়া ইবনে জোবায়ের (রাঃ)- **চুরির শাস্তি হাত কাটা।**

এক স্ত্রীলোক মক্কা বিজয়কালে চুরি করিলে তাহার বংশধরগণ বিচলিত হইয়া উসামা (রাঃ)কে সুপারিশ করার জন্য জড়াইয়া ধরিল। তিনি রসূলুল্লাহ (দঃ) এর নিকট কথা উঠাইলে রসূলুল্লাহ (দঃ) এর মুখ রক্তবর্ণ হইয়া গেল। তিনি রাগতস্বরে বলিলেন- তুমি কি আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তির বিরুদ্ধে সুপারিশ করিতেছ? উসামা (রাঃ) সকাতরে বলিলেন- ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমার জন্য ক্ষমার দোয়া করুন। বৈকালবেলা ভাষণ দানে দাঁড়াইয়া রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন- তোমাদের পূর্ববর্তী অনেক জাতি এই কারণে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে যে তাহাদের মধ্যে বড় বংশের কেহ চুরি করিলে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইত এবং কোন দুর্বল লোক চুরি করিলে তাহার শাস্তি হইত। অতঃপর তিনি বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন- ঐ মহান আল্লাহর শপথ- যাহার হাতে আমার প্রাণ- যদি মোহাম্মাদ (দঃ) এর মেয়ে ফাতেমার দ্বারাও চুরি সংঘটিত হয় তবে নিশ্চয়ই আমি মোহাম্মাদ (দঃ) তাহার হাত কর্তন করিব।"

তিনি ঐ স্ত্রীলোকটির হাত কাটার নির্দেশ দিলেন এবং তাহার হাত কাটা হইল। সেই স্ত্রীলোকটি তওবা করিয়াছিল। তাহার বিবাহও হইয়াছিল।

আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন- পরবর্তীকালে ঐ স্ত্রীলোকটি আবশ্যকাদির জন্য আমার নিকট আসিত। আমি তাহার অভাব অভিযোগ রসূলুল্লাহ (দঃ) এর নিকট পৌঁছাইতাম।

হাদীস- ১২৮৬। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **চোরের প্রতি লা'নত।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- যে চোর শিরস্ত্রান চুরি করিল ও যাহার হাত কাটা গেল সেই চোরের প্রতি আল্লাহ লা'নত করেন। আর যে রশি চুরি করিল এবং সেই জন্য তাহার হাত কাটা গেল।[১] (১। তাহার প্রতিও আল্লাহর লা'নত)

হাদীস-১২৮৭। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **অল্প চুরি করিলেও হাত কাটা যাইবে।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- স্বর্ণমুদ্রার এক চতুর্থাংশ পরিমান মূল্য চুরির দায়ে হাত কাটা যাইবে।

হাদীস- ১২৮৮। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ) - **ঢাল পরিমান চুরির জন্য হাত কাটা।**

নবী করীম (দঃ) এর সময়ে একটি ঢালের মূল্যমানের সমপরিমান বস্তু চুরি করিলে হাত কাটা হইত।

হাদীস- ১২৮৯। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **তিন দিরহামের জন্য হাত কাটা।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) এক মিজানুন[১] চুরির দায়ে হাত কাটিয়াছেন[২]-যাহার মূল্য ছিল তিন দিরহাম। [১। ঢাল, ২। হাত কাটার নির্দেশ দিয়াছেন]

উঁকিমারা

হাদীস- ১২৯০। সূত্র- হযরত সাহল ইবনে সায়াদ (রাঃ)- **গৃহাভ্যন্তরে উঁকি মারা নিষেধ**

একবার একলোক নবী করীম (দঃ) এর হুজরাগুলির কোন একটিতে উঁকি মারিল। এই সময় নবী করীম (দঃ) এর হাতে ছিল মেদ্‌রা[১]। উহা দ্বারা তিনি মাথা আঁচড়াইতেছিলেন[২]। রসূল (দঃ) বলিলেন- আমি যদি জানিতাম যে তুমি উঁকি মারিবে তাহা হইলে ইহা দ্বারা আমি তোমার চোখ ফুঁড়িয়া দিতাম। চোখে পড়িবে- এই কারনেইতো অনুমতির বিধান করা হইয়াছে। [১। মাথা আঁচড়ানোর বা চুলকানোর যন্ত্র বিশেষ। ২। বা চুলকাইতেছিলেন।]

হাদীস- ১২৯১।সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **উঁকি মারা অপরাধ।**

একব্যক্তি নবী করীম (দঃ) এর হুজরাগুলির কোন একটিতে উঁকি মারিলে নবী করীম (দঃ) একটি[১] তীর ফলক হাতে নিয়া তাহার দিকে ছুটিয়া গেলেন। আমার চোখের সামনে যেন এখনও ভাসিতেছে- তিনি তাহার চোখ ফুঁড়িয়া দেওয়ার জন্য তাহাকে খুঁজিতেছেন। [১। বা কয়েকটি]

হাদীস- ১২৯২। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- উঁকি মারার জন্য চোখ নষ্ট করিয়া দেওয়া।

আবুল কাসেম (দঃ) বলিয়াছেন- তোমার দিকে কেহ বিনা অনুমতিতে উঁকি মারিলে তুমি যদি একটি লাঠির সাহায্যে খোঁচা মারিয়া তাহার চোখকে আহত করিয়া ফেল, তাহা হইলে সে জন্য তুমি দায়ী হইবে না।[১] [১। ইমাম আবু হানিফার মতে কেবল মাত্র অন্য কোনভাবে ফিরাইতে না পারিলেই এইভাবে চোখ নষ্ট করা জায়েজ, অন্যথায় নহে।]

হাদীস- ১২৯৩। সূত্র- হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)- তিনবার চাহিয়া অনুমতি না পাইলে ফিরিয়া আসা।

আনসারগনের এক বৈঠকে আমার উপস্থিতিতে হঠাৎ আবু মুসা (রাঃ) ভীত চকিত হইয়া আসিয়া বলিলেন- আমি ওমর (রাঃ) এর নিকট তিনবার অনুমতি চাহিয়াও অনুমতি না পাইয়া ফিরিয়া আসিলাম। আমাকে কিসে বাধা দিয়াছে জিজ্ঞাসা করা হইলে আমি বলিলাম- আমি তিনবার অনুমতি চাহিয়াছি কিন্তু আমাকে অনুমতি দেওয়া হয় নাই। তাই আমি ফিরিয়া গিয়াছি। নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- তোমাদের কেউ যদি তিনবার অনুমতি চাহিয়াও অনুমতি না পায়, তবে তাহার ফিরিয়া যাওয়া উচিৎ। বলিলেন[১]- আল্লাহর কসম। এই ব্যাপারে তোমাকে অবশ্যই সাক্ষ্য প্রমান পেশ করিতে হইবে। তোমাদের কেহ কি এই হাদীস নবী করীম (দঃ) হইতে শুনিয়াছ জিজ্ঞাসা করা হইলে উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) বলিলেন- আল্লাহর কসম! তোমার সাথে সর্ব কনিষ্ঠ ব্যক্তিটিই উঠিবে। আমিই[২] জাতির সর্বকনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলাম। আমি আবু মুসা (রাঃ) এর সাথে উঠিয়া দাঁড়াইলাম এবং ওমর (রাঃ) কে অবহিত করিলাম যে, নবী করীম (দঃ) এই কথা বলিয়াছেন। [১। ওমর (রাঃ) ২। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)]

১২। কোরআন - হাদীস

কোরআন

হাদীস- ১২৯৪। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **গায়েবের খবর কেবল আল্লাহ জানেন।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- গায়েবের ভাণ্ডার পাঁচটি- (১) আগামীকাল কি হইবে, কে কি করিবে, (২) নারীদের গর্ভাশয়ে কি রহিয়াছে, (৩) বৃষ্টি কবে এবং কোন সময় হইবে, (৪) মৃত্যু কোথায় হইবে এবং (৫) কেয়ামত কবে হইবে- তাহা আল্লাহ ভিন্ন আর কেহই জানে না।

হাদীস- ১২৯৫। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়ের (রাঃ)- **ক্ষমা মহৎ গুন।**

আল্লাহতালা তাঁহার নবীকে আদেশ করিয়াছেন, 'ক্ষমা গুন ধারন কর, সৎকাজের আদেশ কর এবং অজ্ঞ লোকদের হইতে দৃষ্টি এড়াইয়া চল।' (পারা ৯ সুরা ৭ আয়াত ১৯৯)

হাদীস- ১২৯৬। সূত্র- হযরত আবু সাঈদ (রাঃ)- **শ্রেষ্ঠ সুরা।**

একদা মসজিদে নামাজরত অবস্থায় রসুল (দঃ) আমাকে ডাকিলেন। আমি নামাজ শেষ করিয়া তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হইলে তিনি বলিলেন- ডাকার সঙ্গে সঙ্গে আস নাই কেন? আমি বলিলাম- ইয়া রাসুলাল্লাহ! নামাজ পড়িতেছিলাম। তিনি বলিলেন- তোমরা লক্ষ্য কর নাই যে আল্লাহতালা বলিয়াছেন- 'হে মোমেনগন! আল্লাহ এবং রসুল ডাকিলে সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিও।' (১৪ পারা ৬ রুকু) অতঃপর রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন- মসজিদ হইতে বাহির হওয়ার পূর্বেই তোমাকে কোরআন শরীফের সর্বশ্রেষ্ঠ সুরা কোনটি তাহা বাতলাইয়া দিব। তিনি আমার হাত ধরিয়া চলিতে চলিতে বাহির হইবার নিকটবর্তী স্থানে আসার পর আমি তাঁহাকে ঐ কথাটি স্মরন করাইয়া দিলে তিনি বলিলেন- সুরা ফাতেহা- যাহা বিশেষরূপে আমাকেই দান করা হইয়াছে। এই সুরাকেই কোরআনে আজীম এবং সাবউল মাছানী নামে আখ্যায়ীত করা হইয়াছে।

হাদীস-১২৯৭। সূত্র-হযরত আনাস (রাঃ)- **রহমাতুল্লীল আলামীনের উপস্থিতিতে আযাব আসিবেনা।**

'যখন তাহারা বলিয়াছিল- হে আল্লাহ! যদি ইহাই[১] তোমার সন্নিধান হইতে সত্য হয়, তবে আমাদের উপর আকাশ হইতে প্রস্তর বর্ষন কর অথবা আমাদিগকে যন্ত্রনাপ্রদ শাস্তি প্রদান কর। (সুরা আনফাল ৩২ আয়াত ৯ পারা) কথাটি মূলতঃ আবু জহল বলিয়াছিল, অন্যরা ইহাতে সায় দিয়াছিল। আল্লাহ বলেন- 'এবং আল্লাহ তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন না, যেহেতু আপনি[২] তাহাদের মধ্যে আছেন এবং আল্লাহ তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন না যদি তাহারা ক্ষমা প্রার্থনা করে।' (সুরা আনফাল ৩৩ আয়াত)। মহান আল্লাহ আরও বলেন- 'এবং আল্লাহ তাহাদিগকে কেন শাস্তি দিবেন

না যখন তাহারা পবিত্র মসজিদ হইতে প্রতিরোধ৩ করিতেছে? এবং তাহারা উহার সংরক্ষক নহে বরং ধর্মভীরুগনই একমাত্র সংরক্ষক; কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই অবগত নহে।' সুরা আনফাল ৩৪ আয়াত। ।১। ইসলাম ধর্ম। ২। মোহাম্মদ (দঃ) ৩। লোকদিগকে।

হাদীস- ১২৯৮। সূত্র- হযরত আবু মুসা আশআরী (রাঃ)- **আল্লাহ অন্যায়কারীকে পাকড়াও করিলে ছাড়েন না।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- আল্লাহতা'লা জালেম- অন্যায়কারীকে অবকাশ দিয়া থাকেন কিন্তু যখন পাকড়াও করেন তখন আর ছাড়েন না। তিনি কোরআন শরীফের এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন- 'এবং এইরূপই তোমার প্রতিপালকের আক্রমন- তখনই তিনি জনপদ সমূহকে আক্রমন করেন, যখন তাহারা অত্যাচারী হয়' নিশ্চয় তাহার আক্রমন কঠোর ও যন্ত্রনাপ্রদ। (পারা ১২ সুরা ১১ আয়াত ১০২)

হাদীস- ১২৯৯। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **পোষ্য পুত্রকে পোষনকারীর পুত্র বলিয়া না ডাকা।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) এর পোষ্যপুত্র জায়েদ ইবনে হারেস (রাঃ)কে আমরা জায়েদ ইবনে মোহাম্মদ ডাকিতাম। পবিত্র কোরআনের এই আয়াত 'তাহাদিগকে তাহাদের পিতৃগনের নামে আহবান কর। আল্লাহর নিকট ইহাই সুসঙ্গত; কিন্তু তোমরা যদি তাহাদের পিতৃগনকে জানিতে না পার তবে তাহারা ধর্ম সম্বন্ধে তোমদের ভ্রাতা ও তোমাদের বন্ধু।' (পারা ২১ সুরা ৩৩ আয়াত ৫) নাজেল হইলে আমরা এইরূপ ডাকা বন্ধ করিলাম।

হাদীস- ১৩০০। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)- **আল্লাহ সশব্দ ও নিঃশব্দ সকল কথাই শুনিতে পান।**

কাবা শরীফের নিকটবর্তী স্থানে বনি ছকিফ ও কোরায়েশ উভয় গোত্রের তিন জন লোক একত্রিত হইল। তাহারা মোটা সোটা ছিল কিন্তু তাহাদের জ্ঞান ছিল কম। তাহাদের একজন বলিল- আল্লাহতালা কি আমাদের কথা শুনিতে পান? দ্বিতীয় জন বলিল- সশব্দে বলিলে শুনিতে পান কিন্তু নিঃশব্দে বলিলে শুনিতে পান না। তৃতীয় জন বলিল- সশব্দে বলা শুনিতে পাইলে নিঃশব্দে বলাও শুনিতে পান। তাহাদের এই আলোচনা উপলক্ষ্যে নাজেল হইয়াছিল- 'এবং তোমরা নিজেদেরকে আবৃত করিতে পারিবে না যে, তোমাদের উপর তোমাদের কর্ণসমূহ অথবা তোমাদের চক্ষুসমূহ অথবা তোমাদের চর্মসমূহ সাক্ষ্য প্রদান করিবে; কিন্তু তোমরা ধারনা করিয়াছিলে যে, তোমরা যাহা করিয়াছ তাহার অধিকাংশই আল্লাহ অবগত নহেন, এবং ইহাইতো তোমাদের ধারনা, যাহা তোমরা তোমাদের প্রতিপালক সম্বন্ধে করিতে; উহাই তোমাদিগকে ধ্বংশ করিয়াছে; পরন্তু তোমরা ক্ষতিগ্রস্থদিগের অন্তর্গত হইয়া গিয়াছ।' (২৪ পারা ৪১ সুরা ২২-২৩ আয়াত)

হাদীস- ১৩০১। সূত্র- হযরত জায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ)- পবিত্র কোরআনে সত্যবাদীতার সাক্ষ্য।

এক জেহাদের সফরে খাদ্যের অভাব হইলে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই[১] আনসারগনকে পরামর্শ দিল যেন মোহাজেরগনকে কোন প্রকার সাহায্য না করা হয়। এক পর্য্যায়ে ঝগড়ার সৃষ্টি হইলে সে দম্ভোক্তি করিয়া বলিল- এইবার মদীনায় ফিরিয়া গিয়া সবল সংখ্যাগুরুগন দুর্বল সংখ্যালঘু বিদেশীগনকে তাড়াইয়া দিবে। তাহার এই সব কথা আমার চাচার মাধ্যমে রসূল (দঃ) কে জানানোর পর তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ও তাহার সাঙ্গপাঙ্গগনকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা কসম খাইয়া তাহা অস্বীকার করিল। এদিকে আমার কোন সাক্ষী না থাকায় আমি মিথ্যাবাদী প্রমানিত হইলাম। লজ্জায় আমি ঘর হইতে বাহির হইতাম না। অল্প সময়ের মধ্যেই সুরা মুনাফেকুন নাজেল হইলে রসূল (দঃ) আমাকে সংবাদ দিয়া আনাইয়া উক্ত সুরা তেলাওয়াত করিয়া বলিলেন- "হে জায়েদ! আল্লাহতালা তোমার সত্যবাদীতার সাক্ষ্য ও ঘোষনা দিয়াছেন। [১। মোনাফেক সর্দার]

হাদীস- ১৩০২। সূত্র- হযরত জির ইবনে আবু হুবাবাহ (রঃ)- সুরা ফালাক ও সুরা নাস।

আমি উবাই ইবনে কা'য়াব (রাঃ) কে সুরা ফালাক ও সুরা নাস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন- এই প্রশ্নটি আমিও রসূলুল্লাহ (দঃ)কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন- এই দুইটি সুরার মধ্যে আমাকে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, আমি যেন এইভাবে আল্লাহতালার আশ্রয় গ্রহন করি, আমি তাহাই করিয়াছি। উবাই ইবনে কা'য়াব (রাঃ) বলেন- আমরাও রসূলুল্লাহ (দঃ) এর মতই বলিয়া থাকি।

হাদীস- ১৩০৩। সূত্র- হযরত জায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ)- পবিত্র কোরআন সংকলন

ইয়ামামার যুদ্ধে অনেক লোক শহীদ হইলে আবু বকর (রাঃ) আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ওমর (রাঃ) এর উপস্থিতিতে তিনি বলিলেন- ওমর (রাঃ) আমার নিকট আসিয়া বলিয়াছেন- 'শাহাদত প্রাপ্তদের মধ্যে কোরআন মুখস্তকারী হাফেজের সংখ্যা[১] অনেক। আরও হাফেজে কোরআন শাহাদত বরন করিলে কোরআনের বহু অংশ হারাইয়া যাইবে। অতএব, আমি পরামর্শ দিতেছি- আপনি কোরআন সংকলন করার নির্দেশ দিন।' আমি[২] ওমর (রাঃ) কে বলিলাম- যে কাজ রসূলুল্লাহ (দঃ) করেন নাই সে কাজ কিভাবে করিব? ওমর (রাঃ) বলিলেন- আল্লাহর কসম- ইহা হইতেছে একটি উত্তম কাজ। ওমর (রাঃ) আমাকে এই ব্যাপারে পীড়াপীড়ি করিতে থাকিলে আমার অন্তর খুলিয়া গেল এবং আমি ইহার কার্য্যকারিতার উত্তম দিক উপলব্ধি করিতে পারিলাম।

অতঃপর আবু বকর রোঃ! আমাকে[৩] বলিলেন- তুমি একজন বিজ্ঞ যুবক। তোমার সম্পর্কে কোন সংশয় নাই। তাছাড়া তুমি নবী করীম (দঃ) এর অধীর লেখক ছিলে। সুতরাং তুমি কোরআনের বিভিন্ন খণ্ডাংশের অনুসন্ধান কর এবং সবগুলি একত্রে গ্রন্থাকারে সন্নিবেশিত কর। আল্লাহর কসম! তাঁহারা যদি আমাকে একটি পাহাড় একস্থান হইতে অন্যস্থানে সরাইয়া ফেলার নির্দ্দেশ দিতেন তাহা আমার নিকট কোরআন সঙ্কলনের নির্দ্দেশের ন্যায় কঠিন হইত না। আমি আবু বকর রোঃ)কে বলিলাম- আপনি কিভাবে সেই কাজ করিবেন যাহা আল্লাহর রসূল (দঃ) করেন নাই? আবু বকর (রাঃ) কসম করিয়া বলিলেন- ইহা একটা উত্তম।[৪] আল্লাহতালা আমার অন্তর খুলিয়া না দেওয়া পর্যন্ত আবু বকর (রাঃ) আমাকে অনুপ্রেরনা দিতে থাকিলেন।

আমি কোরআনের সংগ্রহের কাজে আত্মনিয়োগ করিলাম এবং খেজুর পাতা, পাথর খণ্ড ও লোকদের অন্তঃকরন হইতে সংগ্রহ করিতে থাকিলাম। সুরা তওবার শেষাংশ আবি খুজাইমা আল আনসারীর নিকট হইতে সংগ্রহ করিলাম এবং এই অংশ অন্য কাহারও নিকট হইতে পাই নাই।[৫] উক্ত আয়াত, 'নিশ্চয় তোমাদের নিজেদের মধ্য হইতে তোমাদের নিকট রসূল আসিয়াছে, তোমরা বিপদাপন্ন হও ইহা তাহার পক্ষে অসহ্য। তিনি তোমাদের হিতাকাঙ্খী, বিশ্বাসীগনের জন্য স্নেহশীল- করুনাময়।' (পারা ১১ সুরা ৯ আয়াত ১২৮)

সম্পূর্ন কোরআন আবু বকর (রাঃ) এর নিকট আমৃত্যু গচ্ছিত থাকিল; তাঁহার মৃত্যুর পর ইহা আমৃত্যু ওমর (রাঃ) এর নিকট গচ্ছিত থাকিল। তারপর ওমর (রাঃ) তনয়া উম্মুল মোমেনীন হাফসা (রাঃ) এর নিকট ছিল। [১। ৭০ জন ২। আবু বকর (রাঃ) (৩) জায়েদ (রাঃ), (৪) উত্তম কাজ, (৫) পুরা কোরআন শরীফ অন্ততঃ দুইজনের নিকট হইতে এক রকম পাইলে গ্রহন করা হইয়াছিল।

হাদীস- ১৩০৪। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **কোরআন শরীফের নকল কপি।**

শাম ও ইরাকের লোকেরা যখন আরমেনিয়া ও আজারবাইজান বিজয়ের সংগ্রামে লিপ্ত তখন হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান ওসমান (রাঃ) এর নিকট আসিয়া কোরআন শরীফের বিভিন্ন রকমের পাঠের ব্যাপারে শঙ্কা প্রকাশ করিয়া বলিলেন- হে আমিরুল মোমেনীন! এই জাতি ইহুদী ও নাসারাদের মত কেতাব সম্পর্কে মত পার্থক্যে লিপ্ত হওয়ার পূর্বে তাহাদেরকে রক্ষা করুন। ওসমান (রাঃ) হাফসা (রাঃ) এর নিকট হইতে মূল সংরক্ষিত কোরআন শরীফ পুনঃ ফেরৎ দেওয়ার অঙ্গীকারে কপি করার জন্য চাহিয়া আনিলেন এবং জায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ), আব্দুল্লা ইবনে জুবায়ের, সাঈদ ইবনে আস এবং আবদুর রহমান ইবনে হারেস ইবনে হিশাম (রাঃ) কে কোরআন শরীফ পুনঃ লিপিবদ্ধ করার নির্দ্দেশ দিলেন। ওসমান (রাঃ) এই

নির্দেশও দিলেন যে, যে ক্ষেত্রে কোরায়েশ তিনজন জায়েদ (রাঃ) এর সাথে কোরআনের কোন ব্যাপারে দ্বিমত পোষন করিবে সেক্ষেত্রে কোরায়েশদের ভাষায় লিপিবদ্ধ করিবে। কেননা, কোরআন তাহাদের ভাষায় নাজেল হইয়াছে। তাঁহারা তাহাই করিলেন এবং অনেক কপি লেখা হইয়া গেলে ওসমান (রাঃ) মুল কপি হাফসা (রাঃ) এর নিকট ফেরত পাঠাইয়া দিলেন। অতঃপর তিনি প্রত্যেক প্রদেশে কপি সমূহের এক এক খানা পাঠাইয়া দিয়া নির্দেশ দিলেন- অন্যান্য যে সব ব্যক্তিগত কপি একত্রে বা আলাদা রহিয়াছে তাহা যেন পোড়াইয়া ফেলা হয়।

জায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) বলেন- আমরা যখন কোরআন লিপিবদ্ধ করিতেছিলাম তখন আমার নিকট হইতে সূরায়ে আহযাবের একটি আয়াত হারাইয়া গিয়াছিল অথচ সেই আয়াতটি আমি রসূল (দঃ)কে তেলাওয়াত করিতে শুনিয়াছি। ইহার জন্য অনুসন্ধান চালাইয়া আমি ইহা খুজাইমা ইবনে সাবেত (রাঃ) এর নিকট পাইলাম। আয়াতটি ছিল- 'মোমেনদের মধ্যে এমন লোক রহিয়াছে যাহারা আল্লাহর সাথে ওয়াদা করিয়া তাহা সত্যে পরিনত করিয়াছিল।' (পারা ২১ সূরা ৩৩ আয়াত ২৩) অতঃপর আমরা আয়াতটি সংশ্লিষ্ট সূরায়[১] সন্নিবেশ করিলাম। [১। সূরা আহজাব]

হাদীস- ১৩০৫। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **কোরআন সাত ধরনের ক্বেরাতে নাজেল হইয়াছে।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- জিব্রাইল (আঃ) আমার নিকট এক ধরনেই কোরআন পাঠ করিয়াছেন। আমি তাঁহাকে অন্য পাঠের এবং আরও পদ্ধতিতে পড়ার অনুরোধ করিলে তিনি শেষ পর্যন্ত সাতটি বিভিন্ন পদ্ধতিতে পাঠ করেন।

হাদীস- ১৩০৬। সূত্র- হযরত ওমর (রাঃ)- **কোরআন শরীফের ভিন্ন ভিন্ন পাঠ।**

হিশাম ইবনে হাকিম (রাঃ)কে নামাজের মধ্যে সূরা ফোরকান ভিন্নভাবে পাঠ করিতে শুনিয়া আমি নামাজের মধ্যেই তাঁহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতে উদ্যত হওয়া হইতে কোন রকমে নিজেকে সংযত রাখিলাম। নামাজ শেষ হইলে আমি তাঁহার গলার চাদর পেঁচাইয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম- তোমাকে যে ভাবে পাঠ করিতে শুনিলাম সেভাবে কে শিখাইয়াছে? সে বলিল- আল্লাহর রসূল (দঃ)। আমি বলিলাম- তুমি মিথ্যা বলিতেছ। আমি তাঁহাকে জোর করিয়া টানিয়া রসূল (দঃ) এর নিকট নিয়া গিয়া বলিলাম- আমি এই ব্যক্তিকে সূরা ফোরকান আমাদেরকে শিখানো পদ্ধতি হইতে ভিন্ন পদ্ধতিতে পাঠ করিতে শুনিয়াছি। ইহা শুনিয়া রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন- তাহাকে ছাড়িয়া দাও। হিশাম, তুমি পাঠ করিয়া শুনাও। সে আমার পূর্বশ্রুত মত পাঠ করিল। তখন রসূল (দঃ) বলিলেন- এইভাবে নাজেল হইয়াছে। অতঃপর বলিলেন- ওমর, তুমিও পাঠ কর। তিনি আমাকে যেই ভাবে শিখাইয়াছেন সেই ভাবে পাঠ করিলাম। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন- এইভাবে

নাজেল করা হইয়াছে। এই কোরআন সাত ধরনের ক্বেরআতে[১] নাজেল হইয়াছে। যে ক্বেরআত তোমাদের জন্য সহজতর সেই ক্বেরআত অনুসরন কর। [১। পাঠ পদ্ধতি]

হাদীস-১৩০৭। সূত্র- হযরত ইউসুফ ইবনে মাহক (রাঃ)- **কোরআন সংকলন ও সুবিন্যস্ত করন।**

একজন ইরাকী আসিয়া উম্মুল মোমেনীন আয়েশা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিল- কোন্ ধরনের কাফন শ্রেষ্ঠ? আয়েশা (রাঃ) বলিলেন- তোমার জন্য আফসোস! এতে তোমার কি? সে তখন বলিল- আপনার নিকট রক্ষিত কোরআন শরীফের কপি আমাকে দেখান। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন- কেন? সে বলিল- ইহা হইতে সংকলন করার জন্য। কারন, লোকেরা ইহার সুরা সমূহ সঠিকভাবে পাঠ করে না। আয়েশা (রাঃ) বলিলেন- তোমরা ইহার কোন্ অংশ আগে পাঠ কর? প্রথমতঃ জান্নাত ও জাহান্নামের উল্লেখ সম্বলিত মুফাসসাল সুরা সমূহ নাজেল হইয়াছে। অতঃপর লোকেরা যখন ইসলাম গ্রহন করিল তখন হালাল ও হারামের বিধান সম্বলিত সুরা সমূহ নাজেল হইল। যদি একেবারে প্রথমেই এই সুরা নাজেল হইত- 'তোমরা সুরা পান করিও না' তাহা হইলে লোকেরা বলিত- আমরা কখনও মদপান ত্যাগ করিব না। যদি শুরুতেই নাজেল হইত- 'তোমরা ব্যভিচার করিও না।' তাহা হইলে তাহারা বলিত- আমরা তাহা ত্যাগ করিতে পারিব না। যখন আমি খেলার বয়সী ছোট বালিকা ছিলাম তখন মক্কায় মোহাম্মদ (দঃ) এর উপর নাজেল হইয়াছিল; 'বরং সেই সময় নির্ধারিত এবং সেই সময় হইবে ভয়াবহ এবং খুবই তিক্ত।' সুরা আল বাকারা এবং সুরা নেসা আমি রসুলুল্লাহ (দঃ) এর সাথে থাকাকালীন অবস্থায় নাজেল হয়।

অতঃপর তিনি তাঁহার নিকট রক্ষিত কোরআন শরীফের কপি বাহির করিয়া লোকটিকে সুরা সমূহ সঠিকভাবে লিখিয়া নেওয়ার জন্য তেলাওয়াত করিলেন।

হাদীস- ১৩০৮। সূত্র- হযরত মাশরুক (রাঃ)- **কোরআন জানার মর্য্যাদা।**

আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রাঃ) আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) এর কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন- আমি তাঁহাকে চিরদিন ভালবাসিব। কেননা, আমি নবী করীম (দঃ) কে বলিতে শুনিয়াছি- তোমরা চার ব্যক্তির নিকট হইতে কোরআন শিখ- আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ), সালেম (রাঃ), মোয়াজ (রাঃ) এবং উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ)।

হাদীস- ১৩০৯। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **কোরআন পাঠকারীদের মর্য্যাদা।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- যে ব্যক্তি কোরআন পাঠ করে, সংরক্ষন করে এবং যে কোরআনে সুদক্ষ, কেয়ামতের দিন সে মহান ফেরেশতা লেখকগনের তুল্য মর্য্যাদা লাভ করিবে। আর যে ব্যক্তি তাহার পক্ষে কঠিন

হওয়া সত্বেও কোরআনকে বারবার আওড়াইতে থাকে সে দ্বিগুন সওয়াব পাইবে।

হাদীস- ১৩১০। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)- **কোরআন সম্বন্ধে অধিক জ্ঞান।**

আল্লাহর কসম! যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই। আল্লাহর কেতাবের এমন কোন সুরা নাই যাহা কখন কোথায় নাজেল হইয়াছে আমি না জানি এবং আল্লাহর কেতাবে এমন কোন আয়াত নাই যাহা কাহার সম্বন্ধে নাজেল হইয়াছে তাহা আমি না জানি। আমি যদি জানিতে পারিতাম যে কোন ব্যক্তি আমার চাইতে কোরআন ভাল জানেন তবে সেখানে উট পৌছিতে পারিলে আমি তাঁহার নিকট গিয়া পৌছিতাম।

হাদীস-১৩১১। সূত্র- হযরত কাতাদা (রাঃ)- **কোরআন সংগ্রাহক চার জনই মদীনাবাসী।**

আমি আনাস (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম- রসূলুল্লাহ (দঃ) এর সময় কে কোরআন সংগ্রহ করিয়াছেন? তিনি বলিলেন- চারজন মদীনাবাসীঃ- (১) উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) (২) মোয়াজ ইবনে জাবাল (রাঃ), (৩) জায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) এবং (৪) আবু জায়েদ (রাঃ)।

হাদীস- ১৩১২। সূত্র- হযরত আবু মাসউদ (রাঃ)- **সুরা বাকারার শেষ দুই আয়াত তেলাওয়াতের ফজিলত।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- যদি রাত্রে কেহ সুরা বাকারার শেষ দুইটি আয়াত তেলাওয়াত করে তবে ইহাই তাহার জন্য যথেষ্ট।

হাদীস- ১৩১৩। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **আয়াতুল কুরসীর ফজিলত।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) এর নির্দ্দেশে আমি রমজানের প্রাপ্ত জাকাত পাহারা দিতেছিলাম। রাত্রিবেলা একব্যক্তি আসিয়া খাদ্যবস্তু চুরি করিতে উদ্যত হইলে আমি তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া বলি যে তোমাকে নবী করীম (দঃ) এর নিকট নিয়া যাইব। সে কাকুতি মিনতি করিলে আমি তাহাকে ছাড়িয়া দেই। পরবর্তী রাতেও সে আসে এবং ধরা পড়ার পর কাকুতি মিনতি করিয়া আর না আসার অঙ্গীকার করিলে আমি তাহাকে ছাড়িয়া দেই। তৃতীয় রাত্রে ধরা পড়ার পর সে আমাকে বলিল- যখন আপনি শুইতে যাইবেন তখন আয়াতুল কুরসি পাঠ করিবেন তাহা হইলে আল্লাহতালার তরফ হইতে আপনার জন্য একজন পাহারাদার নিযুক্ত করা হইবে যে সারারাত আপনাকে পাহারা দিবে এবং ভোর পর্যন্ত শয়তান আপনার নিকট আসিতে পারিবে না। রসূলুল্লাহ (দঃ) ঘটনা শুনিয়া বলিলেন- সে তোমাকে সত্য কথা বলিয়াছে যদিও সে ছিল মিথ্যাবাদী শয়তান।

হাদীস- ১৩১৪। সূত্র- হযরত বরা ইবনে আজেব (রাঃ)- **সুরা কাহাফ তেলাওয়াতের ফল।**

একব্যক্তি তাহার ঘোড়াটি দুইটি রশি দ্বারা তাহার পেছনে বাঁধিয়া রাখিয়া সুরা কাহাফ তেলাওয়াত করিতেছিল। একখানা মেঘখন্ড আসিয়া

তাহার উপরে ছায়া দিল এবং উহা ক্রমশঃ নীচের দিকে আসিতে থাকিলে তাঁহার ঘোড়াটি লাফালাফি শুরু করিয়া দিল। ভোরবেলা লোকটি রসূলুল্লাহ (দঃ) এর নিকট ঘটনা বর্ণনা করিলে তিনি বলিলেন- উহা ছিল আসসাকিনা[১] যাহা কোরআন[২] এর কারনে নাজেল হইয়াছিল। [১। প্রশান্তি। ২। তেলাওয়াতের]

হাদীস-১৩১৫। সূত্র- হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)- **সুরা এখলাসের ফজিলত।**

এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তিকে সুরা এখলাস বারবার তেলাওয়াত করিতে শুনিয়া ভোরবেলা রসূলুল্লাহ (দঃ) এর নিকট ইহা এমনভাবে ব্যক্ত করিল যেন সূরাটি সামান্য বস্তু। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন- যাহার হাতে আমার প্রান সেই আল্লাহর কসম- এই সূরা সমগ্র কোরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান।

হাদীস- ১৩১৬। সূত্র- হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)- **সুরা এখলাস এক তৃতীয়াংশ কোরআন এর সমতুল্য।**

একদা রসূলুল্লাহ (দঃ) সাহাবীদেরকে বলিলেন- প্রতি রাত্রে এক তৃতীয়াংশ কোরআন তেলাওয়াত করার সামর্থ তোমাদের আছে কি? উহাকে কঠিন মনে করিয়া সকলেই বলিল- ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমাদের মধ্যে কে আছে যে উহা করিতে পারিবে? তিনি বলিলেন- সূরা এখলাস এক তৃতীয়াংশ কোরআনের সমতুল্য।

হাদীস- ১৩১৭। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **শোয়ার পূর্বে সুরা এখলাস, সুরা ফালাক ও সূরা নাস পড়া।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) যখন বিছানায় যাইতেন তখন প্রত্যেক রাত্রে সুরা এখলাস, সুরা ফালাক এবং সূরা নাস পাঠ করিয়া দুই হাত একত্রিত করিয়া উহাতে ফুঁক দিতেন এবং হাতদ্বারা যতদূর সম্ভব সারা শরীর মুছিতেন। তিনি মাথা ও মুখ মন্ডল হইতে আরম্ভ করিয়া প্রথমে সম্মুখদিকে মুছিতেন। এইভাবে তিনবার করিতেন।

হাদীস- ১৩১৮। সূত্র- হযরত উসায়েদ ইবনে হোজায়ের (রাঃ)- **সুরা বাকারা তেলাওয়াতের মর্তবা।**

একরাত্রে তিনি[১] সুরা বাকারা তেলাওয়াত করাকালীন নিকটবর্তী স্থানে বাঁধা তাঁহার ঘোড়াটি লাফালাফি শুরু করিলে তিনি তেলাওয়াত বন্ধ করিলেন। ইহাতে ঘোড়াটিও শান্ত হইল। তিনি পুনরায় তেলাওয়াত শুরু করিলে ঘোড়াটি পুনরায় লাফালাফি শুরু করিল। তিনি আবার তেলাওয়াত বন্ধ করিয়া দেখিলেন ঘোড়াটি লাফালাফি বন্ধ করিয়াছে। তিনি আবার তেলাওয়াত শুরু করিলে ঘোড়াটি আবার লাফালাফি করিতে থাকিলে তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া নিকটেই শায়িত পুত্র ইয়াহ্ইয়াকে ঘোড়ার পদদলিত হওয়ার আশঙ্কায় সরাইয়া আনিলেন। তখন তিনি উপরের দিকে তাকাইয়া ভিন্নভিন্ন প্রদীপের ন্যায় অনেকগুলি আলো ঝলমল করা মেঘখন্ডকে উপরের

দিকে উঠিয়া যাইতে দেখিলেন- যাহা কিছুক্ষনের মধ্যেই অদৃশ্য হইয়া গেল। ভোরবেলা ঘটনার বিস্তারিত বিবরন রসূলুল্লাহ (দঃ) কে শুনাইলে রসূল (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন- তুমি জান উহা কি ছিল? তিনি জানেন না বলিলে রসূল (দঃ) বলিলেন- উহা ছিল ফেরেশতাগনের একটি জামাত যাঁহারা কোরআন তেলাওয়াত শুনিবার জন্য নিকটে আসিয়াছিলেন। তুমি যদি ভোর পর্যন্ত তেলাওয়াত করিতে থাকিতে তাঁহারাও ভোর পর্যন্ত অবস্থান করিতেন এবং লোকেরা তাঁহাদেরকে দেখিতে পাইত। [১। উসায়েদ (রাঃ)]

হাদীস- ১৩১৯। সূত্র- হযরত আবু মুসা আশআরী (রাঃ)- **কোরআন তেলাওয়াতকারীর শ্রেনীভেদ।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- যে ব্যক্তি[১] কোরআন তেলাওয়াত করে সে লেবুর[২] ন্যায়- যাহা খাইতেও সুস্বাদু এবং যাহার ঘ্রানও সুগন্ধময়। আর যে ব্যক্তি কোরআন তেলাওয়াত করে না সে হইতেছে খেজুরের ন্যায় যাহা খাইতে সুস্বাদু কিন্তু যাহার কোন গন্ধ নাই। যে ফাসেক ফাজের ব্যক্তি কোরআন তেলাওয়াত করে সে হইতেছে রায়হানা জাতীয় ফলের ন্যায়- যাহার সুঘ্রান আছে কিন্তু বিস্বাদ। আর যে ফাজের[৩] ব্যক্তি কোরআন তেলাওয়াত করে না সে হইতেছে হান্জলা[৪] জাতীয় ফলের মত যাহা খাইতেও বিস্বাদ এবং যাহার কোন সুঘ্রানও নাই। [১। মোমেন, ২। কমলালেবু ৩। ঈমানহীন, ৪। মাকাল]

হাদীস- ১৩২০। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **ঈর্ষা করার বস্তু দুইটি।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- দুইটি বিষয় ভিন্ন অন্য কোন ক্ষেত্রে ঈর্ষা করা যাইবে না। (এক) যে ব্যক্তিকে আল্লাহতা'লা কোরআন শিক্ষা দিয়াছেন এবং সে উহা গভীর রাত্রে তেলাওয়াত করে, (দুই) যে ব্যক্তিকে আল্লাহ ধন দান করিয়াছেন এবং সে উহা দিবারাত্রি সদকা করিয়া থাকে।

হাদীস- ১৩২১। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **কেবল দুই ব্যক্তি ঈর্ষনীয়।**

দুই ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কাহারও প্রতি ঈর্ষা পোষন করা বৈধ নয়। (এক) যাহাকে আল্লাহতা'লা কোরআন শিখাইয়াছেন এবং যে দিনে ও রাতে তাহা হইতে তেলাওয়াত করে। তাহার প্রতিবেশীরা তাহার তেলাওয়াত শুনিয়া বলে তাহার মত জ্ঞান যদি আমাকে দেওয়া হইত আমি তাহার মত আমল করিতে পারিতাম। (দুই) যাহাকে আল্লাহতা'লা সম্পদ দিয়াছেন এবং সেই সম্পদ হইতে সে ন্যায় পথে ব্যয় করে। তাহার অবস্থা দেখিয়া অন্য ব্যক্তি বলে- আমাকে যদি তাহার মত সম্পদ দেওয়া হইত তবে আমিও তাহার মত ব্যয় করিতাম।

হাদীস- ১৩২২। সূত্র- হযরত ওসমান (রাঃ)- **কোরআন শিক্ষাকারী ও শিক্ষাদানকারী উত্তম ব্যক্তি।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি যে নিজে কোরআন শিক্ষা করে এবং অন্যকেও শিক্ষা দেয়।

হাদীস- ১৩২৩। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **কোরআন হৃদয়ে রাখা ও বারবার তেলাওয়াত করা।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- যে ব্যক্তি অন্তরে কোরআন গাঁথিয়া রাখে সে হইতেছে উটের এমন মালিকের ন্যায় যে উট বাঁধিয়া রাখে। উট বাঁধিয়া রাখিলে উহা নিয়ন্ত্রনে থাকে কিন্তু ছাড়িয়া দিলে উহা আয়ত্বের বাহিরে চলিয়া যায়।

হাদীস- ১৩২৪। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)- **কোরআন ভুলিয়া যাওয়া জঘন্য অপরাধ।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- ইহা খুবই খারাপ কথা যে তোমাদের কেউ বলিবে- আমি কোরআনের অমুক অমুক সূরা ভুলিয়া গিয়াছি। ইহা এই কারনে যে তাহাকে এমন অবস্থার সম্মুখীন করা হইয়াছে যাহাতে সে উহা ভুলিয়া গিয়াছে। সুতরাং কোরআন তেলাওয়াত করিতে থাক। কেননা, উহা মন হইতে উটের চাইতেও দ্রুত বেগে সরিয়া পড়ে।

হাদীস- ১৩২৫। সূত্র- হযরত আবু মুসা (রাঃ)- **নিয়মিত কোরআন তেলাওয়াত করা।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- তোমরা কোরআন তেলাওয়াত করিতে থাক। যে আল্লাহর হাতে আমার প্রান তাহার শপথ। কোরআন বাঁধন মুক্ত করিয়া দেওয়া উটের চাইতেও দ্রুত বেগে দৌড়াইয়া যায়।

হাদীস- ১৩২৬। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **শিশুদেরকে কোরআন শিক্ষা দেওয়া**

রসুলুল্লাহ (দঃ) এর ওফাত কালে আমার বয়স ছিল দশ বৎসর। আমি মুহ্‌কাম[১] আয়াত সমূহ শিখিয়া ফেলিয়াছিলাম। (১। পাকাপোক্ত যাহাতে শরিয়তের আদেশ নিষেধ আছে।)

হাদীস- ১৩২৭। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **তেলাওয়াতের মাধ্যমে কোরআন স্বরন করাইয়া দেওয়া।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) জনৈক ব্যক্তির মসজিদ হইতে কোরআন তেলাওয়াত শুনিয়া বলিলেন- তাহার প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হউক। সে আমাকে অমুক অমুক সূরার আয়াত স্বরন করাইয়া দিয়াছে।

হাদীস- ১৩২৮। সূত্র- হযরত কাতাদাহ (রাঃ)- **রসুল (দঃ) এর কেরাতের ধরন।**

আনাস (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইল- রসুলুল্লাহ (দঃ) এর কেরাত কি ধরনের ছিল? তিনি বলিলেন- তাঁহার কেরাত লম্বা টানযুক্ত ছিল। আনাস (রাঃ) নমুনা স্বরূপ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম তেলাওয়াত করিয়া শুনাইলেন।

হাদীস- ১৩২৯। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মোগাফ্‌ফাল (রাঃ)- **নবী করীম (দঃ) এর তেলাওয়াতের ধরন।**

আমি নবী করীম (দঃ)কে তাঁহার উটের উপর বসা অবস্থায় ধীরে ধীরে তরঙ্গায়িত স্বরে সুরা 'ফাতাহ' তেলাওয়াত করিতে দেখিয়াছি।

হাদীস- ১৩৩০। সূত্র- হযরত আবু মুসা (রাঃ)- **সুললিত কন্ঠের স্বীকৃতি।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন- হে আবু মুসা! তোমাকে দাউদ (আঃ) এর পরিবারের সঙ্গীত যন্ত্র[১] হইতে একটি যন্ত্র দান করা হইয়াছে। (১। সুললিত কন্ঠ)

হাদীস- ১৩৩১। সূত্র- হযরত বরা (রাঃ)- **কোরআন তেলাওয়াতে নবী করীম (দঃ) এর সুন্দর আওয়াজ।**

একদা আমি নবী করীম (দঃ)কে এশার নামাজে সুরা ওয়াত্তীন পড়িতে শুনিলাম। এত সুন্দর আওয়াজে পড়া আমি আর কাহারও শুনি নাই।

হাদীস- ১৩৩২। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ)- **অধিক কোরআন পাঠ ও অধিক রোজা রাখা।**

আমার পিতা আমাকে এক সম্ভ্রান্ত বংশীয় রমনীর সাথে বিবাহ করাইয়াছিলেন। তিনি সব সময় সেই পুত্রবধুর খোঁজ রাখিতেন। স্বামী সম্পর্কে পুত্রবধুকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল- আমার স্বামী অতি উত্তম ব্যক্তি, কিন্তু তিনি কখনও আমার বিছানায় আসেন না কিম্বা আমার কোন খোঁজ খবরও নেন না। দীর্ঘ দিন এই অভিযোগ শুনার পর বিষয়টি রসুলুল্লাহ (দঃ) এর গোচরীভূত করা হইলে তিনি আমাকে নিয়া তাঁহার নিকট যাইতে বলায় পিতা আমাকে নিয়া গেলেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন- তুমি রোজা কিরূপ রাখ? আমি বলিলাম- প্রত্যহ রাখিয়া থাকি। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন- কোরআন খতম কিরূপ কর? আমি বলিলাম- প্রত্যহ রাতে এক খতম করি।

রসুল (দঃ) বলিলেন- প্রতি মাসে তিন দিন রোজা রাখিবে এবং একবার কোরআন খতম করিবে। আমি বলিলাম- আমার সামর্থ আরও অধিক। তিনি বলিলেন- তবে সপ্তাহে একটি রোজা রাখিবে। আমি বলিলাম- আমার সামর্থ আরও অধিক রহিয়াছে। তিনি বলিলেন- তবে দুইদিন অন্তর একটি রোজা রাখিবে। আমি বলিলাম- আমি আরও বেশী করার সামর্থ রাখি। তিনি বলিলেন- তাহা হইলে তুমি রোজা রাখার সর্বোত্তম দাউদ (আঃ) এর পদ্ধতি- একদিন অন্তর একদিন রোজা রাখ আর সাতদিনে একবার কোরআন খতম কর। হায়! আমি যদি রসুলুল্লাহ (দঃ) এর পরামর্শ মত সহজ পথ অবলম্বন করিতাম তবে আমার পক্ষে উত্তম ছিল। কারন, বৃদ্ধ বয়সে আমি দুর্বল হইয়াছি।

তিনি দিনের বেলা সপ্তমাংশ কোরআন পরিবারের কাহাকেও শুনাইয়া লইতেন এবং রাত্রিবেলা উহা তেলাওয়াত করিতেন। ইহাতে তাঁহার কষ্টের কিছুটা লাঘব হইত। রসুল (দঃ) এর পরামর্শ অনুযায়ী তিনি একদিন পর একদিন রোজা রাখিতেন। কোন সময় দুর্বলতার জন্য কয়েকদিন রোজাহীন কাটাইলে হিসাব করিয়া পরে তাহা রাখিতেন। রসুল (দঃ) এর বর্তমানে এবাদতের অভ্যাস ছাড়াকে তিনি অপসন্দ করিতেন।

হাদীস- ১৩৩৩। সূত্র- হযরত জুন্দুব ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ)- **একাত্মতা প্রকাশ পর্যন্ত তেলাওয়াত করা।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- কোরআন তেলাওয়াত কর, যতক্ষন ইহার ব্যাখ্যার সাথে একমত হও। যখনি তুমি দ্বিমত প্রকাশ করিবে তখনই তেলাওয়াত বন্ধ রাখ।

হাদীস- ১৩৩৪। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **মমতাপূর্ণ বিবাহ। পোষ্যপুত্র আপন পুত্র নয়।**

বদর যুদ্ধে অংশগ্রহনকারী সাহাবা আবু হোজায়ফা (রাঃ) এর সালেম (রাঃ) নামক একজন ক্রীতদাস পোষ্যপুত্র ছিল। যেমনটি ছিল রসূল (দঃ) এর জায়েদ ইবনে হারেস (রাঃ)। আবু হোজায়ফা (রাঃ) সালেমের সঙ্গে আপন ভাইঝি হিন্দাকে বিবাহ দিলেন। অন্ধকার যুগে পোষ্যপুত্রকে আপনপুত্র গন্য করা হইত এবং উত্তরাধিকার প্রদান করা হইত।

'তাহাদিগকে তাহাদের পিতৃগনের নামে ডাক, আল্লাহর নিকট ইহাই সঙ্গত; কিন্তু যদি তোমরা তাহাদের পিতৃগনকে জানিতে না পার তবে তাহারা তোমাদের ধর্মীয় ভাই ও বন্ধু; এবং তোমরা এতদ্বিষয়ে যে ভুল ত্রুটি করিয়াছ, তাহাতে তোমাদের উপর কোন অপরাধ নাই, কিন্তু তোমাদের অন্তঃকরন সমূহ স্বেচ্ছায় যাহা করিয়াছে; এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল করুনাময়।' 'সূরা আহজাব ২১ পারা ১ রুকূ ৫ আয়াত) এই আয়াত নাজেল হওয়ার পর পোষ্যপুত্রদেরকে তাহাদের পিতার নামেই ডাকা হইত এবং পিতার সন্ধান পাওয়া না গেলে মাওলা এবং দ্বীনি ভাই বলিয়া ডাকা হইত। আবু হোজায়ফা (রাঃ) এর স্ত্রী সাহলা (রাঃ) রসূল (দঃ) এর নিকট আসিয়া বলিলেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা সালেমকে আমাদের পুত্র মনে করিতাম। এখন আল্লাহ যাহা নাজেল করিয়াছেন তাহাতো আপনি জানেন। অতঃপর বাকী পুরা হাদীস বর্ণনা করিলেন[১] [১। রসূল (দঃ) এর নির্দেশক্রমে সাহলা (রাঃ) সালেম (রাঃ)কে পাঁচবার স্বীয় স্তনের দুগ্ধ পান করাইয়া দুগ্ধপুত্র করিয়া নেন। এই নির্দেশ শুধু এই বিশেষ ক্ষেত্রেই দেওয়া হইয়াছে।]

হাদীস- ১৩৩৫। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **আল্লাহর কালামের সম্মুখে জড়[১] হওয়া।**

হোর ইবনে কায়েস (রাঃ) তাঁহার চাচা ওয়ায়না (রাঃ) এর জন্য অনুমতির ব্যবস্থা করিয়া দিলে ওয়ায়না (রাঃ) ওমর (রাঃ) এর নিকট গিয়া বলিলেন- হে ইবনে খাত্তাব! আল্লাহর কসম আপনি আমাদেরকে উদারভাবে দান করেন না এবং ন্যায়ের সাথে বিচার করেন না। ওমর (রাঃ) রুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অভিযুক্ত করিতে চাহিলেন। হোর (রাঃ) বলিলেন- ইয়া আমীরুল মোমেনীন! আল্লাহতা'লা তাঁহার নবী (দঃ)কে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন- 'ক্ষমা অবলম্বন কর ও সদ্বিষয়ে আদেশ কর এবং নির্বোধগন হইতে নির্লিপ্ত হও।' (পারা ৯ সূরা ৭ আয়াত ১৯)

আল্লাহর কসম- এই আয়াত তেলাওয়াত করিতেই ওমর (রাঃ) ক্ষান্ত হইয়া গেলেন। তাঁহার বৈশিষ্ট ছিল যে, তিনি আল্লাহর কেতাবের সম্মুখে জড় ও অচল হইয়া পড়িতেন। [১। অচল]

হাদীস- ১৩৩৬। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **সুরা সোয়াদ এর সেজদা।**

সূরা সোয়াদ এর সেজদা জরুরী সেজদা সমূহের অন্তর্ভুক্ত নয় অথচ আমি নবী করীম (দঃ)কে তাহা পড়ার পর সেজদা দিতে দেখিয়াছি।

হাদীস- ১৩৩৭। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)- **সুরা নজম এর সেজদা।**

নবী করীম (দঃ) মক্কায় সুরা নজম তেলাওয়াত করিয়া সেজদা করিলেন। একজন বুড়ো ছাড়া উপস্থিত সকলে সেজদা করিল। বুড়ো লোকটি এক মুঠ মাটি বা কংকর হাতে নিয়া তাহা কপাল পর্যন্ত উঠাইয়া বলিল- আমার জন্য ইহাই যথেষ্ট। আমি পরে দেখিয়াছি- এই ব্যক্তি কাফের অবস্থায়ই নিহত হইয়াছে।

হাদীস- ১৩৩৮। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **সুরা নজম এর সেজদা।**

নবী করীম (দঃ) আন নজম পড়ার কারনে সেজদা দেন এবং তাঁহার সাথে সমস্ত মুসলমান, মোশরেক, জ্বীন- ইনসান সেজদা দিয়াছিল।

হাদীস- ১৩৩৯। সূত্র- হযরত জায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ)- **সুরা নজম এর সেজদা।**

নবী করীম (দঃ) সুরা নজম পাঠ করিলেন কিন্তু তাহাতে কোন সেজদা করেন নাই। [১] [১। অন্য সময় ও আদায় করা যায়]

হাদীস- ১৩৪০। সূত্র- হযরত আবু সালামাহ (রাঃ)- **সুরা ইনশিকাক পাঠে সেজদা।**

আমি আবু হোরায়রা (রাঃ) কে দেখিয়াছি সুরা 'ইযাস সামাউন শাক্কাত' পাঠ করিয়া সেজদা দিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম- হে আবু হোরায়রা (রাঃ)! আমি কি আপনাকে সেজদা করিতে দেখি নাই? তিনি উত্তর দিলেন- আমি নবী করীম (দঃ) কে সেজদা দিতে না দেখিলে সেজদা দিতাম না।

হাদীস- ১৩৪১। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **সেজদার আয়াত শুনিলে সেজদা।**

নবী করীম (দঃ) সেজদা পড়িতেন। আমরা নিকটে থাকা অবস্থায় তিনি সেজদা দিতেন এবং আমরাও তাঁহার সাথে সেজদা দিতাম। আমাদের এত ভীড় হইত যে আমাদের কেউ কেউ সেজদার জন্য কপাল রাখার জায়গাটুকু পর্যন্ত পাইত না।

হাদীস- ১৩৪২। সূত্র- হযরত আবু রাফে (রাঃ)- **নামাজে সেজদার আয়াতে সেজদা।**

আমি আবু হোরায়রা (রাঃ) এর সাথে এশার নামাজ পড়িলাম। তিনি 'ইযাস সামাউন শাক্কাত' সুরাটি পড়িলেন এবং তেলাওয়াতের সেজদা করিলেন। আমি প্রশ্ন করিলাম- ইহা কি করিলেন? তিনি উত্তর দিলেন,

আবুল কাসেম (দঃ) এর সাথে এই সুরা পড়িয়া সেজদা দিয়াছিলাম। তাঁহার সহিত মিলিত না হওয়া পর্যন্ত নামাজে ঐ কারনে আমি সেজদা দিতে থাকিব।

হাদীস- ১৩৪৩। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **শত্রু ভূমিতে কোরআন শরীফ নিয়া যাওয়া নিষেধ।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) শত্রু ভূমিতে কোরআন শরীফ নিয়া যাইতে নিষেধ করিয়াছেন।

হাদীস- ১৩৪৪। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **কোরআন পাঠ শয়তানের জন্য বাধা।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) সাহাবাগণ সহ 'ওকাজ' এর দিকে যাওয়ার কালে একস্থানে বিশ্রাম নিতেছিলেন। আকাশ হইতে তথ্য সংগ্রহকারী দুষ্ট জ্বিনগণের তথ্য সংগ্রহের পথ বন্ধ করা হইয়াছিল এবং তাহাদের প্রতি নক্ষত্র নিক্ষিপ্ত করিয়া তাহাদিগকে ফিরিতে বাধ্য করা হইয়াছিল। ইহাতে প্রত্যাবর্তনকারী জ্বিনগণকে অন্যান্য জ্বিনেরা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল- তোমাদের কি অবস্থা? তাহারা উত্তর করিল- উর্ধ জগতে আমাদের যাতায়াত বন্ধ করা হইয়াছে এবং আমাদের প্রতি নক্ষত্র নিক্ষেপ করা হইয়াছে। কোন বিশেষ বস্তুর সৃষ্টির দরুনই এই প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হইয়াছে সাব্যস্ত করিয়া তাহারা ঐ বস্তুর সন্ধানে চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। মক্কা এলাকায় আগমনকারী জ্বিনদের দলটি বতনে নখলা নামক স্থানের দিকে আসিয়া দেখিতে পাইল রসূলুল্লাহ (দঃ) ওকাজের দিকে যাইবার কালে বিশ্রাম স্থলে ভোরের নামাজ আদায় করিতেছেন। জ্বিনগণ কোরআন তেলাওয়াতের শব্দ পাইয়া মনোযোগের সাথে লক্ষ্য করিয়া সেখানে দাঁড়াইল এবং দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করিল যে ইহাই ঐ বস্তু যাহার কারণে তাহাদের আকাশের নিকটবর্তী যাতায়াত নিষিদ্ধ হইয়াছে। তাহারা তৎক্ষনাৎ স্বজাতীয়দের নিকট ফিরিয়া আসিল এবং ঘটনা বর্ণনা করিল- যাহার বিবরণ সূরা জ্বিনে রহিয়াছে 'আমরা এক আশ্চর্যজনক বস্তুর তেলাওয়াত শুনিতে পাইয়াছি, উহা সৎপথ প্রদর্শন করিয়া থাকে। তাই আমরা উহার প্রতি ঈমান আনিয়াছি এবং স্বীয় সৃষ্টি কর্তার সাথে কাহাকেও শরীক করিব না।' এই সম্পর্কেই আল্লাহতা'লা নাজেল করিলেনঃ- বল- আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হইয়াছে যে, জ্বিনদের একদল ইহা শ্রবন করিয়াছিল; তৎপর বলিয়াছিল যে, নিশ্চয় আমরা এক বিস্ময়কর কোরআন শ্রবন করিয়াছি। (পারা ২৯ সুরা ৭২ আয়াত ১)

হাদীস- ১৩৪৫। সূত্র- হযরত আবদুর রহমান (রাঃ)- **বৃক্ষদ্বারা জ্বিনদের কোরআন তেলাওয়াত শ্রবন জ্ঞাত করা।**

জ্বিনগণ যে রাত্রিবেলা কোরআন তেলাওয়াত শুনিয়াছিল সেই ঘটনা নবী করীম (দঃ)কে কেহ জানাইয়াছিল কি? ইহা আমি প্রসিদ্ধ তাবেয়ী মছরুক (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন- আপনার পিতা ইবনে

মাসউদ (রা:) বলিয়াছেন- একটি বৃক্ষ তাঁহাকে ঐ জ্বিনদের সম্পর্কে জানাইয়াছিল।

হাদীস- ১৩৪৬। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **কোরআন শরীফের আয়াত মনছুখ হওয়া।**

ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন- আমাদের মধ্যে ক্বেরাত বিশেষজ্ঞ হইলেন উবাই ইবনে কাযাব (রাঃ), আর আইন বিশেষজ্ঞ হইলেন আলী (রাঃ)। কাযাবের মতবাদ- রসূলুল্লাহ (দঃ) হইতে যে কোন শব্দ বা বাক্য একবার শুনিয়াছি উহাকে কখনও ছাড়িব না- এর বিরোধিতা এতদ্‌সত্ত্বেও করিয়া থাকি। উক্ত মতবাদের খণ্ডনে ওমর (রাঃ) প্রমান স্বরূপ কোরআন শরীফের আয়াত 'আমি কোন আয়াত মনছুখ করিয়া দিলে অবশ্যই উহার স্থলে উহা অপেক্ষা উত্তম, অন্ততঃ উহার সমতুল্য আর একটি প্রবর্তিত করিয়া থাকি। তুমি কি জাননা যে আল্লাহ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান? তুমি কি জাননা যে, আল্লাহরই জন্য নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের আধিপত্য এবং আল্লাহ ব্যতীত কেহই তোমাদের অভিভাবক অথবা সাহায্যকারী নাই?' (পারা ১ সুরা ২ আয়াত ১০৬-১০৭)

হাদীস- ১৩৪৭। সূত্র- হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)- **আয়াত মনছুখ হওয়া।**

তোমাদের অন্তরে যাহা আছে তাহা প্রকাশ কর বা উহা গোপন কর- আল্লাহ তোমাদের নিকট হইতে উহার হিসাব লইবেন।' এই আয়াত[১]টি পরবর্তী আয়াত[২] দ্বারা মনছুখ হইয়া গিয়াছে। [১। পারা ২ সুরা ২ আয়াত ২৮৪, ২। পারা ২ সুরা ২ আয়াত ২৮৬]

হাদীস- ১৩৪৮। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়ের (রাঃ)- **মনছুখ হওয়া আয়াতের কোরআন শরীফে স্থান লাভ।**

ওসমান (রাঃ)কে, 'তোমাদের মধ্যে যাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং পত্নীগনকে ছাড়িয়া যায় তাহারা যেন স্বীয় পত্নীগনকে বহিষ্কৃত না করিয়া এক বৎসর পর্যন্ত তাহাদিগকে ভরন পোষন দেওয়ার জন্য অছিয়ত করিয়া যায়।' (পারা ২ সুরা ২ আয়াত ২৪০) আয়াতটি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলিলেন- এ সম্পর্কীয় অন্য একটি আয়াত দ্বারা এই আয়াতটির হুকুম মনছুখ[১] হইয়া গিয়াছে। উক্ত আয়াতটি কোরআন শরীফে শামিল রাখা হইল কেন প্রশ্নের উত্তরে ওসমান[২] (রাঃ) বলিলেন- হে ভ্রাতুষ্পুত্র! পবিত্র কোরআন শরীফে যাহা কিছু শামিল থাকা স্থিরীকৃত রহিয়াছে উহার কোন একটি বস্তুও আমি হটাইতে পারি না। [১। হুকুম রহিত কিন্তু তেলাওয়াত রহিত হয় নাই। ২। পবিত্র কোরআন একত্রে লিপিবদ্ধকারী তৃতীয় খলিফা।]

হাদীস- ১৩৪৯। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **ওমর (রাঃ) এর অভিলাস অনুযায়ী আয়াত নাজেল।**

ওমর (রাঃ) আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিতেন- তিন ক্ষেত্রে আমার অভিলাস অনুযায়ী আল্লাহতালা আদেশ ও বিধান জারী করিয়াছেন- (১) হজ

YOADRI.BLOGSPOT.

ও ওমরার পর মাকামে ইব্রাহীমে দুই রাকাত নামাজ পড়ার আয়াত (পারা ১ সুরা ২ আয়াত ১২৫)। (২) পর্দার বিধান সম্বলিত আয়াত (পারা ১৮ সুরা ২৪ আয়াত ৩০-৩১)। এবং (৩) নবীপত্নীগনকে সতর্কীকরনে এই আয়াত- "যদি সে তোমাদিগকে পরিত্যাগ করে ,তবে অচিরেই তাহার প্রতিপালক তাহাকে তোমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতমা সহ ধর্মিনী সমূহ পরিবর্তন করিয়া দিবেন (পারা ২৮ সুরা ৬৬ আয়াত ৫)

প্রথমস্থলে মাকামে ইব্রাহীমের নিকটবর্তীস্থানে নামাজ আদায়ের অভিপ্রায় আমি রসূল (দঃ) এর নিকট ব্যক্ত করার পর, দ্বিতীয়স্থলে রসূল (দঃ)কে উম্মুল মোমেনীন গনের জন্য পর্দার ব্যবস্থা করার অনুরোধ করার পর এবং তৃতীয়স্থলে রসূল (দঃ) তাঁহার বিবিগনের কাহারও কাহারও আচরনে নারাজ হওয়ার পর আমি তাঁহাদিগকে সতর্ক করার সময় তাঁহাদের একজন আমাকে তিরস্কার করায় কোরআন শরীফের উক্ত আয়াত সমূহ নাজেল হয়।

হাদীস- ১৩৫০। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **ইহুদীদের দ্বারা বিভ্রান্ত না হওয়া।**

ইহুদীগন তাহাদের হিব্রু ভাষার তৌরাত আরবী ভাষায় তর্জমা করিয়া মুসলামদিগকে শুনাইত। রসুলুল্লাহ (দঃ) সাহাবীগনকে বলিলেন- আহলে কেতাবদের ঐসব পঠিত বিষয়াবলী সত্যরূপেও গ্রহন করিও না এবং মিথ্যাও বলিও না বরং তাহাদিগকে সূরা বাকারাতে আল্লাহ যে শিক্ষা দিয়াছেন তাহাই শুনাইয়া দাও। 'বল, আমরা আল্লাহর প্রতি এবং যাহা আমাদের প্রতি নাজেল হইয়াছে এবং যাহা ইব্রাহিম ও ইসমাইল ও ইসহাক ও ইয়াকুব ও তদীয় বংশধরগনের প্রতি নাজেল হইয়াছিল এবং মূসা ও ঈসাকে যাহা দেওয়া হইয়াছিল এবং অন্যান্য নবীগনকে তাহাদের প্রতিপালক হইতে যাহা দেওয়া হইয়াছিল, তৎসমূহের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতেছি, তাহাদের মধ্যে কাহাকেও আমরা প্রভেদ করি না এবং আমরা তাহারই প্রতি আত্মসমর্পকারী।' (পারা ১ সূরা ২ আয়াত ১৩৬)

হাদীস-১৩৫১। সূত্র- হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)- **উম্মতে মোহাম্মদী স্বাক্ষ্য দানকারীর মর্য্যাদা পাইবে।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- কেয়ামতের দিন নুহ (আঃ)কে ডাকিয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করা হইবে- আপনি স্বীয় উম্মতকে সত্য ধর্ম পৌঁছাইয়াছিলেন কি? তিনি বলিবেন- হ্যাঁ। অতঃপর তাঁহার উম্মতগনকে জিজ্ঞাসা করা হইবে- নুহ (আঃ) তোমাদিগকে সত্য ধর্ম পৌঁছাইয়াছিলেন কি? তাহারা বলিবে, সতর্ককারী কোন লোকই আমাদের নিকট আসে নাই। আল্লাহতা'লা নুহ (আঃ)কে জিজ্ঞাসা করিবেন- আপনার দাবীর উপর কোন স্বাক্ষী আছে কি? তিনি বলিবেন- হ্যাঁ, আমার স্বাক্ষী মোহাম্মদ (দঃ) ও তাঁহার উম্মত। সেমতে আমার উম্মতগন স্বাক্ষ্য দিবে যে নুহ (আঃ) তাঁহার উম্মতকে সত্য ধর্ম পৌঁছাইয়াছিলেন। আমিও তোমাদের উক্তির সমর্থনে

ব্যাখ্যাদান করিব। সুরা বাকারার দ্বিতীয় পারার প্রথম রুকুতে এই আয়াত, 'এবং এইরূপে আমি তোমাদিগকে আদর্শ সম্প্রদায় করিয়াছি- যেন তোমরা মানবগনের জন্য সাক্ষী হও এবং রসুল ও তোমাদের জন্য সাক্ষী হয় (পারা ২ সূরা ২ আয়াত ১৪৩)

হাদীস- ১৩৫২। সূত্র- হযরত নাফে (রাঃ)- **পশ্চাৎ দিক হইতে স্ত্রী সহবাস।**

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) কোরআন পাঠরত অবস্থায় কোন কথাই বলিতেন না। একদা আমি কোরআন শরীফ খুলিয়া তাঁহার মুখস্থ পড়া শুনাকালে তিনি সুরা বাকারার ২৮ রুকুর 'নিসাউকুম হারসুল্লাকুম'[১] পড়ার স্থানে আসিয়া স্বভাবের বিপরীতভাবে আমাকে প্রশ্ন করিলেন- এই আয়াত কি বিষয়ে নাজেল হইয়াছে জান কি? আমি জানিনা বলিলে তিনি বলিলেন- পশ্চাত দিক হইতে স্ত্রী সহবাস সম্পর্কে। [১। আয়াত ২২৩]

হাদীস- ১৩৫৩। সূত্র- হযরত জাবের (রাঃ)- **পশ্চাৎ দিক হইতে স্ত্রী সহবাস।**

ইহুদীদের মধ্যে মতবাদ প্রচলিত ছিল যে পশ্চাৎ দিক হইতে স্ত্রী সহবাস করিলে সন্তান টেরা হয়। উহার প্রতিবাদে, পবিত্র কোরআনে নাজেল হইয়াছে- ঋতুকালে স্ত্রীলোকদিগকে অন্তরাল কর এবং বিশুদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত তাহাদের সন্নিকটবর্তী হইও না; যখন তাহারা পবিত্র, তখন আল্লাহ তোমাদিগকে যে স্থান হইতে আদেশ করিয়াছেন- তোমরা তাহাদের নিকট গমন কর।[১] তোমাদের স্ত্রীগন তোমাদের জন্য ক্ষেত্র স্বরূপ। তোমরা ক্ষেত্রকে ব্যবহার করিতে পার যেভাবে বা যেদিক হইতে ইচ্ছা কর।[২] [১। পারা ২ সূরা ২ আয়াত ২২২] ২। জননেন্দ্রীয় ঠিক রাখিয়া)

হাদীস- ১৩৫৪। সূত্র- হযরত ওমর (রাঃ)- **সম্পদের অসদ্ব্যবহারের পরিনতি।**

ওমর (রাঃ) নবী করীম (দঃ) এর সাহাবীদেরকে জিজ্ঞাসা করিলেন- তোমরা বলিতে পার কি এই আয়াতটি কি উদ্দেশ্যে নাজেল হইয়াছিল? "তোমাদের মধ্যে কেহ কি ইহা ইচ্ছা করে যে তাহার জন্য খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান হয়, যাহার নিম্নে স্রোতস্বিনী সমূহ প্রবাহিতা। তন্মধ্যে তাহার জন্য সমস্ত ফল রহিয়াছে; এবং তাহাকে বার্ধক্য আক্রমন করে ও তাহার সন্তানেরা দুর্বল হয়; অনন্তর এক ঝঞ্ঝাবায়ু উপস্থিত হয়- যাহার মধ্যে অগ্নিপ্রবাহ; পরে উহা পুড়িয়া যায়।" (পারা ৩ সূরা ২ আয়াত ২৬৬)

সাহাবাগন বলিলেন- আল্লাহই ভাল জানেন। এই উত্তর শুনিয়া ওমর (রাঃ) রাগ হইয়া বলিলেন- তোমরা জান কি জান না তাহা বল। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিলেন- হে আমিরুল মোমেনীন! এই সম্বন্ধে আমার মনে একটা ধারনা আছে। ওমর (রাঃ) বলিলেন- নিজেকে তুচ্ছ ভাবিও না। বলিয়া ফেল।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিলেন- এই আয়াতে মানুষের আমল সম্বন্ধে একটা দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হইয়াছে। ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন- কোন আমল সম্বন্ধে? ইবনে আব্বাস (রাঃ) অধিক কিছু বলিতে না পারায় ওমর (রাঃ) বিশ্লেষন পূর্বক বলিলেন- বাস্তবিকই এই আয়াতে একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হইয়াছে- এক লোকের ধনদৌলত ছিল, সে সব রকম এবাদত ও নেককাজই করিতে পারিয়াছে। শয়তান তাহাকে বিভ্রান্ত করিলে সে এই পরিমান গোনাহ করিয়াছে যদ্দরুন তাহার নেক আমল সমূহ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে।

হাদীস- ১৩৫৫। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **বক্র বুদ্ধিবিবেকধারীদের চিনিয়া রাখার নির্দেশ।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) পাঠ করিলেন, 'তিনিই তোমার প্রতি গ্রন্থ অবতারন করিয়াছেন, যাহাতে সুস্পষ্ট আয়াত সমূহ রহিয়াছে, উহা গ্রন্থের জননী স্বরূপ এবং অবশিষ্ট অস্পষ্ট। অতএব যাহাদের অন্তরে বক্রতা আছে, তাহারাই অশান্তি উৎপাদন ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষনের জন্য অস্পষ্টের অনুসরন করে।' (পারা ৩ সুরা ৩ আয়াত ৭) এবং বলিলেন- যাহাদিগকে ঐ দ্বিতীয় শ্রেনীর আয়াতের পেছনে লাগিয়া থাকিতে দেখ তাহাদিগকে চিনিয়া রাখ। তাহাদিগকেই আল্লাহতা'লা বক্র বুদ্ধিবিবেকধারী সাব্যস্ত করিয়াছেন। তোমরা তাহাদের হইতে সর্বদা সতর্ক থাকিবে।

হাদীস- ১৩৫৬। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **উম্মতে মোহাম্মদী সর্বোত্তম দল।**

আল্লাহতালা বলিয়াছেন- 'তোমরাই মানবমন্ডলীর জন্য শ্রেষ্ঠতম সম্প্রদায় রূপে সমুদ্ভূত হইয়াছ। তোমরা সদ্বিষয়ে আদেশ কর ও অসদ্বিষয়ে নিষেধ কর এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর।' (পারা ৪ সুরা ৩ আয়াত ১১০)

ইসলামের কর্মসূচী জেহাদ মোহাম্মদী দলের উত্তমতারই অন্তর্ভুক্ত। এই জেহাদের মাধ্যমে মুসলমানগন লোকদের গলায় শিকল দিয়া আনে, অতঃপর ঐ লোকগন স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহন করিয়া নেয়।

হাদীস- ১৩৫৭। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **'হাছবুনাল্লাহ ওয়া নে'মাল ওয়াকীল' এর মর্তবা।**

আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি সর্বোত্তম কার্য্য সমাধাকারী' এই বাক্যটি ইব্রাহীম (আঃ) অগ্নিকুন্ডে নিক্ষিপ্ত হওয়ার ভয়াবহ বিপদকালে বলিয়াছিলেন। আল্লাহতালা বলিতেছেন- যাহাদিগকে লোকেরা বলিয়াছিল, নিশ্চয় তোমাদের বিরুদ্ধে সেই সকল লোক একত্রিত হইয়াছে- অতএব তোমরা তাহাদিগকে ভয় কর।[১] তখন মুসলমানগনের ঈমানী বল অধিক বাড়িয়া গেল। তাঁহারা এই বলিয়া দৃঢ়তা অবলম্বন করিলেন, 'আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি মঙ্গলময়-কার্য্য সমাধাকারী।' (১। পারা ৪ সুরা ৩ আয়াত, ১৭৩)

হাদীস- ১৩৫৮। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **নারীদের উপর উত্তরাধিকার স্থাপন করা।**

অন্ধকার যুগের রীতি অনুযায়ী কেহ মারা গেলে উত্তরাধিকারীগন তাহার স্ত্রীরও অধিকারী হইত। উত্তরাধিকারীদের কেহ তাহাকে বিবাহ করিত, কিম্বা বিবাহ দিত কিম্বা আটক করিয়া রাখিত। ইহাতে তাহার মতামতের কোন মূল্য দেওয়া হইত না। এই কুনীতি বন্দ করিয়া কোরআন শরীফে আয়াত নাজেল হইল, ' হে ঈমানদারগন! তোমাদের জন্য বৈধ নহে যে তোমরা বলপূর্বক নারীদিগের উত্তরাধিকারী হও; এবং প্রকাশ্য অশ্লীলতা ব্যতীত তোমরা তাহাদিগকে যাহা প্রদান করিয়াছ তাহার কিয়দংশ গ্রহনের জন্য তাহাদিগকে প্রতিরোধ করিও না।' (পারা ৪ সূরা ৪ আয়াত ১৯)

হাদীস- ১৩৫৯। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)- **আল্লাহদ্রোহী ও রসূলের নাফরমানদের পরিনাম।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) আমাকে কোরআন পড়িয়া শুনাইতে বলিলে আমি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম- আপনার উপরইতো কোরআন নাজেল হইয়াছে। তিনি বলিলেন- আমার মন চায় অন্যের মুখ হইতে শুনিতে। আমি সূরা নেসা হইতে পড়িতেছিলাম 'তখন কি উপায় হইবে যখন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায় হইতে সাক্ষী আনিব এবং আপনাকেই তাহাদের প্রতি সাক্ষী করিব? যাহারা অবিশ্বাসী হইয়াছে ও রসূলের বিরুদ্ধাচরন করিয়াছে, তাহারা সেইদিন কামনা করিবে যেন ভূমন্ডল তাহাদের সহিত সমতল হয়[১] এবং আল্লাহর নিকট তাহারা কোন কথাই গোপন করিতে পারিবে না।' (পারা৫ সূরা ৪ আয়াত ৪১-৪২) তিনি বলিলেন- থাম! চাহিয়া দেখিলাম তাঁহার দুইচোখ হইতে দরদর করিয়া অশ্রু ঝরিতেছে। [১। লজ্জায় মাটির সহিত মিশিয়া যাইতে চাহিবে অর্থে]

হাদীস

হাদীস- ১৩৬০। সূত্র-হযরত আলী (রাঃ) **-মিথ্যা হাদীস বানানো।**

নবী করীম (দঃ) ফরমাইয়াছেন-আমার নামে মিথ্যা বলিও না। যে ব্যক্তি আমার নামে মিথ্যা বলিবে সে নিশ্চয় দোজখে যাইবে।

হাদীস- ১৩৬১। সূত্র-হযরত জোবায়ের (রাঃ)- **যে রসূল (দঃ) এর নামে মিথ্যা বলিবে সে জাহান্নামী।**

জোবায়ের (রাঃ) এর পুত্র তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন-আব্বা! আপনি রসূল (দঃ) এর নামে হাদীস বর্ননা করেন না কেন? যেমন অমুক অমুক ব্যক্তি করিয়া থাকেন। উত্তরে তিনি বলিলেন - আমি সর্বদা নবী করীম (দঃ) এর সাহচর্যে থাকিতাম বটে কিন্তু আমি শুনিয়াছি হযরত (দঃ) বলিয়াছেন- যে ব্যক্তি আমার নামে ইচ্ছাকৃত মিথ্যা বলিবে তাহার ঠিকানা দোজখ হইবে। (তিনি সতর্কতা স্বরূপ হাদীস কম বর্ননা করিতেন)

হাদীস- ১৩৬২। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **রসূল (দঃ) এর নামে মিথ্যা বলা ব্যক্তি দোজখবাসী।**

আমি বেশী হাদীস বর্ণনা করি না। কারণ, নবী করিম (দঃ) বলিয়াছেন- যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার নামে মিথ্যা বলিবে তাহার ঠিকানা হইবে জাহান্নাম।

হাদীস- ১৩৬৩। সূত্র- হযরত সালামাহ ইবনে আকওয়া (রাঃ)- **রসূল (দঃ) এর নামে মিথ্যা বলাকারী জাহান্নামী হইবে।**

নবী করীম (সঃ) বলিয়াছেন- যে ব্যক্তি আমার নামে এমন কথা বলিবে যাহা আমি বলি নাই, তাহার ঠিকানা হইবে জাহান্নাম।

হাদীস- ১৩৬৪। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **রসূল (দঃ) এর নামে মিথ্যা বলাকারী জাহান্নামী হইবে।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যারূপে কোন কিছু আমার সাথে সম্পর্কযুক্ত করে সে যেন জানিয়া রাখে-নিশ্চয়ই তাহার ঠিকানা হইবে জাহান্নাম।

হাদীস- ১৩৬৫। সূত্র-হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **হাদীস লিপিবদ্ধ করা।**

সাহাবীগণের মধ্যে কাহারও নিকট আমার চাইতে বেশী হাদীস থাকিতে পারে না। তবে হ্যাঁ-আবদুল্লাহ ইবনে আমরের নিকট হয়ত থাকিতে পারে। কারন, তিনি লিখিয়া রাখিতেন-আমি তাহা করি নাই।

হাদীস- ১৩৬৬। সূত্র-হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **নবীজীর অন্তিম বানী লিখাইবার ইচ্ছা প্রকাশ।**

নবী করীম (দঃ) এর ইহ জগৎ ত্যাগকালীন অসুখ যখন অধিক বাড়িয়া গেল তখন তিনি বলিলেন-কাগজ কলম আন। আমি তোমাদের জন্য এমন কিছু লিখাইয়া দেই যাহাতে তোমরা পথভ্রষ্টতা হইতে রক্ষা পাইবে। হযরতের যাতনা লক্ষ্য করিয়া ওমর (রাঃ) বলিলেন- আমাদের নিকট আল্লাহর কেতাব বিদ্যমান রহিয়াছে। সেই কোরআনই আমাদের জন্য যথেষ্ঠ। ইহাতে সাহাবীদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিল এবং কথা কাটাকাটি বাড়িয়া গেল। তখন নবী করীম (দঃ) সকলকে বলিলেন -তোমরা উঠিয়া যাও-আমার সম্মুখে বসিয়া বিবাদ করিও না। তোমাদের বিবাদের মিমাংসা অপেক্ষা উত্তম বিষয়ে আমি মগ্ন আছি। আমাকে এই অবস্থাতেই থাকিতে দাও।

তারপর ইহ জগত ত্যাগের পূর্বে নবী করীম (দঃ) তিনটি বিষয়ের বিশেষ আদেশ করিলেন-(১) মোশরেক পৌত্তলিকদিগকে আরব ভূখন্ড হইতে বাহির করিয়া দিও, (২) বহির্দেশ হইতে আগত প্রতিনিধি দলের অতিথিবৃন্দকে উপহার দিও- যেইরূপ আমি দিয়া থাকিতাম, (৩) তৃতীয়টি স্মরণ নাই।

বড়ই দূর্ভাগ্যজনক বিষয় ছিল যদ্দরুন আমরা রসূলুল্লাহ (দঃ) এর অন্তিম কালীন লিপি হইতে বঞ্চিত থাকিয়া গেলাম।

হাদীস- ১৩৬৭। সূত্র- হযরত সাঈয়ীদ মাকবুরি (রাঃ)- **অধিক হাদীস স্মরনকারী।**

আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিয়াছেন- লোকেরা বলে যে আবু হোরায়রা অধিক হাদীস বর্ণনা করিয়া থাকে। তাই আমি[১] এক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম- গত রাতে এশার নামাজে রসূলুল্লাহ

(দঃ) কোন কোন্ সূরা পাঠ করিয়াছেন। সে বলিল- আমার জানা নাই। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম- তুমি কি ঐ নামাজে উপস্থিত ছিলে না? সে বলিল- হ্যাঁ, ছিলাম। আমি বলিলাম- কিন্তু আমি জানি তিনি অমুক অমুক সূরা পাঠ করিয়াছিলেন। [১। আবু হোরায়রা]

হাদীস- ১৩৬৮। সূত্র- ইবনে ওমর (রাঃ)- **চারিটি সুন্নত।**

একব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)কে বলিল-আপনি চারিটি কাজ করিয়া থাকেন যাহা আপনার সঙ্গী অন্যদেরকে করিতে দেখি না। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন- কি কি? সে বলিল-(১) হজ্বের তওয়াফ করার সময় কাবা শরীফের শুধু দক্ষিণ পশ্চিম কোণও দক্ষিণ পূর্ব কোন দুইটিকে আলিঙ্গন করিয়া থাকেন; অন্য কোনকে নয় (২) পশমহীন চামড়ার চপ্পল পায়ে দিয়া থাকেন (৩) জরদ রং ব্যবহার করিয়া থাকেন (৪) মক্কায় থাকাকালীন ৮ই জিলহজ্বে হজ্বের এহরাম বাঁধিয়া থাকেন অথচ সকলে প্রথম তারিখেই এহরাম বাঁধে। তিনি উত্তর করিলেন- আমি রসুল (দঃ)কে ঐ দুই কোন ব্যতীত অন্য কোনকে আলিঙ্গন করিতে দেখি নাই। পশমহীন চামড়ার চপ্পল রসুল (দঃ) ব্যবহার করিতেন ও উহা পায়ে রাখিয়া অজু করিতেন তাই আমি উহাকে পসন্দ করি। রসুল (দঃ)কে জরদ রং ব্যবহার করিতে দেখিয়াছি তাই আমিও উহা ব্যবহার করি। রসুল (দঃ)কে যাত্রার পূর্বে এহরাম বাঁধিতে দেখি নাই। [মক্কায় অবস্থানকারীদের যাত্রা ৮ তারিখ]

হাদীস- ১৩৬৯। সূত্র- হযরত আবু বরজাহ (রাঃ)- **রসুল (দঃ) এর সুন্নতের অনুসারী হওয়া।**

হে লোক সকল! তোমরা ঘৃনিত, লাঞ্ছিত ও পথভ্রষ্ট ছিলে। আল্লাহতা'লা দীন ইসলাম ও মোহাম্মদ (দঃ) দ্বারা তোমাদের উন্নতি দান করিয়াছেন। তোমরা রসুল (দঃ) এর সুন্নতের অনুসারী হইবে।

হাদীস- ১৩৭০। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **জীবে দয়া।**

নবী করীম (দঃ) পূর্বকালের এক ব্যক্তির ঘটনা বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন- সেই ব্যক্তি কোথাও যাইতেছিল। পথিমধ্যে পিপাসার তাড়নায় অস্থির হইয়া পড়িল। একটি কূপ দেখিতে পাইয়া উহাতে অবতরণ করিয়া পানি পান করিল। কূপ হইতে উঠিয়া দেখিতে পাইল একটি কুকুর পিপাসায় হাঁপাইতেছে ও কাদা চাটিতেছে। ঐ ব্যক্তি ভাবিল- পিপাসায় আমার যেইরূপ কষ্ট হইয়াছে কুকুরটিরও সেইরূপ কষ্ট হইতেছে। সে পুনরায় কূপে অবতরণ করিয়া চামড়ার মোজা ভরিয়া পানি লইল। কূপ হইতে উঠিবার কোন ব্যবস্থা না থাকায় পানিভরা মোজা মুখে কামড় দিয়া উভয় হাতের সাহায্যে উঠিয়া তৃষ্ণাতুর কুকুরকে পানি পান করাইল। আল্লাহতালা তাহার ঐ পরিশ্রম ও কার্য্যকে সাদরে গ্রহণ পূর্বক তাহার সমস্ত গোনাহ মাপ করিয়া দিলেন।

সাহাবীগণ আরজ করিলেন-পশুর প্রতি সদ্ব্যবহারেও সওয়াব হইবে? হুজুর (দঃ) বলিলেন- প্রত্যেক জীবের উপকার করাতেই সওয়াব রহিয়াছে।

১৩। নবী- রসূল

হাদীস-১৩৭১। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **নবীজীর সীলমোহর।**

নবী করীম (দঃ) তৎকালীন বড় বড় রাজা বাদশাহদের নিকট ইসলামের দাওয়াত জানাইয়া পত্র পাঠাইতে মনস্থ করিলে তাঁহার নিকট আরজ করা হইল যে, রাজা বাদশাহগণ সীলমোহরযুক্ত লিপি না হইলে উহা গ্রহণ করেন না। তখন নবী করীম (দঃ) রৌপ্যের একটি অঙ্গুরী বিশেষকে শীলমোহর রূপে তৈরী করাইলেন। উহার মধ্যে উপর হইতে নীচে আল্লাহ, রসূল, মোহাম্মদ এই শব্দ কয়টি তিন লাইনে অঙ্কিত ছিল। উক্ত অঙ্গুরী আমি নবী করীম (দঃ) এর অঙ্গুলীতে পরিহিত দেখিয়াছি। এখনও উহা আমার চোখে ভাসিতেছে।

হাদীস- ১৩৭২। সূত্র-হযরত মাহমুদ ইবনে রবী (রাঃ)- **রসূলের বরকতময় ঠাট্টা।**

আমার মনে আছে-নবী করীম (দঃ) কূপের পানি ভরা ডোল হইতে পানি মুখে লইয়া আমার চেহারার উপর কুল্লি করিয়াছিলেন। তখন আমি মাত্র পাঁচ বৎসরের বালক।

হাদীস- ১৩৭৩। সূত্র-হযরত আবু মূসা আশয়ারী (রাঃ)- **এলেম মৌসুমী বৃষ্টি স্বরূপ।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- আল্লাহতালা আমাকে যে হেদায়েত ও এলেম দান করিয়া পাঠাইয়াছেন উহার উদাহরন প্রবল মৌসুমী বৃষ্টির ন্যায়। যখন উহা ভূপৃষ্ঠে বর্ষিত হয় তখন নরম ও উর্বর জমিগুলি শস্য শ্যামল হয়। আর যে জমিগুলি নীচু অথচ শক্ত ঐ গুলিতে বৃষ্টির পানি জমিয়া থাকে। সকলে ঐ পানি পান করে, পশুপালকে পান করায় এবং ঐ পানি দ্বারা অন্যান্য জমিতে চাষাবাদ করে। আর যে জমিগুলি উষর, পাথরের ন্যায় শক্ত ও সমতল, ঐ গুলি হইতে কেহ কোন প্রকার উপকার লাভ করিতে পারে না এবং ঐগুলি নিজেও সৌন্দর্য্য হইতে বঞ্চিত হয়।

হাদীস- ১৩৭৪। সূত্র-হযরত ওমর (রাঃ)- **মুসলমানদের স্থায়ী সুখ শান্তি আখেরাতে।**

আমি এবং আমার এক প্রতিবেশী হযরত (দঃ) এর দরবারে হাজির থাকার জন্য পালাক্রমের ব্যবস্থা করিয়া লইলাম। যেই দিন আমি দরবারে উপস্থিত থাকিতাম অহী ইত্যাদির যাবতীয় খবর তাহাকে বাড়ী আসিয়া শুনাইতাম ও শিক্ষাদান করিতাম এবং যেই দিন সে উপস্থিত থাকিত সেই দিন সে আমাকে শুনাইত ও শিক্ষা দিত। তাহার পালার দিনে একদা ঐ ব্যক্তি এশার সময় এক ভয়ঙ্কর খবর নিয়া আসিয়া আমার দরজায় প্রবলভাবে করাঘাত করিতে লাগিল। আমি ছুটিয়া আসিলে সে বলিল, এক ভীষন দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, গাসসানী শত্রু চড়াও হইয়াছে কি? সে বলিল- না, ইহার চাইতেও বড় দুর্ঘটনা ঘটিয়া

YQADRI.BLOGS

গিয়াছে; রসূল (দঃ) তাঁহার স্ত্রীগণকে তালাক দিয়া দিতেছেন। তখন আমি বলিলাম-হাফসার সর্বনাশ হইয়া গিয়াছে, সে সর্বহারা ও সর্বস্বান্ত হইয়াছে। আমি পূর্ব হইতেই আশঙ্কা করিতেছিলাম যে এইরূপ কিছু একটা ঘটনা আসন্ন। অতঃপর আমি মসজিদে আসিয়া রসূল (দঃ) এর সঙ্গে ফজরের নামাজ পড়িলাম। নামাজান্তে তিনি একটি দ্বিতল কক্ষে চলিয়া গেলেন। আমি হাফসার নিকট গিয়া দেখি সে কাঁদিতেছে। আমি বলিলাম-এখন কাঁদ কেন? আমি তোমাকে পূর্বেই সতর্ক করিয়াছিলাম। রসূল (দঃ) তোমাদিগকে তালাক দিয়া দিয়াছেন কি? সে বলিল-তালাক দেওয়ার বিষয় কিছু জানি না, কিন্তু রসূল (দঃ) আমাদের নিকট হইতে পৃথক হইয়া ঐ দ্বিতল কক্ষে অবস্থান করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আমি পুনরায় মসজিদে আসিলাম। দেখিলাম মিম্বরের চতুস্পার্শ্বে বসিয়া কিছু লোক কাঁদিতেছে। আমি কিছুক্ষন ঐখানে বসার পর তালাক দানের বিষয় স্থিরকৃত রূপে অবহিত হওয়ার স্পৃহা নিবারনার্থে হযরতের অবস্থানস্থলের নিকটবর্তী আসিয়া সিঁড়ির নিকট উপবিষ্ট হাবশী গোলামকে বলিলাম-হযরত (দঃ) এর খেদমতে আমার প্রবেশের অনুমতির প্রার্থনা জানাও। সে ভিতরে গিয়া কথা বলিয়া ফেরৎ আসিয়া আমাকে জানাইল- আপনার আগমনের কথা উল্লেখ করিয়াছিলাম কিন্তু হুজুর (দঃ) কোন উত্তর দেন নাই। ইহা শুনিয়া আমি মসজিদে লোকদের নিকট ফিরিয়া আসিয়া বসিলাম, কিন্তু পুনরায় ঐ স্পৃহা তীব্র হওয়ায় আমি আবারও ঐ কক্ষের নিকটবর্তী হইয়া দারোয়ানকে ঐরূপ বলিলাম। এইবারও সে ফিরিয়া আসিয়া একইরূপ উত্তর দিল। আমি তৃতীয়বারও একইরূপ করিলাম এবং একই উত্তর প্রাপ্ত হইয়া ফিরিয়া আসিতেছিলাম। কিছুদুর আসার পর শুনিতে পাইলাম দারোয়ান আমাকে ডাকিয়া বলিতেছে-রসূল (দঃ) আপনাকে প্রবেশের অনুমতি দিয়াছেন।

আমি কক্ষের ভিতরে গিয়া দেখি হযরত (দঃ) একটি খালি চাটাইয়ের উপর খেজুর গাছের ছোবড়া ভরা একটি চামড়ার বালিশে হেলান দিয়া শায়ীত আছেন। তাঁহার শরীরে চাটাইয়ের বুননের রেখা অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। আমি বসিবার পূর্বেই সালাম করিলাম এবং জিজ্ঞাসা করিলাম-আপনি স্বীয় বিবিগণকে তালাক দিয়াছেন কি? হযরত (দঃ) আমার দিকে তাকাইয়া উত্তর দিলেন-না, তালাক দেই নাই। এতদশ্রবনে আমি উল্লাসিত হইয়া আল্লাহ আকবর বলিয়া হর্ষধ্বনি করিলাম এবং তাঁহার মন আকর্ষনের জন্য দাঁড়ানো অবস্থায়ই একটি ঘটনা বর্ননা করিতে লাগিলাম।

আমরা মক্কাবাসী কোরায়েশ বংশীয় পুরুষগণ সর্বদাই নারীদিগকে প্রভাবিত রাখিতে অভ্যস্ত-নারীদের তরফ হইতে কোন প্রতিউত্তর বরদাস্ত করি না। কিন্তু মদীনার অবস্থা সম্পূর্ন ইহার বিপরীত। আমরা যখন হইতে মদীনায় অবস্থান শুরু করিয়াছি তখন হইতে আমাদের নারীগণ ধীরে ধীরে মদীনাবাসী নারীদের অভ্যাসে অভ্যস্থ হইতে শুরু করিয়াছে। ইহা শ্রবনে রসূল (দঃ) এর মুখে মৃদু হাঁসি ফুটিয়া উঠিল।

তারপর বলিলাম-একদিন আমার স্ত্রীকে আমি একটি বিষয়ে ধমক দিলে সে আমাকে প্রতি উত্তর করিল এবং তাহাতে আমি ভীষন চটিয়া গেলাম। তখন সে বলিল- আমার একটি মাত্র প্রতি উত্তরেই আপনি এইরূপ বলিয়া উঠিলেন, অথচ রসূল (দঃ) এর স্ত্রীগণও তো তাঁহার সহিত প্রতি উত্তর করিয়া থাকেন, এমনকি তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ কখনও কখনও রসূলাল্লাহ (দঃ) হইতে পৃথক থাকিয়া দিন কাটান। আমি আমার স্ত্রীর মুখে এই সংবাদ শুনিয়া আতঙ্কিত হইয়া উঠিলাম- যে-ই আল্লাহ্‌র রসূলের সঙ্গে এই প্রকার ব্যবহার করিবে তাহার কপাল পোড়া সর্বহারা হওয়া অনিবার্য্য। এই বলিয়া আমি তৎক্ষনাত হাফসার নিকট আসিলাম এবং জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমরা কি রসূলুল্লাহ (দঃ) এর সঙ্গে এইরূপ ব্যবহার করিয়া থাক? সে উহা স্বীকার করিল। আমি তাহাকে বলিলাম- তুমি কপাল পোড়া সর্বহারা হইয়াছ। তোমার কি ভয় হয় না যে আল্লাহর রসূল (দঃ) এর অসন্তুষ্টির দরুন তুমি আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও অভিশাপে ধ্বংশ হইয়া যাইবে? আমি তোমাকে রসূলুল্লাহ (দঃ) তথা আল্লাহতালার অসন্তুষ্টি ও গজব হইতে সতর্ক করিয়া দিতেছি। খবরদার! কখনও তুমি রসূলুল্লাহ (দঃ) এর নিকট খোরপোষ ইত্যাদি বৃদ্ধির জন্য দাবী করিবে না, তাঁহার কোন কথার প্রতি উত্তর করিবে না, সর্বদা তাঁহার চরনতলে থাকিয়া জীবন কাটাইবে। তোমার যাহা কিছু প্রয়োজন হয় আমার নিকট জানাইবে। তোমাদের মধ্যে কেহ যদি রসূল (দঃ) এর বিশেষ প্রিয়পাত্র হওয়ার দরুন ঐরূপ কোন কিছু করেও তথাপি তাহার দেখাদেখি তুমি কখনও ঐরূপ করিবে না। হযরত (দঃ) মৃদু হাঁসিলেন।

হযরত ওমর (রাঃ) বলিতে লাগিলেন-অতঃপর আমি উম্মে সালামার (নবী করীম (দঃ) এর স্ত্রী -ওমর (রাঃ) এর খালা) নিকট উপস্থিত হইয়া ও ঐরূপ নসীহত শুনাইতে লাগিলাম। তিনি আমার এই ধরনের কার্য্যকে অনধিকার চর্চা আখ্যায়িত করিয়া বলিলেন-তুমি সবখানেই স্বীয় অধিকার দেখাইতে চাও। এমনকি রসূল (দঃ) এবং তাঁহার স্ত্রীবর্গের ব্যাপার সমূহের মধ্যেও অধিকার খাটাইতে চাও। তাঁহার এই উত্তরে আমি আমার অভিযানে বাধাপ্রাপ্ত হইলাম এবং আমার ধারনা, ইচ্ছা ও অবস্থার পরিবর্তন ঘটিল। নবী করীম (দঃ) পুনরায় মৃদু হাঁসিলেন।

পুনঃ পুনঃ হযরতের হাঁসিমুখ দেখিয়া আমার মনে সাহসের সঞ্চার হইল। আমি তখন বসিয়া পড়িলাম। তাঁহার কক্ষের চতুর্দিকে তাকাইয়া দেখিলাম সেইখানে তিনটি মাত্র কাঁচা চামড়া এবং চামড়া পাকা করার জন্য বাবলা গাছের পাতা ভিন্ন আর কিছু নাই।

রসূল (দঃ)কে এইরূপ নিঃসম্বল দরিদ্র বেশে থাকিতে দেখিয়া আমি আমার অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলাম না; কাঁদিয়া ফেলিলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন-হে ওমর! কাঁদ কেন? আমি আরজ করিলাম- ইয়া রসূলুল্লাহ! পারস্য সম্রাট কেসরা, রোম সম্রাট কায়সর তাহারা আল্লাহর

YQADRI.BLOGSPOT.CO

উপাসক নয়; আল্লাহর একত্ববাদীও নয়; তথাপি তাহারা কত প্রকার আরাম-আয়েশ, ভোগ-বিলাস ও সুখ-স্বাচ্ছন্দের মধ্যে রহিয়াছে। আল্লাহ তাহাদিগকে দুনিয়ার সব কিছু দান করিয়াছেন। আর আপনি আল্লাহর রসূল অথচ দরিদ্রবেশী নিঃসম্বল। আপনি দোয়া করুন- আল্লাহ আপনার উম্মতকে অধিক স্বচ্ছলতা দান করুন।

ওমর (রাঃ) এর শেষ কথাটি শুনিয়া উহার উত্তরে বিশেষ তৎপরতা প্রদর্শনে রসূল (দঃ) সোজা হইয়া উঠিয়া বসিলেন এবং তেজোদৃপ্ত ভাষায় বলিলেন-হে খাত্তাবের পুত্র! তুমি এখনও এই বিষয়টির প্রতি সন্দেহাতীতরূপে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পার নাই যে, রোমীয়-পারসিক ইত্যাদি জাতিগণ- যাহারা দুনিয়ার জাঁক জমক পূর্ণ ভোগ বিলাসের মধ্যে আছে- আল্লাহতালা তাহাদেরকে যাহা কিছু সুখ শান্তি দিবার তাহা এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের মধ্যেই দান করতঃ সুখ ভোগের অংশ পরিশেষ করিয়া দিয়াছেন। তুমি কি ইহাতে সন্তুষ্ট নও যে, অমুসলমানদের জন্য সুখ-শান্তির স্থান হইল এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া, চিরস্থায়ী আখেরাতে উহার লেশমাত্র তাহারা পাইবে না; পক্ষান্তরে মুসলমানদের জন্য সুখ-শান্তির আসল স্থান হইল আখেরাত।

আমি স্বীয় মনঃবৃত্তি ও হীন ধারনাব্যঞ্জক উক্তির জন্য আল্লাহর নিকট আমার পক্ষে ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্য রসূল (দঃ)কে অনুরোধ জানাইলাম।

হাদীস- ১৩৭৫। সূত্র-হযরত আবু মুসা আশয়ারী (রাঃ)- **অনাবশ্যক প্রশ্ন করা।**

একদা নবী করীম (দঃ) বলিলেন-তোমাদের যাহা ইচ্ছা জিজ্ঞাসা কর। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল-হুজুর আমার পিতা কে? তিনি বলিলেন-তোমার পিতা হোজাফাহ। অপর এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল-আমার পিতা কে? হুজুর (দঃ) বলিলেন- তোমার পিতা সালেম। রসূল (দঃ) ক্রোধান্বিত হইয়া বারবার বলিতেছিলেন- জিজ্ঞাসা কর। সরলমনা লোকগণ রসূলুল্লাহ (দঃ) এর ক্রোধাবস্থা বুঝিতে না পারিয়া প্রশ্ন করিয়া যাইতেছিল। এমতাবস্থায় ওমর (রাঃ) রসূলুল্লাহ (দঃ) এর চেহারার উপর রাগের নিদর্শন দেখিতে পাইয়া তাঁহার সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িলেন এবং আরজ করিলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ! আমরা তওবা করিতেছি। আমরা আল্লাহর প্রতি রব হিসাবে, ইসলামের প্রতি দ্বীন হিসাবে, মোহাম্মদ (দঃ) এর প্রতি পয়গম্বর হিসাবে পূর্ন তৃপ্তি লাভ করিতেছি। এইরূপ বলিতে থাকায় রসূলুল্লাহ (দঃ) ক্ষান্ত হইলেন।

হাদীস-১৩৭৬। সূত্র- আনাস (রাঃ)- **রসূল (দঃ) এর মলমূত্র ত্যাগ।**

রসূল (দঃ) যখনই মলমূত্র ত্যাগের জন্য বাহির হইতেন, আমি এবং আমার সঙ্গী একটি ছেলে তাঁহার এস্তেঞ্জার জন্য পানি লইয়া আসিতাম এবং সরু মাথায় লোহা লাগান একটি লাঠিও নিয়া আসিতাম। [লাঠি ছোতরার জন্য]

YQADRI.BLC

হাদীস- ১৩৭৭। সূত্র-হযরত ইবনে সীরিন (রাঃ)- **রসূল (দঃ) এর চুল মোবারকের মর্য্যাদা।**

ইবনে সীরিন (রঃ) আবীদাহ নামক অতি প্রাচীন এক তাবেয়ীকে বলিলেন- আমার নিকট নবী করীম (দঃ) এর একটি চুল মোবারক আছে যাহা আমি আনাস (রাঃ) এর নিকট হইতে পাইয়াছি। আবিদাহ বলিলেন- আমি নবী করীম (দঃ) এর একটি চুল মোবারক হাসিল করিতে পারিলে সমস্ত দুনিয়া ও উহার ধন দৌলত পাওয়ার চাইতেও অধিক সন্তুষ্ট হইতাম।

হাদীস- ১৩৭৮। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **রসূল (দঃ) এর চুল মোবারক।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) যখন মাথা কামাইয়াছিলেন[১] তখন আবু তালহা (রাঃ) সর্বাগ্রে হযরতের চুল মোবারক হাসিল করিয়াছিলেন। ।১। হজ্বের সময়।।

হাদীস- ১৩৭৯। সূত্র- হযরত আবু মুসা (রাঃ)- **রসূল (দঃ) এর ব্যবহৃত পানি।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) এর 'জেহেররানা'তে অবস্থান কালে আমি তাঁহার সঙ্গে ছিলাম। বেলাল (রাঃ) ও তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। একব্যক্তি আসিয়া রসূলুল্লাহ (দঃ)কে বলিল- আমাকে যাহা দেওয়ার অঙ্গীকার করিয়াছেন তাহা এখন দিবেন কি? তিনি বলিলেন- আশা পুরনের সুসংবাদ গ্রহণ কর। সে বলিল- এইরূপ সুসংবাদ বহু দিয়াছেন। রসূলুল্লাহ (দঃ) আমার ও বেলাল (রাঃ) এর প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন- এই ব্যক্তি সুসংবাদ গ্রহন করিল না, তোমরা কর। আমরা বলিলাম- আমরা গ্রহন করিলাম। অতঃপর তিনি পানির পাত্র চাহিয়া উভয় হাত ও মুখ ধুইয়া উহার মধ্যে পানি ফেলিলেন। কুল্লিও উহার মধ্যে ফেলিয়া বলিলেন- তোমরা উভয়ে এই পানি পান কর, বুকে ও চেহারার উপর ঢাল এবং সুসংবাদ গ্রহন কর। আমরা তাহা করিতে উদ্যত হইলে পর্দার আড়াল হইতে উম্মে সালামা (রাঃ) বলিলেন- তোমাদের মাতার জন্য কিছু অবশিষ্ট রাখিও। আমরা কিছু অংশ রাখিয়া দিলাম।

হাদীস-১৩৮০। সূত্র- হযরত সায়েদ ইবনে এজীদ (রাঃ)- **মোহরে নবুওত দর্শন।**

আমার খালা আমাকে নিয়া নবী করীম (দঃ) এর খেদমতে হাজির হইলেন এবং আরজ করিলেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ আমার ভাগিনা, অসুস্থ। নবী করীম (দঃ) আমার মাথার উপর হাত রাখিলেন ও বরকতের দোয়া করিলেন। আমি তাঁহার পেছনে দাঁড়াইয়া থাকাকালীন তাঁহার দুই কাঁধের মধ্যস্থলে মোহরে নবুওত দেখিতে পাইলাম- পাখীর ডিমের সমান।

হাদীস-১৩৮১। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)- **রসূলের অভিশাপ অখন্ডনীয়।**

একদা রসূল (দঃ) কাবা শরীফের নিকট নামাজ পড়িতেছিলেন। আবু জহল এবং তাহার সাঙ্গপাঙ্গরা নিকটেই বসিয়া ছিল। তাহাদের মধ্য হইতে একজন বলিয়া উঠিল- অমুক পাড়ায় উট জবেহ হইয়াছে। উক্ত উটের নাড়ি

YOADRI.BLOGSPOT.C

ভুড়িগুলি আনিয়া কে মোহাম্মদ (দঃ) এর সেজদার সময় পিঠের উপর রাখিতে পারিবে? তাহাদের মধ্যে এক হতভাগা অগ্রণী হইয়া ঐ উটের নাড়িভুড়িগুলি আনিয়া সেজদারত অবস্থায় রসুল (দঃ) এর পিঠের উপর রাখিয়া দিল। আমি সমস্ত ঘটনা দেখিয়াছি কিন্তু উহাতে বাধাদানের কোন শক্তি ও সুযোগ আমার ছিল না। হতভাগারা ঐ দুষ্কর্ম করিয়া একে অপরের উপর হাঁসিয়া লুটোপুটি খাইতেছিল। রসুল (দঃ) তখন সেজদাতেই ছিলেন, মাথা উঠাইতে পারিতেছিলেন না। ফাতেমা (রাঃ) এই সংবাদ পাইয়া দৌড়াইয়া আসিলেন এবং আঁতুড়িটা হযরতের পিঠের উপর হইতে ফেলিয়া দিলেন। হুজুর (দঃ) সেজদা হইতে মাথা উঠাইয়া বলিলেন- 'হে আল্লাহ! কোরেশদিগকে ধ্বংস কর। এইরূপে তিনবার অভিশাপ দিয়া কয়েকজন লোকের নাম উল্লেখ করিয়া বলিলেন, হে আল্লাহ! আবু জহলকে ধ্বংস কর, ওৎবা ইবনে রবিয়াকে ধ্বংস কর, শায়বা ইবনে রবিয়াকে ধ্বংস কর, ওলীদ ইবনে ওৎবাকে ধ্বংস কর, উমাইয়া ইবনে খালেদকে ধ্বংস কর, ওৎবা ইবনে আবি মুঈতকে ধ্বংস কর। সপ্তম ব্যক্তির নামও উল্লেখ করিয়াছেন: আমি শপথ করিয়া বলিতেছি- রসুল (দঃ) যাহাদের নামে অভিশাপ করিয়াছেন বদরের যুদ্ধে তাহাদের প্রত্যেককেই আমি ধ্বংসাবস্থায় একটি গর্তে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছি- যেখানে অন্যান্য কাফেরদের লাশ স্তূপীকৃত ছিল।

হাদীস-১৩৮২। সূত্র- হযরত সাহল (রাঃ)- **যুদ্ধাহত নবীর চিকিৎসা।**

সাহাবী সাহল (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইল- নবী করীম (দঃ) আহত হইবার পর তাঁহাকে কি বস্তু দ্বারা চিকিৎসা করা হইয়াছিল? তিনি বলিলেন- এই বিষয়ে আমার চাইতে অধিক জ্ঞাত এখন আর কেহ নাই। আলী (রাঃ) ঢালের মধ্যে করিয়া পানি আনিতেছিলেন এবং ফাতেমা জোহরা (রাঃ) রসুল (দঃ) এর মুখমন্ডল হইতে রক্ত ধুইয়া ফেলিতেছিলেন। যখন দেখিলেন রক্ত বন্ধ হইতেছে না তখন চাটাই পোড়াইয়া উহার ভষ্ম ক্ষত স্থানে ভরিয়া দেওয়া হইল।

হাদীস-১৩৮৩। সূত্র- হযরত আবু মুসা (রাঃ) - **মেসওয়াক কালীন শব্দ।**

আমি নবী করীম (দঃ) এর খেদমতে হাজির হইলাম। তিনি মেসওয়াক করিতেছিলেন এবং আঁ আঁ শব্দ করিতেছিলেন। [জিহবা পরিস্কার করার সময়]

হাদীস-১৩৮৪। সূত্র- হযরত হোজায়ফা (রাঃ)- **মেসওয়াক করা।**

নবী করীম (দঃ) রাত্রে তাহাজ্জুদের জন্য উঠিয়া মেসওয়াক দ্বারা মুখ ভালরূপে পরিস্কার করিতেন।

হাদীস-১৩৮৫। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **বয়স্কদের অগ্রাধিকার।**

নবী করীম (দঃ) বর্ননা করিয়াছেন- একদা আমি স্বপ্নে দেখিলাম মেসওয়াক করিতেছি। এমন সময় দুই ব্যক্তি আমার নিকট উপস্থিত হইলে

আমি অপেক্ষাকৃত কম বয়স্ককে মেসওয়াকখানা দিলাম। আমাকে আদেশ করা হইল- মেসওয়াকটি অধিক বয়স্ক ব্যক্তিকে দান করুন।

হাদীস-১৩৮৬। সূত্র- হযরত কাতাদাহ (রাঃ)- পৌরুষ ব্যতিরেকে **একাধিক স্ত্রী সঙ্গম।**

কাতাদাহ (রাঃ) হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন- নবী করীম (দঃ) একই রাত্রে পরপর এগার বিবির সহিত সঙ্গম করিতেন। কাতাদাহ (রাঃ) আনাস (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন- হযরতের কি এতই শক্তি ছিল? আনাস (রাঃ) বলিলেন- আমাদের মধ্যে এই কথা প্রসিদ্ধ ছিল যে রসূলুল্লাহ (দঃ) ত্রিশ জন পুরুষের শক্তি আল্লাহতালার তরফ হইতে প্রাপ্ত ছিলেন।

হাদীস-১৩৮৭। সূত্র- হযরত জাবের (রাঃ)- **হযরতের পাঁচটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য।**

রসূল (দঃ) বলিয়াছেন- আমাকে পাঁচটি বৈশিষ্ট্য দান করা হইয়াছে যাহা আমার পূর্বে কেহই লাভ করিতে পারে নাই। (১) এক মাসের পথ দূর হইতে শত্রু পক্ষকে ভীত ও ত্রাসিত করার শক্তিশালী প্রভাব, (২) সমস্ত ভূপৃষ্ঠকে আমার জন্য নামাজের উপযোগী সাব্যস্ত, (৩) গনীমতের মাল আমার জন্য হালাল, (৪) শাফায়াতের সুযোগ বিশেষ ভাবে দান এবং (৫) বিশ্ব মানবের প্রতি প্রেরিত-পূর্বে প্রত্যেক নবী বিশেষ কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরীত হইতেন।

হাদীস- ১৩৮৮। সূত্র- হযরত জাবের (রাঃ)- **উলঙ্গ হওয়ায় সজ্ঞা হারানো।**

রসূল (দঃ) কা'বা ঘর মেরামতের জন্য সকলের সঙ্গে কাঁধে বহন করিয়া পাথর আনিতেছিলেন- তাঁহার পরনে লুঙ্গি ছিল। তাঁহার চাচা আব্বাস (রাঃ) বলিলেন-হে ভ্রাতুষ্পুত্র! লুঙ্গি খুলিয়া কাঁধের উপর রাখিলে পাথর আনিতে কষ্ট হইত না। রসূল (দঃ) ঐরূপ করার সঙ্গে সঙ্গে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়া গেলেন। এই ঘটনার পর তিনি সর্বদা এই বিষয়ে সতর্ক থাকিতেন।

হাদীস- ১৩৮৯। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **সামনে পেছনে সমান দেখা।**

একদা নবী করীম (দঃ) আমাদেরকে নামাজ পড়াইলেন। তারপর মিম্বরের উপর উঠিয়া রুকু ও সেজদা সম্পর্কে নসিহত করিলেন এবং বলিলেন- অবশ্যই আমি তোমাদেরকে সামনের দিক হইতে যেইরূপ দেখি পেছনের দিক হইতেও তদ্রুপ দেখি।

হাদীস- ১৩৯০। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **রসুল (দঃ) এর দৃষ্টি সর্ব দিকে।**

রসুল (দঃ) বলিয়াছেন- তোমরা কি মনে কর যে, নামাজে আমার মুখ শুধু কেবলার দিকে থাকে? আল্লাহর শপথ, তোমাদের রুকু করা এবং

একাগ্রতা অবশ্যই আমার অগোচরে থাকে না। আমি পেছন দিক হইতেও তোমাদেরকে দেখিতে পাই।

হাদীস- ১৩৯১। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ)- খোসা **শ্রেণীর লোকদের মধ্যে থাকা।**

নবী করীম (দঃ) আমাকে বলিলেন- হে আবদুল্লাহ ইবনে আমর! যখন তুমি খোসা শ্রেণীর লোকদের মধ্যে থাকিবে তখন কি করিবে? ইহা বলিবার সময় তাঁহার হাতের আঙ্গুল সমূহ একটার মধ্যে আর একটা প্রবিষ্ঠাবস্থায় ছিল।

হাদীস-১৩৯২। সূত্র - হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **উম্মতে মোহাম্মদী আসর ও মাগরেব সময়ের সাথে তুলনীয়।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন-পূর্বেকার উম্মতগণের তুলনায় তোমাদের অবস্থান আসর হইতে সূর্য্যাস্ত পর্যন্ত সময়ের সাথে তুলনীয়। ইহুদীদেরকে তাওরাত দেওয়া হইয়াছিল। তাহারা যেন দুপুর পর্যন্ত কাজ করিয়াছে। দুপুর পর্যন্ত কাজ করিয়া অপরাগ হইলে তাহাদেরকে এক এক কিরাত করিয়া প্রদান করা হইল। নাছারাদিগকে ইঞ্জিল দেওয়া হইল। তাহারা যেন আসর পর্যন্ত কাজ করিয়া অপারগ হইলে। তাহাদেরকেও এক এক কিরাত পারিশ্রমিক দেওয়া হইল। অতঃপর আমাদিগকে কোরআন দেওয়া হইয়াছে। আমরা সূর্য্যাস্ত পর্যন্ত কাজ করিলাম এবং আমাদেরকে দুই দুই কিরাত পারিশ্রমিক প্রদান করা হইল। পূর্বের দুইটি কেতাবের অনুসারীরা বলিল- হে আমাদের প্রভু! আপনি ইহাদেরকে দুই দুই কিরাত প্রদান করিলেন আর আমাদেরকে দিলেন এক এক কিরাত অথচ আমরা বেশী সময় কাজ করিয়াছি। মহান আল্লাহ জবাব দিলেন- তোমাদের পারিশ্রমিক দেওয়ার ব্যাপারে কি আমি কোনরূপ জুলুম করিয়াছি? সবাই বলিল - না। তখন আল্লাহ বলেন- ইহা আমার মেহেরবানী, যাহাকে ইচ্ছা দান করিয়া থাকি।

হাদীস-১৩৯৩। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **খাইবার জন্য আমন্ত্রন।**

আমি একবার নবী করীম (দঃ)কে মসজিদে দেখিতে পাইলাম। তাঁহার সঙ্গে কয়েকজন লোক ছিল। আমি দাঁড়াইলে তিনি আমাকে বলিলেন, তোমাকে কি তালহা পাঠাইয়াছে? আমি হ্যাঁ বলিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, খাইবার জন্য কি? এইবারও আমি হ্যাঁ বলিলে তিনি সকলকে উঠিতে বলিলেন। আর আমিও সকলের সম্মুখে রওয়ানা হইলাম।

হাদীস- ১৩৯৪। সূত্র- হযরত জাবের (রাঃ)- **খেজুর থামের কান্না। (উস্তুনে হান্নানা)**

এমন একটি খুঁটি ছিল যাহাতে হেলান দিয়া নবী করীম (দঃ) দাঁড়াইতেন। অতঃপর যখন তাঁহার জন্য মিম্বর সংস্থাপিত হইল তখন আমরা তাহা হইতে উটনীর কান্নার মত কান্নার শব্দ শুনিতে পাইতাম। নবী করীম (দঃ) মিম্বর হইতে নামিয়া আসিয়া তাহার উপর নিজের হাত রাখিতেন।

হাদীস- ১৩৯৫। সূত্র- হযরত আমর ইবনে তাগলেব (রাঃ)- **রসূলের সন্তুষ্টি সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ।**

রসূল (দঃ) এর নিকট কিছু ধন দৌলত বা ক্রীতদাস আনা হইলে তিনি লোকদের মধ্যে তাহা বন্টন করিয়া দিলেন। তিনি কিছু লোককে দিলেন এবং কিছু লোককে দিলেন না। তিনি যাহাদেরকে দেন নাই তাহাদের অসন্তুষ্টির সংবাদ পাইয়া তিনি আল্লাহর প্রশংসা করিলেন। তাঁহার মহিমা ঘোষনা করার পর বলিলেন- আ'ম্মাবাদ, আল্লাহর শপথ, আমি কোন লোককে দেই এবং কোন লোককে দেই না। যাহাকে আমি দেই না সে আমার নিকট অধিকতর প্রিয় যাহাকে দেই তদপেক্ষা। আমি কেবল সেই সকল লোককেই দেই যাহাদের মনে রহিয়াছে অধৈর্য্য ও অস্থিরতা। আর যাহাদের অন্তরে আল্লাহতা'লা অমুখাপেক্ষিতা ও কল্যান দান করিয়াছেন সেই সকল লোককে আমি তাহাদের নিজেদের উপর ছাড়িয়া দেই। আমর ইবনে তাগলেব তাহাদের মধ্যে একজন।

আল্লাহর শপথ, রসূলুল্লাহ (দঃ) এর বানীর পরিবর্তে আমি লাল উটও পসন্দ করি না।

হাদীস- ১৩৯৬। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **অধিকবেগে বায়ু প্রবাহে ব্যকুলতা।**

অধিক বেগে বায়ু প্রবাহিত হইলে রসূলুলাহ (দঃ) এর চেহারায় ব্যাকুলতার লক্ষন দেখা যাইত।

হাদীস-১৩৯৭। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **একাধারে নফল রোজা ও নামাজ করা না করা উভয়ই জায়েজ।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) কোন মাসে একাধারে রোজা রাখিতেন। আমরা ধারণা করিতাম এইমাসে তিনি বেরোজা হইবেন না। কোন মাসে একাধারে বেরোজা থাকিতেন। আমরা ধারনা করিতাম এই মাসে তিনি রোজা রাখিবেন না। তাঁহাকে রাত্রিকালে নিদ্রিতও দেখা যাইত আবার নামাজ পড়িতেও দেখা যাইত।

হাদীস- ১৩৯৮। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **রাতের শেষাংশে নিদ্রা।**

নবী করীম (দঃ) আমার গৃহে থাকার সময় প্রতিদিনই দেখিয়াছি তিনি রাত্রের শেষ অংশে নিদ্রা যাইতেন।

হাদীস- ১৩৯৯। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **রসূলুল্লাহ (দঃ) এর কাফন।**

রসূলুল্লাহ (দঃ)কে তিনটি কাপড়ে কাফন দেওয়া হইয়াছে। উহা সুতী, সাদা এবং ইয়েমেন দেশের তৈরী ছিল। উহাতে তৈরী জামা বা পাগড়ী ছিল না।

হাদীস- ১৪০০। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **কবরে ক্রন্দন।**

নবী করীম (দঃ) কবরের পার্শ্বে বসিয়া ক্রন্দনরতা এক মহিলার নিকট দিয়া গমন কালে বলিলেন- আল্লাহকে ভয় কর এবং ধৈর্য্য ধারন কর। সে

YQADRI.BLOGSPOT.

বলিল- তুমি সরিয়া যাও, তুমিতো আর আমার মত বিপদে পড় নাই। সে নবী করীম (দঃ) কে চিনিত না। পরবর্তীতে তাহাকে বলা হইল- তিনি তো আমাদের নবী করীম (দঃ)। সে নবী করীম (দঃ) এর দ্বারে হাজির হইল। সেখানে আসিয়া সে কোন প্রহরি পাইল না। ক্ষমার সুরে আরম্ভ করিল- আমি আপনাকে চিনিতে পারি নাই। উত্তরে নবী করীম (দঃ) বলিলেন- প্রথম আঘাতে ধৈর্য্য ধারন করাই হইতেছে প্রকৃত ধৈর্য্য।

হাদীস- ১৪০১। সূত্র- হযরত ওকবা ইবনে আমের (রাঃ)- **পার্থিব স্বার্থের জন্য প্রতিযোগিতা নিষেধ।**

নবী করীম (দঃ) একদা বাহির হইয়া অহোদের শহীদানের কবরের নিকট গিয়া মৃতদের জানাজার নামাজ পড়ার ন্যায় নামাজ আদায় করিলেন এবং ফিরিয়া আসিয়া মিম্বরে দাঁড়াইয়া বলিলেন- আমি তোমাদের আগেই চলিয়া যাইব এবং তোমাদের জন্য সাক্ষী হইব। আল্লাহর শপথ, আমি এই মূহুর্তে আমার হাওজে কাওসার দেখিতেছি। আমাকে তো পৃথিবীর সম্পদ রাশির চাবি[১] প্রদান করা হইয়াছে। আল্লাহর শপথ, আমি তোমাদের সম্পর্কে এই ভয় করি না যে আমার পরে তোমরা শিরকে লিপ্ত হইবে বরং এই ভয় করি যে তোমরা পার্থিব স্বার্থ অর্জনে পরস্পর প্রতিযোগিতা করিবে।

হাদীস- ১৪০২। সূত্র- হযরত সামুরা ইবনে জুন্দুব (রাঃ)- **নবী করীম (দঃ) এর স্বপ্নে বেহেশতী দোজখী দর্শন।**

নবী করীম (দঃ) ফজরের নামাজের পর জিজ্ঞাসা করিতেন- আজ রাত্রে তোমাদের কেউ স্বপ্ন দেখিয়াছ কি? এমতাবস্থায় কেউ স্বপ্ন দেখিয়া থাকিলে তাহা বর্ণনা করিত এবং তিনি আল্লাহ যেমন চাহিতেন তাহার তাবীর করিতেন। একদিন তিনি আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করিলেন- তোমরা কেউ কি স্বপ্নে দেখিয়াছ? আমরা কেউ স্বপ্নে দেখি নাই বলিলে তিনি বলিলেন- আমি কিন্তু আজ রাত্রে স্বপ্ন দুইজন লোককে দেখিয়াছি। তাহারা আমার কাছে আসিয়া আমার হাত ধরিয়া এক পবিত্র স্থানে নিয়া গেলে সেইখানে এক ব্যক্তিকে বসা এবং এক ব্যক্তিকে দাঁড়ানো দেখিতে পাইলাম। আমাদের কোন কোন বন্ধু বলিয়াছেন, তাহার[১] হাতে রহিয়াছে লোহার কাঁটা যাহা সে বসা লোকটির চোয়ালে ঢুকাইয়া দিয়া তাহা চিরিয়া ফেলিতেছে এবং অনুরূপ ভাবে তাহার অপর চোয়ালেও ঢুকাইয়া তাহা চিরিয়া ফেলিতেছে। ইতিমধ্যে তাহার প্রথম চোয়ালটি জোড়া লাগিয়া ভাল হইয়া যাইতেছে এবং ইহাতে আবার লোহার কাঁটা ঢুকাইয়া আগের মত করিতেছে। আমি[২] বলিলাম- একি ব্যাপার? তাহারা দুইজন বলিল- চলুন। আমরা চলিতে চলিতে একব্যক্তির নিকট পৌছিলাম। সে চিৎ হইয়া শুইয়া আছে আর তাহার মাথার নিকট এক খন্ড পাথর হাতে এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া আছে এবং পাথরটি তাহার মাথার উপর নিক্ষেপ করিতেছে। প্রস্তর খন্ডটি মাথায় আঘাত করিয়া দূরে ছিটকাইয়া পড়িতেছে এবং সে উহা কুড়াইয়া

আনিয়া পুনরায় ইতিমধ্যে ভাল হইয়া যাওয়া মাথায় মারিতেছে। আমি৩ জিজ্ঞাসা করিলাম- এই লোকটি কে? তাহারা দুইজন বলিল- আগে চলুন। আমরা অগ্রসর হইয়া তন্দুরের মত একটি গর্তের পাশে গিয়া পৌঁছিলাম- যাহার উপরিভাগ সংকীর্ন কিন্তু নিম্নভাগ প্রসস্থ আর নিচে জ্বলন্ত আগুন। আগুনের শিখা যখন উপরে উঠিতেছে তখন ভিতরের লোকগুলি যেন বাহির হইয়া পড়িবে বলিয়া মনে হইতেছে, আর আগুন যখন নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছে তখন তাহারাও নীচে চলিয়া যাইতেছে। এই সংকীর্নমুখ গর্তের মধ্যে রাখা হইয়াছে উলঙ্গ নারী-পুরুষদেরকে। আমি সঙ্গী দুইজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম- ইহা কি কান্ড? তাহারা বলিল- আগাইয়া চলুন। আমরা অগ্রসর হইয়া একটি রক্ত নদীর কিনারায় পৌঁছিয়া দেখিলাম নদীর মাঝখানে একটি লোক এবং নদীর তীরে একটি লোক। তীরের লোকটির সামনে কিছু পাথর খন্ড। নদীর মাঝখানের লোকটি কিনারায় আসার চেষ্টা করিতেছে এবং কিনারায় পৌঁছিলেই তীরের লোকটি পাথর মারিয়া তাহাকে পূর্বের স্থানে পৌঁছাইয়া দিতেছে এবং এই ভাবেই চলিতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম- ইহা কি ব্যাপার দেখিতেছি? তাহারা দুইজন বলিল- আগাইয়া চলুন। আমরা আগাইয়া চলিয়া এমন একটি শ্যামল তরতাজা বাগানে প্রবেশ করিলাম যাহাতে একটি বিরাট গাছ ছিল। গাছটির নীচে বসা ছিল এক বৃদ্ধ এবং কিছু সংখ্যক শিশু। অদূরে একটি লোক তাহার সামনে আগুন জ্বালাইতেছিল। সঙ্গী দুইজন আমাকে নিয়া গাছে আরোহন করিয়া এমন একটি ঘরে প্রবেশ করাইল যাহার চাইতে সুন্দর ঘর ইতিপূর্বে আমি দেখি নাই। উহাতে যুবক, বৃদ্ধ, নারী ও শিশুরা অবস্থান করিতেছিল। অতঃপর তাহারা দুইজন সেখান হইতে আমাকে বাহির করিয়া আনিল এবং অন্য একটি গাছে চড়িয়া পূর্বাপেক্ষা সুন্দর আরেকটি ঘরে প্রবেশ করাইল। এই ঘরে ছিল শুধু বৃদ্ধ ও যুবকেরা। আমি তাহাদেরকে[৬] বলিলাম- তোমরা তো আমাকে আজ রাত্রি ভ্রমন করাইলে; এখন যাহা কিছু দেখিলাম সেই সম্পর্কে অবহিত কর।

তাহারা বলিল- যাহাকে চোয়াল চিরিতে দেখিলেন- সে মিথ্যাবাদী। তাহার প্রচারিত মিথ্যা লোক মারফত ছড়াইয়া পড়িত। কেয়ামত পর্যন্ত তাহার সাথে এই আচরন করা হইবে। যাহার মাথা পাথর দ্বারা চূর্ন করিতে দেখিলেন তাহাকে আল্লাহ কোরআনের জ্ঞান দিয়াছিলেন কিন্তু সে সেই জ্ঞানানুসারে না চলিয়া রাত্রে ঘুমাইয়াছে ও দিনে সে অনুসারে কাজ করে নাই। তাহার সাথে কেয়ামত পর্যন্ত এই আচরন চলিবে। যাহাদেরকে তন্দুর সদৃশ গর্তের মধ্যে দেখিলেন তাহারা হইল ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিনীর দল। রক্তের নদীতে যাহাকে দেখিলেন সে হইল সুদখোর। গাছের নীচে বসা বৃদ্ধ হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আর তাঁহার চতুর্দিকের শিশুরা হইল মৃত নাবালক শিশু। যাহাকে আগুন জ্বালাইতে দেখিলেন সে হইল দোজখের ফেরেশতা মালেক। প্রথম ঘরের বাসিন্দারা হইল সাধারন ঈমানদারগন আর এই ঘরের

VOANDI BLOGSPOT

বাসিন্দারা শহীদগন। আমি জিব্রাইল এবং ইনি মিকাইল। তাহারা আমাকে মাথা উঠাইতে বলিলে আমি মাথা উঠাইয়া মেঘমালার ন্যায় কিছু দেখিলাম। তাহারা বলিল- এইটি আপনার জায়গা। আমি তাহাদিগকে আমার জায়গায় যাইতে দিতে বলিলে তাহারা বলিল- আপনার আয়ু তো এখনও অবশিষ্ট আছে। আপনার আয়ু পূর্ন করিলে আপনি আপনার স্থানে যাইতে পারিবেন। [১। দাঁড়ানো ব্যক্তি, ২। নবী করীম (দঃ) ৩। নবী করীম (দঃ), ৪। সঙ্গী দুইজনকে]

হাদীস- ১৪০৩। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **রসুল (দঃ) এর অন্তিম দিন আয়েশার গৃহে।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার মৃত্যু পীড়ায় আয়েশা (রাঃ) এর ঘরে আসার পালা দেরী আছে দেখিয়া বলিতেন- আজ আমি কোন স্ত্রীর ঘরে আছি আর কালই বা কোন ঘরে থাকিব? অতঃপর আমার ঘরে থাকার দিনই আমার কোলে মাথা রাখা অবস্থায় আল্লাহ তাঁহাকে উঠাইয়া নিলেন এবং আমার ঘরেই তাঁহাকে দাফন করা হইল।

হাদীস- ১৪০৪। সূত্র- হযরত আবু হোমাইদ সায়েদী (রাঃ)- **রসুল (দঃ) এর সঠিক অনুমান।**

আমরা নবী করীম (দঃ) এর সাথে তবুকের যুদ্ধে লড়াই করিয়াছিলাম। তিনি ওয়াদিল কোরা নামক জনপদে আসিলে একজন স্ত্রীলোককে তাহার বাগানে দেখিতে পাইলেন। তিনি সহচরগণকে বলিলেন- তোমরা পরিমান[১] অনুমান কর। তিনি দশ ওসক[২] অনুমান করিলেন। অতঃপর স্ত্রীলোকটিকে বলিলেন- বাগানে উৎপন্ন খেজুরের হিসাব রাখিও। আমরা তবুক উপস্থিত হইলে নবী করীম (দঃ) বলিলেন- সাবধান! আজ রাত্রে প্রচন্ড ঝড় হইবে। তোমাদের কেউ যেন দাঁড়াইয়া না থাকে এবং যার যার উট যেন বাঁধিয়া রাখে। আমরা আমাদের উট বাঁধিয়া রাখিলাম। প্রচন্ড ঝড় বহিতে লাগিল এবং দাঁড়াইয়া থাকা এক ব্যক্তিকে তই পাহাড়ে নিক্ষেপ করিল।

আইলার বাদশাহ নবী করীম (দঃ)কে একটি সাদা খচ্চর উপঢৌকন দিলেন। নবী করীম (দঃ) তাহাকে একখানা চাদর প্রদান করিলেন এবং তাহাকে ঐ দেশের রাজত্ব লিখিয়া দিলেন। ওয়াদিল কোরা পৌছিয়া[৩] তিনি ঐ স্ত্রীলোকটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন- তোমার বাগানে কি পরিমাণ উৎপন্ন হইয়াছে? সে জবাব দিল- দশ ওসক- যাহা রসূলুল্লাহ (দঃ) অনুমান করিয়াছিলেন।

অতঃপর নবী করীম (দঃ) বলিলেন- আমি শীঘ্রই মদীনায় পৌছাইতে চাই। তোমাদের কেহ আমার সাথে যাইতে চাহিলে সে যেন তাড়াতাড়ি করে। ইবনে বাক্কার যাহা বলিলেন তাহার অর্থ হইল- নবী করীম (দঃ) মদীনার নিকটবর্তী হইয়া বলিলেন- ইহা তাবা[৪]। অহোদ পাহাড় দেখিয়া বলিলেন- ইহা ঐ পাহাড় যাহা আমাদেরকে ভালবাসে এবং আমরাও ইহাকে ভালবাসি।

[১। খেজুরের। ২। ৬ মন ৩। ফেরার পথে ৪। মদীনার অপর নাম]

হাদীস- ১৪০৫। সূত্র- হযরত উসামা ইবনে জায়েদ (রাঃ)- **নবী করীম (দঃ) এর পৈতৃক বাড়ী।**

উসামা ইবনে জায়েদ (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন- ইয়া রসুলুল্লাহ! আগামীকাল মক্কায় প্রবেশ করিয়া কি আপনি আপনার পৈতৃক বাড়িতে অবস্থান করিবেন? রসুলুল্লাহ (দঃ) উত্তর দিলেন- আমার পৈতৃক বাড়ী আছে কোথায়? আক্বীল[১] বাড়ীঘর সব বিক্রয় করিয়া দিয়াছে।

। রসুলুল্লাহর চাচাত ভাই- আক্বীল ইবনে আবু তালেব।

হাদীস-১৪০৬। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **মক্কায় সর্বপ্রথম কাজ।**

নবী করীম (দঃ) মক্কায় পৌছিয়া সর্বপ্রথম অজু করিলেন, অতঃপর তওয়াফ করিলেন।

হাদীস-১৪০৭। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **মক্কায় তওয়াফ, নামাজ ও সাঈ করণ।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) মক্কায় আগমন করিয়া সাতবার বাইতুল্লাহর তওয়াফ করিলেন, মাকামে ইবরাহীমের পেছনে দুই রাকাত নামাজ পড়িলেন এবং সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে সাতবার সাঈ করিয়া তেলাওয়াত করিলেন- 'তোমাদের জন্য আল্লাহর রসুলের জীবন প্রণালী অনুসরনীয় উত্তম আদর্শ ও নমুনা।'

হাদীস-১৪০৮। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **অভ্যর্থনাকারীকে সওয়ারীতে উঠানো।**

নবী করীম (দঃ) মক্কায় পৌছিলে আবদুল মোত্তালেব গোত্রের কতিপয় তরুন তাঁহাকে অগ্রগামী হইয়া অভ্যর্থনা জানায়। তিনি স্বীয় বাহনে তাহাদের একজনকে সামনে এবং একজনকে পেছনে বসাইয়া সঙ্গে লইয়াছিলেন।

হাদীস-১৪০৯। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **মক্কায় যাত্রা ও প্রত্যাবর্তন কালে নামাজ।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) মক্কার দিকে রওয়ানা হওয়া কালে মসজিদে শাজারাতে এবং মক্কা হইতে ফিরার কালে উপত্যকার মধ্যখানে জুল হোলাইফাতে নামাজ আদায় করিতেন। সেইখানেই ভোর হওয়া পর্যন্ত রাত কাটাইতেন।

হাদীস- ১৪১০। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **রসুল (দঃ) এর বিবিগণের মধ্যে হাদীয়া নিয়া বিতর্ক।**

রসুল (দঃ) এর বিবিগণের মধ্যে দুইটি দল ছিল। একদলে ছিলেন আয়েশা (রাঃ), হাফসা (রাঃ), সফিয়া (রাঃ) ও সওদা (রাঃ)। অপর দলে ছিলেন উম্মে সালামাহ (রাঃ) ও অন্যান্য বিবিগণ। সাহাবীগণ রসুলুল্লাহ (দঃ) এর আয়েশা (রাঃ) এর ঘরে অবস্থান কালে হাদীয়া পাঠাইতেন। উম্মে সালামাহ (রাঃ) এর দলের বিবিগণ আলোচনা করিয়া তাহাদের দলনেতৃকে অনুরোধ করিলেন তিনি যেন রসুল (দঃ)কে বলিয়া দেন যাহাতে সাহাবারা

YOADRI.BLOGSPOT.CO

তাহার সকল বিবির গৃহে অবস্থান কালেই হাদীয়া পেশ করেন। উম্মে সালামাহ (রাঃ) বিষয়টি হযরতের নিকট পেশ করিলে তিনি উত্তর দেন নাই। অন্যান্য বিবিদের অনুরোধে তিনি আবার বিষয়টি হযরতের নিকট পেশ করিলে ও হযরত (দঃ) কোন উত্তর দিলেন না। সকলের অনুরোধে তৃতীয়বার বিষয়টি উত্থাপন করিলে নবী করীম (দঃ) বলিলেন- আয়েশার ব্যাপারে আমাকে বিরক্ত করিও না। আমি আয়েশার গৃহে থাকাকালীন অহী নাজেল হয়। অন্য কোন বিবির ঘরে থাকাকালীন অহী নাজেল হয় না। এতদ্শ্রবনে উম্মে সালামাহ (রাঃ) বলিয়াছেন- ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি আপনার অসন্তুষ্টির কার্য্য হইতে আল্লাহর দরবারে তওবা করিতেছি।

অতঃপর ঐ দলের বিবিগণ ফাতেমা (রাঃ) এর স্মরণাপন্ন হইলে ফাতেমা (রাঃ) নবী করীম (দঃ) এর নিকট গিয়া আনুপুর্বিক ঘটনা বিবৃত করিয়া তাঁহাকে আবু বকর (রাঃ) তনয়া ও অন্যান্যদের মধ্যে সমতা বজায় রাখার অনুরোধ করিলে নবী করীম (দঃ) বলিলেন- আমি যাহাকে মহব্বত করি তুমি তাঁহাকে মহব্বত করিবে না? ফাতেমা (রাঃ) বলিলেন- নিশ্চয়ই। তখন তিনি বলিলেন- তবে আয়েশা (রাঃ)কে মহব্বত কর। ফাতেমা (রাঃ) বিবিগনের নিকট আসিয়া ঘটনা বিবৃত করিলে তাঁহারা ফাতেমা (রাঃ)কে আর একবার যাইতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু তিনি অস্বীকার করিলেন।

অতঃপর বিবিগণ জয়নব (রাঃ)কে পাঠাইলেন। জয়নব (রাঃ) সমতা রক্ষার জন্য উচ্চস্বরে কথা বলাকালে আয়েশা (রাঃ)কে কটাক্ষ করিতেছিলেন। আয়েশা (রাঃ) তখন নিকটেই বসা ছিলেন। রসুল (দঃ) বার বার আয়েশা (রাঃ) এর দিকে তাকাইতেছিলেন যেন তিনি উত্তর দেন। অতঃপর আয়েশা (রাঃ) এমন প্রতি উত্তর করিলেন যে জয়নব (রাঃ) নিরুত্তর হইয়া গেলেন। তখন নবী করীম (দঃ) এর চেহারায় খুশীর ভাব দেখা দিল আর তিনি বলিলেন- হাঁ, এইতো আবু বকরের বেটী।

হাদীস- ১৪১১। সূত্র- হযরত আজরা ইবনে সাবেত (রাঃ)- **হাদীয়া হিসাবে সুগন্ধি।**

আমি সুমা বিন আবদুল্লাহর নিকট গেলে তিনি আমাকে উপঢৌকন হিসাবে কিছু সুগন্ধি দিয়া বলিলেন- আনাস (রাঃ) সুগন্ধি দ্রব্যের উপঢৌকন প্রত্যাখ্যান করিবেন না। আনাস (রাঃ) বলেন- নবী করীম (দঃ) সুগন্ধি দ্রব্যের উপঢৌকন প্রত্যাখ্যান করিতেন না।

হাদীস-১৪১২। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **রসুল (দঃ) এর সাহস।**

মদীনাতে ভীতি ও ত্রাস সৃষ্টি হইলে নবী করীম (দঃ) আবু তালহা (রাঃ) এর মানদুব নামক ঘোড়াটিতে আরোহন পূর্বক টহল দিয়া আসিয়া বলিলেন- ভীত সন্ত্রস্ত হওয়ার মত কিছুই দেখিতে পাইলাম না। আমি ঘোড়াটিকে সমুদ্রের মত গতি বিশিষ্ট পাইলাম।

হাদীস- ১৪১৩। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **বিবাদ মিটানো।**

নবী করীম (দঃ) সকলের অনুরোধে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার উদ্দেশ্যে একটি গাধায় চড়িয়া কতিপয় সাহাবী সহ আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এর নিকট গেলেন। নবী করীম (দঃ) গাধা দৌড়াইয়া আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এর সম্মুখে পৌছিলে সে বলিল যে আপনার গাধার দুর্গন্ধে আমার কষ্ট হয়, আপনি সরিয়া যান। একজন সাহাবী বলিল- রসুলুল্লাহ (দঃ) এর গাধা তোর হইতে সুগন্ধময়। ইহাতে বাক বিতন্ডা হইতে শুরু করিয়া মারামারি হইল[১]। এইরূপ ঘটনা প্রসঙ্গে নাজেল হইল- 'যদি বিশ্বাসীগণের মধ্যে দুই দল সংগ্রাম করে তবে উভয়ের মধ্যে সন্ধি করিয়া দাও। (পারা ২৬ সুরা ৪৯ আয়াত ৯) [১। উভয় দলেই মুসলমান ছিল।

হাদীস- ১৪১৪। সূত্র- হযরত আমর ইবনে মায়মুনা (রাঃ)- **নবী করীম (দঃ) এর প্রার্থনা।**

শিক্ষক যেমন ছাত্রদিগকে শিক্ষা দেন তেমনি সায়াদ (রাঃ) তাঁহার সন্তানগনকে শিক্ষা দিতেন যে রসুলুল্লাহ (দঃ) নামাজের পর এই দোয়া করিতেন- ইয়া আল্লাহ! আমি আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি ভীরুতা, বার্ধক্য, দুনিয়ার ফেতনা এবং কবরের আজাব হইতে।

হাদীস- ১৪১৫। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **নবী করীম (দঃ) এর প্রার্থনা।**

নবী করীম (দঃ) এই বলিয়া প্রার্থনা করিতেন- ইয়া আল্লাহ! আমি প্রার্থনা করিতেছি অকর্মতা, অলসতা, ভীরুতা, প্রৌঢ়ত্ব, জীবিতকালীন বিপর্যয়, মৃত্যুকালীন বিপর্যয় এবং কবরের আজাবের বিপর্যয় হইতে।

হাদীস- ১৪১৬। সূত্র- হযরত সাহল (রাঃ)- **রসুল (দঃ) এর ঘোড়া।**

আমাদের বাগানে নবী করীম (দঃ) এর লুহাইফ নামক একটি ঘোড়া থাকিত।

হাদীস-১৪১৭। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **নবী করীম (দঃ)কে পাহারা দেওয়া।**

নবী করীম (দঃ) একরাত্রি নিদ্রাহীন কাটাইবার পর মদীনায় আসিয়া বলিলেন- আজ রাত্রে সাহাবাদের কেউ যদি আমাকে পাহারা[১] দান করিত তবে কতই না ভাল হইত! এমন সময় অস্ত্রের আওয়াজ শোনা গেল। তিনি বলিলেন- কে? আগন্তুক বলিল- আমি সায়াদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রাঃ)। আজ রাতে আপনাকে পাহারা দানের জন্য আসিয়াছি। তখন নবী করীম (দঃ) ঘুমাইয়া পড়িলেন।

[১। এই ঘটনা 'আল্লাহতা'লা আপনাকে শত্রুদের হইতে সুরক্ষিত রাখিবেন।' আয়াত নাজেল হওয়ার পূর্ববর্তী]

হাদীস- ১৪১৮। সূত্র- হযরত সালামাহ ইবনুল আকওয়া (রাঃ)- **নবী করীম (দঃ) সকলেরই সাথী**

নবী করীম (দঃ) আসলাম গোত্রের তীর নিক্ষেপরত একদল লোকের পাশ দিয়া অতিক্রম করিতেছিলেন। তিনি বলিলেন- হে বনী ইসমাইল!

YOADRI.BLOGSPOT.

তোমরা নিক্ষেপ করিতে থাক। কেননা, তোমাদের পিতামহ সুদক্ষ তীরন্দাজ ছিলেন। অতঃপর তিনি অন্য দলের সাথে মিশিয়া আমি[১] ও অমুক দলের সঙ্গে আছি বলিলে এক দল তীর নিক্ষেপ বন্ধ করিয়া দিল। নবী করীম (দঃ) তাহাদিগকে তীর নিক্ষেপ বন্ধ করিয়া দেওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলিল- আমরা কেমন করিয়া তীর নিক্ষেপ করিতে পারি, আপনি যে অমুক দলের সঙ্গে আছেন? নবী করীম (দঃ) বলিলেন- তোমরা তীর নিক্ষেপ করিতে থাক। আমি তোমাদের সবার সাথেই আছি। [১। রসুল (দঃ)]

হাদীস-১৪১৯। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **রসুল (দঃ) এর ক্ষমতা।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- আমাকে অল্প কথায় অনেক তথ্য প্রকাশের এবং অনেক দূর হইতে ভীতি প্রদর্শনের ক্ষমতা সহ প্রেরণ করা হইয়াছে। নিদ্রিতাবস্থায় আমাকে পৃথিবীর সমস্ত ধন ভান্ডারের চাবি দেওয়া হইয়াছে। রসুলুল্লাহ (দঃ) এর প্রস্থানের পর সকলে ঐ ধন ভান্ডার বাহির করিয়া নিতেছে।

হাদীস- ১৪২০। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **আগুন দিয়া জ্বালাইয়া দেওয়া।**

নবী করীম (দঃ) বনী নুজায়ের গোত্রের খেজুর বাগান আগুন লাগাইয়া জ্বালাইয়া দিয়াছিলেন।

হাদীস- ১৪২১। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যের ধ্বংসের ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বানী।**

কেসরা[১] নিশ্চিতভাবে ধ্বংস হইবে। অতঃপর আর কেউ কেসরা হইবে না। এবং অচিরেই কায়সার[২] ধ্বংস হইবে। অতঃপর আর কেউ কায়সার হইবে না। ইহাও নিশ্চিত যে তাহাদের ধন সম্পদ বিজিত হইয়া আল্লাহর রাস্তায় বন্টিত হইবে। তিনি যুদ্ধকে চক্রান্ত, ধোকা ও রনকৌশল বলিয়া উল্লেখ করেন। [১। পারস্য সম্রাট। ২। রোম সম্রাট]

হাদীস- ১৪২২। সূত্র- হযরত আবু মুসা (রাঃ)- **বন্দী মুক্তি।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- বন্দীকে মুক্ত করিয়া আন, ক্ষুধার্তকে অন্ন দান কর এবং পীড়িতের সেবা কর।

হাদীস- ১৪২৩। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **নবী করীম (দঃ) কর্তৃক বন্টন আল্লাহর ইচ্ছায় হয়।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- তোমাদের কাহাকেও দেওয়া এবং কাহাকেও না দেওয়া বস্তুতঃ আমার ইচ্ছায় হয় না; আমি শুধু বন্টনকারী। যেই স্থানে দেওয়ার জন্য আদিষ্ট হই কেবলমাত্র সেই স্থানেই দিয়া থাকি।

হাদীস- ১৪২৪। সূত্র- হযরত আমর ইবনে-আউফ (রাঃ)- **ধন সম্পদের মোহ ধ্বংস ডাকিয়া আনে।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) জিজিয়া আদায়ার্থে আবু ওবায়দাহ ইবনে জাররাহ (রাঃ)কে বাহরাইনে প্রেরণ করিলেন। আবু ওবায়দাহ (রাঃ) এর বাহরাইন হইতে আদায়কৃত অর্থ সহ প্রত্যাবর্তন করার সংবাদ পাইয়া আনসারগণ নবী

করীম (দঃ) এর সাথে ফজরের নামাজান্তে তাঁহার সম্মনে আসিয়া দাঁড়াইলেন। নবী করীম (দঃ) তাহাদেরকে দেখিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন- আমার মনে হয় তোমরা শুনিয়াছ যে আবু ওবায়দাহ (রাঃ) কিছু অর্থ নিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। সবাই বলিল- হ্যাঁ। তিনি বলিলেন- খুশীর সংবাদ গ্রহন কর এবং খুশী হওয়ার মত আশা রাখ। আল্লাহর শপথ। আমি তোমাদের ব্যাপারে দৈন্য ও দারিদ্রের ভয় করি না, বরং তোমাদের ব্যাপারে আমার আশংকা হয় যে, তোমাদের জন্য পৃথিবীকে তেমনি সচ্ছল করিয়া দেওয়া হইবে যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের প্রতি করা হইয়াছিল এবং তাহারা যেমন পৃথিবীর মোহাসক্ত হইয়া ধ্বংশ হইয়াছিল তোমরাও তেমনিভাবে ধ্বংশ হইয়া যাইবে।

হাদীস- ১৪২৫। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **ইহুদিদিগকে বহিস্কারের আদেশ।**

আমরা মসজিদে বসিয়াছিলাম। নবী করীম (দঃ) আমাদের নিকট আসিয়া বলিলেন- চল, ইহুদীদের এলাকায় যাইতে হইবে। আমরা রওয়ানা হইয়া তাহাদের ধর্মীয় শিক্ষালয়ের নিকট পৌছিলে নবী করীম (দঃ) তাহাদেরকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন- তোমরা ইসলাম গ্রহন কর, শান্তিতে থাকিতে পারিবে। জানিয়া রাখ, এই ভূখন্ড আল্লাহ ও তাঁহার রসূলের। আমি তোমাদিগকে এই ভূখন্ড হইতে বহিস্কার করিতে চাই। তোমরা কিছু বিক্রয় করিতে পারিলে করিয়া ফেল। অন্যথায় জানিও, এই ভূখন্ড আল্লাহ ও তাঁহার রসুলের এখতিয়ার ভুক্ত।

হাদীস- ১৪২৬। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রঃ)- **নবী করীম (দঃ) এর অভিশাপ।**

নবী করীম (দঃ) একদা বাইতুল্লাহ শরীফের সম্মুখে দাঁড়াইয়া শায়বা, ওত্‌বা, অলীদ এবং আবু জহলের প্রতি অভিশাপ করিলেন। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, ঐ ব্যক্তিদেরকে বদরের রনাঙ্গনে নিহত হইয়া বিকৃত অবস্থায় দেখিয়াছি। (ব্যক্তিগত অভিশাপ নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বের ঘটনা)

হাদীস- ১৪২৭। সূত্র- হযরত জয়নুল আবেদীন ইবনে হোসাইন (রঃ)- **রসুল (দঃ) এর তরবারীর হেফাজত।**

হোসাইন (রাঃ) এর শাহাদত বরনের পর আমাদিগকে এজীদের নিকট উপস্থিত করা হইয়াছিল। তথা হইতে মদীনায় উপনীত হইলে মেসওয়ার (রাঃ) বলিলেন- আপনাদের কোন প্রয়োজন থাকিলে আমাকে আদেশ করুন। আমাদের এখন কোন প্রয়োজন নাই জানাইলে তিনি বলিলেন- রসুলুল্লাহ (দঃ) এর তরবারীখানা আপনার নিকট রহিয়াছে, উহা আমাকে দিন। আমার ভয় হয়, উহা কেহ ছিনাইয়া নিতে পারে। উহা আমার নিকট থাকিলে আমার জান থাকিতে কেহ উহার নিকটবর্তী হইতে সাহসী হইবে না।

হাদীস- ১৪২৮। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **রসুল (দঃ) এর সম্পত্তি।**

প্রথম অবস্থায় রসুল (দঃ) এর সহায় সম্পত্তি কিছুই ছিল না। সাহাবীদের প্রদত্ত খেজুর গাছ দ্বারা তাঁহার পরিবারের জীবিকা নির্বাহ হইত। বনু-নজীর ও বনু-কোরায়জা গোত্রের পতনের পর তাহাদের জায়গা-

YOADRI.BLOGSPOT.

জমি-বাগান সকলই মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করা হয়। নবী করীম (দঃ) এর জন্যও একটি অংশ থাকে। তখন তিনি অন্যান্যদের খেজুর গাছ সমূহ ফেরৎ দিয়া দেন।

হাদীস- ১৪২৯। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **রসূলের প্রতি খারাপ ব্যবহারকারী জাতির প্রতি আল্লাহ ক্রুদ্ধ।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- ঐ জাতির প্রতি আল্লাহতা'লা ভীষণ ক্রুদ্ধ যাহারা স্বীয় পয়গম্বরের প্রতি এই ব্যবহার করিয়াছে- এই বলিয়া তিনি তাঁহার ভাঙ্গা দাঁতের প্রতি ইশারা করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন- যে ব্যক্তি জেহাদ অবস্থায় আল্লাহর রসূলের হাতে নিহত হয় সে আল্লাহতা'লার ভীষন ক্রোধের পাত্র।

হাদীস- ১৪৩০। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **রসূলের হাতে নিহত ব্যক্তি আল্লাহের ক্রোধের পাত্র।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- ঐ ব্যক্তি আল্লাহতা'লার অতি ক্রোধের পাত্র যাহার মৃত্যু আল্লাহর রসূলের হাতে ঘটিয়া থাকে। আর ঐ জাতির প্রতি আল্লাহ তা'লার ভীষন ক্রোধ যাহারা আল্লাহর নবীর চেহারা রক্তাক্ত করিয়াছে।

হাদীস- ১৪৩১। সূত্র- হযরত জাবের (রাঃ)- **রক্ষাকারী একমাত্র আল্লাহ।**

নজদ এলাকার প্রতি এক অভিযান হইতে ফিরিবার সময় আমি রসূলুল্লাহ (দঃ) এর সঙ্গী ছিলাম। দুপুরবেলা আমরা এজাহ নামক কাঁটাযুক্ত গাছের আধিক্যপূর্ণ ময়দানে বিশ্রাম নিতেছিলাম। নবী করীম (দঃ) তাঁহার তরবারী বাবুল গাছের সঙ্গে লটকাইয়া উহার নীচে আশ্রয় নিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন। আমরা সকলেই নিদ্রামগ্ন ছিলাম। হঠাৎ তাঁহার ডাক শুনিয়া তাঁহার নিকট গিয়া এক বেদুইনকে উপবিষ্ট দেখিলাম। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন- আমার নিদ্রিতাবস্থায় এই লোকটি আমার তরবারী হস্তগত করিয়া আমার উপরে ধরে। আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইলে সে আমাকে জিজ্ঞাসা করে, আপনি আমাকে ভয় করেন কি? আমি না বলিলে সে বলে, এই অবস্থায় আমার হাত হইতে আপনাকে কে রক্ষা করিবে? সে কয়েকবার এইরূপ বলিল। আমি উত্তরে বলিলাম- আল্লাহ! এই দেখ, সে এখানে বসিয়া আছে। সাহাবীগন ঐ ব্যক্তিকে ধমকাইলেন। রসূলুল্লাহ (দঃ) তাহার প্রতি কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিলেন না। সে নিজ বস্তিতে গিয়া সকলকে বলিল- আমি এক অদ্বিতীয় ব্যক্তির সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছি। অতঃপর সে নিজে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিল ও বহু লোককে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করাইল।

হাদীস- ১৪৩২। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **রসুল (দঃ)কে বিষ প্রয়োগ।**

খায়বর জয়ের পর তথাকার একব্যক্তি রসুলুল্লাহ (দঃ) কে বিষ মিশ্রিত রান্না করা বকরি হাদীয়া দিয়াছিল।

হাদীস- ১৪৩৩। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **আল্লাহদ্রোহীদের বস্তিতে ক্রন্দনরত অবস্থায় প্রবেশ করা।**

'হেজর' বস্তির নিকটবর্তী পৌছিলে নবী করীম (দঃ) বলিলেন- যাহারা আল্লাহদ্রোহীতা করিয়া নিজেদের উপর অত্যাচার করিয়া ধ্বংস হইয়াছে তাহাদের বস্তিতে প্রবেশ করিও না যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমাদের মধ্যে ক্রন্দনের সৃষ্টি হয়। নতুবা ভয় হয়, তোমাদের উপরও ঐরূপ আজাব আসিয়া পড়িতে পারে। অতঃপর রসুলুল্লাহ (দঃ) স্বীয় চাদরে আবৃত হইয়া দ্রুতবেগে ঐ এলাকা অতিক্রম করিলেন।

হাদীস- ১৪৩৪। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **হেজর এলাকার পানি ব্যবহার নিষেধ।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) এর সঙ্গীগণ সামুদ জাতির বস্তি 'হেজর' এলাকায় পৌছিয়া তথাকার কূপ হইতে পানীয় পানি সংগ্রহ করিলেন এবং এই পানি দ্বারা আটা তৈরী করিলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) আদেশ করিলেন- সংগৃহীত পানি ফেলিয়া দাও এবং ঐ পানি দ্বারা তৈরী আটা উটকে খাওয়াইয়া ফেল। সালেহ (আঃ) এর মোজেজার উট যেই কূপ হইতে পানি পান করিত সকলকে সেই কূপ হইতে পানি পান করার জন্য তিনি আদেশ দিলেন।

হাদীস- ১৪৩৫। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **বনু তামীম গোত্রের মর্যাদা।**

বনু তামীম সম্পর্কে রসুলুল্লাহ (দঃ) এর তিনটি কথা শুনিবার পর তাঁহাদের প্রতি ভালবাসা আমার অন্তরে গাঁথিয়া গিয়াছিল। তিনি বলিয়াছেন- (১) বনু তামীমগন আমার উম্মতের মধ্যে দাজ্জালের মোকাবেলায় সর্বাধিক কঠোর হইবে, (২) আয়েশা (রাঃ) ঐ গোত্রীয় দাসীকে মুক্তি দেওয়ার দিনে তিনি বলিয়াছেন- সে ইসমাইল (আঃ) এর বংশধর এবং (৩) উক্ত গোত্রের যাকাত ফেতরা তিনি সাদরে গ্রহণ করিয়া বলিতেন- ইহা আমার বংশধরের নিকট হইতে।

হাদীস- ১৪৩৬। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **তবুক জেহাদে ওজর বশতঃ কেহ কেহ অংশ গ্রহন করিতে পারে নাই।**

তবুক অভিযান হইতে প্রত্যাবর্তন কালে মদীনার নিকটবর্তী হইয়া রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন- মদীনাতে কিছু সংখ্যক লোক রহিয়া গিয়াছে যাহাদের অন্তর জেহাদে অংশগ্রহন করার জন্য ভরা অথচ বাস্তব ওজরের জন্য তাহারা জেহাদে অংশগ্রহন করিতে পারে নাই।

হাদীস- ১৪৩৭। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **রসুল (দঃ) এর কঠিনতম কষ্টের অভিজ্ঞতা।**

আমি আরজ করিয়াছিলাম- অহোদের দিনের চাইতেও কি কোন কঠিন দিন আপনার উপর দিয়া গিয়াছে? নবী করীম (দঃ) বলিলেন- তোমার জাতির পক্ষ হইতে যেই সব সংকটের সম্মুখীন আমি হইয়াছি, তাহাতো হইয়াছিই। আমার আর কঠিন সঙ্কটের দিন ছিল আকাবার দিন। সেই দিন আমি স্বয়ং ইবনে আবদে ইয়ালীল ইবনে আবদে কুলালের সামনে হাজির হইয়া যাহা চাহিয়াছিলাম তাহার কোন সদুত্তর সে না দেওয়ায় আমি মনঃক্ষুন্ন হইয়া ফিরিয়া আসিলাম। আমার হুঁস ফিরিয়া আসার আগেই আমি কারনেস্‌সাআলেব আসিয়া পৌঁছিয়াছিলাম। মাথা উঠাইয়া দেখি একখন্ড মেঘ আমাকে ছায়া দিতেছে এবং সেইদিকে তাকাইয়া ভিতরে জিব্রাইল আঃকে দেখিতে পাইলাম। তিনি আমাকে ডাকিয়া বলিলেন- আপনার সাথে আপনার জাতির কথাবার্তা আল্লাহ সবই শুনিয়াছেন এবং পাহাড়ের ফেরেশতাকে আপনার আজ্ঞাবহ করিয়া পাঠাইয়াছেন। পাহাড়ের ফেরেশতা আমাকে সালাম করিয়া বলিল- ইয়া মোহাম্মদ (দঃ)! এইসব ব্যাপার আপনার ইচ্ছাধীণ। আপনি যদি চান আখশাবাইন নামক পাহাড় দুইটি তাহাদের উপর চাপাইয়া দিতে পারি। নবী করীম (দঃ) বলিলেন- বরং আমি আশা করি, মহান আল্লাহ তাহাদের বংশে এমন সন্তান সৃষ্টি করিবেন যাহারা এক অদ্বিতীয় মহীয়ান আল্লাহরই এবাদত করিবে এবং তাঁহার সাথে কোনই শরীক করিবে না।

হাদীস- ১৪৩৮। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **হাড্ডি ও গোবর জ্বিনদের খাদ্য।**

নবী করীম (দঃ) এর জন্য পানির লোটা আনিবার কালে তিনি আমাকে বলিলেন- কয়েকটি পাথর খন্ড নিয়া আস; আমি পরিচ্ছন্নতা হাসিল করিব, হাড্ডি বা গোবর যেন না হয়। আমি কাপড় খন্ডে করিয়া কয়েকটি পাথর খন্ড আনিয়া তাঁহার নিকট হইতে সরিয়া গেলাম। তিনি অবসর হইলে আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম- হাড্ডি ও গোবর সম্পর্কে নিষেধ করার কারন কি? তিনি বলিলেন- ঐ দুইটি জ্বিনদের খাদ্য বস্তু। নসীবীন নামক স্থানে জ্বিনেরা আমার নিকট তাহাদের খাদ্য সম্পর্কে আবেদন জানাইলে আমি আল্লাহতালার নিকট দোয়া করিয়াছি- তাহারা হাড্ডি ও গোবরের নিকটবর্তী হইলে যেন উহাতে তাহাদের খাদ্য বস্তু জন্মিয়া যায়।

হাদীস- ১৪৩৯। সূত্র- হযরত জয়নাব (রাঃ)- **পাপের আধিক্যে ধ্বংসের আভাস।**

নবী করীম (দঃ) ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় ঘরে তশরীফ আনিয়া বলিতে লাগিলেন- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ! আরবের লোকদেরই সেই বিপদ হইতে অনিষ্ট অনিবার্য যাহা অত্যাসন্ন হইয়া আসিয়াছে। আজ ইয়াজুজ মাজুজের প্রাচীরে এই পরিমান ছিদ্র হইয়া গিয়াছে। তিনি আপন শাহাদত অঙ্গুলি

বৃদ্ধাঙ্গুলির সাথে মিলাইয়া গোলাকৃতি করিয়া দেখাইলেন। আমি তখন বলিলাম- ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমাদের মধ্যে নেক বান্দাগণ থাকিতেও কি আমরা ধ্বংস হইয়া যাইব? তিনি জবাবে বলিলেন- "হ্যাঁ, যখন অন্যায়-অত্যাচার-ব্যভিচার প্রভৃতি গোনাহের কাজ অধিক মাত্রায় বাড়িয়া যাইবে।"

হাদীস- ১৪৪০। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **ইয়াজুজ মাজুজের প্রাচীরে ছিদ্র।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- ইয়াজুজ মাজুজের প্রাচীরের মধ্যে আল্লাহতা'লা এই পরিমান ছিদ্র সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন। পরিমান উল্লেখে তিনি স্বীয় শাহাদত অঙ্গুলীর মাথা বৃদ্ধাঙ্গুলীর গোড়ায় লাগাইয়া দেখাইলেন।

হাদীস- ১৪৪১। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **রসুলুল্লাহ সম্বন্ধে অতিরঞ্জিত না করা।**

ওমর (রাঃ) মিম্বরে দাঁড়াইয়া বর্ণনা করিয়াছেন- আমি নবী করীম (দঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি- আমার প্রশংসা করিতে অতিরঞ্জিত করিও না, যেরূপ মরিয়ম নন্দন ঈসা (আঃ) সম্পর্কে নাসারারা করিয়াছিল। আমি একমাত্র আল্লাহর বান্দা। তবে তোমরা বলিবে; আল্লাহর বান্দা এবং তাহার রসুল।

হাদীস- ১৪৪২। সূত্র- হযরত হোজায়ফা (রাঃ)- **আবু ওবায়দা (রাঃ) বিশ্বস্ততায় বিশিষ্ট।**

নাজরানের দুই প্রধান ব্যক্তি আকেব এবং সাইয়েদ রসুলুল্লাহ (দঃ) এর নিকট উপস্থিত হইয়া এমন ভাব দেখাইল যে তাহারা রসুল (দঃ) এর সাথে মোবাহালাহ[১] করিতে প্রস্তুত আছে। তাহাদের একজন অন্যজনকে বলিল- খবরদার! তাঁহার সহিত মোবাহালায় অবতীর্ণ হইও না। তিনি যদি সত্য নবী হন তবে আমরা তাঁহার সাথে মোবাহালায় অবতীর্ন হইলে রেহাই পাইব না। এমনকি আমাদের বংশধরগণও রেহাই পাইবে না। অবশেষে তাহারা এই আবেদন জানাইল যে আপনি আমাদের উপর যাহা ধার্য্য করিবেন আমরা তাহাই পরিশোধ করিব। তবে আপনার পক্ষ হইতে একজন বিশ্বস্ত লোক নিযুক্ত[২] করুন, বিশ্বস্ত নয় এমন কাউকে পাঠাইবেন না। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন- নিশ্চয়ই বিশ্বস্ত লোকই পাঠাইব- পূর্ণ বিশ্বস্ত। এই সুযোগের প্রতি সাহাবাগণ প্রত্যেকেই তাকাইয়া রহিলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) আবু ওবায়দা (রাঃ)কে নিযুক্ত করিলেন। তাঁহার যাত্রাকালে রসুল (দঃ) বলিলেন- এই ব্যক্তি আমার উম্মতের মধ্যে বিশ্বস্ততায় বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। [১। নিজ নিজ পরিবার পরিজন নিয়া পরস্পরের প্রতি বদ দোয়ার শামিল হওয়া ২। আদায়কারী হিসাবে]

হাদীস- ১৪৪৩। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **সর্বাধিক উত্তম যুগে রসুল (দঃ) কে প্রেরণ করা হইয়াছে।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- মানব সমাজের যুগে যুগে ও ধাপে ধাপে উন্নতির সর্বাধিক উত্তম যুগে আমাকে প্রেরণ করা হইয়াছে। যুগ যুগ

YQADRI.BLOGSPOT.CO

অতিবাহিত হওয়ার পর আমার আবির্ভাবের যুগ আসা মাত্রই আমার আবির্ভাব হইয়াছে।

হাদীস- ১৪৪৪।সূত্র- হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)- নবী করীম (দঃ) এর আবির্ভাবে অলৌকিক কান্ড।

ওমর (রাঃ) অতিশয় সঠিক অনুমান ও শুদ্ধ ধারণার অধিকারী ছিলেন। তাঁহার ধারণা বা অনুমান কখনও বেঠিক হইত না। একদা ওমর (রাঃ) এর নিকট দিয়া একজন সুশ্রী লোক যাইতেছিল। তিনি বলিলেন- আমার ধারণা এই ব্যক্তি অমুসলীম হইবে আর মুসলমান হইয়া থাকিলেও সে গনক ঠাকুর ছিল। লোকটিকে ডাকাইয়া আনিয়া তাহার সম্মুখেও তিনি ঐরূপ মন্তব্য করিলে সে বলিল- একজন মুসলমানকে অমুসলিম বলা সঙ্গত কি? ওমর (রাঃ) তাহাকে কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন- তুমি পূর্বে কি ছিলে? সে স্বীকার করিল যে পূর্বে সে গণক ঠাকুর ছিল। তখন তিনি তাহাকে তাহার সঙ্গীয় জ্বিনটি সবচাইতে আশ্চর্য জনক ঘটনা কি জানাইয়াছিল তাহা জানিতে চাহিলে সে বলিল-

একদা আমি বাজারে যাইতেছিলাম। অকস্মাৎ উক্ত জ্বিনটি আতঙ্কগ্রস্থ হইয়া আমার নিকট আসিয়া জানাইল যে জ্বিনগন ভীষন দুরাবস্থায় পড়িয়াছে। তাহারা নিরাশ হইয়াছে এবং তাহাদের দুর্দিনের সূচনা হইয়াছে বিধায় তাহারা সব কিছু গুটাইয়া দ্রুত পালাইবার চেষ্টায় আছে।

ওমর (রাঃ) বলিলেন- তোমার জ্বিনের দেওয়া খবর সত্যই ছিল। আমারও অনুরূপ একটি ঘটনা রহিয়াছে। আমি পূজার মূর্তিঘরে শুইয়াছিলাম। এক ব্যক্তি আসিয়া মূর্তির সামনে একটি গোশাবক বলি দিলে আমি এমন একটি বিকট আওয়াজ শুনিলাম যাহা অপেক্ষা বিকট আওয়াজ ইতিপূর্বে আমি শুনি নাই। সেই আওয়াজের ঘোষনা ছিল- হে জলীহ! একটি সাফল্য অর্জনকারী কাজের সূচনা হইয়া গিয়াছে, এক সুপন্ডিত ব্যক্তির আবির্ভাব হইয়াছে-যাহার ঘোষনা হইবে- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ! উক্ত আওয়াজে লোকজন ছুটাছুটি করিতে লাগিল। আমি ঘোষনাটির তথ্য সঠিকরূপে জ্ঞাত হওয়ার জন্য লাগিয়া থাকিলাম। কিছুক্ষণ পর একইরূপ বিকট আওয়াজের সাথে একই ঘোষনা প্রচারিত হইল। অতঃপর আমি তথা হইতে চলিয়া আসিলাম। অল্পদিনের মধ্যেই ছড়াইয়া পড়িল যে নবী করীম (দঃ) এর আবির্ভাব হইয়াছে।

হাদীস- ১৪৪৫।সূত্র- হযরত জোবায়ের ইবনে মোতয়েম (রাঃ)- রসুল (দঃ) এর নাম পাঁচটি।

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- আমার বিশিষ্ট নাম পাঁচটি, (১) মোহাম্মদ- প্রশংসীত, (২) আহমদ- প্রশংসাকারী (৩) মাহী- মুলোচ্ছেদকারী, (৫) হা'শের- সর্বপ্রথম হাশরের ময়দানের দিকে অগ্রসরকারী, এবং (৫) আক্কেব- সর্বশেষ আগমনকারী।

হাদীস- ১৪৪৬ সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- রসূল (দঃ) কে ভৎসনা হইতে হেফাজতকারী আল্লাহ।

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- তোমরা লক্ষ্য করিয়াছ কি যে আমার শত্রুরা আমার প্রতি যে সব ভৎসনা প্রয়োগ করিয়া থাকে ঐ সবকে কিরূপে আল্লাহতা'লা আমা হইতে সরাইয়া রাখিতেছেন? তাহারা 'মোজাম্মাম' জঘন্য, কুলষিত- বলিয়া ভৎসনা প্রয়োগ করে অথচ আমি তো 'মোহাম্মদ'- প্রশংসিত নামের।

হাদীস- ১৪৪৭। সূত্র- হযরত আলী (রাঃ)- অমুসলিম প্রজার প্রতিও অন্যায় করা নিষেধ।

এক ইহুদী নবী করীম (দঃ) এর নিকট কয়েকটি স্বর্ণ মুদ্রা পাইত। সে উহার তাগাদায় আসিলে নবী করীম (দঃ) বলিলেন- এখন তোমার ঋণ পরিশোধ করার মত কিছু আমার নিকট নাই। ইহুদী বলিল- আমার ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত আমি আপনার সঙ্গ ছাড়িব না। রসুল (দঃ) তাহার সঙ্গেই বসিয়া থাকিলেন এবং জোহর, আসর, মাগরিব ও এশার নামাজ ঐ অবস্থায়ই পড়িলেন। সাহাবীগণ চুপি চুপি ঐ ইহুদীকে ভয় দেখাইতেছিলেন ও ধমকাইতেছিলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহা অনুভব করিতে পারিয়া তাহাদিগকে নিরস্ত হইতে বলিলে সাহাবীগণ বলিলেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ! এক ইহুদী আপনাকে আটকাইয়া রাখিবে? তিনি বলিলেন- অমুসলিম প্রজার প্রতিও অন্যায় করিতে আমার পরওয়ারদেগার আমাকে নিষেধ করিয়াছেন।

হাদীস- ১৪৪৮। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- নবী করীম (দঃ) এর উপনামে নাম রাখা নিষেধ

নবী করীম (দঃ) বাজারে থাকাকালীন এক ব্যক্তির 'হে আবুল কাসেম' ডাক শুনিয়া পেছনে তাকাইলে সে ব্যক্তি বলিল- আমি আপনাকে ডাকি নাই- আমি অমুককে ডাকিয়াছি। তিনি বলিলেন- তোমরা আমার আসল নামের অনুকরনে নাম রাখিতে পার। কিন্তু আমার উপনাম অবলম্বন করিতে পারিবে না।

হাদীস- ১৪৪৯। সূত্র- হযরত জাবের (রাঃ)- রসুল (দঃ) এর উপনাম 'সদা বন্টন কারী'।

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- আমার আসল নামের অনুকরণে তোমরা নাম রাখিতে পার। কিন্তু আমার উপনামের অনুকরণে উপনাম গ্রহন করিও না। কারন আমি তোমাদের মধ্যে সদা বন্টন করিয়া থাকি[১]।'

[১। আবুল কাশেম অর্থ সদা বন্টন কারী]

হাদীস-১৪৫০। সূত্র- হযরত জাবের (রাঃ)- সকল নবীই ছাগলের রাখালী করিয়াছেন।

আমরা রসুলুল্লাহ (দঃ) এর সাথে মাররুজ জাহরান নামক স্থানে পীলু নামক গাছের গোটা চয়ন করিতেছিলাম। তিনি আমাদেরকে বলিলেন- কালগুলির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করিও, ঐগুলি অধিক সুস্বাদু। একব্যক্তি

YQADRI.BLOGSPOT.C

জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি ছাগলের রাখালী করিয়াছেন? তিনি বলিলেন- হ্যাঁ, কোন নবীই এমন নাই যে ছাগলের রাখালী করেন নাই।

হাদীস- ১৪৫১। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **সকল নবীই ছাগলের রাখালী করিয়াছেন।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- আল্লাহতা'লার প্রেরীত সকল নবীকেই ছাগলের রাখালী করিতে হইয়াছিল। সাহাবীগণ বলিলেন- আপনিও কি রাখালী করিয়াছেন? তিনি বলিলেন- হ্যাঁ, আমি কোন কোন মক্কাবাসীর ছাগল কয়েক ক্বিরাতের বিনিময়ে চরাইতাম।

হাদীস-১৪৫২। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **নবুওত প্রাপ্তি, হিজরত ও ইনতিকাল।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) এর প্রতি প্রথম অহী অবতীর্ণ হইয়াছে তাঁহার ৪০ বৎসর বয়সের সময়। নবুওত প্রাপ্তির পর তিনি ১৩ বৎসর মক্কায় থাকার পর মদীনায় হিজরত করেন। হিজরতের ১০ বৎসর পর তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

হাদীস-১৪৫৩। সূত্র- হযরত হাম্মাম (রাঃ)- **নবী করীম (দঃ) এর প্রাথমিক সঙ্গী।**

আম্মার (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন- রসূলুল্লাহ (দঃ)কে প্রথম অবস্থায় দেখিয়াছি। তাঁহার সঙ্গে ছিল ৫ জন ক্রীতদাস[১] দুইজন মহিলা[২] আর আবু বকর (রাঃ)। [১। জায়েদ, বেলাল, আমের, আবু ফোকায়হা এবং আম্মার (রাঃ) ২। খাদিজা ও সুমাইয়্যা (রাঃ)]

হাদীস- ১৪৫৪। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **কোরায়েশগণকে সতর্ক করণ ও আবু লাহাবের ধৃষ্টতা।**

আপনার নিকটতম আত্মীয়বর্গকে সতর্ক করুন' কোরআন শরীফের এই আয়াত নাজেল হইলে রসূলুল্লাহ (দঃ) 'সাফা' পর্বতে আরোহন করিয়া কোরায়েশদের বিভিন্ন গোত্রের নাম ধরিয়া ডাকিয়া তাহাদেরকে একত্রিত করিয়া ভাষণ দিলেন। ভাষণে তিনি বলিলেন- আমি যদি বলি একদল শত্রু সেনা তোমাদের উপর আক্রমন করিবার জন্য আসিয়া পড়িতেছে, তোমরা বিশ্বাস করিবে কি? সকলে বলিল-হ্যাঁ। কারণ, আপনার মধ্যে কখনও সত্য ছাড়া মিথ্যার লেশমাত্র দেখি নাই। তিনি বলিলেন- ভীষণ আজাব আসিবার পূর্বে আমি তোমাদিগকে সতর্ক করিতেছি। তখন আবু লাহাব বলিল- সর্বদার জন্য তোমার সর্বনাশ হউক; তুমি আমাদিগকে এই কথা শুনাইবার জন্য একত্রিত করিয়াছ? আবু লাহাবের এই উক্তির প্রতিবাদে নাজেল হয়- 'আবু লাহাবের হস্তদ্বয় ধ্বংস হউক এবং সে নিজেও ধ্বংস হউক। তাহার ধনসম্পদ কোনই কাজে আসিবে না...............(পারা ৩০ সুরা ১১১ আয়াত ১-২-৩)

হাদীস- ১৪৫৫। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- নবী করীম (দঃ) **এর সতর্ক বানীতে কর্ণপাত করে নাই।**

'আপনার আত্মীয়বর্গকে ভয় প্রদর্শণ করুন (পারা ১৯ সুরা ২৬ আয়াত ২১৪) আয়াত নাজেল হইলে রসুলুল্লাহ (দঃ) দন্ডায়মান হইলেন এবং আত্মীয়বর্গকে সমবেতভাবে আর কতক জনকে বিশেষ ভাবে আহবান করিলেন- হে কোরায়েশগণ! তোমরা নিজদিগকে আল্লাহর আজাব হইতে বাঁচাইতে সচেষ্ট হও; নচেৎ আমি তোমাদিগকে আল্লাহর আজাব হইতে বাঁচাইতে সাহায্য করিতে পারিব না।'

হে আবদে মন্নাফ গোত্রীয় লোকগণ! আমি তোমাদিগকে বাঁচাইবার জন্যও সাহায্য করিতে পারিব না। হে চাচা আব্বাস ইবনে আবদুল মোত্তালিব! আমি আল্লাহর গজব হইতে বাঁচাইবার জন্য আপনাকেও সাহায্য করিতে পারিব না। হে আল্লাহর রসুলের ফুফু সাফিয়া! আপনাকেও আমি কোন সাহায্য পৌঁছাইতে পারিব না। হে মোহাম্মদ (দঃ) এর কন্যা ফাতেমা (রাঃ)! তুমি আমার ধন সম্পদের অংশ দাবী করতে পার কিন্তু তোমাকেও আল্লাহর আজাব হইতে বাঁচাইবার জন্য কোন রকম সাহায্য করিতে পারিব না।[১]

এই মর্মস্পর্শী বক্তৃতা এবং আহবান কোন ফলদায়ক হইল না। আবু লাহাব নবী করীম (দঃ) এর উদ্দেশ্য বানচাল করার জন্য হট্টগোল সৃষ্টি করিয়া দিল। সকলেই বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। [১। নিজে চেষ্টা না করিলে বা ঈমান না আনিলে নবীর সম্পর্কও কাজে লাগিবে না।]

হাদীস- ১৪৫৬। সূত্র- হযরত ওরওয়া ইবনে জোবায়ের (রাঃ)- নবী **করীম (দঃ) এর উপর জঘন্যতম অত্যাচার।**

আমি আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ)কে বলিলাম- নবী করীম (দঃ) এর উপর মক্কাবাসীরা যে জুলুম অত্যাচার করিয়াছে তাহার মধ্যে জঘন্যতম কোনটি? তিনি বলিলেন- একদা নবী করীম (দঃ) বাইতুল্লাহ শরীফের হাতীমে নামাজ পড়িতেছিলেন। উক্বাবাহ ইবনে আবী মোয়ায়েত হঠাৎ আসিয়া রসুল (দঃ) এর গলায় কাপড় জড়াইয়া ভীষণ ভাবে গলাচিপা দিতে থাকিলে আবু বকর (রাঃ) ছুটিয়া আসিয়া ওক্বাবাকে ধাক্কা দিয়া সরাইয়া দিয়া বলিলেন- তোমরা একটি লোককে এই কারণে মারিয়া ফেলিতে চাও যে তিনি বলেন- আমার প্রভু একমাত্র আল্লাহ? অথচ তিনি তাঁহার দাবীর স্বপক্ষে প্রভুর নিকট হইতে উজ্জ্বল প্রমাণ পেশ করিয়াছেন।

হাদীস- ১৪৫৭। সূত্র- হযরত সাঈদ ইবনে মোসায়্যেব (রাঃ)- **মোশরেকের মাগফেরাত চাওয়ার অনুমতি নাই।**

আবু তালেবের মৃত্যু সময় উপস্থিত হইলে নবী করীম (দঃ) তাহার নিকট গিয়া দেখিলেন আবু জহল পূর্বেই তথায় উপস্থিত রহিয়াছে। রসুলুল্লাহ (দঃ) আবু তালেবকে বলিলেন- হে চাচা, আপনি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ এর উপর স্বীকারোক্তি করুন। ইহা লইয়াই আমি

YQADRI.BLOGSPOT.

আপনার পক্ষ হইয়া আল্লাহর দরবারে দাঁড়াইব। আবু জহল ও তাহার আর একসাথী বলিল- হে আবু তালেব, তুমি তোমার পিতা আবদুল মোত্তালিবের ধর্ম ছাড়িয়া দিবে কি? এই ধরনের বহু কথার পর আবু তালেব সর্বশেষ উক্তি করিল- আবদুল মোত্তালিবের ধর্মের উপরই ....।

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন- আমি আবু তালেবের জন্য মাগফেরাতের দোয়া করিয়া যাইব যাবৎ আল্লাহতা'লা নিষেধ না করেন। তখনই কোরআন শরীফের আয়াত নাজেল হইল- 'উহারা সুনিশ্চিত নরকবাসী- ইহা তাহাদের নিকট সুপ্রকাশিত হইবার পর নবী ও মোমেনগনের জন্য নহে যে, তাহারা অংশীবাদীগণের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে- যদিও তাহারা আত্মীয় স্বজন হয়।' (পারা ১১ সুরা ৯ আয়াত ১১৩)

উক্ত আয়াত ভিন্ন এই আয়াতও নাজেল হয়- 'তুমি তাহাকে পথ প্রদর্শন করিতে পারিবে না, যাহাকে তুমি প্রিয় মনে কর। কিন্তু আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করেন এবং তিনি সুপথগামীদিগকে পরিজ্ঞাত আছেন (পারা ২০ সুরা ২৮ আয়াত ৫৬। পারা ৩ সুরা ২ আয়াত ২৭২)

হাদীস- ১৪৫৮। সূত্র- হযরত আব্বাস (রাঃ)- **নবীর উপকারীর শাস্তি কম হইবে।**

আব্বাস (রাঃ) নবী করীম (দঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন- আপনার চাচা আবু তালেবকে কি সাহায্য করিতে পারিবেন? তিনিতো আপনার অত্যধিক সাহায্য সহযোগীতা করিয়া থাকিতেন এবং আপনার পক্ষ অবলম্বন করিয়া সংগ্রাম করিতেন। নবী করীম (দঃ) বলিলেন- তিনি অল্প- পায়ের গিট পর্যন্ত-দোজখের আগুনে থাকিবেন। যদি আমার সম্পর্কীয় ব্যাপার না হইত তবে তিনি দোজখের সর্বশেষ তবক্কার নিম্নস্তরে থাকিতেন।

হাদীস- ১৪৫৯। সূত্র- হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)- **নবী করীম (দঃ) এর সুপারিশে শাস্তি লাঘব।**

নবী করীম (দঃ)কে তাঁহার চাচা আবু তালেব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন- আশা করি কেয়ামতের দিন আমার সুপারিশ তাহার শাস্তি লাঘবে সাহায্য করিবে। তাহাকে অল্প পরিমান দোজখের আগুনে রাখা হইবে। দোজখের আগুন তাহার পায়ের গিট পর্যন্ত থাকিবে। কিন্তু ইহাতেই তাহার মাথার মগজ টগবগ করিয়া ফুটিতে থাকিবে।

হাদীস- ১৪৬০। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **রসুল (দঃ)কে পিষ্ট করিলে ফেরেশতা ছিন্নভিন্ন করিবে।**

একদা আবু জহল সঙ্কল্প প্রকাশ করিল- আমি যদি মোহাম্মদ (দঃ)কে কা'বা ঘরের নিকট নামাজ পড়িতে দেখি তবে কসম করিয়া বলিতেছি- আমি তাহার ঘাড় পিষ্ট করিয়া দিব। নবী করীম (দঃ) এই সঙ্কল্পের সংবাদ শুনিয়া বলিলেন- সেইরূপ করিলে ফেরেশতা তাহাকে ধরিয়া ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিবে।

হাদীস- ১৪৬১। সূত্র- হযরত কাআ'ব ইবনে মালেক (রাঃ)- **আক্কাবাহ সম্মেলনে উপস্থিতি সৌভাগ্যময়।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) এর উপস্থিতিতে আমরা আক্কাবাহ সম্মেলনে উপস্থিত হইয়া ইসলামের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলাম, যদ্দরুন আমি নিজেকে বদরের জেহাদে শরীক হওয়ার সৌভাগ্য অপেক্ষাও অধিক সৌভাগ্যবান মনে করি। আমরা আক্কাবার সম্মেলনে শরীক হওয়াকে অধিক সৌভাগ্যের বস্তু মনে করিয়া থাকি; যদিও বদরের যুদ্ধ অধিক প্রসিদ্ধ।

হাদীস- ১৪৬২। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **আবদুল্লাহ ইবনে সালামের ইসলাম গ্রহন।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) আবূ আইউব আনসারী (রাঃ) এর বাড়ীর নিকট অবতরণ পূর্বক লোকদের সাথে কথাবার্তা বলাকালে আবদুল্লাহ ইবনে সালাম বাগানে ফলফলাদি আহরন করিতেছিলেন। তিনি রসূল (দঃ) এর আগমন সংবাদ জ্ঞাত হইয়া আহরিত ফলফলাদিসহ রসূলুল্লাহ (দঃ) এর নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি তাঁহার কথাবার্তা মনোযোগের সহিত শ্রবন করার পর বাড়ী ফিরিয়া গেলেন এবং পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া ঘোষণা দিলেন- আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহর রসূল এবং আপনি সত্য দ্বীন বহন করিয়া আনিয়াছেন। তিনি রসূল (দঃ)কে বলিলেন- ইহুদীগণ ভালভাবেই জানে যে আমি নেতৃস্থানীয়, শ্রেষ্ঠ আলেম এবং আমার পিতাও শ্রেষ্ঠ আলেম ছিলেন। আপনি তাহাদিগকে ডাকিয়া বিষয়টি যাচাই করিয়া দেখুন। তাহাদিগকে আমার ইসলাম গ্রহণ জ্ঞাত হইবার পূর্বে আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করুন। কারণ, আমার ইসলাম গ্রহণ করার কথা জানার পর তাহারা আমাকে দোষারোপ করিবে। রসূল (দঃ) ইহুদীদেরকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিলেন- হে ইহুদীগণ! সতর্ক হও; খাঁটিভাবে আল্লাহর ভয় ভক্তি অবলম্বন কর; একমাত্র আল্লাহই মাবূদ, তিনি ছাড়া আর কোন মাবূদ নাই। তোমরা ভালভাবেই জান-আমি আল্লাহর খাঁটি ও সত্য রসূল এবং আমি সত্য ধর্ম সহ উপস্থিত হইয়াছি। অতএব, তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর। তাহারা বলিল- 'ইসলাম কি জিনিষ আমরা জানিনা, বুঝি না। রসূল (দঃ) ও ইহুদীদের মধ্যে এইরূপে তিনবার কথা কাটাকাটি হওয়ার পর তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন- আবদুল্লাহ ইবনে সালাম কিরূপ ব্যক্তি? তাহারা বলিল- তিনি আমাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান সর্দার এবং সর্বাধিক বিজ্ঞ আলেম- তাঁহার পিতাও তদ্রুপই ছিলেন। তিনি বলিলেন- সেই আবদুল্লাহ ইবনে সালাম যদি ইসলাম গ্রহণ করে? তাহারা বলিল- আল্লাহর পানাহ, তিনি ইসলাম গ্রহণ করিবেন- ইহা অসম্ভব। এই বিতর্ক তিনবার হওয়ার পর রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন- হে ইবনে সালাম! বাহির হইয়া আস। তৎক্ষনাৎ আবদুল্লাহ ইবনে সালাম বাহির হইয়া আসিয়া বলিলেন- হে ইহুদীজাতি! তোমরা আল্লাহর ভয়কে অন্তরের মধ্যে জাগাইয়া তোল। যে আল্লাহ সকলের মাবূদ, যিনি ছাড়া আর কোন মাবূদ নাই; সেই আল্লাহর

শপথ করিয়া বলিতেছি, তোমরা জান ও বুঝ যে, তিনি আল্লাহর রসূল, তিনি সত্য ধর্ম বহন করিয়া আনিয়াছেন। ইহুদীগন বলিল- আপনার এই কথা সত্য নহে। অতঃপর রসূলুল্লাহ (দঃ) ইহুদীগণকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিলেন।

হাদীস- ১৪৬৩। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **ইবনে সালাম কর্তৃক নবী করীম (দঃ)কে পরীক্ষা।**

আবদুল্লাহ ইবনে সালাম নবী করীম (দঃ) এর মদীনায় আগমন সংবাদ প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন- আমি আপনাকে তিনটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব যাহার উত্তর একমাত্র নবীরই জানা থাকিতে পারে- (১) কেয়ামত নিকটবর্তী হইয়া আসার আলামত কি? (২) বেহেশত লাভকারীদের আতিথেয়তা সর্বপ্রথম কিসের দ্বারা হইবে? (৩) সন্তান পিতা বা মাতার আকৃতি ধারণ করার কারণ কি?

নবী করীম (দঃ) বলিলেন- এই প্রশ্নগুলির উত্তর জিব্রাইল (আঃ) আমাকে এখনই বলিয়া দিয়া গিয়াছেন। আবদুল্লাহ ইবনে সালাম বলিলেন- ইহুদীগন জিব্রাইল (আঃ)কে শত্রু মনে করিয়া থাকে। রসূল (দঃ) প্রশ্নগুলির উত্তর দানে বলিলেন- কেয়ামত অতিশয় নিকটবর্তী হওয়ার আলামত স্বরূপ একটি আগুন বাহির হইবে যাহা লোকদিগকে পূর্ব দিক হইতে পশ্চিম দিকে হাকাইয়া নিয়া যাইবে। বেহেশত লাভকারীদের প্রথম খাদ্যবস্তু হইবে একটি মাছের কলিজার ছোট টুকরা। আর পুরুষের বীর্য্যের আধিক্য ও প্রাবল্য হইলে সন্তান পিতার আকৃতি ধারন করে এবং নারীর বীর্য্যের আধিক্য ও প্রাবল্য হইলে সন্তান মাতার আকৃতি ধারণ করে। আবদুল্লাহ ইবনে সালাম তৎক্ষনাৎ বলিয়া উঠিলেন- আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আপনিই আল্লাহর রসূল।

হাদীস- ১৪৬৪। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **নবী করীম (দঃ) এর ইনতিকালের পূর্বাভাস।**

জিব্রাইল (আঃ) প্রতি রমজানে রসূল (দঃ)কে কোরআন শরীফ একবার দোওর করাইতেন। কিন্তু তাঁহার ইহজাত ত্যাগ করার বছর দুইবার দোওর করাইয়াছিলেন। তিনি প্রতি রমজানে দশ দিন এতেক্বাফ করিতেন। কিন্তু সেই বছর বিশ দিন এতেক্বাফ করিয়াছিলেন।

হাদীস- ১৪৬৫। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **নবী করীম (দঃ) এর অন্তিম ইচ্ছা আয়েশা (রাঃ) এর গৃহে অবস্থান।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) অন্তিম রোগে আক্রান্ত হওয়ার পর প্রতিদিন জিজ্ঞাসা করিতেন- আগামীকাল আমি কোন্ স্ত্রীর ঘরে থাকিব? আয়েশা (রাঃ) এর ঘরে থাকার আগ্রহ দেখিয়া অন্য বিবিগণ সন্তুষ্ট চিত্তে তাঁহাকে যাহার ঘরে ইচ্ছা থাকার অভিপ্রায় জানাইলে তিনি আয়েশা (রাঃ) এর ঘরে অবস্থান গ্রহণ করিলেন। সেই ঘরেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

হাদীস- ১৪৬৬। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **রসুল (দঃ) এর অন্তিম ভাষণ- ইহুদী নাসারারা নবীদের কবরে সেজদা করিত।**

রসুল (দঃ) রোগ শয্যায় ঘরে আসিবার পর একদা তাঁহার রোগ যাতনা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইলে তিনি বলিলেন- মুখ বন্ধ সাত মশক পানি আমার উপর ঢালিয়া দাও। লোকদিগকে একটি বিশেষ কথা জানাইতে চাহিতেছি- এই কাজে যেন আমি সক্ষম হই। আমরা তাঁহাকে একটি টবের মধ্যে বসাইয়া তাঁহার গায়ে ঐরূপ পানি ঢালিতে লাগিলাম। তিনি যখন বলিলেন- আমার ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছে তখন আমরা থামিলাম। তিনি আব্বাস (রাঃ) ও আলী (রাঃ) এই দুই জনের কাঁধে ভর করিয়া লোকদের সম্মুখে আসিলেন ও নামাজ পড়াইবার পর ভাষণ দিলেন। উক্ত ভাষণে তিনি ইহাও বলিয়াছিলেন যে ইহুদী নাসারাদের উপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হউক। তাহারা তাহাদের নবী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কবরকে সেজদা করিয়া থাকে।

হাদীস- ১৪৬৭। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **নবীর কবরকে সেজদার স্থান বানানো নিষেধ।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) অন্তিম শয্যায় থাকা অবস্থায় বলিয়াছিলেন- আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হউক ইহুদী ও নাসারাদের উপর; তাহারা তাহাদের নবীগনের কবরকে সেজদার স্থান বানাইয়াছিল।

হাদীস- ১৪৬৮। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **আনসারদের সম্বন্ধে শেষ নসীহত।**

একদা আবু বকর (রাঃ) ও আব্বাস (রাঃ) আনসারদের এক মজলিসের পাশ দিয়া যাইবার সময় দেখিলেন তাঁহারা সেখানে বসিয়া কাঁদিতেছেন। নবী করীম (দঃ)কে এই সংবাদ পৌঁছাইলে তিনি মাথায় কাপড়ের পট্টি বাঁধিয়া মসজিদে মিম্বরের উপর শেষ বারের মত বসিয়া পূর্ণাঙ্গ ভাষণ দানে প্রথমে আল্লাহতা'লার প্রশংসা করিলেন। অতঃপর আনসারদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া বলিলেন- হে লোক সকল! আমি তোমাদিগকে আনসারদের পক্ষে বিশেষ অনুরোধ করিতেছি। তাঁহারা আমার ভিতর-বাহিরের বন্ধু। তাঁহারা নিজেদের কর্তব্য পূর্নমাত্রায় আদায় করিয়াছেন। তোমাদের নিকট তাঁহাদের বিনিময় প্রাপ্য বাকি রহিয়াছে। সুতরাং তাঁহাদের সদ্ব্যবহারকে আদরের সাথে গ্রহন করিও এবং অরুচির ব্যবহার দেখিলে দৃষ্টি এড়াইয়া যাইও।

হাদীস- ১৪৬৯। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **আনসারদের প্রতি উদার ব্যবহার করা।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) মিম্বরে আরোহন করিলেন। একখানা চাদর তাঁহার উভয় কাঁধ পর্যন্ত জড়ানো ছিল এবং পাগড়ীর নীচে রাখা একখানা তৈলাক্ত রুমাল দ্বারা মাথায় পট্টি বাঁধা ছিল। উহাই ছিল তাঁহার মিম্বরে শেষ আরোহন। মিম্বরে উপবিষ্ট হইয়া লোকদিগকে কাছে আসিতে বলিলেন। সকলে কাছে আসিলে তিনি বলিলেন- আনসারগণের বংশধর ধীরে ধীরে সংখ্যালঘুতে পরিনত হইবে এবং অন্যান্যরা সংখ্যাগুরু হইবে। উম্মতে মোহাম্মদীর যে

কেহ ক্ষমতার অধিকারী হইবে তাহার উচিৎ হইবে সৎ লোকদের ভাল কাজগুলোকে গ্রহন করা এবং তাঁহাদের মন্দ কাজগুলোকে ক্ষমা করা।

হাদীস- ১৪৭০। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **রসুল (দঃ) এর অন্তিম আদেশ ও নামাজ।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) মৃত্যুকালে তিনটি অসিয়ত করিয়া গিয়াছেনঃ-(১) সমস্ত মোশরেক পৌত্তলিকদিগকে আরব উপদ্বীপের সীমানা হইতে বাহির করিয়া দিবে, (২) বিদেশী প্রতিনিধিদেরকে উপঢৌকন দিবে-যেইরূপ আমি দিতাম এবং (৩) তৃতীয়টি বর্ণনাকারী ভুলিয়া গিয়াছেন।

রোগ শয্যায় শায়ীত অবস্থায়ও তিনি নামাজের ওয়াক্তে মসজিদে গিয়া নামাজ পড়াইতেন। বৃহস্পতিবারে রোগ বৃদ্ধি পাইবার পর মাগরিবের নামাজই তাঁহার স্বাভাবিক ইমামতির সর্বশেষ নামাজ। সূরা 'ওয়াল মোরসালাত' দ্বারা তিনি এই নামাজ পড়াইয়াছিলেন। মাগরিবের নামাজের পর তাঁহার রোগ যাতনা বৃদ্ধি পাইল। এশার সময় হইলে তিনি উঠিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু প্রতিবারই মাথা ঘুরাইয়া পড়িয়া গেলেন। অবশেষে আবুবকর (রাঃ)কে নামাজ পড়াইবার আদেশ করিলেন।

হাদীস-১৪৭১। সূত্র - হযরত আয়েশা (রাঃ)- **নবী করীম (দঃ) এর অন্তিম সময়।**

রসুল (দঃ) এর রোগ যাতনা বাড়িয়া গেলে তিনি আমার ঘরে তাঁহার রোগ সেবার জন্য স্ত্রীদের অনুমতি চাইলে তাঁহারা অনুমতি দিলেন। তিনি দুই ব্যক্তির উপর ভর করিয়া নামাজের জন্য বাহির হইলেন। তাঁহার পা দুইটি মাটিতে হেঁচড়াইয়া চলিতেছিল। তিনি আব্বাস (রাঃ) এবং অপর এক ব্যক্তির উপর ভর দিয়া চলিতেছিলেন। ওবায়দুল্লাহ (রাঃ) বলিয়াছেন- আমি ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর নিকট আয়েশা (রাঃ) এর বর্ননা ব্যক্ত করিলে তিনি আমাকে বলিলেন- অপর যে ব্যক্তির নাম আয়েশা (রাঃ) বলেন নাই তিনি কে ছিলেন জান কি? আমি বলিলাম- না। তিনি বলিলেন- অপর ব্যক্তি ছিলেন আলী ইবনে আবু তালেব (রাঃ)।

হাদীস-১৪৭২। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **ফাতেমা (রাঃ) এর সাথে অন্তিম কথা।**

ফাতেমা (রাঃ) রসুলুল্লাহ (দঃ) এর নিকট আসিলে তিনি তাঁহাকে মারহাবা বলিয়া শয্যাপার্শে বসাইয়া চুপিচুপি কিছু বলিলে ফাতেমা (রাঃ) ফোঁফাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। পুনঃ কিছু বলিলে ফাতেমা (রাঃ) হাঁসিয়া উঠিলেন। আমি বলিলাম- হাঁসি-কান্নার এইরূপ মিলন আর কখনও দেখি নাই। তিনি কি বলিয়াছেন জিজ্ঞাসা করিলে ফাতেমা (রাঃ) বলিলেন- যেই কথা তিনি গোপনে বলিয়াছেন তাহা আমি প্রকাশ করিতে পারি না। রসুল (দঃ) এর ইহ জগত ত্যাগ করার পর এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে ফাতেমা (রাঃ) বলিলেন- প্রথম বারে রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছিলেন- প্রতি বছরে জিব্রাইল (আঃ) একবার কোরআন শরীফ দোওর করাইতেন, এই বছরে দুইবার দোওর করাইয়াছেন। মনে হয় আমার অন্তিম সময় ঘনাইয়া

আসিয়াছে এবং আমার মনে হয় আমার পরিবারবর্গের মধ্যে তুমি সবার আগে আমার সঙ্গে মিলিত হইবে। ইহা শুনিয়া আমি কাঁদিয়াছি। তখন তিনি আমাকে বলিয়াছেন- তুমি কি ইহাতে সন্তুষ্ট নও যে, তুমি বেহেশতবাসীনী সমস্ত মেয়েদের সর্দার হইবে? এই সুসংবাদ শুনিয়া হাঁসিয়াছি।

হাদীস- ১৪৭৩। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **ফাতেমা (রাঃ) এর জন্য সুসংবাদ।**

অন্তিম শয্যায় নবী করীম (দঃ) ফাতেমা (রাঃ)কে ডাকিয়া চুপি চুপি কিছু বলিলে ফাতেমা (রাঃ) কাঁদিলেন। পুনরায় কিছু বলিলে তিনি হাঁসিলেন। আমরা ফাতেমা (রাঃ)কে এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি জানাইয়াছেন যে প্রথমবারে রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছিলেন যে এই রোগেই তিনি মারা যাইবেন। আর দ্বিতীয়বারে বলিয়াছিলেন যে তাঁহার পরিজনগণের মধ্যে ফাতেমা (রাঃ) ই প্রথম তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইবেন।

হাদীস- ১৪৭৪। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **রসুল (দঃ) এর শাহাদতের মর্য্যাদা লাভ।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার অন্তিম শয্যায় বলিয়া থাকিতেন- হে আয়েশা! খায়বর দেশে ইহুদীদের দাওয়াতে যে বিষ মিশ্রিত খাবার খাইয়াছিলাম এখন উহার প্রতিক্রিয়া ও যাতনা অনুভব করিতেছি। মনে হইতেছে উহার চাপে আমার হৃদ-তন্ত্রী ছিন্ন হইয়া যাইবে।

হাদীস- ১৪৭৫। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **নিষেধ অমান্য করিয়া মুখে নিউমোনিয়ার ঔষধ ঢালা।**

আমরা রসুল (দঃ) এর মুখে ঔষধ ঢালিয়া দিতে উদ্যত হইলে তিনি ইশারা দ্বারা নিষেধ করিলেন। আমরা ভাবিলাম- ইহা ঔষধের প্রতি রোগীর সাধারন বিতৃষ্ণা। তাই আমরা নিষেধ মানিলাম না। চৈতন্য ফিরিয়া আসিলে তিনি বলিলেন- মুখে ঔষধ ঢালিয়া দিতে আমি নিষেধ করি নাই কি? আমরা বলিলাম- উহা তো ঔষধের প্রতি রোগীর সাধারন বিতৃষ্ণা। তিনি বলিলেন- গৃহে উপস্থিত প্রত্যেকের মুখে ঔষধ ঢালিয়া দাও- আমার সম্মুখে উহা কর, যাহাতে আমি দেখিতে পাই। অবশ্য আব্বাস (রাঃ)কে রেহাই দিও, কারণ তিনি ঐ সময় গৃহে উপস্থিত ছিলেন না।

হাদীস- ১৪৭৬। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **রসুল (দঃ) এর অন্তিম রোগ।**

আলী (রাঃ)কে রসুলুল্লাহ (দঃ) এর অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন- আলহামদুলিল্লাহ- আজ তিনি একটু সুস্থতার মধ্যে রাত্রি প্রভাত করিয়াছেন। আব্বাস (রাঃ) আলী (রাঃ) এর হাত ধরিয়া নিয়া গিয়া বলিলেন- আল্লাহর কসম তুমি তিন দিন পরেই অন্যের লাঠির দ্বারা পরিচালিত হইবে। আমার ধারনা এই যে রসুলুল্লাহ (দঃ) এই রোগেই মৃত্যুবরণ করিবেন। আমি আবদুল মোত্তালিবের বংশধরগণের মৃত্যু

YOADRI.BLOGSPOT.COM

সময়কালীন চেহারার অবস্থা ভালভাবেই ঠাহর করিতে পারি। তুমি আমাকে রসুলুল্লাহ (দঃ) এর নিকট নিয়া চল। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি- রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা পরিচালনার দায়িত্ব কাহার উপর বর্তাইবে? যদি সেই দায়িত্ব আমাদের উপর বর্তায় তবে তাহা তাঁহার নিকট হইতে শুনিয়া রাখিব। আর যদি অন্যদের কথা বলে তবে তাহাও শুনিয়া রাখিব এবং আমাদের সম্পর্কে অছিয়ত নামা লিখাইয়া রাখিব।

আলী (রাঃ) বলিলেন- তাঁহার নিকট এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি যদি আমাদের সম্পর্কে না বলিয়া দেন তবে তো আর সেই অধিকার লাভের জন্য লোকদের নিকট দাঁড়াইবার কোন সুযোগ থাকিবে না। অতএব, আমি এই বিষয়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিব না।

হাদীস- ১৪৭৭। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **রসুল (দঃ) এর অন্তিম রোগ শুরু।**

আমি মাথা ব্যথায় অস্থির হইয়া বলিতে লাগিলাম, হায় মাথা! আমার হা হুতাশ শুনিয়া নবী করীম (দঃ) বলিলেন- তোমার চিন্তা কি? আমার জীবিতাবস্থায় তোমার মৃত্যু হইলে আমি তোমার জন্য মাগফেরাতের দোয়া করিতে পারিব। আমি বলিলাম- হায় আমার পোড়া কপাল! মনে হইতেছে আপনি আমার মৃত্যু কামনা করেন! তাহা হইলে সেই দিনেরই শেষ ভাগে আপনি অন্য স্ত্রীর সাথে রাত্রি যাপন করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। রসুলুল্লাহ (দঃ) মৃদু হাসিয়া বলিলেন- আমি বলিতে পারি, হায় মাথা![১]। তাঁহার তীব্র মাথা ব্যথা শুরু হইল।

হাদীস- ১৪৭৮। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **নবী করীম (দঃ) এর অন্তিম শয্যার কষ্ট।**

নবী করীম (দঃ) রোগ যাতনায় কাতর হইয়া বারবার চৈতন্য হারাইতেছেন দেখিয়া ফাতেমা (রাঃ) চিৎকার করিয়া বলিলেন- হায়! আমার পিতার কি কষ্ট! নবী করীম (দঃ) তাঁহাকে বলিলেন- আজিকার এই অল্প সময়ের পর তোমার পিতার আর কোন কষ্ট থাকিবে না।

রসুলুল্লাহ (দঃ) এর অন্তিম মুহূর্ত ফুরাইয়া গেলে ফাতেমা (রাঃ) কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিলেন- আহ! আমার পিতা প্রভুর ডাকে চলিয়া গিয়াছেন; আহ! আমার পিতা ফেরদাউস এর বাসস্থানে চলিয়া গিয়াছেন; আহ! আমার পিতার শোক সংবাদ জিব্রাইল (আঃ) জানিয়াছেন। তাঁহার দেহ মোবারক সমাধিস্থ করা হইলে ফাতেমা (রাঃ) শোকাভিভূত স্বরে বলিলেন- হে আনাস! তোমাদের প্রাণ কিভাবে সহ্য করিল যে তোমরা আল্লাহর রসুলকে মাটির আড়াল করিয়া দিলে?

হাদীস- ১৪৭৯। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **রসুল (দঃ) এর অন্তিম প্রার্থনা।**

মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে রসুল (দঃ) পিঠ দ্বারা আমার প্রতি ভর করিয়াছিলেন। আমি তাঁহার প্রতি নিবিড়ে কান লাগাইয়া শুনিতে পাইলাম তিনি

YQADRI.BLOGSPOT.CO

বলিতেছেন- হে আল্লাহ! আমার সমস্ত গোনাহ মাফ করিয়া দাও, আমার প্রতি দয়া কর এবং আমাকে উর্ধজগতের বন্ধুর সাথে মিলনের ব্যবস্থা করিয়া দাও।

হাদীস- ১৪৮০। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **নবীদের দুনিয়া বা আখেরাত যে কোন একটার এক্তিয়ার দেওয়া হয়।**

আমি নবী করীম (দঃ) এর নিকট শুনিয়া থাকিতাম- কোন নবীকে দুনিয়া ও আখেরাতের উভয় জিন্দেগীর যে কোন একটাকে অবলম্বন করার পূর্ণ এক্তিয়ার দেওয়ার পূর্বে তাঁহার মৃত্যু হয় না। রসূলুল্লাহ (দঃ)কে অন্তিম শয্যায় রুদ্ধশ্বাস অবস্থায় এই আয়াত "যাহাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করিয়াছেন, তাহারাই ইহাদের সঙ্গী হইবে- নবীগণ, সিদ্দিকগণ, শহীদগণ এবং সৎকর্মশীলগণ এবং ইহারাই সর্বোত্তম সঙ্গী" (পারা ৫ সূরা ৪ আয়াত ৬৯) তেলাওয়াত করিতে শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম তাঁহাকে সেই এক্তিয়ার দেওয়া হইয়াছে।

হাদীস- ১৪৮১। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **রসুল (দঃ) এর মৃত্যু লক্ষণ।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) সুস্থ্যাবস্থায় বলিয়া থাকিতেন-বেহেশতের বাসস্থান না দেখাইয়া পূর্ণ এক্তিয়ার না দেওয়া পর্যন্ত কোন নবীর মৃত্যু হয় না। তিনি অন্তিম শয্যায় মাথা আমার উরুর উপর রাখিয়া অচেতন হইয়া পড়িয়াছিলেন। চৈতন্য ফিরিয়া আসিলে উর্ধ্বদিকে তাকাইয়া বলিলেন- 'হে আল্লাহ! উর্ধজগতের বন্ধুদের সাথে সামিল হইতে চাই।' ইহা শুনিয়া আমি বুঝিলাম-এখন আর তিনি আমাদের মধ্যে থাকিবেন না এবং ইহাও উপলব্ধি করিলাম যে তিনি সুস্থ্যাবস্থায় যাহা বলিয়াছেন ইহা তাহারই তাৎপর্য্য।

হাদীস- ১৪৮২। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **রসুল (দঃ) এর অসুস্থ্যাবস্থার আমল।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) কোন সময় অসুস্থ্যতা বোধ করিলে সূরা 'নাছ' ও সুরা 'ফালাক' পাঠ করিয়া উভয় হাতে ফুৎকার করিয়া হাত সর্ব শরীরে বুলাইয়া নিতেন। তিনি অন্তিম রোগে আক্রান্ত হইলে আমি উক্ত সূরাদ্বয় পাঠ করতঃ তাঁহার হস্তদ্বয়ে ফুৎকার মারিয়া তাঁহার হস্তদ্বয়ই তাঁহার শরীরে বুলাইয়া দিতাম।

হাদীস- ১৪৮৩। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **রসুল (দঃ) এর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ।**

আমার উপর আল্লাহতা'লার এই নেয়ামত হইয়াছে যে রসূলুল্লাহ (দঃ) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন আমার গৃহে, আমার জন্য নির্ধারিত দিনে এবং আমার সিনা ও থুতনির মধ্যে থাকিয়া। তাছাড়া আল্লাহতালা শেষ মুহূর্তে আমার ও তাঁহার থুথু একত্রিত করিয়া দিয়াছিলেন।

রসূলুল্লাহ (দঃ) যখন আমার বুকের সাথে হেলান দেওয়া অবস্থায় ছিলেন তখন আমার ভ্রাতা আব্দুর রহমান হাতে একটি তাজা মেসওয়াক নিয়া

YQADRI.BLOGSPOT.

প্রবেশ করার পর তিনি তাহার প্রতি বারবার তাকাইতে থাকিলে আমি বলিলাম- ঐ মেসওয়াক আপনার জন্য লইব কি? তিনি মাথা দ্বারা হ্যাঁ সূচক ইশারা করিলে আমি উহা নিয়া তাঁহাকে দিলাম কিন্তু উহা চিবান তাঁহার জন্য কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। আমি চিবাইয়া নরম করিয়া দিব কিনা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি ইশারায় হ্যাঁ বলিলেন। আমি উহাকে চিবাইয়া দিলে তিনি উহা দ্বারা এমন সুন্দরভাবে দাঁত মাজিলেন যাহা পূর্বে দেখি নাই। তাঁহার সামনে একটি পাত্রে পানি ছিল। তিনি পাত্র মধ্যে বারবার হাত ভিজাইয়া মুখমন্ডল ঠান্ডা করিতেছিলেন আর বলিতেছিলেন- 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ; মৃত্যুর যাতনা অনেক'। অতঃপর উপরের দিকে হাত তুলিয়া বলিতে লাগিলেন- 'উর্দ্ধজগতের বন্ধুর সঙ্গে মিলন চাই'। এই বলিতে বলিতে তাঁহার হস্ত মোবারক শিথিল হইয়া পড়িয়া গেল এবং তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

হাদীস- ১৪৮৪। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **রসূল (দঃ) এর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) যখন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তখন তিনি আমার বুকের সঙ্গে হেলান দিয়াছিলেন। তাঁহার মাথা আমার সিনা ও থুতনীর মধ্যস্থলে ছিল। তাঁহার মৃত্যু যন্ত্রনা দেখিবার পর আমি কাহারও পক্ষে মৃত্যু যাতনাকে অশুভ মনে করিতে পারি না।

হাদীস- ১৪৮৫। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **নবী করীম (দঃ) এর সর্বশেষ বচন।**

নবী করীম (দঃ) এর মুখে উচ্চারিত সর্বশেষ বচন ছিল-'আল্লাহুম্মার রাফিকুল আলা' - হে আল্লাহ, আমার পরম সুহৃদ।

হাদীস- ১৪৮৬। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **রসূলুল্লাহ (দঃ) এর বয়স।**

রসূল্লাহ (দঃ) ৬৩ বৎসর বয়সে ইহ জগৎ ত্যাগ করিয়াছেন।

হাদীস- ১৪৮৭। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ) ও ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **রসূল (দঃ) এর মৃত্যুর পরবর্তী আবু বকর (রাঃ) এর অবস্থা।**

রসূল (দঃ) এর মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া আবু বকর (রাঃ) সুনহস্থিত তাঁহার গৃহ হইতে ঘোড়ায় চড়িয়া দ্রুত আসিলেন এবং সোজা মসজিদে নব্বীতে প্রবেশ করিলেন। অতঃপর আয়েশা (রাঃ) এর ঘরে আসিয়া চাদরে আবৃত নবী করীম (দঃ) এর প্রতি চাহিয়া চাদর সরাইয়া শ্রদ্ধাবনতভাবে তাঁহার কপাল চুম্বন করিলেন। নীরবে অশ্রুধারা বহিয়া পড়িল। অতঃপর তিনি রসূলুল্লাহ (দঃ) এর প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন- আমার মাতা পিতা আপনার চরণে উৎসর্গ, আপনার জন্য নির্ধারিত মৃত্যু আসিয়া গিয়াছে, আল্লাহ আপনার মৃত্যুকে দুই সুযোগ দান করিবেন না।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর বর্ণনা- আবু বকর (রাঃ) কক্ষ হইতে বাহির হইয়া বক্তৃতারত[১] ওমর (রাঃ)কে বসিয়া যাইতে বলিলেন, কিন্তু তিনি

YOADRI.BLOGSPOT.C

বসিলেন না। অতঃপর আবু বকর (রাঃ) বক্তৃতা দিতে দাঁড়াইলে লোকজন ওমর (রাঃ)কে ছাড়িয়া আবু বকর (রাঃ) এর প্রতি ধাবিত হইল। আবু বকর (রাঃ) তেজোদ্দীপ্ত ভাষায় যুগান্তকারী ভাষণ দানে বলিলেন- তোমাদের মধ্যে যদি কেহ মোহাম্মদ (দঃ) এর উপাসক হইয়া থাক তবে জানিয়া লও, মোহাম্মদ (দঃ) এর মৃত্যু হইয়া গিয়াছে। আর যাহারা আল্লাহর উপাসক তাহারা জানিয়া রাখ যে আল্লাহ অনাদি, অনন্ত, চিরঞ্জীব। তাঁহার মৃত্যু নাই। তিনি কোরআন শরীফের আয়াত তেলাওয়াত করিলেন- মোহাম্মদ (দঃ) রসুল ব্যতীত নহেন এবং তাঁহার পূর্বে রসুলগণ বিগত হইয়াছে। যদি তাঁহার মৃত্যু হয় অথবা তিনি নিহত হন তবে কি তোমরা পশ্চাদপদে ফিরিয়া যাইবে? এবং যে কেহ পশ্চাদপদে ফিরিয়া যায়, তাহাতে সে আল্লাহর কোনই অনিষ্ট করিবে না এবং আল্লাহ কৃতজ্ঞগণকে পুরস্কার প্রদান করেন। **(পারা ৪ সূরা ৩ আয়াত ১৪৪)।**

আবু বকর (রাঃ) এর মুখ হইতে শুনার পর সকলেই সমস্বরে এই আয়াত তেলাওয়াত করিতে লাগিলেন যেন ইহা তাঁহারা এই প্রথম শুনিলেন।

ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন- আবু বকর (রাঃ) এর মুখে এই আয়াত শুনার সঙ্গে সঙ্গে আমারও হাত পা ভাঙ্গিয়া পড়িল। আবু বকর (রাঃ) এর মুখে উক্ত আয়াত শুনার পর আমি উপলব্ধি করিতে পারিলাম যে রসুল (দঃ) এর মৃত্যু হইয়াছে এবং তখন আমি আর নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলাম না, মূর্ছা খাইয়া মাটিতে পড়িয়া গেলাম। [তিনি বলিতেছিলেন- রসুল (দঃ) মরেন নাই।]

হাদীস- ১৪৮৮। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- দান হিসাবে প্রদত্ত **বৃক্ষও বাগান ফেরৎ দান।**

রসুল (দঃ) এর ব্যয় নির্বাহের জন্য মদীনাবাসী কেহ কেহ তাঁহাকে কতিপয় খেজুর বৃক্ষ দিয়া রাখিত। বনু কোরায়জা ও বনু নজীর গোত্রদ্বয়ের বস্তি মুসলমানদের করায়ত্ত হইলে উহা হইতে প্রাপ্ত অংশ দ্বারা তাঁহার ব্যয় নির্বাহ হইত। তখন তিনি লোকদের প্রদত্ত খেজুর বৃক্ষ ফেরৎ দিতে লাগিলেন।

হাদীস- ১৪৮৯। সূত্র- হযরত আমর ইবনে হারেস (রাঃ)- **রসুল (দঃ) এর সম্পত্তি।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) স্বর্ণ রৌপ্যের কোন মুদ্রা বা ক্রীতদাস-দাসী রাখিয়া যান নাই। তাঁহার ব্যবহারের একটি সাদা খচ্চর এবং নিজস্ব যুদ্ধাস্ত্র রাখিয়া গিয়াছিলেন। আর রাখিয়া গিয়াছিলেন কিছু পরিমান বাগান- যাহার মূলভূমি আল্লাহর ওয়াস্তে দান করিয়া গিয়াছিলেন।

YQADRI.BLOGSPOT.CO

হাদীস- ১৪৯০। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **নবীর উত্তরাধিকারী হইতে পারে না।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) এর ইহধাম ত্যাগের পর তাঁহার বিবিগণ নিজেদের মীরাস লাভ করার জন্য ওসমান (রাঃ)কে আবু বকর (রাঃ) এর নিকট প্রেরণ করিতে উদ্যত হইলে আয়েশা (রাঃ) বলিলেন- আপনাদের কি স্মরণ নাই যে রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- 'আমাদের ওয়ারেস কেহ হইতে পারে না; আমরা যাহা কিছু রাখিয়া যাইব সবই সদকা পরিগণিত হইবে।

হাদীস- ১৪৯১। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **নবীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি সদকা হইবে।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- আমার উত্তরাধিকারীগণ বন্টন করিয়া নেওয়ার মত কোন টাকা পয়সা পাইবে না। আমার যাহা কিছু পরিত্যক্ত থাকিবে তাহা হইতে আমার স্ত্রীগণের ভরণ পোষণ এবং কার্য্য পরিচালনাকারীগণের ব্যয় বহন করা হইবে। অতিরিক্ত যাহা থাকিবে তাহা সদকা পরিগণিত হইবে।

হাদীস- ১৪৯২। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **রসূল (দঃ) এর পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার নাই।**

ফাতেমা (রাঃ) নবী করীম (দঃ) এর দান হিসাবে প্রাপ্ত মদীনার এবং ফদক ও খায়বরের সম্পত্তির উত্তরাধিকার স্বত্ব চাহিয়া আবু বকর (রাঃ) এর নিকট সংবাদ পাঠাইলে আবু বকর (রাঃ) বলিলেন- রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- 'আমাদের সম্পত্তির কেহ উত্তরাধিকারী হইতে পারে না, উহা সদকা পরিগণিত হইবে- অবশ্য মোহাম্মদ (দঃ) এর পরিবারবর্গ ঐ সম্পত্তি হইতে ভরণ পোষণ লাভ করিবে; উহার অতিরিক্ত ঐ সম্পত্তির মধ্যে সেই পরিবারেরও কোন হক নাই।' তাঁহার দানকৃত বস্তুসমূহের মধ্যে আমি এক তিলও ব্যতিক্রম করিতে পারিব না। অবশ্য তিনি স্বয়ং যেই ভাবে ইহাদের পরিচালনা করিতেন আমিও ঠিক সেই ভাবেই পরিচালনা করিব।

আলী (রাঃ) এক বক্তৃতায় আবু বকর (রাঃ) এর মর্তবা ও মর্য্যাদার স্বীকৃতি দান পূর্বক তাঁহাকে রসূলুল্লাহ (দঃ) এর আত্মীয়বর্গের প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য আবেদন জানাইলে আবু বকর (রাঃ) বলিলেন- সেই সর্বশক্তিমানের কসম যাঁহার হাতে আমার প্রাণ- রসূলুল্লাহ (দঃ) এর আত্মীয়বর্গের প্রতি লক্ষ্য করাকে আমি আমার নিজ আত্মীয়বর্গের প্রতি লক্ষ্য করা অপেক্ষা অধিক পসন্দ করি ও গুরুত্ব দিয়া থাকি।

হাদীস- ১৪৯৩। সূত্র- হযরত মালেক ইবনে আউস (রাঃ)- **রসূল (দঃ) এর সম্পত্তি নিয়া আত্মীয়গনের মধ্যে ঝগড়া।**

আমি ওমর (রাঃ) এর নিকট গেলাম। দারোয়ান আসিয়া বলিল- ওসমান (রাঃ), আবদুর রহমান (রাঃ), জোবায়ের (রাঃ) ও সা'য়াদ (রাঃ) ভিতরে আসার অনুমতি চাহিতেছে, আসিতে দিব কি? ওমর (রাঃ) বলিলেন- হ্যাঁ। তাঁহারা ভিতরে আসিয়া সালাম করতঃ বসিবার পর

দারোয়ান আসিয়া বলিল- আলী (রাঃ) এবং আব্বাস (রাঃ) ও অনুমতি চাহিতেছেন। ওমর (রাঃ) তাঁহাদেরকেও আসিবার জন্য অনুমতি দিলেন। তাঁহারা ভিতরে আসিয়া সালাম করতঃ বসিলেন।

আব্বাস (রাঃ) বলিলেন- হে আমিরুল মোমেনীন! আমার ও তাহার[১] মধ্যে ফয়সালা করিয়া দিন। ওসমান (রাঃ) ও তাঁহার সঙ্গীরাও বলিলেন- হে আমিরুল মোমেনীন! তাহাদের মধ্যে ফয়সালা করিয়া দিয়া তাহাদিগকে শান্ত করুন। ওমর (রাঃ) বলিলেন- তাড়াহুড়া করিও না, ধৈর্য্যচ্যুত হইও না। যাহার আদেশে আসমান-জমীন সুপ্রতিষ্ঠিত সেই আল্লাহর শপথ দিয়া বলিতেছি- তোমরা কি জান রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- 'আমাদের কোন ওয়ারেস নাই; যাহা রাখিয়া যাই তাহা সদকা।'- এই কথা দ্বারা তিনি নিজেকে বুঝাইয়াছেন? সকলে বলিল- তিনি এই কথা বলিয়াছেন। তিনি আলী (রাঃ) এবং আব্বাস (রাঃ)কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন- আমি তোমাদের দুই জনকে আল্লাহর শপথ দিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি- রসূলুল্লাহ (দঃ) এই কথা বলিয়াছেন- তাহা কি তোমরা জান? তাঁহারা দুই জনেই বলিলেন, হ্যাঁ, তিনি এই কথা বলিয়াছেন। অতঃপর ওমর (রাঃ) বলিলেন-এই ব্যাপারটা বিস্তারিত ভাবে বলিতেছিঃ-

আল্লাহতালা তাঁহার রসূল (দঃ)কে এই মালে একটা বিশেষত্ব দান করিয়াছেন যাহা অন্য কোন নবীকে দেন নাই। আল্লাহ বলেন- ''আর যে ফাই[২] আল্লাহ তাহাদের মালিকানা হইতে বাহির করিয়া তাহার রসূলের দখলে আনিয়া দিয়াছেন, তাহা দখল করিতে তোমরা ঘোড়া ও উট দৌড়াও নাই; বরং আল্লাহ তাঁহার রসূলগনকে যাহার উপরে চাহেন, কর্তৃত্ব দান করেন। আল্লাহ প্রতিটি বস্তুর উপর সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।'' (সুরা হাশর ৬ আয়াত) এই হুকুম শুধুমাত্র রসূল (দঃ) এর জন্যই ছিল। আল্লাহর কসম! তিনি তোমাদেরকে বঞ্চিত করিয়া এইগুলি নিজের জন্য সঞ্চয় করেন নাই। এই ব্যাপারে তোমাদের উপর কাউকে অগ্রাধিকারও দেন নাই। এইগুলি হইতেই তোমাদেরকে দিয়াছেন, তোমাদের জন্য খরচও করিয়াছেন। পরে ঐ মাল হইতে এইটুকু অবশিষ্ট থাকিল। রসূল (দঃ) এই অবশিষ্ট অংশ হইতেই নিজের পরিবারের বাৎসরিক ভরন পোষন করিতেন। বৎসর শেষে উদ্বৃত্ত আল্লাহর রাস্তায় খরচ করিয়া দিতেন। রসূলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার জীবদ্দশায় এই নীতিই অনুসরন করিয়াছেন। আমি আল্লাহর শপথ দিয়া বলিতেছি-তোমরা ইহা কি জান? সকলে বলিলেন-হ্যাঁ। তিনি আলী (রাঃ) এবং আব্বাস (রাঃ)কে লক্ষ্য করিয়াও বলিলেন-আমি তোমাদের দুইজনকেও আল্লাহর শপথ দিয়া বলিতেছি-তোমাদের কি ইহা জানা আছে? দুইজনেই বলিলেন- হ্যাঁ। অতঃপর আল্লাহ তাঁহার নবীকে উঠাইয়া নিলে আবু বকর (রাঃ) তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া ঐ মাল নিজের অধীনে নিলেন। উহা হইতে খরচের ব্যাপারে তিনিও রসূল (দঃ) এর নীতিই অনুসরণ করিলেন। তোমরা দুইজন তখনও বর্তমান ছিলে। তোমাদের ধারনা

আবুবকর (রাঃ) এইরূপ৩। আল্লাহ জানেন, আবুবকর (রাঃ) এই ব্যাপারে সত্যবাদী, কল্যানকামী, সঠিক নীতির অনুসারী এবং সত্যের অনুগামী ছিলেন। আল্লাহ আবু বকর (রাঃ)কেও উঠাইয়া নিলে আমি রসূল (দঃ) ও আবু বকর (রাঃ) এর স্থলাভিষিক্ত হইয়া ঐ মাল নিজের অধীনে নিয়া আসি। দুই বৎসর যাবৎ আমিও রসূল (দঃ) এবং আবু বকর (রাঃ) এর অনুসৃত নীতি অনুসরন করিয়া আসিতেছি। এখন তোমরা দুইজন আমার নিকট আসিয়াছ। উভয়ের একই মোকদ্দমা, তুমি৪ আসিয়াছ ভ্রাতুষ্পুত্রের সম্পত্তিতে নিজের মীরাস দাবি করিতে, সে৫ আসিয়াছে শ্বশুরের সম্পত্তিতে স্ত্রীর অংশ চাহিতে।

আমি বলিতেছি- যদি তোমরা চাও আমি ইহা তোমাদের নিকট এই শর্তে হস্তান্তর করিতে পারি যে, তোমরা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা-অঙ্গীকার ঠিক রাখিবে। তোমরা অবশ্যই জান, এই সম্পত্তির ব্যাপারে রসূলুল্লাহ (দঃ) ও আবু বকর (রাঃ) কি নীতি অনুসরণ করিয়াছেন এবং আমি ইহার তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে কি নীতি অবলম্বন করিয়া আসিতেছি। এই নীতি মানিয়া চলিতে না পারিলে আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিও না।

তোমরা উভয়ে বলিয়াছিলে- উহা আমাদের নিকট ছাড়িয়া দিন। আমি তাহা তোমাদের উভয়ের নিকট হস্তান্তর করিয়াছি। তোমাদেরকে আল্লাহর শপথ দিয়া বলিতেছি- আমি কি উহা উভয়ের নিকট হস্তান্তর করিয়াছি? সকলে বলিল- হাঁ। তিনি আলী (রাঃ) ও আব্বাস (রাঃ)কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন- আমি আল্লাহর কসম দিয়া তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করিতেছি- আমি কি উহা তোমাদের উভয়ের নিকট ফেরৎ দিয়াছি? উভয়ে বলিলেন- হাঁ।

আমার নিকট ইহা ছাড়া আর কি ফয়সালা আশা কর? সেই সত্ত্বার শপথ- যাহার অনুমতি সাপেক্ষে আসমান ও জমীন নিজেদের অস্তিত্ব নিয়া টিকিয়া রহিয়াছে- কেয়ামত পর্যন্ত আমি এই ব্যাপারে এইরূপ ফয়সালাই দিব। যদি তোমরা শর্ত পালন করিতে অক্ষম হও, তবে ঐ মাল আমার জিম্মায় ছাড়িয়া দাও, আমি উহার দেখা শুনা করি। [১। আলী (রাঃ) ২। যুদ্ধ ছাড়া লব্ধ ধন। ৩। তোমাদেরকে হক আদায় করিতেছে না; ৪। আব্বাস (রাঃ) ৫। আলী (রাঃ)]

হাদীস- ১৪১৪। সূত্র- হযরত মালেক ইবনে আউস (রাঃ) -**রসূল (দঃ) এর সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ।**

আমার উপস্থিতিতে ওমর (রাঃ) এর নিকট ওসমান (রাঃ), আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ), যোবায়ের (রাঃ) ও সায়াদ (রাঃ) আসার কিছুক্ষণের মধ্যেই আলী (রাঃ) এবং আব্বাস (রাঃ) আসিয়া তাঁহাকে সালাম করতঃ বসিয়া পড়িলেন।

আব্বাস (রাঃ) বলিলেন- হে আমিরুল মোমেনীন! আমার এবং আলী (রাঃ) এর মধ্যে একটি চূড়ান্ত ফয়সালা করিয়া দিন। রসূল (দঃ) এর পরিত্যক্ত বনু নজীর বস্তির সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের ব্যাপারে তাঁহারা উভয়ে পরস্পরের প্রতি কঠোর ভাষা ব্যবহার করিতে থাকিলে ওসমান (রাঃ) সহ

অন্যান্যেরা জোর দিয়া বলিলেন যে- তাঁহাদের মধ্যে চূড়ান্ত ফয়সালা করিয়া শান্তির ব্যবস্থা করা উত্তম।

ওমর রাঃ) বলিলেন- আমি আসমান জমিনের প্রভুর কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি-আপনারা জানেন কি যে রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- কেহ আমাদের ওয়ারেস হইতে পারিবে না। আমাদের পরিত্যক্ত সব কিছু সদকা বলিয়া পরিগনিত হইবে- এই কথার দ্বারা তিনি নিজের বিষয়ই উদ্দেশ্য করিয়াছিলেন? ওসমান (রাঃ) ও তাঁহার সঙ্গীগন এক বাক্যে বলিলেন- হ্যাঁ, রসূল (দঃ) ইহা বলিয়াছিলেন। অতঃপর ওমর (রাঃ) আলী (রাঃ) ও আব্বাস (রাঃ)কেও অনুরূপ কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন- আপনারা জানেন কি যে রসূলুল্লাহ (দঃ) ঐরূপ বলিয়াছেন? তাঁহারা স্বীকার করিলেন। তখন ওমর (রাঃ) সকলকে বলিলেন, আমি মূল বৃত্তান্ত শুনাইতেছি- এই বলিয়া তিনি সূরা হাশরের একটি আয়াত তেলাওয়াত করিয়া বলিলেন- বিনা যুদ্ধলব্ধ সম্পত্তির পূর্ণ অধিকার রসূল (দঃ)কে উক্ত আয়াত দ্বারা দেওয়া সত্বেও তিনি উক্ত সম্পত্তি সকলের মধ্যে ভাগ করিয়া দিয়া শুধু মাত্র এই সামান্য জমি নিজের জন্য রাখিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা তাঁহার পরিবার বর্গের সারা বৎসরের খোর- পোষের ব্যবস্থা করিতেন এবং উদ্বৃত্ত অংশ লিল্লাহরূপে দান খয়রাত করিয়া দিতেন। নবী করীম (দঃ) স্বীয় জীবনকালে এই পন্থায়ই ইহার পরিচালনা করিয়াছেন- আল্লাহর কসম করিয়া বলুন, ইহা আপনারা অবগত আছেন কি? সকলেই উত্তর করিল- হাঁ।

আবু বকর (রাঃ) তাঁহার খেলাফত কালে নিজ হস্তে উক্ত সম্পত্তির পরিচালনাভার রাখিয়া রসূল (দঃ) এর পন্থায়ই কাজ করিয়াছেন। তখন আপনারা তাঁহার সমালোচনা করিয়াছিলেন কিন্তু আল্লাহ সাক্ষী আছেন, আবু বকর (রাঃ) এই ব্যাপারে সত্যের প্রতীক, ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাতা এবং হক পথের পথিক ছিলেন। আবু বকর (রাঃ) এর পর আমি দুই বৎসর কাল রসূল (দঃ) এবং আবু বকর (রাঃ) এর পন্থায় উহা পরিচালনা করি। আল্লাহ সাক্ষী, আমি সত্য, ন্যায় ও হক ভাবে উহার পরিচালনা করিয়াছি। অতঃপর আপনারা দুইজন চাচা এবং জামাতা হিসাবে আমার নিকট দাবী উত্থাপন করিলে আমি আপনাদিগকে রসূল (দঃ) এর ঐ কথাই শুনাইয়াছিলাম যে, কেহ তাঁহার উত্তরাধীকারী হইবে না; তাঁহার পরিত্যক্ত সব সদকা পরিগনিত হইবে। অতঃপর আমি মদীনার সম্পত্তিটি আপনাদের হাতে হাওলা করার মনস্থ করিয়া আপনাদেরকে ডাকিয়া বলি যে এই শর্তে ঐ জমির পরিচালনাভার আপনাদের হস্তে ছাড়িয়া দিতে পারি যে আপনারা আল্লাহর নামে অঙ্গীকার করিবেন- ইহার সমুদয় কার্য্য রসূল (দঃ), আবুবকর (রাঃ) ও আমি মোতওয়াল্লী হইয়া এযাবৎ যেই পন্থায় চালাইয়াছি আপনারাও ঠিক সেই পন্থায়ই চালাইবেন। তিনি সকলকে কসম দিয়া

জিজ্ঞাসা করিলেন- আমার বক্তব্য ঠিক কিনা? সকলে একবাক্যে বলিলেন- হ্যাঁ ঠিক।

অতঃপর ওমর (রাঃ) আলী (রাঃ) ও আব্বাস (রাঃ)কে বলিলেন- ঐ ব্যবস্থার পর আপনারা আমার নিকট হইতে ভিন্ন নুতন কি ব্যবস্থা আশা করেন? আমি আল্লাহতালার শপথ করিয়া বলিতেছি- আমার পূর্ব ব্যবস্থা ভিন্ন নুতন কোন ব্যবস্থারই অবকাশ আমি দিব না। আপনারা যদি ঐ ব্যবস্থানুযায়ী কাজ চালাইতে অপারগ হন তাহা হইলে উহা আমার নিকট প্রত্যার্পন করুন। আমিই আপনাদের স্থলে উহার কার্য্য পরিচালনা করিব।

হাদীস- ১৪৯৫। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **রসুলুল্লাহ (দঃ) এর সম্পত্তি নিয়া মত বিরোধ।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) এর মদীনা, ফদক এবং খায়বর এলাকায় যে সম্পত্তি ছিল ফাতেমা (রাঃ) তাহার মিরাস দাবী করিলে? আবু বকর (রাঃ) বলিলেন- রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- 'নবীদের সম্পত্তির ওয়ারেস কেহ হইবে না; আমাদের পরিত্যক্ত সব কিছু সদকা হিসাবে গণ্য হইবে। অবশ্য মোহাম্মদ (দঃ) এর পরিবারবর্গ উহা হইতে ভরণপোষণ পাইবে।' খোদার কসম, রসুলুল্লাহ (দঃ) এর সদকাকে আমি এক তিলও পরিবর্তন করিতে পারিব না, উহা সেই অবস্থায়ই থাকিবে যেই অবস্থায় তাঁহার আমলে ছিল। আমি সেই ভাবেই ইহা পরিচালনা করিব যেইরূপভাবে তিনি করিতেন। ইহাতে ফাতেমা (রাঃ) মনঃক্ষুন্ন ও রাগান্বিত হইয়া মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আর আবু বকর (রাঃ) এর সাথে কথা বলেন নাই। আলী (রাঃ) ও মনঃক্ষুন্ন হইয়াছিলেন। ফাতেমা (রাঃ) এর মৃত্যুর পর আবু বকর (রাঃ)কে খবর না দিয়াই রাত্রিবেলা ফাতেমা (রাঃ)কে দাফন করা হইয়াছিল।

ফাতেমা (রাঃ) এর মৃত্যুর পর আলী (রাঃ) অনুভব করিলেন যে আবু বকর (রাঃ) এর সাথে মিমাংসার প্রয়োজন এবং সেই মতে তাঁহাকে একা দাওয়াত করিয়া আনিয়া ভাষণ দানে বলিলেন- আপনার মর্তবা সম্পর্কে আমরা ওয়াকিবহাল রহিয়াছি এবং স্বীকার করি। আমাদের অভিযোগ- আপনি ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের ব্যাপারে একনায়ক সুলভ আচরণ করিয়া থাকেন অথচ রসুলুল্লাহ (দঃ) এর জ্ঞাতী ও নিকটতম আত্মীয় হওয়ায় এই ব্যাপারে আমাদের হক রহিয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি।

এই বক্তৃতা শোনার পর আবু বকর (রাঃ) এর অশ্রু বহিয়া গেল। তিনি বলিলেন- ঐ মহান সত্তার কসম যাহার হাতে আমার প্রাণ- নিশ্চয়ই রসুল (দঃ) এর আত্মীয়তার মর্য্যাদা আমার নিকট আমার নিজের আত্মীয়তার মর্য্যাদা অপেক্ষা অনেক বেশী। কিন্তু আপনার ও আমার মধ্যে তাঁহার জায়গা জমি নিয়া যে মতানৈক্যের সৃষ্টি হইয়াছে উহা সম্পর্কে উত্তম পথ অবলম্বনে আমি বিন্দুমাত্র অবহেলা করি নাই এবং এই পর্যন্ত একটি কাজও ছাড়ি নাই যাহা রসুল (দঃ)কে করিতে দেখিয়াছি। তখন আলী (রাঃ) পরদিন দিনের দ্বিতীয়ার্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে সমর্থন ঘোষণার ওয়াদা করিলে পরের

YOADRI.BLOGSPOT.COM

দিন জোহরের নামাজ পর্যন্ত আবু বকর (রাঃ) মিম্বরে দাঁড়াইয়া ভাষণদান কালে আলী (রাঃ) কর্তৃক আনুষ্ঠানিক সমর্থন ঘোষণার কারণ সমূহ বিবৃত করিয়া নিজের দোষত্রুটির জন্য আল্লাহ তা'লার দরবারে ক্ষমা চাইলেন।

আলী (রাঃ) ভাষণ দানকালে আবু বকর (রাঃ) এর যোগ্যতার প্রতি অতিশয় সম্মান প্রদর্শন পূর্বক বলিলেন- সমর্থন ঘোষণার বিলম্বের কারণ তাঁহার প্রতি হিংসাবিদ্বেষ পোষণ করা নহে কিম্বা তাঁহার প্রতি আল্লাহ প্রদত্ত মর্য্যাদাকে উপেক্ষা করাও নহে। হ্যাঁ, আমাদের ধারণা এই যে, কর্তৃত্ব পরিচালনার ব্যাপারে আমাদের পরামর্শদানের অধিকার রহিয়াছে। সেই ক্ষেত্রে তিনি একনায়কত্বের ভূমিকা অবলম্বন করায় আমরা মনঃক্ষুন্ন হইয়াছিলাম। অতঃপর আলী (রাঃ) আবু বকর (রাঃ) এর দিকে অগ্রসর হইয়া সর্ব সমক্ষে তাঁহার প্রতি অকুন্ঠ সমর্থনের ঘোষণা করিলেন। এই মিলন মুহুর্তে মুসলমানগণ অতিশয় খুশী হইলেন এবং আলী (রাঃ)কে ধন্যবাদ দিলেন। এই ঘটনার পর মুসলমানগণ আলী (রাঃ) এর প্রতি অধিক সৌজন্যশীল হইয়া উঠিলেন। [১। ফাতেমা (রাঃ) উক্ত হাদীস জানিতেন না।]

হাদীস- ১৪১৬। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ) - **নবী করীম (দঃ) এর আকৃতি।**

নবী করীম (দঃ) এর দৈহিক গঠন ছিল মধ্যম শ্রেনীর- খুব লম্বাও নয়, খুব বেঁটেও নয়। তাঁহার শরীরের রং ছিল অতি উজ্জ্বল।। ফ্যাকাসে সাদা বা ময়লা শ্রেনীর শ্যামবর্ণ ছিল না। মাথার চুল ছিল মামুলী বাঁকযুক্ত সুশৃঙ্খল- অধিক কুঞ্চিতও নয়, সম্পূর্ণ সোজাও নয়।

৪০ বৎসর বয়সকালে তিনি নবুওতের দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। অতঃপর তিনি মক্কায় এক দশক এবং মদীনায় এক দশক[১] অতিবাহিত করেন। ইহজগত ত্যাগ করা কালে তাঁহার মাথা ও দাঁড়ির মধ্যে সর্বমোট ২০ টি চুলদাঁড়িও সাদা হইয়াছিল না। [১। তের বছর। দশক হিসাবে ভগ্নাংশ বাদ দিয়া]

হাদীস- ১৪১৭। সূত্র- হযরত বরা ইবনে আজেব (রাঃ)- **নবী করীম (দঃ) এর গঠন।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) সর্বাধিক সুশ্রী ও চরিত্রবান ছিলেন। তাঁহার দৈহিক গঠনও ছিল সুন্দর; অধিক লম্বাও না, অধিক বেঁটেও না।

হাদীস- ১৪১৮। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **রসুল (দঃ) এর দৈহিক বর্ননা।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) এর মাথা ছিল অপেক্ষাকৃত বড় আকারের এবং পায়ের পাতা ছিল পুরু, বড় ও মজবুত। তাঁহার হাতের তালু ছিল প্রশস্ত। পুর্বে বা পরে তাঁহার তুল্য কাহাকেও দেখি নাই।

YQADRI.BLOGSPOT.COM

হাদীস- ১৪৯৯। সূত্র- হযরত বরা ইবনে আজেব (রাঃ)- রসুল (দঃ) এর দৈহিক সৌন্দর্য্য।

রসূলুল্লাহ (দঃ) এর দৈহিক আকৃতি ছিল মধ্যম শ্রেনীর। তাঁহার কাঁধদ্বয়ের মধ্যস্থল ছিল সুপ্রশস্ত এবং তাঁহার মাথার জুলফি উভয় কানের লতি পর্যন্ত পৌঁছিত। আমি তাঁহাকে লাল রংয়ের পোশাকে দেখিয়াছি। তাঁহাকে এত সুন্দর দেখাইত যে আমি কাহাকেও তাঁহার তুল্য সুন্দর দেখি নাই।

হাদীস- ১৫০০। সূত্র- হযরত বরা ইবনে আজেব (রাঃ)- রসুল (দঃ) এর চেহারা পুর্নিমার চাঁদের ন্যায়।

রসূলুল্লাহ (দঃ) এর চেহারা মোবারক তরবারীর ন্যায় ছিল কিনা জিজ্ঞাসার উত্তরে বরা (রাঃ) বলিলেন- না, না; তাঁহার চেহারা মোবারক ছিল পূর্নিমার চাঁদের মত উজ্জ্বল।

হাদীস- ১৫০১। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- রসুল (দঃ) এর অঙ্গ ছিল কোমল ও সুগন্ধময়।

মোটা বা চিকন কোন প্রকার রেশমী বস্ত্রও রসূলুল্লাহ (দঃ) এর হস্ত মোবারক হইতে কোমল পাই নাই এবং তাঁহার শরীরের সৃষ্টিগত সুগন্ধ হইতে অধিক সুগন্ধ আমি কোথাও পাই নাই।

হাদীস- ১৫০২। সূত্র- হযরত জোহায়ফা (রাঃ)- রসুল (দঃ) এর ঘাম সুগন্ধময়।

রসূলুল্লাহ (দঃ) দ্বিপ্রহরে বাহির হইয়া জোহরের নামাজ পড়িলেন ও আসরের নামাজ পড়িলেন। লোকেরা সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়াইল। নবী করীম (দঃ) তাহাদের নিকট দিয়া যাইবার কালে প্রত্যেকেই তাঁহার হস্তদ্বয় দ্বারা নিজ নিজ চেহারা মোবারক মুছিতে লাগিল। তখন আমিও তাঁহার হস্ত মোবারক আমার চেহারার উপর রাখিলাম। আমি স্পষ্ট অনুভব করিয়াছি, তাঁহার হস্ত মোবারক বরফের মত শীতল এবং মেশক বা কস্তুরী অপেক্ষা অধিক সুগন্ধময়।

আনাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন- উম্মে সোলায়েম[1] হজরতের আরামের জন্য চামড়ার বিছানা বিছাইয়া দিতেন। তিনি ঐ বিছানার উপর দুপুরবেলা ঘুমাইতেন। তিনি ঘুম হইতে উঠিয়া গেলে উম্মে সোলায়েম বিছানার উপর হইতে ঘাম ও মাথা হইতে ঝরিয়া পড়া দুই চারটা চুল কুড়াইয়া কাঁচের শিশিতে জমা করিতেন এবং উহাকে সুগন্ধির সহিত মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিতেন।

একদা তিনি উম্মে সোলায়েমকে ঐসব কুড়াইতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন- ইহা কি? উম্মে সোলায়েম বলিলেন- ইহা আপনার শরীরের ঘাম। আমি উহা জমা করিয়া সুগন্ধ বস্তুর সহিত উহার উৎকর্ষ সাধন করনার্থে মিশ্রিত করিয়া থাকি। উম্মে সোলায়েম ইহাও বলিলেন- ইয়া রসূলাল্লাহ! বরকতের জন্য ইহা ছেলেমেয়েদেরকেও ব্যবহার করাই। রসুল

(দঃ) বলিলেন- ইহা উত্তম বটে। আনাস (রাঃ) মৃত্যুকালে অসিয়ত করিয়াছিলেন- হযরতের ঘাম মিশ্রিত সুগন্ধ যেন আমার কাফনে দেওয়া হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর তাহা করা হইয়াছে। [১। আনাস (রাঃ) এর মাতা ও রসুল (দঃ) এর দুধবোন]

হাদীস- ১৫০৩। সূত্র- হযরত আবু জোহায়ফা (রাঃ)- **রসুল (দঃ) এর দাঁড়ি।**

আমি রসুলুল্লাহ (দঃ)কে দেখিয়াছি। তাঁহার বাচ্চা[১] দাঁড়ির কতিপয় সাদা হইয়াছিল মাত্র। [১। থুতনীর নীচের]

হাদীস- ১৫০৪। সূত্র- হযরত হারীজ ইবনে ওসমান (রাঃ)- **রসুল (দঃ) এর দাঁড়ি সাদা হয় নাই।**

হারীজ ইবনে ওসমান আবদুল্লাহ ইবনে বুছর (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন- নবী করীম (দঃ) কি বৃদ্ধ হইয়াছিলেন? তিনি বলিলেন- শুধু তাঁহার বাচ্চা দাঁড়ির কতিপয় সাদা হইয়াছিল।

হাদীস- ১৫০৫। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **রসুল (দঃ) মাথার সিঁথি কাটিতেন।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) প্রথম অবস্থায় মাথার বাবড়ি চুল আঁচড়াইতেন। মাথার অগ্রভাগে সিঁথি না কাটিয়া অগ্রভাগের চুলগুলিকে গিট লাগাইয়া কপালের উপর ছাড়িয়া দিতেন। তৎকালে কেতাবধারী ইহুদী নাসারাদের ইহাই ছিল রীতি। আর মোশরেকগণ সিঁথি কাটিয়া থাকিত। ভিন্ন রকম অনিষ্ট না হইলে তিনি কেতাবধারীদের রীতিকেই অবলম্বন করিতেন। পরে তিনি সিঁথি কাটিবার রীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন।

হাদীস- ১৫০৬। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ)- **তৌরীত কেতাবে রসুল (দঃ) এর গুনাবলী।**

বর্ননাকারী তৌরীত কেতাবের বিশিষ্ঠ আলেম ছিলেন। তৌরীত কেতাবে রসুলুল্লাহ (দঃ) এর গুনাবলী কিভাবে বর্ণিত আছে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন- কোরআন শরীফে যেমন বর্ণিত আছে- 'হে নবী আমি আপনাকে সাক্ষ্য দানকারী ও সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শক রূপে প্রেরণ করিয়াছি এবং আপনি তাহারই আদেশে আল্লাহর দিকে আহবানকারী ও প্রদীপ্ত প্রদীপ স্বরূপ। (পারা ২২ সুরা ৩৩ আয়াত ৪৫-৪৬) তৌরীত কেতাবেও সেই রকম বর্ণনা রহিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার আরও কতিপয় গুনের উল্লেখ আছে, যথা- তিনি অজ্ঞানান্ধকারে নিমজ্জিত বিশ্বমানবকে রক্ষাকারী হইবেন, আমার বিশিষ্ট বান্দা ও প্রেরীত প্রতিনিধি হইবেন, আমি তাঁহার নাম রাখিয়াছি মোতাওয়াক্কেল অর্থাৎ ভরসা স্থাপনকারী। তিনি কঠোর প্রকৃতির- কঠিন আত্মার লোক হইবেন না। হাঁটে বাজারে হট্টগোল করিয়া বেড়াইবার অভ্যাস তাঁহার মোটেই হইবে না। তিনি এতই সহিষ্ণু হইবেন যে, কাহারও দুর্ব্যবহারের প্রতিশোধে তিনি দুর্ব্যবহার করিবেন না বরং ক্ষমা করিবেন। আল্লাহতা'লা তাঁহাকে উঠাইয়া নিবেন না যতদিন পর্যন্ত না তাহার

মাধ্যমে বক্র পথের পথিক কাফের জাতিকে সোজা করিয়া দেন- যাবৎ তাঁহারা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর স্বীকৃতি দান না করে এবং যে পর্যন্ত না তিনি এই কলেমার দ্বারা অন্ধ চক্ষু সমূহকে সত্যের আলো দান করেন, বধির কর্ণ সমূহে সত্য শ্রবন ও গ্রহনের শক্তি সৃষ্টি করেন, আবদ্ধ অন্তঃকরন ও বুদ্ধি বিবেককে সত্যের আলো দান করেন।

হাদীস- ১৫০৭। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ- **রসূল (দঃ) ছিলেন কথাবার্তায় সুন্দর।**

নবী করীম (দঃ) লজ্জাহীন অশ্লীল কথাবার্তা কখনও মুখে আনিতেন না। তিনি উপদেশ দিতেন 'যাহার চরিত্র ও আচার ব্যবহার ভাল সে-ই তোমাদের মধ্যে উত্তম।

হাদীস- ১৫০৮। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **রসূল (দঃ) সরল পথ অবলম্বন করিতেন**

রসূল (দঃ) একাধিক পথ থাকিলে সহজ পথ বাছিয়া লইতেন। অবশ্য শরীয়তের বরখেলাপ হইলে তিনি ভিন্ন পথ গ্রহন করিতেন। তিনি নিজস্ব ব্যাপারে কখনও প্রতিশোধ লইতেন না। কিন্তু শরীয়ত বিরোধী কাজের ক্ষেত্রে তিনি সুষ্ঠু প্রতিকার করিতেন।

হাদীস- ১৫০৯। সূত্র- হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)- **রসূল (দঃ) লজ্জাশীল ছিলেন।**

নবী করীম (দঃ) ছিলেন অতিশয় লজ্জাশীল। পর্দানশীন কুমারীও তাঁহার তুল্য লজ্জাশীল নয়। রুচি বিরোধী কোন কিছুর সম্মুখীন হইলে তাঁহার চেহারার উপর উহার প্রতিক্রিয়া ভাসিয়া উঠিত।

হাদীস- ১৫১০। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **রসূল (দঃ) খাদ্য বস্তু ঘৃনা করিতেন না।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) খাদ্য বস্তুর প্রতি ঘৃনা প্রকাশ করিতেন না। মনে আকর্ষন হইলে খাইতেন, নতুবা খাইতেন না।

হাদীস-১৫১১। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **রসূল (দঃ) ধীরে ধীরে কথা বলিতেন।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) কথা বলার সময় এত ধীরে কথা বলিতেন যে, কেহ ইচ্ছা করিলে অনায়াসে শব্দ গননা করিতে পারিত।

হাদীস- ১৫১২। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **রসূল (দঃ) অশ্লীল কথা বলিতেন না।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) অশ্লীল কথা কখনও মুখে আনিতেন না, লানত বা অভিশাপ দিতেন না এবং গালিগালাজও দিতেন না। কাহারও ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইলে শুধু এইটুকু বলিতেন- সে এইরূপ করে কেন? তাহার কপালে মাটি পড়ুক।

হাদীস- ১৫১৩। সূত্র- হযরত জাবের (রাঃ)- **তিনি কাহাকেও ফিরাইতেন না।**

রসুল (দঃ)এর নিকট কোন কিছু চাওয়া হইলে তাঁহাকে কখনও 'না' বলিতে দেখা যায় নাই।

হাদীস-১৫১৪। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **তিনি তিরস্কার করিতেন না।**

আমি দশ বৎসর রসুল (দঃ) এর খেদমত করিয়াছি। তিনি কখনও আমাকে তিরস্কার করেন নাই বা কৈফিয়ত চাহেন নাই।

হাদীস- ১৫১৫। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **তিনি গৃহকর্ম করিতেন**

নবী করীম (দঃ) গৃহ কর্ম করিয়া থাকিতেন। কিন্তু নামাজের ওয়াক্ত হইলেই নামাজের জন্য চলিয়া যাইতেন।

হাদীস-১৫১৬। সূত্র- হযরত আসওয়াদ (রাঃ)- **নবীজি গৃহকর্ম করিতেন।**

আমি আয়েশা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম- নবী করীম (দঃ) ঘরে কি কাজ করিতেন? তিনি উত্তর দিলেন- তিনি সংসারের কাজ করিতে থাকিতেন এবং নামাজের সময় হইলে নামাজে চলিয়া যাইতেন।

হাদীস- ১৫১৭। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **তাঁহার হাঁসি ছিল মুচকি হাঁসি।**

নবী করীম (দঃ)কে কখনও পূর্নমুখে এইভাবে হাঁসিতে দেখি নাই যে তাঁহার আলজিভ নজরে পড়ে। তাঁহার হাঁসি ছিল একমাত্র মুচকি হাঁসি।

হাদীস- ১৫১৮। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **তাঁহার পরিবার পেট পুরিয়া খাইতে পারেন নাই।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) এর পরিবারবর্গ তাঁহার জীবদ্দশায় একাধারে তিনদিন পেট পুরিয়া খাইতে পারেন নাই।

হাদীস- ১৫১৯। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **তাঁহার পরিবার একাধারে গমের রুটি খাইতে পারেন নাই।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) মদীনায় আসার পর শেষ জীবন পর্যন্ত তাঁহার পরিবারবর্গ একাধারে তিনদিন গমের রুটিও খাইবার সুযোগ পান নাই।

হাদীস- ১৫২০। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **রসুল (দঃ) এর মৃত্যুকালীন জমা খাদ্য।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) ইহজগত ত্যাগ করাকালীন আমার গৃহে অল্প যব ব্যতীত খাবার কোন বস্তুই ছিল না। উহাকে আমি মাচানের উপর রাখিয়া প্রতিদিন কিছু পরিমান বাহির করিয়া খাইতাম। এইরূপে দীর্ঘ দিন কাটিল।

হাদীস- ১৫২১। সূত্র- হযরত আবু হজম (রাঃ)- **রসুল (দঃ) ময়দা খান নাই।**

আমি সাহল ইবনে সায়াদ (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম- রসুলুল্লাহ (দঃ) ময়দা খাইতেন কি? তিনি বলিলেন- রসুলুল্লাহ (দঃ) সারা জীবন ময়দা

চোখেও দেখেন নাই। তাঁহাকে আরও জিজ্ঞাসা করিলাম- রসূলুল্লাহ (দঃ) এর জমানায় আপনারা চালনি ব্যবহার করিতেন কি? তিনি বলিলেন- রসূলুল্লাহ (দঃ) সারা জীবন চালনি চোখেও দেখেন নাই। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম- চালনি ছাড়া যবের আটা কিরূপে খাইতেন? তিনি বলিলেন- যব পিষিবার পর ফুঁদিয়া তুসি উড়াইয়া অবশিষ্টের দ্বারা রুটি তৈয়ার করিয়া খাইতেন।

হাদীস- ১৫২২। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **রসূল (দঃ) যবের রুটিও পেট পুরিয়া খাইতে পান নাই।**

একদল লোক বকরিভুনা খাইতেছিল। আবু হোরায়রা (রাঃ)কে তাহারা খাওয়ায় শরীক হইতে বলিলে তিনি অসম্মতি জ্ঞাপন পূর্বক বলিলেন- রসূলুল্লাহ (দঃ) এমন অবস্থায় দুনিয়া ত্যাগ করিয়াছেন যে তিনি পেট পুরিয়া যবের রুটিও খাইতে সব সময় পাইতেন না।

হাদীস- ১৫২৩।সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **রসূল (দঃ) দস্তরখানে খাইতেন।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) চেয়ার টেবিলে খানা খাইতেন না এবং পিরিচ তশতরী ব্যবহার করিতেন না। তাঁহার রুটিও পাতলা করিয়া তৈরী করা হইত না। তিনি কিসের উপর খাইতেন জিজ্ঞাসা করা হইলে আনাস (রাঃ) বলিলেন- তিনি দস্তরখানের উপর খাইতেন।

হাদীস- ১৫২৪। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **রসূল (দঃ) এর পরিবার একবেলা খুরমা খাইতেন।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) এর পরিবারবর্গ প্রতিদিন দুইবেলা খাবারের মধ্যে সাধারনতঃ একবেলা খুরমা খেজুর খাইয়া থাকিতেন।

হাদীস- ১৫২৫। সূত্র- হযরত কাতাদাহ (রাঃ)- **রসূল (দঃ) সৌখিন খাবার চোখেও দেখেন নাই।**

আমরা আনাস (রাঃ) এর নিকট থাকাকালে তাঁহার বাবুর্চি তাঁহার নিকটেই ছিল। আনাস (রাঃ) বলিলেন- এই খাদ্য তোমরা গ্রহন কর। আমার জানা মতে নবী করীম (দঃ) সারা জীবন পাতলা রুটি কিম্বা ভুনা করা আস্ত বকরির কাবাব চোখেও দেখেন নাই।

হাদীস- ১৫২৬। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **রসূল (দঃ) এর পরিবারে একাধারে দুইমাস আগুন জ্বলে নাই।**

একদিনও চুলায় আগুন জ্বলে নাই এমন অবস্থায় আমরা পূর্ণ দুই দুই মাস অতিবাহিত করিতাম।

জীবিকা কিভাবে নির্বাহ হইত ওরওয়া (রাঃ) এর এই প্রশ্নের উত্তরে আয়েশা (রাঃ) বলেন- পানি এবং খেজুর। অবশ্য পড়শীরা কেহ কেহ রসূল (দঃ) এর জন্য দুধ দিয়া যাইত যাহা হইতে তিনি আমাদিগকেও পান করাইয়া থাকিতেন।

হাদীস-১৫২৭। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **রসূল (দঃ) এর বিছানা।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) এর বিছানা ভিতরে খেজুর গাছের বাকল ভরা চামড়ার তৈরী ছিল।

হাদীস- ১৫২৮। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- রসূল (দঃ) সর্বশেষ নবী।

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- আমার এবং আমার পূর্ববর্তী নবীগনের একটি দৃষ্টান্ত বুঝিয়া রাখ। এক ব্যক্তি একটির পর একটি ইটের গাঁথুনি দ্বারা একটি সুন্দর অট্টালিকা বানাইয়াছে কিন্তু উহার এক কোনায় একটি ই ট রাখার স্থান খালি রাখিয়াছে। দর্শকগন ঘর খানা দেখিয়া খুবই প্রশংসা করে কিন্তু এই বলিয়া আফসোস করে যে এই স্থানে এক খানা ইট রাখিয়া অট্টালিকাটির সম্পূর্নতা সাধন করা হইল না কেন?-'আমি সেই অবশিষ্ট এক খানা ইট। আমি সর্বশেষ নবী।'

হাদীস- ১৫২৯। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- নবুওত বাকি নাই।

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- নবুওতের কোন অংশেই বাকি নাই। শুধু মোবাশ্শেরাত বাকি রহিয়াছে। সাহাবীগন জিজ্ঞাসা করিলেন- মোবাশশেরাত কি? তিনি বলিলেন- সুস্বপ্ন।

হাদীস- ১৫৩০। সূত্র- হযরত এমরান ইবনে হোসাইন (রাঃ)- উত্তম যুগের বর্ণনা।

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- আমার উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম যুগ ও জামাত হইল আমার যুগ ও জামাত। তারপর ইহার সংলগ্ন যুগ, তারপর দ্বিতীয় যুগ সংলগ্ন তৃতীয় যুগ। এই সব উত্তম যুগ চলিয়া গেলে এমন যুগের সৃষ্টি হইবে, সাক্ষ্য না বানাইলেও সাক্ষী দিতে দৌড়াইয়া আসিবে, খেয়ানত করিতে অভ্যস্ত হইবে, আমানতের খেয়ানত করিবে, আল্লাহর নামে মানত করিয়া উহা পুরা করিবে না, মোটা হওয়ার অভিলাসী হইবে এবং মোটা হইতে থাকিবে।

হাদীস- ১৫৩১। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)- যুগ বর্ণনা।

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- মানব সমাজের মধ্যে সর্বোত্তম সমাজ ও যুগ আমার সমাজ ও যুগ। অতঃপর যে যুগ উহার সংলগ্ন, অতঃপর যে যুগ এই দ্বিতীয় যুগের সংলগ্ন। তারপর এমন লোক সৃষ্টি হইবে যাহারা কখনও বা সাক্ষ্যদান করিয়া কসম খাইবে, কখনও বা কসম খাইয়া সাক্ষ্যদান করিবে।

হাদীস- ১৫৩২। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- নবী, সিদ্দিক ও শহীদ অহোদ পাহাড়ের উপর।

একদা নবী করীম (দঃ) আবু বকর (রাঃ), ওমর (রাঃ) ও ওসমান (রাঃ)কে সঙ্গে লইয়া অহোদ পাহাড়ের উপর আরোহন করিলে পাহাড়টি কম্পিত হইয়া উঠিল। রসূলুল্লাহ (দঃ) পায়ের দ্বারা উহাতে আঘাত করিয়া বলিলেন- হে অহোদ! স্থির থাক। তোমার উপর কেবল নবী, সিদ্দিক ও শহীদ শ্রেনীর লোকই রহিয়াছেন।

YOADRI.BLOGSPOT.CO

হাদীস- ১৫৩৩। সূত্র- হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)- **রসূল (দঃ) এর আত্মীয়গনকে শ্রদ্ধা করা**

আবুবকর (রাঃ) বলিয়া থাকিতেন- তোমরা তাঁহার পরিজনবর্গকে শ্রদ্ধা ও মহব্বত করিয়া মোহাম্মদ (দঃ) এর প্রতি শ্রদ্ধা ও মহব্বত প্রকাশ কর।

হাদীস- ১৫৩৪। সূত্র- হযরত মেসওয়ার ইবনে মাখরামাহ (রাঃ)- **ফাতেমা (রাঃ) রসুল (দঃ) এর টুকরা।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- ফাতেমা আমার টুকরা। যে কেহ তাহাকে রাগান্বিত করিবে সে বস্তুতঃ আমাকেই রাগান্বিত করিবে।

হাদীস- ১৫৩৫। সূত্র- হযরত আবু বকরা (রাঃ)- **হাসান (রাঃ) সম্বন্ধে ভবিষ্যবাণী।**

একদা হাসান (রাঃ) রসূলুল্লাহ (দঃ) এর পার্শে মিম্বরের উপর উপবিষ্ট থাকা কালে রসুল (দঃ) এক বার লোকদের দিকে এবং এক বার হাসান (রাঃ) এর দিকে তাকাইয়া বলিলেন- আমার এই দৌহিত্র সাইয়্যেদ[১] হইবে এবং আমি আশা করি আল্লাহতা'লা তাহার দ্বারা মুসলমানদের দুইটি পরস্পর বিবাদমান দলের মিমাংসা করাইয়া দিবেন। [১। সর্দার]

হাদীস- ১৫৩৬। সূত্র- হযরত হাসান বসরী (রঃ)- **হাসান (রাঃ) মীমাংসা করিলেন**

হাসান ইবনে আলী (রাঃ) বিরাট সৈন্য বাহিনী নিয়া মোয়াবিয়া (রাঃ) এর প্রতি ধাবিত হইলে আমর ইবনুল আছ (রাঃ) মোয়াবিয়া (রাঃ)কে বলিলেন- এত বড় সৈন্য বাহিনী দেখিতেছি যাহাকে পরাস্ত করা যাইবে না, সে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যা করিয়া শেষ করিবে। মোয়াবিয়া (রাঃ) এর ইচ্ছা আমর (রাঃ) এর কথা হইতে উত্তম ছিল। তিনি বলিলেন- আমার দল অপর দলকে এবং অপর দল আমার দলকে হত্যা করিলে উভয় পক্ষের মুসলমানদের উপায় কি হইবে? তাহাদের অনাথ নিরাশ্রয় এতীমদের কি হইবে?

মোয়াবিয়া (রাঃ) কোরায়েশ বংশের আবদুর রহমান ইবনে সামুরা ও আবদুল্লাহ ইবনে আমেরকে হাসান (রাঃ) এর নিকট মীমাংসার প্রস্তাব নিয়া পাঠাইলে তাঁহারা হাসান (রাঃ)কে মীমাংসার জন্য অনুরোধ করিলেন। হাসান (রাঃ) বলিলেন- আমরা আবদুল মোত্তালেবের গোষ্ঠী টাকা পয়সা নাড়াচাড়ায় অভ্যস্ত। বর্তমানে মুসলমান সম্প্রদায় গৃহযুদ্ধে রক্তাক্ত অবস্থায় রহিয়াছে। ব্যক্তিদ্বয় বলিলেন- মোয়াবিয়া (রাঃ) এত এত ধনসম্পদ দিবেন এবং আমরা উহার দায়িত্ব নিতেছি। তাহারা হাসান (রাঃ) এর সঙ্গে অন্যান্য দাবীর জন্যও জামিন হইলেন। হাসান (রাঃ) মোয়াবিয়া (রাঃ) এর সঙ্গে স্থায়ী ও পূর্নাঙ্গ মীমাংসা সম্পন্ন করিলেন।

আমি আবু বকরা (রাঃ) হইতে শুনিয়াছি- তিনি রসূলুল্লাহ (দঃ)কে মিম্বরে উপবিষ্ট অবস্থায় একবার হাসান (রাঃ) এর প্রতি এবং একবার লোকদের প্রতি তাকাইয়া বলিতেছিলেন- আমার এই পৌত্র মুসলমানদের

সর্দার। আল্লাহতা'লা তাঁহার দ্বারা মুসলমানদের দুইটি বৃহৎ দলের মধ্যে মিমাংসা করাইবেন।

হাদীস- ১৫৩৭। সূত্র- হযরত উসামা (রাঃ)- **হাসান (রাঃ) এর প্রতি রসুল (দঃ) এর মহব্বত।**

রসূল (দঃ) আমাকে এবং হাসান (রাঃ)কে জড়াইয়া ধরিয়া বলিতেন- হে আল্লাহ! আমি এই দুই জনকে মহব্বত করিয়া থাকি; তুমিও তাহাদিগকে মহব্বত কর।

হাদীস- ১৫৩৮। সূত্র- হযরত বরা (রাঃ)- **হাসান (রাঃ) কে মহব্বত।**

হাসান (রাঃ) একদা রসূল (দঃ) এর কাঁধে ছিলেন। রসূল (দঃ) বলিলেন- হে আল্লাহ! আমি ইহাকে মহব্বত করি; তুমিও তাহাকে মহব্বত কর।

হাদীস- ১৫৩৯। সূত্র- হযরত ওক্বা ইবনে হারেস (রাঃ)- **হাসান (রাঃ) এর আকৃতি রসূল (দঃ) এর আকৃতির মত।**

একদা আবুবকর (রাঃ) আলী (রাঃ) এর উপস্থিতিতে হাসান (রাঃ)কে কোলে উঠাইয়া নিয়া বলিলেন- নিশ্চয়ই হাসান (রাঃ) এর চেহারা নবী করীম (দঃ) এর চেহারার সাথে যতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ আলী (রাঃ) এর সাথে ততটা নয়। ইহা শুনিয়া আলী (রাঃ) হাঁসিতেছিলেন।

হাদীস- ১৫৪০। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **হাসান (রাঃ) এর আকৃতি নবী করীম (দঃ) এর মত।**

নবী করীম (দঃ) এর আকৃতির মত হাসান (রাঃ) এর ন্যায় সামঞ্জস্যপূর্ন আর কেহ ছিল না।

হাদীস- ১৫৪১। সূত্র- হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)- **দৌহিত্রদ্বয় ফুল স্বরূপ।**

এক ইরাকবাসী ইবনে ওমর (রাঃ)কে হজ্ব বা ওমরার সময় মাছি মারিয়া ফেলা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর করিলেন- ইরাকবাসীগন রসুলুল্লাহ (দঃ) এর দৌহিত্রকে মারিয়া ফেলিতে দ্বিধা বোধ করে নাই। এখন তাহারা মাছি মারা সম্পর্কে মসআলা জিজ্ঞাসা করে অথচ নবী করীম (দঃ) স্বীয় দৌহিত্রদ্বয় সম্পর্কে বলিয়াছেন- দুনিয়ার বস্তুর মধ্যে আমার জন্য এই দুইটি হইল ফুল স্বরূপ।

হাদীস- ১৫৪২। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ)- **উত্তম স্বভাবের ব্যক্তি সর্বাধিক প্রিয়।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) অতিশয় সচ্চরিত্র, কোমল স্বভাব সম্পন্ন এবং সদাচারী ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন- তোমাদের মধ্যে যাহার চরিত্র অধিক উত্তম সে-ই আমার নিকট অধিক প্রিয়। তিনি আরও বলিয়াছেন- তোমরা কোরআন শরীফ (১) আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ), (২) সালেম (রাঃ), (৩) উবাই

YQADRI.BLOGSPOT.COM

ইবনে কা'যাব (রাঃ) ও (৪) মোয়াজ ইবনে জাবাল (রাঃ) এই চারজনের নিকট হইতে শিখ।

হাদীস- ১৫৪৩। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **নবী করীম (দঃ) এর আনসার হওয়ার ইচ্ছা।**

দ্বীন দুনিয়ার মঙ্গল বিতরনকারী বলিয়াছেন- লোকেরা যদি এক পথে চলে এবং আনসারগন যদি ভিন্ন পথে চলে তবে আমি অবশ্যই আনসারগনের পথ অবলম্বন করিব। আমি যদি হিজরতকারী না হইতাম তবে অবশ্যই নিজেকে আনসারদের দলভুক্ত রাখিতাম।

হাদীস- ১৫৪৪। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **প্রচারের কোন বিষয়ই গোপন করা হয় নাই।**

যদি কেহ বলে যে মোহাম্মদ (দঃ) আল্লাহ প্রদত্ত প্রচারের কোন বিষয় গোপন রাখিয়াছেন তবে সে অবশ্যই মিথ্যাবাদী। কারন, আল্লাহতালা বলিতেছেন- 'হে রসুল! তোমার প্রভুর নিকট হইতে তোমার প্রতি যাহা নাজেল হইয়াছে তাহা প্রচার কর এবং যদি তাহা না কর, তবে তাহার কোনই প্রেরীত বার্তা প্রচার করিলে না।' (পারা৬ সুরা ৫ আয়াত ৬৭)

হাদীস- ১৫৪৫। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **অসংগত প্রশ্ন করা।**

এক শ্রেনীর লোক রসুলুল্লাহ (দঃ) কে হাঁসি ঠাট্টা ও রং তামাসা রূপে নানা প্রকার প্রশ্ন করিয়া থাকিত। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল- আমার পিতা কে? অপর ব্যক্তি উট হারাইয়া জিজ্ঞাসা করিল- আমার উটটি কোথায়? এই প্রকারের প্রশ্নকারীদেরকে সতর্ক করিয়া আয়াত নাজেল হইল, 'হে মোমেনগন! তোমরা এমন বিষয়াবলী সম্বন্ধে প্রশ্ন করিও না যাহা প্রকাশে তোমাদের পক্ষে খারাবী হইবে।' (পারা ৭ সুরা ৫ আয়াত ১০১)

হাদীস- ১৫৪৬। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **জয়নব (রাঃ) সম্পর্কে আয়াত।**

জায়েদ ইবনে হারেসের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী হযরত জয়নব (রাঃ) সম্পর্কেই রসুলুল্লাহ (দঃ)কে সম্বোধন করিয়া এই আয়াত নাজেল হইয়াছে, 'আল্লাহ যাহা পরিব্যক্ত করিতে ইচ্ছা করেন তুমি তাহা স্বীয় অন্তরে গোপন রাখিতেছ। (পারা ২২ সুরা ৩৩ আয়াত ৩৭)

হাদীস-১৫৪৭। সূত্র-হযরত মাশরুক (রাঃ)- **রসুলুল্লাহ (দঃ) আল্লাহকে দেখেন নাই।**

মোহাম্মদ (দঃ) কি আল্লাহকে দেখিয়াছিলেন? এই প্রশ্নের উত্তরে আয়েশা (রাঃ) বলিলেন- তোমার কথায় আমার শরীর শিহরিয়া উঠিয়াছে। তুমি তিনটি বিষয় জ্ঞাত নও কি যাহা ঘটিয়াছে বলিলে তাহা মিথ্যা হইবে?

১) যে বলিবে, "মোহাম্মদ (দঃ) তাঁহার প্রভুকে দেখিয়াছেন তাহার কথা অবাস্তব।" কোরআন শরীফে আছে- 'চক্ষু তাহাকে দর্শন করিতে পারে না এবং তিনি সকল চক্ষু অবলোকন করেন।' (পারা ৭ সূরা ৬ আয়াত ১০৩) 'কোন মানুষের সাধ্য নাই যে আল্লাহ্ তাহার সঙ্গে কালাম করেন, তিন পন্থার কোন পন্থা ব্যতিরেকে (ক) প্রত্যাদেশরূপে, অথবা (খ) অন্তরাল হইতে, অথবা (গ) বানী বাহক ফেরেশতা প্রেরন করিয়া (পারা ২৫ সূরা ৪২ আয়াত ৫১)

(২) যে ব্যক্তি বলিবে, "মোহাম্মদ (দঃ) আগামী দিনের অদীম খবর জানিতেন তাঁহার উক্তিও অবাস্তব।" কোরআন শরীফে আছে- এবং কেহই জানেনা যে, সে আগামীকাল কি অর্জন করিবে। (পারা ২১ সূরা ৩১ আয়াত ৩৪)

(৩) আর যে ব্যক্তি বলিবে, 'মোহাম্মদ (দঃ) কোন বস্তু গোপন রাখিয়াছেন' তাহার উক্তিও মিথ্যা এবং অবাস্তব। কোরআন শরীফে আছে- হে রসুল! তোমার প্রতিপালক হইতে তোমার প্রতি যাহা নাজেল হইয়াছে তাহা প্রচার কর; এবং যদি তাহা না কর, তবে তাঁহার কোনই প্রেরীত বার্তা প্রচার করিলে না। (পারা ৬ সূরা ৫ আয়াত ৬৭)

অতঃপর আয়েশা (রাঃ) তেলাওয়াত করিলেন- 'তখন যাহা সে দেখিয়াছিল, তাহার অন্তঃকরন তাহা অসত্য ধারনা করে নাই। তবে কি তোমরা সেই বিষয়ে বিতর্ক করিতেছ যাহা সে দেখিয়াছিল? এবং নিশ্চয় সে তাহাকে অন্য বারেও দেখিয়াছিল, সেই সমুন্নত তরুর সন্নিকটে।' (২৭ পারা ৫৩ সূরা ১১-১৪ আয়াত) উক্ত আয়াতের মর্ম আল্লাহকে দেখা নয়, বরং জিব্রাইল (আঃ)কে দেখা।

হাদীস-১৫৪৮। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)- **জিব্রাইল (আঃ) ৬০০ ডানা বিশিষ্ট।**

মোহাম্মদ (দঃ) জিব্রাইল (আঃ)কে তাঁহার আসল আকৃতিতে যখন দেখিয়াছিলেন তখন তিনি ছয়শত ডানা বিশিষ্ট ছিলেন। (সূরা নজমের ব্যাখ্যা)

হাদীস- ১৫৪৯। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)- **সবুজ বর্ণের বিরাট মখমল দেখা।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) সম্মুখ দিকে আকাশের উর্ধ কিনারায় সবুজ বর্ণের মখমল দেখিতে পাইয়াছিলেন- যাহা এত বড় আকারের ছিল যে, আকাশের কিনারা পরিপূর্ন করিয়া রাখিয়াছিল। (সূরা নজমের ব্যাখ্যা)

হাদীস- ১৫৫০। সূত্র- হযরত জুনদুব ইবনে সুফিয়ান (রাঃ)- **প্রভু তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন নাই মর্মে ঘোষনা।**

রসুল (দঃ) অসুস্থতার দরুন দুই বা তিন রাত তাহাজ্জুদের জন্য উঠেন নাই। উক্ত সময় জিব্রাইল (আঃ)ও আসেন নাই। হযরতের প্রতিবেশিনী এক মহিলা[১] আসিয়া বলিল- হে মোহাম্মদ! আমার মনে হয় তোমার নিকট

যে ভূতটি আসিত সে তোমাকে ছাড়িয়া দিয়াছে। দুই তিন রাত যাবৎ তোমার নিকট তাহার আগমনের খোঁজ পাইনা।

আল্লাহতালা তখন এই সূরা নাজেল করিলেন- 'মধ্য দিনের আলো ও অন্ধকারাচ্ছন্ন রজনীর শপথ- আপনার প্রভু আপনাকে ভুলেন নাই, ছাড়েন নাই এবং আপনার প্রতি বিরাগী হন নাই........। [১। আবু লাহাবের স্ত্রী]

হাদীস- ১৫৫১। সূত্র-হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **কাওসার শব্দের অর্থ।**

কাওসার এমন কল্যান সমূহ যাহা আল্লাহতালা রসুলুল্লাহ (দঃ)কে দান করিয়াছেন। আবু বিশর (রাঃ) সাঈদ ইবনে জোবাইর (রাঃ)কে বলিলেন- বেহেশতের নহরটি রসুলুল্লাহ (দঃ)কে দেওয়া আল্লাহতালার অনেকগুলি কল্যানের একটি।

হাদীস- ১৫৫২। সূত্র-হযরত উসামা (রাঃ)- **দেহ্ইয়া ক্বালবীর আকৃতিতে জিব্রাইল (আঃ)।**

একদা উম্মুল মোমেনীন উম্মে সালামাহ (রাঃ) এর উপস্থিতিতে রসুলুল্লাহ (দঃ) এর নিকট জিব্রাইল (আঃ) উপস্থিত হইয়া কথাবার্তা বলিতে লাগিলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) উম্মে সালামাহ (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন- এই লোকটি কে বলিতে পার কি? উম্মে সালামাহ (রাঃ) বলিলেন- দেহ্ইয়া ক্বালবী (রাঃ)।

উম্মে সালামাহ (রাঃ) বলেন- আল্লাহর কসম! রসুল (দঃ) ঐ স্থান হইতে না যাওয়া পর্যন্ত আমি ঐ আগন্তুককে দেহ্ইয়া ক্বালবী বলিয়া বিশ্বাস করিতাম। নবী করীম (দঃ) এর ভাষন শুনিতে পাইলাম যে তিনি জিব্রাইল (আঃ) এর আগমন ও সংবাদ বর্ণনা করিতেছেন। তখন বুঝিতে পারিলাম- ঐ আগন্তুক জিব্রাইল (আঃ) ছিলেন।

হাদীস-১৫৫৩। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **জীবনের শেষভাগে অধিক পরিমান অহী নাজেল।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) এর ইহজগত ত্যাগের সময় নিকটবর্তী হইলে আল্লাহ পাক তাঁহার নিকট অধিক পরিমানে অহী পাঠাইতেছিলেন। ইহার পর রসুল (দঃ) ইন্তেকাল করেন।

হাদীস- ১৫৫৪। সূত্র- হযরত আবদুল আজিজ ইবনে রুফাই (রাঃ)- **রসুল (দঃ) কোরআনের কালাম ভিন্ন আর কিছু রাখিয়া যান নাই।**

শাদ্দাদ ইবনে মায়াকিল এবং আমি ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর নিকট গিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম- নবী করীম (দঃ) কি কিছু রাখিয়া যান নাই? তিনি উত্তর দিলেন- তিনি দুই মলাটের মাঝে যাহা রহিয়াছে তাহা ব্যতীত আর কিছুই রাখিয়া যান নাই। অতঃপর আমরা মোহাম্মদ ইবনে আল হানিফিয়ার সাথে সাক্ষাত করিয়া তাঁহাকেও একই প্রশ্ন করিলে তিনিও বলিলেন- তিনি দুই মলাটের মাঝে যাহা রহিয়াছে তাহা ব্যতীত আর কিছুই রাখিয়া যান নাই।

হাদীস- ১৫৫৫। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- পূর্ববর্তী বংশধরের তাছিরে সন্তানের গায়ের রং।

এক ব্যক্তি নবী করীম (দঃ)কে জিজ্ঞাসা করিল- ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার একটি কাল সন্তান[১] হইয়াছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন- তোমার নিকট অবশ্যই উট আছে? সে বলিল- হ্যাঁ। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন- ইহাদের মধ্যে কিছু ছাই বর্ণেরও তো হইবে? সে বলিল- হ্যাঁ। নবী করীম (দঃ) বলিলেন- এই বর্ণ কোথা হইতে আসিল? সে বলিল- সম্ভবতঃ পূর্ব বংশের প্রভাবের কারনে। তিনি বলিলেন- তোমার এই ছেলের বর্নেও পূর্ব বংশের কাহারও বর্নের প্রভাব পড়িয়া থাকিবে। [১। সে ফর্সা ছিল, তাই সন্দেহ করিয়াছিল ছেলেটি তাহার ঔরসজাত কিনা।]

হাদীস- ১৫৫৬! সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- রসুল (দঃ) কে বিষ প্রয়োগ।

খায়বর জয়ের পর রসুল (দঃ) এর জন্য একটি বিষ মিশ্রিত ভাজা বকরী হাদিয়া হিসাবে প্রেরন করা হইয়াছিল। রসুল (দঃ) হুকুম দিলেন- এখানকার সকল ইহুদীকে একত্রিত কর। সবাইকে জমায়েত করা হইলে তিনি বলিলেন- আমি তোমাদেরকে কিছু কথা জিজ্ঞাসা করিব- সত্য উত্তর দিবে তো? তাহারা বলিল হ্যাঁ, হে আবুল কাসেম! রসুল (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন- তোমাদের পিতা[১] কে? তাহারা বলিল- অমুক ব্যক্তি। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন- তোমরা মিথ্যা বলিয়াছ। বরং তোমাদের পিতা অমুক। তাহারা বলিল- আপনি সঠিক এবং সত্য বলিয়াছেন। তিনি বলিলেন- তোমাদেরকে প্রশ্ন করা হইলে তোমরা সত্য কথা বলিবে? তাহারা বলিল- হ্যাঁ, হে আবুল কাসেম! আমরা মিথ্যা বলিলে আপনি প্রথমবারে পিতা সম্বন্ধে মিথ্যা বলার ন্যায় ধরিয়া ফেলিবেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন- জাহান্নামী কাহারা? তাহারা বলিল- আমারা স্বল্প মেয়াদে জাহান্নামে থাকিব। অতঃপর আমাদের স্থলে আপনারা থাকিবেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন- তোমরাই চিরকাল জাহান্নামে লাঞ্ছিত হও। আল্লাহর কসম, আমরা কখনও উহাতে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত হইব না। অতঃপর জিজ্ঞাসা করিলেন- আমি কোন প্রশ্ন করিলে তোমরা কি সত্য উত্তর দিবে? তাহারা বলিল- হ্যাঁ। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন- তোমরা কি এই বকরীটির গোশতে বিষ মিশাইয়াছ? তাহারা জবাব দিল- হ্যাঁ। তিনি বলিলেন- তোমাদেরকে কিসে এই কাজ করিতে আগ্রহী ও উৎসাহিত করিয়াছে? তাহার বলিল- আমাদের উদ্দেশ্য ছিল- যদি আপনি মিথ্যা দাবীদার[২] হন তবে আমরা আপনার হাত হইতে মুক্তি পাইব। আর যদি সত্য নবী হন, বিষ আপনার কোন ক্ষতি করিতে পরিবে না। [১। আদি পিতা, ২। নবুওতের]

হাদীস- ১৫৫৭। সূত্র- হযরত সাহল (রাঃ)- রসুল (দঃ) ও কেয়ামতের মধ্যখানে কোন নবী নাই।

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- আমার আবির্ভাব ও কেয়ামত উভয়টির ব্যবধান শুধুমাত্র মধ্যমা ও শাহাদত অঙ্গুলীর ব্যবধানের মত।

WWW.ALMODARRIS.BLOGSPOT.COM

হাদীস- ১৫৫৮। সূত্র- হযরত হোজায়ফা (রাঃ)- **রসুলুল্লাহ (দঃ) এর ভবিষ্যবাণী ও অদৃশ্য- জ্ঞান।**

একদা নবী করীম (দঃ) আমাদের সামনে দেওয়া এক ভাষনে কেয়ামত পর্যন্ত সংঘটিত হইবে এমন সকল ঘটনার উপর আলোকপাত করিলেন। যে মনে রাখার সে মনে রাখিল, আর যে ভুলিয়া যাওয়ার সে ভুলিয়া গেল। আমি কোন কথা ভুলিয়া যাওয়ার পর ঐ বিষয়ের চিহ্ন দেখিলেই উহা স্মরন হয়। যেমনভাবে কোন কিছু দৃষ্টির আড়ালে গেলে ভুলিয়া যায় কিন্তু উহা দৃষ্টি গোচর হইলেই মনে পড়ে এবং চিনিতে পারে।

হাদীস- ১৫৫৯। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **নবী করীম (দঃ)কে মারপ্যাচে গালি দেওয়া।**

জনৈক ইহুদী রসূলুল্লাহ (দঃ) এর নিকট দিয়া অতিক্রম করা কালে বলিল- 'আস্সামু আলাইকা'[১]। রসূল (দঃ) উত্তরে বলিলেন- ওয়া আলাইকা[২]'। রসূল (দঃ) সাহাবাগনকে বলিলেন- সে কি বলিয়াছে তোমরা জান কি? সে বলিয়াছে' আসসামু আলাইকা'। তাঁহারা বলিলেন- ইয়া রাসুলাল্লাহ! তাহাকে হত্যা করিব কি? তিনি বলিলেন- না, যখন আহলে কেতাবরা সম্ভাষন জানাইবে, তখন তোমরা বলিবে 'ওয়া আলাইকুম।' [১। তোমার উপর মৃত্যু বর্ষিত হউক। ২। তোমার উপরও]

হাদীস- ১৫৬০। সূত্র- হযরত জাবের (রাঃ)- **মোহাম্মদ (দঃ) দুই শ্রেনীর লোকদের মধ্যে বিভক্তকারী।**

নবী করীম (দঃ) এর নিদ্রাবস্থায় এক রাত্রে তাঁহার নিকট দুইজন ফেরেস্তা আসিলেন। একজন বলিলেন- তাঁহার একটি দৃষ্টান্ত আছে, যাহা তাঁহার সামনে আলোচনা করা যাইতে পারে। একজন বলিলেন- তিনি তো নিদ্রিত। অপরজন বলিলেন- তাঁহার চক্ষু ঘুমন্ত কিন্তু অন্তর জাগ্রত।

তাঁহারা আলোচনা করিলেন- তাঁহার দৃষ্টান্ত হইলঃ- একব্যক্তি ঘর বানাইয়া উহাতে খাইবার ব্যবস্থা করিয়া চতুর্দিকে দাওয়াত করার জন্য লোক পাঠাইয়া দিয়াছে। যাহারা ঐ আহবানে সাড়া দিবে, তাহারা ঐ ঘরে প্রবেশ করিবে ও খানা খাইবে, আর যাহারা সাড়া দিবে না তাহারা ঐ ঘরে প্রবেশও করিবে না, খানাও খাইবে না।

ফেরেশতাগন বলিলেন- তাঁহার সমক্ষে দৃষ্টান্তটির ব্যাখ্যা দেওয়া হউক যেন তিনি বুঝিতে পারেন। একজন বলিলেন- তিনি তো ঘুমন্ত। অপরজন বলিলেন- তাঁহার চক্ষু ঘুমন্ত কিন্তু অন্তর জাগ্রত। তাঁহারা ব্যাখ্যাদানে বলিলেন- ঘর হইল বেহেশত আর আহবানকারী হইলেন মোহাম্মদ (দঃ)। যাহারা মোহাম্মদ (দঃ) এর আহবানে সাড়া দিবে তাহারা আল্লাহতা'লার দাওয়াতে সাড়াদানকারী সাব্যস্ত হইবে। আর যাহারা তাঁহার আহবান প্রত্যাখ্যান করিবে তাহারা আল্লাহ'তালার আহবান প্রত্যাখ্যানকারী সাব্যস্ত হইবে। অতএব, মোহাম্মদ (দঃ) হইলেন দুই

WWW.ALMODINA.BLOGSPOT.COM

শ্রেনীর লোকদের বিভক্তকারী- একশ্রেনী বেহেশত লাভকারী, অপর শ্রেনী বেহেশত বঞ্চিত শ্রেনী।

হাদীস- ১৫৬১। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **রসুল (দঃ) কে বিশ্বকোষের চাবি দেওয়া হইয়াছে।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- ব্যাপক ও সুপ্রশস্ত পরিধিময় অর্থের শব্দ ও বাক্যের মাধ্যমে বিধিবিধান ব্যক্ত করার অসাধারন শক্তি দিয়া আমাকে প্রেরন করা হইয়াছে। শত্রুরা দূরদূরান্তে থাকিয়া আমার ভয়ে ভীত হইবে- এইরূপ প্রভাব দান করিয়া আমাকে সাহায্য করা হইয়াছে। একদা নিদ্রাকালে স্বপ্নে দেখিয়াছি- বিশ্বকোষের চাবিগুচ্ছ আমার নিকট উপস্থাপন পূর্বক আনুষ্ঠানিকভাবে উহা আমার হাতে দেওয়া হইয়াছে।

হাদীস- ১৫৬২। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **শরীয়ত প্রদত্ত অবকাশ গ্রহন করা।**

নবী করীম (দঃ) শরীয়ত প্রদত্ত অবকাশ জনিত একটি কাজ করিলেন। কিছুলোক অবকাশের সুযোগ এড়াইয়া কঠোরতা অবলম্বনের উদ্যোগী হইলে তিনি বলিলেন- তাহাদের বুদ্ধিতে কি ঢুকিল? তাহারা ঐ সুযোগকে এড়াইয়া চলে যাহাকে আমি গ্রহন করিয়াছি। আল্লাহর কসম, আমি আল্লাহকে তাহাদের চাইতে বেশী চিনি ও বেশী ভয় করি।

মোজেজা

হাদীস- ১৫৬৩। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **রসুল (দঃ) কে প্রদত্ত মোজেজা।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- আল্লাহতা'লা প্রত্যেক নবীকেই সেই পরিমান মোজেজা দিয়াছিলেন- যাহা সেই নবীর প্রতি ঈমান আনার জন্য যথেষ্ট ছিল। আমাকে যাহা প্রদান করা হইয়াছে তাহা অহী পর্য্যায়ের। কেয়ামতের দিন দেখা যাইবে যে, আমার অনুসারীদের জামাতই সংখ্যাগরিষ্ট।

হাদীস- ১৫৬৪। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **পানিতে বরকত।**

আমি রসুল (দঃ) এর একটি ঘটনা দেখিয়াছি। একদা আসরের নামাজ উপস্থিত হইলে সকলে পানি তালাশ করিয়া হয়রান কিন্তু পানি পাওয়া গেল না। নবী করীম (দঃ) এর সামনে সামান্য একটু অজুর পানি রাখা হইলে তিনি স্বীয় হস্ত ঐ পাত্রে রাখিয়া দিয়া সকলকে অজু করিতে আদেশ করিলেন। রসুল (দঃ) এর হাতের তালুর নীচ হইতে আঙ্গুলের ফাঁক দিয়া পানি উথলিয়া উঠিতেছিল এবং উপস্থিত সকলে উহা দ্বারা অজু করিতে সমর্থ হইল।

হাদীস-১৫৬৫। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **আঙ্গুলের ফাঁক দিয়া পানি উথলিয়া উঠা**

মদীনায় জওরা নামক স্থানে থাকাকালীন নবী করীম (দঃ) স্বীয় হস্ত একটি পানির পাত্রে রাখিয়া দিলেন। তৎক্ষনাৎ তাঁহার আঙ্গুলের ফাঁক দিয়া

পানি উথলিয়া উঠিতে লাগিল। ঐ পানি দ্বারা সকলে উত্তমরূপে অজু করিলেন। উপস্থিত সাহাবাদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৩০০ জন।

হাদীস- ১৫৬৬। সূত্র- হযরত জাবের (রাঃ)- বরকতের পানি পান করা।

আমি নবী করীম (দঃ) এর সাথে ছিলাম। আসরের নামাজের সময় হইয়া গিয়াছে। আমাদের নিকট অতিরিক্ত সামান্য পানি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। একটি পাত্রে রক্ষিত সেই পানিটুকু রসূল (দঃ) এর নিকট আনা হইলে তিনি তাহাতে তাঁহার হাত ঢুকাইয়া আঙ্গুলগুলি প্রশস্ত করিয়া বলিলেন- যাহারা অজু করিতে চাও, আস। বরকত দানের মালিক আল্লাহ। আমি দেখিতে পাইলাম- তাঁহার আঙ্গুলের মধ্য হইতে পানি ঝরিয়া পড়িতেছে। সবাই[১] অজু সারিয়া পানও করিল। আমিও যতটা সম্ভব পানি পান করিলাম। কারন, আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম, ইহা বরকতের পানি[২]। [১। ১৫০০ লোক ২। বরকতের পানি অধিক পান করা মাকরূহ নয়।]

হাদীস- ১৫৬৭। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- অল্প পানিতে ৮০ জনের অজু।

একদা একস্থানে নামাজের সময় উপস্থিত হইলে যাহাদের বাড়ী নিকটবর্তী ছিল তাহারা নিজ নিজ বাড়ীতে অজু করার জন্য চলিয়া গেল আর অবশিষ্টদের বাড়ীঘর নিকটবর্তী ছিল না। রসূলুল্লাহ (দঃ) এর সামনে একটি পাত্র উপস্থিত করা হইলে তিনি উহাতে হস্ত মোবারক ছড়াইয়া রাখিতে চাহিলেন কিন্তু উহা এতই সঙ্কীর্ণ ছিল যে তাঁহাকে আঙ্গুল সমূহ উহার মধ্যে একত্রিত রূপে প্রবেশ করাইতে হইল। অতঃপর উপস্থিত ৮০ জনের সকলে উহা হইতে অজু করিল।

হাদীস-১৫৬৮। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- ছোট পাত্র হইতে ৮০ জনের অজু।

একদা নামাজের সময় উপস্থিত হইলে যাহাদের বাড়ী নিকটবর্তী ছিল তাহারা অজু করার জন্য বাড়ীতে চলিয়া গেল। কিছু লোক বাকি ছিল যাহাদের অজু করার ব্যবস্থা ছিল না। রসূল (দঃ) এর সম্মুখে পাথরের একটি ছোট পাত্রে পানি রাখা হইল। পাত্রটি এতই ছোট ছিল যে রসূলুল্লাহ (দঃ) উহাতে হাত ঢুকাইলেন কিন্তু মেলিতে পারিলেন না। তাঁহার অঙ্গুলীর নীচ হইতে পানি উথলাইয়া উঠিতে লাগিল। সকলেই ঐ পানি দ্বারা অজু করিল। জিজ্ঞাসা করা হইল-আপনারা কত জন ছিলেন? আনাস (রাঃ) উত্তর দিলেন- আমরা আশি জন কিম্বা আরও অধিক ছিলাম।

হাদীস- ১৫৬৯। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- পানিতে বরকত।

নবী করীম (দঃ) কতিপয় সাহাবা সহ সফরে বাহির হইলেন। পথিমধ্যে নামাজের সময় হইল, কিন্তু তাহাদের সঙ্গে পানির ব্যবস্থা ছিল না। একজন সাহাবা সামান্য একটু পানি উপস্থিত করিলে নবী করীম (দঃ) উহা দ্বারা অজু করিলেন। অতঃপর তিনি তাঁহার অঙ্গুলীসমূহ ঐ পাত্রে বিছাইয়া দিয়া

উহা হইতে সকলকে অজু করার নির্দেশ দিলেন। প্রায় ৭০ জন সাহাবার সকলেই তৃপ্তি সহকারে অজু করিলেন।

হাদীস- ১৫৭০। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ)- **লাভ জনক মোজেজা।**

লোকদের ধারনা ছিল- মোজেজা সমূহ শুধু আল্লাহর আজাব সম্বলিত। আমরা মোজেজার মধ্যে লাভজনক ঘটনাও দেখিয়াছি। এক সফরে নামাজের সময় হইলে পানি অতি অল্পই পাওয়া গেল। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন- একটু পানি আমার নিকট আন। একটি পাত্রে সামান্য পানি আনা হইলে তিনি স্বীয় হস্ত ঐ পাত্রে রাখিয়া সকলকে বলিলেন- আল্লাহর তরফ হইতে বরকতের পানি দ্বারা অজু করিতে আস। আমি ঐ ঘটনায় দেখিয়াছি- রসূলুল্লাহ (দঃ) এর আঙ্গুলের ফাঁক দিয়া পানি উথলিয়া উঠিতেছে।

ইহা ছাড়া রসূলুল্লাহ (দঃ) এর এই মোজেজাও দেখিয়াছি যে, খাদ্য বস্তু সমূহ তসবীহ পড়িয়া থাকিত এবং আমরা উহা শুনিতে পাইতাম।

হাদীস- ১৫৭১। সূত্র- হযরত জাবের (রাঃ)- **হোদায়বিয়ায় পানির অভাব দূর।**

হোদায়বিয়ার ঘটনা উপলক্ষ্যে একদিন সকলেই পানির অভাবে পতিত হইল। রসূলুল্লাহ (দঃ) এর সম্মুখে একটি পাত্রে পানি ছিল যাহা দ্বারা তিনি অজু করিয়া সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন- তোমরা অস্থির কেন? সকলেই জানাইল যে আপনার সামনের পাত্রের পানিটুকু ছাড়া আমাদের পানীয় বা অজু করার আর কোন পানি নাই। হযরত (দঃ) স্বীয় হাত ঐ পাত্রের মধ্যে রাখিলেন। তৎক্ষনাৎ হযরতের আঙ্গুলের মধ্য দিয়া ঝর্ণার ন্যায় পানি উথলিয়া উঠিতে লাগিল। আমরা সকলে সেই পানি পানে তৃপ্ত হইলাম ও অজু করিলাম। তখন মুসলমানদের সংখ্যা ছিল প্রায় ১৫০০। অবশ্য আমরা এক লক্ষ হইলেও ঐ পানি আমাদের জন্য যথেষ্ট হইত।

হাদীস- ১৫৭২। সূত্র- হযরত বরা (রাঃ)- **হোদায়বিয়ার কূপে পানির আধিক্য।**

তোমরা মক্কা বিজয়কে অতি বড় জয়লাভ গণ্য করিয়া থাক। অবশ্য ইহা সত্য যে মক্কা বিজয় অতি বড় জয়লাভ ছিল; কিন্তু আমরা হোদায়বিয়ার ঘটনা উপলক্ষ্যে বাইয়াতে রিদওয়ানকে বড় জয়লাভ গণ্য করিয়া থাকিতাম। আমরা ১৪০০ মুসলমান সেই হোদায়বিয়ায় নবী করীম (দঃ) এর সঙ্গে ছিলাম।

হোদায়বিয়া একটি কূপের নাম। আমরা এত সংখ্যক লোক তথায় অবস্থানরত হইলে অল্প সময়ের মধ্যে কূপটি শুকাইয়া যায়। উহার মধ্যে এক ফোটা পানিও থাকে না। সংবাদ জ্ঞাত হইয়া রসূলুল্লাহ (দঃ) ঐ কূপের নিকট আসিয়া বসিলেন, পানির পাত্র আনাইলেন এবং অজু করিয়া কুলির পানি কূপে ফেলিয়া দোয়া করিলেন। আমরা অল্প সময় কূপের পানি উঠানো হইতে বিরত থাকিলাম। অতঃপর আমাদেরও আমাদের বাহনের জন্য ইচ্ছা অনুযায়ী পানি উহা হইতে বাহির করিলাম।

হাদীস-১৫৭৩। সূত্র- হযরত বরা ইবনে আজেব (রাঃ)- **হোদায়বিয়ার কূপে পানির প্রাবল্য।**

হোদায়বিয়ায় রসূলুল্লাহ (দঃ) এর সাথে আমরা ১৪০০ বা আরও অধিক ছিলাম। এত অধিক লোক হোদায়বিয়ার কূপটির নিকট অবতরন করায় অল্প সময়ের মধ্যেই কূপের পানি নিঃশেষ হইয়া গেল। নবী করীম (দঃ) এর নিকট অভিযোগ উত্থাপন করা হইলে তিনি কূপটির নিকটে বসিয়া উহা হইতে কিছু পরিমান পানি সংগ্রহ করিতে বলিলেন। তাহা করা হইলে তিনি ঐ পানির মধ্যে নিজের থুথু দিলেন এবং দোয়া করিয়া ঐ পানি কূপে ঢালিয়া দিয়া বলিলেন- কিছুক্ষনের জন্য পানি উত্তোলন বন্ধ রাখ। অতঃপর কূপে এত অধিক পানি আসিতে লাগিল যে উপস্থিত সকল মানুষ ও তাহাদের যানবাহন পশু পানি পানে তৃপ্ত হইল। তাঁহারা যতদিন তথায় রহিলেন কূপের পানি তাঁহাদের জন্য যথেষ্ট হইয়াছিল।

হাদীস-১৫৭৪। সূত্র- হযরত এমরান (রাঃ)- **তায়াম্মুম ও পানি বৃদ্ধির মোজেজা।**

আমরা নবী করীম (দঃ) এর সঙ্গে সফরে ছিলাম। আমরা সমস্ত রাত্রি চলিয়া শেষ রাত্রে নিদ্রা মগ্ন হইলাম। একমাত্র সূর্যতাপই আমাদের নিদ্রা ভঙ্গ করিল। প্রথমে আবু বকর (রাঃ) এবং পরে আরও দুই ব্যক্তি জাগ্রত হইলেন। নবী করীম (দঃ) স্বয়ং জাগ্রত না হওয়া পর্যন্ত আমরা তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করিতাম না। কারন, সময় সময় নিদ্রাবস্থায় তাঁহার উপর অহী নাজেল হইত।

ওমর (রাঃ) জাগ্রত হইয়া সকলের এই অবস্থা দেখিলেন। তিনি অত্যন্ত সাহসী ছিলেন। তিনি উচ্চস্বরে আল্লাহ আকবর বলিতে লাগিলেন। তাঁহার তকবীরের আওয়াজে হযরতের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। সকলেই হযরতের নিকট এই অবস্থার জন্য আক্ষেপ ও অনুতাপ করিতে লাগিল। তিনি সকলকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন- বিচলিত হইও না, এখান হইতে চল। এই বলিয়া রওয়ানার পর কিছুদূর যাইয়াই অবতরণ করিলেন এবং অজুর পানি আনাইয়া অজু করিলেন। তারপর নামাজের জন্য আজান দেওয়া হইল। সকলকে লইয়া তিনি নামাজ পড়িলেন। নামাজান্তে দেখিলেন এক ব্যক্তি নামাজে শরীক না হইয়া পৃথক বসিয়া আছে। তিনি তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন- তুমি সকলের সঙ্গে নামাজে শরীক হইলে না কেন? সে আরজ করিল, আমার উপর গোসল ফরজ হইয়াছিল, কিন্তু পানির ব্যবস্থা নাই। নবী করীম (দঃ) বলিলেন- তুমি মাটির দ্বারা তায়াম্মুম করিয়া লও, ইহাই তোমার জন্য যথেষ্ট। তারপর তিনি সেখান হইতে রওয়ানা হইলেন। এমরান (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন-পথিমধ্যে সকলেই পিপাসার পানির জন্য অভিযোগ করিতে লাগিল। তিনি একস্থানে অবতরণ করিয়া আলী (রাঃ) ও এমরান (রাঃ)কে পানির সন্ধানে পাঠাইলেন। তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে এক মহিলা উটের উপর দুই মশক পানি লইয়া যাইতেছে। উক্ত মহিলাকে

জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহারা জানিতে পারিলেন যে পানি ঐখান হইতে একদিন এক রাত্রির পথ দূরে। তাঁহারা উক্ত মহিলাকে রসুল (দঃ) এর নিকট লইয়া আসিলেন এবং রসুল (দঃ)কে সমস্ত ঘটনা শুনাইলেন। মহিলাটিকে উট হইতে নামানো হইল। রসুল (দঃ) একটি পাত্র আনাইলেন এবং মশক দুইটি হইতে সামান্য পানি ঢালিয়া উহাদের ঐ মুখ বাঁধিয়া দিলেন এবং পানি বাহির করিবার জন্য তলদেশের ছোট মুখ খুলিয়া দিয়া সকলকে ডাকিয়া বলিলেন- তোমরা ইচ্ছানুযায়ী পানি পান কর এবং পশুদিগকেও পান করাও। সকলে তাহাই করিল। ফরজ গোসল ওয়ালা ব্যক্তিকে একটি পাত্রে পানি ভরিয়া গোসল করিতে বলিলে সে গোসল করিল। ঐ মহিলাটি করুন দৃষ্টিতে তাহার পানির ব্যবহার দেখিতেছিল। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি- সকলে পানি ব্যবহার করিয়া ক্ষান্ত হইলে মশক দুইটি পূর্বাপেক্ষা অধিক পরিপূর্ন দেখা যাইতে লাগিল। রসুল (দঃ) তখন সকলকে বলিলেন- মহিলাটির জন্য ও বখশিস হিসাবে কিছু সংগ্রহ কর। তখন তাহার জন্য খেজুর, আটা ও ছাতু সংগ্রহ করিয়া একটি কাপড়ে বাঁধিয়া দেওয়া হইল। রসুল (দঃ) তাহাকে বলিলেন- তুমি দেখিতেছ ও উপলব্ধি করিতেছ যে আমরা তোমার পানি কম করি নাই তবে আল্লাহতালা আমাদিগকে পান করাইয়াছেন।

উক্ত মহিলার বাড়ী ফিরিতে বিলম্ব হওয়ায় সকলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল-কোথায় সে আটকা পড়িয়াছিল। সে আশ্চর্য্য ঘটনাটি বর্ননা করিল- রাস্তায় দুই ব্যক্তির সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইলে তাহারা আমাকে ঐ ব্যক্তির নিকট লইয়া গেল যাহাকে পূর্বপুরুষদের ধর্মত্যাগী বলা হয়। পূর্ন ঘটনা বর্ননা করিয়া সে বলিল- আসমান জমিনের মধ্যে এইরূপ অলৌকিক ঘটনা কেহ দেখাইতে পারিবে না। নিশ্চয়ই তিনি আল্লাহ প্রেরীত সত্য রসুল। তারপর হইতে মুসলমানগণ ঐ মহিলাটির গ্রামের মোশরেকদের উপর আক্রমণ করিলেও তাহার গোত্রকে কিছুই বলিত না। এই ব্যবহারের প্রেক্ষিতে ঐ মহিলা একদিন তাহার গোত্রীয় সকলকে ডাকিয়া বলিল- আমার ধারনা এই যে মুসলমানগণ ইচ্ছা করিয়াই তোমাদের উপর কোন প্রকার আক্রমণ করেন না। ইসলামের প্রতি কি তোমাদের আগ্রহ হয়? সকলেই তাহার ডাকে সাড়া দিল এবং ইসলাম গ্রহন করিল।

হাদীস- ১৫৭৫। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- চন্দ্র দ্বিখন্ডিত করন।

মক্কাবাসী কাফেরগণ তাহাদিগকে চাঁদ দিখন্ডিত করিয়া দেখানোর জন্য রসুলুল্লাহ (দঃ)কে বলিলে তিনি তাহা দেখাইলেন। চাঁদের খন্ডদ্বয় পরস্পর হইতে এইরূপ ব্যবধানে চলিয়া গেল যে কোরায়েশগন উহাদের মধ্যস্থলে হেরা পর্বত দেখিতে পাইল।

হাদীস-১৫৭৬। সূত্র- হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)- চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করন।

আমরা নবী করীম (দঃ) এর সাথে মিনায় ছিলাম। চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হইয়া গেল। নবী করীম (দঃ) উপস্থিত সকলকে বলিলেন- প্রত্যক্ষ কর। একখণ্ড অপর খণ্ড হইতে দূরে হেরা পর্বতের দিকে চলিয়া গিয়াছিল। ।১। হিজরতের পাঁচ বৎসর পূর্বে জিলহজ্ব মাসের ১২/১৩ তারিখে রসূল (দঃ) এর আঙ্গুলের ইশারায়।

হাদীস- ১৫৭৭। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)- চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত।

নিশ্চয়ই ইহা একটি সত্য ঘটনা যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) এর জমানায় চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হইয়াছিল।

হাদীস- ১৫৭৮। সূত্র- হযরত জাবের (রাঃ)- খন্দক খনন কালে খাদ্যে বরকত।

খন্দক খনন কালে একটি পাথর কিছুতেই বিধ্বস্ত হইতেছিল না। রসূলুল্লাহ (দঃ)কে সংবাদটি জানাইলে তিনি খননাস্ত্র হাতে দাঁড়াইয়া পাথরটির উপর আঘাত করিলে উহা বালুকারাশিতে পরিনত হইয়া গেল। আমরা ছিলাম অনাহারী। রসূল (দঃ) যখন দাঁড়াইলেন তখন তাঁহার পেটে পাথর বাঁধা ছিল।

নবী করীম (দঃ)কে অনাহারী দেখিতে পাইয়া আমি স্থির থাকিতে পারিলাম না। বাড়ী গিয়া স্ত্রীর নিকট জানিতে পারিলাম যে ছোট একটি বকরি ও কিছু যবের আটা ভিন্ন আর কিছু নাই। নবী করীম (দঃ)কে খাওয়ানোর জন্য আমি বকরির বাচ্চা জবেহ করিয়া পাকাইবার ও যবের আটা গোলাইবার ব্যবস্থা করিয়া ফিরিবার সময় আমার স্ত্রী আমাকে খাদ্যের পরিমানের উল্লেখ পূর্বক বলিল যে নবী করীম (দঃ) এর নিকট যেন তাহাকে শরমিন্দা না করা হয়। আমি নবী করীম (দঃ)কে চুপিচুপি বলিলাম যেন তিনি এক বা দুইজন সঙ্গী সহ তশরিফ আনেন। নবী করীম (দঃ) খাদ্যের পরিমান সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে আমি উহা ব্যক্ত করিলাম। তিনি বলিলেন- উহা প্রচুর ও উত্তম খাদ্য। অতঃপর তিনি উচ্চঃস্বরে সকলকে ডাকিয়া দাওয়াতে চলিতে বলিলেন আর আমাকে বলিলেন- গোশতের ডেকচি চুলা হইতে নামাইবে না এবং আমি না পৌছা পর্যন্ত রুটি তৈরি শুরু করিবে না। আমি গৃহে পৌছিয়া সকল কথা বলিলে আমার স্ত্রী চটিয়া গিয়া নানাহ উক্তি করিতে থাকিল। আমি তাহাকে বুঝাইয়া বলিলে সে বলিল- রসূল (দঃ) খাদ্যের পরিমান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন কি? আমি হাঁ বলিলে সে বলিল- আল্লাহ এবং আল্লাহর রসূলই জানেন; আমরা তো আমাদের অবস্থা জ্ঞাত করিয়াছি।

নবী করীম (দঃ) সকলকে নিয়া আমার গৃহে পৌছিলে আমি রুটি তৈরীর খামীর তাঁহার সামনে রাখিলাম। তিনি উহার উপর ফুঁ দিয়া

বরকতের দোয়া পড়িলেন। অতঃপর গোশতের ডেকচিতেও অনুরূপ করিয়া বলিলেন- রুটি প্রস্তুতকারীনিকে ডাক। তোমার সঙ্গে সে রুটি তৈরী আরম্ভ করুক এবং ডেকচি হইতে পেয়ালা ভর্তি করিয়া গোশত আনিতে থাক; ডেকচি নামাইবে না।

আগন্তুক মেহমান ছিল এক হাজার। নবী করীম (দঃ) আমাকে বলিলেন- তাহাদিগকে দলে দলে ডাকিয়া আন। তাহারা যেন একত্রে ভীড় না করে। দলে দলে তাহাদের সামনে রুটি ও গোস্ত উপস্থিত করা হইতে লাগিল। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, তাঁহারা সকলে তৃপ্তি সহকারে পেট পুরিয়া খাইয়া চলিয়া গেলেন অথচ আমাদের ডেকচি পূর্বের ন্যায়ই টগবগ শব্দ করিতেছিল এবং খামীর হইতে রুটি তৈরী হইতেছিল। হযরত (দঃ) বলিলেন- অবশিষ্টাংশে তোমরা খাও এবং অন্যদেরকে দান কর, অনেক লোকই অনাহারে আছে।

হাদীস- ১৫৭৯। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **খাদ্যে বরকত।**

আবু তালহা (রাঃ) বাড়ী আসিয়া তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন- "আমি নবী করীম (দঃ)কে দেখিয়া আসিলাম; ক্ষুধার তাড়নায় তাঁহার মুখ হইতে শব্দ বাহির হয় না। তোমার নিকট খাওয়ার কিছু আছে কি?" স্ত্রী কয়েকটি যবের রুটি একটি চাদরের একাংশে লেপ্টাইয়া আমার[১] বগলে দাবাইয়া দিলেন এবং চাদরের বাকি অংশ আমার গায়ে জড়াইয়া দিলেন। আমি মসজিদে গিয়া রসুল (দঃ)কে পাইলাম। সেখানে অনেক লোক ছিল। আমি তথায় গিয়া দাঁড়াইতেই রসুল (দঃ) বলিলেন- আবু তালহা তোমাকে পাঠাইয়াছে? আমি বলিলাম- হ্যাঁ। তিনি বলিলেন- খাদ্য দিয়া পাঠাইয়াছে? আমি বলিলাম- হ্যাঁ। তিনি উপস্থিত সকলকে বলিলেন- তোমরা সকলে চল। সকলে রওয়ানা হইলে আমি পথ দেখাইয়া চলিলাম। আবু তালহা (রাঃ) এর নিকট আসিয়া তাঁহাকে বিস্তারিত জানাইলাম। তিনি তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন- নবী করীম (দঃ) অনেক লোক নিয়া আমাদের বাড়ী আসিয়াছেন অথচ তাঁহাদিগকে খাইতে দেওয়ার মত কোন ব্যবস্থাই আমাদের নিকট নাই। উম্মে সোলায়েম (রাঃ) বলিলেন- আল্লাহ এবং আল্লাহর রসুল (দঃ) আমাদের অবস্থা ভাল ভাবেই জানেন। আবু তালহা (রাঃ) বাহির হইয়া রসুলুল্লাহ (দঃ)কে অভ্যর্থনা করিয়া নিয়া আসিলে নবী করীম (দঃ) বলিলেন- হে উম্মে সোলায়েম! তোমার যে খাদ্য আছে তাহা উপস্থিত কর। উম্মে সোলায়েম সেই রুটি কয়টি উপস্থিত করিলে নবী করীম (দঃ) এর আদেশে উহাদিগকে খণ্ড খণ্ড করা হইল এবং উম্মে সোলায়েম ঐগুলির উপর কিছু ঘৃত ঢালিয়া দিলেন। রসুল (দঃ) কিছু পড়িয়া দোয়া করিলেন এবং বলিলেন- দশ জনকে ডাকিয়া আন। দশজন পেট পুরিয়া খাইলে আরও দশজনকে ডাকিয়া আনা হইল এবং তাহারাও পেট পুরিয়া খাইল। এইভাবে উপস্থিত সকলেই পেট পুরিয়া খাইল। সংখ্যায় তাঁহারা ৭০ কিম্বা ৮০জন ছিলেন। [১। আনাস (রাঃ)]

(আলোচ্য ঘটনা অপেক্ষা আরও অধিক আশ্চর্য্যের ঘটনা খন্দকের জেহাদ উপলক্ষেই জাবের (রাঃ) এর সঙ্গে ঘটিয়াছিল- মাত্র তিনজনের উপযোগী খাবারে এক হাজার জন খাওয়ার পরেও খাদ্য অবশিষ্ট ছিল।)

হাদীস- ১৫৮০। সূত্র- হযরত জাবের (রাঃ)- রসুল (দঃ) এর দোয়ার বরকত।

জাবের (রাঃ) এর পিতা ঋণ রাখিয়া অহোদ যুদ্ধে শহীদ হন। পাওনাদারদের কড়াকড়িতে তিনি বাগানের সমুদয় ফল তাহাদিগকে নিয়া যাইতে বলিলে তাহারা অস্বীকৃত হইল। এমনকি রসুল (দঃ) এর সুপারিশেও তাহারা কর্ণপাত করিল না। ঘটনা রসুল (দঃ)কে বলিলে তিনি আসিয়া বাগানের চারিদিক প্রদক্ষিন করিয়া বরকতের দোয়া করিলেন। পরে ফল পাড়িয়া পাওনাদারদের ঋণ পূর্ণরূপে পরিশোধের পরও আরও কিছু পরিমান খেজুর উদ্বৃত্ত রহিয়া গেল। আসরের নামাজান্তে রসুল (দঃ)কে ঘটনা জ্ঞাত করানো হইলে তিনি ওমর (রাঃ)কে ইহা জানাইতে বলিলেন। শুনিয়া ওমর (রাঃ) বলিলেন- রসুল (দঃ) বাগানে ঢুকিয়া যখন চক্কর দিলেন তখনই বুঝিয়াছি যে ইহাতে বরকত হইবে।

হাদীস- ১৫৮১। সূত্র- হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর (রাঃ)- খাদ্যে বরকত।

আসহাবে সোপ্‌পাগন দরিদ্র ছিলেন। নবী করীম (দঃ) সাহাবীগনকে বলিয়া দিয়াছেন যে যাহাদের নিকট দুইজনের খাবার আছে তাহারা আসহাবে সোপ্‌পার একজনকে নিয়া তৃতীয় জনকে অন্তর্ভুক্ত করিবে। কাহারও নিকট চার জনের খাবার থাকিলে ৫ম অথবা ৬ষ্ঠ জনকে অর্ন্তভূক্ত করিবে। আবু বকর (রাঃ) তিনজনকে এবং নবী করীম (দঃ) দশজনকে নিলেন। আমি, আমার পিতা এবং আমার মাতা ছিলাম। আবু ওসমান বলেন- জানিনা তিনি এই কথাও বলিয়াছিলেন কিনা যে আমার স্ত্রীর একজন খাদেমও ছিল যে আমার ও পিতা আবু বকর (রাঃ) এর ঘরেও কাজ করিত। আবু বকর (রাঃ) নবী করীম (দঃ) এর সাথে বেশ কিছু সময় কাটাইলেন ও রাতের খাবার তাঁহার সঙ্গেই গ্রহন করিলেন। সেখানেই এশার নামাজ আদায়ের পর তিনি আরও কিছুক্ষন কাটাইলেন যে নবী করীম (দঃ) আরাম করিয়া লইলেন। ইহার পর আল্লাহর ইচ্ছায় কিছু রাত অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি বাড়ী ফিরিলেন। তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে বলিলেন-কিসে তোমার মেহমানদের (সন্দেহে-মেহমানের') নিকট হইতে তোমাকে দূরে সরাইয়া নিয়া গেল? আবু বকর (রাঃ) বলিলেন- তুমি কি তাহাদেরকে খাবার দাও নাই? তিনি বলিলেন- তাহাদের সামনে খাবার দেওয়া হইয়াছিল কিন্তু তুমি না আসা পর্যন্ত তাঁহারা খাবার গ্রহন করিতে অস্বীকার করিয়াছেন। আমি ভয়ে আত্মগোপন করিলাম। পিতা রাগান্বিত

হইয়া, হে আনসার! তারপর আলমন অনেক কিছু বলিলেন। অতঃপর তাহাদেরকে বলিলেন- আপনারা কোন দ্বিধা না করিয়া খাইয়া নিন। তারপর বলিলেন- 'আল্লাহর কসম, আমি কখনও খাইব না'। আল্লাহর কসম, আমরা যখনই কোন লোকমা উঠাইয়া নিতেছিলাম সঙ্গে সঙ্গে তাহার নীচে ঐ পরিমানের চাইতে বাড়িয়া যাইতেছিল। সকল মেহমানই তৃপ্তি সহকারে খাইলেন কিন্তু খাদ্য পূর্বাপেক্ষাও বেশী অবশিষ্ট থাকিল। আবু বকর (রাঃ) খাদ্যের দিকে তাকাইয়া দেখিতে পাইলেন যে তাহা পূর্বের মত বা তার চাইতেও বেশী রহিয়া গিয়াছে। তিনি স্ত্রীকে বলিলেন- হে বনি ফেরাসের ভগ্নি! একি কান্ড দেখিতেছি? তিনি বলিলেন- আমার চক্ষু শীতলকারীর শপথ, এইগুলি নিঃসন্দেহে পূর্বের চাইতে তিনগুন অধিক। তখন আবু বকর (রাঃ) ঐ খাদ্য হইতে কিছু খাইলেন এবং বলিলেন- আমার পূর্বের না খাওয়ার শপথ শয়তানের তরফ হইতে হইয়াছে। ইহার পর তিনি আরও একগ্রাস মুখে নিলেন এবং অবশিষ্ট খাদ্য সকালে নবী করীম (দঃ) এর নিকট নিয়া গেলেন। আমাদের এবং অন্য একগোত্রের মধ্যে একটি চুক্তি ছিল যাহার মেয়াদ শেষ হইয়া গিয়াছিল। আমরা বারজন লোককে আলাদা আলাদা করিয়া দিলাম। ইহাদের প্রত্যেকের সঙ্গে আবার কিছু লোক ছিল। আল্লাহই ভাল জানেন কতজন লোক ছিল। প্রত্যেকেই উক্ত খাদ্য গ্রহন করিল।

হাদীস- ১৫৮২। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **নব বিবাহিতের জন্য উপঢৌকন ও বরকতের মোজেজা।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) এর সাথে জয়নব (রাঃ) এর বিবাহ হইলে আমার মাতা উম্মে সোলায়েম (রাঃ) আমাকে বলিলেন- এই সময় রসুলুল্লাহ (দঃ) এর জন্য কিছু হাদিয়া পাঠাইলে ভাল হইত। আমি বলিলাম- তাহাই করুন। তিনি খুরমা, ঘি ও পনীর একত্রিত করিয়া পায়েশ তৈরী করিলেন এবং আমাকে দিয়া উহা হযরত (দঃ) এর নিকট পাঠাইলেন। আমি উহা লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে হযরত (দঃ) বলিলেন- ইহা রাখিয়া দাও। অমুককে, অমুককে এবং আর যাহার সাথে সাক্ষাত হয় সকলকে ডাকিয়া আন। আমি তাহাই করিলাম এবং ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম হযরত (দঃ) এর ঘর পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। হযরত (দঃ)কে দেখিলাম উক্ত পায়েশের মধ্যে হাত রাখিয়া কিছু পাঠ করিলেন এবং দশ দশ জন করিয়া অন্দরে ডাকিয়া বলিতে লাগিলেন- বিসমিল্লাহ বলিয়া প্রত্যেকে নিজ নিজ সম্মুখ হইতে খাইবে। উপস্থিত সকলেই তৃপ্ত হইয়া খাইতে পারিল।

হাদীস- ১৫৮৩। সূত্র- হযরত জাবের (রাঃ)- **খেজুরের পরিমান বৃদ্ধির মোজেজা।**

মদীনার এক ইহুদী খেজুর কাটার মৌসুমে খেজুর প্রদানের শর্তে আমাকে অগ্রীম টাকা দিয়া বাইয়ে সালাম করিত। রুমা নামক কূপের পথে আমার

এক খণ্ড জমি ছিল। এক বৎসর পর্যন্ত ঐ জমিতে কোন ফসল হয় নাই। ফল কাটার মৌসুমে ইহুদী আসিল কিন্তু আমি কিছুই সংগ্রহ করিতে পারি নাই। আমি তাহার নিকট পরবর্তী বৎসর পর্যন্ত সময় চাহিলে সে তাহা দিতে অস্বীকার করিল। আমি বিষয়টি নবী করীম (দঃ)কে অবহিত করিলে তিনি তাঁহার সাহাবাগনকে বলিলেন-চল, জাবের (রাঃ) এর জন্য এই ইহুদী হইতে সময় নিয়া নেই। তাঁহারা আমার বাগানে আসিলেন এবং নবী করীম (দঃ) ইহুদীর সাথে আমাকে সময় দানের জন্য আলাপ করিতে লাগিলেন। সে বলিল- হে আবুল কাসেম! আমি তাঁহাকে আর সময় দিব না। নবী করীম (দঃ) উঠিয়া গিয়া বাগানে ঘুরিলেন এবং পুনরায় ইহুদীর নিকট আসিয়া আলাপ করিলেন কিন্তু সে রাজী হইল না। আমি উঠিয়া গিয়া কিছু তাজা পাকা খেজুর আনিয়া রসূল (দঃ) এর সম্মুখে রাখিলে তিনি তাহা খাইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন- হে জাবের! তোমার ঘর কোন খানে? আমি তাঁহাকে স্থান নির্দেশ করিলে তিনি বলিলেন- আমার জন্য উহাতে বিছানা বিছাও। আমি বিছানা বিছাইয়া দিলে তিনি ভিতরে প্রবেশ করিয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন। ঘুম হইতে জাগিয়া তিনি সেই ইহুদীর সাথে আলাপ করিলেন, কিন্তু এইবারও সে সময় দিতে অস্বীকার করিল। তিনি দ্বিতীয়বার বাগানে গেলেন এবং বলিলেন- হে জাবের, তুমি খেজুর কাটিতে থাক এবং তাহার পাওনা আদায় করিয়া দাও। এই কথা বলিয়া তিনি খেজুর কাটার জায়গায় বসিয়া পড়িলেন। আমি এত পরিমান খেজুর কাটিলাম যাহা হইতে ইহুদীর পাওনা পরিশোধের পরও আরও বাঁচিয়া গেল। আমি ছুটিয়া আসিয়া নবী করীম (দঃ) এর নিকট হাজির হইয়া তাঁহাকে এই সুখবর দান করিলে তিনি বলিলেন- আমি সাক্ষ্য দিতেছি-নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর রসূল।

হাদীস- ১৫৮৪। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- দুধে বরকত।

যেই আল্লাহ ভিন্ন আর কোন মাবুদ নাই সেই আল্লাহর শপথ করিয়া বলিতেছি- ক্ষুধার জ্বালায় পেটকে অনেক সময়ই মাটির সঙ্গে চাপা দিয়া রাখিতাম এবং কোন কোন সময় পেটে পাথর বাঁধিতাম। একদা অনাহারী অবস্থায় চলাচলের পথে বসিয়া গেলাম। আবু বকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ) একে একে ঐ পথে যাওয়ার কালে তাহাদিগকে আমার ক্ষুধার অবস্থা জ্ঞাত করিয়া কিছু খাদ্য বস্তু লাভের আশায় তাঁহাদিগকে একটি কোরআনের আয়াত জিজ্ঞাসা করিলাম কিন্তু আমার আশা পুরন হইল না। অতঃপর রসূলুল্লাহ (দঃ) ঐ পথে গমনকালে আমার দিকে তাকাইয়া মুসকি হাঁসিলেন। তিনি আমার অবস্থা উপলব্ধি করিয়া আমাকে ডাকিয়া তাঁহার গৃহে নিলেন। গৃহে হাদিয়া হিসাবে প্রাপ্ত এক পেয়ালা দুধ ছিল। তিনি আমাকে আদেশ করিলেন- ছোপ্‌পাবাসীগনকে[১] ডাকিয়া আন। ইহা আমার মনঃপূত হইল না। কারন, এক পেয়ালা দুধ আমার একার খাওয়ার ইচ্ছা

ছিল; অথচ আমি জানি ছোপপাবাসীগণকে ডাকা হইলে রসুল (দঃ) আমাকেই বলিবেন- তাহাদিগকে খাইতে দাও।

আল্লাহ এবং আল্লাহর রসুলের আদেশ মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। তাই আমি তাহাদিগকে ডাকিয়া আনিলাম। রসুল (দঃ) বলিলেন- হে আবু হোরায়রা! দুধের পেয়ালা নিয়া তাহাদেরকে দুধ পান করাও। আমি তাহা আরম্ভ করিলাম এবং তাহারা প্রত্যেকে তৃপ্তি সহকারে একের পর এক দুধ পান করিল। তাহারা তৃপ্ত হইলে পর পেয়ালাহাতে রসুল (দঃ) এর নিকট পৌছিলে তিনি পেয়ালাটি হাতে নিয়া আমার দিকে তাকাইয়া মুসকি হাঁসিলেন আর বলিলেন- আমি ও তুমিই বাকি? আমি বলিলাম- হ্যাঁ, আমরাই বাকি রহিয়াছি। তিনি বলিলেন- তুমি বস এবং দুধ পান কর। আমি বসিয়া পান করিলাম। তিনি বলিলেন- আরও পান কর, আরও পান কর, আরও পান কর। তিনি বার বার বলিতেছিলেন। আমি বলিলাম- আল্লাহর কসম, আমার পেটে আর জায়গা নাই। অতঃপর দুধের পেয়ালা হাতে দিলে তিনি আল্লাহতালার প্রশংসা করিলেন ও বিসমিল্লাহ বলিয়া অবশিষ্ট দুধ পান করিলেন। [১। আশ্রয়হীন লোক যাহারা মসজিদের বারান্দায় বাস করিত]

হাদীস- ১৫৮৫। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **খেজুর বৃক্ষের ক্রন্দন।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) একটি শুষ্ক খেজুর গাছে হেলান দিয়া খোৎবা দিতেন। মিম্বর তৈরী হইলে পর তিনি জুমআর খোৎবা দানের জন্য মিম্বরের উপর দাঁড়াইলে ঐ খেজুর গাছটি রোদন করিতে লাগিল। রসুল (দঃ) মিম্বর হইতে নামিয়া উহার নিকট আসিয়া উহার উপর হাত বুলাইলে ক্রন্দনস্বর ধীরে ধীরে থামিয়া আসিল।

হাদীস- ১৫৮৬। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **লাশ মাটি হইতে বাহির হইয়া আসা।**

এক খৃষ্টান মুসলমান হওয়ার পর সুরা বাকারাহ এবং সুরা আল-এমরান শিখিয়াছিল। সে নবী করীম (দঃ) এর প্রয়োজনীয় লেখার কাজ করিত। কিছু দিন পর সে পুনরায় খৃষ্টান হইয়া গিয়া বলিতে শুরু করিল- মোহাম্মদ (দঃ) বস্তুতঃ কিছুই জানে না। আমার লিখিত বিষয় দেখিয়াই যাহা কিছু শিখিয়াছে।

অল্পকালের মধ্যেই তাহার মৃত্যু হইলে খৃষ্টান ধর্মের রীতি অনুযায়ী তাহাকে দাফন করা হইল। পরদিন সকালে দেখা গেল মাটি তাহাকে ভিতর হইতে বাহির করিয়া দিয়াছে। মুসলমানগণ এইরূপ করিয়াছে দোষারোপ করিয়া খৃষ্টানরা তাহাকে অধিক গভীরে দাফন করিল। কিন্তু পরদিন সকালে আবার তাহার লাশ মাটির উপর পাওয়া গেল। পুনরায় একইরূপ দোষারোপ করিয়া তাহারা লাশটিকে আরও গভীরে দাফন করিল কিন্তু ফল একই হইল। তখন তাহারা বুঝিতে পারিল যে ইহা কোন মানুষের কাজ নহে এবং লাশটিকে ঐ অবস্থায়ই ফেলিয়া রাখা হইল।

মে'রাজ

হাদীস- ১৫৮৭। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- মে'রাজের বর্ণনা।

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- আমি কা'বাগৃহের উন্মুক্ত অংশে হাতীমে ঊর্ধমুখে শায়ীত ছিলাম। হঠাৎ এক আগন্তুক আসিয়া আমার বক্ষের উর্দ্ধসীমা হইতে পেটের নিম্নসীমা পর্যন্ত চিরিয়া ফেলিয়া আমার দীল বাহির করিলেন। অতঃপর ঈমান ভর্তি সোনার পাত্রে দীলটাকে রাখিয়া উহাতে ঐ বস্তু ঢুকানোর পর উহাকে যথাস্থানে রাখিয়া আমার বক্ষকে ঠিকঠাক করিয়া দিলেন।

অতঃপর আমার জন্য গাধা হইতে একটু বড়, খচ্চর হইতে একটু ছোট বোরাক নামের যানবাহন উপস্থিত করা হইল- যাহার প্রতি পদক্ষেপ ছিল দৃষ্টির শেষ সীমায়। আমাকে উহাতে সওয়ার করানো হইল। জিব্রাইল (আঃ) আমাকে নিয়া প্রথম আসমানে পৌছিয়া দরজা খুলিতে বলিলে জিজ্ঞাসা করা হইল- কে? জিব্রাইল (আঃ) বলিলেন- জিব্রাইল। আবার জিজ্ঞাসা করা হইল- সঙ্গী কে? তিনি বলিলেন- মোহাম্মদ (দঃ)। জিজ্ঞাসা করা হইল- তাঁহাকে কি ডাকিয়া পাঠানো হইয়াছে? তিনি বলিলেন- হ্যাঁ। তখন বলা হইল-তাঁহার প্রতি স্বাগতম! তাঁহার আগমন কতই না উত্তম! অতঃপর দরজা খোলা হইলে আমি ভিতরে পৌছিয়া আদম (আঃ)কেঁ দেখিতে পাইলাম। জিব্রাইল (আঃ) বলিলেন- আপনার পিতা আদম! তাঁহাকে সালাম করুন। আমি তাঁহাকে সালাম করিলে তিনি সালামের উত্তর দিয়া বলিলেন- নেক্কার পুত্র ও নেককার নবীর প্রতি স্বাগতম।

অতঃপর জিব্রাইল (আঃ) আমাকে নিয়া আরও উপরে উঠিতে লাগিলেন। দ্বিতীয় আসমানে উঠিয়া দরজা খুলিতে বলিলে জিজ্ঞাসা করা হইল- কে? তিনি বলিলেন- জিব্রাইল। আবার জিজ্ঞাসা করা হইল- সঙ্গে কে? তিনি বলিলেন- মোহাম্মদ (দঃ)। পুনারায় জিজ্ঞাসা করা হইল- তাঁহাকে কি ডাকিয়া পাঠানো হইয়াছে? তিনি বলিলেন- হ্যাঁ। তখন বলা হইল- তাঁহার প্রতি স্বাগতম। তাঁহার আগমন বড়ই শুভ। দরজা খুলিয়া দেওয়া হইলে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম- ইয়াহ্ইয়া (আঃ) ও ঈশা (আঃ)। জিব্রাইল (আঃ) বলিলেন- ইঁহারা হইলেন ইয়াহ্ইয়া (আঃ) ও ঈশা (আঃ)। আপনি ইহাদিগকে সালাম করুন। আমি সালাম করিলে তাঁহারা সালামের জবাব দিয়া বলিলেন- নেক্কার ভাই ও নেক্কার নবীর প্রতি স্বাগতম।

তারপর জিব্রাইল (আঃ) আমাকে নিয়া তৃতীয় আসমানে উঠিলে একইভাবে প্রশ্নোত্তরের পর দরজা খোলা হইলে ভিতরে প্রবেশ করিয়া আমি ইউসুফ (আঃ)কে পাইলাম। জিব্রাইল (আঃ) বলিলেন- ইনি ইউসুফ (আঃ), তাঁহাকে সালাম করুন। আমি তাঁহাকে সালাম করিলে তিনি সালামের জবাব দিয়া বলিলেন- নেক্কার ভাই ও নেক্কার নবীর প্রতি স্বাগতম।

চতুর্থ আসমানেও একইরূপে প্রশ্নোত্তরের পর দরজা খোলা হইলে সেখানে ইদ্‌রিস (আঃ)কে পাইলাম। জিব্রাইল (আঃ) বলিলেন- ইনি ইদ্‌রিস (আঃ), তাঁহাকে সালাম করুন। আমি তাঁহাকে সালাম করিলে তিনি সালামের জবাব দিয়া বলিলেন- নেক্‌কার ভাই ও নেক্‌কার নবীর প্রতি স্বাগতম।

পঞ্চম আসমানেও একইরূপ প্রশ্নোত্তরের পর দরজা খোলা হইলে সেখানে হারুন (আঃ)কে পাইলাম। জিব্রাইল (আঃ) বলিলেন- ইনি হারুন (আঃ), তাঁহাকে সালাম করুন। আমি তাঁহাকে সালাম করিলে তিনি সালামের জবাব দিয়া বলিলেন- নেক্‌কার ভাই ও নেক্‌কার নবীর প্রতি স্বাগতম।

ষষ্ঠ আসমানে একই প্রকার প্রশ্নোত্তরের পর দরজা খোলা হইলে সেখানে মূসা (আঃ)কে পাইলাম। জিব্রাইল (আঃ) বলিলেন- ইনি মূসা (আঃ), তাঁহাকে সালাম করুন। আমি তাঁহাকে সালাম করিলে তিনি সালামের জবাব দিয়া বলিলেন- নেক্‌কার ভাই ও নেক্‌কার নবীর প্রতি স্বাগতম। অতঃপর আমি তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইলে তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার কান্নার কারন জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন- আমার পরে এমন একজন যুবককে পাঠানো হইল যাহার উম্মত আমার উম্মত অপেক্ষা অধিক সংখ্যায় জান্নাতে প্রবেশ করিবে এই জন্য কাঁদিতেছি।

সপ্তম আসমানে একইরূপ প্রশ্নোত্তরের পর দরজা খোলা হইলে সেখানে ইব্‌রাহিম (আঃ)কে দেখিতে পাইলাম। জিব্রাইল (আঃ) বলিলেন- ইনি আপনার পিতা ইব্‌রাহিম (আঃ), তাঁহাকে সালাম করুন। আমি তাঁহাকে সালাম করিলে তিনি সালামের উত্তর দিয়া বলিলেন- নেক্‌কার পুত্র ও নেক্‌কার নবীর প্রতি স্বাগতম।

অতঃপর আমাকে সিদ্‌রাতুল মুনতাহা[১] পর্যন্ত পৌঁছানো হইল। সেখানে দেখিলাম- সিদরা বৃক্ষের ফল 'হাজার' অঞ্চলের মটকার ন্যায় বড় এবং তাহার পাতা হাতির কানের মত। জিব্রাইল (আঃ) বলিলেন- ইহাই সিদ্‌রাতুল মুনতাহা। আমি দুইটি প্রকাশ্য ও দুইটি অপ্রকাশ্য মোট চারিটি নহর দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞসা করিলাম- হে জিব্রাইল (আঃ)! এই নহরের তাৎপর্য্য কি? তিনি বলিলেন- অপ্রকাশ্য নহরের তাৎপর্য্য হইল জান্নাতে প্রবাহিত দুইটি ঝর্ণাধারা, আর প্রকাশ্য নহর দুইটি হইল নীল ও ফোরাত নদী। তারপর বাইতুল মামুর[২] ঘরটি আমার সামনে পেশ করা হইল। অতঃপর পেশ করা হইল একপাত্র শরাব, একপাত্র দুধ ও একপাত্র মধু। ইহার মধ্য হইতে আমি দুধ গ্রহন করিলাম- তখন জিব্রাইল (আঃ) বলিলেন- আপনি এবং আপনার উম্মত যে স্বভাবজাত ধর্মের অনুসারী- ইহা তাহারই নিদর্শন।

তারপর আমার উপর দৈনিক ৫০ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করা হইল। আমি ফিরিয়া চলাকালে মুসা (আঃ) এর সামনে দিয়া যাইবার সময় তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন- আপনাকে কি করিতে আদেশ করা হইয়াছে? আমি বলিলাম- দৈনিক ৫০ ওয়াক্ত নামাজের আদেশ করা হইয়াছে। তিনি বলিলেন- আপনার উম্মত দৈনিক ৫০ ওয়াক্ত নামাজ সম্পাদনে সক্ষম হইবে না। আল্লাহর কসম, আপনার পূর্বে আমি লোকদেরকে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি এবং বনী ইস্রায়েলদের হেদায়েতের জন্য যথাসাধ্য পরিশ্রম করিয়াছি। আপনি আপনার রবের নিকট ফিরিয়া গিয়া আপনার উম্মতের জন্য আরও হ্রাস করার আবেদন করুন। আমি ফিরিয়া গিয়া আবেদন করিলে আমার উপর হইতে ১০ ওয়াক্ত কমাইয়া দেওয়া হইল। মুসা (আঃ) এর নিকট ফেরত আসিলে তিনি পুনরায় অনুরূপ কথা বলিলে আমি ফেরত গিয়া আবেদন করিলে আরও ১০ ওয়াক্ত কমানো হইল। মুসা (আঃ) এর নিকট পুনরায় ফেরৎ আসিলে তিনি পুনরায় একই কথা বলিলেন এবং আমি আবারও ফিরিয়া গেলে আরও দশ ওয়াক্ত কমানো হইল। পুনরায় মুসা (আঃ) এর নিকট আসিলে তিনি আমাকে আবারও একই কথা বলিলেন এবং আমি আবারও ফিরিয়া গেলে আরও দশ ওয়াক্ত কমাইয়া আমাকে দশ ওয়াক্ত নামাজের আদেশ করা হইল। আমি মুসা (আঃ) এর নিকট ফিরিয়া আসিলাম। তাঁহার কথা অনুযায়ী আবার ফিরিয়া গেলে আমাকে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের আদেশ করা হইল। মুসা (আঃ) এর নিকট আসিলে তিনি বলিলেন যে আপনার উম্মত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজও সম্পাদন করিতে পারিবে না, আপনি আবার যান। আমি এত অধিকবার যাওয়ার ফলে পুনরায় যাইতে লজ্জাবোধ করিয়া বলিলাম- আমি ইহাতে সন্তুষ্টি ও আনুগত্য প্রকাশ করিতেছি। আমি যখন মুসা (আঃ)কে অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইলাম তখন আহবান শুনিলাম- আমার অবশ্য পালনীয় আদেশ আমি জারি করিলাম এবং আমার বান্দাদের জন্য আদেশটি লঘু করিলাম।

[১। কুল বৃক্ষ দ্বারা চিহ্নিত শেষ সীমা ২। কাবা ঘরের বরাবর সপ্তম আকাশে পবিত্র গৃহ যাহাতে দৈনিক ৭০ হাজার নুতন নুতন ফেরেশতা তওয়াফ করে।]

হাদীস- ১৫৮৮। সূত্র- হযরত আবু জর (রাঃ)- মে'রাজের বর্ণনা।

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- আমি মক্কায় থাকাকালীন এক রাত্রে আমার শোয়ার ঘরের ছাদ খুলিয়া গেল এবং ঐ পথে জিব্রাইল (আঃ) প্রবেশ করিলেন। তিনি আমার বক্ষ খুলিয়া উহাকে জমজমের পানি দ্বারা ধৌত করিলেন এবং জ্ঞান ও ঈমান বর্দ্ধক বস্তুতে পরিপূর্ণ একটি স্বর্ণপাত্র উপস্থিত করিয়া উক্ত বস্তু আমার বক্ষের মধ্যে ঢালিয়া দিলেন। তারপর জিব্রাইল (আঃ) আমার হাত ধরিয়া লইয়া আসমানের দিকে আরোহন করিতে থাকিলেন। নিকটবর্তী আসমানে পৌঁছিয়া জিব্রাইল (আঃ) পাহারাদারকে দরজা খুলিতে বলিলেন। পরিচয় জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি নিজ পরিচয়

YOADRI.BLOGSPOT.C

দিলেন। পাহারাদার জিজ্ঞাসা করিল- আপনার সঙ্গে কেহ আছেন কি? জিব্রাইল (আঃ) বলিলেন- হ্যাঁ, আমার সঙ্গে আছেন মোহাম্মদ (দঃ)। পাহারাদার বলিলেন- তাঁহার নিকটই তো পাঠান হইয়াছিল? জিব্রাইল (আঃ) বলিলেন- হ্যাঁ।

অতঃপর আমরা ঐ আসমানে পৌঁছিয়া দেখিলাম একজন লোক বসিয়া আছেন। তাঁহার ডানদিকে একদল লোক এবং বামদিকে একদল লোক। ঐ লোকটি ডানদিকে তাকাইয়া হাঁসিয়া উঠেন এবং বামদিকে তাকাইয়া কাঁদিয়া উঠেন। ঐ লোকটি আমাকে 'সুযোগ্য নবী ও সুযোগ্য পুত্র' বলিয়া স্বাগত জানাইলেন। জিব্রাইল (আঃ) বলিলেন- তিনি হইলেন আদম (আঃ)। তাঁহার ডান ও বামদিকের আকৃতিগুলি তাঁহার বংশধরগনের রুহ্। ডানদিকেরগুলি বেহেস্তবাসী এবং বামদিকেরগুলি দোজখবাসী। এই কারনে তিনি ডান দিকে তাকাইয়া হাঁসিয়া উঠেন এবং বাম দিকে তাকাইয়া কাঁদিয়া উঠেন।

হাদীস- ১৫৮৯। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **মেরাজের বিবরন।**

রসুল (দঃ) হেরেম শরীফের মসজিদে নিদ্রিত ছিলেন। তাঁহার নিকট তিনজন লোক আসিল। প্রথম ব্যক্তি সঙ্গীদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিল- যিনি সর্বোত্তম ব্যক্তি- ইনিই তিনি? তৃতীয় জন বলিল- সর্বোত্তম ব্যক্তিকে উঠাইয়া লও। ইহার পর উক্ত আগন্তুকগনকে তিনি আর দেখিতে পাইলেন না। আর এক রাত্রে পুনরায় তাহারা আসিল। ঐ সময় রসুল (দঃ) এর চক্ষুদ্বয় নিদ্রামগ্ন ছিল কিন্তু তাঁহার অন্তর জাগ্রত ছিল। নবীগনের নিদ্রাবস্থা এইরূপই যে চক্ষু নিদ্রামগ্ন হয়, অন্তর নিদ্রামগ্ন হয় না। এই রাতের আগন্তুকগন কোন কথাবার্তা না বলিয়া তাঁহাকে বহন করিয়া জমজমের নিকটবর্তী স্থানে লইয়া আসিল। অতঃপর তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি হেরেম শরীফের মসজিদেই ছিলেন।

হাদীস- ১৫৯০। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **মেরাজ রাত্রে মুসা (আঃ), ঈশা (আঃ), দাজ্জাল ও ফেরেশতার দর্শন।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- মেরাজের রাত্রে আমি মুসা (আঃ)কে দেখিয়াছি- তিনি শ্যামবর্ণ, দীর্ঘকায় এবং খাট চুল বিশিষ্ট; ঠিক যেন শানুয়া গোত্রের একজন লোক। আমি ঈশা (আঃ)কেও দেখিয়াছি- সাদা লালে মিশ্রিত মধ্যম অবয়ব বিশিষ্ট এবং মাথার চুল খাড়া। দোজখের দারোগা মালেক এবং দাজ্জালকেও দেখিয়াছি। তাছাড়া আল্লাহতা'লার অসীম কুদরতের আরও বহু নিদর্শনও দেখিয়াছি।

হাদীস- ১৫৯১। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **মেরাজে ঈসা, মুসা, মালেক ও দাজ্জালকে দর্শন।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- আমি মে'রাজ উপলক্ষ্যে মুসা (আঃ)কে দেখিয়াছি। তিনি ছিলেন শ্যামল বর্ণের দীর্ঘ কায়া বিশিষ্ট এবং শানুয়া গোত্রের লোকের ন্যায় পাকা পোক্ত দেহ বিশিষ্ট। আমি ঈসা (আঃ)কেও

দেখিয়াছি। তিনি ছিলেন মধ্যম কায়া বিশিষ্ট, তাঁহার অঙ্গ সমূহ ছিল অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ন এবং মাথার চুল ছিল প্রায় সোজা। আমি দোজখের প্রধান কর্মকর্তা মালেককে এবং দাজ্জালকেও দেখিয়াছি। এই সব ছিল বড় বড় নিদর্শন সমূহ যাহা আল্লাহত'লা আমাকে দেখাইয়াছেন।

হাদীস- ১৫৯২। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও আবু হাব্বাহ আনাসারী (রাঃ)- **বেহেশতের বর্ণনা।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- সপ্ত আসমান পরিভ্রমন করানোর পর আমাকে মহা উর্দ্ধে আরোহন করান হইল। এক সুসমতল মাঠে পৌছিয়া শুধুমাত্র কলম চালনার শব্দ শুনিতে পাইলাম। আমাকে নিয়া জিব্রাইল (আঃ) আরও অগ্রসর হইলেন এবং ছিদরাতুল মোনতাহার নিকট পৌছিলেন। ঐ সময় ছিদ্‌রাতুল মোন্‌তাহাকে বিভিন্ন রঙ আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছিল যাহার সঠিক তথ্য আমি তলাইয়া দেখি নাই। তাপর আমাকে বেহেশতের ভিতর প্রবেশ করান হইল। উহার গম্বুজ সমূহ মুক্তাদ্বারা তৈরী ছিল এবং উহার জমিন ছিল মেশক এর।

হাদীস- ১৫৯৩। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **মেরাজ উপলক্ষ্যে দুধের ও মদের পাত্র দ্বারা পরীক্ষা**

মে'রাজ উপলক্ষ্যে রসুলুল্লাহ (দঃ) বাইতুল মোকাদ্দাসে উপনীত হইলে তাঁহার সামনে দুইটি পাত্র রাখা হইল- একটি দুধের অপরটি শরাব। তিনি উভয় পাত্রে দৃষ্টিপাত করিয়া দুধের পাত্রটি গ্রহন করিলেন। এ[illegible] জিব্রাইল (আঃ) বলিলেন- সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর যিনি আপনাকে স[illegible] ও স্বাভাবিক ধর্ম ইসলামের স্বরূপের প্রতি ধাবিত করিয়াছেন। যদি আপনি শরাবের পাত্র[1] গ্রহন করিতেন তবে উহার প্রতিক্রিয়ায় আপনার উম্মত গোমরাহী ও ব্যভিচারে পতিত হইত। [১। তখন শরাব হারাম হয় নাই।]

হাদীস- ১৫৯৪। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **মেরাজে নবীদের দর্শন ও দুধপান।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- মেরাজ ভ্রমনের রাত্রে আমি মূসা (আঃ)কে দেখিয়াছি। তাঁহার দেহ প্রশস্ততায় মধ্যম আকারের, তাঁহার চুল সোজা-কোঁকড়ানো নয় এবং তাঁহার দৈহিক আকৃতি শানুয়া গোত্রের লোকদের ন্যায়। আমি ঈসা (আঃ)কেও দেখিয়াছি। তিনি ছিলেন মধ্যম কায়া বিশিষ্ট, গোরা বং এর এবং দেখিতে এমন পরিচ্ছন্ন যেন এইমাত্র গোসল করিয়া আসিয়াছেন। আমি ইব্রাহীম (আঃ)কে দেখিয়াছি। আমার আকৃতি তাঁহার আকৃতির সর্বাপেক্ষা নিকটতম। আমার সম্মুখে দুইটি পাত্র উপস্থিত করা হইয়াছিল। একটিতে ছিল দুধ এবং অপরটিতে সুরা। আমাকে যেইটা ইচ্ছা পান করিতে বলা হইলে আমি দুধের পাত্রটি গ্রহন করিলাম এবং দুধ পান করিলাম। তখন বলা হইল- আপনি সঠিক, সত্য ও স্বভাবগত ধর্ম ইসলামের স্বরূপ দুধকে গ্রহন করিয়াছেন। যদি আপনি শরাবের পাত্র গ্রহন করিতেন তবে আপনার উম্মত গোমরাহ হইয়া যাইত।

হাদীস- ১৫৯৫। সূত্র- হযরত জাবের (রাঃ)- বাইতুল মোকাদ্দাসের হুবহু বর্ণনা।

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- আমি যখন কোরায়েশগনের নিকট রাত্রিবেলা বাইতুল মোকাদ্দাস পরিভ্রমনের কথা প্রকাশ করিলাম এবং তাহারা তাহা অবিশ্বাস করিতে চাহিল তখন আমি পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়া কা'বা ঘরের খোলা অংশ হাতীমের মধ্যে সকলের সামনে দাঁড়াইলাম। আল্লাহতা'লা বাইতুল মোকাদ্দাসকে আমার সামনে সুস্পষ্টরূপে উদ্ভাসিত করিয়া দিলেন। আমি কাফেরদের প্রশ্নের উত্তরে বাইতুল মোকাদ্দাসের নিদর্শন সমূহ দেখিয়া দেখিয়া বর্ননা করিলাম।

হাদীস- ১৫৯৬। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- পরীক্ষার জন্যই দেখানো হইয়াছে।

আল্লাহতা'লা রসুলুল্লাহ (দঃ)কে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন- আমি যেই সব অলৌকিক দৃশ্য ও বস্তু সমূহ আপনাকে দেখাইয়াছি তাহা একমাত্র লোকদের পরীক্ষার জন্যই।

যেই রাত্রে রসুলুল্লাহ (দঃ) বাইতুল মোকাদ্দাসে উপনীত হইয়াছিলেন সেই রাত্রেই আল্লাহতা'লা কর্তৃক রসুল (দঃ)কে পরিদর্শন করানোর ঘটনা ঘটিয়াছিল।

বিবিগন

হাদীস-১৫৯৭। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- বিবি খাদিজা (রাঃ) এর প্রশংসায় নবিজী।

বিবি খাদিজা (রাঃ) এর প্রতি আমি যেরূপ আত্মযাতনা অনুভব করিতাম নবী করীম (দঃ) এর অন্য কোন স্ত্রীর প্রতি সেরূপ অনুভব করিতাম না, অথচ তাঁহাকে আমি দেখিও নাই। নবী করীম (দঃ) তাঁহার স্মরণ এবং আলোচনা অত্যধিক করিতেন। তিনি অনেক সময় বকরী জবাই করিয়া উহার সমস্ত গোশত বিবি খাদিজা (রাঃ) এর বান্ধবীদের বাড়ী বাড়ী পাঠাইয়া দিতেন। কোন কোন সময় আমি অভিমান করিয়া বলিতাম- মনে হয় যেন খাদিজা (রাঃ) ছাড়া দুনিয়ায় আর কোন মহিলা জম্মে নাই। উত্তরে নবী করীম (দঃ) বিবি খাদিজা (রাঃ) এর প্রশংসা শুরু করিয়া দিতেন- খাদিজা এইরূপ ছিল, খাদিজা ঐরূপ ছিল, খাদিজা হইতে আমার সন্তান সন্ততি ছিল ইত্যাদি।

হাদীস- ১৫৯৮। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- বিবি খাদিজা (রাঃ) এর প্রশংসা।

খাদিজা (রাঃ) আমার বিবাহের পূর্বেই গত হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর তিন বৎসর পর আমি নবী করীম (দঃ) এর সাহচর্য্যে আসিয়াছি কিন্তু তবুও তাঁহার প্রতি আমি যত গায়রত অনুভব করিতাম নবী করীম (দঃ)

এর অন্য কোন বিবির প্রতি তত অনুভব করিতাম না। ইহার একমাত্র কারন, নবী করীম (দঃ) তাঁহার স্বরন ও আলোচনা অত্যধিক করিয়া থাকিতেন। নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন যে, আল্লাহত'লা তাঁহাকে আদেশ করিয়াছেন তিনি যেন খাদিজা (রাঃ)কে এই সুসংবাদ জ্ঞাত করান যে খাদিজা (রাঃ) বেহেশতের মধ্যে একটি মাত্র শুন্যগর্ভ মতিনির্মিত এক সুরম্য অট্টালিকা লাভ করিবেন। অনেক সময় রসূল (দঃ) বকরি জবাই করিয়া উহার মাংস খাদিজা (রাঃ) এর বান্ধবীদের নিকট পাঠাইয়া দিতেন। আমি কোন কোন সময় বলিতাম- মনে হয় সারা জাহানে খাদিজা (রাঃ) ব্যতীত রমনীই নাই। উত্তরে রসূল (দঃ) বলিতেন- হে আয়েশা! আমি তাহাকে ভুলিতে পারি না। সে এইরূপ ছিল, সে ঐরূপ ছিল, একমাত্র তাঁহারই পক্ষে আমার সন্তানাদিও রহিয়াছে।

হাদীস- ১৫৯৯। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **খাদিজা (রাঃ) এর জন্য বেহেশতের বিশেষ ব্যবস্থার সুসংবাদ।**

একদা জিব্রাইল (আঃ) নবী করীম (দঃ) এর নিকট আসিয়া বলিলেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ! এখনই বিবি খাদিজা (রাঃ) আপনার জন্য খাবার নিয়া আসিতেছেন। তিনি আসা মাত্র তাঁহাকে প্রভু পরওয়ার দেগারের এবং আমার সালাম বলিবেন; আর তাঁহাকে বেহেশতের একটি বিশেষ মতি মহলের সুসংবাদ দিবেন যাহাতে শান্তি ভঙ্গকারী কোন শব্দও হইবে না এবং কোন বিষন্নতাও থাকিবে না।

হাদীস- ১৬০০। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আওফা (রাঃ)- **খাদিজা (রাঃ) মতিনির্মিত অট্টালিকা পাইবেন।**

নবী করীম (দঃ) খাদিজা (রাঃ)কে সুসংবাদ জানাইয়াছেন যে, তিনি বেহেশতের মধ্যে একটি মাত্র শুন্যগর্ভ মতিনির্মিত একটি সুরম্য অট্টালিকা লাভ করিবেন যাহা অতি নিরালা ও বিশেষ আরাম আয়েশ পূর্ন হইবে।

হাদীস- ১৬০১। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **খাদিজা (রাঃ) মতিনির্মিত সুরম্য অট্টালিকা লাভ করিবেন।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- একদা জিব্রাইল (আঃ) আসিয়া বলিলেন- ইয়া রসূলুল্লাহ! খাদিজা (রাঃ) আপনার জন্য পানাহারের বস্তু নিয়া আসিতেছেন। তিনি পৌছিলে তাঁহাকে প্রভু পরওয়ার দেগারের সালাম জানাইয়া বেহেশতের মধ্যে শুন্য গর্ব এক মতির তৈরী একটি বিশেষ সুরম্য অট্টালিকা লাভের সুসংবাদ জানাইবেন- যাহা হইবে নিরালা এবং শান্তিময়।

হাদীস- ১৬০২। সূত্র- হযরত আলী (রাঃ)- **বিবি খাদিজা সর্বোত্তম মহিলা।**

নবী করীম (দঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি- বনি ইস্রায়েলীদের মধ্যে সর্বোত্তম মহিলা বিবি মরিয়ম; আর আসমান জমীনের মধ্যে সর্বোত্তম মহিলা খাদিজা (রাঃ)।

হাদীস-১৬০৩। সূত্র- হযরত আলী (রাঃ)- **সর্বোত্তম নারী খাদিজা (রাঃ)।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- বনী ইস্রায়েলের সর্বোত্তম নারী মরিয়ম আর আমার উম্মতের সর্বোত্তম নারী খাদিজা (রাঃ)।

হাদীস- ১৬০৪। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **নবীজির অন্তরে বিবি খাদিজার জন্য ভালবাসা।**

একদা বিবি খাদিজা (রাঃ) এর ভগ্নি হালাহ গৃহদ্বারে আসিয়া প্রবেশের অনুমতি চাইলে তাহার কণ্ঠস্বর বিবি খাদিজা (রাঃ) এর কণ্ঠস্বরের অনুরূপ হওয়ায় নবী করীম (দঃ) শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন 'আয় আল্লাহ! ইহা যেন হালাহর কণ্ঠস্বর হয়।' এই অবস্থা দেখিয়া আমি ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলাম- আপনি কি দাঁতপড়া বুড়ীকে স্মরণ করিয়া থাকেন? তিনি তো বহু আগে মরিয়া গিয়াছেন এবং আল্লাহতা'লা আপনাকে তদপেক্ষা উত্তম স্ত্রী দান করিয়াছেন। তিনি আমার প্রতি ভীষণ ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন- তদপেক্ষা উত্তম স্ত্রী আল্লাহতা'লা আমাকে দেন নাই। আমি বলিলাম- যে আল্লাহ আপনাকে সত্যের বাহকরূপে পাঠাইয়াছেন তাহার কসম- আর কোন সময় আমি বিবি খাদিজা (রাঃ) এর সমলোচনা করিব না।

হাদীস- ১৬০৫। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **আয়েশা (রাঃ) এর সাথে বিবাহের স্বপ্ন**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- স্বপ্নে আমাকে দুইবার তোমাকে দেখান হইয়াছে- একটি লোক রেশমী কাপড়ে তোমাকে বহন করিয়া নিয়া আসিয়া আমাকে বলিলেন- ইনি আপনার স্ত্রী। আমি রেশমী কাপড়ের আবরণ উম্মোচন করিয়া দেখিলাম তুমি। নিদ্রাভঙ্গের পর ভাবিলাম, ইহা যখন আল্লাহতা'লার তরফ হইতে তখন তিনি ইহা অবশ্যই বাস্তবায়ন করিবেন।

হাদীস- ১৬০৬। সূত্র- হযরত ওরওয়া ইবনে জোবায়ের (রাঃ)- **বিবাহের সময় আয়েশা (রাঃ) এর বয়স ছিল ৬ বৎসর।**

রসুল (দঃ) এর মদীনায় হিজরতের পূর্ববর্তী তৃতীয় বৎসরে বিবি খাদিজা (রাঃ) এর মৃত্যু হইয়াছিল। অতঃপর তিনি দুই বৎসর বা তাতোধিক সময় মক্কায় অবস্থান করেন। এই সময়ই তিনি আয়েশা (রাঃ)কে বিবাহের ইজাব কবুল করেন। তখন আয়েশা (রাঃ) এর বয়স ছিল ৬ বৎসর। অতঃপর তাঁহাকে ব্যবহারে আনিয়াছিলেন[১] [১। মদীনায় ৯ বৎসর বয়সে]

হাদীস-১৬০৭। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **নয় বৎসর বয়সে আয়েশা (রাঃ) স্বামী গৃহে যান**

নবী করীম (দঃ) যখন আমাকে বিবাহ করেন তখন আমার বয়স ৬ বৎসর হইয়াছিল। আমরা মদীনায় পৌঁছিয়া বনু হারেস এর মহল্লায় অবস্থান করিলাম। ভয়ানক জ্বরে পতিত হওয়ার ফলে আমার মাথার চুল ঝরিয়া

গেল। ব্যাধি আরোগ্য লাভ করার পর অনেক যত্নের ফলে আমার চুল কাঁধ পর্যন্ত পৌঁছিয়াছিল।

একদিন আমি বান্ধবীদের সাথে ঝুলনায় ঝুলিয়া খেলা করিতেছিলাম। আমার মাতা আমাকে ডাকিয়া হাত ধরিয়া বাড়ী নিয়া আসিলেন। তখনও আমার শ্বাস ফুলিতেছিল। আমার শ্বাস স্বাভাবিক হইলে তিনি আমার মুখ মন্ডল ও মাথা পানি দ্বারা মুছিয়া ঘরের ভিতর নিয়া আসিলেন। তথায় কয়েকজন মদীনাবাসীনি মহিলা ছিলেন। তাঁহারা আমার প্রতি কল্যানের আশীর্বাদ ধ্বনি করিয়া উঠিলেন ও আমার বেশভুষার পরিপাটি করিলেন। কিছুক্ষনের মধ্যেই ঘরের মধ্যে রসুল (দঃ) তশরীফ আনিলেন। তখন বেলা উর্ধে উঠিয়া গিয়াছিল। অতঃপর ঐ মহিলাগণ আমাকে তাঁহার হস্তে সমর্পন করিয়া দিলেন। আমার বয়স তখন ৯ বৎসর।

হাদীস- ১৬০৮। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **রসুল (দঃ) এর বিবিগণের মধ্যে আয়েশা (রাঃ)ই একমাত্র কুমারী।**

একদা আমি বলিলাম- ইয়া রসুলুল্লাহ! আপনি যদি কোথাও অবতরন করিয়া দেখেন একটি বৃক্ষকে অন্যের পশু খাইয়াছে, অপর একটি বৃক্ষকে কোন পশু খায় নাই, আপনি আপনার পশুকে কোন বৃক্ষটি খাইতে দিবেন? তিনি বলিলেন- যে বৃক্ষটি খাওয়া হয় নাই।

হাদীস- ১৬০৯। সূত্র- হযরত ওরওয়া (রাঃ)- **দ্বীনের ভ্রাতার কন্যাকে বিবাহে বাধা নাই।**

নবী করীম (দঃ) আবু বকর (রাঃ) এর নিকট আয়েশা (রাঃ) এর বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করিলে আবু বকর (রাঃ) বলিলেন- আপনি তো আমাকে ভাই বলিয়া থাকেন। নবী করীম (দঃ) বলিলেন- আপনি আমার ধর্মীয় ভাই এবং কোরআনের উক্তি অণে ভাই। সুতরাং আয়েশা (রাঃ) কে বিবাহ করার বৈধতায় আমার জন্য কোন বাধা নাই।

হাদীস- ১৬১০। সূত্র- হযরত আবু মুসা আশআরী (রাঃ)- **আয়েশার মর্য্যাদা সর্বোচ্চে।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- পুরুষদের মধ্যে বৈশিষ্ট পূর্ন অনেক লোকই হইয়াছেন, কিন্তু নারীদের মধ্যে ঐরূপ হইয়াছেন কেবল মাত্র এমরান কন্যা মরিয়ম, ফেরাউনের স্ত্রী আছিয়া এবং আয়েশা (রাঃ)- যাহার মর্তবা নারীজাতির মধ্যে সর্বোচ্চে।

হাদীস- ১৬১১। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **আয়েশা (রাঃ) এর মর্য্যাদা।**

আমি রসুলুল্লাহ (দঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি- নারীদের মধ্যে আয়েশা (রাঃ) এর মর্য্যাদা সর্বোচ্চ- যেরূপ খাদ্য সামগ্রীর মধ্যে 'ছারীদ' এর মর্য্যাদা সর্বাধিক।

হাদীস- ১৬১২। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- আয়েশা (রাঃ) এর প্রতি অপবাদ।

রসুলুল্লাহ (দঃ) সফরে কোন বিবিকে সঙ্গে নেওয়ার জন্য লটারী করিতেন। এক জেহাদের সফরে লটারীতে আমার নাম উঠিলে আমি সঙ্গীনি হইলাম। আমি উটের পিঠে পর্দা আবৃত আসনে বসিতাম। বিশ্রাম কালে লোকগন আমাকে ঐ পর্দাবৃত আসনসহ নামাইত এবং উঠাইত। সফর শেষে মদীনা প্রত্যাবর্তন কালে মদীনার নিকটবর্তী একস্থানে আমরা রাত্রি যাপনে অবতরন করিয়াছি। প্রভাতে যাত্রারম্ভের ঘোষনা প্রচারিত হইলে সেবকগন আমার পর্দাবৃত আসন উটের পিঠে উঠাইয়া যাত্রা করিয়া দিল। আমি এস্তেঞ্জার প্রয়োজনে দুরে গিয়াছিলাম। আমার গলার হার ছিঁড়িয়া যাওয়ায় উহা তালাশ করিতে করিতে দেরী হইয়া গেল। ততক্ষনে সকলে চলিয়া গিয়াছে। আমি এই ভাবিয়া বিশ্রামস্থলে বসিয়া থাকিলাম যে নিশ্চয়ই আমার তালাশে কেহ ফিরিয়া আসিবে। বসিয়া থাকিয়া আমি তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িলাম।

অবতরনস্থলের সর্বশেষ সবকিছুর খোঁজ করিয়া নেওয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত সাহাবা আমার নিকটবর্তী হইয়া তন্দ্রাচ্ছন্ন আমাকে চিনিয়া ফেলিলেন এবং 'ইন্নালিল্লাহ' শব্দ উচ্চারন করিলেন। আমার তন্দ্রা ছুটিয়া গেল। আমি ওড়নাদ্বারা চেহারা ঢাকিয়া নিলাম। আল্লাহর কসম- তাঁহার মুখ হইতে ইন্নালিল্লাহ ভিন্ন অন্য কোন শব্দ শুনি নাই। তিনি তাঁহার উটটি আমার নিকট বসাইয়া দিলে আমি উহাতে আরোহন করিলাম এবং তিনি উটের নাসারজ্জু ধরিয়া চলিলেন। দ্বিপ্রহর নাগাদ আমরা মুল দলের সাথে মিলিত হইলাম।

এই ঘটনাকে সম্বল করিয়াই অপবাদ সৃষ্টিকারীরা তাহাদের ধ্বংশের পথ ধরিল। অপবাদকারীদের মুল নায়ক ছিল মোনাফেক সর্দার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই। তাহার সঙ্গে ছিল হাসসান (রাঃ), মেসতাহ (রাঃ) এবং হামনা বিনতে জাহাশ (রাঃ) সহ কতিপয় লোকের একটি দল।

মদীনায় পৌছিয়া আমি অসুস্থ হইয়া পড়িলাম এবং এক মাস কাল অসুস্থ ছিলাম বিধায় অপবাদকারীদের অপবাদ সম্পর্কে কিছুই জানিতে পারি নাই। রসুলুল্লাহ (দঃ) এর ব্যবহারে অন্য সময়ের অসুস্থতায় যেই আন্তরিকতা পাইতাম এইবার তাহা ছিল না। তিনি আসিয়া আমাকে কিছু না বলিয়া অন্যদেরকে জিজ্ঞাসা করিতেন- রুগীনির অবস্থা কেমন? ইহা আমার জন্য পীড়াদায়ক ছিল। আমি মুল ঘটনার কারন জানিতাম না।

প্রাচীন কালের প্রথা অনুযায়ী আমি আমার জ্ঞাতি মেসতাহ (রাঃ) এর মাতাকে সাথে নিয়া জনশূন্য এলাকায় রাত্রিবেলা প্রাকৃতিক কাজ সারার জন্য গিয়াছিলাম। ফিরিবার কালে আমার সঙ্গী পরিধেয় কাপড়ে পেচ খাইয়া পড়িয়া গিয়া বলিয়া উঠিলেন- 'মেসতাহের সর্বনাশ হউক। আমি বলিলাম- বদরযুদ্ধে অংশ গ্রহনকারী সম্বন্ধে আপনি খারাপ কথা বলিলেন।

তিনি বলিলেন- আপনি সরল মানুষ, আপনি জানেন না যেসতাহ কোন্ কথায় অংশগ্রহন করিয়াছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলে তিনি অপবাদকারীদের সমস্ত কথা আমাকে অবহিত করিলেন। এই কথা শুনামাত্র আমার রোগ বহুগুনে বাড়িয়া গেল। নবী করীম (দঃ) গৃহে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন- তোমাদের রুগীনির অবস্থা কিরূপ? আমি বলিলাম- আপনি আমাকে পিত্রালয়ে যাইবার অনুমতি দিলে আমি মাতাপিতার নিকট হইতে ঘটনার বাস্তবতা জানিয়া লইব। তিনি অনুমতি দিলেন। আমি মাতার নিকট গিয়া তাঁহাকে ঘটনা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি প্রবোধ দিয়া বলিলেন- ইহাকে অতি সাধারন ভাবে গ্রহন কর। কোন সুন্দরী রমনী স্বামীর প্রিয়পাত্র হইলে এবং তাহার সতীন থাকিলে তাহার বিরুদ্ধে শত মিথ্যা তৈরী করা হয়ই। মাতার নিকট হইতে অপবাদের কথা শুনিয়া আমি পরপর দুই রাত্রি কাঁদিয়া কাটাইলাম।

রসূলুল্লাহ (দঃ) এই ব্যাপারে কোন অহী না পাওয়ায় আলী (রাঃ) ও উসামা (রাঃ) কে ডাকিয়া আমাকে ত্যাগ করা সম্বন্ধে পরামর্শ করিলেন। উসামা (রাঃ) তাঁহার জানা অনুসারে বলিলেন- আপনার বিবি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ। আলী (রাঃ) বলিলেন- আল্লাহ তো আপনার জন্য কোন অভাব রাখেন নাই- সে ভিন্ন আরও অনেক মহিলা আছে। তবে পরিচারিকা বরীরাকে জিজ্ঞাসা করুন, সে মূল ব্যাপার বলিতে পারিবে। রসূলুল্লাহ (দঃ) বরীরা (রাঃ)কে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন- কোন সময় সন্দেহজনক কিছু দেখিয়াছ কি? বরীরা (রাঃ) বলিলেন- ঐ আল্লাহর কসম যিনি আপনাকে সত্য নবী বানাইয়াছেন- আমি কোন সময়ই বিবি আয়েশা (রাঃ) এর মধ্যে দোষনীয় কিছু দেখি নাই। তিনি এতই সরল যে রুটি বানাইতে বানাইতে ঘুমাইয়া পড়েন এবং ছাগল আসিয়া তাঁহার আটা খাইয়া ফেলে- তিনি খবরও রাখেন না।

রসূলুল্লাহ (দঃ) তাহনদানে মিম্বরে দাঁড়াইয়া বলিলেন- হে মুসলমান জনমন্ডলী! কেহ কি আছ যে একটি লোকের ব্যবস্থা করিতে পার যাহার উৎপীড়ন আমার প্রতি চরমে পৌঁছিয়াছে। আমার পরিবারের প্রতি তাহার ভূমিকা আমাকে অত্যধিক ব্যথিত ও দুঃখিত করিয়াছে। আল্লাহর কসম, আমি আমার পরিবারকে ভাল বই মন্দ পাই নাই। যে পুরুষটি সম্পর্কে অপবাদ তৈরী করা হইয়াছে তাহার সম্পর্কে ভাল ছাড়া মন্দের কোন খোঁজ আমি পাই নাই। সে কোনদিন আমার সঙ্গ ছাড়া আমার গৃহে আসে নাই।

নবী করীম (দঃ) এর ভাষনের পর সায়াদ ইবনে মোয়াজ (রাঃ) দাঁড়াইয়া বলিলেন- ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি ঐ ব্যক্তির ব্যবস্থা করিতে পারি। সে আমার স্বগোত্র আওস বংশের হইলে এখনই তাহার মুন্ডচ্ছেদ করিব। অন্য গোত্রের হইলে আপনার আদেশ মত কাজ করিব। খাজরাজ গোত্রের সর্দ্দার সায়াদ ইবনে ওবাদাহ (রাঃ) বংশ প্রীতির আবেগে প্রথম ব্যক্তিকে

লক্ষ্য করিয়া বলিল- তুমি ভুল বলিয়াছ। খাজরাজ বংশীয় লোককে তুমি হত্যা করিতে পারিবে না।[১] প্রথম সাযাদের ভাতিজা দ্বিতীয় সায়াদকে লক্ষ্য করিয়া বলিল- আপনি ভুল করিতেছেন। আল্লাহর কসম- আমরা নির্দিধায় ঐরূপ ব্যক্তিকে খুন করিয়া ফেলিব। আপনি মোনাফেকদের পক্ষে কথা বলিয়া সেইরূপ গন্য হইতেছেন। এইভাবে আউস ও খাজরাজ গোত্রের মধ্যে উত্তেজনা বাড়িয়া মারামারির উপক্রম হইয়া পড়ার পর রসূল (দঃ) সকলকে চুপ করিতে বলিলে সকলে নীরব হইল এবং রসূল (দঃ) ও ভাষনদানে ক্ষান্ত হইলেন।

আমি পরবর্তী রাতও কাঁদিয়া কাটাইলাম। বিরামহীন কান্নায় আমার কলিজা ফাটিয়া যাইবার উপক্রম। মদীনাবাসী এক মহিলা আমার অবস্থা দেখিয়া সেও আমার সাথে কাঁদিতে লাগিল। আমার পিতামাতা আমার পাশেই বসা ছিলেন। এমন সময় রসূল (দঃ) আমাদের মাঝে আসিয়া সালামান্তে বসিয়া পড়িলেন। গত একমাস যাবৎ তিনি এমন ব্যবহার করেন নাই। এর মধ্যে এই ব্যাপারে কোন অহীও আসে নাই। তিনি বলিলেন- হে আয়েশা! তোমার সম্পর্কে এই এই কথা আমার কানে আসিয়াছে। যদি তুমি নিরপরাধ হও তবে আল্লাহ নিশ্চয়ই তোমার পবিত্রতা প্রমান করিয়া দিবেন। আর যদি তুমি অপরাধ করিয়া থাক তবে তওবা কর। নিশ্চয়ই বান্দা অপরাধ স্বীকার করিয়া তওবা করিলে আল্লাহতা'লা তওবা কবুল করিয়া থাকেন। ইহা শুনিয়া ক্ষেদ ও ক্ষোভে আমার অশ্রু শুকাইয়া গেল। আমি পিতাকে বলিলাম- ইহার উত্তর দিন। তিনি বলিলেন- আল্লাহর কসম, ইহার কোন উত্তর আমি খুঁজিয়া পাই না। তখন মাতাকে ইহার উত্তর দিতে বলিলে তিনিও একই কথা বলিলেন।

আমি নিজেই উত্তরে বলিলাম- আপনারা এই সব কথা শুনিয়া অন্তরে গাঁথিয়া নিয়াছেন। এখন যদি আমি বলি আমি নিরপরাধ , আপনারা তাহা অবিশ্বাস করিবেন। আর যদি বলি আমি কিছু অপরাধ করিয়াছি তবে আপনারা বিশ্বাস করিবেন। আপনাদের মোকাবেলায় আমার ঐ উক্তিই শ্রেয় যাহা ইউসুফ (আঃ) এর পিতা বলিয়াছিলেন- 'নীরবে ধৈর্য্য ধারনই আমার জন্য উত্তম। তোমাদের বক্তব্যের উপর আমি একমাত্র আল্লাহতা'লার সাহায্য কামনা করি।' এই কথা বলিয়া আমি পাশ ফিরিয়া শুইয়া পড়িলাম। আমি জানিতাম, আল্লাহতালা আমার নিরপরাধ হওয়া সম্পর্কে প্রকাশের ব্যবস্থা করিবেন। অহী নাজেলের মাধ্যমে আমাকে মর্য্যাদা দান করিবেন ধারনা করি নাই, ধারনা করিয়াছিলাম নবী করীম (দঃ) স্বপ্নে দেখিবেন। রসূলুল্লাহ (দঃ) ঐ স্থান হইতে উঠিবার পূর্বেই সকলের উপস্থিতিতেই তাঁহার উপর অহী নাজেল হওয়ার সকল লক্ষন প্রকাশ পাইল এবং অহী নাজেল হইল। ঐ অবস্থা কাটিয়া গেলে তিনি বলিলেন- হে আয়েশা! সুসংবাদ গ্রহন কর। আল্লাহ তোমার নির্দ্দোষ হওয়া ঘোষনা করিয়া দিয়াছেন। আমার মা বলিলেন- রসূলুল্লাহ (দঃ) এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে দাঁড়াও। আমি

বলিলাম- আমি দাঁড়াইব না। আমি এক আল্লাহ ছাড়া আর কাহারও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব না। আল্লাহই একমাত্র আমার সতীত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। এই বিষয়ে নাজেলকৃত কোরআন শরীফের আয়াত- "নিশ্চয়ই যাহারা এই অলীক অপবাদ রচনা আনিয়াছে তাহারা তোমাদেরই মধ্যকার একদল, তোমরা উহাকে নিজেদের জন্য অনিষ্টকর ধারনা করিও না, বরং উহা তোমাদের জন্য কল্যানকর। তাহাদের মধ্যকার প্রত্যেক লোক পাপ হইতে যাহা অর্জন করিয়াছে তাহা তাহাদের জন্য; এবং যে উহার গুরুত্ব গ্রহন করিয়াছে তাহার জন্য গুরুতর শাস্তি রহিয়াছে। যখন তোমরা উহা শুনিয়াছিলে, তখন বিশ্বাসী ও বিশ্বাসিনীগন কেন উহা তাহাদের জন্য উত্তম ধারনা করে নাই এবং বলে নাই যে, ইহা স্পষ্টতর অপবাদ? এই বিষয়ে কেন তাহারা চারিটি সাক্ষী আনে নাই? অতঃপর যখন তাহারা সাক্ষী আনে নাই, তখন তাহারাই আল্লাহর নিকট মিথ্যাবাদী এবং যদি ইহলোক ও পরোলোকে তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ না থাকিত; তবে তোমরা যে বিষয়ে আলোচনা করিতেছিলে তাহার জন্য তোমাদিগকে গুরুতর শাস্তি স্পর্শ করিত। যখন তোমরা নিজ নিজ রসনা সমূহ দ্বারা উহা গ্রহন করিয়াছিলে এবং যে বিষয়ে তোমাদের কোনই জ্ঞান নাই তাহাই তোমরা স্বীয় মুখসমূহ দ্বারা বলিতেছিলে এবং তোমরা উহাকে সহজ ব্যাপার ধারনা করিয়াছিলে, কিন্তু আল্লাহর নিকট উহা অতীব গুরুতর। এবং যখন তোমরা উহা শুনিয়াছিলে, তখন কেন বল নাই যে, এরূপ কথা বলা আমাদের উচিত নহে? পবিত্রতা তোমারই- ইহা তো গুরুতর অপবাদ। আল্লাহ তোমাদিগকে উপদেশ দিতেছেন যে, তোমরা আর কখনও এরূপ কাজ করিওনা- যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য নিদর্শনাবলী বিবৃত করিতেছেন এবং আল্লাহ মহাজ্ঞানী বিজ্ঞানময়। (পারা ১৮ সুরা ২৪ আয়াত ১১-১৮)

নিশ্চয় যাহারা সতী সাধ্বী অপাপবিদ্ধা বিশ্বাসিনীদিগের প্রতি অপবাদ দেয়, তাহারা ইহলোক ও পরলোকে অভিশপ্ত হইয়াছে এবং তাহাদের জন্য গুরুতর শাস্তি রহিয়াছে। তাহারা যাহা করিয়াছিল- সেই দিন সেই বিষয়ে তাহাদের বিরুদ্ধে তাহাদের রসনা সমূহ ও তাহাদের হাত সমূহ ও তাহাদের পা সমূহ সাক্ষ্য দিবে। সেই দিন আল্লাহ তাহাদিগকে সত্যভাবে তাহাদের পূর্ন প্রতিফল দিবেন এবং তাহারা অবগত হইবে যে, নিশ্চয়ই আল্লাহই সমুজ্জ্বল সত্য। অপবিত্রা নারীগন অপবিত্র পুরুষগনের জন্য এবং অপবিত্র পুরুষগন অপবিত্রা নারীগনের জন্য এবং পবিত্রা নারীগন পবিত্র পুরুষগনের জন্য এবং পবিত্র পুরুষগন পবিত্রা নারীগনের জন্য। তাহারা যাহা বলে, ইহারা তাহা হইতে মুক্ত; তাহাদের জন্য ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা রহিয়াছে।" (পারা ১৮ সুরা ২৪ আয়াত ২৩-২৬)

মেসতাহ (রাঃ) আবুবকর (রাঃ) এর দরিদ্র আত্মীয় ছিলেন যাহাকে আবুবকর (রাঃ) সাহায্য করিয়া থাকিতেন। আমার নির্দোষ হওয়ার বর্ণনায়

অহী নাজেল হইলে আবু বকর (রাঃ) প্রতিজ্ঞা করিলেন, আল্লাহর কসম- আয়েশা (রাঃ) এর প্রতি এই অপবাদে অংশ নেওয়ার পর আমি মেসতাহের জন্য আর কিছুই ব্যয় করিব না। ইহার প্রতিবাদেও কোরআনের আয়াত নাজেল হইল যাহার মর্ম- 'এবং তোমাদের অন্তর্গত অনুগ্রহ প্রাপ্ত ও সম্পন্ন ব্যক্তিরা যেন নিকট আত্মীয় ও দীন দরিদ্র আল্লাহর পথে হিজরতকারীদেরকে দান করিবার প্রতিকূলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ না হয়, এবং তাহাদিগকে ক্ষমা করাই উচিত; তোমরা কি চাওনা যে আল্লাহ তোমাদিগকে ক্ষমা করেন? এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল করুনাময়। (পারা১৮ সুরা ২৪ আয়াত ২২)

আবু বকর (রাঃ) সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন- নিশ্চয়, নিশ্চয়, আল্লাহর কসম আমি অভিলাস রাখি যে, আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করেন। তিনি মেসতাহের প্রতি সাহায্য পুনর্বহাল করিলেন এবং কসম করিলেন যে কখনও তাহার প্রতি সাহায্য বন্ধ করিবেন না।

আমার ঘটনার তদন্ত হিসাবে রসুল (দঃ) বিবি জয়নব (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন- তুমি আয়েশা (রাঃ) সম্পর্কে কি জান? তিনি উত্তর দিয়াছিলেন- আমি আমার চক্ষু কর্ণকে ধ্বংশ করিতে চাই না। আয়েশা (রাঃ) সম্পর্কে আমি শুধু ভালই জানি। অথচ নবী করীম (দঃ) এর বিবিগনের মধ্যে একমাত্র বিবি জয়নব (রাঃ) আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতার যোগ্যতা রাখিতেন। কিন্তু প্রবল আল্লাহ ভীরুতা তাঁহাকে সংযত থাকিতে বাধ্য করিয়াছে। অবশ্য তাঁহার বোন 'হামনাহ' তাহার বিরোধিতা করিয়া ধ্বংশের দলে যোগ দিয়াছিল।

যে পুরুষকে কেন্দ্র করিয়া অপবাদ তৈরী করা হইয়াছিল- তিনি সাফওয়ান (রাঃ)। তিনি বলিতেন- আল্লাহর কসম, জীবনে কোনদিন কোন বেগানা নারীর কাপড়ে হাত লাগাই নাই। পরে তিনি আল্লাহর রাস্তায় জেহাদে শহীদ হইয়াছিলেন।

হাদীস- ১৬১৩। সূত্র- হযরত উম্মে রুমান (রাঃ)[১]- **অপবাদ শুনিয়া মূর্চা।**

একদা আমি এবং আয়েশা (রাঃ) ঘরে বসিয়া আছি। একজন মদীনাবাসীনী মহিলা আসিয়া বলিলেন- আল্লাহতালা অমুকের সর্বনাশ করুন। তাহাকে এই বদদোয়ার কারন জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল- অমুক ব্যক্তি আমাদেরই সন্তান কিন্তু সে অপবাদে অংশগ্রহনকারীদের দলে অংশ গ্রহন করিয়াছে। আয়েশা (রাঃ) ব্যাপার কি জিজ্ঞসা করিলে ঐ মহিলা অপবাদের পূর্ন ঘটনা ব্যক্ত করিল। আয়েশা (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন- রসুলুল্লাহ (দঃ) এবং আমার পিতা কি ইহা শুনিয়াছেন? সে বলিল- হ্যাঁ। আয়েশা (রাঃ) তৎক্ষনাৎ বেঁহুশ হইয়া পড়িয়া গেলেন। দীর্ঘক্ষন পর তাঁহার হুঁশ ফিরিল। কিন্তু তখন তাঁহার গায়ে ভীষন জ্বর। তাঁহাকে নিজ কাপড়ে জড়ানো হইল। নবী করীম (দঃ) ঘরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন- তাঁহার কি হইয়াছে? আমি বলিলাম- ইয়া রাসুলাল্লাহ! তাঁহার ভীষন জ্বর

আসিয়াছে। তিনি বলিলেন- বোধ হয় ঐ কথার ব্যাপারে-যাহা বলা হইতেছে। আমি বলিলাম- হ্যাঁ। [১। আয়েশা (রাঃ) এর মাতা]

হাদীস-১৬১৪। সূত্র- হযরত মসরুক (রাঃ)- অপবাদকারী আজাবগ্রস্থ হইবে।

আয়েশা (রাঃ) এর নিকট আমার উপস্থিতিতে অন্ধ কবি হাস্সান (রাঃ) একটি কবিতার ভূমিকায় উত্তম নারীর গুনাবলী উল্লেখে বলিলেন- 'স্বভাবে পবিত্রা, চালচলনে গাম্ভীর্য্য, নাই তাহাতে সন্দেহের অবকাশ, সরলদের প্রতি অপবাদে জীবন সঙ্কুচিতা।' সর্বশেষ বাক্যটি উচ্চারনের সঙ্গে সঙ্গে আয়েশা (রাঃ) তাঁহাকে কটাক্ষ করিয়া বলিলেন- কিন্তু আপনি নিজে সেরূপ নহেন।[১] আমি আয়েশা (রাঃ) কে বলিলাম- হাস্সানকে আপনার নিকট আসিতে দেন কেন? আল্লাহ তা'লা তো বলিয়াছেন- 'তাহাদের মধ্য হইতে যে ব্যক্তি বড় অংশ গ্রহন করিয়াছিল তাহার বড় আজাব হইবে।' আয়েশা (রাঃ) বলিলেন- অন্ধত্ব হইতে বড় আজাব কি হইতে পারে? [১। হাস্সান (রাঃ) অপবাদকারীদের দলে অংশ নিয়াছিলেন]

হাদীস-১৬১৫। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- আয়েশা (রাঃ) এর দাম্পত্য জীবন আঠার বছর বয়স পর্যন্ত।

নবী করীম (দঃ) যখন তাঁহাকে বিবাহ্ করেন তখন তাঁহার বয়স ছিল ছয় বৎসর। নয় বৎসর বয়সে তাঁহার দাম্পত্য জীবন আরম্ভ হইয়াছিল এবং তিনি রসূলুল্লাহ (দঃ) এর সাথে নয় বৎসর কাল ছিলেন।

হাদীস- ১৬১৬। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- স্ত্রী পরিজনদের সাথে মার্জিত ব্যবহার।

এগার জন মহিলা শপথ গ্রহন পূর্বক চুক্তি করিল যে তাহারা নিজেদের স্বামীদের ব্যাপারে কোন কিছু গোপন না করিয়া পরস্পরকে শুনাইবে।

সেমতে প্রথম মহিলা বলিল- আমার স্বামী শীর্নকায় দূর্বল উটের গোশতের ন্যায়, যে গোশত দূর্গম পাহাড়ের চূড়ায় রাখা হইয়াছে এবং যাহা চর্বিহীন বিধায় কেহ উহা আহরনের জন্য সেখানে উঠার কষ্ট স্বীকার করিবে না।

দ্বিতীয় মহিলা বলিল- আমি আমার স্বামীর খবর বলিব না। কারন, আমি আশংকা করিতেছি যে তাহার কাহিনী শেষ করিতে পারিব না। তাহার বর্ননা দিলে তাহার দূর্বলতা ও খারাপ দিক গুলিরই উল্লেখ হইবে।

তৃতীয় মহিলা বলিল- আমার স্বামী দীর্ঘদেহী ব্যক্তি। আমি তাহার বর্ননা দিলে সে আমাকে তালাক দিবে আর আমি চুপ করিয়া থাকিলে সে আমাকে তালাক দিবে না এবং স্ত্রীর মত ব্যবহারও করিবে না।

চতুর্থ মহিলা বলিল- আমার স্বামী তিহামার রাতের মত মধ্যম, যাহা না গরম না ঠান্ডা, আমি তাহার সম্পর্কে ভীত ও অসন্তুষ্ট নই।

পঞ্চম মহিলা বলিল- আমার স্বামী গৃহে প্রবেশকালে চিতা বাঘের ন্যায় এবং বাহিরে বাহির হইবার কালে সিংহের ন্যায়। সে ঘরের কোন ব্যাপারে কোন প্রশ্নই তোলে না।

ষষ্ঠ মহিলা বলিল- আমার স্বামী আহার করা কালে সবই সাবাড় করিয়া দেয় এবং পান করা কালে কিছুই বাদ রাখে না। নিদ্রা যাওয়ার কালে সে একাই লেপ কাঁথা মুড়ি দিয়া গুটি গুটি হইয়া শুইয়া থাকে। হাত বাড়িয়ে তরিয়াও দেখে না আমি কি অবস্থায় আছি।

সপ্তম মহিলা বলিল- আমার স্বামী পথ ভ্রষ্ট অথবা দুর্বলচিত্ত এবং বোকার হদ্দ। যত রকমের ত্রুটি হইতে পারে সকলই তাহার মধ্যে আছে। সে তোমার মাথায় বা শরীরে আঘাত করিতে পারে অথবা উভয়ই করিতে পারে।

অষ্টম মহিলা বলিল- আমার স্বামীর স্পর্শ হইতেছে খরগোশের ন্যায় এবং তাহার গন্ধ হইতেছে যারনাবের[১] ন্যায়।

নবম মহিলা বলিল- আমার স্বামী উঁচু অট্টালিকার ন্যায়। তিনি তরবারী রাখার জন্য চামড়ার লম্বা ফালি পরিধান করিয়া থাকেন। তাঁহার ছাই ভস্মের পরিমান প্রচুর[২] এবং তাঁহার বাড়ী জনগনের নিকটে যাহাতে তাহারা তাঁহার সাথে সহজে পরামর্শ করিতে পারে।

দশম মহিলা বলিল- আমার স্বামীর নাম মালিক। মালিকের কি প্রশংসা করিব। আমি যাহা বলিব তিনি তাহার চাইতেও বড়। তাঁহার অধিকাংশ উটকেই ঘরে রাখা হয় এবং মাত্র কয়েকটি উটকে চরাইবার জন্য মাঠে নেওয়া হয়। উটগুলি যখন বাঁশির আওয়াজ শুনে তখন তাহারা বুঝিতে পারে যে তাহাদেরকে মেহমানের জন্য জবেহ্ করা হইতেছে।

একাদশতম মহিলা বলিল- আমার স্বামী আবু জারয়া। তাহার কথা কি আর বলিব। সে আমাকে এত গহনা দিয়াছে যে আমার কান বোঝায় ভারি হইয়া গিয়াছে এবং আমার বাহুতে চর্বি জমিয়া গিয়াছে। সে আমাকে এত সুখে রাখিয়াছে যে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি এবং গর্ব বোধ করিতেছি। সে আমাকে মাত্র কয়েকটি বকরীর মালিক পরিবার হইতে এমন এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে আনিয়াছে যেখানে শুধু অশ্বের হ্রেষা ধ্বনী, উটের হাওদার খট্‌খটানি এবং শস্য মাড়াইয়ের খস্‌খসানি শোনা যায়। আমি যাহাই বলিতাম সে আমাকে ভৎসনা বা বিদ্রুপ করিত না। আমি সকালে ঘুম হইতে দেরী করিয়া উঠিতাম এবং তৃপ্তি সহকারে পান করিতাম। আবু জারয়ার মায়ের কথা আর কি বলিব। তাহার থলি ছিল সর্বদা পরিপূর্ন এবং ঘর ছিল প্রশস্ত। আবু জারয়ার পুত্রের ব্যাপার আর কি বলিব! সেও খুব ভাল। তাহার শয্যাকে অকোষবদ্ধ তরবারীর ন্যায় সংকীর্ন মনে হইত। তাহার খাদ্য মাত্র ছাগলের একখানা পা। আবু জারয়ার কন্যা পিতা মাতার সম্পূর্ন অনুগত। তাহার সুঠাম দেহ তাহার সতীনদের ঈর্ষার কারন। আবু জারয়ার ক্রীতদাসীরও গুনের শেষ নাই। সে ঘরের গোপন কথা ফাঁস না করিয়া নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে। সে আমাদের সম্পদের ঘাটতি করে না এবং আমাদের ঘরকে ময়লা আবর্জনা দিয়া ভরিয়া রাখে না।

একদিন এক ঘটনা ঘটিল- আবু জারয়া বাহিরে বাহির হইয়া মায়ের স্তন নিয়া বাঘের মত খেলারত দুই পুত্র সন্তানের জননী এক রমনীকে দেখিতে পাইয়া আমাকে তালাক দিয়া তাহাকে বিবাহ করিল। অতঃপর আমার এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সাথে বিবাহ হইল- যে দ্রুতবেগে ধাবমান অশ্বে আরোহন করিত এবং হাতে বর্শা রাখিত। সে আমাকে অনেক সম্পদ দিয়াছে। সে আমাকে প্রত্যেক প্রকার গৃহ পালিত জন্তুর এক এক জোড়া দিয়া বলিয়াছে- তুমি খাও এবং আত্মীয় স্বজনদেরকেও খুশীমত উপহার উপঢৌকন দাও। কিন্তু তাহার দেওয়া সমস্ত সম্পদ আবু জারয়ার সামান্য একটি পাত্রও পূর্ন করিতে পারিবে না।

ইহা শুনিয়া রসূল (দঃ) আমাকে বলিয়াছেন- আবু জারয়া তাহার স্ত্রী উম্মে জারয়ার প্রতি যেমন আমিও তোমার প্রতি তেমন। [১। সুগন্ধযুক্ত ঘাস ২। মেহমানের রান্নার ফলে ছাই ভষ জমা হইত]

হাদীস- ১৬১৭। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **স্ত্রীদের প্রতি সম ব্যবহার।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) সফর সঙ্গীনী নির্বাচনে সকল স্ত্রীদের নামের উপর লটারি ধরিতেন। এক সফরের প্রাক্কালে লটারিতে আয়েশা (রাঃ) ও হাফসা (রাঃ) এর নাম উঠে। নবী করীম (দঃ) রাত হইলে আয়েশা (রাঃ) এর সওয়ারীতে আরোহন পূর্বক তাঁহার সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে যাইতেন। একরাতে হাফসা (রাঃ) আয়েশা (রাঃ)কে বলিলেন- আজ রাতে তুমি আমার এবং আমি তোমার উটের উপর আরোহন করি যাহাতে তুমি আমার এবং আমি তোমার উটের চলা দেখিতে পারি। আয়েশা (রাঃ) রাজী হইলে হাফসা (রাঃ) আয়েশা (রাঃ) এর উটে এবং আয়েশা (রাঃ) হাফসা (রাঃ) এর উটে আরোহন করিলেন। নবী করীম (দঃ) হাফসা (রাঃ) আরোহিত আয়েশা (রাঃ) এর উটের নিকট আসিয়া হাফসা (রাঃ)কে সালাম করতঃ তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া পথ চলিতে লাগিলেন এবং একস্থানে যাত্রা বিরতি করিলেন। আয়েশা (রাঃ) রসূল (দঃ) এর সান্নিধ্য হইতে বঞ্চিত হওয়ার ক্ষোভে যাত্রা বিরতিকালে এজখের নামক ঘাসের মধ্যে পা ঢুকাইয়া বলিতে থাকিলেন- হে আল্লাহ! তুমি আমার জন্য কোন সাপ বা বিচ্ছু পাঠাইয়া দাও, যাহাতে তাহারা আমাকে দংশন করে। কেননা, আমি তাঁহাকে[১] এই ব্যাপারে কিছু বলিতে পারিব না। [১। রসূলুল্লাহ (দঃ) কে।]

হাদীস- ১৬১৮। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **এক স্ত্রীর প্রাপ্য ভাগ অপর স্ত্রীকে স্বেচ্ছায় প্রদান।**

সওদা (রাঃ) তাঁহার নিকট রসুল (দঃ) এর বসবাসের দিন আয়েশা (রাঃ)কে দিয়া দেন। রসূলুল্লাহ (দঃ) আয়েশা (রাঃ) এর নিকট দুইদিন থাকিতেন- একদিন তাঁহার নিজের, অপরদিন সওদা (রাঃ) এর।

হাদীস- ১৬১৯। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **আয়েশা (রাঃ) এর প্রফুল্লতা বুঝা যাইত।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- তুমি কখন আমার উপর প্রফুল্ল আর কখন রাগান্বিত তাহা আমি বুঝিতে পারি। আমি বলিলাম- কি করিয়া বুঝিতে পারেন? তিনি বলিলেন- যখন তুমি রাজী থাক তখন বল- না, মোহাম্মদ (দঃ) এর রবের শপথ; আর যখন রাগান্বিত থাক তখন বল-না, ইবরাহীম (আঃ) এর রবের শপথ। ইহা শুনিয়া আমি বলিলাম- হ্যাঁ। কিন্তু আল্লাহর কসম! ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি আপনার নাম ছাড়া আর কিছুই বাদ দেই না[১]।

।১। হৃদয়ে আপনার মহব্বত ঠিকই থাকে।

হাদীস- ১৬২০। সূত্র- হযরত আতা (রাঃ)- **অধিক স্ত্রী থাকিলে সমতা অবলম্বন অপরিহার্য্য।**

.আমি উম্মুল মোমেনীন মাইমুনা (রাঃ) এর জানাজায় ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর সঙ্গে উপস্থিত হইয়াছিলাম। তিনি সকলকে সতর্ক করিয়া দিয়া বলিয়াছিলেন- তিনি নবী করীম (দঃ) এর স্ত্রী। সুতরাং তাঁহাকে বহন করিতে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিবে। হেলাইয়া দুলাইয়া নিবে না। নেহায়েত মোলায়েমভাবে শ্রদ্ধার সাথে বহন করিবে। নবী করীম (দঃ) এর নয় পত্নী ছিলেন। তিনি সকলের প্রতি সমভাবে যত্নবান থাকিতেন, এমনকি সকলের গৃহ নিবাসে পর্যন্ত সমতা রাখিতেন।

হাদীস- ১৬২১। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **হাফসা (রাঃ) এর বিবাহ।**

ওমর (রাঃ) বলেন- হোজাইফা সাহমী (রাঃ) এর মদীনায় মৃত্যুতে হাফসা (রাঃ) বিধবা হইলে আমি ওসমান (রাঃ) এর নিকট হাফসা (রাঃ) কে পেশ করার পর ওসমান (রাঃ) কয়েকদিন চিন্তা করিয়া বলিলেন- আমার জন্য এই সময় বিবাহ করা সমীচিন নয়। অতঃপর আবু বকর (রাঃ) এর সহিত সাক্ষাত করিয়া তাঁহার নিকট বিবাহ দিতে চাহিলে তিনি নীরব থাকিলেন। ইহাতে আমি তাঁহার উপর ওসমান (রাঃ) অপেক্ষা অধিক মনঃক্ষুন্ন হইলাম। কিছুদিন পর রসুলুল্লাহ (দঃ) হাফসা (রাঃ)কে বিবাহ করার পয়গাম পাঠাইলে আমি হাফসা (রাঃ)কে তাঁহার সাথে বিবাহ দিলাম। আবু বকর (রাঃ) আমার নিকট আসিয়া বলিলেন- সম্ভবতঃ আপনি আমার উপর অসন্তুষ্ট রহিয়াছেন। আপনি যখন হাফসা (রাঃ)কে আমার নিকট পেশ করিয়াছেন আমি কোন উত্তর দিতে পারি নাই। কারন, আমি জানিতাম রসুল (দঃ) হাফসা (রাঃ) এর ব্যাপারে আলাপ করিয়াছেন এবং আমি তাঁহার গোপনীয়তা ফাঁস করিতে চাহি নাই। রসুল (দঃ) এই ইচ্ছা ত্যাগ করিলে আমি তাহাকে গ্রহন করিতাম।

সাহাবা

হাদীস- ১৬২২। সূত্র- হযরত আবু সায়ীদ (রাঃ)- **আম্মার (রাঃ) এর শাহাদত সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী।**

মসজিদ তৈরীর সময় আমরা এক একটি ইট আনিতেছিলাম।। আম্মার (রাঃ) দুই দুইটি ইট আনিতেছিলেন। রসূল (দঃ) স্নেহভরে তাঁহার গায়ের মাটি ঝাড়িতে ঝাড়িতে বলিলেন- দুঃখের বিষয়ঃ বিদ্রোহী দলের লোক আম্মার (রাঃ) কে শহীদ করিবে। সে তাহাদেরকে বেহেশতের দিকে আর তাহারা তাহাকে দোযখের দিকে ডাকিবে। আম্মার (রাঃ) ইহা শুনিয়া বলিতে লাগিলেন, ''আমি ফেতনা হইতে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করি।''

হাদীস- ১৬২৩। সূত্র- হযরত আবু সাঈদ (রাঃ)- **আবু বকর (রাঃ) এর দরজা।**

রসূল (দঃ) অন্তিম রোগাক্রান্ত অবস্থায় একদিন খোৎবা দিতে গিয়া বলিলেন- মহান আল্লাহ তাঁহার এক বান্দাকে দুনিয়ার সকল নেয়ামত ও আল্লাহর নিকট যাহা আছে এই দুইটির মধ্যে একটিকে বাছিয়া নেওয়ার অধিকার দিয়াছেন। সেই বান্দা আল্লাহর নিকট যাহা আছে উহা গ্রহন করিল। এই কথা শুনিয়া হযরত আবু বকর (রাঃ) কাঁদিয়া উঠিলেন। আমি মনে মনে বলিলাম- এই বৃদ্ধ কাঁদে কেন? যদি আল্লাহ তাঁহার কোন বান্দাকে এইরূপ সুযোগ দান করে আর সে আল্লাহর নিকট যাহা আছে তাহা গ্রহন করে ইহাতে কাঁদার কি থাকিতে পারে? পরে বুঝিতে পারিলাম সেই বান্দাটি হইলেন রসূল (দঃ) আর আবু বকর (রাঃ) ছিলেন আমাদের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি। রসূল (দঃ) বলিলেন- হে আবু বকর (রাঃ) কাঁদিও না। নিশ্চয়ই অর্থ ও সাহচর্য্যের দিক দিয়া আবু বকর (রাঃ) আমার প্রতি বেশী এহসান করিয়াছে। যদি আমি আমার উম্মতের মধ্যে কাউকে বন্ধু হিসাবে গ্রহন করিতাম তাহা হইলে অবশ্যই আবু বকর (রাঃ)কে গ্রহন করিতাম। তবে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ আমাদের জন্য যথেষ্ট। মসজিদের সকলের দরজাই বন্ধ হউক কেবল আবু বকরের দরজা খোলা থাকুক।

হাদীস-১৬২৪। সূত্র - হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) - **আবু বকরের দরজা।**

নবী করীম (দঃ) অন্তিম রোগের সময় একবার মাথায় পট্টি বাঁধিয়া বাহিরে আসিলেন এবং মিম্বরে বসিয়া আল্লাহর গুনগানের পর বলিলেন- লোকদের মধ্যে আবু বকর ইবনে কোহাফার চাইতে কেউ জান-মালের দিক হইতে আমার প্রতি বেশী এহসান করে নাই। যদি আমি কোন লোককে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করিতাম তবে অবশ্যই আবু বকর (রাঃ) কে গ্রহণ করিতাম। কিন্তু ইসলামের বন্ধুত্বই শ্রেয়। এই মসজিদের আবু বকর (রাঃ) এর খিড়কি ছাড়া সকল খিড়কি বন্ধ করিয়া দাও।

হাদীস- ১৬২৫। সূত্র- হযরত হোজাইফা (রাঃ)- **ওমর (রাঃ) ও ফেৎনার মাঝে বন্ধ দরজা।**

আমরা ওমর (রাঃ) এর নিকট বসিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন- ফেৎনা সম্বন্ধে রসূল (দঃ) এর হাদীস মনে রাখিয়াছেন আপনাদের মধ্যে এমন কেউ

আছেন কি? আমি বলিলাম- আমি আছি। তিনি যেমনটি বলিয়াছেন আমি হুবহু তেমনটি মনে রাখিয়াছি। ওমর (রাঃ) বলিলেন-হ্যাঁ, এই ব্যাপারে আপনার সাহসিকতা আশা করা যায়। আমি বলিলাম-- এক ব্যক্তির জন্য যে ফেৎনা তাহার স্ত্রী-পরিবার, ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি এবং পাড়া-প্রতিবেশীর মধ্যে দেখা দেয় নামাজ, রোজা, সদকা, ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ তাহা মিটাইয়া দেয়। এই সব কথা শুনিয়া ওমর (রাঃ) বলিলেন- আমি এই ফেৎনার কথা বলিতে চাহিতেছি না বরং যেই ফেৎনা সমুদ্রের তরঙ্গমালার মত উত্থিত হইয়া তোলপাড় করিয়া ফেলিবে তাহার কথাই বলিতেছি। আমি বলিলাম- হে আমিরুল মোমেনীন! ইহাতে আপনার ক্ষতি বা ভয় নাই। কারণ, এই ফেৎনা ও আপনার মাঝে একটি বন্ধ দরজা রহিয়াছে। ওমর (রাঃ) বলিলেন- আচ্ছা সেই বন্ধ দরজাটি ভাঙ্গিয়া ফেলা হইবে, না খুলিয়া দেওয়া হইবে? আমি বলিলাম-ভাঙ্গিয়া ফেলা হইবে। ওমর (রাঃ) বলিলেন- তাহা হইলে আর কোন দিন উহা বন্ধ করা যাইবে না বা হইবে না? আমাকে জিজ্ঞাসা করা হইল- ওমর (রাঃ) কি দরজাটা সম্বন্ধে জানিতেন? আমি বলিলাম-হ্যাঁ, তিনি এমন নিশ্চিতভাবে জানিতেন যেমন সকালের পর সন্ধ্যার আগমনকে তোমরা নিশ্চিতভাবে জান। আমি তাঁহাকে এমন একটি হাদীস বর্ননা করিয়াছি যাহা মোটেই মিথ্যা নয়। লোকেরা এই ব্যাপারে হোজাইফা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিতে ভয় পাইয়া মাসরুক (রাঃ)কে বলিলে তিনি হোজাইফা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন। জবাবে তিনি বলিয়াছিলেন-দরজাটি হইলেন ওমর (রাঃ)।

হাদীস- ১৬২৬। সূত্র- হযরত জায়েদ ইবনে ওয়াহাব (রাঃ)-
খলিফার আনুগত্য।

আমি একদা রাবাজা[১] নামক স্থানে গেলে আবু জর গিফারী (রাঃ) এর সাথে আমার সাক্ষাৎ ঘটে। তিনি ঐ জায়গায় কেন আসিয়াছেন জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন- আমি সিরিয়ায় ছিলাম। সেখানে আমার ও মুয়াবিয়া (রাঃ)এর[২] মধ্যে ''ইন্নাল্লাজিনা ইয়াক নিজুনা জ্জাহাবা ওয়াল ফিদ্দাতা .... '' এই আয়াতের শানে নজুল নিয়া মতান্তর ঘটে। মুয়াবিয়া বলেন এই আয়াত ইহুদী খৃষ্টানদের উদ্দেশ্যে অবতীর্ন। আর আমি বলি আমাদের ও তাহাদের উভয়ের উদ্দেশ্যে অবতীর্ন। ইহা নিয়া আমাদের মধ্যে বাদানুবাদ চলিতে থাকিলে মুয়াবিয়া (রাঃ) আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া খলিফা ওসমান (রাঃ)কে পত্র লিখেন। ওসমান (রাঃ) আমাকে মদীনায় চলিয়া আসিতে বলিলে আমি মদীনায় চলিয়া আসিলাম। মদীনায় লোকেরা আমার নিকট এমন ভীড় করিতে লাগিল যেন তাহারা পূর্বে আমাকে কখনও দেখে নাই[৩]। এই ব্যাপারে আমি ওসমান (রাঃ)কে জানাইলে তিনি বলিলেন- যদি দূরে থাকিতে চাও তবে মদীনার অদূরে কোথাও অবস্থান কর। আর এই কারনই আমাকে এই জায়গায় আসিতে বাধ্য করিয়াছে। যদি খলীফা কোন হাবশীকেও আমার নেতা নিযুক্ত করেন তবে আমি তাহার কথা শুনিব ও তাহার আনুগত্য করিব। [১। মদীনার অদূরবর্তী, ২। সিরিয়ার শাসনকর্তা ৩। সিরিয়া ত্যাগের কারন অনুসন্ধানে।

হাদীস- ১৬২৭। সূত্র- হযরত আবু যোজায়ফা (রাঃ)- মেহমানের, **পরিবার পরিজনের ও অন্যান্যের হক।**

নবী করীম (দঃ) সালমান (রাঃ) ও আবু দারদা (রাঃ) এর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধ পাতাইয়া দিয়াছিলেন। একদা, সালমান (রাঃ) আবু দারদা (রাঃ) এর বাড়ীতে গিয়া তাঁহার স্ত্রীকে বেশ ব্যতিব্যস্ত ও হয়রান দেখিয়া কি হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি জবাব দিলেন যে- আপনার ভাইয়ের দুনিয়ার সাথে কোন সম্পর্ক নাই। ইতিমধ্যে আবু দারদা (রাঃ) আসিয়া সালমান (রাঃ) এর জন্য খাবার প্রস্তুত করিতে বলিয়া বলিলেন- আমি রোজা রাখিয়াছি, আপনি খাইয়া নিন। আপনি না খাইলে আমি খাইব না- সালমান (রাঃ) এই কথা বলিলে আবু দারদা (রাঃ) তাঁহার সঙ্গে খাইলেন। রাত হইলে আবু দারদা (রাঃ) নামাজের জন্য দাঁড়াইলে সালমান (রাঃ) তাঁহাকে শুইয়া পড়িতে বলিলেন। তিনি শুইয়া পড়িলেন। পরে আবার নামাজের জন্য দাঁড়াইলে সালমান (রাঃ) তাঁহাকে শুইয়া পড়িতে বলিলেন এবং তিনি পুনরায় শুইয়া পড়িলেন। পরিশেষে রাত্রে উভয়ে উঠিয়া নামাজ পড়িলেন। সালমান (রাঃ) বলিলেন- আপনার উপর প্রতিপালকের, নিজের আত্মার এবং আপন পরিবার পরিজনের হক রহিয়াছে। প্রত্যেক হকদারকে তাহার হক আদায় করুন। নবী করীম (দঃ) এর নিকট এই সব কথা বলিলে তিনি বলিলেন- সালমান (রাঃ) ঠিকই বলিয়াছে।

হাদীস- ১৬২৮। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)-**কণ্ঠস্বর শুনিয়া চেনা।**

একদা নবী করীম (দঃ) আমার গৃহে তাহাজ্জুদের নামাজ পড়া কালে মসজিদ হইতে আব্বাস (রাঃ) এর কেরাত পড়ার শব্দ শুনিতে পাইয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন- ইহা কি আব্বাসের আওয়াজ? আমি বলিলাম- হ্যাঁ। তিনি তাঁহার জন্য দোয়া করিলেন- ইয়া আল্লাহ! আব্বাসের প্রতি তোমার বিশেষ করুণা দান কর।

হাদীস- ১৬২৯। সূত্র- হযরত আলী (রাঃ)- **আল্লাহদ্রোহীদের বিরুদ্ধে নালিশ দায়েরকারী।**

কেয়ামতের দিন আল্লাহতা'লার দরবারে খোদাদ্রোহীদের বিরুদ্ধে আমি হইব সর্বপ্রথম নালিশ দায়েরকারী।

হাদীস- ১৬৩০। সূত্র- হযরত আলী (রাঃ)- মদ্য পানের কুফল।

বদর যুদ্ধের গনিমতের মাল হিসাবে আমি একটি উট পাই এবং বাইতুলমাল হইতে আমাকে আরেকটি উট দেওয়া হয়। জেহাদ হইতে আসিয়া আমি নব পরিনীতা নবী কন্যাকে ঘরে আনার ইচ্ছা করিলাম। ওলীমার ব্যয় নির্বাহার্থে আমি একজন কর্মকারের সাথে চুক্তিবদ্ধ হই যে আমরা জঙ্গল হইতে এজখের[১] আনিয়া কর্মকারদের নিকট বিক্রয় করিব। একদা জঙ্গলে যাত্রাকালে উটদ্বয়কে একটি ঘরের পার্শ্বে বাঁধিয়া রাখিয়া আমি দড়ি, বস্তা ইত্যাদির ব্যবস্থা করিতেছিলাম। ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম উটদ্বয় মৃত। উহাদের পিঠের কুঁজ কাটিয়া ফেলা হইয়াছে এবং উহাদের বক্ষ

বিদীর্ণ করিয়া কলিজা বাহির করিয়া নেওয়া হইয়াছে। আমি অশ্রু বিগলিত চোখে নিকটস্থ লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম যে এই কাজ হামজা (রাঃ) করিয়াছেন এবং তিনি নিকটস্থ একটি ঘরে অন্যদের সাথে মদ্যপান[২] রত আছেন। জ্ঞানহীন অবস্থায় এক গায়ীকার উস্কানীতে তিনি ইহা করিয়াছেন। আমি রসূলুল্লাহ (দঃ) এর নিকট উপস্থিত হইয়া আদ্যোপান্ত ঘটনা বলিলাম। আমি ইহাও বলিলাম যে আজকের মত বিষন্ন আমি আর কখনও হই নাই। রসূলুল্লাহ (দঃ) বাড়ী হইতে একটি চাদর আনিয়া উহা গায়ে দিয়া হামজা (রাঃ) এর অবস্থানের দিকে যাত্রা করিলেন। জায়েদ ইবনে হারেছা (রাঃ) এবং আমি তাঁহার পশ্চাতে চলিলাম। অনুমতি নিয়া উক্ত গৃহে প্রবেশ করিয়া নবী করীম (দঃ) হামজা (রাঃ)কে ভৎসনা করিলেন। মদ্যপ অবস্থায় জ্ঞানশুন্য হামজা (রাঃ) রসূলুল্লাহ (দঃ) এর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া বলিলেন- তোমরা সকলেই তো আমার পিতার আমলের চাকর। রসূলুল্লাহ (দঃ) বুঝিলেন যে হামজা (রাঃ) তখনও জ্ঞানশুন্য। তাই তিনি চলিয়া আসিলেন। আমরাও চলিয়া আসিলাম। (১। এক প্রকার ঘাস। ২। তখনও মদ হারাম হয় নাই)

হাদীস- ১৬৩১। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **আব্বাস (রাঃ) এর দন্ড মওকুপ নাকচ।**

মদীনাবাসী কতিপয় সাহাবী তাহাদের ভাগিনা হিসাবে আব্বাস[১] (রাঃ) এর অর্থ দন্ড মওকুপ করার জন্য নবী করীম (দঃ) এর অনুমতি প্রার্থনা করিলে তিনি তাহা নাকচ করিয়া দেন। [১। নবী করীম (দঃ) এর চাচা]

হাদীস- ১৬৩২। সূত্র- আলী (রাঃ)- **রসূলুল্লাহ (দঃ) এর অনন্য উক্তি।**

সায়াদ ইবনে আবু অক্কাস (রাঃ)ই একমাত্র সৌভাগ্যবান ব্যক্তি যাহার প্রতি রসূলুল্লাহ (দঃ) স্বীয় পিতামাতা উৎসর্গ বলিয়া উক্তি করিয়াছিলেন। অন্য কাহারও প্রতি তাঁহাকে অনুরূপ উক্তি করিতে শুনি নাই।

হাদীস- ১৬৩৩। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **আবু বকর (রাঃ) এর গুণাবলী।**

আমার পিতামাতাকে আমি ইসলাম ছাড়া অন্য কিছুর উপর দেখি নাই। এমন দিন যায় নাই যেদিন নবী করীম (দঃ) আমাদের বাড়ী আসিতেন না। মুসলমানদের উপর অত্যাচার শুরু হইলে আবু বকর (রাঃ) মোহাজের বেশে আবিসিনিয়ায় রওয়ানা হইলেন। পথিমধ্যে ইবনুদ দাগিনার সাথে দেখা হইলে সে তাঁহাকে নিরাপত্তার আশ্বাস দানে ফিরাইয়া আনিল এবং বলিল- তাঁহার মত মর্য্যাদাবান দানশীল লোককে দেশত্যাগ করিতে দেওয়া যায় না। মক্কাবাসীরা ইবনুদ দাগিনার দেওয়া নিরাপত্তা এই শর্তে মানিয়া নিল যে আবু বকর (রাঃ) প্রকাশ্যে নামাজ পড়িবে না এবং কোরআন তেলাওয়াত করিবে না। তিনি শর্তানুসারে প্রথম কয়েকদিন গৃহাভ্যন্তরে এবাদত করার পর বহির্বাটিতে মসজিদ তৈরী করিয়া প্রকাশ্যে নামাজ কালাম পড়িতে

লাগিলেন। কোরায়েশগণের প্ররোচনায় ইবনুদ দাগিনা তাঁহাকে এইরূপ কার্য হইতে নিবৃত্ত হইতে বলিল অথবা নিরাপত্তা প্রত্যাহারের হুমকি দিল। তিনি বলিলেন- আপনার দেওয়া নিরাপত্তা ফেরৎ নিন- আল্লাহর নিরাপত্তাই আমার জন্য যথেষ্ট।

রসূলুল্লাহ (দঃ) তখন মক্কাতেই ছিলেন। তিনি সাহাবাগণকে মদীনায় হিজরতের ইশারা করিলে মুসলমানগণ মদীনায় হিজরত শুরু করিলেন। আবু বকর (রাঃ) মদীনায় হিজরতের মনস্থ করিলে নবী করীম (দঃ) তাঁহাকে অপেক্ষা করিতে বলিলেন এবং ইহাও বলিলেন যে তাঁহার[১] হিজরতের অনুমতি হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। একদিন ঠিক দুপুর বেলা অসময়ে নবী করীম (দঃ) আমাদের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া জানাইলেন যে তাঁহাকে হিজরতের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। আবু বকর (রাঃ) তাঁহার পালিত ও হিজরতের জন্য প্রস্তুত করা উট দুইটির একটি তাঁহাকে দিয়া তাঁহার সাথে হিজরতে যাইবার সঙ্কল্প ব্যক্ত করিলেন।

মক্কার অদূরবর্তী সাওর পর্বতের গুহায় আবু বকর (রাঃ) ও নবী করীম (দঃ) আশ্রয় নিলে আবদুল্লাহ ইবনে আবু বকর (রাঃ) রাত্রে গোপনে তাঁহাদের সাথে মিলিত হইতেন এবং ভোরে ফিরিয়া আসিতেন। আবু বকর (রাঃ) এর রাখাল আমের ইবনে ফুহাইরাহ বকরীর পাল নিকটেই চরাইত। রাত হইলে দুইজনে বকরীর দুধ পান করিয়া তৃপ্ত হইতেন। বনুদদীল গোত্রের পথ প্রদর্শনে অভিজ্ঞ জনৈক ব্যক্তিকে তাঁহারা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে পথ চালকরূপে গ্রহণ করেন। তিনদিন পর নির্দিষ্ট সময়ে উক্ত ব্যক্তি তাঁহদের উট দুইটিকে নিয়া গুহায় উপস্থিত হইলে তাঁহারা আমের ইবনে ফুহাইরাহ সহ পথ চলিতে শুরু করিলেন। পথ চালক লোকটি কাফের দলভুক্ত হইলেও বিশ্বস্ত ছিল। উপকূলের পথ ধরিয়া তাঁহারা মদীনায় পৌঁছিলেন। (সংক্ষেপিত) [১। হুজুর (দঃ) এর]

হাদীস- ১৬৩৪। সূত্র- হযরত আবু জমরাহ (রাঃ)- **আবুজর গিফারী (রাঃ) এর ইসলাম গ্রহন।**

আবুজর (রাঃ) এর নিকট নবী করীম (দঃ) এর আবির্ভাবের সংবাদ পৌঁছিলে তিনি স্বীয় ভ্রাতাকে বলিলেন- তুমি মক্কায় গিয়া যে ব্যক্তি নিজেকে নবী বলিয়া দাবি করে ও তাঁহার নিকট আসমান হইতে খবর আসে বলে, তাঁহার কথাবার্তা শুনিয়া আমার নিকট আস। সেমতে ভ্রাতা মক্কায় গিয়া নবী করীম (দঃ) এর কথাবার্তা শুনিয়া আসিয়া আবুজর (রাঃ) এর নিকট ব্যক্ত করিল- আমি তাহাকে সচ্চরিত্রের আদেশ দিতে দেখিলাম এবং এমন কথা বলিতে শুনিলাম যাহা কবিতা নয়। আবুজর (রাঃ) বলিলেন- তোমার কথায় আমি তৃপ্ত হইতে পারিলাম না। অতঃপর তিনি পাথেয় নিয়া রওয়ানা হইয়া মক্কায় মসজিদুল হারামে আসিয়া নবী করীম (দঃ)কে খুঁজিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহাকে চিনিতেন না। আবার কাহারও

নিকট জিজ্ঞাসা করাও সমীচিন মনে করিলেন না। রাত হইয়া গেলে তিনি শুইয়া পড়িলেন। আলী (রাঃ) তাহাকে বিদেশী দেখিয়া অতিথি করিয়া ঘরে নিলেন। সকাল হইলে তিনি পুনরায় মসজিদে আসিলেন কিন্তু সেদিনও নবী করীম (দঃ) এর খোঁজ পাইলেন না। এই রাত্রেও আলী (রাঃ) তাঁহাকে অতিথি করিয়া গৃহে নিলেন। এইভাবে তৃতীয় দিনও তিনি আলী (রাঃ) এর অতিথি হইলেন। এই রাতে আলী (রাঃ) তাহার আগমনের কারন জানিতে চাহিলে আবুজর (রাঃ) বলিলেন- যদি আপনি আমাকে পথ দেখানোর অঙ্গীকার করেন তবে বলিব। আলী (রাঃ) অঙ্গীকার করিলে তিনি ব্যাপার খুলিয়া বলিলে আলী (রাঃ) বলিলেন- তিনি সত্য নবী এবং আল্লাহর রসুল। সকাল হইলে আপনি আমাকে অনুসরণ করিবেন। পথিমধ্যে আশঙ্কাজনক কিছু দেখিলে আমি পেশাবের ভান করিয়া বসিয়া পড়িব। আমি চলা শুরু করিলে আপনিও চলা শুরু করিবেন এবং আমি প্রবেশ করিলে আপনিও প্রবেশ করিবেন। সকালে আলী (রাঃ)কে অনুসরণ করিয়া আবুজর (রাঃ) নবীজির গৃহে প্রবেশ করিলেন। তিনি নবী করীম (দঃ) এর কথাবার্তা শুনিয়া তৎক্ষনাত ইসলাম গ্রহণ করিলেন। নবী করীম (দঃ) তাঁহাকে বলিলেন- তোমার কওমের নিকট যাও। আমার দ্বীনের প্রভাব প্রতিপত্তির খবর শুনার পর তাহাদেরকে এ সম্পর্কে অবহিত করিবে। তিনি বলিলেন- যেই সত্তার হাতে আমার প্রাণ তাহার কসম! আমি জন সমক্ষে এই কলেমার ঘোষণা দিব। এই কথা বলিয়া তিনি মসজিদুল হারামে আসিয়া উচ্চস্বরে ঘোষণা করিলেন- আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই এবং মোহাম্মদ (দঃ) আল্লাহর রসুল। অতঃপর লোকেরা তাঁহাকে প্রহার করিতে করিতে শোয়াইয়া দিল। আব্বাস (রাঃ) সেখানে আসিয়া তাঁহাকে আগলাইয়া ধরিয়া বলিলেন- তোমাদের বিপদ অনিবার্য্য। তোমরা কি জানো যে ইনি গিফার গোত্রের লোক আর তোমাদের ব্যবসা উপলক্ষ্যে সিরিয়ার পথ ঐখান দিয়াই। এই বলিয়া তিনি তাঁহাকে লোকদের হাত হইতে উদ্ধার করিলেন। পরের দিনও একই ঘটনা ঘটিল। লোকেরা তাঁহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাঁহাকে বেদম প্রহার করিল এবং আব্বাস (রাঃ) তাহাকে আগলাইয়া রক্ষা করিলেন।

হাদীস- ১৬৩৫। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)- সুরা নসরের তাৎপর্য্য।

ওমর (রাঃ) তাঁহার দরবারে বদরের জেহাদে অংশগ্রহনকারী বড় বড় সাহাবীদের সাথে আমাকে স্থান দিয়া থাকিতেন। ইহাতে আমার অল্প বয়স্কতার জন্য প্রশ্ন উঠিলে তিনি বলিলেন- সে কোন্ শ্রেনীর তাহা আপনারাও জ্ঞাত আছেন। একদা তিনি আমাকে ডাকাইয়া আনিয়া অন্যান্যদের সাথে বসাইলেন। আমি উপলব্ধি করিলাম তিনি দরবারের

লোকদেরকে কোন কিছু দেখাইবেন। ওমর (রাঃ) সকলকে সূরা নসর এর তাৎপর্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে কেহ কেহ চুপ রহিলেন এবং কেহ কেহ বলিলেন- আল্লাহতা'লার বিশেষ সাহায্য ও মক্কা বিজয়ের সংবাদে আমাদিগকে আল্লাহর প্রশংসা করিতে ও তাঁহার দরবারে ক্ষমাপ্রার্থী হইতে আদেশ করা হইয়াছে।

আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন- হে ইবনে আব্বাস! তুমি কি এইরূপই বুঝিয়া থাক? আমি বলিলাম, না। এই সূরায় রসূল (দঃ) এর ইহজগত ত্যাগের কথা জানানো হইয়াছিল। আল্লাহর সাহায্যে মক্কা পর্যন্ত জয় হইয়া গিয়াছে এবং চতুর্দিকের লোকজন দলে দলে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা লাভ করিতেছে, ইহা আপনার ইহজগত ত্যাগ করা নিকটবর্তী হওয়ার নিদর্শন। অতএব, এখন বিশেষ ভাবে আপনার প্রভুর পবিত্রতাও প্রশংসা গুণনায় এবং ক্ষমা প্রার্থনায় লিপ্ত থাকুন। ওমর (রাঃ) বলিলেন- আমিও এইরূপই বুঝি।

হাদীস- ১৬৩৬। সূত্র- হযরত সা'যাদ (রাঃ)- **আলী (রাঃ) এর হাতে শাসন ক্ষমতা ন্যস্ত।**

তবুক জেহাদে যাইবার কালে রসূলুল্লাহ (দঃ) আলী (রাঃ)কে মদীনার শাসনভার দিয়া যাইবার ব্যবস্থা করিলে আলী (রাঃ) বলিলেন- আপনি কি আমাকে শিশু ও নারীর দলভুক্ত করিয়া ছাড়িয়া যাইতেছেন? রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন- তুমি কি ইহাতে সন্তুষ্ট নও যে, মুসা (আঃ) যেইরূপ হারুন (আঃ)কে তাঁহার স্থানে বসাইয়া তুর পর্বতে গিয়াছিলেন তদ্রূপ তুমি আমার স্থানে থাকিবে? অবশ্য আমার পরে কেহ নবুওত পাইতে পারে না।'

হাদীস- ১৬৩৭। সূত্র- হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)- **সাহাবীদের সমালোচনা অবৈধ।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- তোমরা আমার কোন সাহাবীকে মন্দ বলিও না। তোমাদের কেহ যদি অহোদ পরিমান স্বর্ণ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় কর, সাহাবীদের কাহারও একমুদ্দ[১] বা অর্ধমুদ্দ মাত্র ব্যয়[২] করার সমান হইতে পারিবে না। [১। প্রায় চৌদ্দ ছটাক। ২। গম বা যব অর্থে]

হাদীস- ১৬৩৮। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **আবু বকর (রাঃ) এর মর্যাদা সর্বোচ্চ।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- আমি যদি কাহাকেও খলিল বা বন্ধুরূপে গ্রহন করিতাম তবে আবু বকর (রাঃ)কেই সেই মর্য্যাদা দান করিতাম। অবশ্য সে আমার ভাই[১] এবং সাহাবী। [১। দ্বীনি ভাই]

হাদীস- ১৬৩৯। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **মর্য্যাদায় আবু বকর (রাঃ) শীর্ষে।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) এর বর্তমানে আমরা লোকদের মর্তবা নির্ণয় করিতাম এইভাবে, (১) আবু বকর (রাঃ), (২) ওমর (রাঃ), (৩) ওসমান (রাঃ)।

হাদীস- ১৬৪০। সূত্র- হযরত জোবায়ের ইবনে মোতয়ে'ম (রাঃ)- রসুল (দঃ) এর পরই আবু বকর (রাঃ)।

এক মহিলা রসুল (দঃ) এর নিকট কোন প্রয়োজনে আসিলে তিনি তাহাকে পরে কোন সময় আসিতে বলিলে সে বলিল- যদি পরে আসিয়া আপনাকে না পাই[১]? তিনি বলিলেন- যদি আমাকে না পাও তবে আবু বকর (রাঃ) এর নিকট উপস্থিত হইও। [১। মৃত্যু হওয়া অর্থে]

হাদীস- ১৬৪১। সূত্র- হযরত আবু দারদা (রাঃ)- আবু বকর (রাঃ) এর বিশেষ মর্যাদা

একদা রসুল (দঃ) এর নিকট বসাকালে দেখিতে পাইলাম আবু বকর (রাঃ) স্বীয় লুঙ্গির কিনারা উপরের দিকে টানিয়া ধরিয়া রাখিয়া আসিতেছেন। এক একবার তাঁহার হাঁটু খুলিয়া যাইতেছিল। রসুল (দঃ) তাঁহাকে প্রথম লক্ষ্য করিয়া বলিলেন- তোমাদের এই লোকটি কোন বিবাদের সম্মুখীন হইয়াছে।

আবু বকর (রাঃ) আসিয়া সালাম করিলেন ও বলিলেন- আমার ও খাত্তাবের পুত্রের মধ্যে একটু বিতর্ক হইয়াছিল। ইহাতে আমি কিছু অতিরিক্ত কথা বলিয়াছিলাম। অতঃপর আমি লজ্জিত হইয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছি কিন্তু তিনি আমাকে ক্ষমা করেন নাই, রাগান্বিত হইয়া চলিয়া গিয়াছেন। আমি তাঁহার পেছন পেছন ক্ষমা চাহিতে চাহিতে গিয়াছি কিন্তু তিনি অপেক্ষা না করিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। সেই কারনে আমি আপনার দরবারে চলিয়া আসিয়াছি। রসুল (দঃ) বলিলেন- হে আবু বকর! আল্লাহতা'লা আপনাকে ক্ষমা করিবেন। তিনি তিনবার এইরূপ বলিলেন।

আবু বকর (রাঃ) চলিয়া আসার পর ওমর (রাঃ) স্বীয় ব্যবহারে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়া আবু বকর (রাঃ) এর গৃহে গিয়া সেইখানে তাঁহাকে না পাইয়া নবী করীম (দঃ) এর দরবারে চলিয়া আসিলেন। তখন রসুল (দঃ) এর চেহারার উপর অসন্তুষ্টির ধারা ফুটিয়া উঠিল। ইহাতে আবু বকর (রাঃ) ভীত হইয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া বলিতে লাগিলেন- ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমিই অন্যায়কারী ছিলাম।

অতঃপর রসুল (দঃ) বলিলেন- আল্লাহতা'লা আমাকে তোমাদের প্রতি রসুল রূপে প্রেরন করিয়াছে। প্রথমাবস্থায় তোমরা সকলেই আমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছ কিন্তু আবু বকর (রাঃ) আমাকে সত্যবাদীরূপে গ্রহন করিয়াছেন এবং স্বীয় জানমাল দিয়া সাহায্য করিয়াছেন। তোমরা অন্ততঃ আমার খাতিরে তাঁহাকে রেহাই দিতে পার কি? তিনি দুইবার অনুরূপ উক্তি করিলেন। ঐ দিন হইতে প্রত্যেকেই আবু বকর (রাঃ)কে কোন প্রকার উৎপীড়ন না করার প্রতি যত্নবান হইয়াছে।

হাদীস- ১৬৪২। সূত্র- হযরত আমর ইবনুল আস (রাঃ)- রসুল (দঃ) এর প্রিয় কয়েকজন।

রসুল (দঃ) আমাকে 'জাত্‌তুস্ সালাসেল' নামক অভিযানের সর্বাধিনায়ক করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। আমি তথা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া রসূলুল্লাহ (দঃ) এর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম- আপনার সর্বাধিক প্রিয় কে? তিনি উত্তর করিলেন- আয়েশা (রাঃ)। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম- পুরুষদের মধ্যে কে? তিনি বলিলেন- আয়েশা (রাঃ) এর পিতা। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম- তাঁহার পরে? তিনি বলিলেন- ওমর (রাঃ)। এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে রসূলুল্লাহ (দঃ) পর পর কয়েকজনের নাম বলিলেন।

হাদীস- ১৬৪৩। সূত্র- হযরত আবু মুসা আশআরী (রাঃ)- সাহাবীদের মর্য্যাদার ক্রম।

একদা অজু করিয়া দিনটি রসূলুল্লাহ (দঃ) এর সান্নিধ্যে কাটাইবার উদ্দেশ্যে মসজিদে গিয়া তাঁহাকে না পাইয়া খোঁজ করিয়া জানিতে পারিলাম তিনি 'বীরে আরীস' নামীয় কূপস্থিত বাগানে প্রবেশ করিয়াছেন। কিছুক্ষণ দরজায় অপেক্ষা করতঃ সুযোগমত বাগানে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম তিনি পা দুইখানা কূপের মধ্যে ঝুলাইয়া বসিয়া আছেন। আমি তাঁহাকে সালাম দিয়া পুনরায় দরজায় আসিয়া বসিয়া থাকিলাম এবং আজ হুজুরের পাহারাদার হইয়া থাকিব স্থির করিলাম।

কিছুক্ষনের মধ্যে আবু বকর (রাঃ) আসিয়া দরজায় ধাক্কা দিলে আমি রসূলুল্লাহ (দঃ) এর নিকট তাঁহার জন্য অনুমতি চাহিলে তিনি বলিলেন- অনুমতি দাও এবং সঙ্গে সঙ্গে বেহেশতের সুসংবাদও দাও। আমি আসিয়া তাঁহাকে বলিলাম- ভিতরে আসুন। রসূলুল্লাহ (দঃ) আপনাকে বেহেশত লাভের সুসংবাদ দিয়াছেন। আবু বকর (রাঃ) বাগানে প্রবেশ করিয়া রসুল (দঃ) এর ডানপাশে কূপের মধ্যে পা ঝুলাইয়া বসিলেন। আমি বাড়ী হইতে বাহির হওয়ার সময় আমার ভাই অজু করিতেছিলেন এবং তাঁহারও অভিপ্রায় ছিল আমার সাথে মিলিত হওয়া। রসুল (দঃ) এর বেহেশতের সুসংবাদ দানের আগ্রহ দেখিয়া আমি ভাবিতেছিলাম তিনি সৌভাগ্যবান হইলে আল্লাহ তাঁহাকে এখানে উপস্থিত করিবেন। এই সময় আর এক ব্যক্তি দরজা নাড়িলে পরিচয় নিয়া জানিলাম তিনি ওমর (রাঃ)। হযরতের নিকট তাঁহার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিলে তিনি বলিলেন- অনুমতি দাও এবং বেহেশত লাভের সুসংবাদ দান কর। আমি ওমর (রাঃ)কে প্রবেশের অনুমতি ও বেহেশত লাভের সুসংবাদ জানাইলাম। তিনি প্রবেশ করিয়া হযরতে বামপার্শে কূপের মধ্যে পা ঝুলাইয়া বসিয়া পড়িলেন।

আমি আমার ভাই সম্বন্ধে ভাবিতে থাকাকালে তৃতীয় ব্যক্তি দরজা নাড়িল। পরিচয় জিজ্ঞাসায় জানিতে পারিলাম তিনি ওসমান (রাঃ)। তাঁহার জন্য হযরতের নিকট অনুমতি চাহিলে তিনি পূর্বের মত বলিলেন- অনুমতি

দাও এবং বেহেশতের সুসংবাদ দান করিয়া জানাইয়া দাও যে তিনি মসিবতে পড়িবেন। আমি ওসমান (রাঃ)কে তাহাই জ্ঞাত করিলাম। তিনি ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে রসুল (দঃ) এর পাশে বসিবার জায়গা নাই। তিনি কূপের অন্য কিনারায় হযরতের সামনা সামনি বসিলেন।

বর্ণনাকারী তাবেয়ী সাঈদ ইবনে মোসাইয়োব (রঃ) বলিয়াছেন- উক্ত ঘটনার দৃশ্য অনুযায়ীই কবরের স্থান নির্ধারিত হইয়াছে- আবুবকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ) হযরতের কবরের সংলগ্ন স্থান লাভ করিয়াছেন এবং ওসমান (রাঃ) দূরে জান্নাতুল বাকিতে স্থান লাভ করেন।

হাদীস- ১৬৪৪। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)- ওমর (রাঃ) এর শেষ ভাষন।

ওমর (রাঃ) এর সর্বশেষ হজ্বের সময় মিনায় থাকাকালে আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) আমাকে শুনাইলেন যে, এক ব্যক্তি ওমর (রাঃ)কে সংবাদ দিল যে অপর একব্যক্তি বলিতেছে, 'ওমর (রাঃ) এন্তেকাল করিয়া গেলে আমি অমুক ব্যক্তিকে খলীফারূপে গ্রহন করিয়া তাহার হাতে বাইয়াত গ্রহন করিব এবং পরে তাঁহার পক্ষে সমর্থন আদায় করিয়া নিব। আবু বকর (রাঃ) এর নির্বাচন এইরূপেই হইয়াছিল।' ওমর (রাঃ) ইহা শুনিয়া অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া বলিলেন- আজই এই সম্বন্ধে ভাষন দান করিয়া ঐ শ্রেনীর লোকদের হইতে জনগনকে সতর্ক করিব- যাহারা খলীফা নির্বাচনে জনগনের অধিকার হরন করিতে চায়।

আবদুর রহমান (রাঃ) তাঁহাকে তৎক্ষনাত ঐরূপ করা হইতে এই বলিয়া নিবৃত করিলেন যে হজ্ব উপলক্ষ্যে অনেক লোক জমায়েত হইয়াছে যাহারা কাঁচা বুদ্ধি সম্পন্ন এবং যাহারা তাঁহার ভাষনের অব্যবহার এবং অপব্যবহার করিবে। বরং মদীনায় গিয়া সুধীসমাবেশে ভাষনদান করিলে ভাল ফল লাভ হইবে। ওমর (রাঃ) ইহাতে রাজী হইলেন।

জিলহজ্ব মাসের শেষের দিকে মদীনা পৌছার পর জুমার দিন ওমর (রাঃ) মসজিদে আসিয়া মিম্বরে আরোহন পূর্বক আল্লাহতা'লার হামদ, সানা, সিফত বর্ননার পর বলিলেন- আমি কতগুলি বিষয় বর্ননা করিতেছি- হইতে পারে ইহা আমার জীবনের শেষ ভাষন। যে আমার কথা ভালরূপে উপলব্ধি করিতে পারিবে তাহার কর্তব্য হইবে অন্যের নিকট ইহা পৌছাইয়া দেওয়া; আর যে উপলব্ধি করিতে পারিবে না তাহার পক্ষে ইহা বিকৃতরূপে বিবৃত করা উচিৎ হইবে না। তোমরা সকলে লক্ষ্য করিয়া শুনঃ-

(১) আল্লাহতালা মোহাম্মদ (দঃ)কে সত্য ধর্মের বাহক বানাইয়া পাঠাইয়াছিলেন এবং তাঁহার উপর পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ করিয়াছিলেন। ব্যভিচারীকে প্রস্তরাঘাতে বধ করার বিধান সেই পবিত্র কোরআনেরই একটি আয়াতে ছিল- যাহা আমরা পাঠ করিয়াছি, অনুধাবন করিয়াছি এবং অন্তরে গাঁথিয়া রাখিয়াছি। সেই আয়াতের বিধানকে স্বয়ং রসুলুল্লাহ (দঃ) কার্য্যে

পরিনত করিয়াছেন এবং তাঁহার পরে আমরাও তদ্রুপ করিয়াছি। আমার ভয় হয়, আমাদের যুগের পরে কোন মানুষ বলিয়া না বসে যে ব্যভিচারীকে প্রস্তরাঘাতে বধ করার বিধান কোরআনে নাই।[১] এইরূপ দাবীর প্রতি কর্নপাত করিলে লোকগন গোমরাহ্ হইয়া যাইবে। তোমরা শুনিয়া রাখ! পবিত্র কোরআনে 'রজম'[২] এর বিধান বলবৎ রহিয়াছে।[৩] কোন মুসলমান বিবাহিত পুরুষ বা নারী ব্যভিচারে লিপ্ত হইয়াছে বলিয়া সাক্ষী[৪] পাওয়া গেলে বা গর্ভস্থলে স্বীকারোক্তি পাওয়া গেলে তাহাকে 'রজম' করা হইবে।

(২) আরও একটি বিষয় পবিত্র কোরআনে বিদ্যমান ছিল- কোন মুসলমান যেন নিজের বাপ দাদা ছাড়িয়া অন্য বাপ দাদার প্রতি সম্পর্কের দাবী না করে। ইহা কুফুরীর সমতুল্য পাপ বলিয়া গন্য হইবে।

(৩) রসূল (দঃ) বিশেষরূপে বলিয়া গিয়াছেন- মরিয়ম নন্দন ঈশা (আঃ) সম্পর্কে নাসারাগন যেরূপ অতিরঞ্জিত উক্তি করিয়াছে খবরদার! আমার সম্পর্কে তোমরা ঐরূপ উক্তি করিও না। আমার সম্পর্কে এইরূপ ঘোষনাই তোমরা দিবে যে, 'আমি আল্লাহর সৃষ্ট বান্দা এবং তাঁহার রসূল।'

(৪) আমি খবর পাইয়াছি, কোন ব্যক্তি বলিতেছে- ওমর (রাঃ) ইন্তেকাল করিলে আমি অমুক ব্যক্তিকে খলীফা মনোনীত করিয়া তাঁহার হাতে বাইয়্যাত হইব। 'খবরদার! কেহই এই ধারনার বশীভূত হইয়া প্রবঞ্চিত হইও না যে, আবু বকর (রাঃ) এর খলীফা নির্বাচিত হওয়ার ঘটনাটি আকস্মিক ছিল এবং পরে উহা বহাল হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার খলীফা নির্বাচিত হওয়ার ঘটনা এইরূপ হইয়াছিল বটে তবে আল্লাহ তাঁহাকে এইরূপ ব্যক্তিত্ব দান করিয়াছিলেন যাহার দ্বারা তাঁহাকে উহার ভয়াবহ পরিনাম হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। বর্তমানে আবুবকর (রাঃ) এর মত এমন ব্যক্তি নাই যাহার প্রতি জন সাধারনের সর্বসম্মত আকর্ষন রহিয়াছে। সুতরাং মুসলমানগনের পরামর্শ ব্যতীত কাহাকেও খলীফা মনোনীত করা হইলে সেই খলীফা ও তাহার মনোনয়নকারীদের অনুসরন তোমরা করিও না। কারন, তাহারা উভয়ে অচিরেই প্রান হারাইবে।

[১। মনসুখ হইয়া গিয়াছে। ২। প্রস্তরাঘাতে প্রান বধ করা, ৩। মনসুখ হওয়ায় তেলাওয়াত নাই, হুকুম রহিয়াছে। তাই বর্তমান কোরআনেও তেলাওয়াত নাই; ৪। চার জন]

হাদীস- ১৬৪৫। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- ওমর (রাঃ) এর সাফল্য।

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- আমি স্বপ্নে দেখিলাম একটি কূপের কিনারায় দাঁড়াইয়া চরকির সঙ্গে লটকানো ডোল[১] দ্বারা পানি উঠাইতেছি। আবুবকর (রাঃ) তথায় উপস্থিত হইয়া ঐ ডোলটি নিজ হাতে নিল ও পানি উঠাইল। অত্যন্ত ধীর মন্থর গতিতে এক বা দুই ডোল পানি উঠাইল মাত্র।

আল্লাহতা'লা তাঁহার ত্রুটি বিচ্যুতি ক্ষমা করিয়া দিলেন। ওমর (রাঃ) তথায় উপস্থিত হইয়া ডোলটি হাতে লইল। ডোলটি বড় হইয়া গেল এবং ওমর (রাঃ) বিদ্যুৎ গতিতে অতিশয় দক্ষতার সাথে পানি উঠাইল- যেরূপ দক্ষতার সাথে কাজ করিতে আমি পূর্বে কাহাকেও দেখি নাই। ওমর (রাঃ) এত অধিক পানি উঠাইল যে, সকল মানুষ উহা পানে তৃপ্ত হইল এবং তাহাদের যানবাহনগুলিও তৃপ্ত হইয়া শুইয়া পড়িল। [১। রাষ্ট্র পরিচালনার আলামত বর্ণনায়]

হাদীস- ১৬৪৬। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- ওমর (রাঃ) এর মর্যাদা।

ওমর (রাঃ) এর লাশ রক্ষিত খাটের চারিদিকে দাঁড়ানো লোকদের মধ্যে আমিও ছিলাম। হঠাৎ এক ব্যক্তি আমার কাঁধে হাত রাখিলে পেছন ফিরিয়া দেখিলাম আলী (রাঃ)। তিনি ওমর (রাঃ)কে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার উপর রহমত নাজেল হওয়ার দোয়া করিলেন এবং বলিলেন- যে রূপ ব্যক্তির আমলের ন্যায় আমল লইয়া আল্লাহর দরবারে হাজির হওয়ার আকাঙ্খা করিতেন সেরূপ ব্যক্তি আপনার পরে আর কেহ নাই। আল্লাহর কসম, আমি পূর্ব হইতেই ধারনা করিয়াছিলাম যে, আপনি আপনার পূর্ববর্তী দুই বন্ধুর[১] সঙ্গেই স্থান লাভ করিবেন। কারন, অধিক সময় রসূল (দঃ) নিজের সঙ্গে আবুবকর (রাঃ) ও আপনাকে জড়াইয়া কথা বলিতেন।[২]

[১। রসূল (দঃ) ও আবুবকর (রাঃ)। ২। আমি এবং আবু বকর ও ওমর যাইব। আমি, আবুবকর ও ওমর বাহির হইব। ইত্যাদি]

হাদীস-১৬৪৭। সূত্র- হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)- ওমর (রাঃ) এর মর্যাদা।

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- আমি স্বপ্নে দেখিলাম লোকদেরকে জামা পরিহিত অবস্থায় আমার নিকট আনা হইয়াছে। তাহাদের কাহারও জামা বুক পর্যন্ত লম্বা আবার কাহারও জামা ইহার চাইতে খাট। ওমর (রাঃ)কে আমার নিকট এমন অবস্থায় আনা হইল যে সে তাহার জামা টানিয়া[১] ধরিয়া চলিয়াছে। সাহাবারা জিজ্ঞাসা করিল- ইয়া রাসূলুল্লাহ! এই স্বপ্নের অর্থ কি? তিনি বলিলেন- দ্বীন। [১। জামা লম্বা হওয়ায়]।

হাদীস- ১৬৪৮। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- ওমর (রাঃ) এর মোহাদ্দেস হওয়ার মর্যাদা।

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- বনী ইস্রায়েলদের মধ্যে এমন এক শ্রেনীর লোক ছিলেন যাঁহারা নবী ছিলেন না, কিন্তু মোহাদ্দেস ছিলেন। আমার উম্মতের মধ্যে ঐ শ্রেনীর লোক কেহ হইয়া থাকিলে ওমর (রাঃ) হইয়াছে।

হাদীস- ১৬৪৯। সূত্র- হযরত মেসওয়ার ইবনে মাখরামাহ (রাঃ)- **ওমর (রাঃ) এর প্রতি নবী করীম (দঃ) সন্তুষ্ট ছিলেন।**

ওমর (রাঃ) খঞ্জর বিদ্ধ হইলে ইবনে আব্বাস (রাঃ) তাঁহাকে সান্তনা দানে বলিতে লাগিলেন- হে আমিরুল মোমেনীন! যদি ইহাতে আপনার মৃত্যু হইয়াও যায় তথাপি ব্যতিব্যস্ততার কোন কারন নাই। কারন, আপনি রসুল (দঃ) এর সোহবত ও সাহচর্য্যের দায়িত্ব কর্তব্য উত্তমরূপে আদায় করিয়াছেন এবং তিনি মৃত্যুকালে আপনার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। আবুবকর (রাঃ) এর সাথেও আপনি সেইরূপে চলিয়াছেন এবং তিনিও চিরবিদায় কালে আপনার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁহার সঙ্গী সহচরগনের সহিতও আপনি সেইরূপেই চলিয়াছেন। এখন আপনি চিরবিদায় নিলে তাহা তাঁহাদের সন্তুষ্টির অবস্থার মধ্যে ঘটিবে। এতদশ্রবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন- তুমি রসুল (দঃ) এর সাহচর্য্যের ব্যাপারে যাহা বলিলে- তাহা আল্লাহতাআলার অপার করুনা। আবু বকর (রাঃ) সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছ তাহাও তদ্রুপই। আর আমার মধ্যে যে অস্থিরতা দেখিতেছ তাহা হইতেছে তোমার এবং তোমার ন্যায় সাধারন লোকের জন্য[১]। দুনিয়া ভরা স্বর্ণও যদি আমার হইত আমি আল্লাহর আজাব হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সেই স্বর্ণ ব্যয় করিয়া দিতাম সেই আজাব আমার সামনে আসিবার পূর্বেই। [১। খলীফা হিসাবে কর্তব্য পালনে অবহেলার আশঙ্কার কারনে]

হাদীস- ১৬৫০। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হেশাম (রাঃ)- **রসুল (দঃ) ওমর (রাঃ) এর হাত ধরিয়া চলিয়াছেন।**

একদা রসুল (দঃ) এর সঙ্গে ছিলাম; দেখিলাম তিনি ওমর (রাঃ) এর হাত ধরিয়া চলিতেছেন।

হাদীস- ১৬৫১। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **মর্য্যাদার ক্রম।**

নবী করীম (দঃ) এর সময়ে আমাদের মধ্যে এই বিষয়টি স্থিরকৃত ছিল যে, আবুবকর (রাঃ) এর সমকক্ষ কেউ নন, এবং তাঁহার পরে ওমর (রাঃ) এবং তাঁহার পরে ওসমান (রাঃ)। অন্যান্যদের মর্তবা সম্পর্কে কাহারও কোন মন্তব্য ছিল না।

হাদীস-১৬৫২। সূত্র- আমর ইবনে মাইমুন (রাঃ)- **ওসমান (রাঃ) এর খলীফা হিসাবে নির্বাচন।**

ওমর (রাঃ) এর অন্তিম সময়ে উম্মুল মোমেনীন হাফসাহ (রাঃ) কতিপয় মহিলা সমভিব্যহারে তাঁহার শিয়রে উপস্থিত হইলে আমরা উঠিয়া গেলাম। হাফসাহ (রাঃ) ভীষণ কান্নাকাটি করিতে লাগিলেন। একদল পুরুষ প্রবেশের অনুমতি চাহিলে তিনি অন্দরে গিয়া কান্নাকাটি করিতে লাগিলেন। আমরা ওমর (রাঃ) এর নিকট আসার পর উপস্থিত লোকজন তাঁহাকে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করার জন্য অনুরোধ করিলে তিনি বলিলেন- আলী (রাঃ), ওসমান (রাঃ), জোবায়ের (রাঃ), তালহা (রাঃ), সায়াদ

ইবনে আবী আক্কাস (রাঃ) এবং আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) এর উপর সন্তুষ্ট অবস্থায় রসূল (দঃ) দুনিয়া হইতে বিদায় নিয়াছেন। তাহাদের তুলনায় অন্য কাহাকেও আমি এই কাজের উপযুক্ত মনে করি না। আর আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) পরামর্শে উপস্থিত থাকিবে কিন্তু তাহার খলীফা হওয়ার সুযোগ থাকিবে না।

সায়াদ ইবনে আবী আক্কাস (রাঃ) নেহায়েত খলীফা নির্বাচিত না হইলে নির্বাচিত খলীফার উচিত হইবে তাঁহার নিকট হইতে সাহায্য গ্রহণ করা। আমি সায়াদ (রাঃ)কে অকর্মন্যতা, খেয়ানত বা অসাধুতার জন্য অপসারিত করি নাই। আমার পরবর্তী খলীফাকে আমি বিশেষভাবে অসিয়ত করিয়া যাইতেছি যে, তিনি যেন ইসলামের প্রাথমিক যুগের মোহাজেরদের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখেন ও তাঁহাদের মান সম্ভ্রম অক্ষুন্ন রাখিয়া চলেন। তাঁহাকে আমি আনসারদের সম্পর্কেও অসিয়ত করিয়া যাইতেছি- তাঁহারা ঈমান ইসলামকে স্থান দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়া ছিলেন- তাঁহাদের ভাল কাজের যেন কদর করা হয় এবং তাঁহাদের দোষক্রটি যেন ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখা হয়। রাষ্ট্রের অন্যান্য শহর বন্দরের বাসিন্দাদের সম্পর্কে আমি তাঁহাকে এই অসিয়ত করিয়া যাইতেছি যেন তাহাদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়। কারণ, তাহারা ইসলামের সাহায্যকারী, অর্থ সংগ্রহকারী এবং শত্রুকূলের চক্ষুশূল। অতিরিক্ত ধন না থাকিলে যেন তাহাদের নিকট হইতে কিছু আদায় করা না হয়; আর অতিরিক্ত থাকিলেও যেন এমনভাবে আদায় করা হয় যাহাতে তাহারা সন্তুষ্ট থাকে।

পল্লীবাসীদের সম্পর্কে তাঁহাকে আমি অসিয়ত করিয়া যাইতেছি যে তাহারা হইল আরবের মূল ও খাঁটি অধিবাসী এবং বিশেষ সাহায্যকারী। তাহাদের মধ্য হইতে কিছু আদায় করা হইলে যেন তাহা তাহাদেরই গরীব দুঃখীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। আল্লাহ এবং রসূলের বিধানমতে যাহাদের জানমালের দায়িত্ব লওয়া হইয়াছে তাহাদের নাগরিকত্বের সকল সুযোগ সুবিধা যেন তাহাদিগকে পূর্ণরূপে প্রদান করা হয় এবং তাহাদের জানমাল রক্ষার্থে যেন প্রয়োজনে যুদ্ধও করা হয় এবং সাধ্যের অতিরিক্ত যেন তাহাদের নিকট হইতে আদায় করা না হয়।

শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পর তাঁহার অভিপ্রায় অনুসারে তাঁহাকে তাঁহার মুরুব্বীদের সাথে দাফন করা হয়। দাফন কার্য্য সমাপ্তির পর পূর্বোল্লেখিত ব্যক্তিগণ একত্রিত হইলে আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) প্রস্তাব করিলেন যে ৬ জনের মধ্যে একজন অপরজনকে স্বীয় ক্ষমতা অর্পন পূর্বক তিনজনের উপর মিমাংসার ভার অর্পন করা হউক। জোবায়ের (রাঃ) আলী (রাঃ) এর উপর, তালহা (রাঃ) ওসমান (রাঃ) এর উপর এবং সায়াদ (রাঃ) আবদুর রহমান (রাঃ) এর উপর ক্ষমতা অর্পন করিলে আবদুর রহমান (রাঃ) দ্বিতীয় প্রস্তাবে আলী (রাঃ) ও ওসমান (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন- আপনাদের মধ্যে যিনি খলীফা হইবেন না বলিয়া স্বীকৃতি দিবেন

তাঁহাকেই খলীফা নির্বাচনের ক্ষমতা দান করা হইবে। আলী (রাঃ) ও ওসমান (রাঃ) এই প্রশ্নের সামনে চুপ থাকিলে আবদুর রহমান (রাঃ) বলিলেন- আমি খলীফা না হওয়ার স্বীকৃতি দিতেছি। আপনারা আমাকে খলীফা নির্বাচনের ক্ষমতা দিলে আমি আল্লাহকে হাজির নাজির জানিয়া সর্বোত্তম ব্যক্তিকে খলীফা নির্বাচিত করিব। ইহাতে তাঁহারা উভয়ে স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন জ্ঞাপন করিলেন।

আবদুর রহমান (রাঃ) এর উপর খলীফা নির্বাচনের দায়িত্ব বর্তাইবার পর তিনি একাধারে তিনরাত্র প্রায় না ঘুমাইয়া লোকজনের পরামর্শ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। রাত কয়টির শেষটিতে তিনি মেসওয়ার ইবনে মাখরামাহ (রাঃ) এর ঘরে আসিয়া তাঁহাকে নিদ্রোথিত করিয়া জোবায়ের (রাঃ) ও সাযাদ (রাঃ)কে ডাকাইয়া আনাইলেন। তাঁহাদের সাথে পরামর্শ করার পর তিনি আলী (রাঃ)কে ডাকাইয়া আনাইয়া গভীর রাত পর্যন্ত তাঁহার সঙ্গে গোপন আলোচনা করিলেন। 'আলী (রাঃ) নির্বাচিত হওয়ার আশা নিয়া চলিয়া গেলে তিনি ওসমান (রাঃ)কে ডাকাইয়া আনাইয়া তাঁহার সঙ্গে ফজরের আজান পর্যন্ত গোপন আলোচনা করিলেন।

ফজরের নামাজের পর উক্ত বিশিষ্ট ৬ জন ব্যক্তি মিম্বরের নিকট একত্রিত হইয়া বসিলেন। মদীনার সকল মোহাজের, আনসার ও অন্যান্য এলাকার গভর্নরগণও হজ্ব উপলক্ষ্যে তথায় উপস্থিত ছিলেন। সকলের উপস্থিতিতে আবদুর রহমান (রাঃ) আলী (রাঃ)কে হাত ধরিয়া নির্জনে নিয়া বলিলেন-আপনি রসূল (দঃ) এর নিকটতম আত্মীয় ও অনেক পূর্বে ইসলাম গ্রহণকারী। আপনি আল্লাহকে সাক্ষী রাখিয়া প্রতিজ্ঞা করুন যদি আপনাকে খলীফা নিযুক্ত করা হয় তবে আপনি আদল, ইনসাফ ও ন্যায় পরায়নতার উপর সুদৃঢ় থাকিবেন আর যদি ওসমান (রাঃ)কে খলীফা নিযুক্ত করা হয় তবে আপনি তাহা গ্রহণ করিয়া নিবেন ও মানিয়া নিবেন। অতঃপর ওসমান (রাঃ)কেও একইরূপে নির্জনে নিয়া একই রূপ প্রতিজ্ঞা গ্রহণের পর আবদুর রহমান (রাঃ) সর্ব সমক্ষে দাঁড়াইয়া কলেমা শাহাদাত পাঠ করিয়া ভাষন দিতে শুরু করিয়া বলিলেন- হে আলী (রাঃ)! আমি সর্ব সাধারণের অভিমত তলাইয়া দেখিয়াছি যে তাহারা ওসমান (রাঃ)কেই সকলের উপর স্থান দিয়া থাকে, অন্য কাহাকেও এই ব্যাপারে তাঁহার সমতুল্য মনে করে না। অতএব, আপনি মনের মধ্যে অন্য কোন ভাবধারার অবকাশ দিবেন না। হে ওসমান (রাঃ)! আপনাকে খলীফারূপে স্বীকৃতিদানে আমি আপনার হাতে বাইয়াত গ্রহন করিতেছি। আপনি আল্লাহর উপর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হউন যে আপনি আল্লাহর, আল্লাহর রসূলের এবং তাঁহার উভয় খলীফার অনুসরনে দৃঢ়পদ থাকিবেন।

সঙ্গে সঙ্গে সকল মোহাজের, আনসার, গভর্নর ও উপস্থিত সকলে একবাক্যে ওসমান (রাঃ) এর হাতে বাইয়াত হইলেন। মদীনার সকল লোকই মসজিদে প্রবেশ করিয়া বাইয়াত গ্রহন করিল।

হাদীস- ১৬৫৩। সূত্র- হযরত ওবায়দুল্লাহ ইবনে আদী (রাঃ)- কুফার গভর্ণর ওলীদ (রাঃ) এর বিচার।

মেসওয়ার ইবনে মাখরামাহ (রাঃ) ও আবদুর রহমান ইবনুল আসওয়াদ (রাঃ) আমাকে ওলীদ (রাঃ) সম্পর্কে লোকদের অভিযোগ সম্বন্ধে কথা বলার জন্য ওসমান (রাঃ) এর নিকট প্রেরন করিলেন। ওসমান (রাঃ) নামাজ পড়িতে যাইবার কালে আমি তাঁহার নিকট অগ্রসর হইয়া বলিলাম- আপনার হিত সম্পর্কেই আপনার সাথে আমার কথা বলা প্রয়োজন। তিনি বলিলেন- আমি তোমা হইতে আল্লাহর আশ্রয় চাহিতেছি।

আমি ফিরিয়া আসিয়া নামাজ পড়িতে গেলাম। নামাজান্তে প্রেরনকারীদের নিকট গিয়া আমার কথা ও ওসমান (রাঃ) এর উত্তর শুনাইলে তাঁহারা বলিলেন- আপনি আপনার কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন। ইতিমধ্যে খলীফা ওসমান (রাঃ) এর দূত আসিয়া ডাকিলে আমি ওসমান (রাঃ) এর নিকট গেলাম। তিনি আমাকে বিষয়টি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে আমি বলিলাম- আল্লাহতা'লা মোহাম্মদ (দঃ)কে সত্যদ্বীনের বাহকরূপে পাঠাইয়াছিলেন এবং তাঁহার উপর কোরআন নাজেল করিয়াছিলেন। আপনি আল্লাহ ও আল্লাহর রসূলের ডাকে সাড়া দানকারীদের অন্যতম। আপনি হাবসা ও মদীনা উভয়ের হিজরতকারী। আপনি রসূল (দঃ) এর সাহচর্য্য লাভ করিয়াছেন ও তাঁহার রীতিনীতি দেখিয়াছেন। ওলীদ[১] (রাঃ) সম্পর্কে লোকেরা নানা কথা বলিতেছে। আপনার উচিত তাঁহাকে শাস্তি দেওয়া।

ওসমান (রাঃ) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন- তুমি নবী করীম (দঃ) এর সাহাচর্য্য লাভ করিতে পারিয়াছ কি? আমি বলিলাম- না, তবে তাঁহার প্রচারিত এলেম ও জ্ঞান আমার নিকট পৌঁছিয়াছে। তখন তিনি বলিলেন- তুমি রসূল (দঃ) ও আমার সম্বন্ধে যাহা যাহা বলিয়াছ সকলই সত্য। আমি রসূল (দঃ) এর হাতে বাইয়াত গ্রহন করিয়াছি। তাঁহার নিকট অঙ্গীকার করিয়া উহার বরখেলাপ কোন কাজ কখনও করি নাই। তাঁহাকে কখনও ধোকা দেই নাই। তাঁহার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এই সম্পর্কই বজায় রাখিয়াছি এবং তাঁহার পর আবু বকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ) এর সাথেও এই সম্পর্কই বজায় রাখিয়াছি। পূর্ববর্তী খলীফাদের সাথে আমি এবং আমরা সকলে যেইরূপ সম্পর্ক বজায় রাখিয়া চলিয়াছি- আমি কি তোমাদের নিকট হইতে ঐরূপ সম্পর্কের হকদার নহি? আমি বলিলাম- নিশ্চয়ই। তিনি বলিলেন- তবে তোমাদের পক্ষ হইতে আমার বিরুদ্ধে এই সব নানা রকম কথাবার্তা হয় কেন? ওলীদ সম্পর্কে তুমি যাহা উল্লেখ করিয়াছ ইনশাআল্লাহ আমি অচিরেই সে সম্পর্কে সঠিক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছি।

অতঃপর তিনি আলী (রাঃ)কে ডাক.ইয়া আনিলেন ও ওলীদ (রাঃ)কে বেত্রদন্ডের[২] আদেশ দিলেন। [১। ওলীদ (রাঃ) ওসমান (রাঃ) এর দূর সম্পর্কের আত্মীয় এবং কুফার গভর্নর ছিলেন। তাঁহার বিরুদ্ধে মদ্যপানের মিথ্যা অভিযোগ এবং ওসমান (রাঃ) এর বিরুদ্ধে স্বজনপ্রীতির অভিযোগ আনা হইয়াছিল। ২। চল্লিশ বেত্রদন্ড বা মতান্তরে ৮০ বেত্রদন্ডের বা জোড়া বেত্র দ্বারা ৪০ বেত্রদন্ডের]

হাদীস- ১৬৫৪। সূত্র- হযরত সাহল ইবনে স'য়াদ (রাঃ)- **আলী (রাঃ) এর আবু তোরাব নাম।**

একব্যক্তি সাহল ইবনে সায়াদ (রাঃ) এর নিকট বলিল যে একব্যক্তি মদীনার তৎকালীন শাসনকর্তা আলী (রাঃ) সম্পর্কে 'আবু তোরাব'[১] বলিয়া কটাক্ষ করিয়া থাকে। ইহা শুনিয়া সাহল (রাঃ) হাঁসিয়া বলিলেন- তাঁহার এই নাম তো স্বয়ং রসূলুল্লাহ (দঃ) কর্তৃক স্নেহভরে প্রদত্ত নাম- যাহা আলী (রাঃ) এরও অত্যন্ত প্রিয়। ঘটনার বিবরন এইঃ-

একদা আলী (রাঃ) রাগ করিয়া মসজিদে গিয়া শুইয়াছিলেন। নবী করীম (দঃ) ফাতেমা (রাঃ) এর গৃহে আসিয়া আলী (রাঃ) এর খোঁজ করিলে ফাতেমা (রাঃ) বলিলেন যে তিনি সম্ভবতঃ মসজিদে রহিয়াছেন। নবী করীম (দঃ) মসজিদে আসিয়া দেখিলেন আলী (রাঃ) এর পিঠের নীচ হইতে চাদর সরিয়া গিয়াছে এবং তাঁহার পিঠে মাটি লাগিয়া রহিয়াছে। রসূল (দঃ) তাঁহার পিঠ হইতে মাটি ঝাড়িতে ঝাড়িতে সোহাগ করিয়া ডাকিলেন, 'হে আবু তোরাব! উঠ। [মাটির পিতা: মাটি মাখা ব্যক্তি অর্থে]

হাদীস- ১৬৫৫। সূত্র- হযরত জাবের (রাঃ)- **বেলাল (রাঃ) সর্দ্দার।**

ওমর (রাঃ) বলিয়া থাকিতেন- আবু বকর (রাঃ) আমাদের সর্দ্দার। তিনি আমাদের আর এক সর্দ্দার বেলাল (রাঃ)কে মুক্ত করিয়াছিলেন।

হাদীস- ১৬৫৬। সূত্র- হযরত কায়স (রাঃ)- **নবীহীন মদীনায় থাকিতে বেলাল (রাঃ) এর অনিচ্ছা।**

নবী করীম (দঃ) এর তিরোধানের পর বেলাল (রাঃ) আবুবক্কর (রাঃ) কে বলিয়াছিলেন- আপনি যদি আমাকে নিজের জন্য ক্রয় করিয়া থাকেন তবে আপনার নিকট থাকিতে আমি বাধ্য; আর যদি আল্লাহর ওয়াস্তে ক্রয় করিয়া থাকেন তবে আমাকে আল্লাহর রাস্তায় কাজ করিতে ছাড়িয়া দিন[১]।

[১। জেহাদ করার মানসে। নবীহীন মদীনা অসহনীয় বলিয়া]

হাদীস- ১৬৫৭। সূত্র- হযরত আবদুর রহমান ইবনে ইয়াজীদ- **রসূল (দঃ) এর চালচলনের ন্যায় ব্যক্তি।**

হোজায়ফা (রাঃ)কে বলিলাম- আমাদের শিক্ষালাভের জন্য এমন ব্যক্তির সন্ধান দিন যাহার চালচলন ও স্বভাব চরিত্র রসূলুল্লাহ (দঃ) এর সর্বাধিক নিকটতম। তিনি বলিলেন- আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) এর ন্যায় আর কাউকেও দেখি না।

হাদীস- ১৬৫৮। সূত্র- হযরত আবু মুসা আশআরী (রাঃ)- **ইবনে মাসউদ (রাঃ) ছিলেন রসুল (দঃ) এর পরিবারভুক্ত।**

আমি মদীনায় দীর্ঘকাল থাকিয়াও আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)কে নবী করীম (দঃ) এর পরিবারের লোক বলিয়া ভাবিতাম। তিনি এবং তাঁহার মাতা নবী করীম (দঃ) এর গৃহে অত্যধিক যাতায়াত করিতেন।

হাদীস- ১৬৫৯। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **জাফর (রাঃ) এর গুনাবলী।**

কেহ কেহ অভিযোগ করিয়া থাকে যে আমি হাদীস অধিক বর্ণনা করিয়া থাকি। আমি ভাল খাওয়া পরা ও চাকর চাকরানী রাখার সামর্থবান হওয়ার পূর্বে কোন প্রকারে পেট পুরিবার ব্যবস্থা হইলেই রসুলুল্লাহ (দঃ) এর সঙ্গে জড়াইয়া থাকিতাম। কোন কোন সময় ক্ষুধার তাড়নায় কাঁকরময় জমিনের সাথে পেট চাপা দিয়া থাকিতাম আবার কোন কোন সময় তাহার মেহমান হওয়ার আশায় কোন কোন লোককে কোরআনের আয়াত জিজ্ঞাসা করিতাম- যদিও উক্ত আয়াত আমার জানা ছিল।

আমি দেখিয়াছি গরীব মিসকিনদের জন্য সর্বাধিক উত্তম ব্যক্তি ছিলেন জাফর ইবনে আবু তালেব। তিনি আমার মত দরিদ্র ব্যক্তিদেরকে ঘরে নিয়া যাহা কিছু থাকিত খাওয়াইতেন। কোন কোন সময় খাবার কিছুই না থাকাবস্থায় তিনি ঘৃত রাখার ভাণ্ডকে ফাঁড়িয়া আমাদের সামনে রাখিতেন আর আমরা উহা চাটিয়া চাটিয়া খাইতাম।

হাদীস- ১৬৬০। সূত্র- হযরত জাবের (রাঃ)- **জোবায়ের বিশেষ সাহায্যকারী।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- প্রত্যেক নবীরই বিশেষ সাহায্যকারী ছিল। আমার বিশেষ সাহায্যকারী হইল জোবায়ের (রাঃ)।

হাদীস- ১৬৬১। সূত্র- হযরত ওরওয়া ইবনে জোবায়ের (রাঃ)- **জোবায়ের (রাঃ) এর ব্যবহৃত তরবারীর বরকত।**

ইয়ারমুকের জেহাদে রসুল (দঃ) এর সাহাবীগন জোবায়ের (রাঃ)কে এই কথা বলিয়া আক্রমন চালাইবার অনুরোধ করিলেন যে তিনি আক্রমন চালাইলে তাঁহারাও অগ্রসর হইবেন এবং তাঁহারা পিছপা হইবেন না। জোবায়ের (রাঃ) আক্রমন চালাইয়া শত্রু ব্যূহ মধ্যে একা হইয়া গেলেন। শত্রুরা তাহার কাঁধদ্বয়ের মধ্যে পৃষ্ঠদেশে দুইটি ভীষন আঘাত করিয়াছিল। ঐ আঘাতদ্বয়ের মধ্য বরাবর আর একটি আঘাত চিহ্ন ছিল- যাহা বদর যুদ্ধের। ঐ আঘাতগুলি এতই প্রসস্ত ছিল যে শুকাইবার পরও যে গর্ত ছিল তাহাতে আমরা হাত ঢুকাইয়া খেলা করিতাম। ঐ জেহাদে জোবায়ের (রাঃ) এর জেষ্ঠ পুত্র আবদুল্লাহ (রাঃ) ছিলেন। তিনি তখন দশ বৎসরের বালক।

জোবায়ের (রাঃ) এর ব্যবহৃত তরবারিটির কিছু অংশ বদর যুদ্ধে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। উহা আবদুল্লাহ (রাঃ) এর নিকট ছিল। আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়ের (রাঃ) শহীদ হইলে ঐ তরবারিটি একব্যক্তি তিন হাজার দেরহামে ক্রয় করিয়া নিল। জোবায়েরের পৌত্র হেশাব অনুতাপ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন- যে কোন মূল্যে যদি আমি তরবারিখানা ক্রয় করিতাম তবে আমার সৌভাগ্য হইত।

হাদীস- ১৬৬২। সূত্র- হযরত জাবের ইবনে সামুরা (রাঃ)- সায়াদ **ইবনে আবু অক্কাস (রাঃ) সম্বন্ধে মিথ্যা।**

সায়াদ (রাঃ) সম্পর্কে এক কুফাবাসী ওমর (রাঃ) এর নিকট নানাহ অভিযোগ করিয়া ইহাও বলিল যে তিনি নামাজও ভালভাবে পড়ান না। ওমর (রাঃ) সায়াদ (রাঃ)কে ডাকিয়া বলিলেন- আপনার সম্বন্ধে নানাহ অভিযোগের মধ্যে নামাজ সম্পর্কে অভিযোগ রহিয়াছে। সায়াদ (রাঃ) বলিলেন- আমি তো তাহাদেরকে নামাজ পড়াইয়া থাকি বিন্দু মাত্রও ত্রুটি না করিয়া অবিকল রসূলুল্লাহ (দঃ) এর নামাজের মত। ওমর (রাঃ) বলিলেন- আপনি যাহা বলিয়াছেন তাহাই সত্য। আপনার সম্বন্ধে আমার ধারনাও এইরূপ।

অতঃপর ওমর (রাঃ) কুফায় গিয়া সরে জমিনে অভিযোগ তদন্ত করার জন্য সায়াদ (রাঃ) এর সঙ্গে লোক পাঠাইয়া দিলেন। তদন্তকারী কুফার প্রতিটি মসজিদে উপস্থিত হইয়া লোকদের মতামত গ্রহন করিল। সকলেই সায়াদ (রাঃ) এর প্রতি ভাল মন্তব্য করিয়া তাঁহার প্রশংসা করিল। শুধুমাত্র বনু আব্স গোত্রীয় মসজিদে উসামা ইবনে কাতাদাহ নামক এক ব্যক্তি বলিল- (১) সায়াদ জেহাদ অভিযানে সৈন্য বাহিনীর সাথে যায় না, (২) সঠিকরূপে বন্টন করে না এবং (৩) ন্যায় বিচার করে না। ইহা শুনিয়া সায়াদ (রাঃ) বলিলেন- আল্লাহর কসম- আমিও আল্লাহর দরবারে তিনটি আবেদনই করিব- আয় আল্লাহ! তোমার এই বান্দা যদি নিজের প্রসিদ্ধি লাভের জন্য মিথ্যা বলিয়া থাকে তবে (১) তাহার বয়স বাড়াইয়া দিও (২) দারিদ্র বেশী করিয়া দিও এবং (৩) লাঞ্ছনার কাজে লিপ্ত করিও।

তাবেয়ী আবদুল মালেক (রঃ) বলিয়াছেন- আমি নিজে ঐ ব্যক্তিকে দেখিয়াছি- বয়সের ভারে তাহার ভ্রূর চামড়া চোখের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে, দারিদ্রের দরুন সে পথে পথে ভিক্ষা করে এবং এই অবস্থায়ও সে যুবতীর গায়ে হাত দেয় এবং তাহাদেরকে উত্তক্ত করে। কেহ তাহাকে এইরূপ করার কারন জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিত- স্বভাব নষ্ট হইয়া গিয়াছে; সায়াদ (রাঃ) এর বদদোয়া লাগিয়া গিয়াছে।

ওমর (রাঃ) সায়াদ (রাঃ)কে কুফার গভর্নরের পদ হইতে অব্যাহতি দিয়াছিলেন[১]। [১। দোষের জন্য নয়। সকলের পসন্দনীয় শাসক নিযুক্তির জন্য।]

হাদীস- ১৬৬৩। সূত্র- হযরত সায়াদ (রাঃ)- সায়াদ (রাঃ) তৃতীয় মুসলমান।

আমি সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহনকারীদের একজন। সাতদিন পর্যন্ত আমি ইসলামের এক তৃতীয়াংশ ছিলাম। আমি আল্লাহর পথে সর্বপ্রথম তীর নিক্ষেপ করি। আমরা নবী করীম (দঃ) এর সাথে গাছের পাতা খাইয়া জেহাদ করিয়াছি যাহার ফলে আমাদের মল উট ও ছাগলের মলের ন্যায় হইত। এতদিনের এবং এতকষ্টের ইসলাম আমার! এখন আসাদ গোত্রের লোক আমাকে মন্দ বলে! তাহাদের অভিযোগ যদি সত্য হয় তবে আমার জীবনই ব্যর্থ হইয়া গেল এবং সকল দুঃখ কষ্ট নিষ্ফল হইল।

হাদীস- ১৬৬৪। সূত্র- হযরত বরা (রাঃ)- সায়াদ (রাঃ) এর বেহেশতী উপঢৌকন।

রসুল (দঃ) এর নিকট একজোড়া রেশমী বস্ত্র উপঢৌকন হিসাবে আসিলে সাহাবাগন উহার কোমলতা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলে রসুল (দঃ) বলিলেন- সায়াদ ইবনে মোয়াজের জন্য বেহেশতের মধ্যে যে রুমাল হইবে তাহা ইহা অপেক্ষাও অনেক বেশী মোলায়েম হইবে।

হাদীস- ১৬৬৫। সূত্র- হযরত জাবের (রাঃ)- সায়াদ (রাঃ) এর মৃত্যুতে আরশ কাঁপিয়াছে।

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- সায়াদ ইবনে মোয়াজ (রাঃ) এর মৃত্যু শোকে আরশ পর্যন্ত কাঁপিয়া উঠিয়াছে এবং তাঁহার জানাযায় ৭০ হাজার ফেরেস্তা উপস্থিত হইয়াছিল।

হাদীস- ১৬৬৬। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- সাহাবাদের মর্য্যাদা।

ইবাদ ইবনে বিশর (রাঃ) এবং (আমার মনে হয়) উসাইদ ইবনে হোজাইর (রাঃ) অন্ধকার রাত্রে নবী করীম (দঃ) এর নিকট হইতে বাহির হইলে প্রদীপের মত দুইটি আলো তাহাদেরকে পথ দেখাইয়া নিতেছিল। তাঁহারা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরও বাড়ী পৌছা পর্যন্ত প্রত্যেকের সঙ্গে একটি করিয়া আলো ছিল।

হাদীস-১৬৬৭। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- উবাই ইবনে কায়াব (রাঃ) এর মর্য্যাদা।

রসুলুল্লাহ (দঃ) উবাই ইবনে কায়াব (রাঃ)কে বলিলেন- আল্লাহতা'লা তোমাকে 'লাম ইয়া কুনিল লাজিনা' সুরা পাঠ করিয়া শুনাইতে আদেশ করিয়াছেন। তিনি বলিলেন- আল্লাহতা'লা কি আমার নাম উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন? রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন- হ্যাঁ। তিনি[১] আনন্দে কাঁদিয়া ফেলিলেন। [১। উবাই ইবনে কায়াব (রাঃ)]

হাদীস- ১৬৬৮। সূত্র- হযরত সায়াদ ইবনে আবু অক্কাছ (রাঃ)- আবদুল্লাহ ইবনে সালাম বেহেশতী।

আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ)কে তাঁহার জীবিত থাকাবস্থায়ই রসুলুল্লাহ (দঃ) বেহেশতী বলিয়া আখ্যায়ীত করিয়াছেন।

হাদীস- ১৬৬৯। সূত্র- হযরত ক্বায়েস ইবনে ওবাদাহ (রাঃ)- **আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) ঈমানদার।**

একদা আমি মদীনার মসজিদে ছিলাম। এক ব্যক্তি মসজিদে আসিলে তাহার চেহারায় নম্রতা ও খোদাভীরুতা দেখিয়া উপস্থিত লোকজন বলিল- এই লোকটি বেহেশতী। তিনি সংক্ষেপে দুই রাকাত নামাজ পড়িয়া রওয়ানা দিলে আমি তাঁহাকে অনুসরন করিয়া বলিলাম- আপনি মসজিদে প্রবেশ করিলে লোকজন বলিল যে আপনি বেহেশতী। তিনি বলিলেন- অকাট্য প্রমানে প্রমানিত না হওয়া পর্যন্ত এইরূপ না বলাই ভাল। অবশ্য ইহার মূল সূত্র এইরূপঃ- রসূল (দঃ) এর জীবদ্দশায় আমি স্বপ্ন দেখিলাম আমি যেন একটি বড় সুন্দর বাগানে আছি যাহার মধ্যস্থলে একটি খুঁটি পোঁতা। খুঁটিটির মাথা অনেক উঁচু এবং উহার সঙ্গে একটি আয়না। এক ব্যক্তি বলিল- খুঁটিটির উপর দিকে আরোহন কর। আমি বলিলাম- ইহা আমার জন্য অসাধ্য। একজন সাহায্যকারী আসিয়া আমাকে সাহায্য করিলে আমি খুঁটিটির মাথায় উঠিয়া গেলাম এবং আংটাটি ধরিয়া ফেলিলাম। একব্যক্তি বলিল- মজবুত ভাবে ধরিয়া থাকিও। সেই অবস্থায়ই আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল।

স্বপ্নটি নবী করীম (দঃ) এর নিকট ব্যক্ত করিলে তিনি ব্যাখ্যা দানে বলিলেন- বাগানটি হইল দ্বীন ইসলাম এবং খুঁটিটি হইল ঈমান এবং আংটাটি হইল ঈমানের শক্ত আংটা। সামগ্রীকভাবে ব্যাখ্যা হইল- তুমি খাঁটি ভাবে দ্বীন ইসলামের উপর আছ এবং আমৃত্যু উহার উপর মজবুত থাকিবে। এই মহান ব্যক্তিটি ছিলেন- আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ)।

হাদীস- ১৬৭০। সূত্র- হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ)- **দাঁতের বদলে দাঁত, কিন্তু ক্ষমা শ্রেষ্ঠ।**

রুবাইয়্যা (রাঃ) একটি মেয়ের দাঁত ভাঙ্গিয়া ফেলায় মেয়ের পক্ষ কেছাছ দাবী করিলে তাহারা অর্থ বিনিময় দানের প্রস্তাব করিল। কিন্তু মেয়েটির পক্ষ কেছাছের দাবী ছাড়িল না। নবী করীম (দঃ) এর নিকট বিচার উত্থাপিত হইলে তিনি কেছাছের আদেশই দিলেন। অভিযুক্তা রুবাইয়্যার ভ্রাতা আনাস ইবনে নজর (রাঃ) বিস্মিত হইয়া বলিলেন- রুবাইয়্যার দাঁত ভাঙ্গা হইবে! ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর কসম, তাহার দাঁত ভাঙ্গা হইবে না। রসূলুল্লাহ (দঃ)বলিলেন- কোরআনের আইন তো দাঁতের বিনিময়ে দাঁত ভাঙ্গিবার অধিকারই ঘোষনা করে। বাদীপক্ষ কেছাছ ক্ষমা করিয়া দিয়া অর্থ বিনিময় গ্রহন করিতে স্বীকৃত হইয়া গেলে রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন- আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে এমন লোকও আছে যাঁহারা আল্লাহর উপর ভরসা করিয়া কসম করিয়া কোন কথা বলিয়া ফেলিলে আল্লাহতা'লা উহাকে বাস্তবায়িত করিয়া থাকেন। তাঁহার কসম ভঙ্গ হইতে দেন না।

হাদীস- ১৬৭১। সূত্র- হযরত আসওয়াদ (রাঃ)- **উত্তম লোকদের কাহাকেও মোনাফেকী স্পর্শ করিয়াছিল।**

আমরা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) এর নিকট বসা ছিলাম। হোজায়ফা (রাঃ) আসিয়া বসিলেন ও বলিলেন- লোকদের মধ্যে এমন লোকেরও মোনাফেকী সৃষ্টি হইয়াছিল যাহারা তোমাদের অপেক্ষা উত্তম

শ্রেনীর লোক পরিগনিত ছিলেন। আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম- আল্লাহতা'লা বলিতেছেন- 'মোনাফেকেরা দোজখের সর্বাধিক গভীরতার তলদেশে থাকিবে।' হোজায়ফা (রাঃ) ব্যাখ্যাদানে বলিলেন- যাঁহারা তোমাদের অপেক্ষা উত্তম ছিলেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) এর কথা শুনিয়াছিলেন, সাহচর্য্য লাভ করিয়াছিলেন- এই ধরনের লোককেও মোনাফেকী স্পর্শ করিয়াছিল। অবশ্য তাঁহারা সতর্ক হইয়া তওবা করিলে আল্লাহতা'লা তাহাদের তওবা কবুল করিয়া পূর্বের মর্তবার অধিকারী করিয়াছিলেন।

হাদীস- ১৬৭২। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়ের (রাঃ)- **নবীর সম্মুখে অনুচ্চ স্বরে কথা বলা।**

তাঁহাদের কণ্ঠস্বর নবী করীম (দঃ) এর সম্মুখে উচ্চ হওয়ার কারনে আবু বকর (রাঃ) এবং ওমর (রাঃ) ভয়ঙ্কর ক্ষতির সম্মুখীন হইয়া পড়িয়াছিলেন।

রসুল (দঃ) বনী তামীম গোত্রের লোকদের অনুরোধে সেই গোত্রের জন্য একজন প্রতিনিধি প্রেরনের সিদ্ধান্ত নিলে আবু বকর (রাঃ) কা'কা' ইবনে মা'বাদ (রাঃ) এর নাম প্রস্তাব করিলে ওমর (রাঃ) বলিলেন- না, বরং আক্রাবা ইবনে হাবেস (রাঃ)কে প্রেরন করা হউক। আবু বকর (রাঃ) ওমর (রাঃ)কে বলিলেন- আপনার ইচ্ছাই হইল আমার বিরোধিতা করা। ওমর (রাঃ) বলিলেন- আপনার বিরোধিতার প্রতি আমার মোটেও লক্ষ্য নাই। এইভাবে তাঁহাদের মধ্যে বিতর্ক বাধিল এবং তাঁহাদের উভয়ের কণ্ঠস্বর উচ্চ হইয়া গেল। তৎক্ষনাৎ এই আয়াত নাজেল হইল- 'হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগন! তোমরা নবীর স্বরের উপর নিজেদের স্বর উচ্চতর করিও না, এবং তোমরা তাঁহার সম্মুখে উচ্চঃস্বরে কথা বলিও না- যেরূপ তোমরা পরস্পর পরস্পরের সহিত উচ্চঃস্বরে বলিয়া থাক; অন্যথায় তোমাদের কৃতকর্ম সমূহ বিনষ্ট হইয়া যাইবে এবং তোমরা উহা টের পাইতেছ না। নিশ্চয় যাহারা আল্লাহর রসুলের নিকট নিজেদের স্বর অনুচ্চ রাখে তাহাদের অন্তর সমূহ আল্লাহ সংযমশীলতা দ্বারা পরীক্ষা করিয়াছেন। তাহাদের জন্যই মার্জনা ও সুমহান প্রতিদান রহিয়াছে। (পারা ২৬ সুরা ৪৯ আয়াত ২-৩)এই ঘটনার পর ওমর (রাঃ) রসুলুল্লাহ (দঃ) এর সঙ্গে কথা বলার সময় এত সংযত ও ছোট আওয়াজে কথা বলিতেন যে, অনেক সময় পুনরায় না বলিলে তাঁহার কথা বুঝা যাইত না।

হাদীস- ১৬৭৩। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **স্বভাবগত উচ্চস্বরে আমল বিনষ্ট হইবে না।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) একদা সাবেত ইবনে কায়েস (রাঃ)কে মজলিসে না পাইয়া তাঁহার খোঁজে এক ব্যক্তিকে পাঠাইলেন। ঐ ব্যক্তি সাবেত (রাঃ) এর ঘরে আসিয়া দেখিলেন তিনি আতঙ্কগ্রস্তরূপে ঘরে বসিয়া আছেন। কারন জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন যে, তাঁহার স্বর নবী করীম (দঃ)

এর স্বর অপেক্ষা উচ্চ হইয়া থাকিত বিধায় তাঁহার সমুদয় আমল বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। রসূলুল্লাহ (দঃ) এর নিকট ঘটনা বর্ণনা করিলে তিনি ঐ ব্যক্তি মারফত তাঁহাকে সুসংবাদ পাঠাইলেন- তুমি তাহার নিকট যাও এবং তাহাকে সুসংবাদ দাও- নিশ্চয় আপনি দোজখী হইবেন না, বরং আপনি হইবেন বেহেশতী।

হাদীস-১৬৭৪। সূত্র-হযরত জাবের (রাঃ)-আনসার ও মোহাজেরদের মধ্যে ঝগড়া।

এক জেহাদের সফরে একজন আনসারকে একজন মোহাজের উত্তেজিত হইয়া নিতম্বের উপর আঘাত করিলে আনসার ব্যক্তি 'হে আনসার ভাইগন' বলিয়া সাহায্যার্থে চিৎকার করিল। অপর দিকে মোহাজের ব্যক্তিও হে মোহাজের ভাইগন' বলিয়া সাহায্যের জন্য আহবান জানাইল। রসূল (দঃ) ইহা শুনিয়া বলিলেন- জাহেলিয়াতের যুগের ডাকাডাকি কেন? তাঁহার নিকট ঘটনা ব্যক্ত করা হইলে তিনি বলিলেন- এই ধরনের ডাকাডাকি পরিত্যাগ করা আবশ্যক। ইহা বড়ই ঘৃনার বস্তু।

আবদুল্লাহ ইবনে উবাই[১] ঘটনা শুনিয়া বলিল- মোহাজেরদের সাহস অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে। এইবার মদীনায় ফিরিয়া সংখ্যাগুরু সবলেরা সংখ্যালঘু দুর্বলদিগকে তাড়াইয়া দিবে। ওমর (রাঃ) তাহার এই উক্তি শুনিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি বাধা দিবেন না। আমি এই মোনাফেকের শিরোচ্ছেদ করিয়া ফেলি। রসূল (দঃ) বলিলেন- ধৈর্য্য ধারন কর: কেহ যেন এই কথা না বলিতে পারে যে, মোহাম্মদ (দঃ) তাহার দলভুক্তকে মারিয়া ফেলে। [১। মোনাফেক সর্দার]

হাদীস- ১৬৭৫। সূত্র- হযরত শাকীক ইবনে সালাম (রাঃ)- ইবনে মাসউদ (রাঃ) এর মর্য্যাদা।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) এক ভাষনে বলিলেন- আল্লাহর কসম! আমি সত্তরের চাইতে কিছু বেশী সূরা রসূলুল্লাহ (দঃ) হইতে শিখিয়াছি। আল্লাহর কসম! সাহাবীরা জানেন যে, যাহারা আল্লাহর কেতাব সবচেয়ে ভাল জানেন আমি তাহাদের একজন, আমি সর্বোত্তম নই। শাকীক (রাঃ) আরও বলিয়াছেন- আমি কখনও কাউকে বৈঠকে তাঁহার বক্তব্যের মধ্যে কোন আপত্তি করিতে শুনি নাই।

হাদীস- ১৬৭৬। সূত্র- হযরত জাবের (রাঃ)- সামর্থের ব্যাপারে ভবিষ্যবানী।

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন- তুমি কি আনমাত[১] তৈরী করাইয়া নিয়াছ? আমি বলিলাম- ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আনমাত কোথা হইতে জোগাড় করিব[২]? তিনি বলিলেন- শীঘ্রই তোমরা এইগুলি পাইয়া যাইবে[৩]। [১। পর্দা, চাদর ইত্যাদি। ২। দারিদ্রের কারনে। ৩। সামর্থ আসিবে অর্থে]

হাদীস-১৬৭৭। সূত্র- হযরত কাতাদা (রাঃ)- সাহাবাগণ মোসাফাহা করিতেন।

আমি আনাস (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম- নবী করীম (দঃ) এর সাহাবাগনের মধ্যে মোসাফাহার রেওয়াজ ছিল কি? তিনি বলিলেন-হ্যাঁ।

হাদীস- ১৬৭৮। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- বালক দ্বারা খেদমত করানো।

রসূলুল্লাহ (দঃ) মদীনায় আগমন করিলে আবু তালহা (রাঃ) আমার হাত ধরিয়া তাঁহার নিকট নিয়া গিয়া বলিলেন- ইয়া রসূলাল্লাহ! আনাস বুদ্ধিমান ছেলে। তাহাকে আপনার খেদমতের সুযোগ দিন। আমি ঘরে এবং বাহিরে সফরের সময় তাঁহার খেদমত আঞ্জাম দেই। আল্লাহর কসম! তিনি আমাকে কখনও বলেন নাই, তুমি এইরূপ কেন করিয়াছ, অথবা এইরূপ কেন কর নাই?

হাদীস- ১৬৭৯। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- জায়েদ (রাঃ) এর গুনাবলী।

নবুওত প্রাপ্তির পূর্বে বালদাহ এলাকার শেষ প্রান্তে জায়েদ ইবনে আমর সহ নবী করীম (দঃ)কে কোন কোরায়েশ দাওয়াত করিয়া খাবার দিলে তিনি উহা খাইতে অস্বীকার করিয়া জায়েদ ইবনে আমর এর সামনে রাখিয়া বলিলেন- আমি আল্লাহর নামে জবাইকৃত ছাড়া খাই না; তোমরা দেবদেবীর নামে জবাই করিয়া খাও। জায়েদ কোরায়েশদের জবাই করার রীতির প্রতি ভৎসনা করিয়া বলিতেন- ভেড়া বকরী সৃষ্টি করিয়াছেন আল্লাহ, উহার আহার জন্মানোর জন্য আকাশ হইতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন আল্লাহ। আর সেই ভেড়া বকরীকে তোমরা জবাই কর আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে- ইহা বড় অন্যায়।

জায়েদ ইবনে আমর সিরিয়ায় সত্যের খোঁজে গিয়া এক ইহুদী আলেমের নিকট তাহাদের ধর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়া সেই ধর্ম গ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ করিলে ইহুদী আলেম বলিল- আমাদের ধর্ম গ্রহণ করিয়া নিজের উপর আল্লাহর গজব টানিও না। জায়েদ বলিলেন- আমি আল্লাহর গজব হইতে বাঁচিতে চাই। আপনি আমাকে অন্য কোন ধর্মের সন্ধান দিন। সে বলিল- তুমি একমাত্র হানীফ ধর্ম অর্থাৎ ইব্রাহীম (আঃ) এর ধর্ম গ্রহণ করিতে পার যাহাতে রহিয়াছে একত্ববাদ এবং একমাত্র আল্লাহতালার উপাসনা।

জায়েদ এক খৃষ্টান আলেমের সাথে দেখা করিয়া একই কথা বলিলে খৃষ্টান আলেমও এই কথাই বলিলেন। জায়েদ সিরিয়া হইতে ফিরিয়া আসিয়া আল্লাহ তা'লার দরবারে হাত তুলিয়া বলিলেন- হে আল্লাহ, আমি তোমাকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি- আমি ইব্রাহীম (আঃ) এর ধর্মমতের উপর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলাম। আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ) হইতে বর্ণিত- জায়েদ কা'বা ঘরের সহিত হেলান দিয়া বলিতেছিলেন- হে কোরায়েশগণ! আমি ভিন্ন তোমরা অন্য কেহ ইব্রাহীম (আঃ) এর ধর্মমতের উপর নহ।

জায়েদ অন্ধকার যুগের সকল অপকর্ম হইতে পবিত্র ছিলেন। কোন পিতা কন্যা সন্তানকে হত্যা করিতে চাহিলে তিনি তাহাকে নিজের আশ্রয়ে নিয়া লালন পালন করিতেন এবং কন্যা বড় হইলে পিতা ইচ্ছা করিলে তিনি তাহাকে দিয়া দিতেন। অন্যথায় নিজেই সকল ব্যয়ভার বহন করিতেন।

মক্কাতে জায়েদ ভিন্ন অরকা ইবনে নওফল, আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ, আবদুল্লাহ ইবনে হোয়াইরেস, কোসাই ইবনে সায়দা প্রমুখ একত্ববাদী ব্যক্তি ছিলেন। কোসাই ইবনে সায়দা আদর্শ মূলক ভাষণ দিতেন। প্রসিদ্ধ ওকাজ মেলায় তিনি নবী করীম (দঃ) এর উপস্থিতিতে তাঁহার আবির্ভাবের আলোচনা করিয়া বলিয়াছিলেন যে তাঁহার আবির্ভাবের সময় ঘনাইয়া আসিয়াছে। তাঁহার প্রতি যাহারা ঈমান আনিবে তাহারা ধন্য হইবে এবং তিনি তাহাদের জন্য দিশারী হইবেন। যাহারা তাঁহার বিরোধিতা করিবে তাহারা ধ্বংস হইবে।

ঐ সময় নবী করীম (দঃ) স্বীয় জাতির ও দেশবাসীর মধ্যে পূর্নরূপে মিশিয়া থাকিতেন। বড় বড় বিরোধ নিস্পত্তিতে ও সালিসীতে নবী করীম (দঃ)কে পাইলে সকলেই আনন্দ বোধ করিত এবং তাঁহার ভূমিকাকে সাদরে বরণ করিত।

হাদীস-১৬৮০। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **জাফর (রাঃ) এর আঘাত সব সামনের দিকে।**

আমি মুতার যুদ্ধের দিন জাফর (রাঃ) এর মৃতদেহে বর্শা তরবারীর ৫০ টি[১] আঘাত গুণিলাম, যাহার সবগুলিই ছিল সামনের দিকে। [১। বড় আঘাত]

হাদীস- ১৬৮১। সূত্র- হযরত মোসাইয়্যেব (রঃ)- **বিপরীত কাজের জন্য আক্ষেপ।**

আমি বরা (রাঃ) কে বলিলাম- আপনি সৌভাগ্যবান ও আপনার জন্য সুসংবাদ। যেহেতু আপনি নবী করীম (দঃ) এর সাহাবী হইবার সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছেন এবং হোদায়বিয়ায় বাইয়াতে রিদওয়ান গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলিলেন- হে ভাতৃস্পুত্র, তুমিত জান না রসূলুল্লাহ (দঃ) এর ইন্তেকালের পর আমরা কি কি বিপরীত কাজ করিয়াছি!

হাদীস- ১৬৮২। সূত্র- হযরত ওরওয়া ইবনে জোবায়ের (রাঃ)- **কবরে ওমর (রাঃ) এর পা।**

ওয়ালীদ ইবনে আবদুল মালেকের সময় দেওয়াল[১] ধসিয়া পড়িলে সবাই তাহা পুনঃনির্মান শুরু করিল। হঠাৎ একটি পা বাহির হইয়া পড়িলে সবাই এই ভাবিয়া ভীত হইল যে এইটি নবী করীম (দঃ) এর পা হইবে। কিন্তু এই ব্যাপারে সঠিক জানে এমন কাহাকেও পাওয়া গেল না। অবশেষে ওরওয়া বলিলেন- আল্লাহর শপথ! এইটি রসূলুল্লাহ (দঃ) এর পা নয় বরং এইটি অবশ্যই ওমর (রাঃ) এর পা হইবে। আয়েশা (রাঃ) আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়েরকে অসিয়ত করিয়াছিলেন- আমাকে তাঁহাদের[২] পাশে দাফন না করিয়া বরং আমার সঙ্গীনীদের[৩] সাথে 'বাকী'তে দাফন করিও। কেননা,

তাহাদের সাথে দাফন করিলেই আমি পবিত্র হইয়া যাইব না। [১। রওজার দেওয়াল। ২। নবী (দঃ) ও আবু বকর (রাঃ) ৩। সতীনদের]

নবী

হাদীস-১৬৮৩। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **বরকতের বস্তু হাসিল করা।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- একদা আইউব (আঃ) কাপড় খুলিয়া গোসল করিতেছিলেন। এমন সময় তাঁহার উপর স্বর্ণ পতঙ্গ সমূহ বর্ষিত হইতে লাগিল। তিনি ঐগুলিকে কুড়াইয়া রাখিতে লাগিলেন। আল্লাহতালা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন- হে আইউব! আমি কি তোমাকে এই সমস্ত হইতে পরিতৃপ্ত করি নাই? তিনি আরজ করিলেন- হে আল্লাহ! তোমার তরফ হইতে বর্ষিত বরকতের বস্তু হইতে আমি কখনই অপ্রত্যাশিত হইতে পারি না।

হাদীস-১৬৮৪। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **মৃত্যু নিশ্চিত।**

আজরাইল (আঃ)কে মুসা (আঃ) এর নিকট পাঠানো হইল। তিনি মুসা (আঃ) এর নিকট আসিলে মুসা (আঃ) তাঁহাকে চপেটাঘাত করিলেন- যাহার ফলে তাঁহার চোখ নষ্ট হইয়া গেল। তিনি প্রভুর নিকট ফিরিয়া গিয়া বলিলেন- আপনি আমাকে এমন এক জনের নিকট পাঠাইয়াছেন যে মরিতে চায় না। আল্লাহ তাঁহার দৃষ্টি শক্তি ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন- আবার তাহার নিকট গিয়া তাহাকে একটি ষাঁড়ের পিঠে হাত রাখিতে বল। তাহার হাত যতটুকু জায়গার উপর পড়িবে ততটুকু জায়গার প্রতিটি পশমের জন্য তাহাকে এক বছর আয়ু দেওয়া হইবে। এই কথা তাহাকে জানানো হইলে তিনি বলিলেন- হে প্রভু, তার পর কি হইবে? জবাবে আল্লাহ বলিলেন- তারপর মৃত্যু। এই কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন- তবে এখনই তাহা হউক। তিনি আল্লাহতালার নিকট হইতে পবিত্র ভূমি[১] হইতে একটি ঢিল নিক্ষেপের দূরত্ব পর্যন্ত পৌঁছিয়া যাওয়ার প্রার্থনা করিলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- এই সময় আমি সেখানে থাকিলে পথের পার্শ্বে বালুর লোহিত ঢিবির কাছে তাহার কবর তোমাদেরকে দেখাইয়া দিতাম। [১। বাইতুল মোকাদ্দাস]

হাদীস- ১৬৮৫। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) ও হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)- **নবীদের মধ্যে একের উপর অন্যকে প্রাধান্য না দেওয়া।**

এক মুসলমান ও এক ইহুদীর মধ্যে তুমুল ঝগড়া বাধিয়াছিল। মুসলমান ব্যক্তি বলিয়াছিল- আমার জীবন তাহার নিয়ন্ত্রনাধীন যিনি মোহাম্মদ (দঃ)কে সমস্ত জগতের মধ্যে মনোনীত ও মর্য্যাদা সম্পন্ন করিয়াছেন। ইহুদী লোকটি বলিয়াছিল- তাহার শপথ যিনি মুসা (আঃ)কে সারা বিশ্বের মধ্যে মনোনীত করিয়াছেন ও মর্য্যাদা দান করিয়াছেন। মুসলমান ব্যক্তিটি ক্ষিপ্ত

হইয়া ইহুদীর গালে চপেটাঘাত করিয়া বসিল। ইহুদী রসূল (দঃ) এর নিকট গিয়া অভিযোগ করিলে তিনি মুসলমান লোকটিকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সে তখন সকল কথা বলিল। নবী করীম (দঃ) বলিলেন- তোমরা আমাকে মুসা (আঃ) এর উপরে স্থান দিও না। কারণ, কেয়ামতের দিন সকল মানুষ বেঁহুশ হইয়া পড়িবে। আমি সবার আগে চৈতন্য পাইয়া দেখিতে পাইব যে মুসা (আঃ) আরশের একপাশ ধরিয়া রহিয়াছেন। আমি জানিনা, তিনি বেঁহুশগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, নাকি তিনি আমার আগেই চৈতন্য পাইয়াছিলেন।

হাদীস- ১৬৮৬। সূত্র- হযরত সায়ীদ ইবনে জোবায়ের (রাঃ)- **বড় সংখ্যার অঙ্গীকার পুরন।**

হীরা নিবাসী এক ইহুদী আমাকে জিজ্ঞাসা করিল- মুসা (আঃ) তাঁহার অঙ্গীকারে উল্লেখিত সময়ের দুই সংখ্যার[১] কোন সংখ্যা পূর্ণ করিয়াছিলেন? আমি বলিলাম- জানিনা। পরে ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম যে উভয় সংখ্যার বড় সংখাটি পূর্ণ করিয়াছিলেন যাহা অপর পক্ষের অভিপ্রায় ছিল। আল্লাহর রসূলগন অঙ্গীকার বাধ্যতামূলক না হইলেও তাহা পূরণ করিতেন। [১। বিবাহের মোহরানার বিনিময়ে ৮ অথবা ১০ বৎসর কাজ করার অঙ্গীকার]

হাদীস- ১৬৮৭। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **আদম (আঃ) ছিলেন ষাট হাত লম্বা।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- আল্লাহতা'লা আদম (আঃ)কে সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার উচ্চতা ছিল ৬০ হাত। তারপর আল্লাহতা'লা বলিলেন- যাও এবং ফেরেশতাগণকে সালাম কর। ফেরেশতাগণ সালামের কিরূপ উত্তর দেয় মনোযোগ দিয়া তাহা শোন। কেননা, ইহাই তোমার ও তোমার সন্তানদের সালাম আদান প্রদানের রীতি হইবে। আদম (আঃ) আস্‌সালামু -আলাইকুম বলিলেন। ফেরেশতাগণ জবাব দিলেন- আসসালামুআলাইকা ওয়া রাহমাতুল্লাহ। জবাবে তাহারা ওয়া রাহমাতুল্লাহ অতিরিক্ত যোগ করিলেন। জান্নাতে প্রবেশকারীগণ আদম (আঃ) এর আকার বিশিষ্ট হইবেন। তবে বনি আদমের উচ্চতা সর্বদা হ্রাস পাইতে পাইতে বর্তমান পরিমাপ পর্যন্ত আসিয়াছে।

হাদীস- ১৬৮৮। সূত্র- হযরত আবু সাঈদ (রাঃ)- **উম্মতে মোহাম্মদী মানব জাতির সাক্ষী হইতে পারে।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- নুহ (আঃ) ও তাঁহার উম্মতেরা হাজির[১] হইলে আল্লাহতা'লা জিজ্ঞাসা করিবেন- তুমি কি পৌঁছাইয়াছ[২]? তিনি জবাব দিবেন-হ্যাঁ, হে পরওয়ার দেগার। তখন আল্লাহতা'লা তাঁহার উম্মতগণকে জিজ্ঞাসা করিবেন- নুহ (আঃ) কি তোমাদের নিকট পৌঁছাইয়াছিল[৩]? তাহারা বলিবে -না, আমাদের নিকট কোন নবীই আসে নাই। আল্লাহ'তা'লা নুহ (আঃ)কে জিজ্ঞাসা করিবেন- তোমার পক্ষে কে সাক্ষ্য দিবে? নুহ (আঃ) বলিবেন- মোহাম্মদ (দঃ) এবং তাঁহার উম্মত। তখন আমরা সাক্ষ্য দিব- নিশ্চয়ই তিনি পৌঁছাইয়াছিলেন[৪]। আর ইহাই

আল্লাহর বানী 'এইরূপে আমি তোমাদিগকে আদর্শ সম্প্রদায় করিয়াছি- যেন তোমরা মানবগণের জন্য সাক্ষী হও এবং রসূল ও তোমাদের জন্য সাক্ষী হবে'' (পারা ২ সূরা ২ আয়াত ১৪৩) এর তাৎপর্য।

[১। কেয়ামতের দিন। ২। আমার পয়গাম। ৩। পয়গাম ৪। পয়গাম।]

হাদীস- ১৬৮৯। সূত্র- হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)- **প্রতি হাজারে ৯৯৯ জন জাহান্নামী।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- আল্লাহতায়ালা ডাকিবেন- যে আদম! তিনি বলিবেন- আমি হাজির, সৌভাগ্য এবং সকল কল্যাণ আপনারই হাতে। আল্লাহতায়ালা বলিবেন- জাহান্নামী দলকে বাহির কর। আদম (আঃ) বলিবেন- জাহান্নামী দলের সংখ্যা কত? আল্লাহ বলিবেন- প্রতি হাজারে ৯৯৯ জন। ইহা শুনিয়া ছোটরা বৃদ্ধ হইয়া যাইবে, গর্ভবতীর গর্ভপাত হইয়া যাইবে, মানুষদেরকে নেশাগ্রস্ত উন্মাদ ও মাতালের ন্যায় দেখিতে পাইবে, অথচ তাহারা আসলে মাতাল নয়, কিন্তু আল্লাহর আজাবই ভয়ঙ্কর। সাহাবীগণ আরজ করিলেন- ইয়া রসূলুল্লাহ! সেই একজন আমাদের মধ্যে কে হইবেন? তিনি বলিলেন- তোমরা আনন্দিত হও। কেননা, তোমাদের মধ্য হইতে একজন এবং এক হাজার হইতে ইয়াজুজ মাজুজ হইবে। আমরা তকবীর ধ্বনী দিলাম। অতঃপর তিনি বলিলেন- আমি আশা করি, তোমরা সমগ্র জান্নাতবাসীর এক তৃতীয়াংশ হইবে। আমরা পুনরায় তকবীর ধ্বনি দিলাম। নবী করীম (দঃ) পুনরায় বলিলেন- আমি আশা করি সমগ্র জান্নাতবাসীর তোমরাই হইবে অর্ধেক। আমরা আবারও তকবীর ধ্বনি দিলাম। অতঃপর তিনি বলিলেন- তোমরা তো অন্যান্যদের তুলনায় এমন যেমন সাদা বলদের গায়ে কতিপয় কাল পশম কিম্বা কাল বলদের গায়ে কতিপয় সাদা পশম।

হাদীস- ১৬৯০। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **ইব্রাহীম (আঃ) এর পিতার অবস্থা।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- কেয়ামতের দিন ইব্রাহীম (আঃ) তাঁহার পিতা আজরকে চেহারায় কালিমাযুক্ত ও ধূলাবালি মাখা অবস্থায় দেখিতে পাইয়া বলিবেন- আমি কি আপনাকে বলি নাই যে আমার নাফরমানি করিবেন না? তখন তাঁহার পিতা বলিবেন- আজ তোমার কথা অমান্য করিব না। ইব্রাহীম (আঃ) ফরিয়াদ করিলেন- হে প্রভু, আপনি আমার সাথে ওয়াদা করিয়াছেন যে হাশরের দিন আমাকে লজ্জিত করিবেন না। রহমত হইতে বঞ্চিত পিতার অপমানের চাইতে অধিক অপমান আমার জন্য আর কি হইতে পারে? আল্লাহ বলিবেন- আমি কাফেরদের জন্য চিরতরে জান্নাত হারাম করিয়া দিয়াছি। পুনরায় বলিবেন- হে ইব্রাহীম! তোমার পায়ের তলে কি? তিনি নিচের দিকে তাকাইয়া দেখিবেন সেখানে সারা শরীরে মূত্র রক্ত মাখা একটি মূর্দাখোর জানোয়ার পড়িয়া রহিয়াছে যাহার চার পা

বাঁধিয়া ছুড়িয়া মারা হইতেছে। ।১। আজরের চেহারার পরিবর্তন করিয়া ইব্রাহীম (আঃ) কে অপমানের হাত হইতে রক্ষা করা হইবে।।

হাদীস- ১৬১১। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **ইব্রাহীম (আঃ) কে খতনা করান হইয়াছিল।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- ইব্রাহীম (আঃ) ৮০ বৎসর বয়সে কুঠারের সাহায্যে নিজ হাতে নিজে খত্না করিয়াছিলেন।

হাদীস- ১৬১২। সূত্র- হযরত উম্মে শরীক (রাঃ)- **গিরগিটি ইব্রাহীম (আঃ) এর অগ্নি বাড়াইয়াছিল।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) গিরগিটি মারিবার আদেশ দিয়া বলিয়াছেন- ইব্রাহীম (আঃ)কে যখন অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল তখন এই গিরগিটি অগ্নিকে অধিক প্রজ্বলিত করার জন্য ফুঁ দিয়াছিল।

হাদীস- ১৬১৩। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **ইব্রাহীম (আঃ) এর তিনটি মিথ্যার অনুরূপ বাক্য ও হাজেরা প্রাপ্তি।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- ইব্রাহীম (আঃ) তিনবার ভিন্ন মিথ্যা বলেন নাই। দুইবার ছিল আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমানের জন্য। তিনি বলিয়াছিলেন- 'আমি রুগ্ন'[১] এবং 'তাহাদের এই বড় মূর্তিটিই তাহা করিয়াছে।'[২]

একদা ইব্রাহীম (আঃ) স্বীয় পত্নী 'সারা' কে নিয়া এক জালেম শাসনকর্তার দেশে[৩] পৌঁছিলে শাসনকর্তা খবর পাইল যে এক বিদেশী লোক একজন পরমা সুন্দরী রমনী সাথে নিয়া আসিয়াছে। সে ইব্রাহীম (আঃ) এর নিকট লোক পাঠাইয়া জিজ্ঞাসা করিল- এই রমনীটি কে? তিনি বলিলেন- আমার ভগ্নি।[৪] অতঃপর তিনি 'সারা'র নিকট আসিয়া বলিলেন-হে সারা, জমিনের উপর কেবল তুমি আর আমিই মোমেন রহিয়াছি। এই লোকটি আমাকে তোমার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় আমি বলিয়াছি যে তুমি আমার বোন। তুমি আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিও না। অতঃপর শাসনকর্তা সারার নিকট লোক পাঠাইয়া তাহাকে প্রাসাদে নিল। শাসনকর্তা তাঁহার দিকে হাত বাড়াইলে সে পাকড়াও হইল। জালেম বলিল- আমার জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া কর। আমি তোমাকে কষ্ট দিব না। সারা আল্লাহর নিকট দোয়া করিলে সে মুক্তি পাইল। জালেম পুনরায় হাত বাড়াইলে আরও ভয়ঙ্কর গজবে পতিত হইল এবং এইবার বলিল- আমার জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া কর, আমি তোমার কোন ক্ষতি করিব না। তিনি আবারও দোয়া করিলে সে মুক্তি পাইল। সে দারওয়ানকে ডাকিয়া বলিল- তোমরা আমার নিকট কোন মানুষকে আন নাই; সে জ্বিন। সে 'সারা'র খেদমতের জন্য 'হাজেরা'কে দান করিল। সারা ইব্রাহীম (আঃ) এর নিকট আসিয়া দেখিলেন তিনি এবাদতে মসগুল। তিনি ইশারায় সারাকে কি ঘটিয়াছে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন- আল্লাহ জালেম কাফেরের চক্রান্ত তাহারই বক্ষে উল্টা নিক্ষেপ করিয়াছেন। আর সে হাজেরাকে আমার খেদমতের জন্য দান করিয়াছে। আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন- হে আরববাসীগণ! এই হাজেরাই তোমাদের আদি

মাতা, ।১। মেলায় না যাওয়ার জন্য। তিনি সত্যই মানসীকভাবে পীড়িত ছিলেন। ২। দেবদেবী পূজার অসারতা বুঝাইবার জন্য। ৩। মিশর। ৪। দ্বীনি বোন।

হাদীস- ১৬৯৪। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **বিবি হাজেরার শিশুপুত্র সহ মক্কায় নির্বাসন।**

নারী জাতি সর্বপ্রথম ইসমাইল (আঃ) এর মাতা হইতেই কোমর বন্দ বানানো শিখিয়াছে। হাজেরা 'সারা' হইতে আপন নিদর্শনাবলী[১] লুকানোর জন্যই কোমরবন্দ লাগাইতেন। অতঃপর ইব্রাহীম (আঃ) হাজেরা ও তাঁহার শিশু পুত্র ইসমাইলকে সাথে নিয়া বাহির হইলেন। পথে হাজেরা শিশুকে দুধ পান করাইতেন। ইব্রাহীম (আঃ) তাঁহাদের উভয়কে নিয়া খানায়ে কা'বার নিকটবর্তী স্থানে উপস্থিত হইয়া মসজিদের উঁচু অংশে জমজমের উপরিস্থ এক বিরাট বৃক্ষতলে তাঁহাদেরকে রাখিলেন। তখন মক্কায় কোন জনমানব বা পানির ব্যবস্থা ছিল না। তিনি তাঁহাদেরকে শুধু থলিয়ার মধ্যে কিছু খেজুর ও একটি মশকে স্বল্প পানি দিয়া গেলেন। অতঃপর ইব্রাহীম (আঃ) ফিরিয়া চলিলে ইসমাইলের মাতা তাঁহার পিছু পিছু ছুটিয়া আসিয়া চিৎকার দিয়া বার বার বলিতে লাগিলেন- আপনি আমাদেরকে জনমানবহীন ও পানাহারের বস্তুশূন্য ময়দানে রাখিয়া কোথায় চলিয়া যাইতেছেন? ইব্রাহীম (আঃ) ফিরিয়া তাকাইতেছেন না দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন- ইহা কি আল্লাহর আদেশে করিতেছেন? ইব্রাহীম (আঃ) জবাব দিলেন- হ্যাঁ। হাজেরা বলিলেন- তাহা হইলে আল্লাহতা'লা আমাদিগকে ধ্বংস করিবেন না। তিনি ফিরিয়া আসিলেন। ইব্রাহীম (আঃ) সামনে চলিলেন এবং গিরিবাঁকের এমন স্থানে আসিলেন যেখানে স্ত্রী-পুত্র তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছিল না। তিনি খানায়ে কাবার দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া দুই হাত তুলিয়া দোয়া করিলেন- "হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার পবিত্র ঘরের নিকট এমন এক ময়দানে আমার সন্তান ও পরিজনদের বসতি স্থাপন করিয়া যাইতেছি যাহা কৃষির অনুপযোগী মরুভূমি। উদ্দেশ্য এই- তাহারা সালাত কায়েম করিবে। অতএব, তুমি অন্যান্য লোকদের মনকে এই দিকে আকৃষ্ট করিয়া দাও এবং প্রচুর ফলফলাদি দিয়া ইহাদের রিজিকের ব্যবস্থা করিয়া দাও যাহাতে ইহারা তোমার শুকরিয়া আদায় করিতে পারে।''

ইসমাইলের মাতা ইসমাইলকে দুধ খাওয়াইতেন আর নিজে ঐ মশক হইতে পানি পান করিতেন। মশকের পানি ফুরাইয়া গেলে তিনি তৃষ্ণার্ত হইলেন- শিশুটিও পিপাসায় কাতর হইল। শিশুর দিকে তাকাইয়া দেখিতে পাইলেন শিশুটি জমিনে ছটফট করিতেছে। শিশুপুত্রের দিকে তাকানো তাঁহার অসহনীয় হইয়া উঠিলে তিনি সরিয়া পড়িলেন এবং নিকটবর্তী 'সাফা' পাহাড়ে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ময়দানের দিকে তাকাইয়া এইদিক ওইদিক দৃষ্টি দিলেন কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। দ্রুত সাফা

পর্বত হইতে নামিয়া শ্রান্ত ক্লান্ত ব্যক্তির ন্যায় ময়দান অতিক্রম করিয়া 'মারওয়া' পাহাড়ের উপর উঠিয়া চারিদিকে তাকাইলেন, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। তিনি অনুরূপভাবে সাতবার করিলেন।

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- এই জন্যই মানুষ এই পাহাড় দুইটির মধ্যে সায়ী করে।

অতঃপর তিনি মারওয়া পাহাড়ের উপর থাকাকালে একটি আওয়াজ শুনিয়া সেইদিকে কান দিলেন। আবারও শব্দ শুনিয়া বলিলেন- তোমার আওয়াজ তো শুনিতেছি। তোমার নিকট সাহায্যকারী কেউ থাকিলে আমাকে সাহায্য কর। অকস্মাৎ তিনি জমজমের স্থানে একজন ফেরেশতাকে দেখিতে পাইলেন। সেই ফেরেশতা আপন গোড়ালী (মতান্তরে ডানা) দ্বারা আঘাত করিলে পানি উপছাইয়া উঠিতে লাগিল। হাজেরা ইহার চারিপাশে হাত দিয়া হাউজের আকার দিলেন এবং অঞ্জলি ভরিয়া মশকটি ভরিতে লাগিলেন। পানি তখনও উথলিয়া উঠিতে থাকিল।

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- আল্লাহ ইসমাইলের মাতাকে রহম করুন- যদি তিনি জমজমকে ছাড়িয়া রাখিতেন তাহা হইলে জমজম হইত একটি প্রবহমান ঝরণা।

অতঃপর হাজেরা পানি পান করিলেন এবং শিশু পুত্রকেও দুধ পান করাইলেন। ফেরেশতা তাঁহাকে বলিলেন- আপনি ধ্বংসের কোন আশঙ্কাই করিবেন না। কেননা, এইখানেই আল্লাহর ঘর রহিয়াছে। এই শিশু তাহার পিতার সাথে ইহা পুনঃনির্মান করিবে। আল্লাহ কখনও তাহার পরিজনকে ধ্বংস করেন না। ঐ সময় বাইতুল্লাহ জমিন হইতে টিলার ন্যায় উঁচু ছিল। সয়লাব ও বন্যা আসার ফলে উহা ডানে বামে ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল।

হাজেরার দিন এইভাবেই চলিতেছিল। জোরহোম গোত্রের কিছু লোক এই পথ দিয়া যাওয়ার সময় কতগুলি পাখীকে চক্রাকারে উড়িতে দেখিয়া বলিল- নিশ্চয় ইহারা পানির উপর উড়িতেছে অথচ আমরা এই অঞ্চলে বহুকাল কাটাইয়াছি, এইখানে কখনও পানি ছিল না। তাহাদের একজন বা দুইজন প্রেরীত লোক পানি দেখিতে পাইয়া সবাইকে খবর দিলে তাহারা সেইদিকে অগ্রসর হইল। তাহারা পানির নিকট বসা ইসমাইলের মাতাকে বলিল- আপনি অনুমতি দিলে আমরা আপনার নিকটবর্তী স্থানে বসবাস করিতে চাই। তিনি বলিলেন- এই শর্তে অনুমতি দিতে পারি যে পানির উপর তোমাদের কোন অধিকার থাকিবে না। তাহারা সম্মত হইল।

নবী করীম (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন- এই ঘটনা ইসমাইলের মাতার জন্য এক সুবর্ণ সুযোগ আনিয়া দিল। তিনিও মানুষের সাহচর্য কামনা করিয়াছিলেন।

আগন্তুক দলটি সেইখানে বসতি স্থাপন পূর্বক পরিবার পরিজনকে খবর দিলে তাহারাও আসিয়া ইহাদের সাথে বসবাস করিতে লাগিল। সেইখানে তাহাদের কয়েকটি খান্দান জন্ম নিল। ইসমাইল (আঃ) আস্তে আস্তে বড়

হইয়া তাহাদের নিকট হইতে আরবী শিখিলেন। তিনি নওজোয়ান হইলে তাহাদের প্রিয়পাত্রে পরিনত হইলেন এবং যৌবনপ্রাপ্ত হইলে তাহারা তাহাদের এক মেয়েকে তাঁহার সাথে বিবাহ দিল। বিবাহের পর ইসমাইলের মাতা ইন্তেকাল করিলেন।

ইসমাইল (আঃ) এর বিবাহের পর ইব্রাহীম (আঃ) পরিত্যক্ত পরিজনকে দেখিবার জন্য আসিয়া ইসমাইল (আঃ)কে না পাইয়া তাঁহার স্ত্রীর নিকট তাঁহার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে স্ত্রী বলিল- তিনি আমাদের রিজিকের সন্ধানে বাহির হইয়া গিয়াছেন। তাহাদের জীবনযাত্রা ও অবস্থা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে পুত্রবধূ তাঁহাকে জানাইল- আমরা অত্যন্ত কষ্টে ও অভাবে আছি। তিনি বলিলেন- তোমার স্বামী আসিলে তাহাকে আমার সালাম জানাইয়া বলিও সে যেন তাহার ঘরের দরজার চৌকাঠ বদলাইয়া নেয়।

ইসমাইল (আঃ) বাড়ী আসিয়া যেন একটা কিছু আভাস পাইলেন। তিনি স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন- তোমার নিকট কেউ আসিয়াছিল কি? স্ত্রী বলিল- হ্যাঁ, এমন এমন আকৃতির লোক আসিয়া আপনার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করার পর আপনার সংবাদ জানাইলাম। আমাদের জীবনযাত্রা এবং অবস্থা জানিতে চাহিলে তাঁহাকে জানাইলাম যে আমরা অত্যন্ত কষ্টে ও অভাবে আছি। ইসমাইল (আঃ) এর জিজ্ঞাসার উত্তরে স্ত্রী জানাইল যে তিনি বলিয়া গিয়াছেন যেন তাঁহার সালাম আপনাকে পৌঁছাই এবং তিনি আরও বলিয়া গিয়াছেন আপনি যেন আপনার ঘরের দরজার চৌকাঠ বদলাইয়া ফেলেন। ইসমাইল (আঃ) বলিলেন- ইনি আমার পিতা। তিনি নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন যেন আমি তোমাকে পৃথক করিয়া দেই। সুতরাং তুমি তোমার আপন লোকদের নিকট চলিয়া যাও। এই বলিয়া তিনি স্ত্রীকে তালাক দিলেন এবং গোত্রের অপর একটি মেয়েকে বিবাহ করিলেন।

আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী সময় দূরে থাকার পর ইবরাহীম (আঃ) পুনরায় তাঁহাদিগকে দেখিতে আসিয়া এইবারও ইসমাইল (আঃ)কে না পাইয়া পুত্রবধূর নিকট তাহার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে পুত্রবধূ জানাইলেন যে ইসমাইল (আঃ) খাদ্যের সন্ধানে বাহির হইয়া গিয়াছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন- তোমরা কেমন আছ? তিনি তাহাদের জীবন যাত্রা ও সাংসারিক অবস্থা সম্বন্ধেও জিজ্ঞাসা করিলন। পুত্রবধূ জানাইলেন- আমরা ভাল অবস্থা এবং স্বচ্ছলতার মধ্যেই আছি। তিনি আল্লাহর প্রশংসাও করিলেন। ইব্রাহীম (আঃ) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন- তোমাদের প্রধান খাদ্য এবং পানীয় কি? পুত্রবধূ জানাইলেন- গোশত এবং পানি। ইব্রাহীম (আঃ) দোয়া করিলেন- হে আল্লাহ! তাহাদের গোশত ও পানিতে বরকত দান কর।

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- ঐ সময় তাহাদের খাদ্য শস্য উৎপন্ন হইত না। হইলে তিনি সেই ব্যাপারেও তাহাদের জন্য দোয়া করিতেন।

কোন লোকেই মক্কা ব্যতীত অন্য কোন স্থানে শুধু গোশত এবং পানি দ্বারা জীবন ধারণ করিতে পারে না। কারণ, শুধু গোশত ও পানি মেজাজের মুয়াফিক হইতে পারে না।

ইব্রাহীম (আঃ) তাহার পুত্রবধূকে বলিলেন- তোমার স্বামী আসিলে তাহাকে আমার সালাম বলিবে এবং তাহাকে হুকুম করিবে সে যেন দরজার চৌকাঠ ঠিক রাখে। অতঃপর ইসমাইল (আঃ) বাড়ী আসিয়া স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন- তোমাদের নিকট কেহ আসিয়াছিল কি? স্ত্রী বলিলেন- হ্যাঁ, একজন সুন্দর আকৃতির বৃদ্ধ আসিয়াছিলেন। স্ত্রী তাঁহার প্রসংশা করিয়া বলিলেন- তিনি আপনার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে আমি তাঁহাকে খবর দিয়া দিয়াছি। তিনি আমাদের জীবনযাপন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। আমি জানাইয়াছি যে আমরা ভাল অবস্থায় আছি। ইসমাইল (আঃ) জানিতে চাহিলেন- তিনি কি আর কোন ব্যাপারে আদেশ দিয়া গিয়াছেন? স্ত্রী বলিলেন- হ্যাঁ, আপনার নিকট সালাম বলিয়া আপনাকে আপনার দরজার চৌকাঠ ঠিক রাখার নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন। ইসমাইল (আঃ) বলিলেন- ইনিই আমার পিতা আর তুমি হইলে চৌকাঠ। তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়াছেন যেন তোমাকে বহাল রাখি।

আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী সময় দূরে থাকার পর ইব্রাহীম (আঃ) আবার তাঁহাদের নিকট আসিয়া ইসমাইল (আঃ)কে জমজমের নিকটস্থ একটি গাছের নীচে বসিয়া নিজের তীর মেরামত করিতে দেখিলেন। ইসমাইল (আঃ) পিতাকে দেখিয়া আগাইয়া গেলে উভয়ে উভয়ের প্রতি পিতাপুত্র সুলভ আচরণ করিলেন। ইবরাহীম (আঃ) বলিলেন, হে ইসমাইল (আঃ)। আল্লাহ আমাকে একটি কাজের আদেশ করিয়াছেন। তুমি আমাকে সাহায্য করিবে কি? ইসমাইল (আঃ) বলিলেন- আল্লাহ যাহা আদেশ করিয়াছেন তাহা করিয়া ফেলুন, আমি অবশ্যই সাহায্য করিব। ইবরাহীম (আঃ) উঁচু টিলাটির দিকে ইশারা করিয়া বলিলেন- আল্লাহ আমাকে ইহার চার পাশ ঘেরাও করিয়া একটি ঘর বানাইতে নির্দেশ দিয়াছেন। তখনই তাঁহারা উভয়ে ঘরের দেওয়াল উঠাইতে লাগিয়া গেলেন। ইসমাইল (আঃ) পাথর জোগাড় করিতেন আর ইব্রাহীম (আঃ) গাঁথুনি দিতেন। দেওয়াল উঁচু হইয়া যাওয়ার পর ইসমাইল (আঃ) মাকামে ইবরাহীম নামক পাথরটি আনিলে ইবরাহীম (আঃ) ইহাকে যথাস্থানে রাখিয়া ইহার উপর দাঁড়াইয়া ইমারত নির্মান করিতে লাগিলেন এবং ইসমাইল (আঃ) তাঁহাকে পাথর জোগান দিতে লাগিলেন। তাঁহারা উভয়ে এই দোয়া করিতে লাগিলেন-হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের হইতে কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি শোনেন এবং জানেন।

হাদীস- ১৬৯৫। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **ইবরাহীম (আঃ), লুত (আঃ) এবং ইউসুফ (আঃ) প্রসঙ্গ।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- ইবরাহীম (আঃ) প্রার্থনা করিলেন-হে আল্লাহ! আপনি কিভাবে মৃতকে জীবিত করিবেন তাহা আমাকে একটু দেখাইয়া দিন। আল্লাহ বলিলেন- তুমি কি বিশ্বাস কর না? তিনি বলিলেন- হ্যাঁ, তবে আমার মন যাহাতে শক্তি ও স্থিরতা লাভ করিতে পারে।-এই সম্বন্ধে সন্দেহ করিলে- আমি বলিব তাঁহার অপেক্ষা আমাদের সন্দেহ পোষণ করা অধিক যুক্তিযুক্ত।

আল্লাহ লুত (আঃ) এর উপর রহম করুন! তিনি একটি মজবুত খুঁটির আশ্রয় পাইতে চাহিয়াছিলেন। আর ইউসুফ (আঃ) যত দীর্ঘ সময় কারাগারে ছিলেন এত দীর্ঘ সময় কারাগারে থাকিলে তখন তখনই আহবানকারীর ডাকে সাড়া দিয়া বসিতাম, কিন্তু ইউসুফ (আঃ) তাহা করেন নাই।

হাদীস- ১৬৯৬। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **বনী ইস্রাইলদের অবাধ্যতা।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- বনী ইস্রাইলগণকে শহরে প্রবেশকালে নতশীরে মাথা ঝুকাইয়া এবং মুখে 'হেত্তাতুন'- হে খোদা, আমাদের গোনাহ মাফ করিয়া দাও- বলিতে বলিতে প্রবেশ করিতে বলা হইয়াছিল। কিন্তু তাহারা নিতম্বের উপর ভর করিয়া চলিল, তবুও শীর নোয়াইল না এবং হেত্তাতুন এর পরিবর্তে হাব্বাতোন ফি শাক্বিরাতিন-যবের দানা চাই বলিল।

হাদীস- ১৬৯৭। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **মুসা (আঃ) এর অপবাদ ঘুচানো।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- মুসা (আঃ) ছিলেন খুবই লাজুক প্রকৃতির। তাঁহার শরীরের কোন অংশ কখনও খোলা দেখা যাইত না। বনী ইসরাইল গোত্রের একদল লোক তাঁহাকে এই অপবাদ দিয়া খুবই কষ্ট দিল যে- তাঁহার শরীরে নিশ্চয়ই কোন দোষ আছে যাহার দরুন তিনি শরীর ঢাকিয়া রাখিতে এত তৎপর। শ্বেত রোগ বা একশিরা বা অন্য কোন ঘৃন্য রোগ রহিয়াছে বলিয়া তাহারা রটাইল। আল্লাহতালা মুসা (আঃ)কে অপবাদ হইতে মুক্ত করিতে চাহিলেন। একদিন মুসা (আঃ) নির্জন স্থানে গোসল করার সময় একটি পাথরের উপর পরনের কাপড় খুলিয়া রাখিলেন। গোসল সারিয়া কাপড় নিতে আগাইয়া গেলে পাথরটি কাপড় সহ ছুটিয়া চলিল। মুসা (আঃ) লাঠি হাতে পাথরটিকে ধাওয়া করিয়া বলিতে লাগিলেন- হে পাথর! আমার কাপড়। হে পাথর! আমার কাপড়। পাথরটির পেছন পেছন মুসা (আঃ) বনি ইসরাইলদের এক মজলিসে আসিয়া পড়িলে তাহারা মুসা (আঃ)কে বিবস্ত্র অবস্থায় দেখিল যে তাঁহার শরীর সম্পূর্ণ দোষ মুক্ত। পাথরটি সেইখানে থামিল। মুসা (আঃ) কাপড় নিয়া পরিধান করিলেন এবং পাথরটিকে লাঠিদ্বারা খুব জোরে মারিতে লাগিলেন। আল্লাহর কসম, ইহাতে

পাথরের গায়ে তিন, চার কিংবা পাঁচটি দাগ পড়িয়া গেল। কোরআন শরীফের আয়াতের মর্ম ইহাইঃ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা কখনও তাহাদের মত হইও না- যাহারা মুসাকে ব্যথা দিয়াছিল। অতঃপর আল্লাহ তাঁহাকে তাহাদের দেওয়া অপবাদ হইতে অব্যাহতি দান করিলেন। আর মুসা আল্লাহর কাছে অতি সম্মানিত লোক ছিলেন।' (পারা ২২ সুরা ৩৩ আয়াত ৬৯)

হাদীস- ১৬৯৮। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **খিজির (আঃ) এর নাম করন।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- খিজিরকে খিজির নামকরণ করা হইয়াছিল এই কারনে যে তিনি একদিন ঘাসপাতা বিহীন একস্থানে বসিয়াছিলেন। হঠাৎ ঐ স্থানটি সবুজ[১] সকলকে ঘাসে আচ্ছাদিত হইয়া গেল। [১। আরবী ভাষায় খাজরা অর্থ সবুজ]

হাদীস- ১৬৯৯। সূত্র-হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) -**খিজির (আঃ) এর ঘটনা।**

উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) নবী করীম (দঃ) হইতে বর্ননা করিয়াছেন-

একদিন মুসা (আঃ) বনী ইস্রাইলদের মধ্যে ওয়াজ করিতে দাঁড়াইলেন। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন- আপনার চাইতে বড় আলেম আর কেহ আছে কি? সর্বাপেক্ষা বড় আলেম কে? মুসা (আঃ) বলিলেন - সবচেয়ে বড় আলেম আমি নিজেকেই মনে করি। যেহেতু মুসা (আঃ) উত্তর দানে আল্লাহতাআলার হাওয়ালা করেন নাই সেহেতু আল্লাহতালা অসন্তুষ্ট হইয়া অহী পাঠাইলেন- হে মুসা! আমার একজন বিশিষ্ট বান্দা আছে। দুই সমুদ্রের মিলনস্থানে তাহার দেখা পাইবে। তিনি তোমা অপেক্ষা অধিক এলেম রাখেন। মুসা (আঃ) আল্লাহর দরবারে আরজ করিলেন- ইয়া আল্লাহ! কি করিয়া আমি তাঁহার সাক্ষাৎ পাইতে পারি? আল্লাহতালা বলিলেন- থলিয়ার মধ্যে একটি তাজা মাছ লইয়া বাহির হও। যেই স্থানে ঐ মাছটি জীবিত হইবে এবং নিখোঁজ হইয়া যাইবে ঠিক উহার আশেপাশেই আমার ঐ বান্দাকে পাইবে। মুসা (আঃ) তাঁহার খাদেম ইউশাকে সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিলেন এবং থলিতে একটি তাজা মাছ লইলেন। তিনি খাদেমকে বলিলেন- মাছটি নিখোঁজ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমাকে সংবাদ দেওয়া তোমার বড় কাজ। খাদেম বলিল- আপনি আমাকে বেশী কাজের চাপ প্রয়োগ করেন নাই।

অতঃপর তাহারা সমুদ্রের কিনারা ধরিয়া চলিতে চলিতে এমন একস্থানে পৌঁছিলেন যেইখানে একটি বিরাট পাথর ছিল। সেইখানে পৌঁছিয়া তাঁহারা উভয়েই পাথরের উপর মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িলেন। মুসা (আঃ) নিদ্রিত ছিলেন। ইউশা জাগিয়া দেখিল তাজা মাছটি জীবিত হইয়া থলি হইতে সমুদ্র বক্ষে লাফাইয়া পড়িল। আল্লাহর কুদরতে এই মাছটির সমুদ্রের পানিতে চলার পথে পানির মধ্যে একটি ছিদ্র রহিয়া গেল। খাদেম ভাবিল-

মূসা (আঃ) এর নিদ্রা ভঙ্গ করিব না। আবার তাঁহারা চলিতে আরম্ভ করিলেন। দিবারাত্র চলিয়া ভোর হইলে মুসা (আঃ) খাদেমকে বলিলেন- চলিতে চলিতে খুব ক্লান্তি বোধ করিতেছি। নাশতা আন। মুসা (আঃ)- মাছের ঐ ঘটনার পূর্বে কখনও ক্লান্তি বোধ করেন নাই। নির্দ্দেশিত স্থান অতিক্রম করার পরই তিনি ক্লান্তি বোধ করিলেন। খাদেম বলিল- হায়! আমরা যখন পাথরের নিকট শুইয়া ছিলাম তখন মাছের এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছিল, কিন্তু আমি তাহা আপনার নিকট বর্ননা করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। শয়তানই আমাকে তাহা বর্ণনা করিতে ভুলাইয়াছিল। তখন খাদেম মাছের ঘটনা বর্ননা করিল। মাছের চলার পথে ছিদ্র সৃষ্টি হইয়াছে শুনিয়া মুসা (আঃ) বলিলেন -উহাই তো সেই স্থান যেই স্থানের খোঁজে আমরা বাহির হইয়াছি। তৎক্ষনাৎ তাঁহারা ফিরিয়া চলিলেন এবং পাথরের বরাবর আসিয়া দেখিলেন গভীর সমুদ্রে পানির উপর সবুজ মখমলের বিছানায় চাদর মুড়ি দিয়া আল্লাহতালার এক বান্দা শুইয়া আছেন। তিনি ছিলেন হযরত খিজির (আঃ)।

মুসা (আঃ) তাঁহাকে সালাম করিলে তিনি বলিলেন - এই দেশে সালাম কিরূপ? মুসা (আঃ) আত্মপরিচয় দানের পর খিজির (আঃ)কে আল্লাহ প্রদত্ত কিছু অংশ শিক্ষা করার মানসে তাঁহার সঙ্গে কিছুকাল থাকিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। খিজির (আঃ) বলিলেন-আপনি আমার সঙ্গে ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে পারিবেন না। কারণ, আল্লাহ আমাকে এক প্রকার এলেম দান করিয়াছেন যাহার রহস্য আপনি অবগত নহেন এবং আপনাকে আল্লাহ অন্য প্রকার এলেম দিয়াছেন যাহা আমি আপনার মত জানি না।

মুসা (আঃ) বলিলেন-আমি আপনার সঙ্গে ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়াই থাকিব। আপনার কোন আদেশের ব্যতিক্রম করিব না। খিজির (আঃ) মুসা (আঃ)কে বলিলেন-আমি নিজ হইতে কোন বিষয় আপনার নিকট বর্ননা না করা পর্যন্ত আপনি আমাকে উহা জিজ্ঞাসা করিবেন না। এই বলিয়া তাঁহারা সমুদ্রের কিনারা ধরিয়া চলিতে লাগিলেন। পার হওয়ার জন্য তাঁহারা নৌকা পাইতেছিলেন না। এমন সময় একটি নৌকা দেখিয়া চালকের সঙ্গে আলাপ করিলেন। নৌকা চালক খিজির (আঃ)কে চিনিতে পারিয়া বিনা ভাড়ায় নৌকায় উঠাইল। নৌকা চলাকালীন একটি চড়ুই পাখি নৌকার বাতায় বসিয়া সমুদ্রের মধ্যে একবার কি দুইবার ঠোঁট মারিল। খিজির (আঃ) বলিলেন- হে মুসা (আঃ)! এই চড়ুই পাখীটার ঠোঁটে লাগিয়া সমুদ্রের যতটুকু অংশ আসিয়াছে আমার ও আপনার সমস্ত এলেম আল্লাহতালার এলেমের তুলনায় ততটুকু অংশও হইবে না। তারপর খিজির (আঃ) নৌকার একটি তক্তা খুলিয়া ফেলিলেন। মুসা (আঃ) বলিলেন- ইহারা আমাদিগকে বিনা পয়সায় নৌকায় উঠাইয়াছিল আর আপনি তাহাদের নৌকা ভাঙ্গিয়া সকলকে ডুবাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। ইহা ভাল করেন নাই। খিজির (আঃ) বলিলেন- আমি আগেই বলিয়াছিলাম আপনি আমার সঙ্গে ধৈর্য্য ধারন

করিতে পারিবেন না। মূসা (আঃ) বলিলেন- আমার ভুল হইয়াছে। আপা করি এইজন্য আপনি আমার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন না। মূসা (আঃ) এইবার প্রকৃতপক্ষেই ভুলিয়া গিয়াছিলেন। আবার তাঁহারা চলিতে লাগিলেন। একস্থানে গিয়া দেখেন একটি ছেলে অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে খেলিতেছে। খিজির (আঃ) সেই ছেলেটির মাথার খুলি উঠাইয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিলেন। মূসা (আঃ) বলিলেন- আপনি একটি নির্দোষ ছেলেকে মারিয়া ফেলিলেন? অথচ সে কাহাকেও মারে নাই। আপনি বড়ই অবাঞ্ছিত কাজ করিয়াছেন। খিজির (আঃ) একটু শক্ত ভাবে বলিলেন- আমি আপনাকে তো পূর্বেই বলিয়াছিলাম যে আপনি ধৈর্য্য হারা হইবেন। মূসা (আঃ) বলিলেন- তৃতীয়বার কিছু জিজ্ঞাসা করিলে আমাকে আর আপনার সঙ্গে রাখিবেন না। তখন আমারও আর কোন ওজর আপত্তি থাকিবে না। এই বলিয়া চলিতে চলিতে তাঁহারা এক গ্রামে পৌঁছিলেন এবং গ্রামবাসীদিগকে তাঁহাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করিলেন কিন্তু গ্রামবাসী রাজী হইল না। ঐ গ্রামে একটি দেওয়াল ধ্বসিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে দেখিতে পাইয়া খিজির (আঃ) ঐ দেওয়ালটিকে হাত দিয়া ধরিয়া সোজা করিবার ন্যায় ঈশারা করিলেন। আল্লাহর কুদরতে দেওয়ালটি সঙ্গে সঙ্গে সোজা হইয়া গেল। এইবার মূসা (আঃ) বলিয়া উঠিলেন- গ্রামবাসীরা আমাদের মেহমানদারী করিল না। আপনি ইচ্ছা করিলে এই কাজের জন্য তাহাদের নিকট হইতে পারিশ্রমিক আদায় করিতে পারিতেন। তখন খিজির (আঃ) পরিষ্কার ভাষায় বলিলেন- এইবার আপনার ও আমার সঙ্গ ভঙ্গ হইল। এই পর্যন্ত যাহা দেখিয়াছেন এবং যাহা দেখিয়া আপনি ধৈর্য্য হারা হইয়াছেন তাহার প্রত্যেকটির রহস্য শুনুন।

ঐ দেশে এক জালেম বাদশা আছে যে কোন ভাল নৌকা দেখিলেই ছিনাইয়া নেয়। ঐ নৌকার মালিকগণ অত্যন্ত গরীব। তাই আমি নৌকাটিকে খুঁতযুক্ত করিয়া উহা রক্ষা করার ব্যবস্থা করিয়াছি। ছেলে হত্যার রহস্য এই যে, ছেলেটি অনিবার্যরূপে কাফের হইতে চলিতেছিল অথচ তাহার পিতামাতা মোমেন। আমার আশঙ্কা হইল যে এই ছেলের মমতার বন্ধন তাহার পিতামাতাকে কুফুরির মধ্যে জড়িত করিয়া ফেলিবে। তাই আমার ইচ্ছা হইল-আল্লাহতালা এই ছেলের পরিবর্তে তাহাদিগকে স্নেহের যোগ্য কোন সুসন্তান দান করেন। আর দেওয়ালের ঘটনার রহস্য এই যে, দেওয়ালটির মালিক দুইটি এতিম ছেলে। তাহাদের পিতা অনেক নেককার ছিলেন। তিনি ঐ শিশু দুইটির জন্য কিছু ধন দৌলত ঐ দেওয়ালের নীচে পুঁতিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। আল্লাহতালার ইচ্ছা হইল এই সমস্তের হেফাজত করা যেন এই এতিমদ্বয় বড় হইয়া তাহাদের ধন লাভ করিতে পারে। এই সমস্ত আল্লাহতালারই ইঙ্গিত ছিল-আমার ইচ্ছায় কিছুই করি নাই।

পূর্ব ঘটনা বর্ণনা করিয়া নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- আল্লাহ মূসা (আঃ) কে রহম করুন। তিনি ধৈর্য্য ধারণ করিলে ভাল হইত। তাঁহাদের আরও বহু ঘটনা আমরা জানিতে পারিতাম।

হাদীস- ১৭০০। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **মূসা (আঃ) এর দৈহিক বর্ণনা।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- ইবরাহীম (আঃ) এর আকৃতি অনুমান করিতে তোমরা তোমাদের নবীর প্রতি দৃষ্টি দাও। আর মূসা (আঃ) ছিলেন বাদামী বর্ণের, তাঁহার দেহের মাংস ছিল জমাট বাঁধা খুব মজবুত। খেজুর গাছের খোবড়ার তৈরী রশি নাকে লাগানো একটি লাল উটের উপর আরোহন করিয়া তিনি হজ্বের সফর করিয়াছিলেন। তখন পার্বত্য পথ অতিক্রমের সময় নীচের দিকে অবতরণ কালে তাঁহার হজ্বের তলবিয়া পাঠের দৃশ্য যেন আমি এখনও দেখিতে পাইতেছি।

হাদীস- ১৭০১। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)- **নবীদের কাহাকেও কাহারও চাইতে ছোট না বলা।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- খবরদার। তোমাদের কেহ যেন না বলে যে আমি১ উচ্চ শ্রেণীর আর ইউনুস ইবনে মাত্তা (আঃ) নিম্ন শ্রেণীর। [১। রাসুলুল্লাহ]

হাদীস- ১৭০২। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **দাউদ (আঃ) এর জবুর পাঠ।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- দাউদ (আঃ) এর পক্ষে জবুর পাঠ সহজ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। তিনি স্বীয় যানবাহনের উপর জিন বাঁধিবার আদেশ করিয়া জবুর তেলাওয়াত আরম্ভ করিতেন এবং জিন বাঁধা শেষ হওয়ার পূর্বেই তেলাওয়াত সমাপ্ত করিতেন। আর দাউদ (আঃ) শুধু নিজ হস্তদ্বারা উপার্জিত জীবিকা দ্বারাই স্বীয় ব্যয়ভার বহন করিতেন।

হাদীস- ১৭০৩। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ)- **দাউদ (আঃ) এর রোজা ও তাহাজ্জুদের নিয়ম পসন্দনীয়।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- দাউদ (আঃ) এর রোজা রাখার এবং তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ার রীতি আল্লাহতা'লার নিকট অধিক পসন্দনীয়।

তিনি একদিন রোজা রাখিতেন, একদিন রোজা বিহীন কাটাইতেন। তিনি রাত্রের প্রথমার্ধে নিদ্রা যাইতেন, তৃতীয়াংশে তাহাজ্জুদ পড়িতেন, অবশিষ্ট ষষ্ঠাংশে পুনরায় নিদ্রা যাইতেন।

হাদীস- ১৭০৪। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **শিশু নিয়া মহিলাদের বিরোধ নিষ্পত্তি।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- দুইজন মহিলার সঙ্গে তাহাদের দুইটি শিশু ছিল। একদা বাঘ আসিয়া একটি শিশুকে নিয়া গেলে উভয় মহিলাই দাবি করিল যে অপরের শিশুকে বাঘে নিয়াছে। তাহারা দাউদ (আঃ) এর নিকট বিচার প্রার্থী হইলে তিনি বয়স্কা মহিলাটির পক্ষে রায় দিলেন। মহিলা

দুইজন সোলাইমান (আঃ) এর সামনে গিয়া যাওয়ার সময় তাঁহাকে ঘটনার বিবরণ শুনাইলে তিনি বলিলেন- আমাকে একটি ছোরা দাও। শিশুটিকে কাটিয়া দ্বিখণ্ডিত করিয়া তাহাদের দুইজনকে ভাগ করিয়া দিব। অল্পবয়স্কা মহিলাটি চিৎকার করিয়া উঠিল- আল্লাহ্ আপনাকে রহম করুন, এইরূপ করিবেন না। শিশুটি তাহারই। তখন তিনি অল্পবয়স্কা মহিলাটির পক্ষেই রায় দিলেন।

হাদীস- ১৭০৫। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **ইনশাআল্লাহ্ না বলার বিড়ম্বনা।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- সোলায়মান (আঃ) বলিলেন- অবশ্যই আমি আজ রাতে ৯০ জন (মতান্তরে ৭০ জন) স্ত্রীর নিকট যাইব। প্রত্যেকেই একটি করিয়া অশ্বারোহী মোজাহেদ গর্ভধারণ করিবে যাহারা আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করিবে। তাঁহার এক সাথী তাঁহাকে ইনশাআল্লাহ্ বলিতে বলিলেন কিন্তু তিনি তাহা বলিলেন না। তাঁহার একজন স্ত্রী ছাড়া কেহই গর্ভবতী হইল না এবং একমাত্র গর্ভবতী স্ত্রীও বিকলাঙ্গ পুত্র সন্তান প্রসব করিল। নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- যদি তিনি ইনশাআল্লাহ্ বলিতেন তাহা হইলে সবগুলিই আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করিত।[১] [১। নবীর অঙ্গীকার মিথ্যা হয় না।]

হাদীস- ১৭০৬। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **ঈসা (আঃ) নিকটতম নবী।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- আমি সর্বাধিক নিকটবর্তী হইলাম মরিয়ম নন্দন ঈসা (আঃ) এর; দুনিয়াতেও এবং আখেরাতেও। আমাদের উভয়ের মধ্যবর্তী সময়ে কোন নবীর আবির্ভাব হয় নাই। নবীগণের পরস্পরের সম্পর্ক ঐ ভ্রাতাদের সম্পর্কের ন্যায় যাহাদের পিতা একজন এবং মাতা ভিন্ন ভিন্ন।

হাদীস- ১৭০৭। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **ঈসা (আঃ) এর পুনরাবির্ভাব।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) শপথ করিয়া বলিয়াছেন- একদিন তোমাদের মধ্যে নেতৃত্ব দানকারী ও সুবিচারক ন্যায় প্রতিষ্ঠাকারীরূপে মরিয়ম নন্দন ঈসা (আঃ) অবতরন করিবেন। তিনি ক্রুশ ভাঙ্গিবার অভিযান চালাইবেন, শূকর নিধন অভিযান চালাইবেন এবং যুদ্ধ-লড়াই এর অবসান ঘটাইবেন। ধনদৌলতের আধিক্য হইবে। এমনকি উহা গ্রহনকারী পাওয়া যাইবে না। তখন একটিমাত্র সেজদা সারা দুনিয়া ও দুনিয়ার সমস্ত ধনসম্পদ হইতে উত্তম গন্য হইবে।

হাদীস- ১৭০৮। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **ঈসা (আঃ) এর পুনরাবির্ভাব।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- কতই না সুন্দর হইবে তোমাদের অবস্থা যখন মরিয়ম নন্দন ঈসা (আঃ) তোমাদের মধ্যে অবতরণ করিবেন এবং তোমাদের মধ্য হইতে তোমাদের ইমাম হইবেন।

হাদীস- ১৭০৯। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **নবীর তেলাওয়াত আল্লাহ অধিক শোনেন।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- কোন নবী প্রকাশ্য স্বরে তেলাওয়াত করিলে আল্লাহ যেইরূপ শুনেন অন্য কেহ তেলাওয়াত করিলে সেইরূপ শুনেন না।

হাদীস- ১৭১০। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **তকদির নিয়া মুসা (আঃ) ও আদম (আঃ) এর তর্ক।**

নবী করীম (দঃ) হইতে বর্ণনা- আদম (আঃ) ও মুসা (আঃ) পরস্পর বাক্যালাপ করাকালে মুসা (আঃ) বলিলেন- হে আদম (আঃ)। আপনি আমাদের পিতা। আপনি আমাদেরকে বঞ্চিত করিয়াছেন ও বেহেশত হইতে বাহির করিয়াছেন। আদম (আঃ) বলিলেন- হে মুসা (আঃ)। আল্লাহ আপনাকে স্বীয় কালাম[১] দ্বারা সম্মানিত করিয়াছেন। তিনি আপনাকে স্বহস্তে লিখিয়া দিয়াছেন[২], আপনি এমন কাজের জন্য আমাকে দোষারোপ করিতেছেন যাহা আমাকে সৃষ্টির চল্লিশ বৎসর পূর্বে আল্লাহতা'লা নির্ধারন করিয়া রাখিয়াছেন। আদম (আঃ) মুসা (আঃ) এর অভিযোগ খন্ডন করিয়া বিজয়ী হইলেন। নবী করীম (দঃ) এই কথাটি তিনবার বলিলেন। [১। সরাসরি কথোপকথন। ২। তৌরাত কেতাব।]

১৪। হিজরত

হাদীস-১৭১১। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **মদীনায় হিজরতের বর্ণনা।**

নবী করীম (দঃ) মুসলমানদেরকে বলিতে লাগিলেন, তোমাদের হিজরত করিয়া যাওয়ার স্থানটি আমাকে দেখানো[১] হইয়াছে। সেখানে খেজুর বাগানের আধিক্য রহিয়াছে এবং উক্ত স্থানের উভয় পার্শ্বে কাঁকরময় ময়দান রহিয়াছে। মদীনা এলাকা উভয় গুনের বাহক বিধায় অনেকেই মদীনায় হিজরত করিয়া চলিয়া গেলেন। যাহারা পূর্বে আবিসিনিয়ায় হিজরত করিয়াছিলেন তাহারাও মদীনায় হিজরত করিতে লাগিলেন। আবু বকর (রাঃ) মদীনায় হিজরতের প্রস্তুতি গ্রহণ করিলে রসূলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া বলিলেন যে তিনি আল্লাহতালার তরফ হইতে হিজরতের অনুমতি প্রাপ্তির আশা করিতেছেন। এতদশ্রবণে আবু বকর (রাঃ) রসূল (দঃ) এর সাথে হিজরতের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়া অপেক্ষা করিতে থাকিলেন ও দুইটি উটকে বিশেষভাবে বাবুল পাতা খাওয়াইয়া চার মাস যাবৎ পুষিতে থাকিলেন।

একদা দ্বিপ্রহরে সম্পূর্ণ মাথা কাপড়ে আবৃত করিয়া রসূলুল্লাহ (দঃ)কে আমাদের গৃহে আসিতে দেখিয়া আমার পিতা আবুবকর (রাঃ) বলিলেন- নিশ্চয়ই কোন বিশেষ কারণ ঘটিয়াছে। রসূল (দঃ) ঘরে প্রবেশ করিয়া জানাইলেন যে মদীনায় হিজরতের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে। আবু বকর (রাঃ) তাঁহার সঙ্গী হইতে চাহিলে তিনি তাহা মঞ্জুর করিলেন এবং আবুবকর (রাঃ) এর অনুরোধে তাঁহার উট দুইটির একটি মূল্যের বিনিময়ে গ্রহণ করিতে রাজী হইলেন।

আমরা তাঁহাদের জন্য তাড়াহুড়ার মধ্যে কিছু পাথেয় ব্যবস্থা করিয়া কিছু খাদ্য বস্তু একটি থলিয়ার মধ্যে ভরিয়া দিলাম। আমার ভগ্নি আসমা (রাঃ) তাহার কোমর বন্ধের কাপড় হইতে একাংশ ফাঁড়িয়া উহা দ্বারা থলিয়ার মুখ বাঁধিয়া দিল। ঐ সূত্রেই তাঁহাকে 'জাতুন নেকাতাইন' বা দুই কোমর বন্ধওয়ালী বলা হইয়া থাকে।

রাত্রি বেলা তাঁহারা উভয়ে গোপনে গৃহত্যাগ করিয়া সওর পর্বত গুহায় পৌঁছিয়া তথায় তিন রাত্রি অবস্থান করিলেন। আমার যুবক ভ্রাতা আবদুল্লাহ সারারাত পর্বত গুহায় থাকিয়া ভোর হওয়ার আগেই মক্কা নগরীতে ফিরিয়া আসিত। সে কাফেরদের সকল ষড়যন্ত্রমূলক কথা সংগ্রহ করিয়া রাত্রে গুহায় তাঁহাদিগকে অবহিত করিত। আমের ইবনে ফোহায়রাহ নামক আমাদের ক্রীতদাস বকরীর দল চরাইয়া ঐ পাহাড়ের নিকটবর্তী নিয়া যাইত ও অন্ধকার হইয়া আসিলে তাঁহাদিগকে দুগ্ধ পৌঁছাইত যাহার উপর তাঁহারা রাত্রি কাটাইতেন। তাঁহারা উভয়ে আগে হইতেই আস্থাভাজন একজন অমুসলিম অভিজ্ঞ পথ প্রদর্শক নিযুক্ত করিয়া তাহার নিকট তাঁহাদের

সওয়ারী হাওলা করিয়া দিয়া তিন রাত্রির পর সওর পর্বতের নিকট উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দিয়াছিলেন। নির্ধারিত ব্যবস্থানুযায়ী তৃতীয় রাত্রের প্রভাতে সেই ব্যক্তি উট নিয়া উপস্থিত হইলে তাঁহারা পর্বত গুহা হইতে বাহির হইয়া মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হইলেন। ক্রীতদাস আমের ইবনে ফোহায়রাহ এবং পথ প্রদর্শক তাঁহাদের সাথে চলিল। প্রদর্শক তাহাদিগকে উপকূলবর্তী পথে[২] পরিচালিত করিল। [১। স্বপ্নে, ২। সাধারণ চলাচলের পথ পরিহার পূর্বক]

হাদীস- ১৭১২। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **অমুসলিম শ্রমিক নিয়োগ করা।**

নবী করীম (দঃ) এবং আবু বকর (রাঃ) হিজরত করার সময় বনুদীল গোত্রের এক অমুসলিমকে মজুরী দানে তাঁহাদের সাথে পথ প্রদর্শক রূপে পাওয়ার জন্য নিযুক্ত করিলেন। উক্ত ব্যক্তির উপর তাঁহাদের আস্থা ছিল বিধায় তাঁহাদের যানবাহন ঐ ব্যক্তির হাতে সোপর্দ করিয়া তিন রাত অতিবাহিত হওয়ার পর যানবাহন লইয়া ছওর গুহার নিকট উপস্থিত হইতে বলিয়া দিলেন। ঐ ব্যক্তি ঠিক সময়ে তথায় উপস্থিত হইল এবং তাহাদিগকে লইয়া সমুদ্র কূলের পথে মদীনা যাত্রা করিল।

হাদীস- ১৭১৩। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে জোবায়ের (রাঃ)- **মোজাহেদগণকে অভ্যর্থনা করিয়া আনা।**

আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রাঃ)কে আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়ের (রাঃ) বলিলেন- আপনার স্মরণ আছে কি যে আমি এবং আপনি ও ইবনে আব্বাস (রাঃ) কতদূর অগ্রসর হইয়া রসুলুল্লাহ (দঃ)কে অভ্যর্থনা জানাইয়াছিলাম? আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রাঃ) বলিলেন- মনে আছে এবং ইহাও মনে আছে যে নবী করীম (দঃ) আমাকে ও ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে স্বীয় যানবাহনে উঠাইয়া নিয়াছিলেন- আপনাকে আরোহন করান নাই।

হাদীস- ১৭১৪। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **মক্কা জয়ের পর হিজরত রহিত।**

নবী করীম (দঃ) মক্কা জয় করিলে তথা হইতে হিজরত প্রথা রহিত হইয়া গিয়াছিল।

হাদীস- ১৭১৫। সূত্র- হযরত মোজাহেদ (রাঃ)- **হিজরত নয় জেহাদ।**

আমি ইবনে ওমর (রাঃ)কে বলিলাম- আমি সিরিয়ায় হিজরত করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। তিনি বলিলেন- এখন তথায় হিজরত হইবে না। অবশ্য জেহাদের সুযোগ রহিয়াছে। তুমি সিরিয়ায় যাও। জেহাদের সুযোগ পাইলে জেহাদ করিও, নতুবা প্রত্যাবর্তন করিও।

হাদীস- ১৭১৬। সূত্র- হযরত আতা ইবনে রাবাহ (রাঃ)- **মক্কাবিজয়ের পর হিজরত নাই।**

ওবায়েদ ইবনে ওমায়ের (রাঃ) আয়েশা (রাঃ)কে হিজরত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন- বর্তমানে হিজরতের আবশ্যক নাই। পূর্বে ঈমানদার এইজন্য হিজরত করিত যে দীন ঈমান রক্ষা করিতে পারিবে না।

বর্তমানে আল্লাহতা'লা প্রাধান্য দিয়াছেন। এখন প্রত্যেকে যথা ইচ্ছা এবাদত বন্দেগী করিতে সক্ষম। অবশ্য এখনও ইসলামের জন্য সর্বস্বত্যাগ ও জেহাদের সক্ষম বজায় রাখিতে হইবে।

হাদীস- ১৭১৭। সূত্র- হযরত আবু মুসা (রাঃ)- **আবিসিনিয়ায় হিজরতকারীরা মদীনায় হিজরতের ফলে দুই হিজরতের সওয়াব লাভকারী।**

আমরা ইয়েমেন দেশে থাকাকালীন রসূলুল্লাহ (দঃ) এর মদীনায় হিজরতের কথা শুনিতে পাইয়া বড় দুই ভাই সহ ৫৩ জন জ্ঞাতি গোষ্ঠী সহ মদীনায় হিজরতের উদ্দেশ্যে একটি সামুদ্রিক জলযানে আরোহন পূর্বক ইয়েমেন ত্যাগ করিলাম। প্রতিকূল আবহাওয়ার দরুন আমরা আবিসিনিয়ায় পৌঁছিলাম। সেখানে জাফর (রাঃ) এর সহিত সাক্ষাত হইল। কিছুকাল সেখানে থাকার পর খায়বর বিজয় হওয়ার পর আবিসিনিয়ার সকল প্রবাসী মুসলমান সামুদ্রিক যানে করিয়া মদীনায় পৌঁছিলাম। পূর্বে হিজরতকারীরা আমাদিগকে বলিত যে আগে হিজরত করার বদৌলতে তাহারা অধিক সৌভাগ্যশালী।

আমাদের নৌকায় আগত আসমা নাম্নী এক মহিলা উম্মুল মোমেনীন হাফছা (রাঃ) এর পূর্ব পরিচিতা ছিলেন। ওমর (রাঃ) তাহাকে হাফছা (রাঃ) এর নিকট দেখিয়া পরিচয়ের পর বলিলেন যে আগে হিজরত করার জন্য তাঁহারা রসূল (দঃ) এর অধিক নৈকট্য লাভকারী। ইহাতে আসমা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন- ইহা কখনও নয়। আপনারা রসূলুল্লাহ (দঃ) এর সান্নিধ্যে থাকায় তিনি আপনাদেরকে আহার জোগাইয়াছেন, শিক্ষা ও উপদেশ দিয়াছেন আর আমরা শত্রু দেশে থাকিয়া অনেক ক্লেশ স্বীকার করিয়াছি। নবী করীম (দঃ) এর নিকট সকল কিছু ব্যক্ত করিয়া তাঁহাকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করার পূর্বে আমি পানাহার গ্রহণ করিব না। আমি একটুও মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত করিয়া বলিব না।

নবী করীম (দঃ) গৃহে আসিলে আসমা (রাঃ) সকল বৃত্তান্ত বলিলে তিনি বলিলেন- ওমর (রাঃ) শ্রেনীর লোকেরা তোমাদের অপেক্ষা অধিক নৈকট্যের অধিকারী কখনও নহে। তাহাদের একটি মাত্র হিজরত হইয়াছে আর নৌকাযোগে আগত তোমাদের হিজরত হইয়াছে দুইটি।

হাদীস-১৭১৮। সূত্র- হযরত আবু বকর (রাঃ)- **আল্লাহর সাহায্য সর্বোত্তম সাহায্য।**

আমরা যখন গুহায় ছিলাম তখন রসূল (দঃ) এর নিকট আশঙ্কা প্রকাশ করিলাম যে শত্রুগণের কেহ নিজ পায়ের দিকে নজর করিলেই আমাদিগকে দেখিতে পাইবে। ইহা শুনিয়া তিনি আমাকে বলিলেন- হে আবু বকর! ঐ দুই ব্যক্তির অবস্থা কিরূপ মনে করেন আল্লাহ স্বয়ং যাহাদের তৃতীয় সাথী?

হাদীস- ১৭১৯। সূত্র- হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ)- দুই কোমর বন্ধওয়ালী।

হিজরতের যাত্রাকালে আমি রসুল (দঃ) এবং আবু বকর (রাঃ) এর জন্য রাস্তার খাবার তৈরী করিয়া একটি থলিয়ার মধ্যে রাখিলাম। থলিয়ার মুখ বাঁধিবার জন্য কিছু না পাইয়া পিতাকে বলিলাম যে আমার কোমরবন্ধ ছাড়া থলিয়ার মুখ বাঁধিবার কিছু পাইতেছি না। তিনি বলিলেন- উহাকে দুই খন্ড করিয়া নাও। আমি তাহাই করিলাম এবং সেই সূত্রেই আমাকে দুই কোমর বন্ধওয়ালী-- জাতুন্ নেকাতাইন- বলা হয়।

হাদীস- ১৭২০। সূত্র- হযরত ছোরাকাহ্ ইবনে মালেক (রাঃ)- উপকূলবর্তী প্রস্থানের পথে বিপদ হইতে রক্ষা।

আমাদের নিকট খবর পৌছিল যে রসূলুল্লাহ (দঃ) এবং আবু বকর (রাঃ)কে ধরিয়া দিতে পারার জন্য কোরায়েশরা ১০০ উট পুরুস্কার ঘোষণা করিয়াছে। একদিন আমার গোত্রীয় লোকদের সাথে গল্প করা কালে একব্যক্তি আসিয়া খবর দিল যে সে উপকূলবর্তী পথে কয়েকজন লোককে যাইতে দেখিয়াছে, যাহাদেরকে মোহাম্মদ (দঃ) ও তাঁহার সঙ্গী বলিয়া মনে হইয়াছে। আমার বিশ্বাস হইল যে তাঁহারাই হইবেন কিন্তু খবরদাতাকে পুরস্কার লাভ হইতে বঞ্চিত রাখার জন্য বলিলাম- না, বরং তাহারা হইতেছে অমুক অমুক ব্যক্তি যাহারা অল্প আগে আমাদের সম্মুখ দিয়া গিয়াছে। কিছুক্ষন তৎপরতা না দেখাইয়া সেখানে বসিয়া থাকার পর বাড়ী গিয়া বাড়ীর পেছন দিক দিয়া গোপনে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। গোপনে ঘোড়ার উপর আরোহন পূর্বক উহাকে দ্রুতগতিতে চালাইয়া অল্প সময়ের মধ্যে পথিকদের নিকটবর্তী হইয়া গেলাম। তখন ঘোড়াটি হোঁচট খাইল এবং আমি উহার পিঠ হইতে পড়িয়া গেলাম। আমি তীর গুনিয়া দেখিলাম গণনার ফলাফল আমার অনুকূলে নয়। কিন্তু গণনার ফলাফলের উপর নির্ভর না করিয়া পুনরায় অশ্বারোহন পূর্বক তাঁহাদের এত নিকটবর্তী হইলাম যে আমি রসুল (দঃ) এর তেলাওয়াতের আওয়াজ শুনিতেছিলাম। তিনি মোটেও পেছনের দিকে তাকান নাই। কিন্তু আবু বকর (রাঃ) বারবার তাকাইতেছিলেন। হঠাৎ আমার ঘোড়ার সামনের পা দুইটি হাঁটু পর্যন্ত গাড়িয়া গেল এবং আমি পড়িয়া গেলাম। আমি ঘোড়াটিকে সজোরে হাঁকাইলে উহা দাঁড়াইতে চেষ্টা করিল কিন্তু পা দুই খানা উঠাইতে পারিতেছিল না। অবশেষে অতিকষ্টে উঠিয়া দাঁড়াইল। দেখিলাম যেখানে ঘোড়ার পা গাড়িয়াছিল সেখান হইতে ধুলাবালু ধোঁয়ার ন্যায় আকাশের দিকে উঠিতেছে। পুনরায় তীর দ্বারা গণনা করিয়া ফলাফল আমার প্রতিকূলেই পাইলাম। তখন আমি তাঁহাদের প্রতি আমার পক্ষ হইতে নিরাপত্তা দানের ধ্বনী উচ্চারণ করিলে তাঁহারা দাঁড়াইলেন। আমি আমার

ঘোড়ায় আরোহন পূর্বক তাঁহাদের নিকট পৌঁছিলাম। তাঁহাদের নিকট পৌঁছিতে বিপদগ্রস্থ হওয়ায় আমার প্রতীতি জন্মিয়াছিল যে রসূলুল্লাহ (দঃ) এর আন্দোলন প্রাধান্য লাভ করিবে, তিনি জয়ী হইবেন।

আমি কোরায়েশদের এক শত উট পুরস্কারের ঘটনা তাঁহাদেরকে অবহিত করিলাম ও আমার নিকট থাকা খানা ও পানীয় তাঁহাদের খেদমতে পেশ করিলাম। তাঁহারা আমার নিকট কোন অভিপ্রায় পেশ করিলেন না। শুধু রসূল (দঃ) বলিলেন- আমাদের সবোনটা গোপন রাখিও। আমি তাঁহার নিকট একটি নিরাপত্তা দান পত্র লিখিয়া দিতে আরজ করিলে তাঁহার আদেশে আমের ইবনে ফোহায়রা (রাঃ) একটি চর্মখণ্ডে উহা লিখিয়া দিলেন।

হাদীস- ১৭২১। সূত্র- হযরত বরা (রাঃ)- **ছোরাকাহের পশ্চাদ্ধাবন।**

নবী করীম (দঃ) এর মদীনা গমনকালে ছোরাকাহ নামক একব্যক্তি পেছনে ধাওয়া করার পর তিনি তাহার প্রতি বদ দোয়া করিলে তৎক্ষনাৎ তাহার ঘোড়ার পা জমিনে আটকাইয়া গেল। সে ভয় পাইয়া রসূলুল্লাহ (দঃ) কে বলিল- আমার জন্য দোয়া করুন। আমি আপনার কোন অনিষ্ট করিব না। তিনি তাহার জন্য দোয়া করিলেন।

তিনি পিপাসা অনুভব করিলেন। আবু বকর (রাঃ) নিকটবর্তী পথ অতিক্রমকারী এক রাখালকে দেখিয়া তাহার বকরি হইতে কিছু দুধ দোহাইয়া আনিয়া রসূলুল্লাহ (দঃ)কে পান করিতে দিলেন। তিনি উহা পান করিলেন, আর আবু বকর (রাঃ) এর অন্তর আনন্দে ভরিয়া উঠিল।

হাদীস- ১৭২২। সূত্র- হযরত আজেব (রাঃ)- **মক্কা ত্যাগের ঘটনা।**

আবু বকর (রাঃ) জিজ্ঞাসার উত্তরে জানাইলেন- মক্কা হইতে বাহির হইয়া আমরা সারারাত পথ চলিলাম এবং পরের দিনও চলিলাম। উত্তাপময় দ্বিপ্রহর হইলে ছায়ার জন্য চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া একটি বড় পাথরের ছায়া দেখিতে পাইয়া তথায় উপস্থিত হইলাম। তথাকার জায়গাটি একটু সমান করিয়া নিয়া বিছানা পাতিয়া রসূলুল্লাহ (দঃ)কে বিশ্রামের অনুরোধ করিলে তিনি বিশ্রাম করিলেন আর আমি আমাদেরকে তালাশকারী দেখা যায় কি না সে উদ্দেশ্যে চতুর্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম।

হঠাৎ দেখিলাম এক রাখাল তাহার বকরি নিয়া ছায়ার জন্য এই দিকেই আসিতেছে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম বকরির মালিক আমার পরিচিত এক কোরায়েশ। আমার অনুরোধে সে বকরির স্তন ও নিজের হাত ভালরূপে ঝাড়িয়া দুধ দোহন করিয়া দিলে আমি উহা পাত্রের মুখে কাপড় রাখিয়া ছাঁকিয়া এবং উহাতে পানি মিশ্রিত করিয়া নবী করীম (দঃ)কে পান করিতে দিলে তিনি তৃপ্তির সাথে উহা পান করিলেন। আমি খুবই আনন্দিত হইলাম। আমরা পুনরায় যাত্রা শুরু করিলাম।

মক্কাবাসীরা আমাদের খোঁজে ছিল কিন্তু আমাদেরকে বাগে পায় নাই। একমাত্র ছোরাকাহ ইবনে মালেক আমাদের খোঁজ পাইয়া দ্রুত ঘোড়া

হাঁকাইয়া আমাদের নিকট পৌঁছিয়া আসিল। আমি আতঙ্কিত হইয়া বলিলাম- ইয়া রাসূলাল্লাহ! পেছনে ধাওয়াকারী পৌঁছিয়া গেল। তিনি ধীর স্থীর ভাবে বলিলেন- কোন প্রকার চিন্তাভাবনা করিও না। আল্লাহ্ আমাদের সঙ্গে আছেন।

হাদীস- ১৭২৩। সূত্র- হযরত ওরওয়া ইবনে জোবায়ের (রাঃ)- **মদীনা গমন কালে নূতন কাপড় পরিধান।**

নবী করীম (দঃ) ও আবুবকর (রাঃ) মদীনা যাওয়ার পথে সিরিয়া হইতে প্রত্যাবর্তনরত জোবায়ের (রাঃ) এর কাফেলার সাথে সাক্ষাৎ হইল। জোবায়ের (রাঃ) নবী করীম (দঃ) ও আবু বকর (রাঃ)কে সাদা কাপড়ের নূতন পোষাক পরাইয়া দিলেন।

হাদীস- ১৭২৪। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **রসুল (দঃ) এর মদীনায় উপস্থিতি।**

মদীনার মুসলমানগণ রসূলুল্লাহ (দঃ) এর মক্কা হইতে বাহির হইয়া পড়ার খবর শুনিতে পাইয়া অধীর আগ্রহে প্রতিদিন সকালবেলা কঙ্করময় ভূমিতে গিয়া তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। তাহারা দুপুরের তাপ প্রখর না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করিত। একদিন প্রতীক্ষা শেষে সকলে নিজ নিজ ঘরে ফিরিয়া আশ্রয় নেওয়ার পর এক ইহুদী উঁচু টিলার উপর হইতে রসূলুল্লাহ (দঃ) এর দলকে সাদা পোশাকে মরিচিকা ভেদ করিয়া আসিতে দেখিয়া উচ্চস্বরে চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল-হে আরব জাতি! যেই সৌভাগ্যের জন্য তোমরা অপেক্ষা করিয়াছিলে এইতো সেই সৌভাগ্য। এই কথা শুনিয়া মুসলমানগণ ব্যস্ততার সহিত হাতিয়ার তুলিয়া নিয়া মদীনার বাইরে কঙ্করময় স্থানটির অপরপারে রসূলুল্লাহ (দঃ) এর সাথে সাক্ষাৎ করিল। তিনি তাহাদের সাথে ডানদিকের পথ ধরিয়া চলিতে লাগিলেন এবং বনী আমর ইবনে আওফ গোত্রে গিয়া অবতরন করিলেন। সেই দিনটি ছিল রবিউল আউয়াল মাসের কোন এক সোমবার।

আবু বকর (রাঃ) লোকদের জন্য দাঁড়াইলেন এবং রসূলুল্লাহ (দঃ) চুপচাপ বসিয়া রহিলেন। যাহারা রসূলুল্লাহ (দঃ)কে দেখেন নাই তাহারা আসিয়া আবু বকর (রাঃ)কে সালাম করিতে লাগিলেন। রসূলুল্লাহ (দঃ) এর উপর রৌদ্রের তাপ পড়িলে আবু বকর (রাঃ) নিজ চাদর দিয়া তাঁহাকে ছায়া দিলে লোকেরা রসূলুল্লাহ (দঃ)কে চিনিতে পারিল। তিনি বনী আমর ইবনে আওফ গোত্রে দশ দিনের কিছু বেশী সময় অবস্থানকালে সেই মসজিদটির ভিত্তি স্থাপন করেন যাহার ভিত্তি তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত। রসূলুল্লাহ (দঃ) উহাতে নামাজ আদায় করেন। অতঃপর তিনি নিজ উষ্ট্রীর পিঠে চড়িয়া রওয়ানা হইলেন। লোকেরা তাঁহার সাথে হাঁটিয়া রওয়ানা হইল। তাঁহার উষ্ট্রী মসজিদে নব্বীর নিকটে বসিয়া পড়িলে তিনি বলিলেন- ইন্শাআল্লাহ ইহাই হইবে আমার আবাসস্থান। ঐ স্থানটি ছিল সুহাইল ও সহল নামক দুইজন এতীম বালকের খেজুর শুকাইবার স্থান এবং এই স্থানে কিছু

মুসলিম ব্যক্তি নামাজ পড়িত। রসূলুল্লাহ (দঃ) মালিক এতীম বালকদ্বয়কে ডাকিয়া মসজিদ তৈরীর উদ্দেশ্যে স্থানটি কিনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া দাম জানিতে চাহিলে তাহারা ইহা দান করিয়া দিবার প্রস্তাব করে। কিন্তু তিনি দান হিসাবে গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়া উপযুক্ত দামে উহা খরিদ করিয়া নেন। অতঃপর তিনি সেখানে মসজিদ নির্মান করেন। মসজিদ নির্মাণ কালে তিনি নিজেও লোকদের সাথে ইট বহন করিতে থাকেন। ইট বহন কালে তিনি বলিতেন- হে আমাদের রব! এই বোঝা বহন খায়বরের বোঝা বহন নয়। এই বোঝা বহন অতি পবিত্র ও পূন্যময় কাজ। নিশ্চয়ই পরকালের প্রতিদানই প্রকৃত প্রতিদান। সুতরাং আনসার ও মোহাজেরদের প্রতি রহম করুন। অতঃপর তিনি একজন মুসলিম কবির কবিতা পড়েন- যাহার নাম বলা হয় নাই।

হাদীস- ১৭২৫। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **রসূল (দঃ) এর মদীনায় উপস্থিতি।**

রসূল (দঃ) এর মদীনাপানে আসাকালে আবু বকর (রাঃ) তাঁহার পেছন পেছন আসিতেছিলেন। আবু বকর (রাঃ)কে অধিকতর বৃদ্ধ দেখাইত এবং তিনি বহিরাঞ্চলের লোকদের নিকট অধিক পরিচিত ছিলেন। রসূলুল্লাহ (দঃ) বয়সে আবু বকর (রাঃ) হইতে বড় হওয়া সত্ত্বেও তাঁহাকে অধিকতর বলিষ্ট দেখাইত এবং লোকেরা তাঁহাকে চিনিত না। পথিমধ্যে পথিকেরা আবু বকর (রাঃ)কে রসূল (দঃ) এর প্রতি ইশারা করিয়া জিজ্ঞাসা করিত- ইনি কে? আবু বকর (রাঃ) বলিতেন- ইনি আমাকে পথ দেখাইয়া থাকেন। ইহাতে আবু বকর (রাঃ) আখেরাতের পথ বুঝাইতেন, আর লোকেরা জাগতিক পথ বুঝিত।

আবু বকর (রাঃ) পেছনের দিকে তাকাইয়া এক ব্যক্তিকে দ্রুত ঘোড়া ছুটাইয়া আসিতে দেখিয়া আতঙ্কিত ভাবে বলিলেন- ইয়া রসূলুল্লাহ! ঐ দেখুন এক অশ্বারোহী ঘাতক আমাদের নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে। তখন তিনি পেছনের দিকে তাকাইয়া বলিলেন- ইয়া আল্লাহ! এই লোকটিকে পাছড়াইয়া ফেলুন। তৎক্ষনাৎ ঘোড়াটি তাহাকে ফেলিয়া দিয়া দাঁড়াইয়া চিৎকার করিতে লাগিল। ঐ লোকটি বলিল- হে আল্লাহর নবী! আমাকে যাহা আদেশ করিবেন তাহাই করিব। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন- সম্মুখের দিকে আর অগ্রসর হইও না এবং আমাদের পেছনে কাহাকেও আসিতে দেখিলে ফিরাইয়া দিবে।

মদীনায় পৌঁছিয়া নবী করীম (দঃ) শহরের কিনারায় কয়েকদিন অবস্থান করিয়া আনসারগণকে খবর পাঠাইলে তাহারা আসিয়া নবী করীম (দঃ)কে শহরে যাইতে অনুরোধ করিলে তিনি এবং আবু বকর (রাঃ) যান বাহনে আরোহন করিয়া সুসজ্জিত সেনাদল পরিবেষ্টিত হইয়া রাজকীয় শান শওকতের সহিত মদীনায় প্রবেশ করিলেন। তাঁহার মদীনা প্রবেশে সারা শহর উল্লাসিত হইয়া উঠিল। উঁচু উঁচু টিলা ও বাড়ী ঘরের ছাদ হইতে

তাঁহার শুভাগমনের ধ্বনী উচ্চারিত হইতে লাগিল। এইরূপ হর্ষ ধ্বনীর মাঝে অগ্রসর হইয়া তিনি আবূ আইউব আনসারী (রাঃ) এর বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া অবতরন করিলেন।

নবী করীম (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন- আমার আপনজনদের মধ্যে কাহার বাড়ী নিকটবর্তী? আবূ আইউব আনসারী (রাঃ) বলিলেন- আমি উপস্থিত আছি। আমার বাড়ীই সবচাইতে নিকটবর্তী- এই আমার ঘর এবং এই আমার বাড়ীর দরজা। রসূল (দঃ) তাঁহাকে বলিলেন- বাড়ী যাও এবং আমার জন্য ব্যবস্থা কর। আবূ আইউব আনসারী (রাঃ) বলিলেন- আপনারা উভয়ে আমার বাড়ী চলুন, আল্লাহ্ আমাদিগকে বরকত দান করিবেন। রসূল (দঃ) তাঁহার গৃহে তশরীফ আনিলেন।

হাদীস- ১৭২৬। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ),- **রসূল (দঃ) এর মদীনা প্রবেশ।**

রসূলুল্লাহ্ (দঃ) হিজরত করিয়া মদীনা অঞ্চলে পৌঁছিয়া প্রথম অবস্থায় মদীনার উর্ধপ্রান্তে বনূ আমর ইবনে আওফ গোত্রের মহল্লায় চৌদ্দদিন অবস্থান করার পর বনূ নাজ্জার গোত্রের নেতৃস্থানীয় লোকদিগকে খবর দিলেন। তাঁহারা ফৌজী সাজে সজ্জিত হইয়া নবী করীম (দঃ) ও আবূ বকর (রাঃ)কে লইয়া উটের উপর সওয়ার হইয়া মদীনা শহর পানে চলিলেন। বনূ নাজ্জার গোত্রের লোকগণ রসূল (দঃ)কে চতুর্দিকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছিল- যাহার স্মৃতি এখনও আমার চোখে ভাসে।

এইভাবে শানশওকতের সহিত রসূল (দঃ) মদীনায় প্রবেশ করার পর তাঁহার যানবাহনটি আবূ আইউব আনসারী (রাঃ) এর বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া বসিয়া পড়িল। নামাজের ওয়াক্ত হইলে রসূল (দঃ) যেখানে থাকিতেন সেখানেই নামাজ আদায় করিয়া লইতেন। এমনকি বকরি রাখার ঘরেও তিনি আবশ্যকবোধে নামাজ পড়িয়া থাকিতেন। অতঃপর তিনি মসজিদ তৈরীর দিকে মনোযোগ দিলেন এবং বনূ নাজ্জার গোত্রের প্রধানদিগকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিলেন- তোমরা তোমাদের এই বাগানটির কত মূল্য চাও? তাহারা বলিল- আল্লাহর কসম, আমরা মূল্য চাহি না; ইহার মূল্য আমরা একমাত্র আল্লাহতা'লার নিকট হইতে পাইতে চাই।

সেই বাগানটিতে ছিল কতিপয় কবর, পুরাতন ঘর বাড়ীর ভগ্নস্তুপ ও খেজুর গাছ। রসূল (দঃ) কবরগুলিকে ভাঙ্গিয়া দিতে, ভগ্নস্তুপগুলিকে সমান করিয়া ফেলিতে এবং খেজুর গাছগুলিকে কাটিয়া ফেলিতে নির্দেশ দিলে তাহাই করা হইল। খেজুর গাছগুলিকে মসজিদের কেবলার দিকে সারিবদ্ধভাবে গাড়িয়া দেওয়া হইল। মসজিদের দরজার উভয় চৌকাঠ পাথরের তৈরী হইয়াছিল। সেই পাথর উঠাইয়া আনিবার সময় রসূলুল্লাহ্ (দঃ) সহ সাহাবীগণ তারানা গাহিতেছিলেন-হে আল্লাহ! পরকালের

উন্নতিই একমাত্র উন্নতি। অতএব, আনসার ও মোহাজেরগণকে সেই পথে সাহায্য করুন।

হাদীস- ১৭২৭। সূত্র- হযরত বরা ইবনে আজেব (রাঃ)- **প্রথম হিজরতকারীগণ।**

আমাদের নিকট প্রথম মোসায়াব ইবনে ওমায়ের (রাঃ) এবং আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রাঃ) হিজরত করিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহারা মদীনার লোকদেরকে কোরআন শরীফ শিক্ষা দিতেন। অতঃপর বেলাল (রাঃ), সা'আদ (রাঃ) এবং আম্মার ইবনে ইয়াছের (রাঃ) আসিলেন। তারপর ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) কুড়িজনের একটি দল নিয়া পৌঁছিলেন।

আমি মদীনাবাসীদিগকে কখনও কোন বস্তুদ্বারা এত উল্লাসিত হইতে দেখি নাই যেরূপ তাঁহারা রসূলুল্লাহ (দঃ) এর আগমন দ্বারা উল্লাসিত হইয়াছিল। এমনকি কচিকাঁচা মেয়েরাও উল্লাসের সহিত রসূলুল্লাহ (দঃ) এর আগমনে ধ্বনী দিতেছিল।

হাদীস- ১৭২৮। সূত্র- হযরত সাহল ইবনে সাআ'দ (রাঃ)- **সনের গণনা হিজরতকে উপলক্ষ্য করিয়া শুরু।**

সনের গণনা নবী করীম (দঃ) এর নবুয়ত প্রাপ্তি, কিম্বা তাঁহার মৃত্যু কাল হইতে শুরু হয় নাই বরং মদীনায় তাঁহার হিজরতকে উপলক্ষ্য করিয়াই ঐ গণনা শুরু হইয়াছে।

হাদীস- ১৭২৯। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **আনসারগণের স্বম সহানুভূতি।**

আনসারগণ রসূলুল্লাহ (দঃ) এর নিকট আরজ করিলেন- আমাদের এবং মোহাজের ভাইদের মধ্যে আমাদের সম্পত্তি ভাগ করিয়া দিন। তিনি তাহা অস্বীকার করিলে তাঁহারা বলিলেন- তবে মোহাজের ভাইগণ আমাদের জমিতে কাজ করিবেন ও উৎপন্নে আমাদের শরীক হইবেন। ইহাতে সকলে সম্মত হইলেন।

হাদীস- ১৭৩০। সূত্র- হযরত মোহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান (রাঃ)- **ধর্মের জন্য হিজরত অপরিহার্য।**

মদীনাবাসীদের মধ্য হইতে একদল যোদ্ধা নির্বাচন করা হইল যাহার মধ্যে আমার নাম লিপিবদ্ধ হইল। আমি ইকরামা (রাঃ) এর নিকট উপস্থিত হইয়া ঘটনা বলিলে তিনি আমাকে এই যুদ্ধে যাইতে কঠোরভাবে নিষেধ করিয়া ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে এই হাদীস শুনাইলেন- কিছু সংখ্যক ইসলাম ধর্মাবলম্বী মোশরেকদের সঙ্গেই থাকিত। মোশরেকগন রসূলুল্লাহ (দঃ) এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে আসিলে তাহারাও সাথে আসিত এবং ইহাতে মোশরেকদের দল ভারী দেখাইত। যুদ্ধ ময়দানে তাহাদের আকস্মিক মৃত্যুর ব্যাপারে এই আয়াত নাজেল হইল- 'নিশ্চয় যাহারা স্বীয় জীবনের প্রতি অত্যাচার করিতেছে ফেরেশতা তাহাদের প্রাণ হরন করিয়া বলিবে, তোমরা

কি অবস্থায় ছিলে? তাহারা বলিবে, আমরা পৃথিবীতে অসমর্থ ছিলাম; সে বলিবে, আল্লাহর পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিল না যে তন্মধ্যে তোমরা প্রস্থান করিতে? অতএব, ইহাদেরই বাসস্থান নরক এবং উহা নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থান কিন্তু পুরুষ ও নারী এবং শিশুগনের মধ্যে অসমর্থতা বশতঃ যাহারা কি করিতে পারে না অথবা কোন পথ পায় না তাহাদেরই আশা আছে যে আল্লাহ তাহাদিগকে ক্ষমা করিবেন। এবং আল্লাহ মার্জনাকারী ক্ষমাশীল এবং যে কেহ আল্লাহর পথে হিজরত করিয়াছে সে পৃথিবীতে বহু প্রসস্থান ও সচ্ছলতা পাইবে। (পারা ৫ সূরা ৪ আয়াত ৯৭-১০০)

আনসার

হাদীস- ১৭৩১। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের ফলে উত্তরাধিকার স্বত্ব বাতিল।**

নবী করীম (দঃ) মক্কা হইতে আগত মোহাজেরদেরকে মদীনার আনসারদের সাথে যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন ব্যবস্থা চালু করিয়াছিলেন ইহাতে মোহাজেরগণ আনসারদের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইত। 'প্রত্যেকের জন্য আমি উত্তরাধিকার নির্ধারন করিয়াছি' এই আয়াত নাজেল হইলে উক্ত ব্যবস্থা রহিত হইয়া যায় এবং স্ববংশীয় লোকদেরকে উত্তরাধিকার স্বত্ব প্রদান করা হয়। ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের লোকদের সম্পর্কে নাজেলকৃত আয়াতের মর্মানুযায়ী শুধু পারস্পরিক সাহায্য সহযোগীতা ও আদেশ উপদেশের হুকুমই বাকি রহিয়াছে। কিন্তু মিরাস বা উত্তরাধিকার বাতিল হইয়া গিয়াছে; অবশ্য অসিয়ত করা যাইবে।

হাদীস-১৭৩২। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **আনসারগণকে সেবা**

কোন এক সফরে আমি জরীর ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি আমার সেবা করিতেন (অথচ তিনি বয়োঃজ্যেষ্ঠ ছিলেন)। তিনি বলিতেন- আমি আনসারদিগকে এমন কিছু কাজ[১] করিতে দেখিয়াছি যাহার দরুন তাহাদের কাউকে যখনই পাই সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকি। [১। নবী করীম (দঃ) এর খেদমত]

হাদীস- ১৭৩৩। সূত্র- হযরত গায়লান ইবনে জরীর (রাঃ)- **আনসার উপাধি আল্লাহ প্রদত্ত।**

আমি আনাস (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম- আনসার উপাধি আপনাদের গ্রহনকৃত না আল্লাহ প্রদত্ত? তিনি বলিলেন- আল্লাহ প্রদত্ত।

হাদীস- ১৭৩৪। সূত্র- হযরত বরা (রাঃ)- **আনসারদের প্রতি মহব্বত মোমেনের লক্ষন।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- আনসারদের প্রতি মহব্বত হওয়া মোমেনের নিদর্শন এবং আনসারদের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষন করা মোনাফেকের নিদর্শন। যে ব্যক্তি আনসারগনকে মহব্বত করিবে আল্লাহ

তাহাকে মহব্বত করিবেন; যে ব্যক্তি আনসারদের প্রতি অসন্তুষ্ট থাকিবে আল্লাহ তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকিবেন।

হাদীস- ১৭৩৫। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **আনসারগন নবী করীম (দঃ) এর সবচাইতে ভালবাসার লোক।**

একদা রসুলুল্লাহ (দঃ) দূর হইতে আনসারদের স্ত্রীপুত্রপরিজনকে বিবাহের দাওয়াত হইতে আসিতে দেখিয়া তাহাদের অপেক্ষায় মাঝপথে দাঁড়াইয়া রহিলেন এবং বলিলেন- আমি আল্লাহকে স্বাক্ষী করিয়া বলিতেছি, নিশ্চয়ই তোমরা আমার নিকট সর্বাধিক ভালবাসার লোক। এইরূপ তিনবার বলিলেন।

হাদীস- ১৭৩৬। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **আনসারগণ নবী করীম (দঃ) এর সর্বাধিক প্রিয়।**

একদা এক আনসার রমনী শিশুকোলে রসুলুল্লাহ (দঃ) এর নিকট আসিলে রসুল (দঃ) তাহাকে প্রয়োজনীয় কথা বলার পর বলিলেন- নিশ্চয় তোমরা আমার সর্বাধিক প্রিয় লোক। তিনি দুইবার এই উক্তি করিলেন।

মদীনা

হাদীস-১৭৩৭। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **মদীনার হেরেম এলাকা।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- মদীনার এই স্থান[১] হইতে ঐ স্থান[২] পর্যন্ত হেরেম -মহা সম্মানিত। এখানকার বৃক্ষ কর্তন করা যাইবে না। এখানে যে ব্যক্তি বেদয়াত করিবে তাহার প্রতি আল্লাহর, সকল ফেরেশতার এবং সকল মানুষের লানত বর্ষিত হইবে। [১। আয়ের পাহাড়। ২। ছওর পাহাড়]

হাদীস-১৭৩৮। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **মদীনার হেরেম এলাকা।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- মদীনার দুই কংকরময় ভূমির মধ্যবর্তী স্থানকে আমার কথা দ্বারা হেরেম করা হইয়াছে। আর নবী করীম (দঃ) বনী হারেসার এলাকায় গিয়া বলিলেন- না বরং তোমরা হেরেম এলাকার ভিতরেই রহিয়াছ।

হাদীস-১৭৩৯। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-**মদীনার হেরেম এলাকা।**

আমি মদীনাতে হরিণকে চরিয়া বেড়াইতে দেখিলে তাহাকে ভয় দেখাইব না। কেননা, রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- মদীনার কংকরময় দুই এলাকা হেরেম।

হাদীস-১৭৪০। সূত্র- হযরত আলী (রাঃ)- **হেরেম এলাকায় বেদয়াত কাজের পরিনতি।**

আমাদের কাছে আল্লাহর কেতাব ও নবী করীম (দঃ) এর পক্ষ হইতে এই সহিফা ছাড়া আর কিছুই নাই। ইহাতে বর্ণিত আছে- মদীনা 'আয়ের' হইতে অমুক অমুক স্থান পর্যন্ত হেরেম বা সম্মানিত এলাকা। এখানে যদি

কেউ বেদয়াত কাজ করে বা বেদয়াত সৃষ্টিকারীকে আশ্রয় দেয় তবে, তাহার প্রতি আল্লাহ, সকল ফেরেশতা ও মানবকুলের লা'নত বর্ষিত হইবে। তাহার ফরজ, নফল বা কোন প্রকার এবাদতই কবুল হইবে না। মুসলমানদের নিরাপত্তা দানের দায়িত্ব একটি মাত্র। কেউ কোন মুসলমানের প্রদত্ত নিরাপত্তার বিঘ্ন ঘটাইলে তাহার প্রতি আল্লাহর, ফেরেশতাগণের এবং মানবকুলের লা'নত বর্ষিত হইবে। তাহার ফরজ বা নফল কোন এবাদত কবুল হইবে না। কেউ নিজের বন্ধু গোত্রের সম্মতি ছাড়া অন্য গোত্রের সাথে বন্ধুত্ব করিলে তাহার প্রতি আল্লাহর, ফেরেশতাকুলের এবং মানবকুলের লা'নত বর্ষিত হইবে। তাহার ফরজ বা নফল কোন এবাদতই কবুল হইবে না।

হাদীস-১৭৪১। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **মদীনা খারাপ লোকদেরকে বাহির করিয়া দেয়।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- আমি এমন একটি জনপদে হিজরত করার জন্য আদিষ্ট হইয়াছি যাহা সকল জনপদের উপর বিজয়ী হইবে। তাহারা ইহাকে 'ইয়াসরেব' বলিয়া থাকে অথচ ইহার প্রকৃত নাম হইল 'মদীনা।' এই মদীনা খারাপ লোকদেরকে এমনভাবে বাহির করিয়া দেয় যেমন কামারের হাপর লোহার ময়লা দূর করে।

হাদীস-১৭৪২। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **মদীনা কাফেরদেরকে বাহির করিয়া দিবে।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- মক্কা ও মদীনা ভিন্ন এমন কোন শহর থাকিবে না, যাহা দাজ্জালের পদানত হইবে না। মক্কা ও মদীনার প্রত্যেকটি প্রবেশ পথেই ফেরেশতারা সারিবদ্ধ হইয়া পাহারায় থাকিবে। মদীনা তিনবার প্রকম্পিত হইবে আর এই ভাবে আল্লাহ সেখান হইতে সমস্ত কাফের ও মোনাফেকদেরকে বাহির করিয়া দিবেন। [তাহারা ভয়ে বাহির হইয়া দাজ্জালের দলভুক্ত হইবে]

হাদীস-১৭৪৩। সূত্র- হযরত আবু হোমাইদ (রাঃ)- **মদীনার অপর নাম 'তাবা'।**

আমরা নবী করীম (দঃ) এর সাথে তবুক হইতে ফিরিয়া আসার সময় মদীনার নিকটবর্তী হইলে তিনি বলিলেন- এই তো তা'বা।

হাদীস-১৭৪৪। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **মদীনা ত্যাগ দুর্ভাগ্য জনক।**

আমি রসুলুল্লাহ (দঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি- তোমরা উত্তম অবস্থায় মদীনাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবার পর ইহা হিংস্র পশু-পাখীতে ছাইয়া যাইবে। সর্বশেষে মদীনায় আসিবে মুজাইনা গোত্রের দুইজন রাখাল তাহাদের পশু পাল হাঁকাইয়া নিয়া যাইবার জন্য। তাহারা আসিয়া দেখিবে

মদীনা জলী পশুতে ছাইয়া গিয়াছে। তাহারা সানিয়াতুল বিদা নামক স্থানে পৌছিলে মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া মারা যাইবে।

হাদীস-১৭৪৫। সূত্র- হযরত সুফিয়ান ইবনে আবু জোহায়ের (রাঃ)- **মদীনা ত্যাগে আফসোস।**

আমি রসূলুল্লাহ (দঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি- ইয়েমেন বিজিত হইলে এক দল লোক সওয়ারীর উট হাঁকাইয়া আসিয়া তাহাদের পরিবার পরিজন ও অনুগতদেরকে বহন করিয়া লইয়া যাইবে। অথচ তাহারা মদীনাকে তাহাদের জন্য উত্তম ও কল্যানকর মনে করিত, যদি তাহারা তাহা জানিতে পারিত। সিরিয়া বিজিত হইবে ও একদল লোক সওয়ারীর জন্তু হাঁকাইয়া আসিয়া তাহাদের পরিবার পরিজন ও অনুগতদের সওয়ারীতে উঠাইয়া এখান হইতে নিয়া যাইবে। কিন্তু মদীনা তাহাদের জন্য কল্যানকর হইত যদি তাহারা বুঝিত। ইহার পর ইরাক বিজিত হইবে এবং তখন একদল লোক সওয়ারীর জন্তু হাঁকাইয়া আসিয়া তাহাদের স্বজন ও অনুগতদের সওয়ারীতে উঠাইয়া নিয়া চলিয়া যাইবে। কিন্তু মদীনাই তাহাদের জন্য কল্যানকর হইত, যদি তাহারা বুঝিতে পারিত। [মদীনা রসূল (দঃ) এর শহর। ইহার মর্য্যাদা ও বরকত অসীম]

হাদীস-১৭৪৬। সূত্র- হযরত সাঈদ (রাঃ)- **মদীনাবাসীদের বিরুদ্ধে চক্রান্তকারীরা বিনাশ হইবে।**

আমি নবী করীম (দঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি- যে কেউ মদীনাবাসীদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত করিবে সে এমনভাবে বিগলিত হইয়া যাইবে, লবন যেমন ভাবে পানিতে বিগলিত হইয়া যায়।

হাদীস-১৭৪৭। সূত্র- হযরত আবু বাকরা (রাঃ)- **দাজ্জাল মদীনায় প্রবেশ করিতে পারিবে না।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- মসিহে দাজ্জালের ভীতি ও ত্রাস মদীনায় প্রবেশ করিবে না। ঐ সময় মদীনার সাতটি প্রবেশ পথ থাকিবে এবং প্রত্যেক প্রবেশ পথে দুইজন করিয়া ফেরেশতা থাকিবে।

হাদীস-১৭৪৮। সূত্র- হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ)- **দাজ্জালের ক্ষমতা।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- দাজ্জালের জন্য মদীনায় প্রবেশ হারাম। সে মদীনার বাইরে একটি লবনাক্ত অনুৎপাদনশীল ভূমিতে অবতরন করিবে। তাহার নিকট একজন উত্তম লোক গিয়া বলিবে, আমি সাক্ষ্য দিতেছি তুমিই সেই দাজ্জাল- যাহার সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (দঃ) আমাদিগকে অবহিত করিয়াছেন। তখন দাজ্জাল বলিবে- আমি যদি এই ব্যক্তিকে হত্যা করিয়া পুনরায় জীবিত করি তাহা হইলে কি আমার ব্যাপারে তোমাদের কোন সন্দেহ থাকিবে? সবাই জবাব দিবে-না। তখন সে ঐ ব্যক্তিকে হত্যা করিয়া পুনরায় জীবিত করিবে। ঐ লোকটি জীবিত হইয়া বলিয়া উঠিবে-

আল্লাহর শপথ, আজিকার চাইতে বেশী অভিজ্ঞতা আমার কোন দিনই ছিল না। তখন দাজ্জাল তাহাকে হত্যা করিতে চাহিবে কিন্তু সক্ষম হইবে না।

হাদীস-১৭৪৯। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **মদীনার নিরাপত্তা।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- মদীনার পথ সমূহে ফেরেশতারা পাহারায় থাকে। উহাতে মহামারী বা দাজ্জাল প্রবেশ করিতে পারিবে না।

হাদীস-১৭৫০। সূত্র- হযরত জাবের (রাঃ)- **মদীনা ভেজাল-নির্ভেজালের পৃথককারী।**

এক বেদুঈন নবী করীম (দঃ) এর নিকট আসিয়া আনুগত্যের শপথ নিল। পর দিনই সে জ্বরাক্রান্ত অবস্থায় নবী করীম (দঃ) এর নিকট আসিয়া বলিল- আমার বাইয়্যাত বাতিল করুন। নবী করীম (দঃ) তিনবার অস্বীকার করিলেন এবং বলিলেন- মদীনা লোহা পোড়ানো হাপরের ন্যায়, যাহা ময়লা আবর্জনাকে দূরীভূত করে কিন্তু নির্ভেজালকে ধরিয়া রাখে।

হাদীস-১৭৫১। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **মদীনার বরকত মক্কার দ্বিগুন।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- হে আল্লাহ! তুমি মক্কায় যে পরিমান বরকত দান করিয়াছ মদীনায় তাহার দ্বিগুন দান কর।

হাদীস-১৭৫২। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **মদীনার প্রতি নবী করীম (দঃ) এর অনুরাগ।**

নবী করীম (দঃ) সফর হইতে ফিরিবার কালে মদীনার প্রাচীরের দিকে তাকাইলে ইহার প্রতি ভালবাসার কারণে তাহার সওয়ারী জন্তুকে দ্রুত চালনা করিতেন আর অন্য কোন সওয়ারীতে থাকিলে উহাকে আন্দোলিত করিতেন।

হাদীস-১৭৫৩। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **ঈমান মদীনায় ধাবিত হইয়া আসিবে।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- নিশ্চয়ই ঈমান মদীনার দিকে ঐরূপ আকৃষ্ট ও ধাবিত হইয়া আসিবে যেইরূপ সর্প তাহার গর্তের প্রতি আকৃষ্ট ও ধাবিত হইয়া আসে।

হাদীস-১৭৫৪। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **মদীনায় বেহেশতের বাগান।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- আমার ঘর ও আমার মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থান বেহেশতের বাগান সমূহের একটি। আর আমার মিম্বর আমার হাওজের[১] উপর অবস্থিত। [১। হাওজে কাওসার]

হাদীস-১৭৫৫। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **মদীনার প্রতি অনুরাগের দোয়া।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) মদীনায় হিজরত করিয়া আসার পর হযরত আবু বকর (রাঃ) ও বেলাল (রাঃ) জ্বরাক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। জ্বরাক্রান্ত অবস্থায় আব

বকর (রাঃ) আবৃত্তি করিতেন- প্রত্যেক ব্যক্তিই তাহার পরিবারও স্বজনদের মাঝে দিন কাটাইতেছে অথচ মৃত্যু তাহার জুতার ফিতার চাইতেও নিকটবর্তী। আর বেলাল (রাঃ) জ্বর ছাড়িয়া গেলে আবৃত্তি করিতেন- আহ! কতই না ভাল হইত যদি আমি কবিতা বলিতে পারিতাম এবং যদি আমি মক্কার এজখের ও জালিল ঘাসযুক্ত প্রান্তরে একটি রাত কাটাইতে পারিতাম। আহ! একদিন যদি মুজেন্নার প্রান্তরের ঝর্ণার পানি পান করিতে পারিতাম এবং শামা ও তাফিল পাহাড়ের পাদদেশে যাইতে পারিতাম। হে আল্লাহ! তুমি লা'নত বর্ষন কর শায়রা ইবনে রাবীয়া, উতবা ইবনে রাবীয়া, উমাইয়া ইবনে খালেদের প্রতি- যাহারা আমাদিগকে আমাদের আবাসভূমি হইতে বাহির করিয়া মহামারীর দেশে ঠেলিয়া দিয়াছে।

রসূলুল্লাহ (দঃ) এই বলিয়া দোয়া করিলেন-হে আল্লাহ! মক্কার প্রতি আমাদের যেমন মহব্বত মদীনার প্রতিও তেমন বা তদপেক্ষা বেশী মহব্বত আমাদের মধ্যে সৃষ্টি করিয়া দাও। হে আল্লাহ! আমাদের সা' ও মুদে বরকত দান কর এবং মদীনাকে আমাদের উপযোগী করিয়া দাও এবং ইহার জ্বরকে জুহফাতে স্থানান্তরিত করিয়া দাও।

আমরা যখন মদীনায় আগমন করিয়াছিলাম তখন বুতহান নামক একটি বিকৃতবর্ণ ও দুর্গন্ধময় পানি বিশিষ্ট ঝর্ণার প্রভাবে ইহা ছিল আল্লাহর জমীনে সর্বাপেক্ষা বেশী মহামারীর স্থান।

হাদীস-১৭৫৬। সূত্র- হযরত হাফসা (রাঃ)- **মদীনায় মৃত্যুর আকাঙ্খা।**

আমার পিতা ওমর (রাঃ) এই বলিয়া দোয়া করিতেন- ইয়া আল্লাহ! আমাকে তোমার রাস্তায় শাহাদত এবং তোমার রসুলের শহরে মৃত্যু দান কর।

সফর

হাদীস- ১৭৫৭। সূত্র- হযরত আবু মুসা (রাঃ)- **পীড়িতাবস্থায় বা সফরে ছুটিয়া যাওয়া আমলও পূন্য আনে।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- কোন ব্যক্তি পীড়িত হইয়া পড়িলে বা সফরে বাহির হইলে সে যে আমলে অভ্যস্থ ছিল এমন আমল ছুটিয়া গেলেও তাহার জন্য সম পরিমান সওয়াব লিপিবদ্ধ হইবে।

হাদীস-১৭৫৮। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **সফর হইতে সত্বর ফিরিয়া আসা।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- সফর অতি ক্লেশের বিষয়। উহা নিদ্রা ও পানাহারে প্রতিবন্ধক। প্রত্যেকের উচিৎ- আবশ্যক পুরা হওয়া মাত্র ঘরে ফিরিয়া আসা।

হাদীস- ১৭৫৯। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **সফর শেষে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফেরা।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- সফর আজাবের অংশ বিশেষ। কেননা, সফর যথাসময়ে পানাহার ও নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটায়। সুতরাং, সফরের প্রয়োজন শেষ হইলেই বাড়ীতে ফিরিয়া আসা উচিত।

হাদীস- ১৭৬০। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)-**নবী করীম (দঃ) এর যানবাহন হইতে পতন।**

আমরা উসফান হইতে প্রত্যাবর্তন কালে নবী করীম (দঃ) এর সঙ্গে ছিলাম। রসূলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার সওয়ারীর পেছনে সুফিয়া (রাঃ)কে বসাইয়া নিয়া যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে তাঁহার উট হোচট খাইয়া পড়িয়া গেলে তাঁহারা উভয়েই ছিটকাইয়া পড়িয়া গেলেন। আবু তালহা (রাঃ) দ্রুত ছুটিয়া গিয়া বলিলেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার জন্য আমার জান কোরবান। নবী করীম (দঃ) বলিলেন- মহিলাটির প্রতি দৃষ্টি দাও। আবু তালহা (রাঃ) একখন্ড বস্ত্র দ্বারা চেহারা আড়াল করিয়া সওয়ারিটি ঠিকঠাক করিয়া দিলেন। নবী করীম (দঃ) ও সুফিয়া (রাঃ) পুনরায় আরোহন করিলে আমরা তাঁহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া অগ্রসর হইতে থাকিলাম। মদীনার নিকটবর্তী হইলে নবী করীম (দঃ) বলিতে শুরু করিলেন- আমরা নিজ এলাকায় প্রত্যাবর্তনকারী, গোনাহ হইতে তওবাকারী, আল্লাহর দাসত্ব শৃঙ্খল পরিধানকারী এবং প্রভুর উদ্দেশ্যে সেজদাকারী। মদীনায় প্রবেশ না করা পর্যন্ত তিনি এই কথা গুলি বলিতে থাকিলেন।

হাদীস- ১৭৬১। সূত্র- হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ)- **সফর হইতে ফিরিয়া নফল নামাজ পড়া।**

আমি রসূলুল্লাহ (দঃ) এর সাথে এক সফর হইতে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিলে তিনি আমাকে বলিলেন- মসজিদে যাইয়া দুই রাকাত নামাজ পড়।

হাদীস- ১৭৬২। সূত্র- হযরত কায়াব ইবনে মালেক (রাঃ)- **সফর শেষে নফল নামাজ।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) দিনের প্রথম ভাগে সফর হইতে মদীনায় পৌছিয়া মসজিদে প্রবেশ করিলেন এবং বসিবার পূর্বে দুই রাকাত নফল নামাজ পড়িলেন।

হাদীস- ১৭৬৩। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **মহিলার সফর।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- কোন মাহরামকে সাথে না নিয়া কোন মহিলা তিন দিনের[১] সফর করিতে পারিবে না। [৪৮ মাইল।]

হাদীস- ১৭৬৪। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **মহিলার সফর।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- যে মহিলা আল্লাহ এবং শেষ দিবসের উপর বিশ্বাস রাখে তাহার পক্ষে কোন মাহরাম পুরুষকে সাথে না নিয়া একদিন ও একরাত্রির পথ সফর করা বৈধ নহে।

হাদীস- ১৭৬৫। সূত্র- হযরত জাবের (রাঃ)- **উঁচু জায়গায় উঠার সময় তকবীর এবং নীচে নামার সময় তসবীহ।**

এমন অবস্থায় আমরা উঁচু জায়গায় উঠার সময় আল্লাহুআকবর এবং নীচু জায়গায় অবতরনের সময় সোবহানাল্লাহ বলিতাম।

হাদীস- ১৭৬৬। সূত্র- হযরত জাবের (রাঃ)- **সফর হইতে আসিয়া কোরবানী করা।**

একবার সফর হইতে বাড়ী আসিয়া রসূলুল্লাহ (দঃ) একটি উট বা গরু জবেহ করিয়াছিলেন।

হাদীস-১৭৬৭। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **সফরে সাদী মোবারক ও ওলিমা।**

খায়বর হইতে প্রত্যাবর্তনকালে পথিমধ্যে একস্থানে নবী করীম (দঃ) তিন দিন অবস্থান করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে সুফিয়া (রাঃ) এর সাথে তাঁহার সাদী মোবারক অনুষ্ঠিত হয়। আমি সকলকে ওলিমার দাওয়াত পৌছাইবার কাজে নিযুক্ত ছিলাম। সেই দাওয়াতে রুটি গোশতের ব্যবস্থা ছিল না। খেজুর, পনির ও মাখন দস্তর খানের উপর রাখিয়া তৈরী হবিস ছিল সেই সাদীর ওলিমা।

তথা হইতে যাত্রাকালে রসূলুল্লাহ (দঃ) সুফিয়া (রাঃ) এর জন্য বাহনের উপর বসিবার ব্যবস্থা করিলেন এবং পর্দার বিশেষ ব্যবস্থাও করিলেন দেখিয়া সকলে বুঝিতে পারিল যে তিনি সুফিয়া (রাঃ)কে উম্মুল মোমেনীন হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন- মালিকানা স্বত্বাধিকার হিসাবে নয়।

হাদীস-১৭৬৮। সূত্র- হযরত জাবের (রাঃ)- **বিদেশ হইতে হঠাৎ রাত্রি বেলা স্ত্রীর নিকট না আসা।**

রসূল (দঃ) সফর হইতে ফিরিয়াই রাত্রে ঘরে যাওয়া না পসন্দ করিতেন।

হাদীস- ১৭৬৯। সূত্র- হযরত জাবের (রাঃ)- **সফরের পর রাত্রে স্ত্রীর নিকট না যাওয়া।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- যদি তোমরা রাতে প্রবেশ কর১, তোমরা নিজ স্ত্রীগনের নিকট যাইও না। যাহাতে, যাহাদের স্বামী অনুপস্থিত ছিল তাহারা নিম্নাঙ্গের লোম পরিস্কার ও অবিন্যস্ত চুল চিরুনী করিয়া সুবিন্যস্ত করিয়া নেওয়ার সুযোগ পায়। তুমি সন্তান কামনা করিও! সন্তান কামনা করিও! [১। সফর হইতে ফিরিয়া নিজ এলাকায়]

হাদীস-১৭৭০। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **সফর হইতে গভীর রাত্রে ঘরে না ফেরা।**

নবী করীম (দঃ) সফর শেষে কখনও রাতে বাড়ীতে প্রবেশ করিতেন না। তিনি সকাল অথবা সন্ধ্যায় বাড়ীতে প্রবেশ করিতেন।

YQADRI.BLOGSPOT.

হাদীস-১৭৭১। সূত্র- হযরত বরা (রাঃ)- **ঘরের দরজা দিয়া প্রবেশ করা।**

যুদ্ধ শেষে বাড়ী ফিরিয়া আনসারগণ তাহাদের বাড়ীর সদর দরজা দিয়া প্রবেশ না করিয়া পেছনের দরজা দিয়া প্রবেশ করিতেন। এক আনসার ব্যক্তি তাহার বাড়ীর সদর দরজা দিয়া প্রবেশ করিলে সবাই তাহাকে লজ্জা দিলে ও ভৎসনা করিলে আয়াত নাজেল হইল- ''ইহা কোন নেকীর কাজ নয় যে তোমরা নিজ বাড়ীতে পেছনের দরজা দিয়া প্রবেশ কর, বরং নেকী উহারই- যে সংযমশীলতা অবলম্বন করিয়াছে; এবং তোমরা গৃহ সমূহে উহার দরজা দিয়া প্রবেশ কর ও আল্লাহকে ভয় কর যেন তোমরাও সুফল প্রাপ্ত হও'' [পারা ২ সূরা ২ আয়াত ১৮৯]

হাদীস- ১৭৭২। সূত্র- হযরত জাবের (রাঃ)- **দীর্ঘ প্রবাসের পর রাত্রে ঘরে প্রবেশ না করা।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- তোমাদের মধ্যে কাহারও দীর্ঘ দিন পরিবার হইতে দূরে থাকার পর রাত্রিবেলা ঘরে প্রবেশ করা উচিত নয়[১]। [১]। স্ত্রীকে পরিচ্ছন্ন পরিপাটি হইতে দেওয়ার জন্য।

১৫। জেহাদ

হাদীস- ১৭৭৩। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **জেহাদের ফজিলত।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- যে ব্যক্তি কেবলমাত্র এই আকর্ষনের বশবর্তী হইয়া আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করিতে বাহির হইবে যে, একমাত্র আল্লাহর উপর ঈমান ও তাহার রসূলের প্রতি অগাধ বিশ্বাস ও অকুণ্ঠ সমর্থন তাঁহাকে জেহাদের প্রতি আকৃষ্ট ও অনুপ্রাণিত করিয়াছে আল্লাহতা'লা তাহার জন্য নির্ধারিত রাখিয়াছেন-হয় তাহাকে সওয়াব ও গণীমতের[১] মালদৌলত দ্বারা সাফল্য মণ্ডিত করিয়া স্বগৃহে ফিরাইবেন, নতুবা সরাসরি বেহেশতে পৌঁছাইবেন। যদি সকলের কষ্ট[২] হইবে ইহা লক্ষ্য না করিতাম তবে আমি প্রতিটি জেহাদেই অংশ গ্রহণ করিতাম। আমার প্রাণের আকাঙ্খা এই- আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হই, আবার জীবিত হইয়া পুনরায় শহীদ হই এবং পুনরায় জীবিত হইয়া আবার শহীদ হই। [১। যুদ্ধ লব্ধ সম্পত্তি। ২। সকলের জন্য যানবাহনের আশঙ্কায়]

হাদীস- ১৭৭৪। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **জেহাদের ফজিলত।**

নবী করীম (দঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি- যেই মহান সত্বার হাতে আমার প্রান তাহার শপথ করিয়া বলিতেছি, যদি এমন হইত যে আমি জেহাদে রওয়ানা হইলে অনেকেই সঙ্গী না হওয়া পসন্দ করিত এবং সকলের জন্য যানবাহন জোগান দিতে আমি অপারগ না হইতাম, তাহা হইলে আমি সকল জেহাদে অংশগ্রহন করিতাম, সে জেহাদ যত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রই হউক। আমার অত্যন্ত পসন্দনীয় হইতেছে আল্লাহর পথে নিহত হই এবং পুনরায় জীবন লাভ করি। আবার নিহত হই, আবার জীবন লাভ করি, আবার নিহত হই এবং আবার জীবন লাভ করি এবং পুনরায় নিহত হই।

হাদীস- ১৭৭৫। সূত্র- হযরত আবু মূসা আশয়ারী (রাঃ) - **প্রকৃত জেহাদ।**

এক ব্যক্তি নবী করীম (দঃ) এর খেদমতে হাজির হইয়া জিজ্ঞাসা করিল- আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ কি প্রকারে হয়? আমাদের কেহ যুদ্ধ করে রাগের বশবর্তী হইয়া, কেহ বা জেদের বশবর্তী হইয়া। ঐ ব্যক্তি দাঁড়ানো ছিল আর রসূল (দঃ) বসিয়াছিলেন। তিনি তাহার প্রতি মাথা উঠাইয়া তাকাইলেন এবং বলিলেন-আল্লাহর দ্বীনকে বুলন্দ ও উন্নত করার জন্য জেহাদ করা- একমাত্র উহাই আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ বলিয়া গণ্য হইবে।

হাদীস- ১৭৭৬। সূত্র- হযরত আবু মূসা (রাঃ)- **আল্লাহর পথে জেহাদকারী।**

নবী করীম (দঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইল- কেহ গনিমতের জন্য, কেহ প্রসিদ্ধির জন্য এবং কেহ বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য জেহাদ করে। এদের মধ্যে

কে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদকারী? নবী করীম (দঃ) বলিলেন- যে আল্লাহর বাণীকে সমুন্নত করার জন্য লড়াই করে সে-ই আল্লাহর পথে জেহাদকারী।

হাদীস- ১৭৭৭। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **আজান শুনিলে তথায় আক্রমন না করা।**

নবী করীম (দঃ) যখনই আমাদেরকে নিয়া কোন সম্প্রদায়ের সাথে জেহাদ করিতে যাইতেন, ভোর না হওয়া পর্যন্ত আক্রমন করিতেন না। অপেক্ষা করিয়া যদি আজান শুনিতেন তাহা হইলে আক্রমন হইতে বিরত থাকিতেন। আর আজান শুনা না গেলে আক্রমন করিতেন। খায়বরের যুদ্ধে রওয়ানা হইয়া আমরা রাতের বেলা সেখানে পৌছিলাম। ভোর হইলে আজান শুনা গেল না। তখন তিনি সওয়ার হইলেন এবং আমি আবু তালহার পেছনে সওয়ার হইলাম। ইহাতে আমার পা রসূল (দঃ) এর পা স্পর্শ করিতেছিল। তখন খায়বরের লোকজন থলে ও কাস্তে কোদাল নিয়া আমাদের নিকট আসিয়া রসূলুল্লাহ (দঃ)কে দেখিয়া বলিয়া উঠিল- মোহাম্মদ! আল্লাহর কসম এ- যে মোহাম্মদ! তাহার সেনা বাহিনী আসিয়া গিয়াছে। রসূলুল্লাহ (দঃ) তাহাদেরকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন- আল্লাহ আকবর। আল্লাহ আকবর। খায়বর ধ্বংস হউক। আমরা যখন কোন জাতির দ্বার প্রান্তে পৌছি তখন সতর্ককৃতদের দিনের সূচনা মন্দই হইয়া থাকে।

হাদীস- ১৭৭৮। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **জেহাদের সমতুল্য কাজ নাই।**

এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (দঃ)কে বলিল- আমাকে এমন কোন কাজ বলিয়া দিন যাহা জেহাদের সমকক্ষ। তিনি বলিলেন- না, এমন কোন কাজ নাই যাহা জেহাদের সমকক্ষ হইতে পারে। তবে হ্যাঁ, মোজাহেদ দল যখন রওয়ানা হইয়া যায় তখন তুমি মসজিদে ঢুকিয়া অবিরাম ভাবে নামাজ পড়িয়া যাও। ক্লান্ত হইও না। ক্রমাগত রোজা রাখ, বিরতি দিও না। লোকটি বলিল- কেই বা এইরূপ করিতে সক্ষম?

মোজাহেদের ঘোড়া যখন রশিতে বাঁধা অবস্থায় এদিক ওদিক করে তখনও তাহার জন্য নেকী লেখা হয়।

হাদীস-১৭৭৯। সূত্র- হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ)- **আল্লাহর পথে জেহাদকারী ব্যক্তি সর্বোত্তম।**

রসূলুল্লাহ (দঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইল -ইয়া রাসূলাল্লাহ! মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম কে? তিনি বলিলেন- যে মোমেন ব্যক্তি তাহার জান ও মাল দিয়া আল্লাহর পথে জেহাদ করে। তাহার পরে কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন- যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে এবং নিজের অনিষ্টকারীতা হইতে মানুষকে নিষ্কৃতি দেওয়ার জন্য পাহাড়ের নির্জন গুহায় অবস্থান করে।

হাদীস- ১৭৮০। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **আল্লাহর পথে জেহাদকারী জান্নাতবাসী হইবে।**

রসূলুল্লাহ (দঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি- আল্লাহর পথে জেহাদকারী কে তাহা আল্লাহই ভাল জানেন। আল্লাহর পথে সত্যিকার জেহাদকারী এমন ব্যক্তির ন্যায় যে অবিরাম রোজা রাখে ও নামাজ আদায় করে। আল্লাহ তাহার পথে জেহাদকারীর ব্যাপারে এই দায়িত্ব নিয়াছেন যে সে মৃত্যু বরণ করিলে তাহাকে জান্নাত দান করা হইবে অথবা তাহাকে গাজী বানাইয়া নিরাপদে পুরস্কার সহ ঘরে ফিরাইয়া আনা হইবে।

হাদীস- ১৭৮১। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **মহিলাদের জেহাদে গমন।**

নবী করীম (দঃ) ওবাদা (রাঃ) এর স্ত্রী উম্মে হারামের[১] গৃহে যাতায়াত করিতেন। একদিন তথায় গেলে খাওয়ার পর তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষন পর তিনি হাসিতে হাসিতে নিদ্রোত্থিত হওয়ায় উম্মে হারাম (রাঃ) তাঁহাকে হাঁসির কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন- স্বপ্নে আমার উম্মতের এক দলকে আল্লাহর পথে জেহাদরত অবস্থায় দেখান হইল, যাহারা বাদশাহী জাঁক জমকে সমুদ্রের মাঝে জাহাজের আরোহী হইয়া সিংহাসনে বসিয়া রহিয়াছে। উম্মে হারাম (রাঃ) বলিলেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি দোয়া করুন যেন আমি তাহাদের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারি। অতঃপর তিনি পুনরায় ঘুমাইয়া পড়িলেন এবং কিছুক্ষন পর পুনরায় হাঁসি মুখে উঠিয়া পূর্ববত বর্ণনা করিলেন। উম্মে হারাম (রাঃ) পুনরায় তাঁহার জন্য একই প্রকার দোয়া করিতে বলিলে রসূল (দঃ) বলিলেন- তুমি প্রথম দলে রহিয়াছ।

উম্মে হারাম (রাঃ) মুয়াবিয়া ও আবু সুফিয়ানের শাসনকালে জেহাদের উদ্দেশ্যে সমুদ্র যাত্রা করেন এবং ফিরিয়া আসিয়া অবতরণকালে সওয়ারীর পিঠ হইতে পড়িয়া ইন্তেকাল করেন। [১। দুধ খালা]

হাদীস- ১৭৮২। সূত্র- হযরত জুন্দুব ইবনে সুফিয়ান (রাঃ)- **জেহাদে কোন অঙ্গ আঘাত প্রাপ্ত হওয়া।**

কোন এক জেহাদে রসূল (দঃ) এর একটি আঙ্গুল আঘাতে রক্তাক্ত হইলে তিনি আবৃত্তি করিলেন- 'তুমি তো একটি আঙ্গুল ছাড়া আর কিছুই নও। তুমি তো আল্লাহর রাস্তায়ই রক্তাক্ত হইয়াছ।

হাদীস- ১৭৮৩। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **আঘাত প্রাপ্ত ব্যক্তির দেহ হইতে সুগন্ধ বাহির হইবে।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- যাহার হাতের মুঠায় আমার প্রাণ সেই মহান সত্তার শপথ করিয়া বলিতেছি- কোন ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় আঘাত প্রাপ্ত হইলে- আল্লাহই ভাল জানেন কে তাহার রাস্তায় আঘাত প্রাপ্ত- কেয়ামতের দিন তাহাকে তাজা রক্তে রঞ্জিত অবস্থায় উঠানো হইবে এবং তাহা হইতে মেশকের সুগন্ধি আসিতে থাকিবে।

হাদীস- ১৭৮৪। সূত্র- হযরত বরা (রাঃ)- অল্প আমলে অধিক পুরস্কার।

সর্বাঙ্গ লৌহ বর্মে আবৃত অবস্থায় এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (দঃ)কে জিজ্ঞাসা করিল- ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি জেহাদে অংশ নিব, না ইসলাম গ্রহণ করিব? তিনি বলিলেন- ইসলাম গ্রহণ কর, তারপর জেহাদে লিপ্ত হও। সেই লোকটি ইসলাম গ্রহণ করিয়া জেহাদে অংশ নিল এবং শহীদ হইল। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন- সে অল্প কাজ করিয়াও বেশী পুরস্কার লাভ করিল।

হাদীস- ১৭৮৫। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)-জেহাদে মৃত্যু বরণকারী ফেরদৌস লাভ করে।

হারেসা ইবনে সুরাকার মাতা নবী করীম (দঃ) এর নিকট আসিয়া বলিলেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাকে হারেসা সম্পর্কে বলুন। হারেসা বদর যুদ্ধে অদৃশ্য তীরের আঘাতে শহীদ হয়। সে যদি জান্নাতবাসী হয় তবে আমি ধৈর্য্য ধারণ করিব অন্যথায় আমি অঝোরে কাঁদিব। তিনি বলিলেন- হে হারেসার মা, জান্নাতে অসংখ্য বাগান রহিয়াছে আর তোমার পুত্র সর্ব্বোচ্চ ফেরদৌস লাভ করিয়াছে।

হাদীস- ১৭৮৬। সূত্র- হযরত সায়েব ইবনে ইয়াজীদ (রাঃ)- যুদ্ধ সম্বন্ধে বর্ণনা।

আমি তালহা (রাঃ), সায়াদ (রাঃ), মেকদাদ (রাঃ) এবং আবদুর রহমান (রাঃ) এর সঙ্গ লাভ করার সুযোগ পাইয়াছি কিন্তু একমাত্র তালহা (রাঃ) ব্যতীত কাহাকেও রসূলুল্লাহ (দঃ) এর বিষয়ে[১] কিছু বর্ণনা করিতে শুনি নাই। তালহা (রাঃ) অহোদ যুদ্ধ সম্বন্ধে বর্ণনা করিতেন। [১। যুদ্ধ সংক্রান্ত]

হাদীস- ১৭৮৭। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- নবী করীম (দঃ) এর শুভ্র উরু।

রসূলুল্লাহ (দঃ) জেহাদে রওয়ানা হইয়া খায়বরের নিকট পৌছিয়া ফজরের নামাজ আউয়াল ওয়াক্তে অন্ধকার থাকিতেই পড়িলেন। তারপর শহরে প্রবেশ করিবার জন্য উষ্ট্রে আরোহন করিলেন। আমি আবু তালহার সঙ্গে এক উষ্ট্রে আরোহন করিলাম। নবী করীম (দঃ) খায়বর শহরে প্রবেশ করিয়া শহরের পথ সমূহ প্রদক্ষিন করিতে লাগিলেন। আমার হাঁটু নবী করীম (দঃ) এর হাঁটুতে স্পর্শ করিতেছিল। কোন এক সময় তাঁহার লুঙ্গি উরু হইতে একটু সরিয়া গিয়াছিল বিধায় তাঁহার উরুর শুভ্রতা আমার দৃষ্টি গোচর হইয়াছিল।

হাদীস- ১৭৮৮। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- জেহাদ ফরজ।

নবী করীম (দঃ) মক্কা বিজয়ের দিন বলিয়াছিলেন- বিজয়ের পর হিজরত প্রয়োজন নাই। এখন থাকিবে শুধু জেহাদ এবং নিয়ত। সুতরাং

যখনই তোমাদেরকে জেহাদের জন্য ডাকা হইবে তখনই বাহির হইয়া পড়িবে।

হাদীস- ১৭৮৯। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **জেহাদের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকা।**

নবী করীম (দঃ) এর সময় সর্বদা জেহাদের জন্য প্রস্তুত থাকার জন্য আবু তালহা (রাঃ) নফল রোজা রাখিতেন না। তাঁহার ইন্তেকালের পর আবু তালহা (রাঃ)কে দুই ঈদের দিন ব্যতীত রোজাহীন দেখি নাই।

হাদীস- ১৭৯০। সূত্র- হযরত বরা (রাঃ)- **জেহাদে অংশ গ্রহণকারী ও ঘরে বসিয়া থাকা ব্যক্তি সমতুল্য নয়।**

নবী করীম (দঃ) অহী লেখক জায়েদ (রাঃ)কে ডাকাইয়া আনিয়া বলিলেন- লিখ-''মোমেনগনের মধ্য হইতে যে বসিয়া থাকে আর যে আল্লাহর পথে জেহাদ করে উভয়ে সম পর্য্যায়ের হইতে পারিবে না।'' ঐ সময় উপস্থিত অন্ধ সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রাঃ) বলিয়া উঠিলেন, এই আয়াতের প্রেক্ষিতে আমার প্রতি আপনার নির্দ্দেশ কি? আমি অন্ধ মানুষ। তখন উক্ত আয়াতটির স্থলে 'দুঃখ পীড়া ব্যতীত' শব্দ দ্বয় যোগে এইরূপ আয়াত নাজেল হইল- বিশ্বাসীদের মধ্যে যে দুঃখ পীড়া ব্যতীত বসিয়া থাকে এবং যে স্বীয় ধন প্রাণ দ্বারা আল্লাহর পথে জেহাদ করে তাহারা তুল্য নহে'' (পারা ৫ সূরা ৪ আয়াত ৯৫)

হাদীস- ১৭৯১। সূত্র- হযরত জায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ)- **আল্লাহর রাস্তায় জেহাদকারী এবং জেহাদকারী নয় এমন উভয় লোক সমান নয়।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) আমার দ্বারা সদ্য অবতরিত এই আয়াতটি লিখাইলেন- 'বিশ্বাসীগনের মধ্যে যাহারা বসিয়া থাকে এবং যাহারা আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করে তাহারা তুল্য নহে। উম্মে মাকতুম (রাঃ) বলিলেন- ইয়া রাসুলাল্লাহ! কসম আল্লাহর, আমি যদি জেহাদে যাইতে সক্ষম হইতাম তবে নিশ্চয়ই আমি জেহাদে যাইতাম। তিনি ছিলেন অন্ধ। তৎক্ষনাৎ অহী নাজেল হইল- বিশ্বাসীগনের যে দুঃখ-পীড়া ব্যতীত বসিয়া থাকে এবং যে স্বীয় জান-মাল দ্বারা আল্লাহর পথে জেহাদ করে- তাহারা তুল্য নহে।' (পারা ৫ সূরা ৪ আয়াত ৯৫) অহী নাজেলের সময় রসূল (দঃ) এর উরু আমার উরুর উপর ছিল। উহা এত ভারী বোধ হইতেছিল যে মনে হইতেছিল আমার উরু ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যাইবে। অন্ধ, খঞ্জ ইত্যাদি অক্ষমদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া 'দুঃখ-পীড়া ব্যতীত' সংযোজিত হইয়াছিল।

হাদীস-১৭৯২। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **অক্ষমতার জন্য জেহাদে অংশে গ্রহনে অপারগতা।**

নবী করীম (দঃ) তবুকের জেহাদ হইতে প্রত্যাবর্তন কালে বলিয়াছিলেন- এমন কিছু লোক আমাদের সাথে যুদ্ধে গমন না করিয়া মদীনায় বসিয়া আছে যাহারা আমরা পর্বত গুহায় প্রবেশ করি বা উপত্যকায়

গমন করি সর্বাবস্থায় আমাদের সাথে থাকিবে; কেবলমাত্র অক্ষমতাই তাহাদিগকে জেহাদ হইতে বিরত রাখিয়াছে।

হাদীস- ১৭৯৩। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **জেহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করণে ছন্দ ব্যবহার।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) খন্দকের যুদ্ধের সময় পরিখা খনন দেখিতে গিয়া দেখিলেন, শীতের সকালে আনসার ও মোহাজেরগণ পরিখা খনন করিতেছে। সাহায্যের জন্য তাহাদের কোন ভৃত্য ছিল না। তাহাদেরকে ক্লান্ত ও ক্ষুধায় কাতর দেখিয়া তিনি ছন্দাকারে বলিলেন- ''ইয়া আল্লাহ! আখেরাতের সুখ সমৃদ্ধিই সত্যিকারের সুখ সমৃদ্ধি। ইয়া আল্লাহ! তুমি আনসার ও মোহাজেরদিগকে ক্ষমা করিয়া দাও।'' তাঁহারা সবাই জবাবে বলিয়া উঠিলেন- যতদিন আমরা টিকিয়া আছি ততদিন মোহাম্মদ (দঃ) এর হাতে জেহাদের শপথ গ্রহণ করিয়াছি।

হাদীস- ১৭৯৪। সূত্র- হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ)- **রোজা অবস্থায় জেহাদের ফজিলত।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জেহাদরত অবস্থায় একদিন রোজা রাখে আল্লাহ তাঁহার মুখ মন্ডলকে সত্তর বছরের জন্য দোজখ হইতে দূরে রাখিবেন।

হাদীস- ১৭৯৫। সূত্র- হযরত জায়েদ ইবনে খালেদ (রাঃ)- **জেহাদকারীকে সহায়তা করা জেহাদতুল্য।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় কোন জেহাদকারীকে যুদ্ধ সরঞ্জাম সরবরাহ করিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করিয়া দেয় সে যেন নিজেই জেহাদে অংশগ্রহণ করিল। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জেহাদকারীর অনুপস্থিতিতে তাহার পরিবার পরিজনকে উত্তমরূপে দেখা শুনা করে সেও যেন নিজেই জেহাদ করিল।

হাদীস- ১৭৯৬। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **জেহাদে শহীদের পরিবারের প্রতি নবী করীম (দঃ) এর দয়া।**

নবী করীম (দঃ) নিজ বিবিগণের গৃহ ব্যতিরেকে কেবল মাত্র উম্মে সোলায়েমের[১] গৃহে অধিক যাতায়াত করিতেন। এই ব্যাপারে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিয়াছিলেন- তাহার ভাই আমার সাথে জেহাদে শহীদ হইয়াছে বিধায় তাহার প্রতি করুনা প্রদর্শন করিয়া থাকি। [১। দুধ খালা]

হাদীস- ১৭৯৭। সূত্র- হযরত মুসা ইবনে আনাস (রাঃ)- **যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন না করা।**

ইয়ামামার[১] যুদ্ধের দিন আনাস (রাঃ) সাবেত ইবনে কায়েস (রাঃ) এর নিকট গিয়া দেখিতে পাইলেন যে তিনি উরু উন্মুক্ত করিয়া সুগন্ধি মাখিতেছেন। তিনি বলিলেনঃ চাচাজান- আপনার যুদ্ধে না যাওয়ার কারন কি? তিনি জবাব দিলেনঃ হে ভাতিজাঃ এখনই যাইব। ইহার পরও তিনি

সুগন্ধি মাখিতে থাকিলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন ও যুদ্ধক্ষেত্র হইতে লোকদের পলায়নের বিষয় নিয়া আলোচনায় বলিলেন- এমন করিয়াই শত্রু সেনারা আমাদের মুখোমুখি হইয়া পড়িত এবং আমরা সামনা সামনি যুদ্ধ করিতাম। রসুলুল্লাহ (দঃ) এর সঙ্গে যুদ্ধ[১] করিয়া আমরা কখনও পালাই নাই। কি খারাপ অভ্যাসই না তোমাদের সময়ের লোকের হইয়া গিয়াছে!

[১। মিথ্যা নবুওতের দাবীদার মোসায়লেমা কাজ্জাবের বিরুদ্ধে]

হাদীস-১৭৯৮। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ও হযরত আনাস (রাঃ)- **জেহাদেই কল্যান ও বরকত।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- ঘোড়ার কপালের কেশগুচ্ছে কল্যান ও বরকত দান করা হইয়াছে।

হাদীস- ১৭৯৯। সূত্র- হযরত ওরওয়া ইবনুল জায়াদ (রাঃ)- **জেহাদেই মঙ্গল।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- ঘোড়ার কপালের কেশগুচ্ছে 'কেয়ামত পর্যন্ত কল্যাণ দান করা হইয়াছে। পুরস্কার ও গনিমতের মাল ইহার মধ্যে শামিল।

হাদীস- ১৮০০। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **জেহাদের জন্য ঘোড়া পালনের ফজিলত।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছিলেন- যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি পূর্ণ ঈমান ও তাঁহার প্রতিশ্রুতির প্রতি আস্থা স্থাপন পূর্বক আল্লাহর রাস্তায় জেহাদের জন্য ঘোড়া পালন করিবে, কেয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তির পাল্লায় ঐ ঘোড়ার খাদ্য, পানীয়, গোবর ও পেশাবের সম পরিমান কল্যান দান করা হইবে।

হাদীস-১৮০১। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **জেহাদের উদ্দেশ্যে ঘোড়া পোষণ করার ফজিলত।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- ঘোড়ার অধিকারী ব্যক্তি তিন শ্রেনীর হইতে পারে (১) পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য, (২) আবরণ স্বরূপ এবং (৩) বোঝা বা গোনাহের কারণ।

যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জেহাদের উদ্দেশ্যে ঘোড়া পালন করে তাহার জন্য পুরস্কার রহিয়াছে। লম্বা রশি দ্বারা বাঁধা অবস্থায় ঘোড়াটি ঘোরাফেরা করিয়া ঘাস খাইলে ঘাসের বিনিময়েও কল্যাণ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। যে ব্যক্তি অহংকার, গৌরব, প্রদর্শনী ও ইসলামের অনুসারীদের জন্য শত্রুতার উদ্দেশ্যে ঘোড়া পালন করে তাহা ঐ ব্যক্তির জন্য বোঝা হইয়া দাঁড়ায়। রসুলুল্লাহ (দঃ)কে গাধা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি জবাব দিলেন যে, আমার প্রতি এই ব্যাপারে ব্যপক অর্থ ব্যঞ্জক এই আয়াতটি ভিন্ন আর কিছুই নাজেল হয় নাই- যে ব্যক্তি পরমানু পরিমান সৎকর্ম করিবে, সে উহা প্রত্যক্ষ করিবে এবং যে পরমানু পরিমান দুষ্কার্য্য করিবে, সে উহা প্রত্যক্ষ করিবে।' (পারা ৩০ সূরা ৯৯ আয়াত ৭-৮)

হাদীস-১৮০২। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **গনিমতে ঘোড়ার অংশ।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) গণীমতের মাল হইতে ঘোড়ার জন্য দুই অংশ এবং ঘোড়ার মালিকের জন্য এক অংশ নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন।

হাদীস-১৮০৩। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা।**

নবী করীম (দঃ) প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ঘোড়া সমূহকে হাফাইয়া হইতে সানিয়াতুলবিদা পর্যন্ত[১] এবং প্রশিক্ষণ বিহীন ঘোড়া সমূহকে সানিয়াহ হইতে বনী জুরায়েকের মসজিদ পর্যন্ত দৌড় প্রতিযোগীতার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বর্ণনাকারীও উক্ত ঘোড়দৌড় প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। [১। পাঁচ ছয় মাইল। ২। জেহাদের প্রশিক্ষণার্থে।]

হাদীস-১৮০৪। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **নারীদের জেহাদে অংশ গ্রহণ।**

অহোদের দিন লোকেরা যখন নবী করীম (দঃ)কে রাখিয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল এবং বিশৃঙ্খলা ছড়াইয়া পড়িল তখন আমি দেখিলাম আয়েশা (রাঃ) এবং উম্মে সোলায়েম (রাঃ) বস্ত্রের গোছা টানিয়া ধরিয়াছে যদ্দরুন তাহাদের পায়ের গোছা[১] পর্যন্ত আমার দৃষ্টি গোচর হইতেছিল। এমতাবস্থায় তাহারা পানি ভর্তি মশক পৃষ্টে বহন করিয়া নিয়া লোকদেরকে খাওয়াইতেছে এবং মশক খালি হইলে পুনরায় পানি ভর্তি করিয়া আনিয়া পান করাইতেছে। [১। পিরার উপরিভাগ।]

হাদীস-১৮০৫। সূত্র- হযরত রুবাইয়ে বিনতে মোয়াল্লেব (রাঃ) ও রুবাই বিনতে মোয়াযেজ (রাঃ)- **নারীদের জেহাদে অংশগ্রহণ।**

আমরা যুদ্ধের ময়দানে নবী করীম (দঃ) এর সাথে থাকিতাম। আমরা লোকদেরকে পানি পান করাইতাম, আহতদের সেবাযত্ন[১] করিতাম এবং নিহতদেরকে ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করিতাম। [যাহাদের সাথে বিবাহ হারাম নয় তাহাদের শরীর স্পর্শ ব্যতিরেকে।]

হাদীস-১৮০৬। সূত্র- হযরত সালাবা ইবনুল মালেক (রাঃ)- **জেহাদে অংশ গ্রহণকারীর মর্তবা।**

ওমর (রাঃ) মহিলাদের মধ্যে কিছু মূল্যবান পোষাক বিলি করিতেছিলেন। একখানা মূল্যবান চাদর অবশিষ্ট থাকিলে কেহ কেহ বলিল, রসূলুল্লাহ (দঃ) এর দৌহিত্রি উম্মে কুলসুম[১]কে এই চাদর খানা দিন। ওমর (রাঃ) বলিলেন- উম্মে সালীতই ইহার বড় হকদার। কেননা, তিনি রসূলুল্লাহ (দঃ) এর হাতে বাইয়াত গ্রহণকারীদের একজন, যিনি অহোদের দিন মশক ভর্তি করিয়া আমাদের নিকট পৌছাইতেছিলেন। (১ বিবি ফাতেমার কণ্যা ও ওমর (রাঃ) এর পত্নী)

হাদীস-১৮০৭। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **ধন সম্পদ অপেক্ষা জেহাদ উত্তম।**

দিনার, দেরহাম ও উত্তম পোশাক পরিচ্ছদের যাহারা দাস তাহাদের জন্য ধ্বংস। এই সব তাহাকে দেওয়া হইলে সে সন্তুষ্ট হয় আর দেওয়া না হইলে সে অসন্তুষ্ট হয়। ইহারা ধ্বংস হইবে, অধঃপতিত হইবে এবং তাহাদের পায়ে কন্টক বিদ্ধ হইলে তাহা খুলিয়া দেওয়ার লোক পর্যন্ত পাইবে না। ঐ ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ যে আল্লাহর রাস্তায় ধুলা মাখা পায়ে, ধুলামাখা বেশে হইলেও জেহাদের জন্য ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া প্রস্তুত থাকে। তাহাকে পাহারার কাজে সম্মুখ ভাগে বা পেছনে যেখানেই নিয়োগ করা হউক না কেন সে পাহারার কাজ করিয়া যায়। সে যদি কাহারও সাক্ষাতের অনুমতি চায় তাহাকে সাক্ষাতের অনুমতিও দেওয়া হয় না এবং তাহার সুপারিশও গ্রহণ করা হয় না।

হাদীস-১৮০৮। সূত্র- হযরত সাহল ইবনে সায়াদ সায়েদী (রাঃ)- **সীমান্ত পাহারার ফজিলত।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- আল্লাহর রাস্তায় জেহাদের উদ্দেশ্যে একদিন সীমান্ত পাহারা দেওয়া পৃথিবী ও উহার সমস্ত সম্পদ অপেক্ষা উত্তম। জান্নাতের চাবুক পরিমান জায়গা পৃথিবী ও উহার সম্পদ রাশি হইতে উত্তম। আল্লাহর রাস্তায় জেহাদের উদ্দেশ্যে বান্দার একটি সকাল বা একটি সন্ধ্যা ব্যয় করা পৃথিবী ও উহার সকল সম্পদরাশি অপেক্ষা উত্তম।

হাদীস-১৮০৯। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **কম বয়স্ক ছেলেকে জেহাদে খেদমতের জন্য নেওয়া।**

নবী করীম (দঃ) খায়বর গমন কালে আবু তালহা (রাঃ)কে বলিলেন, আমার খেদমতের জন্য একজন ছেলেকে খুঁজিয়া আনিয়া দাও। আবু তালহা (রাঃ) আমাকে তাঁহার সঙ্গী করিয়া দিলেন। আমি তখন বয়ঃসন্ধীর নিকটবর্তী। আমি তাঁহার খেদমতে নিয়োজিত হইলাম। তিনি নীচু জায়গায় অবতরন কালে বলিতেন- ইয়া আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি- দুঃশ্চিন্তা ও দুঃখজনক অবস্থা হইতে, অক্ষমতা ও অলসতা হইতে, কৃপনতা ও ভীরুতা হইতে, ঋণভার ও শত্রুর প্রাধান্য ও অধিপত্য হইতে। খায়বর গমন করার পর উহার পতন হইল। এই সময় তাঁহার নিকট হয়াই ইবনে আখতাবের সদ্য বিবাহীতা বর্তমান যুদ্ধের ফলে বিধবা হওয়া কন্যা সুফিয়ার রূপ গুনের কথা বর্ণনা করা হইল। তিনি তাঁহাকে নিজের

জন্য পসন্দ করিলেন। অতঃপর সেখান হইতে তাঁহাকে নিয়া রওয়ানা হইয়া সাদ্দুস সাহাবা নামক স্থানে পৌঁছিলে তিনি পবিত্রা হইলেন এবং রসূলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার সাথে নির্জন বাস করিলেন। চামড়ার ছোট দস্তরখানে হায়ছ প্রস্তুত করিয়া আশেপাশের সকলকে ডাকিয়া আনিবার জন্য আমাকে আদেশ দান করিলেন। ইহাই ছিল সুফিয়া (রাঃ) এর সাথে রসূলুল্লাহ (দঃ) এর বিবাহের ওলীমা। আমরা মদীনার দিকে রওয়ানা হইলাম। আমি দেখিলাম, নবী করীম (দঃ) নিজের আবা দ্বারা সুফিয়া (রাঃ)কে আবৃত করিয়া রাখিতেছেন। তিনি নিজের উটের নিকট বসিয়া হাঁটু বাড়াইয়া দিতেছেন আর সুফিয়া (রাঃ) তাঁহার হাঁটুর উপর পা রাখিয়া আরোহন করিতেছেন। এইভাবে আমরা মদীনার নিকটবর্তী হইলে তিনি ওহোদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন- ইহা এমন এক পাহাড় যাহা আমাদেরকে ভালবাসে এবং যাহাকে আমরা ভালবাসি। তারপর মদীনার প্রতি তাকাইয়া তিনি বলিলেন- ইয়া আল্লাহ! এই কঙ্করময় দুইটি জায়গার মধ্যে অবস্থিত স্থানকে আমি সম্মানিত বলিয়া ঘোষণা করিতেছি- ইব্রাহীম (আঃ) যেমন মক্কাকে সম্মানীত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। ইয়া আল্লাহ! তুমি তাহাদের সা' এবং মুদে[১] বরকত দান কর। [১। খাদ্যবস্তু পরিমাপক]

হাদীস-১৮১০। সূত্র- হযরত আবু সায়ীদ (রাঃ)- সাহাবী, তাবেয়ী ও **অবে তাবেয়ীর বরকতে বিজয়।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- এমন এক সময় আসিবে যখন আল্লাহর রাস্তায় জেহাদে গমনকারী একদল লোকের মধ্যে অনুসন্ধান করা হইবে কোন সাহাবী আছেন কিনা। বলা হইবে- হ্যাঁ, আছেন। তাহাদেরকে বিজয় দান করা হইবে। পরে আরেকটা যুগ এমন আসিবে যখন তাহাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হইবে- তোমাদের মধ্যে সাহাবার সাহাবা কেহ আছেন কি? বলা হইবে- হ্যাঁ, আছেন। তাহাদেরকেও বিজয় দান করা হইবে। পরে আরেকটা যুগ এমন আসিবে যখন তাহাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হইবে- তোমাদের মধ্যে সাহাবাদের সাহাবার সাহাবা কেহ আছেন কি? বলা হইবে- হ্যাঁ আছেন। তাহাদেরকেও বিজয় দান করা হইবে।

হাদীস- ১৮১১। সূত্র- হযরত আবু উমামা (রাঃ)- বিজয়ের **তরবারী কারুকার্য্য বিহীন।**

এমন লোকেরা এই সব বিজয় লাভ করিয়াছে যাহাদের তরবারী স্বর্ণ বা রৌপ্য খচিত ছিল না বরং তাহাদের তরবারীর সাজ চামড়া, সীসা এবং লোহার কারুকার্য্য খচিত ছিল।

হাদীস- ১৮১২। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **মুসলমানগণ দিগ্বিজয় করিবে।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- মুসলমানগণ ইহুদীদের বিরুদ্ধে এক জেহাদ করিবে যখন কোন ইহুদী পাথরের আড়ালে লুকাইলে পাথর ডাকিয়া বলিবে, হে আল্লাহর বান্দা! এই দেখ, একজন ইহুদী লুকাইয়া আছে[১]। তাহাকে হত্যা কর। (১। কেয়ামতের পূর্বে)

হাদীস- ১৮১৩। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **ইহুদীকে পাথরও আশ্রয় দিবে না।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- কেয়ামতের পূর্বে নিশ্চয়ই এই ঘটনা ঘটিবে যে তোমরা মুসলমানরা ইহুদীদের বিরুদ্ধে জেহাদ করিবে। কোন ইহুদী কোন পাথরের পেছনে লুকাইয়া থাকিলে ঐ পাথর মুসলমানকে ডাকিয়া বলিবে- দেখ, আমার পেছনে একজন ইহুদী লুকাইয়া আছে, তাহাকে হত্যা কর।

হাদীস- ১৮১৪। সূত্র- হযরত কা'আব ইবনে মালেক (রাঃ)- **বৃহস্পতিবারে যাত্রা।**

নবী করীম (দঃ) তবুকের যুদ্ধে বৃহস্পতিবার দিন যাত্রা করিয়াছিলেন। তিনি বৃহস্পতিবার যাত্রা পসন্দ করিতেন।

হাদীস- ১৮১৫। সূত্র- হযরত সালামা ইবনুল আকওয়া (রাঃ)- **যুদ্ধের সময় মৃত্যুর জন্য বাইয়াত গ্রহন করা।**

আমি নবী করীম (দঃ) এর নিকট বাইয়াত গ্রহণ করার পর একটা গাছের নীচে গেলাম। ভীড় কমিয়া গেলে নবী করীম (দঃ) আমাকে ডাকিয়া বলিলেন- হে আকওয়ার বেটা, তুমি কি বাইয়াত গ্রহণ করিবে না? আমি বলিলাম- আমিতো বাইযাত গ্রহণ করিয়াছি। তিনি বলিলেন- পুনরায় কর। আমি পুনরায় বাইযাত গ্রহণ করিলাম। আমরা মৃত্যুর জন্য বাইযাত গ্রহণ করিয়াছিলাম।

হাদিস- ১৮১৬। সূত্র- হযরত মোজাশে (রাঃ)- **জেহাদের জন্য বাইয়াত।**

আমি আমার ভাতিজাকে নিয়া নবী করীম (দঃ) এর নিকট গিয়া বলিলাম-আমাদের নিকট হইতে হিজরতের বাইযাত গ্রহণ করুন। তিনি বলিলেন-মুসলমানদের হিজরতের প্রয়োজন শেষ হইয়া গিয়াছে। আমি বলিলাম- তাহা হইলে কিসের জন্য বাইয়াত গ্রহণ করিব? তিনি বলিলেন- ইসলাম ও জেহাদের জন্য।

হাদীস- ১৮১৭। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)- **আল্লাহর ভয়েই শান্তি ও কল্যান।**

এক ব্যক্তি আমাকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে আমি জবাব দিতে পারি নাই। লোকটি বলিল- পূর্ণরূপে অস্ত্র সজ্জিত এক চটপটে যুবক আমাদের নেতাদের সাথে যুদ্ধে গমন করিলে নেতা এমন আদেশ করেন যাহা করার সামর্থ আমাদের নাই। এমন লোক সম্পর্কে আমাদের ভূমিকা কি হওয়া উচিৎ? আমি তাহাকে বলিলাম- আল্লাহর শপথ, আপনাকে জবাব দিবার মত কিছু আমার জানা নাই। তবে আমরা নবী করীম (দঃ) এর সাথে থাকাকালে আমাদিগকে একবারের বেশী আদেশ দেওয়ার দরকার হইত না। আর তাহাতেই আমরা কাজটি সমাধা করিয়া ফেলিতাম। তোমরা যতদিন আল্লাহকে ভয় করিবে ততদিন শান্তিতে থাকিবে। কাহারও অন্তরে সন্দেহ সৃষ্টি হইলে তৎক্ষনাৎ এমন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া নিবে যে জবাব দিয়া সন্তুষ্টি বিধান করিতে পারে। সম্ভবতঃ এইরূপ লোক তোমরা পাইবে না. সেই সত্তার শপথ, যিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নাই- এই পৃথিবীর যতটুকু অতীত হইয়াছে সে সম্বন্ধে এই ছাড়া আর কি বলিব যে এটা একটি বৃহৎ জলাশয়ের মত, যাহার স্বচ্ছ পানিটুকু পান করা হইয়াছে এবং ঘোলা পানিটুকু অবশিষ্ট রহিয়াছে।

হাদীস- ১৮১৮। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **যুদ্ধে বন্দী হইয়া বেহেশত লাভ।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- আল্লাহতা'লা বিস্মিত হন ঐ লোকদের অবস্থায় যাহাদিগকে শিকলে বন্দী করিয়া বেহেশতে পৌছানো হইয়াছে।[১]

[১। যুদ্ধবন্দী হইয়া আসার পর ইসলাম গ্রহণ করায়]

হাদীস- ১৮১৯। সূত্র- হযরত সায়াব ইবনে জাচ্ছামা (রাঃ)- **জেহাদে অনিচ্ছাকৃত শিশু ও নারী হত্যা।**

'আবওয়া' অথবা 'ওয়াদ্দান' নামক স্থানে নবী করীম (দঃ) আমার নিকট দিয়া অতিক্রম কালে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল যে নৈশ আক্রমন কালে নারী ও শিশুরা আহত ও নিহত হইয়া থাকে। এই ব্যাপারে আপনার মত কি? তিনি বলিলেন- তাহারাও তো তাহাদেরই লোক। তাঁহাকে আরও বলিতে শুনিয়াছি- একমাত্র আল্লাহ ও তাঁহার রসুল ভিন্ন অন্য কাহারও জন্য সংরক্ষিত থাকিতে পারে না।

হাদীস- ১৮২০। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **নারী ও শিশু হত্যা নিষেধ।**

এক জেহাদে একজন নারীকে নিহত অবস্থায় পাওয়া গেলে রসুলুল্লাহ (দঃ) নারী ও শিশু হত্যা নিষিদ্ধ করিয়া দিলেন।

হাদীস- ১৮২১। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **অগ্নিদগ্ধ করিয়া হত্যা নিষেধ।**

কোন একটি জেহাদে যাওয়ার সময় নবী করীম (দঃ) নির্দ্দেশ দিলেন- অমুক এবং অমুককে পাইলে আগুনে পুড়িয়া হত্যা করিবে। রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে তিনি আবার বলিলেন- আমি অমুক এবং অমুককে অগ্নি দগ্ধ করিয়া মারিতে নির্দ্দেশ দিয়াছি কিন্তু আল্লাহ ব্যতীত আর কেহ আগুন দ্বারা শাস্তি দানের অধিকারী নয়। অতএব, তাহাদেরকে পাইলে এমনি হত্যা করিও।

হাদীস- ১৮২২। সূত্র- হযরত ওমর ইবনে ওবায়দুল্লাহ- **শত্রুর মোকাবেলা কামনা না করা।**

শত্রুর বিরুদ্ধে জেহাদের কোন একদিনে রসূলুল্লাহ (দঃ) সূর্য্য ঢলিয়া পড়া পর্যন্ত শত্রুর অপেক্ষায় থাকিলেন। অতঃপর তিনি দাঁড়াইয়া বলিলেন- হে লোক সকল! শত্রুর মোকাবেলার আকাংখা করিও না বরং আল্লাহর নিকট নিরাপত্তা প্রার্থনা কর। ইহার পরও শত্রুর মোকাবেলার মত পরিস্থিতি দেখা দিলে ধৈর্য্য অবলম্বন কর। জানিয়া রাখ, তরবারীর ছায়ার নীচেই জান্নাত। অতঃপর তিনি দোয়া করিলেন- হে আল্লাহ্! কেতাব নাজেলকারী, মেঘমালা পরিচালনাকারী এবং শত্রুদলকে পরাস্তকারী, তাহাদেরকে পরাস্ত করিয়া দাও এবং তাহাদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

হাদীস- ১৮২৩। সূত্র- হযরত বরা ইবনে আজেব (রাঃ)- **যুদ্ধের অনুপ্রেরণাদায়ক গান।**

খন্দকের যুদ্ধের সময় খন্দক খনন করাকালে রসূলুল্লাহ (দঃ) মাটি বহন কালে মাটি লাগিয়া তাঁহার বুকের পশম ঢাকা পড়িয়াছিল। তিনি ছিলেন লোমশ ব্যক্তি। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রচিত যুদ্ধে অনুপ্রেরণাদায়ক এই কবিতাটি আবৃত্তি করিতেছিলেন- ইয়া আল্লাহ! তুমি করুনা না করিলে আমরা সৎপথ প্রাপ্ত হইতাম না, নামাজও পড়িতাম না এবং সদকাও দিতাম না। সুতরাং আমাদের জন্য প্রগাঢ় শান্তি নাজেল কর এবং শত্রুর মোকাবেলাকে দৃঢ়পদ রাখ। শত্রুগণ আমাদের প্রতি ক্রমাগতভাবে অত্যাচার করিয়া চলিয়াছে। তাহারা যখনই বিপর্যয় সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছে আমরা তখনই তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছি। এই কথাগুলি তিনি উচ্চস্বরে উচ্চারণ করিতেছিলেন।

হাদীস- ১৮২৪। সূত্র- হযরত সালামা ইবনুল আকওয়া (রাঃ)- **গুপ্তচর নিধন করা।**

কোন এক সফরে মোশরেকদের একজন গুপ্তচর সাহাবাদের সাথে কথাবার্তা বলিয়া চলিয়া যাইবার পর নবী করীম (দঃ) বলিলেন- তাহাকে ধরিয়া আন এবং হত্যা কর। আমি তাহাকে হত্যা করিলে নবী করীম (দঃ) তাহার মাল সামানা আমাকে দিলেন।

হাদীস-১৮২৫। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **গণিমতের মাল খেয়ানতকারীর দুর্দশা।**

নবী করীম (দঃ) একদা ভাষণদানকালে বলিলেন- গনিমতের মাল খেয়ানতকারীর শাস্তি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হইবে। কেয়ামতের দিন কেহ যেন এমন অবস্থায় আমার নিকট না আসে যে তাহার ঘাড়ে চিৎকারকারী ঘোড়া কিম্বা চিৎকারকারী উট, কিম্বা ধনের বোঝা, কিম্বা উড্ডীয়মান কাপড়[১] থাকে আর সে বলিতে থাকে- ইয়া রসূলুল্লাহ! আমাকে সাহায্য করুণ এবং আমি বলি যে আমি তোমার কোনই সাহায্য করিতে পারিব না: আমি তো শরীয়তের বিধান পৌঁছাইয়া দিয়াছিলাম। [১। গনিমতের যেই মাল খেয়ানত করা হইবে সেই মালই ঘাড়ে বোঝা হইয়া যন্ত্রণা দিতে থাকিবে।]

হাদীস- ১৮২৬। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ)- **গনিমতের মাল খেয়ানতকারী জাহান্নামী হইবে।**

সফর অবস্থায় নবী করীম (দঃ) এর মাল সামান রক্ষনাবেক্ষনের জন্য 'কারকারাহ' নামক এক ব্যক্তি নির্ধারিত ছিল। তাহার মৃত্যু হইলে রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন- সে জাহান্নামী হইবে। খোঁজ খবর নিয়া জানা গেল, সে গনিমতের মাল হইতে একটি জুব্বা আত্মসাত করিয়াছিল।

হাদীস- ১৮২৭। সূত্র- হযরত সায়েব ইবনে এজীদ (রাঃ)- **জেহাদ-প্রত্যাবর্তনকারীর অভ্যর্থনা।**

তবুকের জেহাদ হইতে নবী করীম (দঃ) এর প্রত্যাবর্তন কালে আমরা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে শহরের বাহিরে 'সানিয়াতুল বিদা' নামক স্থানে পৌঁছিয়াছিলাম।

হাদীস- ১৮২৮। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **গণিমতের মাল আত্মসাতকারীকে চিহ্নিত করন।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- কোন একজন নবী জেহাদযাত্রাকালে লোকদেরকে বলিলেন- যে ব্যক্তি বিবাহ করিয়াছ অথচ বাসর রাত যাপন কর নাই অথচ বাসর রাত যাপন-প্রত্যাশী, সে যেন আমার সাথে গমন না করে। যে ব্যক্তি গৃহ নির্মান করিয়াছ কিন্তু এখনও ছাদ উত্তোলন কর নাই এবং যে ব্যক্তি গর্ভিনী বকরী কিম্বা উট ক্রয় করিয়া বাচ্চা পাইবার আশায় রহিয়াছ, সেও যেন আমার সাথে না যায়। চলিতে চলিতে এক বস্তির নিকটবর্তী হইলে আসরের নামাজের ওয়াক্ত সমাগত হইলে তিনি সূর্য্যকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন- তুমি আল্লাহর নির্দ্দেশমত কাজ করিতেছ, আমিও আল্লাহর নির্দ্দেশমত কাজ করিতেছি। আল্লাহকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন- ইয়া আল্লাহ! তুমি তাহাকে আমাদের জন্য থামাইয়া দাও। বিজয় লাভ করা পর্যন্ত সূর্য্যকে থামাইয়া দেওয়া হইল। তিনি গনিমতের মাল স্তুপ করিলেন যাহা জ্বালাইয়া দেওয়ার[১] জন্য আগুন আগমন করিল কিন্তু জ্বালাইল না। তিনি বলিলেন- নিশ্চয়ই গনিমত আত্মসাত হইয়াছে। প্রত্যেক গোত্রের একজন করিয়া লোক তাঁহার হাতে হাত দিয়া বাইয়াত হওয়া কালে একজন লোকের হাত তাঁহার হাতে আটকাইয়া গেলে তিনি বলিলেন-

তোমার গোত্রের সকল লোককেই আমার হাতে বাইয়াত হইতে হইবে। তোমার গোত্রেই আত্মসাতকারী আছে। এইভাবে বাইয়াত কালে দুই অথবা তিন ব্যক্তির হাত তাঁহার হাতের সাথে আটকাইয়া গেল। তিনি বলিলেন- আত্মসাতকৃত মাল তোমাদের মধ্যেই আছে। ইহার পর তাহারা গরুর মাথার ন্যায় একখন্ড স্বর্ণ আনিয়া স্তুপের মধ্যে রাখিলে আগুন আসিয়া তাহা জ্বালাইয়া দিল।

এই কথা বলার পর নবী করীম (দঃ) বলিলেন- পরে আল্লাহতা'লা আমাদের জন্য গণিমতের মালকে হালাল করিয়া দিয়াছেন। তিনি আমাদের দুর্বলতা ও অক্ষমতা দেখিয়াই আমাদের জন্য গনিমতের মাল হালাল করিয়াছেন। [১। তৎকালে স্বর্গীয় আগুন আসিয়া গনিমতের স্তুপকৃত মাল জ্বালাইয়া দিত।

হাদীস- ১৮২৯। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়ের (রাঃ)- **যুদ্ধের ফজিলতে ঋণ পরিশোধে সহজ সাধ্যতা।**

জামাল যুদ্ধের দিন জুবায়ের (রাঃ) আমাকে ডাকিয়া বলিলেন যে উক্ত যুদ্ধে মৃতগন হয় জালেম না হয় মজলুম হইবে এবং ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে তাঁহার আশঙ্কা রহিয়াছে। ঋণ পরিশোধে কোন অসুবিধা হইলে আল্লাহর সাহায্য কামনা করার কথাও তিনি বলিয়াছিলেন। উক্ত যুদ্ধে জোবায়ের (রাঃ) শহীদ হইলে ইবনে জোবায়ের যখনই ঋণ পরিশোধে অসুবিধার সম্মুখীন হইয়াছেন তখনই আল্লাহর সাহায্য চাহিয়া সহজে ঋণ পরিশোধ করিতে পারিয়াছেন। জোবায়ের (রাঃ) কোন উচ্চপদে আসীন ছিলেন না বা কোন সরকারী চাকুরী করেন নাই। তিনি নবী করীম (দঃ), আবু বকর (রাঃ), ওমর (রাঃ) ও ওসমান (রাঃ) এর সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট লোকেরা অর্থ আমানত রাখিতে আসিলে তিনি তাহা কর্জ হিসাবে নিতেন এবং সম্পদে বিনিয়োগ করিতেন। তাঁহার শহীদ হওয়ার পর ঋণ পরিশোধের জন্য গাবা নামক স্থানের ভূমি ষোল খন্ড করিয়া বিক্রয় করাতেই সমুদয় ঋণ পরিশোধ হওয়ার পরও আরও ভূমি থাকিয়া গেল যাহা সহ অন্যান্য ভূমি অসিয়ত অনুযায়ী বন্টন করার পর ওয়ারিশগণের মধ্যে বন্টন করা হইল।। (সংক্ষেপিত)

হাদীস- ১৮৩০। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **মোজাহেদকে অতিরিক্ত প্রদান করা।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) নজদের উদ্দেশ্যে একটি দল প্রেরন করিয়াছিলেন যাহাতে ইবনে ওমর (রাঃ) ছিলেন। গনিমতের মাল হইতে তাহারা প্রত্যেকে এগার অথবা বারটি উট এবং অতিরিক্ত একটি করিয়া উট লাভ করিয়াছিলেন।

হাদীস- ১৮৩১। সূত্র- আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **গনিমতের অংশ অপেক্ষা অতিরিক্ত প্রদান।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) খন্ড অভিযানে প্রেরীত কিছু সংখ্যক সৈন্যকে সাধারন সৈনিক অপেক্ষা অতিরিক্ত কিছু গনিমত প্রদান করিতেন।

হাদীস- ১৮৩২। সূত্র- হযরত আবু মুসা (রাঃ)- **যুদ্ধে যোগদান না করিয়াও গনিমত লাভ।**

আমরা ইয়েমেনে থাকিতেই নবী করীম (দঃ) এর হিজরতের সংবাদ পাইলাম। আমি ও আমার বড় দুই ভাই হিজরতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলাম। আমরা স্ব গোত্রীয় পঞ্চাশের কিছু অধিক- বায়ান্ন অথবা তেপ্পান্ন জন মোহাজের সেখান হইতে নবী করীম (দঃ) এর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলাম। আমাদের জাহাজটি নাজ্জাশীর রাজ্য হাবশার উপকূলে নোঙর করিল। আমরা সেখানে জাফর ইবনে আবু তালেব ও তাঁহার সঙ্গীদের সাথে মিলিত হইলাম। জাফর (রাঃ) বলিলেন- নবী করীম (দঃ) আমাদেরকে এইখানে প্রেরণ করিয়া এইখানেই অবস্থান করিতে বলিয়াছেন। আপনারাও আমাদের সাথে অবস্থান করুন। আমরা উক্ত স্থানে অবস্থান করিয়া পরবর্তী সময়ে সকলে একত্রে রওয়ানা হইয়া নবী করীম (দঃ) এর সাথে মিলিত হইলাম। তিনি তখন সবেমাত্র খায়বর জয় করিয়া ফিরিয়াছেন। তিনি আমাদেরকে খায়বরের গণিমতের অংশ প্রদান করিলেন। খায়বর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে নাই বা বিজয়ের সময় অনুপস্থিত ছিল এমন কাউকেই তিনি গণিমতের অংশ দেন নাই কেবল জাফর (রাঃ) ও তাঁহার সঙ্গীদের সাথে আমাদের জাহাজের আরোহীদেরকে এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করা সত্ত্বেও তিনি এই যুদ্ধ প্রাপ্ত গণিমতের অংশ দিয়াছিলেন।

হাদীস- ১৮৩৩। সূত্র- হযরত আবু কাতাদা (রাঃ)- **নিহত ব্যক্তির সম্পদ কাতেলকে দেওয়া।**

হোনায়েনের যুদ্ধে নবী করীম (দঃ) সহ আমরা শত্রুর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত থাকাকালে মুসলমানদের মধ্যে পরাজয়ের লক্ষন দেখা দিল। এক মোশরেক একজন মুসলমানের বুকের উপর বসিয়া তাহাকে হত্যা করিতে উদ্যত দেখিয়া আমি ঘুরিয়া পেছন দিক হইতে তাহার কাঁধের উপর তরবারীর আঘাত করিলাম। সে আমাকে প্রত্যাক্রমন করিয়া এমনভাবে চাপিয়া ধরিল যে আমি মৃত্যুকে নিশ্চিত জানিলাম, কিন্তু পরক্ষনেই সে মৃত্যুমুখে ঢলিয়া পড়িল। ওমর (রাঃ) এর নিকট বলিলাম, লোকদের কি হইয়াছিল যে তাহারা এমন করিল? তিনি বলিলেন- আল্লাহর ফয়সালা। সবাই ফিরিয়া আসিলে নবী করীম (দঃ) বলিলেন- কেউ কোন কাফেরকে হত্যা করার প্রমান দিতে পারিলে নিহত ব্যক্তির পরিত্যক্ত বস্তু হত্যাকারীর। আমি দাঁড়াইয়া বলিলাম- কেউ আমার পক্ষে প্রমান দিবে কি? নবী করীম (দঃ) পুনরায় একই ঘোষনা দিলে আমি পুনরায় দাঁড়াইয়া বলিলাম- আমার পক্ষে প্রমান দেওয়ার কেউ আছে কি? নবী করীম (দঃ) তৃতীয়বার একই কথা বলিলে আমি দাঁড়াইলাম। নবী করীম (দঃ) বলিলেন- আবু কাতাদাহ (রাঃ)- তোমার কি? আমি আদ্যোপান্ত ঘটনা বর্ণনা করিলাম। এক ব্যক্তি উঠিয়া বলিল- ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে সত্য বলিতেছে, তবে সেই নিহত ব্যক্তির পরিত্যক্ত বস্তু আমার নিকট আছে। আপনি ঐ বস্তু আমার নিকট

থাকার ব্যাপারে তাহাকে রাজি করাইয়া দিন। আবু বকর (রাঃ) বলিলেন- তাহা কখনও হইতে পারে না। যে আল্লাহর সিংহ আল্লাহর রাসূলের পক্ষে লড়াই করিয়াছে তাহার প্রাপ্য নবী করীম (দঃ) তোমাকে দিতে পারেন না। নবী করীম (দঃ) বলিলেন- আবু বকর (রাঃ) ঠিকই বলিয়াছে। নবী করীম (দঃ) বস্তুগুলি আমাকেই প্রদান করিলেন। উক্ত বস্তু হইতে শুধু লৌহ বর্মটি বিক্রয় করিয়া আমি বনু সালামার একটি বাগান খরিদ করিলাম। ইসলাম গ্রহনের পর ইহাই আমার অর্জিত প্রথম সম্পদ।

হাদীস- ১৮৩৪। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মোগাফফাল (রাঃ)- **অবরোধকালে নিক্ষিপ্ত খাদ্য গ্রহণ।**

আমরা খায়বর অবরোধকালে এক ব্যক্তি চর্বি ভর্তি একটি থলি নিক্ষেপ করিলে আমি ছুটিয়া তাহা ধরিতে গেলাম। কিন্তু তথায় নবী করীম (দঃ)কে দেখিতে পাইয়া লজ্জিত হইলাম।

হাদীস- ১৮৩৫। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **মধু, আঙ্গুর ইত্যাদি জমা না রাখা।**

যুদ্ধকালীন সময়ে আমরা মধু বা আঙ্গুর পাইতাম; যাহা জমা করিয়া না রাখিয়া খাইয়া ফেলিতাম।

হাদীস- ১৮৩৬। সূত্র- হযরত জোবায়ের ইবনে হাইয়াহ (রাঃ)- **আক্রমন দিনের প্রথমভাগে অথবা বিকালে।**

ওমর (রাঃ) মোশরেকদের বিরুদ্ধে লড়াই করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশে সেনাবাহিনী প্রেরণ করিতে শুরু করিলেন। হরমুযান ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর ওমর (রাঃ) যুদ্ধ সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁহার পরামর্শ চাহিলে তিনি বলিলেন- ঐ সব দেশে মুসলমানগনদের যেসব শত্রু রহিয়াছে তাহারা এমন পাখী সদৃশ যাহার একটি মাথা, দুইটি ডানা ও দুইটি পা রহিয়াছে। একটি ডানা চূর্ন করিয়া দিলে একটি ডানা, মাথা ও পা নিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে। অপর ডানা চূর্ণ করা হইলে মাথা নিয়া পায়ের উপর দাঁড়াইয়া থাকিবে কিন্তু মস্তক চূর্ণ করা হইলে ডানা, পদযুগল ও মাথা অকেজো হইয়া যাইবে। পারস্য সম্রাট কেসরা হইল মাথা, একটি ডানা হইল রোম সম্রাট কায়সার এবং অপর ডানা হইল পারস্য সাম্রাজ্য। আপনি পারস্য সম্রাট কেসরার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করুন। অতঃপর ওমর (রাঃ) আমাদেরকে ডাকিয়া বাহিনী গঠন করিলেন ও নোমান ইবনে মোকাররেনকে সেনাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলেন। আমরা শত্রু এলাকায় উপনীত হইলে পারস্য সম্রাটের প্রতিনিধি চল্লিশ হাজার সৈন্য নিয়া অগ্রসর হইল। তাহাদের একজন দোভাষী দাঁড়াইয়া বলিল- আপনাদের কেহ আমার সাথে কথা বলুন। মুগীরাহ ইবনে শোবা বলিলেন- জিজ্ঞাসা করুন। দোভাষী বলিল- আপনাদের পরিচয় কি? মুগীরাহ বলিলেন- আমরা আরবের অধিবাসী কিছু লোক। আমরা অতি কষ্টে দিনাতিপাত করিতাম, সাংঘাতিক

রকম বিপদগ্রস্থ ছিলাম, পেটের জ্বালায় আমরা শুষ্ক চামড়া ও খেজুরের আঁটি চুষিয়া খাইতাম, পশমের মোটা বস্ত্র পরিধান করিতাম এবং গাছ ও পাথরের পুজা করিতাম। এই অবস্থায় ভূ-মন্ডল ও নভোমন্ডলের মহান প্রভু আমাদের মধ্য হইতেই আমাদের জন্য একজন নবী প্রেরণ করিলেন যাহার পিতামাতার পরিচয় ও বংশ পরিচয় আমরা জানি। আমাদের সেই নবী ও আল্লাহর রসুল আমাদেরকে তোমাদের বিরুদ্ধে ততদিন পর্যন্ত জেহাদ করার নির্দেশ দান করিয়াছেন যতদিন না তোমরা এক আল্লাহর দাসত্ব কবুল কর কিম্বা জিজিয়া প্রদান কর। আমাদের নবী আমাদের প্রভুর তরফ হইতে ইহাও জানাইয়াছেন যে এই জেহাদে আমাদের কেউ নিহত হইলে সে অনুপম নেয়ামতে ভরা জান্নাতে চলিয়া যাইবে- যাহার মত আর কিছু দেখা যায় নাই। আর যাঁহারা জীবিত থাকিবেন তাঁহারা তোমাদের দন্ডমুন্ডের কর্তা হইবেন। নোমান বলিলেন- নবী করীম (দঃ) এর সঙ্গে থাকিয়া আল্লাহ আপনাকে বহু জেহাদে অংশ গ্রহন করার সুযোগ দিয়াছেন। নবী করীম (দঃ) আপনাকে কখনও লজ্জিত বা লাঞ্চিত করেন নাই। আমি বহু সময় রসুলুল্লাহ (দঃ) এর সাথে যুদ্ধে গিয়া দেখিয়াছি যে তিনি যদি দিনের প্রথম ভাগে যুদ্ধ আরম্ভ করিতে না পারিতেন তবে অনুকুল ঠান্ডা বাতাস প্রবাহিত না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করিতেন।

হাদীস- ১৮৩৭। সূত্র- হযরত জায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ)- **নবী করীম (দঃ) এর জেহাদের সংখ্যা।**

জায়েদ (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইল- নবী করীম (দঃ) কতটি জেহাদে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন? তিনি বলিলেন- উনিশটি। আপনি তাঁহার সহিত কতটি জেহাদে অংশগ্রহন করিয়াছিলেন জিজ্ঞাসার উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন ১৭ টিতে। জিজ্ঞাসা করা হইল- সর্ব প্রথম কোনটি ছিল? তিনি বলিলেন- 'ওসায়রা' অভিযান।

হাদীস- ১৮৩৮। সূত্র- হযরত কায়াব ইবনে মালেক (রাঃ)- **রসুল (দঃ) এর জেহাদ।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) নিজে যে সব জেহাদে যোগদান করিয়াছেন উহার প্রত্যেকটিতেই আমি যোগদান করিয়াছি, কেবল তবুক ও বদরের জেহাদ ব্যতীত। তবুকের যুদ্ধে যোগদান না করার জন্য আমাকে বহু তিরস্কারও শাস্তি ভোগ করিতে হইয়াছিল কিন্তু বদরের যুদ্ধের জন্য তাহা হয় নাই। কারণ, বদরের যুদ্ধের উদ্দেশ্য ছিল একটি কোরায়েশ বনিক দলের পশ্চাদ্ধাবন করা। পরে আল্লাহতালার ইচ্ছায় অনির্ধারিত ভাবেই যুদ্ধ বাধিয়া গিয়াছিল।

হাদীস- ১৮৩৯। সূত্র- হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)- **মুসলমানদের হাতে উমাইয়ার নিহত হওয়ার ভবিষ্যতবানী।**

সায়দা ইবনে মোয়াজ (রাঃ) এর বন্ধুত্ব ছিল মক্কার সর্দার উমাইয়া ইবনে খালেদের সঙ্গে। তিনি মক্কায় আসিলে উমাইয়ার অতিথি হইতেন। একবার তিনি ওমরা করার জন্য মক্কায় আসিয়া উমাইয়ার অতিথি হইলেন। একদিন দ্বিপ্রহরের কম ভীড়ের সময় তাহারা তওয়াফ করিতে গেলে তাহাদিগকে দেখিয়া আবু জহল জিজ্ঞাসা করিল- লোকটি কে? উমাইয়া বলিল- তিনি সায়া'দ। আবু জহল সায়াদ (রাঃ)কে ক্রোধভরে বলিয়া উঠিল-শান্ত পরিবেশে মক্কার মধ্যে তওয়াফ করিতেছ অথচ তোমরা মক্কাবাসীর শত্রু বাপদাদার ধর্মত্যাগীদেরকে আশ্রয় দিয়াছ ও সাহায্য সহযোগীতা করিয়া থাক। উমাইয়া সঙ্গে না থাকিলে আজ নিরাপদে বাড়ী ফিরিতে পারিতে না।

সায়াদ উচ্চঃস্বরে বলিলেন- শান্ত পরিবেশে তওয়াফ করায় আমাকে বাধা দিলে আমি তোমাদিগকে এমন এক কাজে বাধা দিব যাহা তোমাদের পক্ষে ভীষন কঠিন হইবে- তোমাদের সিরিয়া যাতায়াতের পথ বন্ধ করিয়া দিব। উমাইয়া বলিয়া উঠিল- আবুল হাকামের[১] সঙ্গে এইরূপ উচ্চঃস্বরে কথা বলিবে না। সায়া'দ ক্রোধভরে তাহাকে বলিল- তুমি চুপ কর। আমি রসূলুল্লাহ (দঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি- তুমি মুসলমানদের হাতে নিহত হইবে। মক্কা এলাকায় কিনা জিজ্ঞাসার উত্তরে সায়াদ (রাঃ) বলিলেন- জানি না।

ভীত সন্ত্রস্ত উমাইয়া স্ত্রীর নিকট নবী করীম (দঃ) এর ভবিষ্যদ্বানীর কথা বলিল এবং শপথ করিল যে মক্কার বাহিরে কখনও যাইবে না।

বদরের যুদ্ধের সূচনায় আবু জহল মক্কাবাসীগণকে সত্বর বনিকদলের রক্ষার্থে অগ্রসর হওয়ার নির্দ্দেশ দিলে উমাইয়া মক্কা এলাকার বাহিরে যাইতে সম্মত হইল না। আবু জহল তাহাকে উদ্বুদ্ধ করিলে সে স্ত্রীকে বলিল- রনসজ্জার ব্যবস্থা কর। স্ত্রী বলিল- মদীনাবাসী বন্ধুর বলা কথা কি ভুলিয়া গিয়াছেন? সে বলিল- ভুলি নাই। আমি রওয়ানা হইব বটে তবে মক্কা এলাকা অতিক্রম করিব না। উমাইয়া প্রতিটি বিশ্রাম স্থানেই ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিত কিন্তু শেষ পর্যন্ত বদর প্রান্তরে উপস্থিত হইয়া নিহত হইল এবং এই ভাবেই রসূলুল্লাহ (দঃ) এর ভবিষ্যদ্বানী কার্য্যে পরিনত হইল। (১। আবু জহলকে মোশরেকেরা আবুল হাকাম - অর্থাৎ জ্ঞানের পিতা বলিত। আবু জহল অর্থ অজ্ঞতার পিতা।)

হাদীস- ১৮৪০। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)-
রসূলুল্লাহকে খুশী করা সৌভাগ্যের বিষয়।

মেকদাদ (রাঃ) বদর যুদ্ধের দিন নবী করীম (দঃ)কে মোশরেকদের উদ্দেশ্যে বদ দোয়া করিতে দেখিয়া তাহাকে সান্তনা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বলিলেন- আমরা মূসা (আঃ) এর উম্মতের ন্যায় আপনাকে বলিব না যে আপনি আপনার আল্লাহকে নিয়া যুদ্ধ করুন- আমরা যাইতে পারিব না-

এইখানেই বসিয়া থাকিব। বরং আমরা আপনার ডানে, বামে, সম্মুখে, পেছনে, চতুষ্পার্শে থাকিয়া যুদ্ধ করিব। এই উক্তি শ্রবনে রসূলুল্লাহ (দঃ) উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। মেকদাদ (রাঃ) এর সাথী হইতে পারিলে আমি দুনিয়ার যে কোন ধন সম্পদ লাভ করা অপেক্ষা সুখী হইতাম।

হাদীস- ১৮৪১। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **রসুল (দঃ) এর জয় সূচক ভবিষ্যবানী।**

নবী করীম (দঃ) বদর যুদ্ধের দিন দোয়া করিতেছিলেন- ইয়া আল্লাহ! আমার সাহায্য সহায়তা সম্পর্কে অতীতে যে সকল আশা-ভরসা দিয়াছিলেন অদ্য তাহা পুরন করুন। ইয়া আল্লাহ্! আপনি ইচ্ছা করিলে আপনার বন্দেগীকারীদের অস্তিত্ব ভূপৃষ্ঠ হইতে বিলিন হইয়া যাইবে। আবু বক্কর (রাঃ) তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন- উঠুন যথেষ্ট দোয়া করা হইয়াছে। নবী করীম (দঃ) বাহিরে আসিতে আসিতে তেলাওয়াত করিতেছিলেন- "অচিরেই শত্রুদল পরাজিত হইবে এবং পশ্চাদপদ হইয়া পলায়ন করিবে।"

হাদীস-১৮৪২। সূত্র- হযরত রেফাআ (রাঃ)- **বদর যুদ্ধে ফেরেশতার অংশ গ্রহণ।**

একদা জিব্রাইল (আঃ) রসূলুল্লাহ (দঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন- আপনারা বদরের যোদ্ধাদেরকে কিরূপ গন্য করেন? তিনি উত্তর করিলেন- তাঁহারা সর্বোত্তম মুসলমান গণ্য হইয়া থাকে। জিব্রাইল (আঃ) বলিলেন- বদর যুদ্ধে যোগদানকারী ফেরেশতাদেরকেও সর্বোত্তম গণ্য করা হইয়া থাকে।

হাদীস- ১৮৪৩। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **বদর যুদ্ধে ফেরেশতাদের অংশ গ্রহন।**

নবী করীম (দঃ) বদর রনাঙ্গনে বলিয়াছিলেন- ঐ দেখ, জিব্রাইল (আঃ) ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া রহিয়াছে।

হাদীস- ১৮৪৪। সূত্র- হযরত বরা ইবনে আজেব (রাঃ)- **বদর যুদ্ধে মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা।**

আমাকে ও আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)কে নবী করীম (দঃ) কর্তৃক বদর যুদ্ধের জন্য বয়ঃকনিষ্ঠতার জন্য অমনোনীত করা হয়। উক্ত জেহাদে যোগদানকারীদের মধ্যে ৬০ জনের কিছু অধিক ছিলেন মোহাজের এবং বাকি ২৪০ জনের কিছু অধিক ছিলেন আনসার।

হাদীস- ১৮৪৫। সূত্র- হযরত বরা ইবনে আজেব (রাঃ)- **বদর যুদ্ধে মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা।**

নবী করীম (দঃ) এর বদর যুদ্ধে মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা তালুৎ এর সৈন্য সংখ্যার সম পরিমান ছিল। তালুতের সৈন্য সংখ্যা ছিল ৩১০ এর কিছু অধিক এবং তাঁহারা ছিলেন খাঁটি মোমেন। [১। সুরা বাকারার শেষ দুই রুকুতে বিধৃত]

হাদীস- ১৮৪৬। সূত্র- হযরত আবু জর গিফারী (রাঃ)- **বদর যুদ্ধের শহীদ।**

তিনি শপথ করিয়া বলিতেন- "এই দুইটি সংগ্রামকারী দল, তাহাদের বিরোধ হইতেছে তাহাদের সৃষ্টি কর্তা সম্পর্কে।" আয়াতে যে দুইটি দলের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে উহার একটি হইতেছে হামজা (রাঃ), আলী (রাঃ) ও ওবায়দা (রাঃ) এবং অপরটি হইতেছে প্রতিদ্বন্দী ওত্‌বা, শায়বা এবং অলীদ ইবনে ওত্‌বা।

উক্ত যুদ্ধে হামজা (রাঃ) ও আলী (রাঃ) স্ব স্ব প্রতিদ্বন্দী শায়বা ও অলীদকে নিহত করিয়া ওবায়দা (রাঃ) এর প্রতিদ্বন্দী ওত্‌বার বিরুদ্ধে ওবায়দা (রাঃ) এর সাহায্যার্থে গিয়া তাহাকে নিহত করেন। ওবায়দা (রাঃ)কে আহত অবস্থায় রসূলুল্লাহ (দঃ) এর নিকট নীত হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন- আমি শহীদ গণ্য হইব কিনা- ইয়া রাসূলাল্লাহ! নবী করীম (দঃ) বলিলেন- নিশ্চয়ই।

হাদীস- ১৮৪৭। সূত্র- হযরত আবু উসাউদ (রাঃ)- **যুদ্ধে তীরের অপচয় না করা।**

বদরের যুদ্ধের দিন নবী করীম (দঃ) নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন যে শত্রুর নিকটবর্তী হইলে তীর নিক্ষেপ করিবে। তীরের অপচয় করিবে না।

হাদীস- ১৮৪৮। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **আবু জহলের নিহত হওয়ার ঘটনা।**

বদরের রনাঙ্গনে আবু জহলের অবস্থা অনুসন্ধান করিয়া আসার জন্য নবী করীম (দঃ) নির্দ্দেশ প্রদান করিলে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বাহির হওয়ার পর তাহাকে একস্থানে পতিত দেখিতে পাইয়া তাহার দাঁড়ি ধরিয়া বলিলেন- তুই-ই তো সেই আবু জহল'- আবু জহল উত্তর করিল- নিহতদের মধ্যে আমার তুল্য সরদার কেহ আছে কি? অতঃপর আনাস (রাঃ) তাহার মাথা কাটিলেন।

হাদীস- ১৮৪৯। সূত্র- হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ)- **আবু জহলের হত্যাকারী কে?**

বদরের প্রান্তরে সকলকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করানোর পর আমি ডানে ও বামে তাকাইয়া দুইটি অল্প বয়স্ক যুবককে দেখিয়া নিজকে নিরাপদ ভাবিতে পারিলাম না। তাহাদের মধ্যে একজন অন্যজনকে গোপন করিয়া আমাকে আবু জহলকে দেখাইয়া দিতে অনুরোধ করিল। কারণ, সে তাহাকে হত্যা করিতে চায়। অপর জনও আমাকে অনুরূপভাবে একই অনুরোধ করিল। আবু জহলকে দেখিয়া আমি তাহাদিগকে ইশারা করিয়া দেখাইয়া দিলে তাহারা যুগপত ক্ষিপ্রতার সাথে আক্রমন করিয়া তাহাকে ধারশায়ী করিয়া ফেলিল। ঐ যুবকদ্বয় ছিল মদীনাবাসী আফরা (রাঃ) নাম্নী মহিলার

দুই পুত্র মোয়াজ ও মোআওয়াজ। আবু জহল মদীনাবাসীর হাতে মৃত্যুতে আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিল- কৃষক ভিন্ন অন্য কাহারও হাতে মৃত্যু ঘটিলে ভাল হইত।

হাদীস- ১৮৫০। সূত্র- হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ)- **শত্রুকে আশ্রয়দান।**

উমাইয়া ইবনে খলফের সঙ্গে আমার চুক্তি ছিল যে আমার মক্কাস্থিত সম্পত্তি সে দেখিবে এবং তাহার মদীনাস্থিত সম্পত্তি আমি দেখিব। উক্ত চুক্তির ফলে আমাদের মধ্যে ঘনিষ্টতা হইয়াছিল। চুক্তিপত্রে তাহার আপত্তিতে আমার নাম আবদুর রহমান এর স্থলে আমার পূর্ব নাম 'আবদ আমর' লিখা হইয়াছিল। বদর রনাঙ্গনে শত্রু পক্ষে সেও ছিল। রাত্রে সকলে নিদ্রামগ্ন হইলে তাহাকে লুকাইয়া রাখার উদ্দেশ্যে আমি তাহাকে লইয়া পাহাড়ী এলাকার দিকে যাইতেছিলাম কিন্তু পথিমধ্যে বেলাল (রাঃ) দেখিয়া ফেলিলেন। তিনি দ্রুত মদীনাবাসী সাহাবীদের নিকট গিয়া উমাইয়া ইবনে খলফকে হত্যা করার জন্য তাঁহাদিগকে উত্তেজিত করিলে তাঁহারা আমাদের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। তাঁহারা অত্যন্ত নিকটবর্তী হইয়া পড়িলে আমি এই ভাবিয়া উমাইয়ার পুত্রকে ছাড়িয়া দিলাম যে তাহাকে হত্যা করিয়া তাঁহারা নিরস্ত হইবেন। কিন্তু তাঁহারা নিরস্ত না হইয়া আমাদেরকে পুনঃ তাড়া করিলেন। উমাইয়া ছিল মোটা এবং দৌড়াইতে পারিতেছিল না। তাহাকে হাঁটু গাড়িয়া বসিতে বলিয়া আমি আমার শরীর দ্বারা তাহাকে ঢাকিতে চেষ্টা করিলাম কিন্তু তাঁহারা তলদেশে তরবারী ঢুকাইয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিল। তাহার মৃত্যু ছিল রসূলুল্লাহ (দঃ) এর ভবিষ্যদ্বাণী।

হাদীস- ১৮৫১। সূত্র- হযরত আবু তালহা (রাঃ)- **মৃত ব্যক্তির শ্রবণ শক্তি।**

বদরের যুদ্ধ শেষে রসূলুল্লাহ (দঃ) এর নির্দ্দেশে সরদার শ্রেনীর ১৪ জন লোকের লাশকে একটি কদর্য কূপের মধ্যে ফেলা হইয়াছিল। অতঃপর রসূলুল্লাহ (দঃ) নিয়ম মত বদর ময়দানে তিন দিন অবস্থান শেষে যাত্রার প্রাক্কালে সাহাবীগণ সহ কূপের নিকট দাঁড়াইয়া মৃত ব্যক্তিদের নাম ও পিতার নাম উল্লেখ পূর্বক এক একজন করিয়া এইরূপে ডাকিলেন- হে অমুকের পুত্র অমুক! এখন নিশ্চয়ই বুঝিতেছ যে আল্লাহ ও আল্লাহর রসূলের আনুগত্য তোমাদের জন্য পরম সন্তুষ্টি লাভের বস্তু ছিল। আমাদের সম্বন্ধে প্রভুর সকল প্রতিশ্রুতি আমরা বাস্তবায়িত দেখিতেছি। তোমাদের সম্বন্ধে প্রভুর ভবিষ্যদ্বানী কি বাস্তবায়িত পাইয়াছ? ওমর (রাঃ) আরজ করিলেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ! আত্মাহীন দেহগুলিকে আপনি কি অর্থে সম্বোধন করিতেছেন? রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন- যে সর্বশক্তিমান আল্লাহর হাতে

আমার প্রাণ তাহার শপথ করিয়া বলিতেছি- আমার বক্তব্য তাহারা তোমাদের চাইতে কম শুনিতেছে না, কেবল তাহারা উত্তর দানে অক্ষম।

হাদীস- ১৮৫২। সূত্র- হযরত জোবায়ের (রাঃ)- **বদরের যুদ্ধের গনিমতের মাল।**

বদরের যুদ্ধে মোহাজেরদের পক্ষে গনিমতের মাল সর্বমোট ১০০ ভাগ ছিল।

(৭৭ জনের ৭৭ ভাগ + বায়তুলমালের ২০ ভাগ + ৩ ঘোড়ার ৩ ভাগ= ১০০ ভাগ)

হাদীস- ১৮৫৩। সূত্র- হযরত জোবায়ের (রাঃ)- **বদর যুদ্ধের বর্শা।**

বদর যুদ্ধে আমার প্রতিদ্বন্দী রূপে ওবায়দা ইবনে সায়ীদ আপাদমস্তক লৌহাবৃত অবস্থায় শুধু চক্ষুদ্বয় খোলা রাখিয়া আসিলে আমি তাহার চক্ষু লক্ষ্য করিয়াই বর্শা চালাইলাম। বর্শা তাহার চোখে বিদ্ধ হইলে সে ধরাশায়ী হইল। বর্শাটি বাহির করার জন্য তাহার মাথা পদতলে চাপিয়া ধরিয়া অতি জোরে টানিলাম। বহু কষ্টে উহা বাহির করিলাম কিন্তু উহার ফলকের উভয় কোন মুড়িয়া বাঁকা হইয়া গেল।

জোবায়ের (রাঃ) এর এই বর্শাখানা রসূলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার নিকট হইতে চাহিয়া নিয়া নিজের নিকট রাখিয়াছিলেন। পরে একে একে আবু বকর (রাঃ), ওমর (রাঃ), ওসমান (রাঃ) ও আলী (রাঃ) উহা চাহিয়া নিয়া নিজের নিকট রাখিয়াছিলেন। আলী (রাঃ) এর পরিজনদের নিকট হইতে আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়ের (রাঃ) উহা নিয়া শাহাদত বরন পর্যন্ত সযত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন।

হাদীস- ১৮৫৪। সূত্র- হযরত আলী (রাঃ)- **গোপন লিপি উদ্ধার।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) মারসাদ (রাঃ), জোবায়ের (রাঃ) এবং আমাকে এই বলিয়া প্রেরণ করিলেন যে তোমরা দ্রুত অগ্রসর হইতে থাক। 'রওজা খাখ্' নামক স্থানে একজন অমুসলিম নারীকে পাইবে। তাহার নিকট হাতেব ইবনে আলী বালতায়া সাহাবী কর্তৃক মক্কার মোশরেকদেরকে লেখা একখানা লিপি রহিয়াছে। আমরা রওয়ানা হইয়া উক্ত স্থানে একজন পথচারী নারীকে দেখিতে পাইয়া তাহাকে চিঠি খানা দিতে বলিলে সে অস্বীকার করিল। তাহাকে তল্লাশী চালাইয়াও লিপি না পাইয়া বলিলাম- রসূলুল্লাহ (দঃ) এর বাক্য অবাস্তব হইতে পারে না। লিপি বাহির কর, অন্যথায় তোমাকে উলঙ্গ করিয়া ফেলিব। আমাদিগকে নাছোড়বান্দা দেখিয়া সে খোঁপার ভিতর হইতে লিপিখানা বাহির করিল। লিপি সহ তাহাকে রসূলুল্লাহ (দঃ) এর সামনে আনিলে দেখা গেল উক্ত লিপি খানাতে হাতেব কর্তৃক রসূলুল্লাহ (দঃ) এর মক্কা আক্রমনের সকল গোপন পরিকল্পনা মক্কাবাসী মোশরেকদেরকে লেখা হইয়াছে। তিনি হাতেব (রাঃ)কে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলে হাতেব বিনীত ভাবে বলিল যে সে অপরাধী। তবে তাহার কাজের মূল উদ্দেশ্য হইল মক্কাবাসীদের আস্থাভাজন হইয়া তাহাদের দ্বারা

তাহার মক্কাস্থিত ধন সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ- যেহেতু অন্য সাহাবাদের মত মক্কায় তাহার কোন আত্মীয় স্বজন নাই। হাতেব (রাঃ) ইহাও বলিলেন- আমি ইসলাম ত্যাগ করি নাই বা ইসলামের বিরোধিতায়ও ইহা করি নাই। ইসলাম, আল্লাহ এবং তাঁহার রসুলের প্রতি আমার মহব্বত বিন্দুমাত্রও শিথিল হয় নাই; ঈমানেও বিন্দুমাত্র পরিবর্তন আসে নাই। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন-সে সত্য বলিয়াছে। তোমরা তাহাকে মন্দ বলিও না। ওমর (রাঃ) উত্তেজিত ভাবে বলিলেন- সে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে। আমাকে অনুমতি দিন- আমি তাহার গর্দান উড়াইয়া দেই। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন- সেতে বদরের জেহাদে অংশগ্রহনকারী। তুমি কি ভাবে বুঝিতে পারিলে যে সে মোনাফেক? সম্ভবতঃ আল্লাহতা'লা বদরের জেহাদে অংশগ্রহণকারীদের ব্যাপারেই সংবাদ দিয়াছেন- তোমরা যাহা ইচ্ছা কর আমি তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছি। ।[১] (পারা ২৪ সুরা ৪১ আয়াত ৪০), আল্লাহতালা সুরা নাজেল করিয়াছেন- হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না; তোমরা কি তাহাদের নিকট বন্ধুত্বের প্রস্তাব প্রেরণ করিতেছ? এবং সত্য হইতে তোমাদের নিকট যাহা উপনীত হইয়াছে তাহারা তদ্বিষয়ে অবিশ্বাস করিয়া থাকে; তোমরা স্বীয় প্রতিপালক আল্লাহতালার প্রতি ঈমান আনিয়াছ, যাহার জন্য তাহারা রসুলকে ও তোমাদিগকে বাহির করিয়া দিয়াছে; যদি তোমরা আমার পথে ও আমার সন্তুষ্টি সন্ধানে ধর্মযুদ্ধ করিতে বাহির হইতে, তবে কি তোমরা তাহাদের নিকট গুপ্তভাবে বন্ধুত্ব দেখাইতে পারিতে? এবং তোমরা যাহা গোপন কর ও যাহা প্রকাশ কর আমি তাহা অবগত আছি; এবং তোমাদের যে উহা করে ফলতঃ নিশ্চয় সে সরল সুপথ হইতে বিভ্রান্ত হইয়াছে। (পারা ২৮ সুরা ৬০ আয়াত ১)

[১। আয়াতের অংশ- তোমরা যাহা ইচ্ছা কর'। রসুল (দঃ) এর ব্যাখ্যা আল্লাহ বুঝাইতেছেন- আমি তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছি।]

হাদীস- ১৮৫৫। সূত্র- হযরত কায়েস (রাঃ)- **বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহনকারীদের প্রাধান্য।**

বাইতুল মাল হইতে ভাতা প্রদানে বদরের জেহাদে অংশ গ্রহন কারীদেরকে পাঁচ পাঁচ হাজার দেরহাম দেওয়া হইত। ওমর (রাঃ) বলিতেন- আমি তাহাদিগকে অন্যান্যদের উপর প্রাধান্য দিব।

হাদীস- ১৮৫৬। সূত্র- হযরত ইবনে মা'কাল (রাঃ)- **বদর জেহাদে অংশগ্রহণকারীর শ্রেষ্ঠত্ব।**

সাহল ইবনে হোনায়েফ (রাঃ) ইন্তেকাল করিলে আলী (রাঃ) তাঁহার জানাজা পড়ানোর সময় পাঁচ বা ছয় তকবীর বলিলেন। উহার কারণ উল্লেখে আলী (রাঃ) বলিলেন- এই সাহাবী বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহনকারীদের একজন

হাদীস- ১৮৫৭। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **চুক্তি ভঙ্গকারীদের শাস্তি।**

বনু-নজীর ও বনুকোরায়জা গোত্র চুক্তি ভঙ্গ করিয়া বিশ্বাসঘাতকতায় লিপ্ত হইলে নবী করীম (দঃ) বনু-নজীর দিগকে দেশত্যাগের আদেশ দেন; আর বনু-কোরায়জাকে কৃপা প্রদর্শন করেন। অবশেষে বনু কোরায়জাও বিশ্বাস ভঙ্গে লিপ্ত হইয়া বিদ্রোহ করিলে তাহাদের বয়স্কদেরকে প্রানদন্ড দেওয়া হয় এবং নারী, শিশু ও ধনসম্পদকে মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করিয়া দেওয়া হয়। যাহারা নবী করীম (দঃ) এর দলভুক্ত হইয়া ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাদিগকে রেহাই দেওয়া হয়।

হাদীস- ১৮৫৮। সূত্র- হযরত জায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ)- **মোনাফেকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাবলম্বন।**

নবী করীম (দঃ) অহোদ যুদ্ধে যাত্রা করিলে পথিমধ্য হইতে কিছু লোক ফিরিয়া আসিল। সাহাবীদের একদল বলিল- তাহাদের বিরুদ্ধে শত্রুর ন্যায় ব্যবস্থা নেওয়া হউক; অপর দল বলিল- তাহাদের বিরুদ্ধে ঐরূপ ব্যবস্থা নেওয়া যাইবে না। নবী করীম (দঃ) বলিলেন- মদীনার অপর নাম 'তাবাহ' অর্থ পবিত্রকারক। সে অপরাধীকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়- যেরূপ আগুন রৌপ্যের ময়লাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়। সাহাবাদের মতবিরোধের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া কোরআন শরীফের আয়াত নাজেল হইল, ''তোমাদের কি হইয়াছে যে তোমরা কপট বিশ্বাসীদের সম্বন্ধে দুই দলে বিভক্ত হইলে? এবং তাহারা যাহা অর্জন করিয়াছে তাহার জন্য আল্লাহ তাহাদিগকে বিবর্তিত করিয়াছেন; আল্লাহ যাহাকে পথভ্রান্ত করেন, তুমি তাহাকে পথ প্রদর্শন করিতে চাও? এবং আল্লাহ যাহাকে পথভ্রান্ত করিয়াছেন বস্তুতঃ তুমি তাহার জন্য কোনই পথ পাইবে না।'' (পারা ৫ সুরা ৪ আয়াত ৮৮)

হাদীস- ১৮৫৯। সূত্র- হযরত বরা ইবনে আজেব (রাঃ)- **অহোদ যুদ্ধে প্রশ্নোত্তর।**

অহোদের দিন নবী করীম (দঃ) আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়ের (রাঃ)কে ১৫০ জনের একটি দলের নেতৃত্ব দিয়া বলিলেন- যদি দেখ, পাখী আমাদের গোশত ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া খাইতেছে তবুও ডাকিয়া না পাঠানো পর্যন্ত এই স্থান পরিত্যাগ করিও না। আর যদি দেখ, আমরা শত্রুদলকে পদদলিত করিয়াছি তবুও ডাকিয়া না পাঠানো পর্যন্ত এই স্থান পরিত্যাগ করিও না। যুদ্ধে কাফেররা পরাস্ত হইল। আল্লাহর শপথ, আমি দেখিলাম কাফেরদের নারীগন পরিধেয় বস্ত্র টানিয়া ধরিয়া দ্রুত পলায়ন করিতেছে, যাহার দরুন তাহাদের উরুও পায়ের গোছা পর্যন্ত প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে। এই দৃশ্য দেখিয়া আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়ের (রাঃ) এর সঙ্গীরা বলিয়া উঠিল- হে লোকসকল! গণিমতের মাল সংগ্রহ কর, গনিমতের মাল সংগ্রহ কর, কিসের অপেক্ষা করিতেছ? তোমাদের সঙ্গীগণ বিজয়ী হইয়াছেন। আবদুল্লাহ (রাঃ) তাহাদিগকে বলিলেন- রসূলুল্লাহ (দঃ) এর নির্দেশ কি তোমরা ভুলিয়া গেলে? তাহারা গণিমতের মাল আহরন করিতে গেলে অবস্থার

পরিবর্তন হইয়া গেল। তাহারা পলায়নপর হইয়া পড়িল। এই সময় রসূলুল্লাহ (দঃ) তাহাদিগকে পেছন হইতে ডাকিতেছিলেন। তখন তাঁহার পেছনে ১২ জনের বেশী লোক ছিল না। আমাদের ৭০ জন লোক শহীদ হইল। তাহাদের ৭০ জন নিহত ও ৭০ জন বন্দী হইল। যুদ্ধ শেষে আবু সুফিয়ান চিৎকার করিয়া তিনবার বলিল- মোহাম্মদ কি ঐখানে লোকের মধ্যে আছে? নবী করীম (দঃ) তাহার কথার জবাব দিতে নিষেধ করিলেন। আবু সুফিয়ান তিনবার করিয়া চিৎকার করিল- আবু কোহাফার পুত্র কি আছে? কোন জবাব না পাইয়া নিজের লোকদেরকে বলিল- ইহারা নিহত হইয়াছে। ওমর (রাঃ) আত্মসংবরণ করিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিলেন- হে আল্লাহর দুশমন। তোর ধারনা সব মিথ্যা। তুই যাহাদেরকে ডাকিলি তাহারা সবাই জীবিত। আর যাহা তোর জন্য অপসন্দনীয় ও কষ্টদায়ক তাহাই এখন বাকি। আবু সুফিয়ান বলিল- আজকের দিনে বদরের দিনের প্রতিশোধ হইয়া গেল। আর যুদ্ধ তো পানি পাত্রের মত। তোমরা তোমাদের কিছু লোকের নাক-কান কর্তিত অবস্থায় পাইবে এইরূপ করার জন্য আমি নির্দেশ দেই নাই। কিন্তু ইহাতে আমার কোন দুঃখও নাই। তারপর সে উচ্চঃস্বরে বলিতে লাগিল- হোবালের জয়! হোবালের জয়! নবী করীম (দঃ) বলিলেন- তোমরা কি তাহার কথার জবাব দিবে না? সাহাবাগণ বলিলেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ! বলিয়া দিন, আমরা কি বলিয়া জবাব দিব? তিনি বলিলেন- তোমরা বল- আল্লাহ আকবর (আল্লাহ মহান ও সকল কিছুর উর্ধে।) এই কথার জবাবে আবু সুফিয়ান বলিল- আমাদের ওজ্জা আছে, তোমাদের ওজ্জা নাই। নবী করীম (দঃ) বলিলেন- তোমরা উত্তর দাও- আল্লাহ আমাদের মাওলা, কিন্তু তোমাদের তো কোন মাওলা নাই।

হাদীস- ১৮৬০। সূত্র- হযরত বরা ইবনে আজেব (রাঃ)- অহোদ যুদ্ধের পরিস্থিতি।

অহোদ যুদ্ধকালে নবী করীম (দঃ) ইবনে জোবায়েরের নেতৃত্বে একদল তীরন্দাজকে একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে মোতায়েন করিয়াছিলেন। ঐ তীরন্দাজদের ত্রুটির দরুন মুসলমানগণ যখন বেকায়দায় পতিত হইল এবং চতুর্দিক হইতে শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হইল তখন তাহাদের শৃঙ্খলা বাকি থাকিল না। একেকজন একেক স্থানে আবদ্ধ রূপে লড়াই করিতে করিতে কেহ শহীদ হইতেছিল আবার কেহ বা শত্রু সেনা বূহ্য ভেদ করিতেছিল। কিছু কিছু লোক পরাজিত হইয়া ছুটাছুটিও করিতেছিল। এই পরিস্থিতিতেই হযরত (দঃ) তাহাদিগকে পেছন হইতে ডাকিলেন। এই উপলক্ষ্যে আল্লাহতা'লা বলিয়াছেন- "তোমাদের উপর যখন বিপদ উপস্থিত হইল- বস্তুতঃ তোমরাও তাহাদের প্রতি তদ্রূপ দুইবার বিপদ উপস্থিত করিয়াছিলে, তখন তোমরা বলিতেছিলে- ইহা কোথা হইতে হইল? তুমি বল- ইহা

তোমাদের নিজেদেরই নিকট হইতে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্ব বিষয়োপরি শক্তিমান।'' (পারা ৪ সুরা ৩ আয়াত ১৬৫;

হাদীস- ১৮৬১। সূত্র-হযরত সায়াদ ইবনে আবু অক্কাস (রাঃ)- **রসূল (দঃ) কর্তৃক তীর ছোঁড়ার নির্দেশ দান।**

অহোদের ময়দানে রসূলুল্লাহ্ (দঃ) স্বীয় তীরদান হইতে সমুদয় তীর আমার সম্মুখে রাখিয়া আমাকে বলিলেন- আমার পিতামাতা তোমার প্রতি উৎসর্গ; তুমি যথাসাধ্য তীর ছুঁড়িতে থাক।

হাদীস- ১৮৬২। সূত্র-হযরত আবু ওসমান (রাঃ)- **অহোদ রনাঙ্গনে নবী করীম (দঃ) এর একাকিত্ব।**

অহোদের রনাঙ্গনে এমন সময়ও গিয়াছে যখন নবী করীম (দঃ) এর সঙ্গে কেবলমাত্র সায়াদ (রাঃ) ও তালহা (রাঃ) ব্যতীত অন্য কেহ ছিল না।

হাদীস- ১৮৬৩। সূত্র- হযরত কায়েস (রাঃ)- **অহোদ রনাঙ্গনে তালহা (রাঃ) এর হস্তে তীর বিদ্ধ হওয়া।**

আমি তালহা (রাঃ) এর হস্ত অবশ অবস্থায় দেখিয়াছি। অহোদ রনাঙ্গনে তিনি শত্রুগণ কর্তৃক রসূলুল্লাহ্ (দঃ) এর প্রতি নিক্ষিপ্ত তীরসমূহ স্বীয় বাহু দ্বারা প্রতিহত করিয়াছেন।

হাদীস-১৮৬৪। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **অহোদ যুদ্ধে আবু তালহা (রাঃ) এর তৎপরতা।**

অহোদ রনাঙ্গনে যখন মুসলমান যোদ্ধাগণ নবী করীম (দঃ) হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন তখন আবু তালহা (রাঃ) তাঁহার নিকট ছিলেন। তিনি রসূলুল্লাহ্ (দঃ)কে একটি ঢালের আড়ালে আবৃত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন বিশিষ্ট তীরন্দাজ এবং এই জেহাদে তিনি ২৩ টি ধনুক ভাঙ্গিয়াছিলেন। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) কোন লোককে তীর লইয়া যাইতে দেখিলেই বলিতেন-তীরগুলি আবু তালহার নিকট রাখিয়া যাও। তিনি মাঝে মাঝে ঢালের আড়াল হইতে মাথা বাহির করিয়া শত্রুপানে তাকাইতেন। তখন আবু তালহা (রাঃ) কাতর স্বরে বলিতেন- আপনার জন্য আমার জীবন উৎসর্গ, আপনি মাথা উঠাইবেন না। হঠাৎ শত্রু পক্ষের তীর আপনার গায়ে লাগিয়া যাইতে পারে। আয়েশা (রাঃ) এবং উম্মে সোলায়েম (রাঃ) এর মত ব্যক্তিবর্গকেও ঐ দিন বিশেষ তৎপরতার সহিত মশক ভর্তি করিয়া পানি আনিয়া আহতদের মুখে ঢালিতে দেখিয়াছি।

হাদীস- ১৮৬৫। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **অহোদ যুদ্ধে বিশৃঙ্খলার দরুন স্বপক্ষীয়দের হাতে ইয়ামন (রাঃ) নিহত।**

অহোদের রনাঙ্গনে প্রথমে মোশরেকগণ পরাজিত হইল। তখন ইবলিশ চীৎকার করিয়া বলিল- হে মুসলমানগণ! তোমাদের পেছনে দেখ। তাড়াহুড়ার মধ্যে মুসলমান সৈন্যদেরই অগ্রভাগ ও পশ্চাৎভাগের মধ্যে সংঘর্ষ হইল। এই পরিস্থিতিতে হোজায়ফা (রাঃ) তাঁহার পিতা ইয়ামন

(রাঃ)কে মুসলমানদের দ্বারাই আক্রান্ত হইতে দেখিয়া আমার পিতা, আমার পিতা বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিলেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও ইয়ামন (রাঃ) নিহত হইলেন। হোজায়ফা (রাঃ) মর্মাহত হইলেও কোন দাবি রাখিলেন না। বরং মুসলমানদের অনিচ্ছাকৃত হত্যার জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাহিলেন।

হাদীস- ১৮৬৬। সূত্র- হযরত জাফর ইবনে আমর (রাঃ)- হামজা (রাঃ) এর শাহাদতের ঘটনা।

আমি এবং ওবায়দুল্লাহ ইবনে আদী (রাঃ) ভ্রমনরত অবস্থায় হেমছ নামক স্থানে পৌঁছিলে তিনি আমাকে হামজা (রাঃ) এর কাতেল ওয়াহ্শী (রাঃ) এর নিকট যাওয়ার ইচ্ছা রহিয়াছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি রাজী হইলাম এবং খোঁজ করিয়া হেমছ শহরেই বসবাসকারী ওয়াহ্শী (রাঃ) এর নিকট উপস্থিত হইলাম। ওবায়দুল্লাহ (রাঃ) তাঁহার নিকট উপস্থিত হওয়ার প্রাক্কালে কাপড় দ্বারা নিজকে এমনভাবে আবৃত করিলেন যে তাঁহার পা ও চক্ষুদ্বয় ভিন্ন আর কিছুই দেখা যাইতেছিল না। তিনি ওয়াহ্শী (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন- আমাকে চিনেন কি? ওয়াহ্শী (রাঃ) তাকাইলেন এবং রসিকতা করিয়া বলিলেন- না, চিনি না। তবে আদী ইবনে খেয়ার (রাঃ) উম্মে কেতাল নাম্নী এক মহিলাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার ঘরে একটি পুত্র জন্মিয়াছিল যাহার জন্য আমি দাই খোঁজ করিয়া আনিয়াছিলাম। তোমার পা দুইখানা সেই ছেলের পায়ের ন্যায় মনে হইতেছে। ওবায়দুল্লাহ (রাঃ) স্বীয় চেহারা উম্মুক্ত করিয়া বলিলেন- আপনি হামজা (রাঃ) এর শাহাদতের ঘটনা আমাদেরকে শুনাইবেন কি? তিনি বলিলেন- হ্যাঁ। অতঃপর বলিতে লাগিলেনঃ-

বদরের রনাঙ্গনে হামজা (রাঃ) তুআইমা ইবনে আদী ইবনে খেয়ারকে হত্যা করিলে আমার মনিব জোবায়ের ইবনে মোতয়েম আমাকে বলিল- আমার চাচার প্রতিশোধে যদি তুমি হামজা (রাঃ)কে হত্যা করিতে পার তবে আমি তোমাকে মুক্তি দিব। অহোদ সংলগ্ন আইনাইন পাহাড়ের নিকট যুদ্ধে মক্কাবাসীদের সাথে আমি সহযাত্রী হইয়াছিলাম। রনাঙ্গনে উভয় পক্ষের সৈন্যদল সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়ানোর পর 'সেবা' ময়দানে নামিয়া মুসলমানদেরকে প্রতিদ্বন্দিতার আহবান জানাইলে হামজা (রাঃ) লাফাইয়া পড়িয়া বলিলেন- হে খতনাকারিনীর পুত্র! তুই আল্লাহ ও রসুলের বিরুদ্ধে শত্রুতা বাঁধাইয়াছিস? এই বলিয়া তিনি 'সেবা'কে শেষ করিয়া যেই দিকেই গেলেন সেই দিকেই সেনাদল শুষ্ক পত্রের ন্যায় বিক্ষিপ্ত হইয়া গেল। আমি একটি বড় পাথরের আড়ালে লুকাইয়া ছিলাম। হামজা (রাঃ) আমার বরাবরে আসিলে আমার নিক্ষিপ্ত বর্শাটি তাঁহার নাভির তলদেশে বিদ্ধ

হইয়া পেছন দিকে বাহির হইয়া গেল। এই আঘাতেই তাঁহার জীবনাবসান হইল।

সেই যুদ্ধের পর আমি মক্কায় অবস্থান করিতেছিলাম। মক্কা মুসলমানদের করতলগত হইলে আমি তায়েফ চলিয়া গেলাম। তায়েফবাসীগণ রসূলুল্লাহ (দঃ) এর নিকট একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণের ব্যবস্থা করিতেছিল। রসূল (দঃ) প্রতিনিধি দলকে বিব্রত করেন না শুনিয়া আমি প্রতিনিধি দলের সদস্যরূপে তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন- তুমিই কি হামজা (রাঃ)কে শহীদকারী ওয়াহ্শী? আমি বলিলাম- আপনি যাহা শুনিয়াছেন তাহা সত্য। তিনি বলিলেন- তুমি কি ইহা করিতে পার যে তুমি আমার দৃষ্টিগোচরে না আস? অতঃপর আমি চলিয়া আসিলাম। রসূলুল্লাহ (দঃ) এর ইন্তেকালের পর নবুওতের মিথ্যা দাবীদার মিথ্যাবাদী মোসায়লামা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলে আমি ঐ যুদ্ধে অংশ গ্রহন করিয়া দেওয়ালের আড়াল হইতে বর্শা নিক্ষেপ করিয়া তাহার বুক বিদীর্ণ করিলাম। একজন মদীনাবাসী সাহাবী আসিয়া তাহার শিরোচ্ছেদ করিল। মোসায়লামার দলীয় একটি রমনী শোক প্রকাশে বলিয়াছিল- আহ্! আমাদের আমীর! তিনি একটি হাবশী গোলামের হাতে নিহত হইয়াছেন।

হাদীস- ১৮৬৭। সূত্র- হযরত সাহল ইবনে সায়াদ (রাঃ)- **অহোদ যুদ্ধে রসূল (দঃ) এর শুশ্রূষা**

আমি জ্ঞাত আছি, কোন ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (দঃ) এর ক্ষত ধৌত করিতেছিলেন, কোন্ ব্যক্তি পানি ঢালিয়া দিতেছিলেন এবং কি বস্তু ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল। ফাতেমা (রাঃ) ধৌত করিতেছিলেন, আর আলী (রাঃ) পানি ঢালিতেছিলেন। ফাতেমা (রাঃ) যখন দেখিলেন পানি দ্বারা রক্ত বন্ধ হইতেছে না তখন তিনি চাটাই ভাঙ্গা টুকরা আগুনে পোড়াইয়া উহার ভষ্ম দ্বারা যখমের মুখ ভরিয়া দিলে রক্ত বন্ধ হইয়া গেল। তাঁহার[১] একটি দাঁত ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, চেহারার উপর বিভিন্ন জখম হইয়াছিল এবং লৌহ শিরস্ত্রান ভাঙ্গিয়া মাথায় বিদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। [১। রসূল (দাঃ) এর]

হাদীস- ১৮৬৮। সূত্র- হযরত সায়াদ ইবনে আবু অক্কাছ (রাঃ)- **অহোদের যুদ্ধে ফেরেশতা।**

অহোদের রনাঙ্গনে আমি রসূলুল্লাহ (দঃ) এর সঙ্গে সাদা পোশাকধারী দুই জন লোককে তাঁহার পক্ষ হইয়া লড়াই করিতে দেখিয়াছি। আমি ইতিপূর্বে বা যুদ্ধের পরে তাহাদিগকে কখনও দেখি নাই।

হাদীস- ১৮৬৯। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **জিব্রাইল (আঃ) এর যদ্ধে অংশগ্রহন।**

নবী করীম (দঃ) অহোদ যুদ্ধের দিন বলিয়াছেন- ঐ যে জিব্রাইল (আঃ) স্বীয় ঘোড়ার লাগাম হাতে রনাঙ্গনে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার পরিধানে সমরাস্ত্র রহিয়াছে।

হাদীস-১৮৭০। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **অহোদের রনাঙ্গনে নিদ্রা কাতরতা।**

আবু তালহা (রাঃ) নিজের অবস্থা বয়ানে বলিয়াছেন- অহোদের রনাঙ্গনে যাহাদিগকে নিদ্রা পরিবেষ্টিত করিয়াছিল আমিও সেই দলে ছিলাম। নিদ্রাভাবে আমার হাত হইতে তরবারী বার বার পতিত হইতেছিল এবং আমি বার বার উহা উঠাইয়া লইতেছিলাম।

হাদীস- ১৮৭১। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **জেহাদে সাড়াদান কারীদের জন্য প্রতিদান।**

আয়েশা (রাঃ) "যাহারা আঘাত পাইবার পরও আল্লাহ এবং রসূলকে স্বীকার করিয়াছিলেন- তাহাদের মধ্যে যাহারা সৎকার্য্য করিয়াছে ও সংযত হইয়াছে, তাহাদের জন্য মহান প্রতিদান।" (পারা ৪ সুরা ৩ আয়াত ১৭২) আয়াতটি তেলাওয়াত করিয়া স্বীয় বোনপো ওরওয়াকে বলিলেন- তোমার পিতা জোবায়ের (রাঃ) এবং নানা আবু বকর (রাঃ) উল্লেখিত ব্যক্তিগণের মধ্যে ছিলেন।

হাদীস- ১৮৭২। সূত্র-হযরত আবু মুসা (রাঃ)- **অহোদ যুদ্ধ সম্বন্ধে নবী করীম (দঃ) এর স্বপ্ন।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- আমি স্বপ্নের মধ্যে দেখিলাম- আমি আমার তরবারিটি নাড়া দিলে উহা ভাঙ্গিয়া গেল। উহা ছিল অহোদ যুদ্ধে মুসলমানদের উপর আগত বিপদ সংকেত। আবার দেখিলাম তরবারিটি পুনঃনাড়া দিলে উহা সুন্দর হইয়া গেল। ইহা ছিল মুসলমানদের পুনঃএকত্রিত হইয়া জয় লাভের তাৎপর্য্যবহ। আমি স্বপ্নের মধ্যে দেখিলাম একটি গরু জবেহ করা হইল আর জ্ঞাত হইলাম যে আল্লাহতা'লার প্রতিদান অতি উত্তম। গরু জবেহ হওয়ার অর্থ হইল মুসলমানদের শাহাদত বরণ করা এবং আল্লাহতালার প্রতিদান উত্তম হওয়ার অর্থ হইল পরবর্তীতে মুসলমানদের খাঁটি ও নিষ্ঠাবান রূপে তৌফিক, সাহস ও মনোবল আল্লাহতা'লা কর্তৃক দান করা: বিশেষতঃ দ্বিতীয় বদরের যুদ্ধ উপলক্ষ্যে।

হাদীস- ১৮৭৩। সূত্র- হযরত সাহল ইবনে সায়াদ (রাঃ)- **খন্দক খননকালে দোয়া।**

খন্দক খননকালে আমরা রসুল (দঃ) এর সঙ্গে ছিলাম। কতক লোক খনন কার্য্য করিতেছিল আর আমরা কাঁধে করিয়া মাটি বহন করিতেছিলাম। রসুলুল্লাহ (দঃ) আমাদের জন্য দোয়া করিলেন- হে আল্লাহ! আখেরাতের

জিন্দেগী ভিন্ন আর কোন জিন্দেগী নাই। মোহাজের ও আনসারগনকে ক্ষমা কর।

হাদীস- ১৮৭৪। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **খন্দককালে দোয়া।**

খন্দক খননকালে মোহাজেরও আনসারগন তীব্র শীতের মধ্যে ভোর বেলা খনন কার্যে লিপ্ত ছিলেন। তাঁহাদের কাজ করিয়া দেওয়ার জন্য কোন চাকর বাকর ছিলনা। রসুলুল্লাহ (দঃ) সাহাবীগণের অনাহার ক্লেশ অনুধাবন করিয়া দোয়া করিলেন- হে আল্লাহ, আখেরাতের জিন্দেগীই একমাত্র জিন্দেগী। আনসার ও মোহাজেরগণের সমস্ত গোনাহ্ মাফ করিয়া দাও। সাহাবীগণ ঘোষণা করিলেন- আমরা মোহাম্মদ (দঃ) এর সঙ্গে অঙ্গীকারাবদ্ধ হইয়াছি জেহাদে আত্মনিয়োগ করার উপর, সর্বদার জন্য, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত।

হাদীস- ১৮৭৫। সূত্র-হযরত আনাস (রাঃ)- **খন্দক খননকালে সাহাবাদের অবস্থা।**

মোহাজের ও আনসারগণ মদীনার প্রবেশ পথে পরিখা খননকালে নিজ নিজ পৃষ্ঠে মাটি বহন করিতেছিলেন। তাঁহারা আনন্দে গাহিতেছিলেন- আমরা মোহাম্মদ (দঃ) এর হস্তে অঙ্গীকারাবদ্ধ হইয়াছি জেহাদে আত্মনিয়োগ করার উপর- সর্বদার জন্য, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত।

নবী করীম (দঃ) প্রত্যুত্তরে বলিতেছিলেন- হে আল্লাহ! আখেরাতের সাফল্য ব্যতীত কোন সাফল্য নাই। আনসার ও মোহাজেরদের কাজে বরকত দান করুন।

কার্য্যরত সাহাবীগনের সামনে এক অঞ্জল পরিমান যবের আটা বাসি চর্বি মিশ্রিত করিয়া রাখা হইত আর ক্ষুধার্ত সাহাবীগণ উহার উপরই তুষ্ট হইতেন -যদিও উহা ছিল বদমজা গন্ধময়।

হাদীস- ১৮৭৬। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **পূর্ব দিকের বায়ু দ্বারা সাহায্য।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- পূর্ব দিক হইতে প্রবাহমান বাতাস দ্বারা আমাকে সাহায্য করা হইয়াছে। আমার পূর্ববর্তী 'আদ' গোত্রকে পশ্চিম দিক হইতে প্রবাহমান বাতাস দ্বারা ধ্বংস করা হইয়াছিল।

হাদীস- ১৮৭৭। সূত্র- হযরত সোলায়মান ইবনে ছোরাদ (রাঃ)- **খন্দক যুদ্ধের পর ভবিষ্যদ্বানী।**

খন্দকের যুদ্ধকালে শত্রুপক্ষ পশ্চাদপদ হইয়া যাওয়ার পর নবী করীম (দঃ) বলিয়াছিলেন- এখন হইতে তাহারা আমাদের প্রতি আক্রমন করিতে সাহসী হইবে না, বরং আমরাই তাহাদের প্রতি অভিযান চালাইব।

হাদীস- ১৮৭৮। সূত্র- হযরত আলী (রাঃ)- **খন্দক যুদ্ধকালে বদদোয়া।**

খন্দকের ঘটনায় একদিন নবী করীম (দঃ) কাফেরদের প্রতি বদদোয়া করিলেন- আল্লাহ তাহাদের কবর আগুনে ভরিয়া দিন। তাহারা আমাদিগকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আসর নামাজের অবকাশ দেয় নাই।

হাদীস- ১৮৭৯। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **খন্দক যুদ্ধে প্রাপ্ত সাহায্যের শুকরিয়া।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) খন্দক যুদ্ধে প্রাপ্ত আল্লাহতা'লার সাহায্যের শুকরিয়া স্বরূপ বলিতেন- আল্লাহ ভিন্ন কোন মাবুদ নাই, তিনি এক-অদ্বিতীয়, তিনি একাই শত্রুদের সম্মিলিত বাহিনীকে পরাস্ত করিয়াছেন, ইহার পর আর ভয়ের কারণ নাই।

হাদীস- ১৮৮০। সূত্র- হযরত জাবের (রাঃ)- **নবী করীম (দঃ) এর সাহায্যকারী জোবায়ের (রাঃ)।**

খন্দকযুদ্ধে শত্রুদল পশ্চাদপদ হওয়ার পর নবী করীম (দঃ) তাহাদের সঠিক অবস্থা জ্ঞাত হওয়ার জন্য বলিলেন- শত্রুদের সঠিক খবর আনিয়া দিতে পারে কে? জোবায়ের (রাঃ) দাঁড়াইয়া বলিলেন- আমি। রসূলুল্লাহ (দঃ) পুনরায় ঐ রূপ আহবান জানাইলে জোবায়ের (রাঃ) দাঁড়াইলেন। রসূলুল্লাহ (দঃ) তৃতীয়বার অনুরূপ আহবান জানাইলে এইবারও জোবায়ের (রাঃ) দাঁড়াইলেন। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন- পূর্ববর্তী নবীগনের জন্য কোন কোন ব্যক্তি বিশেষ সাহায্যকারীরূপে থাকিতেন। আমার জন্য এইরূপ বিশেষ সাহায্যকারী হইলেন জোবায়ের (রাঃ)

হাদীস- ১৮৮১। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **বনু কোরায়জার যুদ্ধ যাত্রা।**

খন্দকের যুদ্ধ শেষে গৃহে প্রত্যাবর্তন পূর্বক নবী করীম (দঃ) অস্ত্রশস্ত্র খুলিয়া গোসল করিলেন। এমতাবস্থায় জিব্রাইল (আঃ) আসিয়া বলিলেন- আপনি অস্ত্রশস্ত্র খুলিয়া ফেলিয়াছেন- আমরা এখনও খুলি নাই। এখনই যাত্রা করার জন্য তৈরী হউন। রসূলুল্লাহ (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন- কোন দিকে যাত্রা করিব? জিব্রাইল (আঃ) বনু কোরায়জার বস্তির দিকে ইশারা করিলে নবী করীম (দঃ) তাহাদের প্রতি অভিযানে প্রস্তুতি নিলেন।

হাদীস- ১৮৮২। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **বনু কোরায়জার যুদ্ধে জিব্রাইল বাহিনী।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) যখন বনু কোরায়জা বস্তির প্রতি যাইতেছিলেন তখন ফেরেশতাবাহিনীও তাঁহার সঙ্গে যাইতেছিলেন। বনী গনম্ গোত্রীয় বস্তির গলিতে জিব্রাইল বাহিনীর গমনে ধুলা উড়িবার দৃশ্য এখনও আমার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠে।

হাদীস- ১৮৮৩। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **বনু কোরায়জা বস্তিতে পৌঁছার পূর্বে আসর না পড়ার আদেশ।**

খন্দকের জেহাদ হইতে প্রত্যাবর্তনের দিনই নবী করীম (দঃ) আদেশ করিলেন- বনু কোরায়জার বস্তিতে না পৌঁছিয়া কেহ যেন আসরের নামাজ না পড়ে। পথিমধ্যে আসরের নামাজ কাজা হয় হয় অবস্থায় একদল নামাজ পড়িয়া লইলেন; অপর দল নামাজ পড়িলেন না। উভয় পক্ষের কার্য্যক্রম নবী করীম (দঃ)এর নিকট ব্যক্ত করিলে তিনি কোন পক্ষকেই তিরস্কার করিলেন না।

হাদীস- ১৮৮৪। সূত্র- হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ)- **সর্দারকে স্বাগতম জানানো।**

বনু কোরায়জার লোকগন সায়াদ ইবনে মোয়াজ (রাঃ) এর ফয়সালা মানিয়া লইবে শর্তে কিল্লা হইতে বাহির হইয়া আসিলে নবী করীম (দঃ) সায়াদ (রাঃ)কে খবর পাঠাইয়া দিলেন। তিনি গাধায় চড়িয়া ঘটনাস্থলে পৌঁছিলেন। নবী করীম (দঃ) ঐ এলাকায় নামাজের জন্য একটি স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন এবং সায়াদ (রাঃ) তথায় অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি ছিলেন স্বীয় গোত্রের সর্দার। তিনি যখন সালিস স্থলের নিকটবর্তী স্থানে পৌঁছিলেন তখন রসূলুল্লাহ (দঃ) সাহাবীগণকে বলিলেন- তোমাদের সর্দারের প্রতি অগ্রসর হও। অতঃপর নবী করীম (দঃ) তাঁহাকে বলিলেন- বনু কোরায়জাগণ আপনার সালিসী ও ফয়সালার উপর আত্মসমর্পন করিয়াছে। সায়াদ (রাঃ) রায় দিলেন- তাহাদের যোদ্ধাগনকে প্রানদন্ড দেওয়া হউক এবং শিশু ও নারীগনকে হস্তগত গণ্য করা হউক। এই রায় শ্রবনে রসূল (দঃ) বলিলেন- আপনি আল্লাহ'তালার মর্জি মোতাবেক রায় দান করিয়াছেন।

হাদীস- ১৮৮৫। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **বনু কোরায়জার জেহাদ ও সায়াদ (রাঃ) এর মৃত্যু।**

খন্দকের যুদ্ধে সায়াদ (রাঃ) কোরায়েশ গোত্রের হেব্বান নামক এক ব্যক্তির নিক্ষিপ্ত তীরে বিদ্ধ হইয়া মারাত্মকভাবে আহত হইলেন। রসূলুল্লাহ (দঃ) নিকটবর্তী নামাজ পড়ার স্থানে তাঁবুতে তাঁহার থাকার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

খন্দকের যুদ্ধ শেষে রসূল (দঃ) হাতিয়ার খুলিয়া গোসল করা মাত্র জিব্রাইল (আঃ) মাথার ধুলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে উপস্থিত হইয়া বলিলেন- আপনি হাতিয়ার খুলিয়া ফেলিয়াছেন- আমি এখনও খুলি নাই; চলুন ওদের প্রতি। রসূল (দঃ) কোন দিকে জিজ্ঞাসা করিলে জিব্রাইল (আঃ) বনু কোরায়জাগণের বস্তির দিকে নির্দেশ করিলেন এবং রসূল (দঃ) সেই দিকেই চলিলেন। তাহারা প্রথমে রসূল (দঃ) এর ফয়সালার উপর আত্মসমর্পনে

রাজী হইলেও শেষ পর্যন্ত সায়াদ (রাঃ) এর ফয়সালার উপর আত্মসমর্পন করিল। সায়াদ (রাঃ) তাহাদের অপরাধ দৃষ্টে তাহাদের যোগদ্ধাগনকে মৃত্যুদণ্ডের এবং তাহাদের নারী, শিশু ও ধনসম্পত্তিকে গণিমত রূপে বন্টন করার রায় দিলেন। বনু কোরায়জার ঘটনার পর সায়াদ (রাঃ) এই দোয়া করিলেন- হে আল্লাহ! তুমি জান যে লোকেরা তোমার রসূলকে মিথ্যাবাদী বলিয়া তাঁহার দেশ হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে। তাহাদের বিরুদ্ধে তোমার সন্তুষ্টির জন্য জেহাদ করাই আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয়। আমার মনে হয় আমাদের ও তাহাদের মধ্যে যুদ্ধের অবসান হইয়াছে। যদি এখনও কোরায়েশদের আক্রমনের সম্ভাবনা থাকিয়া থাকে তবে আমাকে রোগমুক্ত করিয়া জিন্দেগী দান কর যেন তোমার রাস্তায় তাহাদের মোকাবেলায় জেহাদ করিতে পারি; আর যদি বাস্তবিকই তাহাদের মোকাবেলায় জেহাদের অবসান হইয়া থাকে তাহা হইলে এই আঘাতে রক্ত প্রবাহিত করিয়া আমার মৃত্যু ঘটাও। এই দোয়া করার পর তাহার ক্ষত হইতে প্রবল বেগে রক্ত প্রবাহিত হইয়া তিনি ইহলোক ত্যাগ করিলেন।

হাদীস- ১৮৮৬। সূত্র- হযরত বরা (রাঃ)- **কবিতা রচনা করিয়া বিধর্মীদের নিন্দা করা।**

বনু কোরায়জার ঘটনার দিন নবী করীম (দঃ) কবি হাস্সান (রাঃ)কে বলিয়াছিলেন- বিধর্মীদের নিন্দা করিয়া কবিতা রচনা কর, জিব্রাইল (আঃ) তোমার সাহায্যে থাকিবেন।

হাদীস-১৮৮৭। সূত্র-হযরত আবু মুসা (রাঃ)- **জাতুর রেক্কার জেহাদ।**

আমরা নবী করীম (দঃ) এর সাথে এক জেহাদে যাত্রা করিয়াছিলাম আমাদের প্রতি ৬ জনের জন্য মাত্র একটি যানবাহন ছিল। পাহাড়ী রাস্তায় পায়ে হাঁটার দরুন আমাদের পা ক্ষতবিক্ষত হইয়া গিয়াছিল। এমনকি পাথরের আঘাতে নখসমূহ ঝরিয়া গিয়াছিল। যদ্দরুন আমাদের সকলেই পায়ে নেকড়া পেঁচাইয়াছিলাম। সেই জন্যই এই জেহাদকে 'জাতুর রেক্কা[১] বলা হয়। [১। [নেকড়া ওয়ালা]

হাদীস- ১৮৮৮। সূত্র- হযরত মেসওয়ার ইবনে মাখরামা (রাঃ)- **উদ্দেশ্যের প্রতি দৃঢ় থাকা।**

নবী করীম (দঃ) এক হাজারের অধিক সাহাবা সহ মদীনা হইতে যাত্রা করার পর জুলহোলায়ফা নামক স্থানে পৌছিয়া কোরবানীর জানোয়ার সমূহকে নিদর্শনযুক্ত করিয়া ওমরার এহরাম বাঁধিলেন এবং 'খোয়াজা' নামক গোত্রের একজন লোককে গুপ্তচররূপে প্রেরণ পূর্বক মক্কার দিকে অগ্রসর হইলেন। 'গাদীরে আসতাত' নামক স্থানে পৌছিলে গুপ্তচর সংবাদ নিয়া আসিল যে কোরায়েশরা বহু সৈন্য সামন্ত নিয়া একত্র হইয়াছে এবং বন্ধু ও জোটের সমস্ত গোত্রকে একত্রিত করিয়াছে। তাঁহারা নবী করীম (দঃ)কে মক্কায় পৌছিতে বাধা দানে বদ্ধ পরিকর।

VDANDI BLOGSPOT.C

রসূল (দঃ) সঙ্গীদের পরামর্শ চাহিয়া বলিলেন- যে সমস্ত গোত্র কোরায়েশগণের সঙ্গে একত্র হইয়াছে তাহাদের উপর আক্রমন করিয়া দিলে তাহারা যদি আক্রমনের সংবাদে চলিয়া আসে তবে কোরায়েশদের শক্তি হ্রাস পাইবে আর তাহারা না আসিলে তাহাদের সর্বস্ব লুণ্ঠিত হইবে। ইহা সঙ্গীরা সমীচিন মনে করে কিনা নবী করীম (দঃ) জানিতে চাহিলেন। আবু বকর (রাঃ) বলিলেন- ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনি বাইতুল্লাহ জেয়ারতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইয়াছেন, কাহারও উপর আক্রমন করার জন্য বা যুদ্ধ পরিচালনার জন্য রওয়ানা হন নাই। আপনি স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনে অগ্রসর হউন; কেহ প্রতিবন্ধক হইলে আমরা সংগ্রাম চালাইব। রসূলুল্লাহ (দঃ) আদেশ দিলেন- তোমরা আল্লাহর নাম লইয়া অগ্রসর হইতে থাক।

হাদীস- ১৮৮৯। সূত্র- হযরত মেসওয়ার ইবনে মাখরামা (রাঃ)- হোদায়বিয়ার ঘটনা।

মদীনা হইতে যাত্রা করিয়া নবী করীম (দঃ) এক স্থানে পৌছিয়া সকলকে জানাইলেন যে গোনায়েম' নামক স্থানে খালেদ ইবনে ওলীদ এর অশ্বারোহী বাহিনী মোতায়েন রহিয়াছে; তাই তোমরা ডান দিকের পথ ধর। দূর হইতে ধুলাবালি উড়িতে দেখিয়া খালেদ বাহিনী মুসলমানদের গমন পথ বুঝিতে পারিল এবং কোরায়েশগণকে সতর্ক করিয়া দিল। নবী করীম (দঃ) মক্কাপানে অগ্রসর হইতে থাকিলেন। যেই বাঁক অতিক্রম করিলেই মক্কা এলাকা সম্মুখে থাকে সেই বাঁকে পৌছিলে তাঁহার 'কাছওয়া' নামক উট বসিয়া পড়িল। উহাকে উঠানো সম্ভব হইল না। নবী করীম (দঃ) বুঝিলেন মক্কাবাসীদের পক্ষ হইতে প্রতিরোধের সম্মুখীন হইতে হইবে। তাই তিনি ঘোষণা করিলেন- শপথ করিয়া বলিতেছি, মক্কাবাসীরা আল্লাহর সম্মানিত বস্তুর অসম্মান না ঘটায় এমন শর্ত আরোপে আমি উহা গ্রহণ করিব। 'কাছওয়া' এবার উঠিয়া দাঁড়াইল কিন্তু নবী করীম (দঃ) মক্কার পথ ত্যাগ করিয়া হোদায়বিয়া নামক ময়দানের একপ্রান্তে অবতরন করিলেন। তথাকার কূপের পানি অল্প সময়েই শেষ হইয়া গেল। রসূলুল্লাহ (দঃ) ঐ কূপে একটি তীর নিক্ষেপ করিলে উহাতে পানি উথলিয়া উঠিল এবং পানির আর অভাব রহিল না।

বোদায়েল ইবনে অরাকা নামক 'খোযায়া' গোত্রের এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (দঃ) এর নিকট আসিয়া বলিল- আমি দেখিয়া আসিয়াছি কোরায়েশদের যথেষ্ট পানাহারের ব্যবস্থা রহিয়াছে এবং তাহারা আপনাকে মক্কায় পৌছিতে না দেওয়ার ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন- আমরা তো যুদ্ধ করিতে আসি নাই। আমরা আসিয়াছি ওমরা করিতে। কোরায়েশেরা চাহিলে আমি তাহাদের সঙ্গে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য 'যুদ্ধ নয়' চুক্তি করিতে পারি। এই সময়ের মধ্যে তাহারা আমার অবস্থা দেখিয়া হয় আমার সঙ্গে যোগ দিবে

অথবা শান্তি[১] লাভ করিবে। অতঃপর তিনি বলিলেন- যদি তাহারা আমার সব কথাই উড়াইয়া দেয় তবে যেই মহান আল্লাহর হাতে প্রান তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি, এই দ্বীন ইসলামের জন্য আমি তাহাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইয়া যাইব যাবৎ আমার গর্দান ছিন্ন হইয়া না যায় এবং আমি আশা করি আল্লাহ নিশ্চয় স্বীয় দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করিবেন।

বোদায়েল কোরায়েশদের নিকট গমন করিয়া নবী করীম (দঃ) এর উক্তি তাহাদের সামনে পেশ করিল। ওরওয়া ইবনে মাসউদ নামক এক ব্যক্তি সকলকে শান্ত করিয়া বলিল- ঐ ব্যক্তি উত্তম প্রস্তাব পেশ করিয়াছে, আমি তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব। নবী করীম (দঃ) এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া সে তাঁহার নিকট হইতে বোদায়েলের অনুরূপ কথাই শুনিল। সে বলিল- স্বীয় গোত্রকে ধ্বংস করার নজীর নাই। কাজেই আপনি তাহা করিবেন না। আর ফল যদি ভিন্ন রকম হয় তাহা হইলে আপনার সঙ্গী বিভিন্ন গোত্রীয় লোকেরা আপনাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে। ইহা শুনিয়া আবু বকর (রাঃ) রাগান্বিত হইয়া বলিলেন- তুই তোর লাত দেবীর জননাঙ্গ চাটিতে থাক। ওরওয়া জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল যে এই ব্যক্তি আবু বকর (রাঃ)। তখন ওরওয়া বলিল- আমি যদি তোমার একটি বিশেষ উপকারে ঋনী না থাকিতাম তবে তোমার কথার উত্তর দিতাম। ওরওয়া কথা বলার সময় নবী করীম (দঃ) এর দাঁড়ি মোবারকে বারবার হাত লাগাইতেছিল। মুগীরা ইবনে শোবা (রাঃ) ওরওয়া হাত বাড়াইলেই তরবারীর ফলা দ্বারা তাহার হাতে আঘাত করিতেন ও বলিতেন- আল্লাহর রসূলের হাত হইতে তোমার হাত দূরে রাখ। ওরওয়া লক্ষ্য করিয়াছিল যে রসূলুল্লাহ (দঃ) এর থুথু এবং শ্লেষ্মা মাটিতে পড়ার আগেই সাহাবীগন হাতে নিয়া মুখে ও শরীরে মাখিতেন। তিনি আদেশ করা মাত্র সাহাবীগন উহা পালনে দ্রুত ছুটিতেন। তিনি অজু করিলে অজুর পরিত্যক্ত পানি লাভ করিবার জন্য হুড়াহুড়ি লাগিয়া যাইত এবং তিনি কথা বলা আরম্ভ করিলে তৎক্ষনাৎ নিস্তব্ধতা নামিয়া আসিত। সাহাবারা তাঁহাকে এতই মান্য করিতেন যে তাঁহার প্রতি চোখ তুলিয়া তাকাইতেন না।

ওরওয়া কোরায়েশদের নিকট গিয়া বলিল- আমি অনেক রাজা বাদশাহের দরবারে প্রতিনিধিত্ব করিয়াছি কিন্তু কোন সম্রাটকেই তাহার অনুচরগণ এত শ্রদ্ধা করিতে দেখি নাই যেরূপ মোহাম্মদ (দঃ)কে তাহার সাহাবাগণ করিয়া থাকে। সে শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ উল্লেখিত ক্রিয়া কলাপের উল্লেখ করিল এবং বলিল এমন ব্যক্তি তোমাদের নিকট একটি উত্তম প্রস্তাব পেশ করিয়াছেন। তোমরা উহা গ্রহন কর। বনু কেনানা গোত্রের এক ব্যক্তি রসূল (দঃ) এর সমীপে আসিতে চাহিলে কোরায়েশগণ তাহাকে অনুমতি দিল। সে পথিমধ্যে থাকিতেই রসূল (দঃ) এর নির্দ্দেশে কোরবানীর

পশুসমূহকে তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া 'লাব্বাইকা' ধ্বনিতে তাহাকে অভ্যর্থনা করা হইল। সে উক্ত দৃশ্য দেখিয়া কোরায়েশদের নিকট ফিরিয়া গিয়া বলিল- এমন ব্যক্তিবর্গকে বাইতুল্লা শরীফে উপস্থিত হইতে বাধা দেওয়া সমীচীন হইবে না। অতঃপর মেখরাজ নামক একব্যক্তি আসিলে আগে ভাগেই রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়া দিয়াছিলেন যে তাহার নাম মেখরাজ এবং সে দুষ্ট প্রকৃতির লোক। অতঃপর কোরায়েশদের নিজস্ব লোক সোহায়েল ইবনে আমরকে সন্ধি চুক্তি সম্পাদনের ব্যবস্থা করার জন্য প্রেরণ করা হইল। তাহার আগমন সংবাদে রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছিলেন যে এখন সন্ধি চুক্তি সম্পাদনের পথ প্রশস্ত হইবে। সোহায়েল আসিয়া সন্ধি চুক্তি সম্পাদনের ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলে নবী করীম (দঃ) লেখককে ডাকিয়া বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম লিখিতে আদেশ দিলেন। সোহায়েল আপত্তি করিয়া বিসমেকাল্লাহুম্মা লিখিতে বলিলে মুসলমানগণ একবাক্যে প্রতিবাদ করা সত্ত্বেও নবী করীম (দঃ) বিসমেকাল্লাহুম্মা লেখার আদেশ দিলেন। অতঃপর তিনি 'ইহা আল্লাহর রসূল মোহাম্মদ (দঃ) এর সঙ্গে চুক্তি পত্র' লেখার আদেশ দিলে সোহায়েল আপত্তি করিল। আপনাকে আল্লাহর রসূল বলিয়া স্বীকার করিলে বাইতুল্লাহ শরীফে যাইতে বাধা দিতাম না বরং তার স্থলে লিখুন- 'মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ'। তিনি বলিলেন- নিঃসন্দেহে আমি আল্লাহর রসূল যদিও তোমরা অস্বীকার কর। ঠিক আছে মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ লিখ। অতঃপর মুসলমানদিগকে বাইতুল্লাহ শরীফ তওয়াফে বাধা না দেওয়ার শর্তে সোহায়েল পরবর্তী বৎসর এই কার্য্য সমাধার শর্তারোপ করিলে নবী করীম (দঃ) ইহাও মানিয়া নিলেন। কাফেরদের কোন লোক মুসলমান হইয়া চলিয়া আসিলে তাহাকে ফেরৎ দেওয়া হইবে এবং মুসলমানদের কেহ কাফের দলে চলিয়া গেলে ফেরৎ দেওয়া হইবে না শর্তও সংযোজিত হইল। ওমর (রাঃ) শর্তাবলীতে রাজী না হইয়া মক্কা শরীফ যাওয়ার জন্য রসূল (দঃ) এবং আবু বকর (রাঃ)কে পীড়াপীড়ি করিতেছিলেন। পরে তিনি এই জন্য অনুতপ্ত হইয়াছিলেন।

চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হওয়ার পর হযরত (দঃ) কোরবানীর পশু জবেহ করার এবং মাথা মুড়াইয়া এহরাম খুলিয়া ফেলার নির্দেশ দিলে সাহাবীগণ সাড়া দিলেন না। তিনি তিনবার আহবান জানাইলেন কিন্তু ফল হইল না। অতঃপর তিনি উম্মুল মোমেনীন উম্মে সালামাহ (রাঃ) এর পরামর্শে নিজ কোরবানীর পশু কোরবানী করিলেন ও স্বীয় মাথা মুন্ডন করাইলেন। ইহা দেখিয়া সাহাবাগন ক্ষিপ্রতার সাথে তাঁহাকে অনুসরন করিলেন। অতঃপর তিনদিন অবস্থানের পর নবী করীম (দঃ) মদীনা পানে যাত্রা করিলেন। পরবর্তীতে মুসলমানদেরকে প্রত্যার্পনের শর্ত কোরায়েশগণ নিজ হইতে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। [১। আমার পরাজয় দেখিয়া]

YQADRI.BLOGSPOT.COM

হাদীস- ১৮৯০। সূত্র- হযরত এজীদ ইবনে ওবাইদ (রাঃ)- মৃত্যুর উপর বাইয়াত গ্রহণ।

আমি সালামা ইবনুল আকওয়া (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম- আপনারা হোদায়বিয়ার ঘটনায় কি বিষয়ের উপর রসূলুল্লাহ (দঃ) এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করিয়াছিলেন? তিনি বলিলেন- মৃত্যুর উপর।

হাদীস- ১৮৯১। সূত্র- হযরত নাফে (রাঃ)- ওমর (রাঃ) এর পূর্বে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) এর বাইয়াত গ্রহণ।

হোদায়বিয়ার ময়দানে মুসলমানগণ ছায়া লাভের জন্য বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন গাছের নীচে ছিলেন। হঠাৎ দেখা গেল রসূল (দঃ)কে অনেক লোক ঘিরিয়া রহিয়াছে। ওমর (রাঃ) তাঁহার পুত্র আবদুল্লাহ (রাঃ)কে ব্যাপার কি জানার জন্য এবং অন্য এক ব্যক্তির নিকট হইতে তাঁহার একটি ঘোড়া ফেরৎ আনার জন্য পাঠাইলেন। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) নবী করীম (দঃ) এর নিকট গিয়া বাইয়াত গ্রহণ করিলেন এবং ঘোড়া নিয়া আসিয়া ওমর (রাঃ) এর নিকট ঘটনা বিবৃত করিলে ওমর (রাঃ) ও গিয়া বাইয়াত গ্রহণ করিলেন। এই বাইয়াত গ্রহণে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) পিতার অগ্রগামী ছিলেন। ইহা হইতেই ভুল ধারণার সৃষ্টি হইয়াছিল যে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) তাঁহার পিতা ওমর (রাঃ) এর পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন যদিও প্রকৃত ঘটনা তাহা নহে।

হাদীস- ১৮৯২। সূত্র- হযরত তারেক ইবনে আবদুর রহমান (রাঃ)- বাইয়াতে রিদওয়ান এর স্থানে নামাজ পড়া।

হজ্ব করিতে মক্কাশরীফ গমনকালে একস্থানে মুসলমানদিগকে বিশেষভাবে নামাজ পড়িতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম- ইহা নামাজের স্থান হইল কিরূপে? সকলে জানাইল যে এইখানে একটি বৃক্ষ আছে যাহার নীচে হযরত (দঃ) বাইয়াতে রিদওয়ান গ্রহণ করিয়াছিলেন। সাঈদ ইবনে মোসাইব (রাঃ) এর নিকট এই ঘটনা ব্যক্ত করিলে তিনি হাঁসিলেন ও বলিলেন যে, তাঁহার পিতা স্বয়ং উক্ত বাইয়াতে উপস্থিত ছিলেন কিন্তু এক বৎসর পর তথায় উপস্থিত হইয়া আর উহাকে নির্দ্দিষ্ট করিতে পারেন নাই। সাঈদ (রাঃ) বলেন- রসূল (দঃ) এর সাহাবীরা যাহা সনাক্ত করিতে পারেন নাই, তোমরা উহা পারিয়াছ; তবে কি তোমরা ঐ সাহাবীগণ অপেক্ষা অধিক বিজ্ঞ হইয়াছ?

হাদীস- ১৮৯৩। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- বাইয়াতের স্থান নির্দ্দিষ্ট করিতে ব্যর্থ।

হোদায়বিয়ার ঘটনার পরবর্তী বৎসর পুনঃ ঐ ময়দানে উপস্থিত হইয়া যেই বৃক্ষের নীচে বাইয়াত গ্রহণ করা হইয়াছিল উহা নির্দ্দিষ্ট করিতে আমরা দুইজন লোকও একমত হইতে পারি নাই। বৃক্ষটি এইভাবে অনির্দ্দিষ্ট হইয়া যাওয়ার মধ্যে আল্লাহতা'লার মস্তবড় রহমত নিহিত রহিয়াছে।

YOADRI.BLOGSPOT.CO

হাদীস- ১৮১৪। সূত্র- হযরত জাবের (রাঃ)-'বাইয়াতে রিদওয়ানের স্থান সনাক্ত করণ।

হোদায়বিয়ার ঘটনা উপলক্ষে রসূলুল্লাহ (দঃ) আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "তোমরা ভূপৃষ্ঠের শ্রেষ্ঠতম মানুষ।" আমরা সংখ্যায় ১৪০০ ছিলাম। তথায় যেই স্থানে গাছের তলায় বসিয়া আমরা 'বাইয়াতে রিদওয়ান' করিয়াছিলাম, আমার দৃষ্টি শক্তি বর্তমান থাকিলে আমি হয়ত তোমাদিগকে সেই স্থান দেখাইতে পারিতাম।

হাদীস- ১৮১৫। সূত্র- হযরত জায়েদ ইবনে খালেদ (রাঃ)- বৃষ্টি আল্লাহর রহমতে হয়- নক্ষত্রের প্রভাবে নয়।

হোদায়বিয়া যাত্রাকালে একরাত্রে বৃষ্টি হইলে রসূলুল্লাহ (দঃ) ফজরের নামাজের পর বলিলেন- রাত্রিকালে যে বৃষ্টি হইয়াছে তৎসম্বন্ধে আল্লাহতালা আমাকে একটি বিশেষ তথ্য জ্ঞাপন করিয়াছেন- উহা তোমরা জান কি? সকলে উত্তর করিল- আল্লাহ এবং আল্লাহর রসূলই তাহা জানেন।

তিনি বলিলেন- একদল লোক বলিয়াছে আল্লাহর রহমতে বৃষ্টি হইয়াছে, তাহারা আমার প্রতি ঈমানের উক্তি দানে প্রভাত করিয়াছে। অপরদল বলে অমুক নক্ষত্রের প্রভাবে বৃষ্টি হইয়াছে, তাহারা নক্ষত্রের প্রতি ঈমান স্থাপনকারী এবং আমার প্রতি কুফ্‌রী দানকারী সাব্যস্ত হইয়াছে।

হাদীস- ১৮১৬। সূত্র- হযরত আসলাম (রাঃ)- হোদায়বিয়ার অংশগ্রহণকারীর মর্য্যাদা।

একদা ওমর (রাঃ) এর সাথে যাওয়ার কালে এক বয়স্ক মহিলা তাহার নিকট আরজ করিল- হে আমিরুল মোমেনীন! আমার স্বামী কতিপয় শিশু সন্তান রাখিয়া ইন্তেকাল করিয়াছেন। তাহাদের জন্য বকরীর পায়ের খুরা পাকাইয়া আহারের ব্যবস্থা করার সামর্থও আমার নাই, কোন ফসলের ব্যবস্থা বা গাভীর বা ছাগলের ব্যবস্থাও নাই। অনাহারে তাহাদের চেহারা এমন হইয়া গিয়াছে যে আশঙ্কা হয়, মুর্দাখোর জন্তু বিজ্জু তাহাদিগকে খাইয়া ফেলিবে। আমার পিতা খোফাফ ইবনে আইমা (রাঃ) হোদায়বিয়ার ঘটনায় নবী করীম (দঃ) এর সঙ্গী ছিলেন।

ওমর (রাঃ) অগ্রসর না হইয়া মনোযোগের সহিত মহিলার অভিযোগ শুনিলেন এবং তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া ফেরৎ আসিয়া একটি মোটাতাজা উটের পৃষ্ঠে দুই বস্তা খাদ্য বস্তু, অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও কাপড় চোপড় রাখিয়া উটের নাকা দড়িটি তাহার হাতে দিয়া বলিলেন- এই সব লইয়া যাও। ইহা শেষ হইতে হইতে আশা করি আল্লাহতালা তোমার সুব্যবস্থা করিবেন। একব্যক্তি বলিল- আমীরুল মোমেনীন রমনীটিকে অধিক দিয়াছেন। ওমর (রাঃ) বলিলেন- তাহার বাপ ভাই যেই রাজত্ব জয় করিয়া গিয়াছেন সেই রাজত্বে তাহাদের অর্জিত সম্পদই আমরা ভোগ করিতেছি।

হাদীস- ১৮৯৭। সূত্র- হযরত আসলাম (রাঃ)- **হোদায়বিয়ার ঘটনা সুস্পষ্ট বিজয়।**

ওমর (রাঃ) হোদায়বিয়া হইতে প্রত্যাবর্তনকালে একটি প্রশ্ন তিনবার জিজ্ঞাসা করিয়াও উত্তর না পাইয়া নিজকে অপরাধী মনে করিয়া রসূলুল্লাহ (দঃ) এর নজরের বাইরে চলিতে থাকাকালে তাহাকে ডাকিয়া আনিয়া রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন- অদ্য আমার প্রতি একটি আয়াত নাজেল হইয়াছে যাহা আমার নিকট দুনিয়ার সকল ধনদৌলত অপেক্ষা অধিক প্রিয়। অতঃপর তিনি তেলাওয়াত করিলেন- 'নিশ্চয়ই আমি তোমাকে প্রকাশ্য বিজয়ে বিজয় দান করিয়াছি।' (পারা ২৬ সূরা ৪৮ আয়াত ১)

হাদীস- ১৮৯৮। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **হোদায়বিয়ার ঘটনায় সুসংবাদ।**

হোদায়বিয়ার ঘটনাকে উদ্দেশ্য করিয়া নাজেল হইয়াছে- 'নিশ্চয়ই তোমাকে প্রকাশ্য বিজয়ে বিজয় দান করিয়াছি।' উক্ত আয়াত সংলগ্ন আরও আয়াত- 'যেন আল্লাহ তোমার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী গোনাহ মাফ করেন এবং তোমার প্রতি তাহার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করেন এবং তোমাকে সুপথে পথ প্রদর্শন করেন এবং যেন আল্লাহ তোমাকে শক্তিশালী সাহায্যে সাহায্য দান করেন।' (পারা ২৬ সূরা ৪৮ আয়াত ২-৩)

এই আয়াত নাজেল হইলে সাহাবাগন আরজ করিলেন- অতি সুন্দর সুসংবাদ কিন্তু আমাদের সম্বন্ধে সুসংবাদ কি? তখন নাজেল হইল- 'যেন তিনি বিশ্বাসী ও বিশ্বাসিনীগণকে বেহেশতে প্রবেশ করান, যাহার নিম্নে স্রোতস্বিনী সমূহ প্রবাহিতা, তন্মধ্যেই তাহারা সর্বদা অবস্থান করিবে এবং তিনি তাহাদিগ হইতে তাহাদের গোনাহ সমূহ বিলুপ্ত করিয়া দিবেন; এবং আল্লাহর নিকট ইহাই সুমহান সফলতা।' (পারা ২৬ সূরা ৪৮ আয়াত ৫)

হাদীস- ১৮৯৯। সূত্র- হযরত সালামা ইবনে আকওয়া (রাঃ)- **আমের (রাঃ) এর শাহাদতের আগাম সংবাদ।**

খায়বর অভিযানকালে আমার চাচা আমের (রাঃ) সকলের আগে আগে তারানা গাহিয়া যাইতেছিলেন। রসূলুল্লাহ (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন- ঐ ব্যক্তি কে? তাঁহাকে বলা হইল-তিনি কবি আমের (রাঃ)। নবী করীম (দঃ) বলিলেন- আল্লাহ তাঁহার উপর রহম করুন। এক ব্যক্তি আরজ করিল- ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার বাক্যের প্রতিক্রিয়া[১] তো অনড়। এই ব্যক্তির দ্বারা উপকৃত হওয়ার আরও কিছু সুযোগ আমাদেরকে দান করিলেন না কেন?

খায়বর পৌঁছিয়া আমরা খায়বরবাসীগণকে ঘেরাও করিয়া ফেলিলাম ও জয় লাভ করিলাম। আমের (রাঃ) এর তরবারীখানা ছোট ছিল। শত্রুর পায়ে আঘাত করার সময় তরবারীর আঘাত নিজের পায়ে লাগিলে সেই আঘাতেই

তিনি মারা গেলেন। আমি নবী করীম (দঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম- সকলে বলে যে আমের (রাঃ) এর নেক আমল সমূহ বরবাদ হইয়া গিয়াছে যেহেতু তিনি স্বীয় অস্ত্রের আঘাতে মারা গিয়াছেন। নবী করীম (দঃ) বলিলেন- তাহারা ভুল বলিয়াছে। সে তো দ্বিগুণ সওয়াব লাভ করিয়াছে। এই বলিয়া তিনি দুই আঙ্গুল দেখাইলেন।

ক্ষুধায় কাতর অবস্থায় যুদ্ধ শেষে সন্ধ্যা বেলায় খানা তৈরীর জন্য প্রকাণ্ড আগুন প্রজ্বলিত করা হইল। রসূলুল্লাহ (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন- কি রান্না করা হইতেছে? তাঁহাকে জানান হইল-গৃহপালিত গাধার গোশত রান্না হইতেছে। তিনি বলিলেন- গোশত ফেলিয়া দাও এবং পাত্র সমূহ ভাঙ্গিয়া ফেল। এক ব্যক্তি বলিল- পাত্র ধুইয়া লইলে চলিবে কি? তিনি বলিলেন- চলিবে।

হাদীস- ১৯০০। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **খায়বর আক্রমন।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) রাত্রিবেলা খায়বর পৌঁছিলেন। তাঁহার অভ্যাস ছিল কোথাও রাত্রিবেলা পৌঁছিলে আক্রমন করার জন্য ভোর পর্যন্ত অপেক্ষা করা। ভোর হইলে খায়বরবাসী ধামা-বেল্চা লইয়া বাহির হইল। তাহারা রসূলুল্লাহ (দঃ)কে দেখিয়া সন্ত্রস্ততার সহিত চিৎকার করিয়া বলিতেছিল- কসম আল্লাহর! মোহাম্মদ (দঃ) ও তাহার সৈন্য বাহিনী আসিয়া পড়িয়াছে। নবী করীম (দঃ) তকবীর ধ্বনি দিয়া বলিলেন- আমরা কোন বস্তির উপর আক্রমন করিলে সেই বস্তিবাসীরা পর্যুদস্ত হইতে বাধ্য।

হাদীস- ১৯০১। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **খায়বর যুদ্ধে বন্দী সুফিয়া (রাঃ) রসূল (দঃ) এর স্ত্রী হইলেন।**

নবী করীম (দঃ) অন্ধকার থাকিতে খায়বরের নিকট ফজরের নামাজ পড়িলেন। অতঃপর আল্লাহ আকবর, খায়বর ধ্বংস হউক ধ্বনি দিলেন।

যুদ্ধে জয়লাভের পর রসূল (দঃ) শত্রুপক্ষীয় বিদ্রোহী যোদ্ধাগণকে প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন এবং নারীও শিশুগনকে বন্দীরূপে বন্টন করিলেন। ইহাদের মধ্যে সুফিয়া (রাঃ) প্রথমে দেহইয়া কালবী (রাঃ) এর হস্তগত হইয়াছিলেন। কিন্তু পরে তিনি নবী করীম (দঃ) এর হইয়া গেলেন। রসূলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাকে মুক্ত করিয়া স্ত্রী রূপে গ্রহণ করিলেন। তাঁহার মুক্তি দানই মোহরানা স্বরূপ গন্য হইল।

হাদীস- ১৯০২। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **ফাসেক ফাজের লোকদ্বারা ইসলামের সাহায্য।**

খায়বরের যুদ্ধে নবী করীম (দঃ) সাহাবাদের মধ্যে একব্যক্তি সম্বন্ধে মন্তব্য করিলেন- এই ব্যক্তি দোজখবাসীদের একজন। যুদ্ধ আরম্ভ হইলে ঐ ব্যক্তি ভীষণ যুদ্ধ করিল এবং তাহার দেহেও অনেক আঘাত লাগিল। কাহারও কাহারও মনে তাহার দোজখী হওয়া সম্বন্ধে সংশয় দেখা দিল।

ঐ ব্যক্তি আঘাত সমূহের যন্ত্রনায় স্বীয় তীরদান হইতে একটি তীর বাহির করিয়া নিজ গলগন্ডে বিদ্ধ করিয়া দিল। তৎক্ষনাৎ কতিপয় লোক দৌড়াইয়া আসিয়া আরজ করিল- ইয়া রসূলুল্লাহ! আল্লাহ আপনার উক্তিকে বাস্তবে পরিনত করিয়াছেন। অমুক ব্যক্তি নিজকে স্বহস্তে খুন করিয়া ফেলিয়াছে। এতদশ্রবনে নবী করীম (দঃ) এক ব্যক্তিকে আদেশ করিলেন- যাও এবং প্রকাশ্যে ঘোষনা করিয়া দাও যে-খাঁটি ঈমানদার ব্যতীত কেহই বেহেশতে যাইতে পারিবে না। অবশ্য আল্লাহতা'লা ফাসেক ফাজের[১] লোকদ্বারাও দ্বীন ইসলামের সাহায্য সহায়তা করিয়া থাকেন। (১) প্রকাশ্যে গোনাহকারী।

হাদীস- ১৯০৩। সূত্র- হযরত সালামা (রাঃ)- **ব্যথাস্থানে রসুলুল্লাহ (দঃ) এর থুথু।**

খায়বরের জেহাদে আমার পায়ের তলায় তরবারীর একটি আঘাত লাগিয়াছিল। আমি আঘাত নিয়া রসূলুল্লাহ (দঃ) এর নিকট আসিলে তিনি জখমে তিনবার থুথু দিলেন। তখন হইতে উক্ত স্থানে আর কখনও ব্যথা অনুভূত হয় নাই।

হাদীস- ১১০৪। সূত্র- হযরত সালামা (রাঃ)- **বিজয়ের পতাকা আলী (রাঃ) এর হাতে।**

খায়বর অভিযানকালে চক্ষু যাতনার দরুন আলী (রাঃ) পেছনে থাকিয়া গিয়াছিলেন। খায়বর বিজয় সমাপ্তির পূর্বরাতে রসূলুল্লাহ (দঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন- আগামীকাল এমন এক ব্যক্তির হাতে পতাকা দিব যাহাকে আল্লাহ এবং আল্লাহর রসূল ভালবাসেন ও সেও আল্লাহ এবং আল্লাহর রসূলকে ভালবাসে এবং খায়বরের চরম বিজয় তাহার দ্বারা হইবে। আমাদের মধ্যে অনেকে পতাকা লাভে লালায়ীত থাকিলেও আলী (রাঃ)কে খোঁজ করিয়া নবী করীম (দঃ) তাহাকে পতাকা দিলেন। তিনি পরবর্তীতে বাহিনীর সাথে যোগ দিয়াছিলেন এবং তাঁহার হাতে খায়বরের চরম বিজয় সমাপ্ত হইল।

হাদীস- ১৯০৫। সূত্র- হযরত ওমর (রাঃ)- **বিজিত দেশ বন্টন।**

পরবর্তী মুসলমানদের প্রতি লক্ষ্য করিতে না হইলে আমি প্রতিটি বিজিত দেশকেই মোজাহেদ বাহিনীর মধ্যে বন্টন করিয়া দিতাম- যেইরূপ নবী করীম (দঃ) খায়বরকে বন্টন করিয়াছিলেন।

হাদীস- ১৯০৬। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **খায়বর জয়ে অবস্থার উন্নতি।**

খায়বর জয়ের পর আমরা বলিয়াছি- এখন আমরা পেট পুরিয়া খেজুর খাইতে পারিব।

হাদীস- ১৯০৭। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **খায়বর জয়ে অবস্থার উন্নতি।**

খায়বর জয় করার পূর্বে পেট পুরিয়া খেজুর খাইবার সুযোগ আমাদের ছিল না।

হাদীস- ১৯০৮। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **মুতার জেহাদে নেতৃত্বের ধারা।**

মুতার জেহাদে রসূলুল্লাহ (দঃ) জায়েদ ইবনে হারেসা (রাঃ)কে অধিনায়ক নিযুক্ত করিয়া বলিলেন- যদি জায়েদ শহীদ হইয়া যায় তবে জাফর (রাঃ) অধিনায়ক হইবে; সেও শহীদ হইলে আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) অধিনায়ক হইবে। আমরা শহীদগণদের মধ্যে জাফর (রাঃ)কে পাইলাম। তাঁহার শরীরে সর্বমোট ৫০ টিরও অধিক তীর ও বল্লমের আঘাত ছিল।

হাদীস- ১৯০৯। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **মুতার যুদ্ধের খবর অহী মারফত প্রাপ্তি।**

নবী করীম (দঃ) সংবাদ আসিবার পূর্বেই অশ্রুশিক্ত চোখে বর্ণনা করিতেছিলেন- প্রথমে জায়েদের হস্তে ঝান্ডা ছিল; সে শহীদ হইয়াছে। অতঃপর জাফর ঝান্ডা লইয়াছে, সেও শহীদ হইয়াছে। আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা ঝান্ডা লইয়া সেও শহীদ হইয়াছে। 'আল্লাহর তলোয়ার'[১] ঝান্ডা লওয়ার পর আল্লাহ তাহার হস্তে বিজয় দান করিয়াছেন। [১। খালেদ বিন অলীদ]

হাদীস- ১৯১০। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **দুই ডানা বিশিষ্ট ব্যক্তি।**

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) জাফর (রাঃ) এর পুত্রকে দেখিলেই বলিতেন- হে দুই ডানা[১] বিশিষ্ট ব্যক্তির পুত্র! আপনাকে সালাম। [১। যুদ্ধে তাঁহার দুইহাত কাটিয়া গিয়াছিল তাই আল্লাহ তাহাকে দুইডানা দিয়াছেন]

হাদীস- ১৯১১। সূত্র- হযরত কায়েশ ইবনে আবু হাসেম (রাঃ)- **মুতার যুদ্ধে খালেদ ইবনে অলীদের নয়টি তরবারী ভাঙ্গা।**

আমি খালেদ ইবনে অলীদ (রাঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি- মুতার যুদ্ধে আমার হস্তে নয়টি তরবারী ভাঙ্গিয়াছে। শেষ পর্যন্ত একটি ইয়েমেনী তরবারী রহিয়াছিল।

হাদীস- ১৯১২। সূত্র- হযরত আবু ইসহাক (রাঃ)- **হোনায়েনের ঘটনায় রসুল (দঃ) এর দৃঢ়তা।**

বরা ইবনে আজেব (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইল- আপনারা কি হোনায়েনের ঘটনায় পশ্চাদাপসারণ করিয়াছিলেন? তিনি বলিলেন- আমি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে সাক্ষ্য দিতেছি- রসূলুল্লাহ (দঃ) মুহূর্তের জন্যও রণাঙ্গণ ত্যাগ করেন নাই। অবশ্য যাত্রাকালে তাড়াহুড়াকারী যুবকদল অগ্রভাগে ছিল। শত্রুপক্ষের হাওয়াযেন গোত্র তাহাদের প্রতি তীর বৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিল। আবূ সুফিয়ান ইবনুল হারেস (রাঃ) রসূলুল্লাহ (দঃ) এর যানবাহনের ঘুখের লাগাম টানিয়া ধরিয়া রাখিলে তিনি যানবাহন হইতে নামিয়া বলিতে লাগিলেন- আমি সত্য নবী, মিথ্যার লেশমাত্র আমার মধ্যে নাই, আমি আরবের প্রসিদ্ধ আবদুল মোত্তালেবের বংশধর।

হাদীস- ১৯১৩। সূত্র- হযরত বরা ইবনে আজেব (রাঃ)- হোনায়েন যুদ্ধের ঘটনা।

বরা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইল- আপনারা কি হোনায়েনের যুদ্ধে রসূলুল্লাহ (দঃ) হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পলায়ন করিয়াছিলেন? তিনি বলিলেন, কিন্তু রসূলুল্লাহ (দঃ) রনাঙ্গণ ত্যাগ করেন নাই। মূল ব্যাপার এই ছিল যে, হাওয়াযেন গোত্রের লোক তীর ছোড়ায় বিশেষ পটু ছিল। আমাদের আক্রমনে প্রথমে তাহারা পলায়ন করিল। আমরা গনিমতের মাল একত্রিত করাকালে হঠাৎ তাহারা তীর বৃষ্টি শুরু করিল। এই ভীষণ অবস্থায়ও রসূলুল্লাহ (দঃ)কে দেখিয়াছি স্বীয় যানবাহন- শ্বেত বর্ণের খচ্চরের উপর আরোহীত। আবূ সুফিয়ান ইবনুল হারেস (রাঃ) তাঁহার যানবাহনের লাগাম ধরিয়া রাখিতেছিলেন। নবী করীম (দঃ) পূর্ণ উৎসাহ উদ্দীপনার সহিত 'আমি সত্য নবী, আমি আবদুল মোত্তালেবের বংশধর' বলিতে বলিতে যানবাহন হইতে নামিয়া পড়িলেন।

হাদীস-১৯১৪। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- হোনায়েনের ঘটনা।

হোনায়েনের ঘটনা উপলক্ষ্যে হাওয়াযেন ও গাতফান গোত্রদ্বয় ও তাহাদের অন্যান্য সঙ্গীগন স্বীয় পরিবার পরিজন ও পশুপাল লইয়া রনাঙ্গনে উপস্থিত ছিল। হযরতের সঙ্গে মূল বাহিনী ছিল দশ হাজার; তাছাড়া ছিল কিছু নও মুসলিম। শত্রুর প্রবল আক্রমনে নও মুসলিমগন পশ্চাদপদ হইলে রসূলুল্লাহ (দঃ) রনাঙ্গনে একা হইয়া গেলেন। তিনি ডান দিকে লক্ষ্য করিয়া ডাকিলেন- হে আনসারগন! তাঁহারা ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন- আমরা উপস্থিত আছি। আপনি নিশ্চিত থাকুন, আমরা আপনার সঙ্গে আছি। তিনি বাঁ দিকে লক্ষ্য করিয়া ডাকিলে আনসারগন একইরূপে আনুগত্য প্রকাশ করিলেন। তিনি স্বীয় যানবাহন-সাদা খচ্চর হইতে অবতরণ করিলেন এবং বলিলেন- আমি আল্লাহর বান্দা ও আল্লাহর সত্য রসূল। এইবার শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া শত্রুদলের উপর প্রবল আক্রমন করিলে শত্রুদল পরাস্ত হইল এবং

এই অভিযানে অধিক পরিমানে গনিমতের মাল হস্তগত হইলে নবী করীম (দঃ) এই সব মাল মোহাজের ও নও মুসলমানদেরকে দিলেন- আনসারগনকে দিলেন না। তাঁহাদের কেহ কেহ মন্তব্য করিলেন যে, কষ্টের বেলায় আমরা আর গনিমত প্রাপ্তির বেলায় অন্যরা। এই মন্তব্য জ্ঞাত হইয়া রসূলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাদের সকলকে তাঁবুতে একত্রিত করিয়া জিজ্ঞাসা করলেন- এই সব কি শুনিতেছি? সকলেই অনুতপ্ত হইয়া চুপ রহিলেন। রসূলুল্লাহ (দঃ) আনসারগনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন- তোমরা কি ইহাতে সন্তুষ্ট নও যে, অন্যান্য লোকগন উট বকরি লইয়া বাড়ী ফিরিবে আর তোমরা আল্লাহর রসূলকে লইয়া বাড়ী ফিরিবে? তোমাদের প্রতি আমার আকর্ষন এত অধিক যে তোমরা[১] যদি অন্য লোকদের হইতে পৃথক হইয়া ভিন্ন পথ ও ভিন্ন ময়দান অবলম্বন কর তবে আমি তোমাদের পথ ও ময়দানই অবলম্বন করিব। [১। আনসারগণ]

হাদীস- ১৯১৫। সূত্র- হযরত মেসওয়ার ইবনে মাখরামা (রাঃ)- **হোনায়েনবাসীদেরকে স্বীয় পরিজনের নিকট প্রত্যার্পন।**

হোনায়েন যুদ্ধে পরাজিত হাওয়াযেন গোত্র রসূলুল্লাহ (দঃ) এর নিকট আসিয়া তাহাদের বন্দী পরিবার পরিজন এবং ধনসম্পদ প্রত্যার্পনের আবেদন করিলে তিনি বলিলেন- আমার সঙ্গে যে আরও বহু লোক রহিয়াছে তাহা তোমরা দেখিতে পাইতেছ। বাস্তব কথা বলাই আমার পসন্দনীয়। তোমরা বন্দী পরিবার পরিজন বা ধনসম্পদ এই দুইটির একটি গ্রহণ করিতে পার। আমি তোমাদের জন্য অপেক্ষা করিয়াছিলাম[১]। তাহারা অবশেষে পরিবার পরিজনকে ফেরৎ নিল এবং সাহাবারা নবী করীম (দঃ) এর আহবানে সন্তুষ্ট চিত্তে তাহাদিগকে ফেরৎ দিল। [১। তায়েফের যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া আসিয়া রসূলুল্লাহ (দঃ) গনিমতের মাল বন্টন না করিয়া দশ দিন অপেক্ষা করিয়াছিলেন।]

হাদীস- ১৯১৬। সূত্র- হযরত নাফে (রাঃ)- **হোনায়েনের পন বন্দীদেরকে মুক্তি দান।**

ওমর (রাঃ) হোনায়েন যুদ্ধে লাভ করা বন্দীগণ হইতে লাভকৃত দুইটি ক্রীতদাসীকে মক্কার কোন এক গৃহে রাখিয়াছিলেন। রসূলুল্লাহ (দঃ) হোনায়েন যুদ্ধবন্দীদের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করিলে তাহারা মুক্তি লাভ করিয়া মক্কার রাস্তায় ছুটাছুটি করিতে লাগিল। ওমর (রাঃ) পুত্র আবদুল্লাহ (রাঃ) এর মাধ্যমে রসূলুল্লাহ (দঃ) এর কৃপা প্রদর্শনের কথা জানিতে পারিয়া বলিলেন- অমুক গৃহে গিয়া আমাদের ক্রীতদাসীদ্বয়কে মুক্তি দিয়া আস।

হাদীস- ১৯১৭। সূত্র- হযরত আবু মুসা আশআরী (রাঃ)- **আওতাস অভিযান।**

নবী করীম (দঃ) হোনায়েনের যুদ্ধ হইতে অবসর হইয়া আবু আমের (রাঃ) এর নেতৃত্বে কয়েক হাজার মোহাজেরকে আওতাস এলাকায় প্রেরণ করিলেন। তথায় দোরায়েদ ইবনে ছেমা এর দলের সাথে যুদ্ধ হইলে দোরায়েদ নিহত হইল। আমাকে (আবু মুসা) আবু আমেরের সঙ্গে পাঠানো হইয়াছিল। আবু আমের (রাঃ) এর হাঁটুর মধ্যে 'জুশামী' কর্তৃক নিক্ষিপ্ত তীর বিদ্ধ হইয়াছিল। আমার জিজ্ঞাসায় তিনি আমাকে ইশারায় তাহাকে দেখাইয়া দিলে আমি তাহাকে ধাওয়া করিয়া কিছুক্ষন যুদ্ধ করার পর হত্যা করিতে সক্ষম হই এবং এই সংবাদ তাঁহাকে প্রদান করি। তিনি তাঁহার হাঁটুতে বিদ্ধ তীরটি খুলিয়া ফেলিতে বলিলে আমি টানিয়া উহা বাহির করি। তিনি আমাকে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করেন এবং রসূলুল্লাহ (দঃ) এর নিকট তাঁহার জন্য মাগফেরাতের দোয়া চাহিয়া প্রাণ ত্যাগ করেন। আমরা প্রত্যাবর্তন করিয়া রসূলুল্লাহ (দঃ) এর নিকট আসিয়া দেখিলাম তিনি একটি দড়ি বোনা খাটিয়ায় শায়িত আছেন- যাহার উপর কোন বিছানা ছিল না। তাঁহার পিঠ ও বাহুর উপর বুননের রেখা দেখা যাইতেছিল। আমি তাঁহাকে পূর্ণ ঘটনা জ্ঞাত করাইয়া জানাইলাম যে আমের (রাঃ) বলিয়াছেন- হযরতের খেদমতে আরজ করিও, তিনি যেন আমার জন্য মাগফেরাতের দোয়া করেন। তিনি তৎক্ষনাৎ পানি চাহিয়া অজু করিলেন। অতঃপর উভয় হাত উঠাইয়া দোয়া করিলেন- ''হে আল্লাহ! আবু আমেরকে ক্ষমা করুন।'' তিনি কাকুতি মিনতি কালে হাত এত অধিক উঠাইয়াছিলেন যে তাঁহার নুরানী বগল দেখা যাইতেছিল। তিনি আরও বলিলেন- ''হে আল্লাহ! আবু আমেরকে কেয়ামতের দিন আপনার সৃষ্টির মধ্যে বহু সংখ্যকের উর্ধে মর্তবা দান করুন।'' আমার জন্যও মাগফেরাতের দোয়া করিতে বলিলে তিনি বলিলেন-''হে আল্লাহ! আবদুল্লাহ ইবনে কায়েসকে[১] তাহার গোনাহ মাফ করিয়া দিন। কেয়ামতের দিন তাহাকে শান্তি ও মর্যাদার স্থান দান করুন।''

(১। আবু মুসা (রাঃ)।

হাদীস- ১৯১৮। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- তায়েফ অবরোধের ঘটনা।

তায়েফ ঘেরাওকালে পূর্ণ বিজয় ছাড়াই রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন- আমরা আগামীকাল চলিয়া যাইব। ইহাতে সাহাবীগণ সন্তুষ্ট না হইয়া বলিতে লাগিলেন- জয়লাভ না করিয়াই চলিয়া যাইব? সাহাবাদের মনোভাবদৃষ্টে হযরত (দঃ) আদেশ করিলেন- আগামীকাল যুদ্ধে অবতরন করিব। পরদিন যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া মুসলমানগণ ভীষণরূপে আঘাত প্রাপ্ত হইল। রসূল (দঃ) পুনরায় যখন ঘোষণা করিলেন- আমরা ইনশাআল্লাহ আগামীকাল চলিয়া

যাইব, তখন সকলেই সন্তুষ্ট হইলেন। তাহাদের এই সন্তুষ্টি দেখিয়া নবী করীম (দঃ) হাসিলেন।

হাদীস- ১৯১৯। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **নজদ বিজয়।**

নবী করীম (দঃ) এর নজদে প্রেরীত বাহিনীতে আমিও ছিলাম। আমরা বিজয়ী হইয়া যে গনিমতের মাল লাভ করিলাম উহা বন্টন করা হইলে প্রত্যেকের অংশে ১২টি করিয়া উট আসিল। উহা ছাড়াও বাইতুল মাল হইতে আমাদিগকে অতিরিক্ত আরও একটি করিয়া উট দিলে আমরা প্রত্যেকে ১৩ টি করিয়া উট লাভ করিলাম।

হাদীস-১৯২০। সূত্র- হযরত বরা (রাঃ)- **ইয়েমেন যুদ্ধে খালেদ (রাঃ) এর স্থলে আলী (রাঃ) অধিনায়ক।**

ইয়েমনের প্রতি প্রেরিত বাহিনীর অধিনায়করূপে রসুলুল্লাহ (দঃ) খালেদ (রাঃ)কে পাঠাইলেন। আমাদিগকে তাঁহার অধীনে পাঠাইলেন। অতঃপর আলী (রাঃ)কে পাঠাইয়া বলিয়া দিলেন যে খালেদের সঙ্গীগনকে বলিও- যাহার ইচ্ছা তোমার সঙ্গে জেহাদে যাইতে পারে এবং যাহার ইচ্ছা প্রত্যাবর্তনও করিতে পারে। আমি জেহাদে গমনকারী দলে থাকিলাম এবং প্রচুর গনিমতের মাল লাভ করিলাম।

হাদীস-১৯২১। সূত্র- হযরত আলী (রাঃ)- **শরীয়ত বিরোধী আদেশ মানা নিষিদ্ধ।**

নবী করীম (দঃ) আবদুল্লাহ ইবনে হোজা'ফা (রাঃ) আনসারীর নেতৃত্বে একটি বাহিনী প্রেরণ করিয়া সকলকে বলিয়া দিলেন যেন তাঁহার আদেশ মান্য করা হয়। সৈনিকগণ গৃহে প্রত্যাবর্তনে ব্যকুলতা দেখাইলে ঐ অধিনায়ক রাগান্বিত হইয়া সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন- তোমাদিগকে কি নবী করীম (দঃ) আমার কথা মানিয়া চলার আদেশ করেন নাই? সকলে হ্যাঁ বলিলে তিনি বলিলেন- আমার আদেশ, জ্বালানীকাঠ একত্রিত করিয়া উহাতে আগুন দাও। তাহাই করা হইলে তিনি বলিলেন- তোমরা এই আগুনে প্রবেশ কর। কেহ কেহ ঐ কার্য্যের জন্য প্রস্তুত হইলেন কিন্তু কেহ কেহ বিরত থাকিয়া বলিলেন- অগ্নি হইতে বাঁচিবার জন্যই নবী করীম (দঃ) এর আশ্রয় লইয়াছি। এই মতবিরোধ থাকা অবস্থায়ই আগুন নিভিয়া গেল এবং অধিনায়কের রাগও প্রশমিত হইল। রসুলুল্লাহ (দঃ) এই ঘটনা জ্ঞাত হইয়া বলিলেন- তাহারা যদি আগুনে প্রবেশ করিত তবে আজীবন আগুনের শাস্তিই ভোগ করিত। কাহারও কথা মানিয়া চলা বা অনুসরন করা শরিয়ত সম্মত বিষয়ে সীমাবদ্ধ।

হাদীস- ১৯২২। সূত্র- হযরত কায়াব (রাঃ)- **তবুক যুদ্ধে যোগদান না করার শাস্তি।**

যুদ্ধে যোগদান করার মত পূর্ণ স্বচ্ছলতা এবং সামর্থ থাকা সত্বেও ইতস্ততঃ করিতে করিতে আমি শেষ পর্যন্ত তবুকের যুদ্ধে যোগদান হইতে বিরত থাকিলে রসুলুল্লাহ (দঃ) আমাকে এবং আরও দুইজনকে[১] শাস্তি প্রদান করিলেন। আমি যুদ্ধে যোগদান না করার কারন সত্য সত্য বলিলে তিনি আমাকে বলিলেন- তুমি সত্য বলিয়াছ, এখন চলিয়া যাও। যাবৎ যবৎ আল্লাহতালা তোমার সম্বন্ধে ফয়সলা না করেন। আমাদের তিনজনের সঙ্গে মুসলমানদের কথাবার্তা বলা পর্যন্ত নিষিদ্ধ হইল। উক্ত সময়ে আমি তবুক অভিযানের বিপক্ষদল গাচ্ছান গোত্রীয় রাজার নিকট হইতে একখানা লিপি পাইলাম যাহাতে লেখা ছিল- 'আমি জানিতে পারিলাম, আপনার দলীয় প্রধান আপনার প্রতি অন্যায় আচরণ করিয়াছে। আপনি মর্য্যাদাহীন-আশ্রয়হীন মানুষ নহেন। আপনি আমাদের দেশে আসুন। আমরা আপনার সাহায্য সহায়তা করিব। আমি লিপিখানা পোড়াইয়া ফেলিলাম। আমাদের শাস্তির ৪০ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর আমাদের প্রতি স্ত্রীর নিকট হইতে আলাদা থাকার হুকুম হইলে আমি তাহাই করিলাম। হেলাল ইবনে উমাইয়ার স্ত্রী তাহার বৃদ্ধ স্বামীর সেবা করার অনুমতি চাহিয়া নিল কিন্তু বিছানা হইতে দূরে থাকার আদেশ বহাল থাকিল। ৫০ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর সালা' পাহাড়ের উপর হইতে একব্যক্তি চিৎকার করিয়া বলিল- হে কাযাব! সুসংবাদ গ্রহণ কর। রসুলুল্লাহ (দঃ) উম্মে সালামা (রাঃ) এর গৃহে থাকাকালে রাত্রি এক প্রহর বাকি থাকিতে তিনি উম্মে সালামা (রাঃ)কে ডাকিয়া বলিলেন- কাযাব ইবনে মালেকের তওবা কবুল হইয়াছে। তাহার অপরাধ ক্ষমা প্রসঙ্গে কোরআন শরীফের আয়াত নাজেল হইয়াছে। রাত্রে লোকজনের ঘুম নষ্ট না করিয়া ফজরের নামাজান্তে তিনি আমাদের তওবা কবুলের সুসংবাদ প্রকাশ করিলে আমার ও আমার সঙ্গীদের প্রতি লোকেরা ছুটিয়া আসিতে লাগিল। সুসংবাদ প্রদানকারীকে আমি আমার পরিধেয় কাপড় প্রদান করিলাম এবং আমি ধার করিয়া কাপড় পরিলাম।

আমি রসুলুল্লাহ (দঃ) এর দরবারে পৌঁছিলে তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রাঃ) ছুটিয়া আসিয়া আমাকে মোবারকবাদ জানাইলেন। রসুল (দঃ) বলিলেন- তোমার জন্মদিন হইতে এই পর্যন্ত সর্বাধিক উত্তম অদ্যকার দিনটির সুসংবাদ গ্রহণ কর। আমি জানিতে চাহিলে তিনি বলিলেন- এই সুসংবাদ আল্লাহতালার তরফ হইতে। আমি আমার তওবা কবুল হওয়া উপলক্ষ্যে আমার সমস্ত সম্পত্তি সদকা করিয়া দিতে চাহিলে রসুল (দঃ) কিছু নিজের জন্য রাখিতে বলিলেন। আমি খায়বর এলাকার সম্পত্তি নিজের জন্য রাখিয়া আমার বাকি সম্পত্তি সদকা করিয়া দিলাম। আমাদের সম্পর্কে কোরআন শরীফের ১১ পারায় নবম সুরার ১১৮ আয়াত নাজেল হইয়াছিল।

হাদীস- ১৯২৩। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **মিথ্যাবাদী মোসায়লামাহ এর দাবী।**

মিথ্যাবাদী মোসায়লামাহ তাহার গোত্রীয় লোকদের প্রতিনিধিদলের সাথে মদীনায় আসিয়া বলিয়াছিল- মোহাম্মদ (দঃ) যদি আমাকে তাঁহার পরবর্তী স্থলাভিষিক্ত করেন তবে আমি তাঁহার দলে যোগ দিব। রসূলুল্লাহ (দঃ) ছাবেত ইবনে কায়স (রাঃ) সহ প্রতিনিধিদলের সাথে আলোচনার জন্য তাহাদের অবস্থানস্থলে আসিয়া স্বীয় হস্তস্থিত খেজুর ডালার প্রতি ইশারা করিয়া মোসায়লামাকে বলিলেন- তুমি আমার নিকট এই ডালাটির দাবি করিলে তাহাও তোমাকে দেওয়ার স্বীকৃতি আমি দিব না। আল্লাহর ফয়সালা হইতে তুমি একচুলও বাহিরে যাইতে পারিবে না। তুমি আমার আনুগত্য গ্রহণ না করিলে আল্লাহ তোমাকে ধ্বংশ করিবেন। আমার দেখা স্বপ্নের পরিনতিই তোমার ভাগ্যে ঘটিবে। ইহাই আমার শেষ কথা। অধিক আলোচনা করিতে চাহিলে আমার পক্ষে এই ছাবেত ইবনে কায়স কথা বলিবে। এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

রসূলুল্লাহ (দঃ) এর উল্লেখিত স্বপ্নের বিবরণ আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে -রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- একদা আমি স্বপ্নে দেখিলাম আমার দুই হাতে দুইটি সোনার কঙ্কন। উহা দেখিয়া আমি বিব্রত হইলাম। স্বপ্নে অহীদ্বারা আদেশ হইল-কঙ্কনদ্বয়কে ফুৎকার মারিয়া দিন। আমি ফুৎকার মারিলে তাহারা বিলীন হইল। এই স্বপ্নের দ্বারা আমি বুঝিয়াছি আমার নবুয়ত প্রাপ্তির পর দুইজন মিথ্যাবাদী নবী- একজন আসওয়াদ আনসী এবং অপর জন মোসায়লামা এই ভাবেই বিলীন হইবে।

হাদীস- ১৯২৪। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-**খায়ফে বনী কেনানায় অবস্থান।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) হোনায়েন জয় করার প্রস্তুতিকালে বলিয়াছিলেন- আগামীকাল আমাদের অবস্থান হইবে খায়ফে বনী কেনানাহ নামক স্থানে, যেখানে মোশরেকরা কুফ্রীর উপর শপথ গ্রহণ করিয়াছিল।

হাদীস- ১৯২৫। সূত্র- হযরত জোবায়ের (রাঃ)- **মোতয়েম ইবনে আদীর মর্য্যাদা।**

নবী করীম (দঃ) বদর যুদ্ধের যুদ্ধবন্দীগন সম্বন্ধে বলিয়াছেন- যদি আজ মোতয়েম ইবনে আদী (রাঃ) জীবিত থাকিত এবং সে এই অপদার্থগুলি সম্পর্কে আমার নিকট সুপারিশ করিত, তবে আমি তাহার খাতিরে এইগুলিকে ছাড়িয়া দিতাম।

হাদীস- ১৯২৬। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **বোআছ যুদ্ধ ইসলামের পথ সুগম করিয়াছিল।**

বোআছ যুদ্ধের ঘটনাকে আল্লাহ রসুলুল্লাহ (দঃ) এর জন্য অগ্রীম সুযোগ করিয়া দিয়াছিলেন- যদিও তাহা নবী করীম (দঃ) এর মদীনা আগমনের পূর্বে ঘটিয়াছিল। বোআছ যুদ্ধের ফলে মদীনাবাসীরা দ্বিধাবিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাদের সর্দারগণ নিহত হইয়াছিল এবং তাহারা আঘাতে জর্জরিত ছিল। মদীনায় রসুলুল্লাহ (দঃ) এর পদার্পনে এই সকল কারণগুলি ইসলামের প্রতি মদীনাবাসীদেরকে সহজে আকৃষ্ট করিয়াছিল।

হাদীস- ১৯২৭। সূত্র- হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)- **মোনাফেকদের চাতুরী প্রকাশে আয়াত।**

একদল মোনাফেক জেহাদে অংশগ্রহন না করিয়া টালবাহানা করিয়া পেছনে থাকিয়া যাইত। রসুল (দঃ) জেহাদ হইতে ফিরিয়া আসিলে তাহারা মিথ্যা ওজর আপত্তি উত্থাপন করিয়া রসুল (দঃ) এর প্রশংসা লাভে সচেষ্ট হইত। তাহাদের পরিনতি ব্যক্ত করিয়া নাজেল হইল-'তোমরা মনে করিও না যে, তাহারা যাহা করিয়াছে তাহাতে তাহারা সন্তুষ্ট এবং যাহা করে নাই তাহার জন্য প্রশংসাপ্রার্থী বরং কখনই মনে করিও না যে তাহারা শাস্তি হইতে রেহাই পাইবে; এবং তাহাদের জন্য যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি রহিয়াছে।' (পারা ৪ সুরা ৩ আয়াত ১৮৮)

হাদীস- ১৯২৮। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রাঃ)- **জেহাদে ধৈর্য্য ধারণ।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- তোমরা যখন কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদে অবতীর্ণ হইবে তখন বিশেষ রূপে ধৈর্য্য ধারণ করিবে।

হাদীস- ১৯২৯। সূত্র- হযরত সাঈদ ইবনে জোবায়ের (রাঃ)- **ফেৎনা ফ্যাসাদ দুর করার জন্যই জেহাদ।**

একব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিল- ফেতনা ফ্যাসাদ দুর করার জন্য জেহাদ করা সঙ্গত কিনা? আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ঐ ব্যক্তিকে প্রশ্ন করিলেন- তুমি ফেৎনার অর্থ বুঝ কি? ব্যাখ্যা দানে তিনি নিজেই বলিলেন- ইসলামের প্রাথমিক যুগে কেহ ইসলাম গ্রহন করিতে চাহিলে কাফেররা তাহাকে মারপিট করিত, আবদ্ধ রাখিত এবং এইরূপে ইসলাম গ্রহনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিত। পবিত্র কোরআনে ঐ অবস্থাকে ফেৎনা বলা হইয়াছে। উহা বন্ধ করার জন্য রসুলুল্লাহ (দঃ) কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেন। তোমরা বর্তমানে ক্ষমতা লাভের জন্য যুদ্ধে লিপ্ত হও এবং উহাতে ফ্যাসাদ ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। ফেৎনা শব্দ দ্বারা উহা উদ্দেশ্য করা হয় নাই।

হাদীস- ১৯৩০। সূত্র- হযরত নাফে (রাঃ)- **ফেৎনা দুর করনার্থে জেহাদ।**

একব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)কে বলিল- আপনি এই আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করেন না? 'মোমেনদের দুইটি দল পরস্পর সংগ্রামে লিপ্ত হইলে তাহাদের মধ্যে মিমাংসা করিয়া দাও। যদি এক দল অন্য দলের

উপর অন্যায় চালাইতে চায় তবে যে বিরুদ্ধাচরন করে সে আল্লাহর আদেশের দিকে ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত তোমরা উহার সহিত সংগ্রাম কর। (পারা ২৬ সূরা ৪৯ আয়াত ৯) আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন- লক্ষ্য কর, কোরআন শরীফে আরও একটি আয়াত আছে 'যে কেহ কোন মোমেনকে ইচ্ছাকৃত ভাবে হত্যা করে তাহার স্থান হইবে জাহান্নাম, তথায় সে সর্বদা অবস্থান করিবে এবং আল্লাহ তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছেন ও তাহাকে লানত করিয়াছেন এবং তাহার জন্য ভীষন আজাব প্রস্তুত করিয়াছেন। (পারা ৫ সূরা ৪ আয়াত ৯৩)

ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন- আমার মতে প্রথম আয়াতটি বুঝিতে ভুল করিয়া দ্বিতীয় আয়াতটির দরুন মুসলমানদের বিরুদ্ধে মারামারি কাটাকাটি হইতে বিরত থাকা দ্বিতীয় আয়াতটিতে ভুল করিয়া প্রথম আয়াতের দরুন ঐরূপ করা অপেক্ষা উত্তম।

উক্ত ব্যক্তি 'সংগ্রাম চালাইয়া যাও, যাবৎ না ফেৎনা দূরীভূত হয়। (পারা ২ সূরা ২ আয়াত ১৯৩) আয়াতটি পেশ করিলে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন- উক্ত আয়াতের আদেশ মোতাবেক তো আমরা রসুল (দঃ) এর জমানায় কাজ করিয়াছি। তখন ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা কম ছিল। কেহ ইসলাম গ্রহন করিলে কাফেররা তাহাদের বধ করিত বা শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া নানা প্রকার নির্য্যাতন করিত। ইসলাম গ্রহনে এইরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করাকেই উক্ত আয়াতে 'ফেৎনা' বলা হইয়াছে। আমরা ফেৎনা দূরীভূত করিয়াছি। এখন তোমরা যে পথ অবলম্বন করিয়াছ ইহাতে পুনরায় ফেৎনার সৃষ্টি হইবে।

বিতর্কে টিকিতে না পারিয়া উক্ত ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল- আপনি ওসমান (রাঃ) এবং আলী (রাঃ) সম্বন্ধে কি বলেন? ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন- তাঁহারা উভয়েই ছিলেন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ও মর্য্যাদাশীল।

হাদীস- ১৩৩১। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-

দ্বিগুনের মোকাবেলায় মুসলিমগন।

'তোমাদের বিশজন ধৈর্য্যশীল থাকিলে দুইশতের উপর জয়ী হইতে পারিবে।' (পারা ১০ সূরা ৮ আয়াত ৬৫) এই আয়াতের ইঙ্গিত ছিল দশগুন কাফের হইলে মোকাবেলা করা উচিৎ হইবে, পলায়ন করা যাইবে না। মুসলমানদের নিকট এই বিধান কঠিন বোধ হইলে পরবর্তী আয়াত নাজেল হইল- 'আল্লাহ সহজ করিয়া দিয়াছেন। আল্লাহ তোমাদের মধ্যে সাহসের দুর্বলতা লক্ষ্য করিয়াছেন। এখন তোমাদের একশত জন ধৈর্য্যশীল থাকিলে দুইশতের উপর জয়ী হইবে অর্থাৎ দ্বিগুনের মোকাবেলায় পশ্চাদাপসরন করিবে না। ইহার অধিক হইলে আত্মরক্ষার্থে চেষ্টা করিবে।'

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, দশগুন হইতে দ্বিগুন করিয়া সহজ করায় সেই পরিমান ধৈর্য্য শক্তি হ্রাস পাইয়াছে।

YQADRI.BLOGSPO

হাদীস-১৯৩২। সূত্র- হযরত রুবাইয়্যে বিনতে মোয়াওয়েজ (রাঃ)- **পুরুষের সেবায় নারী।**

আমরা[১] রসুলুল্লাহ (দঃ) এর সাথে জেহাদে শরীক হইতাম। লোকজনকে পানি পান করাইতাম, তাহাদের সেবা শুশ্রুষা[২] করিতাম এবং আহত ও নিহতদেরকে মদীনায় পৌছাইতাম।। ১। নারীরা ২। পর্দা রক্ষা করিয়া।।

হাদীস- ১৯৩৩। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **মুসলমানের পরস্পরের যুদ্ধ নিষেধ।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারনকারীরা আমাদের অন্তর্ভুক্ত নহে।

হাদীস- ১৯৩৪। সূত্র- হযরত আবুল আসওয়াদ (রাঃ)- **মোশরেকদের দল ভারী করার পরিনাম।**

মদীনাবাসীদেরকে নিয়া একটি সেনা দলে আমার নাম অন্তর্ভুক্ত করা হইলে আমি ইকরামা (রাঃ) এর সাথে দেখা করিয়া তাহাকে সকল কিছু বলিলে তিনি আমাকে এই সেনা দলে যোগদান করা হইতে কঠোরভাবে নিষেধ করিয়া বলিলেন- ইবনে আব্বাস (রাঃ) আমাকে বলিয়াছিলেন- মুসলমানদের কিছু লোক মোশরেকদের সাথে থাকিয়া রসুলুল্লাহ (দঃ) এর বিরুদ্ধে তাহাদের দল ভারি করিয়াছিল। তীর আসিত এবং নিক্ষিপ্ত হইয়া তাহাদের শরীরে বিদ্ধ হইলে সে নিহত হইত কিম্বা আহত হইয়া পরে মারা যাইত। অতঃপর আল্লাহতা'লা নাজেল করিলেন- যাহাদের মৃত্যু ফেরেশতারা ঘটাইয়াছে তাহারা নিজেদের প্রতি জুলুম করিয়াছে[১]। [১। মোশরেকদের মধ্যে থাকিয়া]

হাদীস- ১৯৩৫। সূত্র- হযরত সাহল ইবনে সায়াদ (রাঃ)- **যুদ্ধক্ষেত্রে ইসলামের দাওয়াত।**

বর্ণনাকারী খায়বর যুদ্ধের সময় নবী করীম (দঃ) কে বলিতে শুনিয়াছেন- আমি এমন ব্যক্তির হাতে পতাকা দিব যাহার হাতে বিজয় অর্জিত হইবে। সাহাবীদের মধ্যে কাহার হাতে পতাকা দেওয়া হয় সেই আশায় সবাই আগ্রহান্বিত মনে পরদিন সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করিতেছিলেন। রসুল (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন- আলী (রাঃ) কোথায়? তাঁহাকে জানানো হইল যে তিনি চক্ষু যন্ত্রনায় কাতর। রসুল (দঃ) এর নির্দেশে তাঁহাকে ডাকিয়া আনার পর তিনি তাঁহার চোখে থুথু নিক্ষেপ করিলে তৎক্ষনাৎ তাঁহার চক্ষু সম্পূর্ণ ভাল হইয়া গেল। তখন আলী (রাঃ) বলিলেন- আমি তাহাদের বিরুদ্ধে ততক্ষন যুদ্ধ চালাইয়া যাইব যতক্ষন না তাহারা আমাদের মত মুসলমান হইয়া যায়। রসুল (দঃ) বলিলেন- ধীরস্থির হও। তুমি তাহাদের প্রান্তরে উপনীত হইলে প্রথমে তাহাদেরকে ইসলামের দিকে আহবান করিবে এবং তাহাদের কর্তব্য অবহিত করিবে। আল্লাহর কসম, যদি একটা লোকও তোমার দ্বারা

YQADRI.BLOGSPOT.COM

হেদায়েত প্রাপ্ত হয় তবে তাহা তোমার জন্য লোহিত বর্ণের উটের চাইতেও মূল্যবান হইবে।

হাদীস-১১৩৬। সূত্র-হযরত বরা (রাঃ)- **সন্ধিপত্রে পিতার নাম উল্লেখ।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) এর হোদায়বিয়ার সন্ধিপত্র লেখেন আলী (রাঃ)। মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহ লেখা হইলে কাফেরগণ আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলিল- মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহ লিখিবেন না। কেননা, আপনি রসূল হইলে তো আমরা আপনার সঙ্গে লড়াই করিতাম না। রসূল (দঃ) আলী (রাঃ)কে শব্দটি মুছিয়া ফেলিতে বলিলে আলী (রাঃ) বলিলেন- আমার দ্বারা ইহা সম্ভব নয়। ফলে রসূলুল্লাহ (দঃ) নিজ হাতে শব্দটি মুছিয়া ফেলেন[১] এবং এই শর্তে সন্ধি করেন যে-পরবর্তী বৎসর তিনি ও তাঁহার সঙ্গীরা তিনদিনের জন্য মক্কায় আসিতে পারিবেন এবং তাঁহাদের সঙ্গে কেবলমাত্র কোষবদ্ধ হাতিয়ার থাকিবে। [১। দেখাইয়া দেয়ার পর।

হাদীস-১১৩৭। সূত্র-হযরত আয়েশা (রাঃ)- **নেতা সন্ধির ইশারা করিতে পারে।**

দ্বার প্রান্তে দুইজন লোকের মধ্যে ঝগড়া হইতেছিল। একজন ঋণের কিছু অংশ মাফ করিয়া দিবার জন্য অনুনয় বিনয় করিতেছিল এবং অপর জন বলিয়া বসিল- আল্লাহর কসম আমি এইরূপ করিব না। রসূলুল্লাহ (দঃ) তাহাদের নিকট আসিয়া বলিলেন- সেই লোকটি কোথায় যে কসম খাইয়া বলিয়াছিল- আমি ভাল কাজ করিব না। সে বলিল- আমি, ইয়া রসূলুল্লাহ! আমার সাথী যাহা চায় আমি তাহা মাফ করিয়া দিব।

হাদীস-১১৩৮। সূত্র-হযরত ওরওয়া ইবনে জোবায়ের (রাঃ)- **হোদায়বীয়ার সন্ধির চুক্তি অনুযায়ী গ্রহণ- প্রত্যার্পন।**

সোহায়েল ইবনে আমর এই শর্তে নবী করীম (দঃ) এর সঙ্গে হোদায়বিয়ার সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করেন যে- আমাদের কেহ আপনার নিকট গেলে তাহাকে আমাদের নিকট ফেরত দিতে হইবে, যদিও সে আপনাদের ধর্মে বিশ্বাসী হয় এবং আমাদের ও তাহার ব্যাপারে আপনি হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না। মুসলমানগণ এই শর্ত অপসন্দ করে ও রাগিয়া যায়, কিন্তু সোহায়েল এই শর্ত ছাড়া অন্য শর্ত মানিতে অস্বীকার করায় নবী করীম (দঃ) ইহা মানিয়া নেন। তিনি আবু জানদালকে সোহায়েলের নিকট ফেরত দেন এবং চুক্তি বলবৎ থাকা কালে যে সকল পুরুষ ব্যক্তি তাঁহার নিকট আসেন সকলকে ফেরত দেন, যদিও তাঁহারা মুসলমান ছিল। উম্মে কুলসুম বিনতে ওকবা নাম্নী যুবতী সহ অন্যান্য নারীগনও হিজরত করিয়া আসিতে থাকিলে তাহাদের আত্মীয়গন তাহাদিগকে ফেরত নিতে আসিলে

তিনি তাহাদিগকে ফেরত দিলেন না। কেননা, আল্লাহতালা কোরআনের আয়াত অবতীর্ণ করেন 'যখন বিশ্বাসীসিনী নারীগন হিজরত করিয়া তোমাদের নিকট আসে, তখন তোমরা তাহাদিগকে পরীক্ষা করিও, আল্লাহ তাহাদের ঈমান সম্বন্ধে ভাল জানেন। যদি তোমরা তাহাদেরকে ঈমানদার বলিয়া জানিতে পার, তবে তাহাদিগকে অবিশ্বাসীদিগের দিকে প্রেরন করিও না। (পারা ২৮ সুরা ৬০ আয়াত ১০)।

আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত- রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাদেরকে এই আয়াত দ্বারা পরীক্ষা করিতেন- " হে নবী! ঈমান গ্রহনকারী মহিলারা যদি আপনার নিকট এই দীক্ষা গ্রহণ করিয়া আসে যে, তাহারা আল্লাহর সহিত কোন অংশী স্থির করিবে না, চুরি করিবে না, ব্যভিচার করিবে না, শিশু সন্তানদিগকে হত্যা করিবে না, তাহারা তাহাদের হস্ত-পদ দ্বারা অপবাদ সৃষ্টি করিবে না, এবং কোন সৎ কাজ সম্বন্ধে অবাধ্যতা প্রকাশ করিবে না, তখন তাহাদের আনুগত্য স্বীকার গ্রহণ করুন এবং আল্লাহর নিকট তাহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল করুনাময়। (পারা ২৮ সুরা ৬০ আয়াত ১২)

তাহাদের মধ্যে যাহারা এই শর্ত মানিয়া নিত রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাদেরকে কেবল মুখে বলিতেন- আমি তোমার বাইয়াত গ্রহন করিলাম এবং আল্লাহর কসম তাঁহার হাত কখনও কোন স্ত্রীলোকের হাত স্পর্শ করে নাই এবং তিনি কেবলমাত্র কথা দ্বারা বাইয়াত গ্রহন করিতেন।

মক্কা বিজয়

হাদীস- ১১৩৯। সূত্র- হযরত ওরওয়া ইবনে জোবায়ের (রাঃ)- **মক্কা প্রবেশ।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) এর মদীনা হইতে মক্কা অভিমুখে যাত্রার খবর জ্ঞাত হইয়া কোরায়েশদের পক্ষ হইতে আবু সুফিয়ান, হাকিম ইবনে হেজাম ও বোদায়েল ইবনে অরাক্কা সঠিক তথ্যের খোঁজে বাহির হইল। তাহারা মাররুজ-জাহরানের নিকট পৌঁছিয়া আরাফার ময়দানের ন্যায় বহু অগ্নি প্রজ্বলিত দেখিতে পাইল। এত অধিক অগ্নি বনি আমের গোত্রের হইতে পারে মর্মে সঙ্গীদ্বয়ের মত প্রকাশে আবু সুফিয়ান বলিল- তাহাদের সংখ্যা তো এত নয়! এমতাবস্থায় রসুলুল্লাহ (দঃ) কর্তৃক নিযুক্ত প্রহরীদ্বারা ধৃত হইয়া তাহারা রসুলুল্লাহ (দঃ) এর নিকট নীত হইলে আবু সুফিয়ান ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিলেন। মুসলমানগন তথা হইতে যাত্রা করিলে রসুলুল্লাহ (দঃ) আব্বাস (রাঃ)কে বলিলেন যেন আবু সুফিয়ানকে যাত্রীদের ভীড় হওয়ার স্থানে দাঁড় করাইয়া রাখা হয়- যাহাতে তিনি মোজাহেদদের সঠিক সংখ্যা দেখিতে পারেন। বিভিন্ন গোত্র তাহার সম্মুখ দিয়া পথ অতিক্রম কালে

YQADRI.BLOGSPOT.CO

তাঁহাকে গোত্রের নাম জানানো হইতেছিল। সায়াদ ইবনে ওবাদা (রাঃ) এর নেতৃত্বে মদিনাবাসী আনসারদের বিরাট দলের দলপতি সায়াদ (রাঃ) অতিক্রমকালে আবু সুফিয়ানকে বলিল- আজ কা'বা শরীফের সম্মানের লাঘব করা হইবে। আবু সুফিয়ান আব্বাস (রাঃ)কে বলিল- হে আব্বাস! আজ আত্মীয়তার হক আদায় করার উপযুক্ত দিন।

অতঃপর সঙ্গী পরিবেষ্টিত রসূলুল্লাহ (দঃ) ছোট বাহিনী সহ অতিক্রম কালে আবু সুফিয়ান তাঁহাকে সায়াদ (রাঃ) এর মন্তব্য জানাইলে তিনি বলিলেন- সায়াদ (রাঃ) ভুল বলিয়াছে। আজ আল্লাহতা'লা কা'বা শরীফের সম্মান বর্ধিত করিবেন এবং আজ নতুন ভাবে কা'বা ঘরকে গেলাফ পরানো হইবে। নবী করীম (দঃ) মক্কায় প্রবেশ করিয়া তাঁহার ঝান্ডা 'হাজুন' মহল্লায় উড্ডীন করার নির্দেশ দিলেন এবং খালেদ ইবনে অলীদকে মক্কার উর্ধ প্রান্তপথে প্রবেশের আদেশ দিলেন। ঐ ঘটনায় খালেদ (রাঃ) বাহিনীর দুই ব্যক্তি- হোবায়েশ ইবনে আশয়ার (রাঃ) এবং কুরয ইবনে জাবের (রাঃ) শহীদ হন।

হাদীস-১৯৪০। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মোগাফফাল (রাঃ)- **মক্কা প্রবেশ কালে সুরা ফাত্হ পাঠ।**

মক্কা বিজয়ের দিন আমি রসূলুল্লাহ (দঃ)কে স্বীয় যানবাহনের উপর বসা অবস্থায় সুন্দর সুরে সুরা ফাত্হ পড়িতে দেখিয়াছি। লোকজনের ভিড় হওয়ার আশঙ্কা না থাকিলে আমি ঐ সুরে পাঠ করিয়া শুনাইতাম।

হাদীস- ১৯৪১। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **মোহাস্সাবে অবস্থানের ঘোষনা।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) মক্কা বিজয়কালে ঘোষনা দিলেন- আল্লাহতা'লা বিজয়দান করিলে আমরা ইনশাআল্লাহ আগামীকাল বনি-কেনানার ময়দানে অবতরন করিব- যেখানে কোরায়েশদের বিভিন্ন শাখা গোত্র একত্রিত হইয়া আল্লাহদ্রোহীতার উপর শপথ নিয়াছিল। [১। মিনার নিকটবর্তী ময়দান]

হাদীস- ১৯৪২। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **মক্কা প্রবেশকালে রসূলুল্লাহ (দঃ) এহরাম অবস্থায় ছিলেন না।**

মক্কা বিজয়ের দিন রসূলুল্লাহ (দঃ) লৌহ শিরস্ত্রান পরিহিত অবস্থায় মক্কা নগরীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তিনি শিরস্ত্রাণ মাথা হইতে নামাইলে একব্যক্তি সংবাদ দিল যে প্রাণ দন্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত ইবনে খাতাল কা'বার গেলাফ আঁকড়াইয়া রহিয়াছে। রসূলুল্লাহ (দঃ) তাহার প্রাণদন্ড কার্য্যকর করার আদেশ দিলেন।

হাদীস-১৯৪৩। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **রসূলুল্লাহ (দঃ) এর কা'বাগৃহে প্রবেশ।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) মক্কাবিজয়ের পর কা'বাগৃহ হইতে মূর্তি সমূহ অপসারিত হওয়ার পূর্বে বাইতুল্লাহ শরীফে প্রবেশ করেন নাই। বাইতুল্লাহ

শরীফ হইতে ইব্রাহীম (আঃ) এবং ইসমাইল (আঃ) এর দুইটি মূর্তি বাহির করা হইল যাহাতে হস্তে জুয়া খেলার তীর ছিল। তিনি উহা দেখিয়া বলিলেন- আল্লাহ কাফেরদেরকে ধ্বংশ করুন। ইহারা ভালরূপেই জানে যে এই নবীষয় কখনও জুয়ার তীর ব্যবহার করেন নাই।

অতঃপর তিনি বাইতুল্লাহ শরীফে প্রবেশ করিয়া উহার কোন্ সমূহে আল্লাহ আকবর ধ্বনি দিলেন এবং বাহির হইয়া আসিলেন। রসূলুল্লাহ (দঃ) বাইতুল্লাহ শরীফের ভিতর নামাজ পড়েন নাই।[১] [১। ইহা রাবীর বর্ণনার ভুল।। প্রকৃত পক্ষে তিনি নামাজ পড়িয়াছিলেন।]

শহীদ

হাদীস- ১৯৪৪। সূত্র- হযরত জাবের (রাঃ)- **শহীদের মর্তবা।**

আমার পিতা শহীদ হইলে আমি তাঁহার মুখের কাপড় সরাইয়া কাঁদিতে লাগিলাম। লোকেরা আমাকে কাঁদিতে নিষেধ করিতেছিল কিন্তু নবী করীম (দঃ) আমাকে কাঁদিতে নিষেধ করেন নাই। অতঃপর ফুফু ফাতেমা কাঁদিতে থাকিলে নবী করীম (দঃ) বলিলেন- তোমরা কাঁদ আর নাই কাঁদ যতক্ষন পর্যন্ত তোমরা তাহাকে সরাইবে না, ততক্ষন ফেরেশতা তাহাকে ডানা দিয়া ছায়া দিতে থাকিবে।

হাদীস-১৯৪৫। সূত্র- হযরত জাবের (রাঃ)- **শহীদের মৃতদেহে ফেরেশতার ছায়া দান।**

অহোদের যুদ্ধে আমার পিতার বিকৃত লাশ রসূলুল্লাহ (দঃ) এর সামনে রাখা হইয়াছিল। আমি তাঁহার চেহারা উন্মুক্ত করিয়া দেখিতে থাকিলে আমাকে নিষেধ করা হইল। কোন মহিলার ক্রন্দন ধ্বনী শুনিয়া রসূলুল্লাহ (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন- কে কাঁদে? তাঁহাকে জানানো হইল - আমরের কন্যা অথবা ভগ্নি। তিনি বলিলেন- কাঁদিও না। অনেক ফেরেশতা তাহাকে ডানা দ্বারা ছায়া দান করিতেছেন। (জাবের (রাঃ) কোন কোন সময় ইহাও বলিয়াছেন যে তাঁহার পিতাকে ফেরেশতারা আসমানে উঠাইয়া নিয়াছেন।)

হাদীস- ১৯৪৬। সূত্র- হযরত জাবের (রাঃ)- **শহীদের দেহ পচে না।**

অহোদ যুদ্ধ নিকটবর্তী হইলে আমার পিতা আমাকে ডাকিয়া বলিলেন- আমার মনে হইতেছে আমি নিহত সাহাবাদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি হইব। আমি নবী করীম (দঃ) এর পরে তোমাকে ছাড়া অধিক প্রিয় ব্যক্তি কাউকে রাখিয়া যাইতেছি না। আমি ঋনগ্রস্ত। আমার মৃত্যুর পর তুমি আমার ঋন পরিশোধ করিয়া দিবে এবং তোমার বোনদের সাথে উত্তম ব্যবহার করিবে ও ভাল উপদেশ দিবে।

পরদিন সকাল হইলে দেখিলাম তিনিই প্রথম শহীদ হইয়াছেন। তাঁহার কবরে তাঁহার সাথে অন্য এক ব্যক্তিকে দাফন করা হইল। অন্য একজনের সাথে তাঁহাকে কবরে রাখা আমার পসন্দ হইল না। ছয়মাস পর তাঁহাকে

কবর হইতে উঠাইয়া দেখিলাম তাঁহার কান ব্যতীত সমগ্র শরীর এমন রহিয়াছে যে মনে হইতেছিল ঐ দিন কিছুক্ষন আগেই তাঁহাকে দাফন করা হইয়াছে।

হাদীস- ১১৪৭। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ)- **স্বীয় ধন রক্ষায় নিহত হওয়া ব্যক্তি শহীদ।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- যে ব্যক্তি তাহার ধন সম্পদ রক্ষা করিতে গিয়া নিহত হয় সে শহীদ।

হাদীস-১১৪৮।সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)-**শহীদানের ফজিলত।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- একমাত্র শহীদ ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি মৃত্যুর পর আল্লাহর কল্যানপ্রাপ্ত অবস্থায়- যাহা দুনিয়া ও দুনিয়ার সমস্ত সম্পদের সমকক্ষ-দুনিয়ায় ফেরৎ আসিতে চাহিবে না। শহীদ ব্যক্তি আবার শাহাদত বরণের ইচ্ছায় দুনিয়ায় ফেরৎ আসিতে চাহিবে। কারণ, সে শাহাদতের মর্য্যাদা দেখিয়াছে। নবী করীম (দঃ) আরও বলিয়াছেন- আল্লাহর পথে একটি সকাল ও একটি সন্ধ্যা ব্যয় করা দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যস্থিত সকল সম্পদ অপেক্ষা মূল্যবান। জান্নাতে ধনুকের জ্যা পরিমান জায়গা দুনিয়া ও দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ অপেক্ষা উত্তম। জান্নাতবাসীনী কোন নারী যদি পৃথিবীর পানে উঁকি দিত তবে গোটা পৃথিবী ঝলমল করিয়া উঠিত এবং সুগন্ধে আমোদিত হইয়া যাইত। জান্নাতবাসীনীদের মাথার ওড়না সমস্ত দুনিয়া ও তাহার সম্পদ অপেক্ষা উত্তম।

হাদীস- ১১৪৯। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)-**বীরে মাউনার শহীদান সম্পর্কে সুসংবাদ।**

বীরে মাউনার শহীদগণ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের আয়াত নাজেল হইয়াছিল 'আমাদের কওমকে জানাইয়া দাও যে আমরা প্রভুর সান্নিধ্যে পৌঁছিয়াছি। তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং আমরাও তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি।' আমরা এই আয়াত পাঠ করিতাম। অতঃপর তাহা মনসুখ হইয়া যায়।

হাদীস- ১১৫০। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **শহীদগণ দুনিয়ায় ফিরিয়া আসার আকাংখা করিবে।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- বেহেশতে প্রবেশের পর একমাত্র শহীদগণ ব্যতীত আর কেহই দুনিয়ায় ফিরিয়া আসিতে চাহিবে না। শহীদের জন্য দুনিয়ার সব কিছুই বেহেশতে মজুদ থাকিবে। সে দুনিয়ায় ফিরিয়া আসিয়া দশ বার শহীদি মৃত্যু বরণ করার আকাংখা করিবে। কেননা, বাস্তবে সে শহীদের মর্তবা দেখিতে পাইয়াছে।

হাদীস- ১১৫১। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রাঃ)- **তরবারীর ছায়ার নীচে জান্নাত।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন-- জানিয়া রাখ, নিশ্চয়ই তরবারীর ছায়াতলেই জান্নাত।

হাদীস- ১১৫২। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **হত্যাকারীও জান্নাতবাসী হইবে।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- দুই ব্যক্তির কার্য্যকলাপে আল্লাহত'লা হাঁসিবেন। কারণ, তাহারা পরস্পরকে হত্যা করিয়া উভয়ে জান্নাতবাসী হইবে। একজন আল্লাহর পথে জেহাদকারী শহীদ হিসাবে এবং অপরজন তওবাকারী অবস্থায় শহীদ হিসাবে।

হাদীস- ১১৫৩। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **শহীদ ব্যক্তি আল্লাহর নিকট সম্মানিত।**

খায়বর বিজয়ের পর আমি রসূলুল্লাহ (দঃ) এর নিকট গনিমতের অংশ চাহিলে আবান ইবনে সাঈদ (রাঃ) আমাকে কিছু না দিতে বলিলেন। আমি বলিলাম- এই ব্যক্তি তো ইবনে কাওকালের হত্যাকারী। ইহা শুনিয়া সে বলিয়া উঠিল- 'দান' পাহাড়ের পাদদেশ হইতে আগমনকারী নোংরা লোকটির কথায় আশ্চর্য্য হইতেছি যে সে আমাকে[১] একজন মুসলমান হত্যার দায়ে দোষী করিতেছে যাহাকে আল্লাহ আমার হাতে সম্মানিত করিয়াছেন কিন্তু আমাকে তাহার হাতে লাঞ্ছিত করেন নাই। [১। কাফের থাকাকালে]

হাদীস- ১১৫৪। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **মহামারীতে মৃত ব্যক্তি শহীদ।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- প্রত্যেক মুসলমানের জন্য মহামারী হইল শাহাদত।

হাদীস- ১১৫৫। সূত্র- হযরত জাবের (রাঃ)- **শহীদ ব্যক্তির একাধিক ব্যক্তিকে জানাজা ও গোসল ছাড়া এক কবরে দাফন।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) অহোদের জেহাদের দিন দুই দুইজন শহীদকে একই চাদরের নীচে একত্র করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন- ইহাদের মধ্যে কোরআন শরীফ কে অধিক শিক্ষা লাভ করিয়াছে? সনাক্ত হওয়ার পর অধিক কোরআন শিক্ষাকারীকে প্রথমে কবরে রাখিতেন এবং পরে অপর ব্যক্তিকে রাখিতেন। তাহাদেরকে রক্তাক্ত অবস্থায় বিনা গোসলে বিনা জানাজায় দাফন করা হইয়াছিল। নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- কেয়ামতের দিন আমি তাহাদের জন্য সাক্ষ্য প্রদান করিব।

হাদীস- ১১৫৬। সূত্র- হযরত জাবের (রাঃ)- **শহীদানের দাফন।**

অহোদ যুদ্ধের শহীদদের দুই দুইজনকে একই কাপড়ে জড়াইয়া নবী করীম (দঃ) জিজ্ঞাসা করিতেন ইহাদের মধ্যে কোরআনে কে বেশী হাফেজ? যাহাকে ইশারা করা হইত প্রথমে তাহাকেই কবরে নামানো হইত। অতঃপর তিনি বলিলেন- ইহাদের জন্য আমিই কেয়ামতের দিন

বাকী হইব। ইহার পর তিনি রক্ত সহ বিনা গোসলেই তাঁহাদেরকে দাফন করার নির্দেশ দিলেন। তাঁহাদেরকে গোসলও দেওয়া হইল না এবং জানাজা[১]ও পড়া হইল না। [১। পৃথক পৃথক জানাজা অর্থে]

হাদীস- ১৯৫৭। সূত্র- হযরত খাব্বাব (রাঃ)- **এজখের দ্বারা লাশ ঢাকা।**

আমরা আল্লাহতা'লার সন্তুষ্টি লাভের জন্য হিজরত করি। আল্লাহতা'লার নিকট আমাদের মহাত্যাগের সওয়াব স্থির হয়। আমাদের কেহ কেহ এমন অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে যে মৃত্যুকালে একটি মাত্র কম্বল ভিন্ন আর কিছুই রাখিয়া যায় নাই। অহোদ যুদ্ধে শাহাদত বরণকারী মাসয়াব ইবনে ওমায়ের (রাঃ) তাহাদের অন্যতম। তাঁহার দাফনের সময় তাহার পরিত্যক্ত একমাত্র কম্বলটি দ্বারাই তাঁহার কাফনের ব্যবস্থা করা হয়। উহা দৈর্ঘে কম হওয়ায় উহার দ্বারা মাথা ঢাকিলে পা বাহির হইয়া আসিত। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন- কম্বল দ্বারা মাথা ঢাকিয়া দাও এবং এজখের[১] দ্বারা পা ঢাক। আমাদের মধ্যে কিছু লোক এমনও আছে যাহারা স্বীয় আমলের বৃক্ষে ফল পাকিবার সুযোগ পাইয়াছে এবং উহা ভোগ করিতেছে। [১। এক জাতীয় ঘাস]

হাদীস- ১৯৫৮। সূত্র- হযরত কাতাদাহ (রাঃ)- **মদীনাবাসী সাহাবাদের মর্য্যাদা।**

কেয়ামতের দিন শহীদরূপে আনসার সাহাবীগন অপেক্ষা কোন সম্প্রদায় অধিক সম্মানী হইবে না। আনাস (রাঃ) বলিয়াছেন- অহোদ জেহাদে ৭০ জন, বীরে মাউনার ঘটনায় ৭০ জন এবং ইয়ামামার[১] জেহাদে ৭০ জন শহীদ তাঁহারাই ছিলেন। [১। মিথ্যা নবুওতের দাবীদার মোসায়লামা কাজ্জাবের বিরুদ্ধে আবু বকর (রাঃ) এর খেলাফত কালে পরিচালিত যুদ্ধ।]

হাদীস- ১৯৫৯। সূত্র- হযরত জাবের (রাঃ)- **বেহেশত লাভের আশায় শাহাদত বরন।**

অহোদ জেহাদের দিন একব্যক্তি নবী করীম (দঃ)কে জিজ্ঞাসা করিল- জেহাদে আমি শহীদ হইলে আমার স্থান কোথায় হইবে? নবী করীম (দঃ) বলিলেন- বেহেশতে। সে ব্যক্তি খুরমা খাইতেছিল। উত্তর শুনা মাত্র হাতের খুরমাগুলি ফেলিয়া দিয়া জেহাদে অবতরন করিল ও শহীদ হইয়া গেল।

হাদীস- ১৯৬০। সূত্র-হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ)- **বেহেশত প্রাপ্তির লোভে জেহাদ।**

আমার চাচা আনাস ইবনে নজর (রাঃ) বদর যুদ্ধে অনুপস্থিত থাকার জন্য রসূল (দঃ) এর নিকট অনুতাপ করিয়াছিলেন। অহোদের রনাঙ্গনে মুসলমানগণ শৃঙ্খলাভঙ্গ হইয়া পড়িলে তিনি অনুতাপ করিয়া তরবারী লইয়া একাই যুদ্ধ ক্ষেত্রে গেলেন। সায়াদ ইবনে মোয়াজ (রাঃ)কে দেখিয়া বেহেশতের দিকে আহবান করিলেন এবং বলিলেন- আমি অহোদ

পাহাড়ের অদূরে বেহেশতের সুবাস পাইতেছি। এই কথা বলিয়া তিনি শত্রুদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন এবং শাহাদত বরন করিলেন। তাঁহার শরীরে আঘাতের চিহ্ন ৮০টির বেশী ছিল এবং তাঁহাকে সনাক্ত করা কঠিন হইয়াছিল। আঙ্গুলের একটি চিহ্ন দ্বারা তাঁহার বোন তাঁহাকে সনাক্ত করিয়াছিলেন।

হাদীস-১৯৬১। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- রাজীর ঘটনা।

রসূলুল্লাহ (দঃ) আসেম ইবনে সাবেত (রাঃ) এর নেতৃত্বে দশজনের একটি গোপন খবর সরবরাহকারী দল প্রেরণ করিয়াছিলেন। উক্ত দল মক্কা ও ওসফান এলাকাদ্বয়ের মধ্যবর্তী 'হাজী' নামক স্থানে পৌছিলে বনু লেহ্‌ইয়ান নামক গোত্রের লোকদের নিকট তাহাদের সংবাদ পৌছান হইল। তাহারা অর্ধ শতাধিক তীরন্দাজ বাহিনী লইয়া তাঁহাদিগকে ধাওয়া করিল। পথিমধ্যে সাহাবীদের ফেলা খেজুর দানা দেখিয়া তাহারা তাঁহাদের সন্ধান লাভ করিল ও সাহাবীদের নিকট গিয়া পৌছিল। সাহাবীগন একটি টিলায় আশ্রয় নিলে শত্রুগণ টিলাটিকে ঘিরিয়া ফেলিয়া সাহাবীগনকে নামিয়া আসিতে আহবান করিয়া বলিল যে স্বেচ্ছায় নামিয়া আসিলে তাহাদিগকে হত্যা করা হইবে না। দলপতি আসেম (রাঃ) ইহাতে রাজী না হইয়া বলিলেন- আমি কোন কাফেরের অঙ্গীকারে নির্ভর করিয়া অবতরন করিব না। তিনি দোয়া করিলেন - হে আল্লাহ! তোমার রসূলকে আমাদের অবস্থার সংবাদ পৌছাইয়া দাও। শত্রুদল তাহাদের উপর তীরবৃষ্টি বর্ষন করিয়া তাঁহাদের ৭ জনকে শহীদ করিল। অবশিষ্ট ৩ জন পরীক্ষামূলক ভাবে তাহাদের অঙ্গীকার গ্রহণ পূর্বক নামিয়া আসিলে তাহারা তাহাদিগকে বাঁধিয়া ফেলিল। খোবায়েব (রাঃ) ও জায়েদ (রাঃ)কে বন্দীরূপে নিয়া মক্কাবাসীদের নিকট বিক্রয় করিয়া ফেলিল। খোবায়েব (রাঃ)কে ক্রয় করিয়াছিল বদর যুদ্ধে তাঁহার হাতে নিহত হারেছ ইবনে আমেরের পুত্রগন। তাহারা পিতৃহত্যার প্রতিশোধের জন্য তাঁহাকে ক্রয় করিয়াছিল। বন্দী অবস্থায় তিনি পরিচ্ছন্নতা হাসিলের জন্য একটি ক্ষুর চাহিয়া লইলেন। তাহাদের একটি শিশু হাঁটিয়া খোবায়েব (রাঃ) এর নিকট গেলে উক্ত শিশুর মাতা আশঙ্কা করিয়াছিল যে তিনি শিশুটিকে হত্যা করিবেন। কিন্তু তিনি বলিলেন যে আমি কখনও শিশুটিকে হত্যা করিব না। উক্ত মহিলা বর্ণনা করিয়াছে যে বন্দী অবস্থায়ও খোবায়েব (রাঃ)কে সে আঙ্গুরের ছড়া হাতে নিয়া আঙ্গুর খাইতে দেখিয়াছে যদিও তখন আঙ্গুরের মৌসুম ছিল না এবং বন্দী অবস্থায় আঙ্গুর জোগাড় করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। উহা আল্লাহর বিশেষ দানই হইবে।

অবশেষে একদিন খোবায়েব (রাঃ)কে হত্যা করার জন্য হেরেম শরীফ এলাকার বাহিরে নিয়া গেলে তিনি দুই রাকাত নামাজ পড়ার অবকাশ চাহিলেন। নামাজ শেষে তিনি বলিলেন- তোমরা আমাকে মৃত্যু ভয়ে ঘাবড়াইয়া গিয়াছি ভাবিবে মনে না করিলে আমি আরো দীর্ঘ নামাজ

পড়িতাম। অতঃপর তিনি শত্রুদের প্রতি বদদোয়া করিলেন- হে আল্লাহ! ইসলামের এই সব শত্রুদেরকে এক এক করিয়া গননা করিয়া রাখ এবং প্রত্যেককে ধ্বংস কর। তাঁহাদের একজনকেও জীবিত রাখিও না।

হারেছের পুত্র ওকবা তাঁহাকে হত্যা করিয়াছিল। আসেম (রাঃ) নিহত হইয়াছেন সংবাদ পাইয়া তাঁহার দেহের অংশ কাটিয়া আনিবার জন্য লোক পাঠাইয়াছিল কিন্তু মেঘ খন্ডের ন্যায় মৌমাছি দল তাঁহার মৃতদেহ ঘিরিয়া রাখায় তাহারা নিকটে আসিতে পারে নাই। পাহাড়ী ঢল নামিয়া আসিয়া আসেম (রাঃ) এর লাশ নিখোঁজ করিয়া দিল। খোবায়েব (রাঃ) এর মৃতদেহ জমিন গলাধঃকরণ করিয়া নিয়াছিল।

হাদীস- ১১৬২। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **বীরে মাউনার শহীদ।**

নবী করীম (দঃ) ৭০ জন কোরআন বিশেষজ্ঞ রূপে পরিচিত বিশিষ্ট ব্যক্তিকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা 'বীরে মাউনা' নামক স্থানে পৌঁছিলে রেয়েল ও জাকওয়ান গোত্রের লোক কর্তৃক আক্রান্ত হইলেন। আক্রান্ত হইয়া তাঁহারা বলিলেন- আমরা তোমাদেরকে কিছু বলিবার বা করিবার জন্য আসি নাই, আমরা নবী করীম (দঃ) নির্দ্দেশিত একটি কাজে এই পথ দিয়া যাইতেছি মাত্র। শত্রুরা তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া তাঁহাদিগকে হত্যা করিয়া ফেলিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) হত্যাকারী গোত্র সমূহের প্রতি অভিশাপ করতঃ দীর্ঘ একমাস 'কুনুতে নাজেলা' পড়িলেন। ইতিপূর্বে আমরা আর কখনও কুনুতে নাজেলা পড়ি নাই।

হাদীস-১১৬৩। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **বীরে মাউনার ঘটনা।**

রেয়েল, জাকওয়ান এবং ওছাইয়া গোত্রত্রয় নবী করীম (দঃ) এর নিকট বিরোধীদের মোকবেলায় সাহায্য চাহিলে তিনি মদীনাবাসীদের ৭০ জনকে তাহাদের সাহায্যে পাঠাইলেন। ঐ সাহাবীগণ কোরআন বিশেষজ্ঞরূপে প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং তাঁহারা সারাদিন লাকড়ি কুড়াইতেন ও সারারাত নফল নামাজ পড়িতেন। তাঁহারা 'বীরে মাউনা' নামক স্থানে পৌঁছিলে ঐ গোত্রত্রয়ের লোকগন বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া সাহাবীগণকে হত্যা করিয়া ফেলিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) এই সংবাদ পাইয়া রেয়েল, জাকওয়ান, ওছাইয়া এবং বনুলেহইয়ান গোত্রের প্রতি বদ্দোয়া করিয়া দীর্ঘ একমাস পর্যন্ত ফজরের নামাজের মধ্যে 'কুনুতে নাজেলা' পড়িলেন। ঐ ঘটনায় শহীদানের পক্ষে কোরআন শরীফের একটি আয়াত নাজেল হইয়াছিল- 'আমাদের সম্প্রদায়ের সকলকে জানাইয়া দাও, আমরা প্রভুর সাক্ষাৎলাভ করিয়াছি। তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং আমাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়াছেন। পরে উক্ত আয়াতের তেলাওয়াত রহিত (মনছুখ) করা হইয়াছে।

হাদীস- ১১৬৪। সূত্র-হযরত আনাস (রাঃ)- **হারাম ইবনে মেলহান (রাঃ) সহ সত্তর জন সাহাবার শহীদ হওয়ার ঘটনা।**

আমের ইবনে তোফায়েল নামক অমুসলমানদের এক সর্দ্দার নবী করীম (দঃ) এর নিকট তিনটি দাবির যে কোন একটি গ্রহনের প্রস্তাব করিয়াছিল।

দাবিগুলি ছিল (১) আপনি পল্লী এলাকার প্রধান থাকিবেন, আমি শহর এলাকার প্রধান হইব। (২) আমি আপনার স্থলাভিষিক্ত রূপে নির্ধারিত হইব, (৩) আমি স্বীয় গোত্রের হাজার হাজার সৈন্য নিয়া আপনার বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইব। অল্পকাল পরেই সে একস্থানে প্লেগ রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে এবং অশ্বপৃষ্ঠ হইতে পড়িয়া মারা যায়।

রসুলুল্লাহ (দঃ) আমার মাতুল হারাম ইবনে মেলহান (রাঃ) সহ ৭০ জন সাহাবীর একটি দলকে ঐ এলাকায় প্রেরণ করেন। উক্ত এলাকায় ঢুকিতে তাঁহারা শঙ্কা বোধ করিতেছিলেন বিধায় হারাম ইবনে মেলহান (রাঃ) অপর একজন সহ উক্ত এলাকায় ঢুকিলেন এবং অন্যদেরকে এই বলিয়া অপেক্ষমান রাখিয়া গেলেন যে নিরাপত্তার আশ্বাস পাইয়া আমরা ফিরিয়া আসিলে আপনারা প্রবেশ করিয়া ইসলাম প্রচার করিবেন, আর আমাদিগকে মারিয়া ফেলিলে আপনারা ফিরিয়া যাইবেন। হারাম ইবনে মেলহান (রাঃ) লোকদিগকে বলিলেন- রসুলুল্লাহর প্রেরীতবাণী প্রচারে তোমরা আমাকে নিরাপত্তা দিবে কি? হঠাৎ একব্যক্তি পেছন দিক হইতে তাঁহাকে বর্শাঘাত করিল। তিনি প্রবাহিত রক্ত আঁজলা ভরিয়া স্বীয় নাকে-মুখে মাখিলেন ও বলিলেন- মহান কা'বার প্রভুর শপথ, আমি সফলকাম হইয়াছি। তাঁহার সঙ্গী সহযাত্রীদের নিকট মিলিত হইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহারা সকলেই শত্রু বেষ্টিত হইয়া শাহাদত বরন করেন- কেবল একজন পাহাড়ে উঠিয়া রক্ষা পাইয়াছিলেন।

হাদীস- ১৯৬৫। সূত্র- হযরত ওরওয়া ইবনে জোবায়ের (রাঃ)-

শহীদের দেহ আসমানে উঠানো।

বীরে মাউনার ঘটনায় সাহাবীগণ শহীদ হইলে এবং আমর ইবনে উমাইয়া (রাঃ) বন্দী হইলে আমের ইবনে তোফায়েল তাঁহাকে একটি শবদেহের প্রতি ইশারা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন- ইনি কে? তিনি বলিলেন- ইনি আমের ইবনে ফোহায়রা (রাঃ)[১]। আমের ইবনে তোফায়েল বলিল- নিহত হওয়ার পর তাঁহাকে আসমানে উঠানো হইতে এবং জমিনে রাখা হইতে আমি দেখিয়াছি।

নবী করীম (দঃ) তাঁহাদের নিহত হওয়ার সংবাদ প্রাপ্তির পর সকলকে সংবাদ প্রদান করিয়া ইহাও বলিলেন যে তাঁহারা আল্লাহত'লার নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন- আল্লাহতা'লা যেন তাঁহাদের অন্যান্য ভাই বন্ধুদেরকে জ্ঞাত করিয়া দেন যে, তাঁহারা প্রভুর দানে সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং প্রভুও তাঁহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন। [১। নবী করীম (দঃ) এর হিজরতকালে ছওর গুহায় গোপনে খাদ্য যোগানদানকারী]

YQADRI.BLOGSPOT.COM

১৬। মৃত ব্যক্তি

হাদীস- ১১৬৬। সূত্র-হযরত ইবনে ওমর (রা)- **শত বৎসরের মধ্যে জীবিত সকল মানুষের মৃত্যু হইবে।**

নবী করীম (দঃ) শেষ জীবনে একদা এশার নামাজান্তে আমাদের প্রতি দন্ডায়মান হইয়া বলিলেন- তোমরা কি লক্ষ্য করিয়াছ? এই রাত্রে দুনিয়ার বুকে যত মানুষ আছে আজ হইতে একশত বৎসরের মাথায় উহাদের একজনও জীবিত থাকিবে না।

হাদীস- ১১৬৭। সূত্র- হযরত বরা (রাঃ)- **মৃত শিশুর জন্য দুধ মা।**

ইব্রাহীম[১] (রাঃ) মারা গেলে রসূল (দঃ) বলিলেন- তাহার জন্য বেহেশতে একজন দুধ মা থাকিবে। [১। রসূল (দঃ) এর পুত্র]

হাদীস- ১১৬৮। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **অমুসলিম শিশুর ভাগ্য।**

মোশরেকদের সন্তানদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- যেহেতু আল্লাহ তাহাদেরকে সৃষ্টি করিয়াছেন; অতএব, তিনিই ভাল জানেন তাহারা জীবিত থাকিলে কি করিত।

হাদীস- ১১৬৯। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **অমুসলিম শিশুর ভাগ্য।**

মোশরেকদের সন্তানদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে রসূল (দঃ) বলিলেন- আল্লাহই ভাল জানেন বাঁচিয়া থাকিলে তাহারা কি ধরনের আমল করিত।

হাদীস- ১১৭০। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **মৃত ব্যক্তিদেরকে গালাগাল দেওয়া।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- তোমরা মৃত ব্যক্তিদেরকে গালাগাল দিও না। কেননা, তাহারা যাহা কিছু করিয়াছে তাহার ফলাফল ভোগের স্থানে পৌঁছিয়া গিয়াছে।

শোক

হাদীস- ১১৭১। সূত্র- হযরত মোহাম্মদ ইবনে সীরীন (রাঃ)- **স্বামীর মৃত্যু ভিন্ন শোক তিন দিন।**

উম্মে আতিয়া (রাঃ) এর এক পুত্রের মৃত্যু হইলে তৃতীয় দিবসে তিনি কিছু সুগন্ধি চাহিয়া নিলেন এবং উহা গায়ে মাখিয়া বলিলেন- আমাদেরকে[১] মৃত স্বামী ছাড়া অন্য কাহারও জন্য তিন দিনের অধিক শোক প্রকাশ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে।

হাদীস- ১১৭২। সূত্র- হযরত জয়নব বিনতে আবু সালামাহ (রাঃ)- **কাহারও মৃত্যুতে শোক তিন দিন কিন্তু স্বামীর মৃত্যুতে চারমাস দশ দিন।**

ক) উম্মুল মোমেনীন উম্মে হাবিবা (রাঃ) এর পিতৃবিয়োগ হইলে আমি তাঁহার নিকট যাই। তিনি হালকা লাল রং এর খোশবু নিয়া খাদেমকে ডাকিলেন। এক বালিকাকে খুশবু মাখাইলেন এবং নিজের দুই গালেও

মাখাইয়া বলিলেন- আল্লাহর কসম! আমার খোশবু মাখার দরকার ছিল না। শুধু এই জন্যই মাখিলাম যে আমি রসূল (দঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি- যে নারী আল্লাহ এবং আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে তাহার পক্ষে তিন দিনের বেশী শোক করা হালাল নয়। অবশ্য স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশদিন শোক পালন করিবে।

খ) জয়নব বিন জাহাশের ভাই মারা গেলে তাঁহার ঘরে গিয়া দেখি তিনিও সুগন্ধি নিয়া ডাকিলেন এবং ব্যবহার করিয়া বলিলেন- আল্লাহর কসম! আমার খোশবুর কোন প্রয়োজন ছিল না। শুধু এই জন্যই ব্যবহার করিলাম যে আমি রসূলুল্লাহ (দঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি- যে নারী আল্লাহ ও আখেরাতে ঈমান রাখে তাহার পক্ষে মৃতের জন্য তিনদিনের বেশী শোক জ্ঞাপন জায়েজ নাই; শুধু মাত্র স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুতে চারমাস দশদিন শোক পালন করিবে।

গ) আমি উম্মে সালামাকে বলিতে শুনিয়াছি- এক মহিলা রসূল (দঃ) এর নিকট আসিয়া বলিল- ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমার মেয়ের স্বামী মারা গিয়াছে। মেয়েটির চোখ রোগাক্রান্ত[১]। তাহার চোখে কি সুরমা লাগানো যাইবে? তিনি বলিলেন-না। মহিলাটি দুই তিনবার জিজ্ঞাসা করিয়াছে। তিনি প্রতিবারই না বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন- তাহাকে চার মাস দশদিন অপেক্ষা করিতে হইবে।

জাহেলিয়াতের যুগে নারীদিগকে এক বৎসর ধরিয়া ইদ্দত পালন করিতে হইত। অতঃপর সে নিজের চতুর্দিকে বিষ্ঠা নিক্ষেপ করিয়া পাক হইত। এই ধরনের বিষ্ঠা নিক্ষেপের কি প্রয়োজন ছিল জিজ্ঞাসার উত্তরে জয়নব বলেন- জাহেলী যুগে কোন নারীর স্বামী মারা গেলে সে একটা ক্ষুদ্র কোঠায় ঢুকিয়া পড়িত, নিকৃষ্টমানের কাপড় পরিত এবং এক বৎসর অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত খোশবু ব্যবহার করিতে পারিত না। অতঃপর তাহার নিকট চতুষ্পদ জন্তু গাধা, বকরী ইত্যাদি অথবা পাখি নিয়া আসা হইত। সে ইহাদের উপর হাত বুলাইত। প্রায় ক্ষেত্রেই তাহার হাত বুলান জন্তু বা পাখি মারা যাইত এবং সে সংকীর্ণ কুঠরী হইতে বাহির হইয়া আসিলে তাহাকে বিষ্ঠা দেওয়া হইত- যাহা সে ছড়াইয়া দিত। কেবল মাত্র ইহার পরই সে সুগন্ধি ব্যবহার সহ যে কোন কাজ করিতে পারিত। [১। রোগ সাংঘাতিক পর্য্যায়ের ছিল না।

হাদীস-১১৭৩। সূত্র- হযরত জয়নব বিনতে উম্মে সালামা (রাঃ)- **শোক তিনদিনের বেশী নয়।**

সিরিয়া হইতে আবু সুফিয়ানের মৃত্যু সংবাদ পৌছিলে উম্মে হাবিবাহ (রাঃ) তৃতীয় দিবসে কিছু সুগন্ধি চাহিয়া নিলেন।

হাদীস- ১১৭৪। সূত্র- হযরত উম্মে আতিয়া (রাঃ)- **শোককালে দুর্গন্ধ দূর করিতে সুগন্ধি ব্যবহার করা যায়।**

মৃতের জন্য তিন দিনের বেশী শোক পালন করিতে আমাদেরকে নিষেধ করা হইয়াছে। কিন্তু স্বামীর মৃত্যুশোক পালন সময় চারমাস দশদিন। এই

মৃতের জন্য তিন দিনের বেশী শোক পালন করিতে আমাদেরকে নিষেধ করা হইয়াছে। কিন্তু স্বামীর মৃত্যুশোক পালন সময় চারমাস দশদিন। এই সময়ে আমরা সুরমা, সুগন্ধি ও রঙ্গিন কাপড় ব্যবহার করিতাম না। অবশ্য হালকা রংয়ের কাপড় নিষিদ্ধ নয়। হায়েজ শেষে পবিত্র হওয়ার জন্য গোসলের সময় আমাদিগকে কোস্ত নামক এক প্রকার সুগন্ধি ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। আমাদেরকে জানাজার পিছে পিছে যাইতে নিষেধ করা হইয়াছে।

হাদীস- ১৯৭৫। সূত্র- হযরত উসামা ইবনে জায়েদ (রাঃ)- **প্রিয়জনের মৃত্যুতে কান্না।**

নবী করীম (দঃ) এর কন্যা[১] তাঁহার[২] নিকট সংবাদ পাঠাইলেন- আমার একটি পুত্র মুমূর্ষ। সুতরাং আপনি আমাদের এইখানে আসুন। নবী করীম (দঃ) সালাম দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন- আল্লাহ যাহা গ্রহন করেন তাহা তাঁহারই এবং উহাও তাঁহারই যাহা তিনি দান করেন। বস্তুতঃ প্রত্যেক জিনিষের জন্য তাঁহার নিকট একটা নির্দ্দিষ্ট সময় সূচী রহিয়াছে। অতএব, সে যেন পূর্ন ধৈর্য্য ধারন করে এবং সওয়াবের আশা রাখে। কিন্তু তিনি[৩] পুনরায় শপথ দিয়া পাঠাইলেন যে নবী করীম (দঃ) যেন অবশ্যই তাঁহার নিকট আসেন। তিনি[৪] রওয়ানা হইলে সাযাদ (রাঃ), মোয়াজ (রাঃ), উবাই (রাঃ), জায়েদ (রাঃ), এবং আরও অনেকেই তাঁহার সঙ্গী হইলেন। শিশুটিকে রসূল (দঃ) এর কোলে তুলিয়া দেওয়া হইল। তখন তাহার[৫] প্রান ধড়ফড় করিতেছিল। তাঁহার[৬] চক্ষুদ্বয় হইতে এমনভাবে অশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল যেন তাহা একটি পুরাতন মশক। সাযাদ (রাঃ) বলিয়া উঠিলেন- ইয়া রাসুলাল্লাহ! ইহা কি? তিনি উত্তরে বলিলেন- ইহা আল্লাহর দয়া-মমতা, যাহা আল্লাহ তাঁহার প্রত্যেক বান্দার অন্তরে রাখিয়াছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁহার বান্দাদের মধ্যে দয়াশীলদেরকেই দয়া করেন। [১। যয়নব, ২। নবী (দঃ), ৩। নবী কন্যা, ৪। নবী (দঃ) ৫। শিশু, ৬। নবী (দঃ)]

হাদীস- ১৯৭৬। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **বিলাপের দরুন মৃতের আজাব ভোগ।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- পরিবার বর্গের কান্নার দরুন মৃতব্যক্তি আজাব ভোগ করিয়া থাকে।

হাদীস- ১৯৭৭। সূত্র- হযরত ওমর (রাঃ)- **বিলাপের দরুন মৃতের আজাব ভোগ।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- মৃত ব্যক্তি স্বীয় পরিবার বর্গের কোন কোন কান্নার দরুন আজাব ভোগ করে।

হাদীস- ১৯৭৮। সূত্র- হযরত মুগীরা (রাঃ)- **বিলাপের দরুন মৃতের আজাব ভোগ।**

নবী করীম (দঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি- নিশ্চয়ই আমার প্রতি মিথ্যারোপ করা তোমাদের কাহারও প্রতি মিথ্যারোপ করার সমতুল্য নয়। যে ব্যক্তি আমার উপর স্বেচ্ছায় মিথ্যারোপ করিবে সে যেন নিশ্চিত রূপে জাহান্নামে তাহার ঠিকানা প্রসস্থ করিয়া নেয়।

নবী করীম (দঃ)কে এই কথাও বলিতে শুনিয়াছি- যে ব্যক্তি মৃতের জন্য মাতম সুরে কাঁদিবে তাহার কাঁদার কারনে তাহাকে[১] আজাব দেওয়া হইবে। [১। মৃতকে।

হাদীস- ১৯৭৯। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- মাতমের দরুন আজাব।

একদা রসূলুল্লাহ (দঃ) একটি ইহুদি মেয়ের[১] পাশ দিয়া যাইতেছিলেন যাহার জন্য তাহার পরিজন কান্নাকাটি করিতেছিল। তখন নবী করীম (দঃ) বলিলেন- ইহারা অবশ্য তাহার জন্য কাঁদিতেছে অথচ তাহাকে কবরের ভিতর শাস্তি[২] দেওয়া হইতেছে। [১। কবরের ২।কান্নার দরুন]

হাদীস- ১৯৮০। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)- মৃতের জন্য আহাজারীকারী ইসলামভুক্ত নয়।

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- যে ব্যক্তি[১] গাল চাপড়ায়, বুকের জামা ছিড়ে এবং জাহেলীযুগের রীতি অনুযায়ী চিৎকার করে সে আমাদের[২] নয়। [১। মৃতের জন্য ২। দলভুক্ত]

হাদীস-১৯৮১। সূত্র- হযরত আবু মুসা (রাঃ)- শোকে বিলাপ নিষেধ।

একদা তিনি[১] রোগ যন্ত্রনায় সজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলে তাঁহার মাথা পরিবারস্থ কোন এক মহিলার কোলে ছিল। উক্ত মহিলা বিলাপ করিয়া কাঁদিতেছিল যাহাতে বাধা দেওয়ার মত শক্তি তাঁহার তখন ছিল না। পরে জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে তিনি বলিলেন- রসূলুল্লাহ (দঃ) যাহাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছেন আমিও তাহাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করিলাম। বস্তুতঃ রসূলুল্লাহ (দঃ) ঐ সমস্ত নারীদের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করে যাহারা শোকে বিলাপ করে, মাথা মুড়ায় এবং কাপড় ছিড়ে। [১। আবু মুসা (রাঃ)]

হাদীস- ১৯৮২। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- মৃতের শোকে বিলাপ নিষেধ।

যখন নবী করীম (দঃ) এর নিকট ইবনে হারেস, জাফর এবং ইবনে রাওয়াহার শাহাদতের[১] সবোদ পৌছিল তখন তিনি এমনভাবে বসিয়া পড়িলেন যে তাঁহার মধ্যে শোক চিহ্ন দেখা গেল। আমি দরজার ফাঁক দিয়া দেখিতেছিলাম। একব্যক্তি আসিয়া জাফরের পরিবারের নারীদের কান্নাকাটির কথা বলিল। তিনি বলিলেন- তাহাদের কান্নাকাটি বন্ধ করাও। লোকটি দ্বিতীয় বার আসিয়া বলিল- মহিলাগন তাহাদের কথা শুনিতেছে না। তিনি পুনরায় একই কথা বলিলেন। লোকটি তৃতীয়বার আসিয়া বলিল- ইয়া

রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর শপথ, তাহারা আমাদিগকে হার মানাইয়াছে। তখন তিনি রাগতস্বরে বলিলেন- তবে তাহাদের মুখের মধ্যে মাটি পুরিয়া দাও।

তখন আমি সেই ব্যক্তিকে বলিলাম- আল্লাহ তোমার বরবাদ করুক। রসূলুল্লাহ (দঃ) তোমাকে যে দায়িত্ব দিয়াছেন তাহাও করিতে পারিতেছ না আবার তাঁহাকে বারবার বিরক্ত করিতেও ছাড়িতেছ না। (১। মুতার যুদ্ধে)

হাদীস- ১১৮৩। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **মৃত্যুতে শোকাভিভূত হওয়া।**

ক্বারী সাহাবীগন[১] শাহাদত বরন করিলে নবী করীম (দঃ) একমাস পর্যন্ত কুনুত[২] পড়িলেন। আমি তাঁহাকে ইহার চাইতে অধিক শোকাভিভূত হইতে কখনও দেখি নাই। [১। সত্তর জন- মউনার ঘটনায়। ২। কুনুতে নাজেলা]

হাদীস- ১১৮৪। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **মৃত্যু বেদনার প্রকাশ।**

আমরা রসূল (দঃ) এর সাথে তাঁহার পুত্র ইব্রাহীম (রাঃ) এর ধাত্রীর স্বামী আবু সাঈদের নিকট গেলাম। রসূল (দঃ) ইব্রাহীম (রাঃ)কে কোলে নিয়া চুম্বন করিলেন এবং আদর করিলেন। পুনরায় তাহার নিকট গেলে দেখিলাম তাহার মুমুর্ষ অবস্থা। রসূল (দঃ) এর চক্ষুদ্বয় হইত অশ্রু প্রবাহিত হইতে দেখিয়া আবদুর রহমান বিন আউফ (রাঃ) বলিয়া উঠিলেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনিও? তিনি বলিলেন- হে ইবনে আউফ! ইহা মমতা। পুনরায় অশ্রুপাত করিয়া বলিলেন- নিঃসন্দেহে চোখ কাঁদে আর হৃদয় ব্যথিত হয়। কিন্তু আমরা কেবল তাহাই বলি যাহা আমাদের প্রভু পসন্দ করেন। হে ইব্রাহীম! আমরা তোমার বিচ্ছেদে শোকাভিভূত।

হাদীস- ১১৮৫। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **মৃতের জন্য শোকের ধরন।**

সা'য়াদ বিন ওবাদাহ (রাঃ) এর অসুস্থতাবস্থায় নবী করীম (দঃ) আবদুর রহমান বিন আউফ (রাঃ), সা'য়াদ বিন আবু ওয়াক্কাস (রাঃ) এবং আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) সহ তাঁহাকে দেখিতে গেলেন। তাঁহাকে পরিজন বেষ্টিত অবস্থায় দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন- মারা গিয়াছে কি? তাহারা উত্তরে জানাইল- না, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই কথা শুনিয়া তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। হযরত (দঃ) এর কান্না দেখিয়া তাহারাও কাঁদিতে লাগিল। তিনি বলিলেন- শোন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ চোখের অশ্রু এবং অন্তরের বেদনার জন্য কাহাকেও শাস্তি দিবেন না। কিন্তু শাস্তি দিবেন বা দয়া করিবেন ইহার জন্য। এই বলিয়া তিনি নিজের জিহবার দিকে ইশারা করিলেন। নিঃসন্দেহে মৃতের প্রতি তাহার পরিজনের বিলাপের দরুন তাহাকে শাস্তি দেওয়া হয়। হযরত ওমর (রাঃ) এইরূপ কান্নার জন্য লাঠির দ্বারা আঘাত করিতেন, কংকর নিক্ষেপ করিতেন এবং মুখে মাটি পুরিয়া দিতেন।

হাদীস- ১১৮৬। সূত্র- হযরত উম্মে আতিয়া (রাঃ)- মৃতের জন্য বিলাপ নিষেধ।

আমরা নবী করীম (দঃ) এর নিকট বাইয়াত হওয়াকালে তিনি বিশেষরূপে অঙ্গীকার গ্রহন করিয়াছিলেন যেন আমরা কাহারও মৃত্যুতে বিলাপের ক্রন্দন না করি। কিন্তু পাঁচজন ব্যতীত কোন নারীই তাহা রক্ষা করিতে পারে নাই। উম্মে সুলাইম, উম্মে আলা, আবু সাবরার কন্যা, মোয়াজের স্ত্রী এবং অন্য আরও দুইজন নারী। (সেদেহে একজন নারী)

জানাজা

হাদীস- ১১৮৭। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **জানাজার সহগামী হওয়া।**

রসূল (দঃ) বলিয়াছেন- যে ব্যক্তি ঈমানের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া ও সওয়াবের আশায় কোন মুসলমানের জানাজার সহগামী হইবে এবং জানাজার নামাজ ও দাফন কার্য শেষ না হওয়া পর্যন্ত সঙ্গেই থাকিবে সে দুই ক্বীরাত (প্রত্যেক ক্বীরাত অহোদ পাহাড়ের সমান) সওয়াব হাসিল করিবে। আর যে ব্যক্তি দাফন কার্য সমাধার পূর্বে শুধু নামাজ পড়িয়া চলিয়া আসিবে সে এক ক্বীরাত পরিমান সওয়াব লাভ করিবে। [এই হাদীসটি হযরত আয়েশা (রাঃ)ও শুনিয়াছেন।]

হাদীস- ১১৮৮। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **কবরে জানাজা।**

রসূল (দঃ) এক ব্যক্তির অন্তিম সময়ে খোঁজ খবর নিতেন। সে ব্যক্তি এক রাত্রে মারা গেলে তাহাকে রাত্রেই দাফন করা হইল। পরদিন সকালে রসূল (দঃ) সংবাদ শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন- আমাকে জানাও নাই কেন? উত্তরে বলা হইল- অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রি ছিল- তাই আপনাকে কষ্ট দেওয়া আমরা পসন্দ করি নাই। অতঃপর রসূলুল্লাহ (দঃ) ঐ ব্যক্তির কবরের নিকট আসিয়া দোয়া করিলেন ও পূর্নাঙ্গ জানাজার নামাজ পড়িলেন। আমরা তাঁহার পেছনে কাতার দিলাম।

হাদীস- ১১৮৯। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **ঋন গ্রস্থ এবং অসহায় নাবালকের দায়িত্ব রাষ্ট্রের।**

নবী করীম (দঃ) এর নিকট ঋনগ্রস্থ কোন ব্যক্তির জানাজা আনা হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন- সে ঋন শোধ করার মত সম্পদ রাখিয়া গিয়াছে কি? যদি বলা হইত- রাখিয়া গিয়াছে। তিনি তাহার জানাজার নামাজ পড়িতেন। অন্যথায় তিনি মুসলমানদেরকে বলিতেন- তোমরা তোমাদের সাথীর জানাজার নামাজ পড়।

আল্লাহ রসূল (দঃ)কে বিজয়ের মাধ্যমে ধন দান করিলে তিনি বলিলেন- আমি মোমেনদের জন্য তাহাদের আপন সত্ত্বার চাইতেও অধিক কল্যানকামী। কাজেই মোমেনদের মধ্যে কেউ ঋন রাখিয়া মৃত্যু বরন করিলে

তাহা পরিশোধের দায়িত্ব আমার। আর সম্পদ রাখিয়া মারা গেলে সে দায়িত্ব উত্তরাধিকারীদের।

হাদীস- ১১৯০। সূত্র- হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)- মোনাফেকের জানাজা।

আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এর[১] মৃত্যু হইলে তাহার পুত্র[২] নবী করীম (দঃ) এর নিকট আরজ করিলেন- দয়া করিয়া আপনার জামাটি দান করুন। ইহা দ্বারা তাহাকে কাফন দিব এবং আপনি মেহেরবানী করিয়া তাহার জানাজা পড়িবেন ও তাহার জন্য মাগফেরাত চাহিবেন। নবী করীম (দঃ) তাহাকে নিজের জামাটি দান করিলেন এবং বলিলেন- আমাকে সংবাদ দিও, আমি জানাজা পড়িব। অতঃপর তাঁহাকে খবর দিলে তিনি জানাজা পড়িতে উদ্যত হইলেন। এমন সময় ওমর (রাঃ) তাঁহার জামা টানিয়া ধরিয়া বলিলেন- মোনাফেকদের জন্য দোয়া করিতে আল্লাহ কি আপনাকে নিষেধ করেন নাই? তিনি উত্তরে বলিলেন- দোয়া করা না করা আমার ইচ্ছাধীন। আল্লাহ বলিয়াছেন- 'তুমি তাহাদের[৩] জন্য মাগফেরাত কামনা কর আর নাই কর, যদি সত্তর বারও তাহাদের জন্য মাগফেরাত কামনা কর, তবুও আল্লাহ কখনও তাহাদেরকে ক্ষমা করিবেন না।' (পারা ১০, সূরা-তওবা আয়াত-৮০) এই বলিয়া তিনি তাহার জানাজা পড়িলেন। তৎক্ষনাৎ নাজেল হইল- ''আপনি আর কখনও তাহাদের[৪] কাহারও উপর জানাজা পড়িবেন না এবং তাহাদের কবরের পার্শ্বেও দাঁড়াইবেন না।'' (আয়াত-৮৪) [১। মোনাফেক প্রধান ২। সাহাবী ৩। মোনাফেকদের ৪। মোনাফেকদের।

হাদীস- ১১৯১। সূত্র- হযরত আবু কাতাদাহ (রাঃ)- মৃত্যু শান্তিদায়ক।

রসূল (দঃ) এর সম্মুখ দিয়া একটি জানাজা যাইবার কালে তিনি বলিলেন- সে শান্তি লাভ করিয়াছে বা তাহা হইতে শান্তি লাভ হইয়াছে। এই কথার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যায় তিনি বলিয়াছেন- নেককার বান্দা মৃত্যুতে দুনিয়ার ক্লান্তি, অবসাদ ও দুঃখ যাতনা হইতে মুক্তি লাভ করিয়া শান্তি পায়; আর বদকার ব্যক্তি মৃত্যুতে মানবদানব, জলস্থল, বৃক্ষলতা, পশুপক্ষী ইত্যাদিকে তাহার উৎপীড়ন হইতে শান্তি দেয়।

হাদীস- ১১৯২। সূত্র- হযরত উম্মে আতিয়া (রাঃ)- মেয়েদের জানাজায় শরীক হওয়া।

আমাদেরকে[১] জানাজায় শরীক হইতে নিষেধ[২] করা হইয়াছে কিন্তু কড়াকড়ি করা হয় নাই। [১। মেয়েদেরকে ২। রসূল (দঃ) কর্তৃক]

হাদীস- ১১৯৩। সূত্র- হযরত আমের ইবনে রাবিয়া (রাঃ)- জানাজার সম্মানার্থে দাঁড়াইবে।

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- জানাজা আসিতে দেখিলে এবং উহার সঙ্গে যাইতে না পারিলে দাঁড়াইয়া থাকিবে, যতক্ষন পর্যন্ত উহা অতিক্রম করিয়া না যায় বা নামাইয়া না রাখা হয়।

হাদীস- ১১৯৪। সূত্র- হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)- **জানাজার সম্মানে দাঁড়ানো।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- যখন জানাজা দেখ তখন দাঁড়াইয়া যাও এবং যে উহার সঙ্গে চলিবে উহা নামাইয়া না রাখা পর্যন্ত সে বসিবে না।

হাদীস- ১১৯৫। সূত্র- হযরত জাবের (রাঃ)- **অমুসলিমের জানাজার সম্মান।**

একটি জানাজা আমাদের নিকট দিয়া অতিক্রম করা কালে রসূল (দঃ) উঠিয়া দাঁড়াইলে আমরা আরজ করিলাম- ইহা ইহুদীর জানাজা, ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ)! তিনি বলিলেন- যখন কোন জানাজা দেখিবে তখন দাঁড়াইয়া যাইবে।

হাদীস- ১১৯৬। সূত্র- হযরত আবদুর রহমান ইবনে লায়লা (রাঃ)- **অমুসলিমের জানাজার সম্মান।**

সাহল বিন হোনায়েফ এবং কায়েস বিন সা'য়াদ কাদেসিয়া নামক স্থানে বসা ছিলেন। তাঁহাদের পাশ দিয়া একটি জানাজা যাইতে দেখিয়া উভয়ে উঠিয়া দাঁড়াইয়া গেলে তাহাদেরকে বলা হইল যে ইহা জিম্মির[১] জানাজা। তাঁহারা বলিলেন- একদা নবী করীম (দঃ) এর পাশ দিয়া একটি জানাজা যাইতে দেখিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলে তাঁহাকে বলা হইয়াছিল যে উহা ইহুদীর জানাজা। উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন- তবে উহা মানব দেহ নয় কি? [১। অমুসলিম]

হাদীস- ১১৯৭। সূত্র- হযরত আবু সাঈদ মাকবুরীর পিতা কাইসান (রাঃ)- **জানাজা রাখিবার পূর্বে বসা নিষেধ।**

আমরা এক জানাজায় উপস্থিত ছিলাম। তাহা নামাইয়া রাখার পূর্বেই আবু হোরায়রা (রাঃ) মারওয়ানে[১]র হাত ধরিয়া বসিয়া পড়িলে আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) আসিয়া মারওয়ানের হাত ধরিয়া বলিলেন- উঠুন, আল্লাহর কসম ইনি[২] জানেন যে রসূল (দঃ) আমাদেরকে ইহা[৩] হইতে নিষেধ করিয়াছেন। এই কথা শুনিয়া আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিলেন- ইনি ঠিকই বলিয়াছেন। [১। মদীনার শাসনকর্তা, ২। আবু হোরায়রা (রাঃ), ৩। বসা।]

হাদীস- ১১৯৮। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **জানাজা নিয়া তাড়াতাড়ি চলা।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- তোমরা জানাজাকে নিয়া তাড়াতাড়ি চল। কারন, পূন্যবান হইলে সে উত্তম ব্যক্তি। তাহাকে তোমরা কল্যানের দিকে আগাইয়া নিয়া যাইতেছ। আর সে অন্য কিছু হইয়া থাকিলে সে একটি আপদ। তাহাকে তাড়াতাড়ি কাঁধ হইতে নামাইয়া দাও।

হাদীস- ১১৯৯। সূত্র- হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)- **মৃত ব্যক্তির অভিপ্রায়।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- মৃতকে খাটিয়ায় রাখিয়া যখন কাঁধে উঠানো হয় তখন সে যদি পুন্যবান হয় তাহা হইলে বলে- আমাকে তাড়াতাড়ি সামনে নিয়া চল। আর সে যদি পুণ্যবান না হয় তখন সে পরিজনদেরকে লক্ষ্য করিয়া বলে- হায়, তোমরা কোথায় যাইতেছ? মানুষ ছাড়া অন্য সকল বস্তুই সেই চিৎকার শুনিতে পায়। মানুষ শুনিতে পাইলে বেঁহুশ হইয়া পড়িত।

হাদীস- ২০০০। সূত্র- হযরত সামুরা ইবনে জুন্দুব (রাঃ)- **জানাজার নামাজে ইমাম কোথায় দাঁড়াইবে।**

আমি নবী করীম (দঃ) এর পেছনে একজন প্রসবকালীন মৃতা মহিলার জানাজার নামাজ পড়িয়াছি। নবী করীম (দঃ) মহিলাটির মধ্য বরাবর দাঁড়াইয়াছিলেন।

হাদীস- ২০০১। সূত্র- হযরত তালহা ইবনে আবদুল্লাহ - **জানাজার নামাজে সুরা ফাতেহা পাঠ।**

আমি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর পেছনে জানাজার নামাজ পড়িয়াছি। তিনি উহাতে সুরা ফাতেহা পড়িলেন এবং শেষে বলিলেন- তোমাদের জানা উচিৎ- ইহা সুন্নতই বটে।

হাদীস- ২০০২। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **মৃত ব্যক্তির প্রশংসা বা নিন্দা আল্লাহ গ্রহন করেন।**

লোকেরা একটি জানাজার নিকট দিয়া যাওয়ার সময় সকলেই তাহার প্রশংসা করিলে নবী করীম (দঃ) বলিলেন- নির্ধারিত হইয়া গিয়াছে। তাহারা আরেকটি জানাজার নিকট দিয়া যাওয়ার সময় সেই মৃত ব্যক্তির নিন্দাবাদ করিলে নবী করীম (দঃ) বলিলেন- নির্ধারিত হইয়া গিয়াছে। ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন- কি নির্ধারিত হইল? নবী করীম (দঃ) জবাবে বলিলেন- যাহার প্রশংসা করিলে তাহার জন্য জান্নাত এবং যাহার নিন্দাবাদ করিলে তাহার জন্য জাহান্নাম। কেননা, পৃথিবীতে তোমরা আল্লাহর সাক্ষী।

হাদীস- ২০০৩। সূত্র- হযরত আবুল আসওয়াদ (রাঃ)- **সাক্ষ্য অনুযায়ী মৃত ব্যক্তির ভাগ্য নির্ধারন।**

আমি মদীনায় আগমন করিয়া দেখিলাম সেইখানে মহামারী দেখা দিয়াছে। আমি ওমর (রাঃ) এর নিকট বসিলাম। একটি জানাজা অতিক্রম করাকালে তাহার প্রশংসা করা হইলে তিনি বলিলেন- নির্ধারিত হইয়া গিয়াছে। আরেকটি জানাজা অতিক্রম করাকালে তাহার প্রশংসা করা হইলেও তিনি বলিলেন- নির্ধারিত হইয়া গিয়াছে। তৃতীয় জানাজা অতিক্রম করাকালে মৃত ব্যক্তির নিন্দাবাদ করা হইলে এইবারও তিনি বলিলেন- নির্ধারিত হইয়া গিয়াছে। আমি বলিলাম- হে আমিরুল মোমেনীন! কি নির্ধারিত

হইল? তিনি উত্তর করিলেন- নবী করীম (দঃ) যাহা বলিয়াছেন আমিও ঠিক তাহাই বলিলাম। তিনি বলিয়াছেন- কোন মুসলমান সম্বন্ধে যদি চারজন ভাল সাক্ষ্য দেয় তবে আল্লাহ তাহাকে জান্নাতে প্রবেশ করাইবেন। প্রশ্ন করা হইল। যদি তিনজন সাক্ষ্য দেয়? তিনি বলিলেন-হ্যাঁ, তিনজন হইলেও। আবার জিজ্ঞাসা করা হইল-যদি দুই জন সাক্ষ্য দেয়? তিনি বলিলেন- দুই জন হইলেও। একজন সম্পর্কে আর জিজ্ঞাসা করা হয় নাই।

হাদীস- ২০০৪। সূত্র- হযরত সালামাহ্ ইবনুল আক্ওয়া (রাঃ)- **ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত জানাজা না পড়া।**

নবী করীম (দঃ) এর নিকট একটি জানাজা আসার পর নামাজ পড়িতে বলিলে নবী করীম (দঃ) তাহার দেনা আছে কিনা এবং সম্পত্তি আছে কিনা জানিতে চাহিলে উভয় ক্ষেত্রেই না বলা হইল। নবী করীম (দঃ) নামাজ পড়িলেন। দ্বিতীয় একটি জানাজা আসিলে তিনি অনুরূপ প্রশ্ন করিলে বলা হইল যে তাঁহার দেনা রহিয়াছে এবং তিনটি দিনার সম্পত্তি রহিয়াছে। তিনি নামাজ পড়িলেন। তৃতীয় একটি জানাজা আসিলে অনুরূপ প্রশ্নের উত্তরে তাঁহাকে জানানো হইল যে তাঁহার কোন সম্পত্তি নাই কিন্তু তিন দিনার দেনা রহিয়াছে। তিনি বলিলেন- তোমাদের এই লোকটির নামাজ তোমরাই পড়। আবু কাতাদাহ (রাঃ) বলিলেন- ইয়া রসূলুল্লাহ! তাহার দেনা আমি পরিশোধ করিব। নবী করীম (দঃ) তখন নামাজ পড়িলেন।

হাদীস- ২০০৫ সূত্র- হযরত জাবের (রাঃ)- **নাজ্জাশীর মৃত্যুর গায়েবী খবর নবী করীম (দঃ) দিয়াছিলেন।**

আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশীর মৃত্যুর দিন রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন- অদ্য একজন নেককার লোকের মৃত্যু হইয়াছে। চল, সকলে তোমাদের ভ্রাতা আসহামার নামাজে জানাজা আদায় করি।

হাদীস- ২০০৬। সূত্র- হযরত জাবের (রাঃ)- **নাজ্জাশীর মৃত্যুতে জানাজা।**

নবী করীম (দঃ) আবিসিনিয়ার বাদশাহর জন্য জানাজার নামাজ পড়িয়াছিলেন। আমাদিগকে তাঁহার পেছনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করাইলেন। আমি দ্বিতীয় বা তৃতীয় সারিতে ছিলাম।

হাদীস- ২০০৭। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **নাজ্জাশীর জন্য জানাজার নামাজ।**

যেদিন আবিসিনিয়ার বাদশাহর মৃত্যু হইল সেদিনই রসূলুল্লাহ (দঃ) সাহাবীগণকে তাহার মৃত্যু সংবাদ জানাইয়া বলিলেন- তোমরা তোমাদের ভ্রাতার জন্য মাগফেরাতের দোয়া কর। জানাজার নামাজের নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া তিনি সকলকে সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড় করাইলেন এবং চার তকবীরের সাথে নামাজ আদায় করিলেন।

দাফন- কাফন

হাদীস- ২০০৮। সূত্র- হযরত খাব্বাব (রাঃ)- **মৃতদেহকে আবৃত করা প্রয়োজন।**

কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যই আমরা হিজরত করিয়াছি। সুতরাং ইহার পুরষ্কার তাঁহার নিকটই প্রাপ্য। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ ইহার পুরষ্কার কিছুই ভোগ না করিয়া মৃত্যু বরন করিয়াছেন। তাঁহাদের একজন হইতেছেন মুসআব ইবনে উমাইর (রাঃ)। আবার ইহার মধ্যে কাহারও ফল পাকিয়াছে এবং সে উহা দুই হাতে কুড়াইয়া নিতেছে। মুসআব অহোদের যুদ্ধে শহীদ হন। তাঁহার কাফনের জন্য আমরা একখানা চাদর ছাড়া আর কিছুই পাই নাই। এমন হইয়াছিল যে যখন আমরা উহা দ্বারা মাথা ঢাকিতাম তখন তাঁহার পা দুইটি বাহির হইয়া পড়িত। এমতাবস্থায় নবী করীম (দঃ) নির্দেশ দিলেন- মাথা আবৃত কর এবং পা দুইটির উপর এযখের[১] বিছাইয়া দাও। [১। ঘাস বিশেষ।

হাদীস-২০০৯। সূত্র- হযরত সাহল (রাঃ)- **নবী করীম (দঃ) এর পরিহিত বস্ত্রে কাফনের বাসনা।**

একদা জনৈকা মহিলা রসূল (দঃ) এর খেদমতে একখানা সাথে পাড় বুনন করা চাদর আনিয়া বলিল- ইহা আমি স্বহস্তে বুনন করিয়াছি এবং আপনাকে দিতে আনিয়াছি। নবী করীম (দঃ) উহা এমন আগ্রহ সহকারে গ্রহন করিলেন মনে হইতেছিল যেন উহা তাঁহার প্রয়োজন ছিল। অতঃপর তিনি উহা পরিধান করিয়া আমাদের নিকট আসিলে এক ব্যক্তি উহার প্রশংসা করিয়া বলিল- বাহ! কাপড়টা কতই না সুন্দর! ইহা আমাকে দিন। লোকেরা বলিয়া উঠিল- তুমি ভাল কাজ করিলে না। নবী করীম (দঃ) প্রয়োজন বশতঃ উহা পরিধান করিয়াছেন আর তুমি উহা চাহিয়া বসিলে, অথচ তুমি জান যে নবী করীম (দঃ) কাউকে বিমুখ করেন না। উত্তরে সে বলিল- আল্লাহর শপথ আমি উহা পরিধান করার জন্য চাই নাই, বরং আমার কাফনের জন্য চাহিয়াছি। অবশেষে উহা তাহার কাফনই হইয়াছিল।

হাদীস- ২০১০। সূত্র- হযরত আনাস রাঃ)- **নবী কন্যাকে কবরে নামানোর উপযুক্ত ব্যক্তি।**

আমরা নবী করীম (দঃ) এর এক কন্যা[১]র জানাজায় উপস্থিত হইলাম। রসূলুল্লাহ (দঃ) কবরের পাশে বসিয়াছিলেন। আমি তাঁহার দুই চোখ অশ্রু সজল দেখিয়াছি। অতঃপর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন- তোমাদের মধ্যে কেউ আছ কি যে এই রাত্রে স্ত্রী সহবাস কর নাই? আবু তালহা (রাঃ) বলিলেন- আমি। তিনি বলিলেন- তবে তুমি কবরে নাম। অতঃপর তিনি[২] কবরে নামিলেন। [১। উম্মে কুলসুম, ২। আবু তালহা (রাঃ)]

হাদীস- ২০১১। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- আবু বকর (রাঃ) এর কাফন।

আমি আবু বকর[১] (রাঃ) এর নিকট গমন করিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন- তোমরা কত খন্ড কাপড়ে নবী করীম (দঃ)কে কাফন দিয়াছিলে? জবাবে আমি বলিলাম- তিন খন্ড সাদা সাহুলী[২] কাপড় দ্বারা- যাহার মধ্যে কোর্তা বা আমামা ছিল না। তিনি আমাকে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন- আজ কোন দিন? আমি বলিলাম- সোমবার দিন। ইহার পর তিনি বলিলেন- আমি আশা করিতেছি যে রাত্রের মধ্যেই আমি চলিয়া যাইব। নিজের গায়ের কাপড়ের দিকে তাকাইয়া তিনি অসুস্থ অবস্থায় পরিধানকৃত কাপড়ে জাফরানের রঙের আভা দেখিয়া বলিলেন- আমার এই জামা ধুইয়া দাও এবং ইহার সাথে আরও দুইখানা কাপড় যোগ করিয়া উহা দ্বারা আমাকে কাফন দিবে। আমি বলিলাম- এই কাপড় তো পুরাতন হইয়া গিয়াছে। তিনি বলিলেন- মৃত ব্যক্তির চাইতে জীবিত ব্যক্তিরাই নূতন কাপড়ের বেশী হকদার। কেননা, মৃত ব্যক্তির কাফন তো পুঁজ ও গলিত পদার্থের জন্য। তিনি মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ইহলোক ত্যাগ করেন এবং ভোর হওয়ার পূর্বেই তাঁহাকে দাফন করা হয়। [১। আয়েশার পিতা; ২। এলাকার নাম]

হাদীস- ২০১২। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- এহরাম বাঁধা মৃতের দাফন কাফন।

এক ব্যক্তি নবী করীম (দঃ) এর সাথে হজ্ব পালন করাকালীন আরাফার ময়দানে নিজ সওয়ারী হইতে পড়িয়া গিয়া প্রানত্যাগ করিল। নবী করীম (দঃ) বলিলেন- তাহাকে কুলপাতা যুক্ত পানি দ্বারা গোসল দাও এবং তাহার চাদরদ্বয় দ্বারা কাফন দাও। তাহাকে সুগন্ধি লাগাইও না এবং তাহার মাথা আবৃত করিও না। কারন, এই ব্যক্তি কেয়ামতের দিন তলবিয়া[১] পড়িতে পড়িতে উঠিবে। [১। লাব্বাইক]

হাদীস- ২০১৩। সূত্র- হযরত জাবের (রাঃ)- মোনাফেকের কাফনে হযরতের জামা দান।

আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইকে কবরে রাখার পর নবী করীম (দঃ) সেখানে আসিয়া তাহাকে কবর হইতে উঠাইবার আদেশ করিলেন। তিনি তাহাকে দুই হাঁটুর উপর রাখিয়া স্বীয় মুখের লালা ফুঁকিয়া দিলেন ও নিজের জামা তাহাকে পরাইয়া দিলেন। এই ঘটনা সত্য কিনা তাহা আল্লাহই সর্বাধিক অবগত আছেন। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এক সময়ে আব্বাস (রাঃ)কে তাহার গায়ের জামা পরাইয়াছিলেন। আবু হারুন বলিয়াছেন- রসূল (দঃ) এর গায়ে তখন দুইটি জামা ছিল। আবদুল্লাহর পুত্র বলিল, ইয়া রাসুলাল্লাহ! যে জামাটি আপনার শরীর স্পর্শ করিয়া আছে সেই জামাটি আমার পিতাকে পরাইয়া দিন। সুফিয়ান বলে- সকলের ধারনা রসূলুল্লাহ (দঃ) আবদুল্লাহর কৃত বদান্যতার বদলে তাহাকে স্বীয় জামা প্রদান করিয়াছিলেন।

হাদীস- ২০১৪। সূত্র- হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ)- দুনিয়ার সুখে ঈমানদারের দুঃখ।

মুসআব ইবনে উমাইরকে শহীদ করা হইয়াছে অথচ তিনি ছিলেন আমার চাইতে উত্তম। তাহাকে কেবলমাত্র একখানা চাদরে কাফন দেওয়া হইয়াছে যাহার সাহায্যে মাথা ঢাকিলে পা বাহির হইয়া পড়িত আর পা দুইটি ঢাকিলে মাথা বাহির হইয়া পড়িত। অতঃপর আমাদেরকে দেওয়া হইয়াছে দুনিয়ার এক বিরাট অংশ। তাই আমাদের এই আশংকা হইতেছে যে আমাদের পুরস্কার আগে ভাগেই আমাদেরকে দিয়া দেওয়া হইতেছে। এই বলিয়া তিনি কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন এবং দিনে রোজাদার থাকা সত্ত্বেও সামনে পেশ করা খাদ্য বস্তু পরিহার করিলেন।

কবর

হাদীস- ২০১৫। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **আজাব ও গজব প্রাপ্তদের কবরস্থানে যাওয়া।**

রসূল (দঃ) বলিয়াছেন- আজাব প্রাপ্ত লোকদের কবরস্থানে গেলে ক্রন্দনরত অবস্থায় যাইও। যদি কাঁদিতে না পার তবে তথায় যাইও না। কেননা, তাহাদের উপর যে মসীবত আসিয়াছিল তোমাদের উপরও তাহা আসিতে পারে।

হাদীস- ২০১৬। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **কবরে সওয়াল জওয়াব।**

রাসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- বান্দাকে যখন কবরে রাখা হয় এবং তাহার সাথীরা যখন ফিরিয়া আসিতে থাকে তখন তাহাদের জুতার আওয়াজ শুনার মত দূরত্বে যাইতেই দুইজন ফেরেশতা তাহার নিকট আসিয়া তাহাকে বসাইয়া মোহাম্মদ (দঃ)কে দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করে- এই ব্যক্তি সম্পর্কে কি বলিতে? মোমেন ব্যক্তি বলিবে- আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে তিনি আল্লাহর বান্দা ও রসূল। তখন তাহাকে বলা হইবে- দোজখে তোমার স্থান দেখিয়া নাও যাহার বদলে আল্লাহ তোমাকে জান্নাতে একটি স্থান দিয়াছেন। সে তখন দুইটি স্থানই দেখিতে পাইবে। তাহার কবর প্রসস্থ করিয়া দেওয়া হইবে। মোনাফেক অথবা কাফেরকে বলা হইবে- এই ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কি বলিতে? সে বলিবে- আমি জানি না। লোকেরা যাহা বলিত আমিও তাহাই বলিতাম। তখন তাহাকে বলা হইবে-তুমি জানিতে চাও নাই অথবা পড়িয়াও দেখ নাই! ইহার পর লোহার হাতুড়ি দ্বারা তাহাকে এমনভাবে আঘাত করা হইবে যাহাতে সে চিৎকার করিতে থাকিবে। জিন ও মানুষ ছাড়া এই চিৎকার সবাই শুনিতে পাইবে।

হাদীস- ২০১৭। সূত্র- আসমা (রাঃ)- **কবরে প্রশ্নোত্তর।**

একদা সূর্যগ্রহণ হইলে আমি ভগ্নি আয়েশা (রাঃ) এর নিকট আসিয়া দেখিলাম সকলেই নামাজ পড়িতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম- কি ব্যাপার? তিনি সোবহানাল্লাহ' পড়িলেন ও হাত দ্বারা উপরের দিকে ইশারা

করিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম-আল্লাহর কুদরতের বড় নিদর্শন? তিনি ইশারায় বলিলেন-হ্যাঁ। রসুলুল্লাহ (দঃ) নামাজ পড়াইতেছিলেন- আমিও নামাজে শরীক হইলাম। হযরত (দঃ) অনেক লম্বা নামাজ পড়াইলেন। আমার মাথায় ঘুর্ণন আসিয়া গেল। আমি পার্শ্বস্থ একটি মশক হইতে মাথায় পানি দিতে লাগিলাম। রসুলুল্লাহ (দঃ) যখন নামাজ শেষ করিলেন তখন গ্রহণ ছাড়িয়া গিয়াছিল। নামাজান্তে তিনি ওয়াজ করিলেন। আল্লাহর প্রশংসা ইত্যাদির পর বলিলেন- আল্লাহর সৃষ্টি যত কিছু আছে এই সময়ে সবকিছু আমাকে দেখানো হইয়াছে। এমনকি বেহেশত-দোজখও দেখানো হইয়াছে। আমাকে অহীদ্বারা খবর দেওয়া হইয়াছে যে তোমাদের প্রত্যেককে কবরের মধ্যে ভীষণ পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হইবে। প্রত্যেককে কবরের মধ্যে প্রশ্ন করা হইবে-"এই ব্যক্তির বিষয় কি জান?" মোমেন ব্যক্তি বলিবে-তিনি আল্লাহর রসুল মোহাম্মদ (দঃ)। দুনিয়াতে আমাদের নিকট আল্লাহর হুকুম-আহকাম ও হেদায়েত পৌঁছাইয়া ছিলেন। আমরা তাঁহার উপর ঈমান আনিয়াছিলাম, তাঁহার আহ্বানে সাড়া দিয়াছিলাম, তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলাম ও তাঁহাকে সত্যবাদী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম। তখন ঐ মৃত ব্যক্তিকে বলা হইবে- আরামে শুইয়া থাকুন- প্রকৃত পক্ষেই আপনি তাঁহার উপর ঈমান আনিয়াছিলেন। আর যে মৃত ব্যক্তি মোনাফেক হইবে তাহাকে ঐরূপ প্রশ্ন করা হইলে সে বলিবে- আমি কিছুই বুঝি নাই- অন্যান্য লোকদিগকে যাহা বলিতে শুনিয়াছিলাম- আমিও তাহাই বলিয়াছিলাম। তখন এই মোনাফেকের উপর ভীষণ আজাব আরম্ভ হইবে।

হাদীস- ২০১৮। সূত্র- হযরত বরা ইবনে আজেব (রাঃ)- **কবরে সওয়াল জওয়াব।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- ঈমানদার ব্যক্তিকে যখন তাহার কবরে তুলিয়া বসানো হয় এবং তাহার নিকট ফেরেশতা পাঠানো হয় তখন সে এই বলিয়া সাক্ষ্য প্রদান করে- আল্লাহ ব্যতীত কোন প্রভু নাই এবং মোহাম্মদ (দঃ) আল্লাহর রসুল, এই সম্পর্কেই আল্লহতা'লা বলিয়াছেন যে একটি প্রতিষ্ঠিত কথা দ্বারা তিনি ঈমানদারদেরকে অবিচল রাখিবেন।

হাদীস- ২০১৯। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **মৃতরা শুনিতে পায়।**

নবী করীম (দঃ) সেই কূপের নিকট গিয়া উঁকি দিলেন যেইখানে বদর যুদ্ধে নিহত মোশরেকদিগের লাশ ফেলা হইয়াছিল। তিনি তাহাদেরকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন- তোমাদের রব যাহা ওয়াদা করিয়াছিলেন তোমরা অবিকল তাহাই পাইয়াছ তো? তাঁহাকে বলা হইল- আপনি তো মৃতদেরকে সম্বোধন করিলেন। তিনি বলিলেন- তোমরা তাহাদের চাইতে বেশী শুনিতে পাও কিন্তু তাহারা উত্তর দিতে পারিতেছে না।

হাদীস- ২০২০। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **কবরের আজাব সত্য।**

একজন ইহুদী মহিলা আমার নিকট আসিয়া কবরের আজাবের কথা উল্লেখ করিয়া বলিল- আল্লাহ্ আপনাকে কবরের আজাব হইতে রক্ষা করুন। আমি রসূলুল্লাহ (দঃ)কে কবরের আজাব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন- হ্যাঁ কবরের আজাব সত্য।

ইহার পর আমি রসূলুল্লাহ (দঃ)কে এমন কোন নামাজ পড়িতে দেখি নাই যাহাতে তিনি কবর-আজাব হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করেন নাই।

হাদীস- ২০২১। সূত্র- হযরত আসমা (রাঃ)- **কবরের মধ্যে কঠিন পরীক্ষা।**

একদা রসূলুল্লাহ (দঃ) প্রকাশ্য সভায় ওয়াজ করাকালে কবরের মধ্যে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়ার বিষয় বর্ণনা করিলেন। উপস্থিত সকলে চীৎকার করিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন- হে লোক সকল, সতর্ক থাকিও। তোমরা নিশ্চয়ই দাজ্জালের দ্বারা কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়ার ন্যায় কবরের মধ্যেও কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হইবে।

হাদীস- ২০২২। সূত্র- হযরত আবু আইউব (রাঃ)- **কবরের শাস্তি।**

একদা নবী করীম (দঃ) বিকালবেলা বাহির হইয়া পথিমধ্যে এক প্রকার শব্দ শুনিয়া বলিলেন- এক ইহুদীকে কবরে শাস্তি দেওয়া হইতেছে।

হাদীস- ২০২৩। সূত্র- হযরত সাঈদ ইবনে আছ (রাঃ) এর পৌত্রী- **কবরের আজাব।**

একদা নবী করীম (দঃ)কে কবরের আজাব হইতে আল্লাহতা'লার আশ্রয় চাহিতে শুনিয়াছি।

হাদীস- ২০২৪। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **কবরের আজাব।**

রসূল (দঃ) দোয়া করিতেন- হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি কবরের আজাব হইতে, দোজখের আজাব হইতে, জীবন ও মৃত্যুকালীন ফেতনা হইতে এবং মসীহে দাজ্জালের ফেতনা হইতে।

হাদীস- ২০২৫। সূত্র- হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)- **কবরে বেহেস্ত ও দোজখ প্রদর্শন।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- তোমাদের কেউ মারা গেলে সকাল ও সন্ধ্যায় বেহেশতে অথবা দোজখে তোমাদের জায়গা দেখান হইবে। জান্নাতী হওয়ার উপযুক্ত হইলে জান্নাতে এবং জাহান্নামী হওয়ার উপযুক্ত হইলে জাহান্নামে তাহার জায়গা দেখানো হইবে। তাহাকে বলা হইবে- কেয়ামতের দিন পূর্নজীবিত করিয়া উঠাইবার পর আল্লাহ তোমাকে এই জায়গা দান করিবেন।

হাদীস- ২০২৬। সূত্র- হযরত সুফিয়ান তাম্মার (রঃ)- **নবী করীম (দঃ) এর কবর।**

আমি নবী করীম (দঃ) এর কবর শরীফকে দেখিয়াছি যাহা উটের পিঠের আকারে একটু উঁচু[১]। [১। গম্বুজাকৃতি]

১৭। কেয়ামত

হাদীস- ২০২৭। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- কেয়ামতের আলামত।

নবী করীম (দঃ) একদিন মজলিসে কোন একটি বিষয়ে আলোচনা করিতেছিলেন। এমন সময় এক বেদুঈন আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল- কেয়ামত কবে আসিবে? রসূল (দঃ) স্বীয় বক্তব্য বলিয়া যাইতে লাগিলেন। ইহাতে কেহ কেহ মন্তব্য করিল যে রসূলুল্লাহ (দঃ) হয়ত প্রশ্নটি শুনিয়াছেন কিন্তু এই ভাবে প্রশ্ন করা পসন্দ করেন নাই। আবার কেহ কেহ মন্তব্য করিল যে হয়ত তিনি প্রশ্নটি শুনিতে পান নাই। কিন্তু বক্তব্য শেষ করিয়া নবী করীম (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন-প্রশ্নকারী কোথায়? সে ব্যক্তি আরজ করিল- আমি উপস্থিত আছি, ইয়া রসূলুল্লাহ (দঃ)!

নবী করীম (দঃ) বলিলেন- যখন আমানতের খেয়ানত করা হইতে থাকিবে তখন কেয়ামতের অপেক্ষা কর। লোকটি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল- আমানতের খেয়ানতের রূপ কি হইবে? রসূল (দঃ) উত্তরে বলিলেন- বিশেষত রাষ্ট্রীয় কার্য্য পরিচালনা বা শাসন ক্ষমতার ভার যখন অযোগ্য লোকের হাতে পড়িবে, অযোগ্য ও অবিশ্বস্ত লোকদিগকে যখন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় নির্বাচন বা নিযুক্ত করা হইবে তখন জগৎ ধ্বংসের অপেক্ষা করিতে থাকিবে।

হাদীস- ২০২৮। সূত্র-হযরত আনাস (রাঃ)- কেয়ামতের আলামত।

রসূল (দঃ) ফরমাইয়াছেন-কেয়ামতের আলামত হইল- এলেম উঠিয়া যাইবে, অজ্ঞতা প্রবল হইবে, মদ্যপান আরম্ভ হইবে, জেনা বা ব্যভিচার বৃদ্ধি পাইবে, এমন কি উহা আর লুক্কায়িত বিষয় থাকিবে না।

হাদীস- ২০২৯। সূত্র-হযরত আনাস (রাঃ)- কেয়ামতের আলামত।

আমি এমন একটি হাদীস বয়ান করিব যাহা আমার পর অন্য কোন সরাসরি শ্রোতা বর্ননা করিবে না। আমি রসূলুল্লাহ (দঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি- কেয়ামতের কতিপয় আলামত এই- এলেম দুর্লভ হইবে, অজ্ঞতা প্রবল হইবে, প্রকাশ্যে ব্যভিচার হইবে, নারীর সংখ্যা অধিক হইবে, পুরুষের সংখ্যা কমিয়া যাইবে, এমনকি একেক জন পুরুষের পঞ্চাশটি করিয়া নারী আশ্রিতা হইবে।

হাদীস- ২০৩০। সূত্র-হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- কেয়ামতের আলামত।

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন-এলেম উঠিয়া যাইবে, অজ্ঞতা ও ফেৎনাফ্যাসাদের আধিক্য হইবে, অতি মাত্রায় মারামারি হইবে।

হাদীস- ২০৩১। সূত্র- হযরত আমর ইবনে তাবলেগ (রাঃ)- **কেয়ামতের আলামত।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- কেয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার একটি আলামত এই যে এমন এক জাতির সাথে তোমাদের যুদ্ধ বাধিবে যাহারা পশমযুক্ত চামড়ার জুতা ব্যবহারকারী হইবে। আর এক জাতির সহিত যুদ্ধ বাধিবে যাহাদের মুখমন্ডল পুরু ঢালের মত হইবে।

হাদীস- ২০৩২। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **কেয়ামতের লক্ষন।**

নবী করীম (দঃ) হইতে বর্ণনা। তিনি বলেন- সময় সংকীর্ণ হইয়া যাইবে, কাজ কম হইয়া যাইবে, কৃপনতা দেখা দিবে, বিপদাপদ বৃদ্ধি পাইবে আর হারজ অধিক হইবে। জিজ্ঞাসা করা হইল- ইয়া রসুলাল্লাহ! হারজ কি? তিনি বলিলেন- হত্যা, হত্যা।

হাদীস- ২০৩৩। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) ও আবু মূসা (রাঃ)- **কেয়ামতের লক্ষন।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- কেয়ামতের পূর্বে এমন সময় আসিবে যখন এলেম তুলিয়া নেওয়া হইবে, মূর্খতা আপতিত হইবে এবং হারজ বৃদ্ধি পাইবে। আর হারজ অর্থ হত্যাকান্ড।

হাদীস- ২০৩৪। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **কেয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে মানুষ কবরবাসী হইতে চাহিবে।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির কবরের পাশ দিয়া যাইবার কালে- হায়! আমি যদি তাহার স্থানে হইতাম!- না বলা পর্যন্ত কেয়ামত হইবে না।

হাদীস- ২০৩৫। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **দাউস গোত্রীয়রা মূর্তি পূজা না করা পর্যন্ত কেয়ামত হইবে না।**

আমি নবী করীম (দঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি- যতক্ষন পর্যন্ত না দাউস গোত্রীয় রমনীদের নিতম্ব জুল খালাসা মুর্তির নিকট ঘর্ষিত হইবে ততক্ষন কেয়ামত হইবে না। (জুল খালাসা দাউস গোত্রের একটি মূর্তি। প্রাক ইসলামী যুগে তাহারা ইহার পূজা করিত।)

হাদীস- ২০৩৬। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **কাহতান গোত্রীয় অত্যাচারীর আবির্ভাব না হওয়া পর্যন্ত কেয়ামত হইবে না।**

আমি নবী করীম (দঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি- কাহতান গোত্রীয় একব্যক্তি আবির্ভূত হইয়া লোকদেরকে ডান্ডা দ্বারা পরিচালনা না করা পর্যন্ত কেয়ামত হইবে না।

হাদীস- ২০৩৭। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **অগ্নি প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত কেয়ামত হইবে না।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- হেজাজ ভূমি হইতে একটি অগ্নি প্রকাশিত[১] হইয়া উহার আলোকে বসরায় অবস্থানরত উটের গলা পর্যন্ত আলোকিত না হওয়া পর্যন্ত কেয়ামত সংঘটিত হইবে না।

[১। ৬৫৪ সনের ৩ জমাদিউস্‌সানী তারিখে উক্ত অগ্নি প্রকাশিত হইয়াছিল।]

হাদীস- ২০৩৮। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **ফোরাত নদী স্বর্ণখনি বাহির না করা পর্যন্ত কেয়ামত হইবে না।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- অতি শীঘ্রই ফোরাত নদী স্বর্ণখনি[১] বাহির করিয়া দিবে। ঐ সময় উপস্থিত কেহ যেন উহা হইতে কিছুই গ্রহন না করে।[২] [১। মতান্তরে স্বর্ণের পাহাড়। ২। ফেতনার কারন হইবে বিধায়।]

হাদীস- ২০৩৯। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **কেয়ামতের আলামত ও অদৃশ্যের জ্ঞান।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- কেয়ামত কায়েম হইবে না- যতক্ষন পর্যন্ত না দুইটি বৃহৎ দল পরস্পর তুমুল যুদ্ধে লিপ্ত হইবে অথচ উভয়েরই মূল দাবি এক ও অভিন্ন। আর যতক্ষন পর্যন্ত না নিজেকে আল্লাহর নবী বলিয়া দাবীকারী ত্রিশজন মিথ্যাবাদী দাজ্জালের আবির্ভাব হইবে, আর যতক্ষন পর্যন্ত না- ধর্মীয় এলেম উঠাইয়া নেওয়া হইবে, ভূমিকম্পের সংখ্যা বাড়িয়া যাইবে, সময়ের পরিধি সংকীর্ণ হইয়া আসিবে, ফেতনা-ফ্যাসাদ ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইবে, খুন খারাবী, হত্যাকান্ড, মারামারি, হানাহানি অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে, ধন সম্পদের এমন প্রাচুর্য্য দেখা দিবে যে সম্পদশালী ব্যক্তি সদকা গ্রহনকারীর অভাবে চিন্তিত হইয়া পড়িবে। এমনকি কাহারও নিকট সেই মাল উপস্থিত করা হইলে সে বলিবে যে আমার ইহার প্রয়োজন নাই। জনগন সুউচ্চ ও কারুকার্য্য খচিত ইমারত নির্মানে পরস্পর প্রতিযোগীতা করিবে, এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির কবরের পাশ দিয়া যাইবার সময় বলিবে, হায়! আমি যদি তাহার স্থানে হইতাম! এবং সূর্য্য পশ্চিম দিকে উদিত হইবে। আর সূর্য্য পশ্চিম দিকে উদিত হইলে উহা দেখিয়া সকলেই ঈমান আনিবে কিন্তু পূর্বে ঈমান আনয়ন পূর্বক সৎকাজ করে নাই এমন কাহারও তখনকার ঈমান কোন উপকারে আসিবে না। কেয়ামত এমন পরিস্থিতিতে কায়েম হইবে যে দুইব্যক্তি ক্রেতার সামনে কাপড় ছড়াইয়া ও খুলিয়া বসিবে কিন্তু সেই কাপড় ক্রয় বিক্রয় কিম্বা উহা গুটাইয়া নেওয়ার বা ভাঁজ করার অবকাশ পাইবে না। কেয়ামত অবশ্যই এমন অবস্থায় কায়েম হইবে যে একব্যক্তি তাহার পশুর জন্য জলাধার নির্মান করিতে থাকিবে কিন্তু উহাতে সে পানি পান করাইবার সময় ও সুযোগ পাইবে না। কেয়ামত

এমন অবস্থায় কায়েম হইবে যে একব্যক্তি খাদ্যের লোকমা মুখ পর্যন্ত উঠাইবে কিন্তু সে উহা খাওয়ার সময় ও সুযোগ পাইবে না।

হাদীস- ২০৪০। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **কেয়ামত হঠাৎ উপস্থিত হইবে।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- কেয়ামত হইবে না যতক্ষন পর্যন্ত সূর্য্য পশ্চিম দিকে উদিত না হয়। যখন উহা সংঘটিত হইবে তখন সকলেই তাহা দেখিবে এবং সারা বিশ্ববাসী ঈমান আনিবে কিন্তু সেই ঈমান আনা ফলদায়ক হইবে না। তখন ঐ সময়ের পূর্বে তওবাহীনদের তওবাও ফলদায়ক হইবে না।

কেয়ামত নিশ্চয়ই কায়েম হইবে এবং এমন দ্রুত ও আকস্মিকভাবে কায়েম হইবে যে- ক্রেতাও বিক্রেতা কাপড় খুলিয়া বিক্রয় শেষ বা ভাঁজ করিয়া লওয়ার অবকাশ পাইবে না; কোন ব্যক্তি গাভীর দুধ দোহাইয়া লইয়াছে, উহা পান করিবার সুযোগ পাইবে না; কোন ব্যক্তি হাউজের প্লাষ্টার লাগাইতেছে, উহাকে ব্যবহার করার সুযোগ পাইবে না; কোন ব্যক্তি লোকমা মুখের নিকট নিয়াছে, খাইবার সুযোগ পাইবে না; কেয়ামতের শিঙ্গা বাজিয়া উঠিবে।

হাদীস- ২০৪১। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **প্রকাশ্যে ইসলাম ধর্মী কিন্তু বাস্তবে বিপরীত আচরণকারীরা জাহান্নামী।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- নিশ্চয় তোমাদেরকে হাশর ময়দানে নগ্ন পা, উলঙ্গ দেহ এবং খাতনা বিহীন অবস্থায় হাজির করা হইবে। অতঃপর তিনি তেলাওয়াত করিলেন- 'যেরূপ আমি প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াছিলাম সেরূপ ইহার পরেও করিব। ইহাই আমার প্রতিশ্রুতি; নিশ্চয়ই আমি সংঘটন করিব। (পারা ১৭ সূরা ২১ আয়াত ১০৪) কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম ইব্রাহীম (আঃ)কে কাপড় পরানো হইবে। আমার আসহাবগনের কয়েকজনকে পাকড়াও করিয়া বাম দিকে নিয়া যাওয়া হইবে। আমি তখন আমার আসহাব ! আমার আসহাব ! বলিতে থাকিলে আল্লাহতা'লা বলিবেন- আপনার চির বিদায় নেওয়ার পর তাহারা তাহাদের পূর্ব ধর্মমতে ফিরিয়া যায়। তখন আমি ঈশা (আঃ) এর মত বলিব- আমি তাহাদের মধ্যে অবস্থান করা পর্যন্ত তাহাদের উপর সাক্ষী ছিলাম। যখন তুমি আমাকে লোকান্তরিত করিলে, তখন তুমিই তাহাদের উপর লক্ষ্যকারী ছিলে; এবং তুমিই সর্ব বিষয়ের সাক্ষী। যদি তুমি তাহাদিগকে শাস্তি দাও, তবুও তাহারা তোমারই সেবক এবং যদি তুমি তাহাদিগকে ক্ষমা কর তবে নিশ্চয়ই তুমি মহাপরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়। (পারা ৭ সূরা ৫ আয়াত ১১৭-১১৮)।

হাদীস-২০৪২। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- মহব্বতকারীর সাথে হাশর।

এক ব্যক্তি রসূল (দঃ)কে জিজ্ঞাসা করিল- কেয়ামত কবে হইবে? তিনি তাহাকে প্রশ্ন করিলেন- কেয়ামতের জন্য তুমি কি প্রস্তুতি গ্রহণ করিয়াছ? সে বলিল- উহার জন্য আমার বিশেষ কোন পুঁজি নাই, তবে আমি অন্তরে আল্লাহ ও রসূলের খাঁটি মহব্বত রাখি। ইহা শুনিয়া রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন- যাহার প্রতি মহব্বত রাখিবে কেয়ামতের দিন তাহার সঙ্গ লাভ করিতে পারিবে।

হাদীস- ২০৪৩। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- সূর্য্য পশ্চিম দিক হইতে উদিত হইবে।

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- কেয়ামতের পূর্বে একদিন অবশ্যই সূর্য্য তাহার অস্ত যাওয়ার স্থান হইতে উদিত হইবে এবং সকলেই তাহা দেখিতে পাইবে। তখন বিশ্ববাসী সকলেই ঈমান আনিবে কিন্তু তখনকার সময়টিই ঐ সময় যখন ঈমান গ্রহনীয় নয় বলিয়া পবিত্র কোরআনে ঘোষনা রহিয়াছে। (পারা ৮ সূরা ৬ আয়াত ১৫৮)।

হাদীস- ২০৪৪। সূত্র- হযরত আবু জর গিফারী (রাঃ)- সূর্য্য অস্তের স্থানে উদিত হইবে।

একদা মসজিদে সূর্য্যাস্তকালে রসূল (দঃ) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন- হে আবুজর! সূর্য্য কোথায় যাইতেছে জান কি?

আমি বলিলাম- আল্লাহ এবং আল্লাহর রসূলই ভাল জানেন। তিনি বলিলেন- সূর্য্য চলিতে চলিতে আরশের নীচে গিয়া সেজদা করিবে এবং অনুমতি[১] প্রার্থনা করিবে। তাহাকে অনুমতি দেওয়া হইবে। কিন্তু এমন একটি দিন নিশ্চয়ই আসিবে যেইদিন সে এইরূপ সেজদা করিবে কিন্তু তাহার সেজদা কবুল হইবে না। তাহাকে আদেশ করা হইবে- যেই পথে আসিয়াছ সেই পথে ফিরিয়া যাও। যাহার ফলে সূর্য্য অস্তমিত হওয়ার দিক হইতে উদিত হইবে। ইহাই এই আয়াতের তাৎপর্য্য- 'সূর্য্য তাহার নির্ধারিত ঠিকানার দিকে চলিতে থাকে; ইহাই সর্বশক্তিমান সর্বজ্ঞ আল্লাহতাআলার নির্ধারিত সুশৃঙ্খল নিয়ম।" (পারা-২৩, সূরা- ইয়াসিন, আয়াত-৩৮) [১। উদয়ের]

হাদীস- ২০৪৫। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- কেয়ামতের দিন মোটাদেহ বা বড়পদ ওজনহীন হইবে।

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- কেয়ামতের দিন পার্থিব জীবনে মোটা মোটা দেহ বিশিষ্ট বড় বড় পদবীধারী অনেক লোক উপস্থিত হইবে, যাহাদের ওজন মাছির ডানার মতও হইবে না। "আমি কি তোমাদিগকে কৃতকর্মে ক্ষতিগ্রস্তদের বিষয় বিজ্ঞাপিত করিব? পার্থিব জীবনে যাহাদের প্রচেষ্টা

YQADRI.BLOGSPOT.COM

বিভ্রান্ত হইয়াছে এবং তাহারা ধারনা করিতেছে যে, তাহারাই উৎকৃষ্টতর কার্য্য করিতেছে। (পারা ১৬ সুরা ১৮ আয়াত ১০৩-১০৪)

হাদীস-২০৪৬। সূত্র-হযরত আয়েশা (রাঃ)- **হিসাব নিকাশ গ্রহণকারীর শাস্তি হইবে।**

আয়েশা (রাঃ) নবী করীম (দঃ) এর নিকট হইতে কোন বিষয় শুনিয়া অনুধাবন করিতে না পারিলে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতেন। একদিন নবী করীম (দঃ) বয়ান করিলেন- যাহার হিসাব নিকাশ লওয়া হইবে সে শাস্তি ভোগ করিবে। আয়েশা (রাঃ) প্রশ্ন করিলেন -আল্লাহতালা কোরআন শরীফে বলিতেছেন-যাহার আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হইবে তাহার হিসাব অতি সহজ হইবে এবং সে অত্যন্ত সন্তুষ্ট চিত্তে হিসাবের ময়দান হইতে বেহেশতের দিকে চলিয়া যাইবে। নবী করীম (দঃ) বলিলেন- এই আয়াতে যেই বিষয়কে হিসাব বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে তাহা প্রকৃত পক্ষে হিসাব নহে। বরং উহা শুধু জ্ঞাত করানোর জন্য আমলনামা উপস্থিত করা মাত্র। কিন্তু হিসাবদাতাকে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে জিজ্ঞাসাবাদ ও কৈফিয়ত তলব করা হইলে সে পরিত্রান পাইবে না।

হাদীস- ২০৪৭। সূত্র- হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)- **পরলোকে মৃত্যু নাই।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- বেহেশতীগন বেহেশতে এবং দোজখীগন দোজখে যাইবার পর মৃত্যুকে একটি সাদা-কালো চিত্রাঙ্গ ভেড়ার আকৃতিতে উপস্থিত করিয়া উভয় দলকে জিজ্ঞাসা করা হইবে- তোমরা ইহাকে চেন কিনা? উভয় দলই বলিবে- হ্যাঁ, চিনি; ইহা মৃত্যু। তখন তাহাকে জবাই করিয়া উভয় দলকে বলা হইবে তোমাদের আর মৃত্যু হইবে না। ইহাতে বেহেশতীদের আনন্দ উল্লাস বাড়িয়া যাইবে আর দোজখীদের দুঃখ ভাবনা বাড়িয়া যাইবে। এই বিবরন দানে রসূলুল্লাহ (দঃ) তেলাওয়াত করিলেন- 'এবং তুমি তাহাদিগকে সেই অনুতাপ দিবস সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন কর, যখন কার্য্য সুমিমাংসিত হইয়া যাইবে; এবং তাহারা অমনোযোগীতার মধ্যে রহিয়াছে এবং তাহারা বিশ্বাস স্থাপনও করিবে না।' (পারা ১৬ সুরা ১৯ আয়াত ৩৯)

হাদীস- ২০৪৮। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **মুখের উপর জাহান্নামের দিকে চালনা করা হইবে।**

একব্যক্তি রসূলুল্লাহ (দঃ)কে 'তাহাদিগকে তাহাদের মুখের উপর জাহান্নামের দিকে একত্রিত করা হইবে' (পারা ১৯ সুরা ২৫ আয়াত ৩৪) কোরআন শরীফের এই আয়াত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিল- ইয়া রাসূলাল্লাহ! কেয়ামতের দিন মুখের উপর তাড়াইয়া নেওয়া হইবে কিরূপে? তিনি বলিলেন- আল্লাহ দুনিয়াতে মানুষকে পায়ের উপর চালাইতেছেন। তিনি কি কেয়ামতের দিন মখের উপর চালাইতে সক্ষম হইবেন না।? সে ব্যক্তি

বলিল- আল্লাহর শক্তিমত্তার শপথ করিয়া বলিতেছি- নিশ্চয়ই সক্ষম হইবেন।

হাদীস- ২০৪৯। সূত্র- হযরত সাহল (রাঃ)- কেয়ামতের মাঠ সমতল হইবে।

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- আল্লাহতালা সমস্ত লোককে এমন একটি ভূমণ্ডলে একত্রিত করিবেন যাহা ময়দার রুটির ন্যায় উচু নীচুহীন সমতল ও পরিচ্ছন্ন হইবে। উহাতে কাহারও কোন সীমানা চিহ্ন থাকিবে না।

হাদীস- ২০৫০। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)- আল্লাহতালার শ্রেষ্ঠত্ব।

এক বড় ইহুদী পণ্ডিত রসূলুল্লাহ (দঃ) এর নিকট আসিয়া বলিলেন- তৌরিত কেতাবে রহিয়াছে- কেয়ামতের দিন আল্লাহতালা আসমানগুলিকে এক আঙ্গুলের উপর, স্থলভাগকে এক আঙ্গুলের উপর, পাহাড় পর্বত বৃক্ষরাজিকে এক আঙ্গুলের উপর, জলভাগকে এক আঙ্গুলের উপর ও অন্যান্য সৃষ্টকে এক আঙ্গুলের উপর রাখিয়া আঙ্গুল সমূহকে নাড়াচাড়া করিতে করিতে বলিতে থাকিবেন- আমিই সর্বাধিপতি, আমিই সর্বাধিপতি।

রসূলুল্লাহ (দঃ) হাসিয়া উঠিয়া তেলাওয়াত করিলেন- 'আল্লাহতালার মহত্বের যেইরূপ মূল্য প্রদান আবশ্যক মোশরেকগন সেইরূপ মূল্য প্রদান করে না।'

হাদীস- ২০৫১। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- কেয়ামতের দিন আল্লাহ ভূমণ্ডলকে মুঠিতে নিবেন।

রসূলুল্লাহ (দঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি- কেয়ামতের দিন আল্লাহতালা সমস্ত ভূমণ্ডলকে স্বীয় মুঠিতে লইবেন এবং আসমান সমূহকে ডানহাতে জড়াইবেন। অতঃপর বলিবেন- আমার সর্বাধিপত্য চাক্ষুষ দেখিয়া লও। যাহারা ক্ষমতা ও আধিপত্যের দাবি করিত তাহারা আজ কোথায়?

হাদীস- ২০৫২ সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- মুসা (আঃ) আরশের পায়া ধরিয়া থাকিবেন।

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- ইস্রাফিল (আঃ) এর দ্বিতীয় শিঙ্গা ফুৎকার পর সর্ব প্রথম আমি মাথা উঠাইব এবং দেখিতে পাইব মুসা (আঃ) সচেতন অবস্থায় আরশের পায়া ধরিয়া আছেন। ইহা বলিতে পারি না তিনি সচেতন অবস্থায় বহাল ছিলেন না অচেতন হওয়ার পর সচেতন হইয়াছেন! (প্রাসঙ্গিক ২৪ পারা ৩১ সূরা ৬৮ আয়াত)

হাদীস- ২০৫৩। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- উভয় শিঙ্গা ফুঁকার ব্যবধান চল্লিশ।

রসূলুল্লাহ (দঃ) হইতে বর্ননা- শিঙ্গায় উভয় ফুতকারের মধ্যে চল্লিশের[১] ব্যবধান হইবে। আবু হোরায়রা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইল- চল্লিশ বৎসর? তিনি বলিলেন- তাহা আমি শুনি নাই। জিজ্ঞাসা করা হইল-

চল্লিশ মাস? তিনি বলিলেন- তাহা আমি জানি না। তখন জিজ্ঞাসা করা হইল-চল্লিশ দিন? তিনি বলিলেন- আমি তাহাও বলিতে পারি না। তিনি আরও বলিলেন- মানব দেহের সর্বাংশেই বিনষ্ট হইয়া যাইবে কেবল মেরুদন্ডের সর্বনিম্ন অস্থি খন্ডটা ঠিক থাকিবে এবং উহা হইতেই তাহাদের দেহের পুনঃ নির্মান হইবে।[১ফতহুলবারী মতে ৪০ বৎসর]

হাদীস- ২০৫৪। সূত্র- হযরত আবু সাঈদ (রাঃ)- কেয়ামতের দিন সেজদা।

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- কেয়ামতের দিন আল্লাহর 'সাক্ব'[১] বিকশিত হইবে। ইহার প্রভাবে সকল মুসলমান নারীপুরুষ আল্লাহর দরবারে সেজদায় নত হইয়া পড়িবে। যাহারা দুনিয়াতে রিয়া করিত ও লোক দেখানো সেজদা করিত তাহারা সেজদা করার সুযোগ পাইবে না। তাহারা সেজদার জন্য প্রবৃত্ত হইবে কিন্তু তাহাদের পিঠ ও কোমর আস্ত কাঠের ন্যায় হইয়া যাইবে। (সূরা কলম ২৯ পারা) [১। উরু]

হাদীস- ২০৫৫। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)- ভালবাসার পাত্রের সাথে কেয়ামত।

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- যে যাহাকে ভাল বাসিয়াছে[১], সে তাহারই সঙ্গী[২] হইবে। [১। দুনিয়ায় ২। আখেরাতে।]

হাদীস- ২০৫৬। সূত্র- হযরত আবু মুসা (রাঃ)- ভালবাসার পাত্রের সাথে কেয়ামত।

রসূলুল্লাহ (দঃ) এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হইল- একব্যক্তি কোন জাতিকে ভালবাসে, কিন্তু তাহাদের সমান[১] হইতে পারে নাই। তিনি বলিলেন- যে ব্যক্তি যাহাকে ভালবাসে[২] সে তাহার সঙ্গী[৩] হইবে। [১। আমল দ্বারা, ২। দুনিয়াতে। ৩। আখেরাতে]

হাদীস- ২০৫৭। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- যার সঙ্গে যার মহব্বত, তার সঙ্গে তার কেয়ামত।

একব্যক্তি নবী করীম (দঃ)কে জিজ্ঞাসা করিল- ইয়া রসূলুল্লাহ (দঃ)! কেয়ামত কবে হইবে? তিনি বলিলেন- উহার জন্য কি পাথেয় সংগ্রহ করিয়াছ? সে বলিল- আমি নামাজ রোজা ও দান সদকা বেশী করিতে পারি নাই, তবে আমি আল্লাহ ও তাহার রসূলকে ভালবাসি। তিনি বলিলেন- তুমি যাহাকে ভালবাস, তাহারই সঙ্গী[১] হইবে। [১। আখেরাতে]

হাদীস- ২০৫৮। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- প্রত্যেকের মৃত্যুই তাহার জন্য কেয়ামত।

বেদুইনগণ রসূলুল্লাহ (দঃ)কে প্রশ্ন করিত- কেয়ামত কবে হইবে? তিনি কোন বালককে দেখাইয়া বলিতেন- এই বালক বাঁচিয়া থাকিলে তাহার বৃদ্ধ হইবার পূর্বেই তোমাদের কেয়ামত কায়েম হইয়া যাইবে।

হাদীস- ২০৫৯। সূত্র- হযরত জুন্দুব (রাঃ)- অপরকে বিপদে ফেলিলে নিজে বিপদে পড়িবে।

আমি রসূলুল্লাহ (দঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি- যে ব্যক্তি সুনামের জন্য সংকাজ করে আল্লাহ কেয়ামতের দিন তাহার উদ্দেশ্য ফাঁস করিয়া দিবেন। যে ব্যক্তি মানুষকে বিপদে ফেলিবে, কেয়ামতের দিন আল্লাহও তাহাকে বিপদে ফেলিবেন। লোকেরা বলিল- আমাদেরকে উপদেশ প্রদান করুন। অতঃপর তিনি বলিলেন- সর্ব প্রথমে মানুষের পেট পঁচিয়া গলিয়া যাইবে। যে ব্যক্তি পাক পবিত্র বস্তু আহার করিতে সক্ষম সে যেন তাহাই আহার করে। আর যে ব্যক্তি তাহার ও বেহেশতের মাঝে তাহার দ্বারা অন্যায়ভাবে প্রবাহিত অঞ্জলি পরিমান রক্ত ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির কামনা না করে, সে যেন তাই করে।

হাদীস- ২০৬০। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **আল্লাহই একমাত্র অধিপতি।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন-কেয়ামতের দিন আল্লাহতা'লা সমগ্র ভূমণ্ডলকে মুঠার মধ্যে এবং আসমান সমূহকে দক্ষিন হস্তে লইয়া বলিবেন- আমিই একমাত্র অধিপতি। সকল ক্ষমতার মালিক একমাত্র আমিই।

হাদীস- ২০৬১। সূত্র- হযরত আদী ইবনে হাতেম (রাঃ)-**আল্লাহ সরাসরি কথা বলিবেন।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- তোমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে আল্লাহতা'লা সরাসরি কথা বলিবেন। কোন দোভাষী বা উকিল থাকিবে না; কোন আড়ালও থাকিবে না। ডানদিকে তাকাইলে কৃত আমল ব্যতীত কিছুই দেখিতে পাইবে না। বামদিকে তাকাইলেও কৃত আমল ব্যতীত কিছুই দেখা যাইবে না। সামনের দিকে তাকাইয়া দোজখ ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইবে না। অতএব, দোজখ হইতে বাঁচিবার চেষ্টা কর- একখন্ড খেজুর দান করিয়া হউক বা কাহাকেও একটি ভাল কথা বলিয়া হউক।

হাদীস- ২০৬২। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **কেয়ামতের দিনের অবস্থা।**

তবে কি তাহারা ধারনা করে না যে, নিশ্চয়ই তাহারা সমুত্থিত হইবে? সেই মহান দিবসে; সেই দিন মানব বিশ্বজগতের প্রতিপালকের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবে। (পারা ৩০ সূরা ৮২ আয়াত ৪-৫-৬) রসূল (দঃ) পবিত্র কোরআনের এই বর্ণনার অবস্থা বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন-. ঐ দিন কোন কোন লোক তাহার অর্ধকান পর্যন্ত ঘামে ডুবন্ত অবস্থায় দণ্ডায়মান থাকিবে।

হাদীস- ২০৬৩। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **হাশরের ময়দানে লোকগন তিন শ্রেনীতে বিভক্ত হইবে।**

কেয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে উপস্থিত লোকদিগকে তিন শ্রেনীতে বিভক্ত করা হইবে।১

কেয়ামতের অব্যবহিত পূর্বে সারা দুনিয়ায় অশান্তির অগ্নি প্রজ্জলিত হইবে কিন্তু সিরিয়ায় কিছুটা শান্তি থাকিবে। তখন দলে দলে লোক সিরিয়ায় যাইতে থাকিবে। যানবাহন দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িবে। দুইজন তিনজন, এমনকি দশজনও এক যানবাহনে চড়িয়া সিরিয়া যাইতে থাকিবে। যাহারা পেছনে পড়িয়া থাকিবে অগ্নি তাহাদিগকে পরিবেষ্টিত করিবে এবং সকাল বিকাল দুপুর সকল সময়ই সেই অগ্নি তাহাদিগকে ধাওয়া করিবে। [এই বিষয়ে বিবরন সূরা ওয়াকেয়াহ - পারা ২৭]

[১। এক দল অতি উত্তম- ওলী। দ্বিতীয় দল উত্তম - যাহারা ডান হাতে আমলনামা পাইবে। তৃতীয় দল-বাম হাতে আমলনামাধারী]

হাদীস- ২০৬৪। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **হাশর ময়দানে সবাইকে উলঙ্গ অবস্থায় উঠান হইবে।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) একদা তাবনদানে বলিলেন- সমস্ত মানব হাশর ময়দানে খালি পা, বস্ত্রবিহীন এবং খাতনাবিহীন অবস্থায় একত্রিত হইবে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহতালা বলিয়াছেন- 'যেই অবস্থার উপর প্রথম দুনিয়ায় পয়দা করিয়াছিলাম, পুনরুজ্জীবিতও সেই অবস্থার উপরই করিব।' কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম ইবরাহীম (আঃ)কে কাপড় পরানো হইবে [পারা ১৫ সূরা ১৮ আয়াত ৪৮ এবং পারা ১৭ সূরা ২১ আয়াত ১০৪]

হাদীস- ২০৬৫। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **হাশর ময়দানে জনুকালীন অবস্থায় উত্থিত হইবে।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- সমস্ত মানুষ খালি পা, বস্ত্রহীন, খাতনাহীন রূপে হাশর ময়দানে জমায়েত হইবে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম- নারীপুরুষ সকলেই কি উলঙ্গরূপে একত্রিত হইবে এবং একে অপরকে উলঙ্গরূপে দেখিবে? তিনি বলিলেন- তখনকার অবস্থা এইরূপ ভয়াবহ হইবে যে, সেই বিষয়ের প্রতি কাহারও লক্ষ্য করার অবকাশই থাকিবে না।

হাদীস-২০৬৬। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **হাশর ময়দানে ঘামে ডুবন্ত অবস্থায় দন্ডায়মান হইবে।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- কেয়ামতের দিন হাশর ময়দানে মানুষের ঘাম এত অধিক পরিমান বাহির হইবে যে উহা জমীনের মধ্যে ৭০ হাত পরিমান শোষীত হওয়ার পরও উপরে যাহা থাকিবে তাহা কোন কোন ব্যক্তির কান পর্যন্ত পৌছিবে।

হাদীস-২০৬৭। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **সুপারিশকারী তালাশ করা হইবে।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- কেয়ামতের দিন সকল মানুষকে একত্রিত করা হইলে তাহারা বলিবে- এই কঠিন অবস্থা হইতে নিস্তার পাওয়ার জন্য আমরা যদি এমন একজন সুপারিশকারী পাইতাম যে প্রভুর নিকট সুপারিশ করিবে! তাহারা আদম (আঃ) এর নিকট গিয়া বলিবে- আপনি

সেই ব্যক্তি যাহাকে আল্লাহতা'লা নিজ হাতে তৈরী করিয়া আপনার মধ্যে নিজ আত্মা ফুঁকিয়া দিয়াছেন এবং ফেরেশতাদিগকে নির্দেশ দিলে তাহারা আপনাকে সেজদা করিয়াছে। আপনি আমাদের জন্য প্রভুর নিকট সুপারিশ করুন। তিনি বলিবেন- আমি এই ব্যাপারে যোগ্য নহি। তিনি তাঁহার অপরাধের[১] কথা উল্লেখ করিয়া বলিবেন- নুহ (আঃ)কে আল্লাহ প্রথম রসুল করিয়া পাঠাইয়াছেন- তোমরা তাঁহার নিকট যাও। তাহারা তাঁহার নিকট আসিলে তিনিও তাঁহার অপরাধের কথা উল্লেখ করিয়া বলিবেন- আমি যোগ্য নই, তোমরা ইবরাহীম (আঃ) এর নিকট যাও- যাহাকে আল্লাহতা'লা খলিল হিসাবে গ্রহন করিয়াছেন। তাহারা তাঁহার নিকট আসিলে তিনিও তাঁহার অপরাধের কথা উল্লেখ করিয়া বলিবেন- আমি যোগ্য নই, তোমরা মুসা (আঃ) এর নিকট যাও- তাঁহার সাথে আল্লাহতা'লা সরাসরি কথা বার্তা বলিয়াছেন। সকলে তাঁহার নিকট গেলে তিনি স্বীয় অপরাধের উল্লেখ করিয়া বলিবেন- আমি যোগ্য নই, তোমরা মোহাম্মদ (দঃ) এর নিকট যাও; কেননা, তাঁহার পূর্বের ও পরের সকল গোনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

তখন সকলে আমার নিকট আসিবে এবং আমি আমার প্রভুর অনুমতি চাহিব। তাহার দর্শন লাভে আমি ততক্ষন পর্যন্ত সেজদায় অবনত থাকিব যতক্ষন পর্যন্ত তিনি আমাকে রাখার মর্জি করিবেন। অতঃপর আমাকে বলা হইবে- আপনি মাথা উঠান এবং চান, আপনার চাহিদা পুরন করা হইবে; বলুন, আপনার কথা শুনা হইবে; সুপারিশ করুন, সুপারিশ গ্রহন করা হইবে। অতঃপর আমি মাথা উঠাইয়া প্রভুর প্রশংসা করিব- যাহা তিনি আমাকে শিক্ষা দিয়াছেন। অতঃপর আমি সুপারিশ করিব। আমাকে একটি সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইবে। তারপর আমি তাহাদিগকে দোজখ হইতে বাহির করিয়া বেহেশতে প্রবেশ করাইব ও পুনরায় আমার জায়গায় ফিরিয়া আসিয়া আগের মত সেজদায় পড়িব, তৃতীয়বার[১]। কোরআন যাহাদেরকে[২] আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে তাহারা ভিন্ন আর কেহ দোজখে থাকিবে না। [১। মতান্তরে চতুর্থবার ২। কাফের]

হাদীস- ২০৬৮। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-**কে শাফায়াত পাইবে?**

আমি বলিলাম- ইয়া রাসুলাল্লাহ! কেয়ামতের দিন আপনার সাফায়াত পাইয়া কে অধিক ভাগ্যবান হইবে? তিনি বলিলেন- হাদীসের প্রতি তোমার আগ্রহ দেখিয়া আমি ধারনা করিয়াছি এই হাদীস তোমার পূর্বে আমাকে আর কেহ জিজ্ঞাসা করিবে না। কেয়ামতের দিন আমার শাফায়াতে সে অধিক ভাগ্যবান হইবে যে আন্তরিকতার সাথে একনিষ্টভাবে বলিয়াছে- লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ[১]। [১। নাই কোন মাবুদ, আল্লাহ ছাড়া]

হাদীস- ২০৬৯। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **প্রত্যেক নবীর একটি দোয়া কবুল হইবে।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- প্রত্যেক নবীকে তাহার একটি দোয়া কবুলের নিশ্চয়তা দেওয়া হইয়াছে। এই দোয়া অবশ্যই আল্লাহতালা গ্রহন করিবেন। প্রত্যেক নবী তাঁহার সেই প্রতিশ্রুত উদ্দেশ্যের জন্য দোয়া করিয়া গিয়াছেন এবং কবুল হইয়াছে। আমার জন্য প্রতিশ্রুত দোয়াকে আমি কেয়ামতের দিবসে আমার উম্মতের সাফাযাতের জন্য জমা রাখিয়াছি।

হাদীস- ২০৭০। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **আল্লাহর দর্শন ও হাশর ময়দানের বর্ণনা।**

কেয়ামতের দিনে আল্লাহর দর্শন লাভ করা যাইবে কিনা জিজ্ঞাসিত হইয়া রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন- মেঘমুক্ত আকাশে সূর্য্য দেখিতে কি তোমাদের অসুবিধা হয়? জিজ্ঞাসাকারীরা বলিল- না, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন- মেঘমুক্ত পুর্নিমা রাতে চাঁদ দেখিতে কি তোমাদের অসুবিধা হয়? তাহারা বলিল- না ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বলিলেন- নিশ্চয়ই তোমরা কেয়ামতের দিনে এইরূপই আল্লাহকে দেখিতে পাইবে।

আল্লাহ মানুষকে একত্রিত করিয়া বলিবেন- যে ব্যক্তি যেই বস্তুর দাসত্ব করিয়াছে, সে যেন সেই বস্তুর অনুসরন করে। তখন সূর্য্যের পূজক সূর্য্যের অনুসরন করিবে, চাঁদের পূজক চাঁদের অনুসরন করিবে; আর যে আল্লাহ ভিন্ন অন্য শক্তির পূজা করিত সে তাহাদের অনুসরম করিবে। শুধুমাত্র এই উম্মত মোনাফেকগন সহ অবশিষ্ট থাকা অবস্থায় আল্লাহতা'লা অচেনারূপে তাহাদের সামনে হাজির হইয়া বলিবেন- আমি তোমাদের প্রভু। তাহারা বলিবে- আমরা তোমা হইতে আল্লাহর আশ্রয় চাই। আমাদের প্রভু আমাদের নিকট আসা পর্যন্ত আমরা এইখানেই থাকিব। আমাদের প্রভু আমাদের নিকট আসিলে আমরা তাহাকে চিনিতে পারিব। অতঃপর তিনি তাহাদের পরিচিত রূপে সামনে আবির্ভূত হইলে তাহারা বলিবে- আপনি আমাদের প্রভু। তাহারা তাঁহার অনুরসন করিবে। অতঃপর জাহান্নামের পুল স্থাপন করা হইবে যাহা অতিক্রমকারী প্রথম ব্যক্তি হইব আমি[১]। সেই দিনে আমার দোয়া হইবে আয় আল্লাহ! শান্তি দাও! শান্তি দাও! সেই পুলে সাদান বৃক্ষের কাঁটার ন্যায় অনেক হুক থাকিবে। তোমরা কি সাদান বৃক্ষের কাঁটা দেখ নাই? তাহারা বলিল- জি হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বলিলেন- সেই গুলি সাদান বৃক্ষের কাঁটার ন্যায় হইবে তবে তাহাদের বিরাটত্বের পরিমান কেবল আল্লাহতালাই জানেন। এইগুলি মানুষকে তাহাদের কর্ম অনুযায়ী ছিনাইয়া নিয়া যাইবে। কেউ নিজ কর্মের জন্য ধ্বংসে হইয়া যাইবে আর কাউকে খন্ড বিখন্ড করিয়া দোজখে নিক্ষেপ করা হইবে, তারপর নাজাত দেওয়া হইবে। শেষ পর্যন্ত আল্লাহতা'লা তাঁহার বান্দাদের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহন করিবেন। যাহারা 'আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই' কথার সাক্ষ্য দিয়াছে তাহাদের মধ্য হইতে যাহাদেরকে দোজখ হইতে উদ্ধার করার ইচ্ছা তিনি করেন তাহাদেরকে উদ্ধার করিতে ফেরেশতাদেরকে নির্দ্দেশ দিবেন।

ফেরেশতারা সেজদার চিহ্ন দেখিয়া মোমেনদেরকে সনাক্ত করিবে। আল্লাহতা'লা আদম সন্তানের সেজদার স্থানকে ভক্ষণ করা আগুনের জন্য হারাম করিয়া দিয়াছেন। জ্বলিয়া পুড়িয়া অঙ্গার হইয়া যাওয়া অবস্থায় তাহাদেরকে উদ্ধার করিয়া তাহাদের উপর আবে হায়াত নামক এক প্রকার পানি নিক্ষেপ করা হইবে যাহার ফলে তাহারা বন্যায় নিক্ষেপিত পলিতে সদ্য গজানো চারার মত হইবে। শুধু একব্যক্তি বাকি থাকিবে যাহার মুখ থাকিবে আগুনের দিকে। সে বলিতে থাকিবে- হে পরওয়ার দেগার! জাহান্নামের আগুন-বাতাস আমাকে বিষাক্ত করিয়া ফেলিয়াছে এবং ইহার তেজ আমাকে জ্বালাইয়া দিয়াছে। দয়া করিয়া আমার চেহারাকে আগুন হইতে ফিরাইয়া দিন। আল্লাহ্ বলিবেন- তোমাকে ইহা দান করিলে তুমি অন্য কিছু প্রার্থনা করিবে। সে বলিবে- ইয়া আল্লাহ! আপনার সম্মানের কসম, আমি ইহা ছাড়া আর কিছু চাহিব না। তাহার চেহারা আগুনের দিক হইতে ফিরাইয়া দেওয়া হইলে সে বলিবে, আমাকে জান্নাতের দরজার নিকট পৌছাইয়া দিন। আল্লাহ বলিবেন- তোমার জন্য বড়ই দুঃখ, তুমি না বলিয়াছিলে যে তুমি আর কিছু চাহিবে না? তুমি বিশ্বাসঘাতকতা করিলে। সে বার বার দোয়া করিতে থাকিলে আল্লাহতালা বলিবেন- তোমাকে ইহা দান করিলে তুমি আবার অন্য কিছু প্রার্থনা করিবে। সে বলিবে- ইয়া আল্লাহ! আপনার সম্মানের কসম, আমি আর কিছু চাহিব না। সে আল্লাহর নিকট পাকাপাকি কথা দিবে যে ইহার অতিরিক্ত আর কিছু সে চাহিবে না। তখন তাহাকে জান্নাতের দরজার নিকট নিয়া যাওয়া হইবে। জান্নাতের ভিতরের দৃশ্য দেখিয়া সে আল্লাহ যত দিন তাহাকে চুপ রাখেন ততদিন চুপ থাকিয়া বলিবে- হে পরওয়ার দেগার! আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাইয়া দিন। আল্লাহ বলিবেন- তুমি আর কিছু চাহিবে না বলিয়া যে ওয়াদা করিয়াছিলে তাহা আবারও ভঙ্গ করিলে। সে বলিবে- হে আমার প্রভু, আমাকে সৃষ্টির মধ্যে সবচাইতে হতভাগ্য করিবেন না। এই বলিয়া সে চাহিতেই থাকিবে। শেষ পর্যন্ত আল্লাহতা'লা হাঁসিয়া দিবেন এবং তাহাকে জান্নাতে প্রবেশ করার অনুমতি দিবেন। জান্নাতে প্রবেশ করার পর তাহাকে বলা হইবে- তুমি ইহা চাও। সে চাহিবে। পুনরায় বলা হইবে- তুমি ইহা ইহা কামনা কর। সে কামনা করিবে। তাহার সকল চাহিদা ও কামনা পুরন করা হইবে। আল্লাহতা'লা বলিবেন- তোমার জন্য ইহা দেওয়া হইল- আরও এতটা দেওয়া হইল।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন- ঐ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশকারীদের মধ্যে সর্বশেষ ব্যক্তি হইবে। [১। রসূলুল্লাহ (দঃ)]

হাদীস- ২০৭১। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **কেয়ামতের পূর্বে একই দাবিদার দুইটি দল যুদ্ধে লিপ্ত হইবে।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- একই দাবি নিয়া দুইটি দল একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে লিপ্ত না হওয়া পর্যন্ত কেয়ামত সংঘটিত হইবে না।

হাদীস- ২০৭২। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)- **কেয়ামতের সময়কার লোকগন অত্যন্ত হতভাগ্য।**

নবী করীম (দঃ) কে বলিতে শুনিয়াছি- যাহাদের জীবদ্দশায় কেয়ামত সংঘটিত হইবে তাহারা অত্যন্ত হতভাগ্য লোক।

হাদীস- ২০৭৩। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **সাত প্রকার ব্যক্তি আরশের ছায়া পাইবে।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- যে দিন তাহার ছায়া ছাড়া অন্য কোন ছায়া থাকিবে না সে দিন আল্লাহতা'লা সাত প্রকারের ব্যক্তিকে নিজের আরশের ছায়া প্রদান করিবেন। ১। ন্যায় পরায়ন শাসক, ২। যে যুবক তাহার প্রভুর এবাদত করিতে করিতে বড় হইয়াছে, ৩। যে ব্যক্তির মন মসজিদের সাথে বাঁধা ৪। যে দুইটি লোক আল্লাহরই উদ্দেশ্যে একে অপরকে ভালবাসে- তাহারা আল্লাহর উদ্দেশ্যেই মিলিত হয় এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যেই বিচ্ছিন্ন হয়, ৫। যে ব্যক্তি মর্য্যাদা সম্পন্না রূপসী নারীর আহবানকে এই বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে- 'আমি আল্লাহকে ভয় করি,' ৬। যে ব্যক্তি এমন গোপনভাবে দান করে যে তাহার ডান হাত যাহা খরচ করে বাম হাত তাহা জানে না এবং ৭। যে ব্যক্তি নির্জনে আল্লাহকে স্বরন করে এবং তাহার চক্ষুদ্বয় হইতে অশ্রু ধারা বহিতে থাকে।

ফেৎনা

হাদীস- ২০৭৪। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **অপরিপক্ক যুবকদের হাতে উম্মতের ধ্বংশ শুরু।**

আমি সাদেক মাসদুক[১] (দঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি- আমার উম্মতের ধ্বংশ অপরিপক্ক কোরায়েশ যুবকদের[২] হাতে। মারওয়ান বলিলেন- সেই সমস্ত যুবকদের উপর আল্লাহর লা'নত। আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিলেন- আমি ইচ্ছা করিলে বলিয়া দিতে পারি তাহারা অমুক অমুক বংশের।১। রসুল (দঃ)। ২। এজিদ।

হাদীস- ২০৭৫। সূত্র- হযরত জোবায়ের ইবনে আদী (রাঃ)- **যায় দিন ভাল।**

আনাস (রাঃ) এর নিকট হাজ্জাজ[১] সম্পর্কে অভিযোগ[২] করিলে তিনি বলিলেন- ধৈর্য্য ধারন কর। কেননা, আমি নবী করীম (দঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি- তোমাদের রবের সাথে মিলিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত পরবর্তী জমানা পূর্ববর্তী জমানা অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইবে।১। তৎকালীন শাসক। ২। জুলুম সম্পর্কে।

হাদীস- ২০৭৬। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **ফেতনা হইতে নিরাপদ থাকার চেষ্টা।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- শীঘ্রই এমন ফেতনা দেখা দিবে যখন বসা ব্যক্তি দাঁড়ানো ব্যক্তি অপেক্ষা, দাঁড়ানো ব্যক্তি চলমান ব্যক্তি অপেক্ষা এবং চলমান ব্যক্তি দ্রুতগামী ব্যক্তি অপেক্ষা ভাল থাকিবে। যে ফেতনায় লিপ্ত হইবে তাহাকে সেই ফেতনা ধ্বংশে করিয়া দিবে। যে ব্যক্তি উহা হইতে আশ্রয়স্থল পাইবে তাহার উহা দ্বারা নিজকে রক্ষা করা উচিত।

হাদীস- ২০৭৭। সূত্র- হযরত হোজায়ফা (রাঃ)- **কল্যানের পর অকল্যান এবং অকল্যানের পর কল্যান।**

অকল্যানে পতিত হওয়ার ভয়ে আমি রসূলুল্লাহ (দঃ) এর নিকট অকল্যানকর বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করিতাম আর লোকেরা প্রশ্ন করিত কল্যানকর বিষয় সম্পর্কে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম - ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা মূর্খতাও অকল্যানে ছিলাম, আল্লাহ আমাদেরকে এই কল্যান দান করিয়াছেন- ইহার পর কি পুনরায় অকল্যান হইবে? তিনি বলিলেন- হ্যাঁ, হইবে। জিজ্ঞাসা করিলাম- ইহার পরেও কি কল্যান আসিবে? তিনি বলিলেন- হ্যাঁ, আসিবে। তবে ধূঁয়ামুক্ত হইবে না। জিজ্ঞাসা করিলাম- ধূঁয়া কি? তিনি বলিলেন- লোকেরা আমার পথ বর্জন পূর্বক অন্য পথ অবলম্বন করিবে। তাহাদের মধ্য হইতে ভাল এবং মন্দ উভয়ই প্রত্যক্ষ করিবে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম- অতঃপর এই কল্যানের পরও কি অকল্যান আসিবে? তিনি বলিলেন- হ্যাঁ, আসিবে। দোজখের দিকে কতক আহবানকারী হইবে। যাহারা তাহাদের আহ্বানে সাড়া দিবে তাহাদেরকে তাহারা জাহান্নামে নিক্ষেপ করিয়া দিবে। আমি বলিলাম- ইয়া রসূলুল্লাহ! তাহাদের পরিচয় জানাইয়া দিন। তিনি বলিলেন- তাহারা আমাদের গোত্রীয় হইবে এবং আমাদের কথার মতই কথা বলিবে। আমি বলিলাম- সেই অবস্থায় উপনীত হইলে আমার প্রতি কি নির্দ্দেশ? তিনি বলিলেন- তখন অবশ্যই মুসলমানদের জামাত ও মুসলমানদের ইমামকে আঁকড়াইয়া রাখিবে। আমি বলিলাম- তখন যদি কোন মুসলিম জামাত ও মুসলিম ইমাম না থাকে? তিনি বলিলেন- আমৃত্যু গাছের শিকড় খাইয়া হইলেও সেই সব দলকে[২] পরিত্যাগ করিয়া চলিবে। [১। নির্ভেজাল। ২। কুফুরী দলকে]

হাদীস- ২০৭৮। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **ফেতনা পূর্ব দিক হইতে।**

নবী করীম (দঃ) মিম্বরের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বলিলেন- ফেতনা এই দিক হইতে, ফেতনা এই দিক হইতে[১]- যেই দিক হইতে শয়তানের শিং[২] উদিত হইবে। [১। আঙ্গুল দ্বারা পূর্ব দিকে দেখাইয়া, ২। মতান্তরে সূর্য্যের শিং]

হাদীস- ২০৭৯। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **নজদ এলাকায় ফেতনা ও ভূকম্পন হইবে।**

নবী করীম (দঃ) বলিলেন- হে আল্লাহ! আমাদের শামে এবং আমাদের ইয়েমেনে বরকত দান করুন। লোকেরা বলিল- আমাদের নজদের জন্যও। তিনি আবার বলিলেন- হে আল্লাহ! আমাদের শামে এবং আমাদের ইয়েমেনে বরকত দান করুন। উপস্থিত লোকেরা পুনরায় বলিল- ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমাদের নজদের জন্যও। আমার ধারনা তিনি তৃতীয়বারে বলিয়াছেন- সেখানে তো ভূমিকম্প; ফেতনা এবং শয়তানের শিং উদিত হইবে। নেজদের ওয়াহাবী আন্দোলনের প্রতি ইঙ্গিত- শয়তানের শিং অর্থে শয়তানের দল।।

হাদীস- ২০৮০। সূত্র- হযরত নাফে (রাঃ)- **বাইয়াত ভঙ্গ করা বিশ্বাস ঘাতকতার সামিল।**

মদীনাবাসীগন ইয়াজীদ ইবনে মোয়াবিয়ার প্রতি বিশ্বাস ভঙ্গ করিলে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) তাহার বন্ধু-পরিজনদেরকে একত্র করিয়া বলিলেন- আমি রসূলুল্লাহ (দঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি-' কেয়ামতের দিন প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের জন্য একটি করিয়া পতাকা স্থাপন করা হইবে। আমরা এই লোকটির হাতে বাইয়াত নিয়াছি আল্লাহ ও তাঁহার রসূলের নামে। কাহারও প্রতি আল্লাহ ও তাঁহার রসূলের নামে বাইয়াত নেওয়ার পর তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রবৃত্তি নেওয়াকে আমি চরম বিশ্বাসঘাতকতা বলিয়া মনে করি। আমি জানিনা তোমরা কেহ তাহার প্রতি বাইয়াত ভঙ্গ করিয়াছ কিনা কিম্বা অন্য কাহারও প্রতি বাইয়াত নিয়াছ কিনা। যদি কেহ এইরূপ করিয়া থাক, তাহা হইলে মনে করিতে হইবে তাহার সহিত আমার সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া গিয়াছে।

হাদীস- ২০৮১। সূত্র- হযরত আবুল মেনহাল (রঃ)- **দুনিয়ার লোভে হানাহানি পাপ।**

ইবনে জেয়াদ ও মারওয়ান সিরিয়ার শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলে ইবনে জোবায়ের (রাঃ) মক্কার শাসনভার গ্রহন করেন এবং খারেজীগন বসরা অধিকার করে। আমি আমার পিতার সহিত আবু বারজাহ (রাঃ) এর গৃহে যাই। তখন তিনি বাঁশের তৈরী একটি কোঠার ছায়ায় বসা ছিলেন। আমরা তাঁহার নিকট বসিলে আমার পিতা তাঁহাকে কথা প্রসঙ্গে বলিলেন- হে আবু বারজাহ (রাঃ)! আপনি কি লক্ষ্য করিতেছেন না যে- মানুষ কি রকম উভয় সংকটে পড়িয়াছে? তিনি প্রথমেই বলিলেন- আমি কোরায়েশ গোত্রের প্রতি অসন্তুষ্ট ও ক্রোধান্বিত হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর নিকট সওয়াবের আশা করিতেছি। হে আরবগন! তোমরা কি অবস্থায় ছিলে তাহা তোমরা জান। তোমরা ছিলে দরিদ্র, লাঞ্ছিত, সংখ্যায় মুষ্টিমেয় এবং পথ ভ্রষ্ট। আল্লাহতা'লা তোমাদেরকে ইসলাম ও মোহাম্মদ (দঃ) এর মাধ্যমে মুক্তিদান করিয়াছেন- যাহার সুফল, সুখশান্তি ও উন্নতি তোমরা বর্তমানে প্রত্যক্ষ করিতেছ। এই পার্থিব দুনিয়াই তোমাদের মধ্যে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা

সৃষ্টি করিয়াছে। আল্লাহর কসম! সিরিয়ার এই লোকটি[১] একমাত্র দুনিয়ার জন্যই লড়াই করিতেছে আর তোমাদের মধ্যকার এই লোকগুলি[২]ও একমাত্র দুনিয়ার স্বার্থে হানাহানি করিতেছে। আর আল্লাহর কসম! মক্কায় অধিষ্টিত লোকটিও[৩] দুনিয়ার স্বার্থে সংগ্রাম করিতেছে। /১। মারওয়ান ২। খারেজীগন, ৩। ইবনে জোবায়ের।

হাদীস- ২০৮২। সূত্র- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জেয়াদ আসাদী (রাঃ)- **ফেতনার সময়কার পরীক্ষা।**

তালহা (রাঃ), জোবায়ের (রাঃ) ও আয়েশা (রাঃ) বসরা অভিমুখে রওয়ানা হইয়া গেলে আলী (রাঃ) আম্মার ইবনে ইয়াসার (রাঃ) ও হাসান (রাঃ)কে আমাদের নিকট কুফায় পাঠাইলেন। মিম্বরে হাসান (রাঃ) উপরে ছিলেন আর আম্মার (রাঃ) তাঁহার চাইতে কিছু নীচে ছিলেন। আমরা সকলে জমায়েত হইলে আম্মার (রাঃ)কে বলিতে শুনিলাম- আয়েশা (রাঃ) বসরা অভিমুখে রওয়ানা হইয়া গিয়াছেন- আল্লাহর কসম! নিশ্চয়ই তিনি দুনিয়া ও আখেরাতে তোমাদের নবী-পত্নী। কিন্তু আল্লাহতা'লা তোমাদেরকে পরীক্ষায় ফেলিয়াছেন যে, তোমরা কি তাঁহার[১] আনুগত্য করিবে না কি তাঁহার[২] আনুগত্য করিবে। /১। নির্বাচিত খলিফা আলী (রাঃ) এর ২। আয়েশা (রাঃ) এর/

হাদীস-২০৮৩। সূত্র- হযরত আবু ওয়ায়েল (রাঃ)- **যুদ্ধের জন্য সৈন্য সংগ্রহ নিয়া বিতন্ডা।**

আলী (রাঃ) আম্মার (রাঃ)কে সৈন্যবাহিনী গঠনার্থে কুফায় পাঠাইলে আবু মুসা (রাঃ) ও আবু মাসউদ (রাঃ) আম্মার (রাঃ) এর নিকট আসিয়া বলিলেন- ইসলাম গ্রহনের পর হইতে আপনার বর্তমান উদ্যোগ অপেক্ষা অপসন্দনীয় আর কিছু আমরা আপনার নিকট দেখি নাই। তিনি বলিলেন- আপনাদের এই ব্যাপারে নিষ্ক্রিয় ভূমিকা অপেক্ষা অপসন্দনীয় কিছুও আমি আপনাদের ইসলাম গ্রহন হইতে আজ পর্যন্ত দেখি নাই। অতঃপর আবু মাসউদ (রাঃ) তাহাদের উভয়কেই একজোড়া করিয়া পোশাক পরাইতেছিলেন এবং তাঁহারা সকলে মসজিদের দিকে রওয়ানা হইলেন।

হাদীস- ২০৮৪। সূত্র- হযরত হারমালাহ (রাঃ)- **দুনিয়া নিয়া ফেতনা অপসন্দনীয়।**

উসামা (রাঃ) আমাকে আলী (রাঃ) এর নিকট প্রেরনকালে[১] বলিলেন- আলী (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিবেন- তোমার সঙ্গী[২]কে কিসে বিরত রাখিয়াছে[৩], তুমি উত্তরে বলিবে- তিনি বলিয়া পাঠাইয়াছেন- আপনি সিংহের মুখে পড়িলেও আমি আপনার সঙ্গে থাকা পসন্দ করিতাম কিন্তু এই ক্ষেত্রে[৪] আমি অংশ গ্রহন করিতে চাই নাই। আলী (রাঃ) আমাকে কিছুই দিলেন না। আমি হাসান (রাঃ), হোসাইন (রাঃ) ও ইবনে জাফর (রাঃ) এর নিকট গেলে তাঁহারা আমাকে আমার বাহনটি[৫] বোঝাই করিয়া দিলেন।

[১। সাহায্যের জন্য, ২। উসামা (রাঃ) ৩। আমার সাথে যোগ দিতে ৪। খেলাফত নিয়া মুসলমানদের বিবাদে ৫। উটা]

হাদীস- ২০৮৫। সূত্র- হযরত হোজায়ফা (রাঃ)- **প্রকাশ্যে বিভেদ সৃষ্টিকারীরা অধিকতর জঘন্য।**

বর্তমানকার মোনাফেকগন নবী করীম (দঃ) এর যুগের মোনাফেকগন অপেক্ষা নিকৃষ্টতর। কেননা, তাহারা দুষ্কর্ম করিত গোপনে আর ইহারা করে প্রকাশ্যে।

হাদীস- ২০৮৬। সূত্র- হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রাঃ)- **দাজ্জাল ঈমানদারের ক্ষতি করিতে পারিবে না।**

নবী করীম (দঃ)কে দাজ্জাল সম্পর্কে আমার চাইতে বেশী প্রশ্ন আর কেহ জিজ্ঞাসা করে নাই। তিনি আমাকে বলিয়াছেন- তাহার দ্বারা তোমার কি ক্ষতি হইবে? আমি বলিলাম- যেহেতু লোকেরা বলাবলি করিতেছে যে তাহার সাথে রুটির পাহাড় ও পানির ঝর্না থাকিবে। নবী করীম (দঃ) বলিলেন- বরং ইহাতো আল্লাহর পক্ষে তার চাইতেও সহজ।

হাদীস- ২০৮৭। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **দাজ্জালের চোখ হইবে ত্রুটি পূর্ন।**

একদা রসুলুল্লাহ (দঃ) জনগনের মাঝে দন্ডায়মান হইয়া আল্লাহর যথোপযুক্ত প্রশংসা করার পর দাজ্জালের বিষয় উল্লেখ করিয়া বলিলেন- আমি অবশ্যই তোমাদিগকে দাজ্জাল সম্পর্কে সাবধান করিয়া দিতেছি। সকল নবীই তাহাদের উম্মতকে দাজ্জাল সম্পর্কে সাবধান করিয়াছেন কিন্তু আমি তাহার সম্পর্কে এমন একটি কথা বলিব যাহা কোন নবীই তাহার উম্মতকে বলেন নাই। নিশ্চয়ই সে কানা হইবে আর জানিয়া রাখিও- আল্লাহ একচক্ষু বিশিষ্ট বা কানা নন।

হাদীস- ২০৮৮। সূত্র- হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)- **দাজ্জালের ডান চক্ষু কানা হইবে।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন[১]- তাহার[২] ডান চক্ষু কানা ও আঙ্গুরের ন্যায় ফুলা হইবে। [১। ইমাম বোখারী (রঃ) এর বিশ্বাস। ২। দাজ্জালের]

হাদীস- ২০৮৯। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **দাজ্জাল কুৎসিত চেহারার ও কানা।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- একদা নিদ্রাকালে দেখিলাম[১] আমি কা'বাঘর তওয়াফ করিতেছি। হঠাৎ বাদামী রঙের সরল ও সোজা চুল বিশিষ্ট এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলাম, তাঁহার চুল হইতে ফোটা ফোটা পানি পড়িতেছিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম- ইনি কে? বলা হইল- ইবনে মরিয়ম। অতঃপর অন্যদিকে দৃষ্টিপাত করিতেই এক রক্তবর্ণ হৃষ্টপুষ্ট, কোঁকড়ানো চুলবিশিষ্ট এবং একচক্ষুওয়ালা এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলাম,

যাহার চক্ষুটা ছিল আঙ্গুরের মত ফুলা। বলা হইল- এই হইল দাজ্জাল। আকৃতিতে সে প্রায় খোজায়া গোত্রের ইবনে কাতানের সদৃশ। [১। স্বপ্নে]

হাদীস- ২০৯০। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **দাজ্জাল একচক্ষু বিশিষ্ট হইবে।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- এমন কোন নবী আসেন নাই, যিনি স্বীয় উম্মতকে মিথ্যাবাদী কানা দাজ্জাল সম্পর্কে সাবধান করেন নাই। শুনিয়া রাখ, সে অবশ্যই এক চক্ষুবিশিষ্ট হইবে; পক্ষান্তরে তোমাদের প্রতিপালক প্রভু একচক্ষু বিশিষ্ট নয়। তাহার[১] দুই চোখের মধ্যখানে 'কাফের' লেখা থাকিবে। [১। দাজ্জালের]

হাদীস- ২০৯১। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ)- **দাজ্জালের চোখ দোষী।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) একদা কতিপয় সাহাবী ও ওমর (রাঃ) সমভিব্যহারে ইবনে সাইয়্যাদ[১] নামীয় বালকের বাড়ীর দিকে রওয়ানা হইয়া পথিমধ্যেই তাহাকে অন্যান্য বালকদের সাথে খেলারত দেখিতে পাইলেন। সে তখন সাবালক প্রায়।

রসূলুল্লাহ (দঃ) হঠাৎ তাহার পিঠে করাঘাত করিয়া বলিলেন- আমি আল্লাহর রসূল- ইহার বিশ্বাস ও স্বীকৃতি তোমার আছে কি? সে রসূলুল্লাহ (দঃ) এর প্রতি তাকাইয়া বলিল- আপনি অশিক্ষিত আরবদের রসূল এইটুকু বলিতে পারি। তিনি তখন তাহাকে গলাধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিয়া বলিলেন- আল্লাহ এবং তাঁহার প্রকৃত রসূলগনের উপর আমার ঈমান রহিয়াছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন- তোমার নিকট কোন শ্রেনীর আগন্তুক আসিয়া থাকে? সে বলিল- সত্য-মিথ্যা, বাস্তব- অবাস্তব মিশ্রিত তথ্যবাহীর আগমন আমার নিকট হইয়া থাকে। তিনি বলিলেন- মিথ্যা মিশান তৈরী তথ্যাবলীই তোমার নিকট সরবরাহ[২] করা হইয়া থাকে।

রসূল (দঃ) বলিলেন- তোমাকে পরীক্ষা করার জন্য একটি কথা মনে উপস্থিত করিয়া গোপন রাখিলাম। তিনি ঐ সময় 'ইয়াও মা তা'তিস্সামায়ী বিদোখানিম্ মুবিন'[৩] আয়াতটি মনে করিয়াছিলেন। সে শুধু 'দোখ' বলিতে পারিল। তিনি বলিলেন- তোমার ক্ষমতা এইটুকুই। ইহা অতিক্রম করার সাধ্য তোমার নাই।

ওমর (রাঃ) বলিলেন- ইয়া রাসুলাল্লাহ (দঃ) আমাকে অনুমতি দিন, আমি ইহার শিরোচ্ছেদ করি। রসূল (দঃ) বলিলেন- যদি সে প্রকৃতই দাজ্জাল হইয়া থাকে তাহাকে তুমি কতল করিতে পারিবে না। আর যদি সে দাজ্জাল না হয় তাহা হইলে তাহাকে কতল করিয়া লাভ নাই।

অপর একদিন রসূল (দঃ) উবাই ইবনে কায়াব (রাঃ) সহ ইবনে সাইয়্যাদের বাসস্থান খেজুর বাগানের দিকে অগ্রসর হইয়া খেজুর গাছের

আড়ালে আড়ালে চলিতে থাকিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল অগোচরে তাহার কথাবার্তা শোনা। সে তখন বিছানায় চাদর মুড়ি দিয়া বিড় বিড় করিতেছিল। তাহার মাতা রসূল (দঃ)কে দেখিয়া ফেলিয়া তাহাকে সতর্ক করিয়া বলিল- এই যে মোহাম্মদ (দঃ) আসিয়া গিয়াছেন। সে তৎক্ষনাৎ নীরব হইয়া গেল। অন্যথায় উহাতেই তাহার বাস্তব অবস্থা প্রকাশ হইয়া যাইত।

এই ঘটনার পর রসূলুল্লাহ (দঃ) তাবন দানে দাঁড়াইয়া আল্লাহতা'লার প্রশংসার পরে বলিলেন- নূহ (আঃ) ও তাঁহার উম্মতকে সতর্ক করিয়াছেন। দাজ্জাল যে মিথ্যাবাদী তাহার প্রমানে আমি এমন একটি কথা তোমাদিগকে বলিব যাহা কোন নবী তাঁহার উম্মতকে বলেন নাই। জানিয়া রাখিও- দাজ্জাল, তাহার চোখ হইবে দোষী- আর আল্লাহতা'লা হইলেন সর্ব দোষমুক্ত।

[১। গোপন কথা বলিয়া দিতে পারে মর্মে তাহার নামে রটিয়াছিল। ২। দুই দ্বীন দ্বারা। ৩। সূরা দোখানের একটি আয়াত।]

হাদীস- ২০৯২। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **দাজ্জাল হইতে আল্লাহর আশ্রয় চাওয়া।**

আমি রসূলুল্লাহ (দঃ)কে নামাজের মধ্যে দাজ্জালের ফেতনা হইতে আশ্রয় চাহিতে শুনিয়াছি।

হাদীস- ২০৯৩। সূত্র- হযরত হোজায়ফা (রাঃ)- **দাজ্জালের পানি হইবে আগুন আর আগুন হইবে পানি।**

নবী করীম (দঃ) দাজ্জাল সম্পর্কে বলিয়াছেন- অবশ্যই তাহার সঙ্গে আগুন[১] ও পানি[২] থাকিবে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহার আগুনই হইবে সুশীতল পানি আর তাহার পানিই হইবে আগুন। [১। দোজখ ও ২। বেহেশত অর্থে]

হাদীস- ২০৯৪। সূত্র- হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)- **দাজ্জালের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হইবে।**

একদা রসূলুল্লাহ (দঃ) আমাদের নিকট দাজ্জাল সম্পর্কে দীর্ঘ বর্ননা দেন। তিনি বলিয়াছিলেন- দাজ্জাল অবশ্যই আগমন করিবে কিন্তু তাহার মদীনার গিরিপথে প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকিবে। সে মদীনার পার্শ্ববর্তী এক লবনাক্ত বালুকাময় অঞ্চলে শিবির স্থাপন করিবে। তাহার নিকট এক পূন্যবান ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া বলিবেন- আমি সাক্ষ্য দিতেছি- তুমিই সেই দাজ্জাল, যাহার সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (দঃ) আমাদেরকে বর্ণনা করিয়াছেন। দাজ্জাল বলিবে- আমি এই লোকটিকে হত্যা করিয়া পুনরায় জীবিত করিলে কি তোমরা এই বিষয়ে সন্দেহ করিবে? লোকেরা বলিবে- না। সে লোকটিকে হত্যা করিবে এবং পুনরায় জীবিত করিবে। লোকটি তখন বলিবে- আল্লাহর কসম! তোমার সম্বন্ধে আমি এখন আগের চাইতেও সন্দেহমুক্ত। অতঃপর দাজ্জাল তাহাকে আবার হত্যা করিতে চাহিবে কিন্তু তাহাকে সেই শক্তি দেওয়া হইবে না।

হাদীস- ২০৯৫। সূত্র- হযরত মোহাম্মদ ইবনুল মোনকাদের (রঃ)- **ইবনে সাইয়্যাদ দাজ্জালই বটে।**

যাবের (রাঃ)কে আল্লাহর নামে কসম করিয়া বলিতে শুনিলাম- নিশ্চয়ই ইবনে সাইয়্যাদ দাজ্জাল১ই বটে। আমি বলিলাম- ইহার উপর আপনি আল্লাহর কসম করিতেছেন? তিনি বলিলেন- শুধু কি? ওমর (রাঃ)কে নবী করীম (দঃ) এর সম্মুখে ইহার উপর কসম খাইতে দেখিয়াছি এবং তিনি সেই কসমে বাধা দেন নাই। (১। দাজ্জাল স্বভাবের)

তওবা

হাদীস- ২০৯৬। সূত্র- হযরত সাদ্দাদ ইবনে অউস (রাঃ)- **সর্বোৎকৃষ্ট এস্তেগফার।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- সর্বোৎকৃষ্ট এস্তেগফার হইতেছে বান্দার বলা-"আয় আল্লাহ! তুমিই আমার রব, তুমি ভিন্ন আর ইলাহ নাই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছ। আমি তোমার গোলাম। আমি যথাসাধ্য তোমার সাথে করা ওয়াদার উপর দৃঢ় থাকিব। আমার কৃতকর্মের কুফল হইতে তোমার নিকট পানাহ চাই। তুমি আমাকে যেইসব নেয়ামত দিয়াছ সেইসব নেয়ামতের কথা স্বীকার করিতেছি এবং স্বীকার করিতেছি আমার গোনাহের কথাও। তুমি আমাকে মাফ কর। কেননা, তুমি ছাড়া গোনাহ মাফ করার আর কেহ নাই।"

যে ব্যক্তি এই কথা গুলি দিনের বেলায় দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বলিবে সে ব্যক্তি সন্ধ্যা হওয়ার আগে ঐ দিন মারা গেলে সে বেহেশতবাসী। আর যে ব্যক্তি এই কথাগুলি রাত্রিবেলা আন্তরিকতার সাথে বলে, সেই রাত্রি সকাল হওয়ার পূর্বে মারা গেলে সে ব্যক্তি বেহেশতবাসী।

হাদীস- ২০৯৭। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **সত্তরবার তওবা করা।**

রসূলুল্লাহ (দঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি- আল্লাহর কসম! আমি দিনে রাতে আল্লাহতা'লার নিকট ৭০ বারের অধিক এস্তেগফার করিয়া থাকি।'

হাদীস- ২০৯৮। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)- **তওবাকারীর প্রতি আল্লাহ অধিক সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন।**

ঈমানদার নিজের গোনাহগুলিকে এমনভাবে দেখে যেন সে একটি পাহাড়ের নীচে বসিয়া আছে আর পাহাড়টি এখনই তাহার উপর ধ্বসিয়া পড়িবে। বদকার তাহার গোনাহগুলিকে তাহার নাকের উপর বসা মাছির মত মনে করে যেন নাড়া দিলেই উহা চলিয়া যাইবে।

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- বান্দা তওবা করিলে আল্লাহতালা সেই ব্যক্তির চাইতেও বেশী আনন্দিত হন যে ব্যক্তি বিপদ সঙ্কুল স্থানে খাদ্য ও পানীয় সওয়ারীর পিঠে রাখিয়াই অবতরন করার পর ক্লান্তিতে ঘুমাইয়া

পড়িল এবং জাগিয়া দেখিল তাহার সওয়ারী নিখোঁজ। অবশেষে[১] অতি গরমে এবং পিপাসায় অত্যন্ত কাতর অবস্থায় পূর্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িল। কিছুক্ষন ঘুমানোর পর মাথা তুলিয়া দেখিল, তাহার সওয়ারীটি তাহার কাছেই দাঁড়াইয়া আছে। [১। অনেক খোঁজা খুঁজির পর]

হাদীস- ২০৯৯। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- তওবাকারীর প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টি অধিক।

কোন লোক মরুপ্রান্তরে উট হারাইয়া উহা ফিরিয়া পাওয়ার পর যেরূপ আনন্দিত হয়, বান্দার তওবায় আল্লাহতালা তদপেক্ষা অধিক আনন্দিত হন।

১৮। জান্নাত- জাহান্নাম

হাদীস -২১০০। সূত্র- হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)- ঈমান থাকিলেই বেহেশতে যাইবে।

আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম- ইয়া রসুলুল্লাহ! কেয়ামতের দিন আমরা আমাদের রবকে দেখিতে পাইব কি? তিনি প্রশ্ন করিলেন- মেঘমুক্ত আকাশে সূর্য্যকে দেখিতে পাও কি? আমরা উত্তর করিলাম- হ্যাঁ। তিনি বলিলেন- তদ্রূপ কেয়ামতের দিন তোমাদের রবকে দেখিতেও কোন বাধা হইবে না।

অতঃপর রসুল (দঃ) বলিলেন- আল্লাহর তরফ হইতে এক ঘোষক ঘোষনা করিবে- যেই দল যাহার পূজা করিত সেই দলকে তাহার সঙ্গে যাইতে হইবে। তখন ক্রুশ পূজকগন ক্রুশের সঙ্গে, দেব-দেবীর পূজকগন দেবদেবীর সঙ্গে এবং এইরূপ প্রত্যেক বস্তুর পূজকগন সেই সেই বস্তুর সঙ্গে যাইতে বাধ্য হইবে- বাকি থাকিবে শুধু ঈমানের দাবিদার দল- যাহাদের মধ্যে থাকিবে মোনাফেক, গোনাহগার ও কেতাবধারী কাফের। জাহান্নামকে আনা হইবে। দোজখ মরিচিকার মত দেখা যাইবে। ইহুদীদেরকে জিজ্ঞাসা করা হইবে- তোমরা কাহার আরাধনা করিতে? তাহারা বলিবে- আল্লাহর পুত্র ওযায়েরের। বলা হইবে- তোমরা মিথ্যাবাদী। আল্লাহ স্ত্রী-পুত্র বিহীন। এখন তোমরা কি চাও? তাহারা বলিবে- .পানি পান করিতে চাই। তাহাদিগকে বলা হইবে- ঐ স্থানে গিয়া পানি পান কর। তাহারা মরিচিকার দিকে যাইবে ও দোজখে পতিত হইবে।

নাছারাগনকে জিজ্ঞাসা করা হইবে- তোমরা কাহার বন্দেগী করিতে? তাহারা বলিবে- আল্লাহর পুত্র মসীহর। বলা হইবে- তোমরা মিথ্যাবাদী, আল্লাহর স্ত্রী-পুত্র নাই। তোমরা এখন কি চাও? তাহারাও বলিবে, পানি পান করিতে চাই। তাহাদিগকেও বলা হইবে, যাও এবং পান কর। তথায় গিয়া তাহারাও দোজখে পতিত হইবে। তখন কেবল মাত্র থাকিবে এক আল্লাহর বন্দেগীকারীর দল যাহাদের মধ্যে মোনাফেক এবং গোনাহগারও থাকিবে। তাহাদিগকে বলা হইবে- সকলে চলিয়া গিয়াছে, তোমরা বসিয়া রহিয়াছ কেন? তাহারা বলিবে- তাহাদের সাথে আমাদের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও দুনিয়াতে আমরা তাহাদের হইতে আলাদা ছিলাম। এইখানে ঘোষনা শুনিয়াছি- যার যার উপাস্যের সাথে যাইতে হইবে। আমরা আমাদের উপাস্য আল্লাহতালার অপেক্ষায় আছি। তখন আল্লাহতালা তাহাদিগকে নুতন গুনাবলী সহ দর্শন দিয়া বলিবেন- আমি তোমাদের সৃষ্টিকর্তা- রব। তাহারা স্বীকৃতি দিবে- হ্যাঁ, আপনিই আমাদের সৃষ্টিকর্তা- রব। ঐ দিন আল্লাহতালার সাথে নবীগনের কথোপকথন হইবে।

জিজ্ঞাসা করা হইবে, তোমাদের প্রভুর কোন বিশেষ গুনের পরিচয় আছে কি? তাহারা বলিবে- হ্যাঁ, 'সাক্'। তৎক্ষনাৎ সাক্ এর বিকাশ ঘটিবে- যাহার প্রভাবে মোমেনগন সেজদায় অবনত হইয়া পড়িবে কিন্তু লোক দেখানো সেজদাকারীগন সেজদা করিতে পারিবে না। তাহাদের পিঠ ও কোমরের হাড়গুলি জমাট বাঁধিয়া কাঠের ন্যায় হইয়া যাইবে।

অতঃপর পুলছেরাতকে আনিয়া দোজখের উপর প্রতিষ্ঠা করা হইবে। পুলছেরাত কি জিজ্ঞাসার উত্তরে রসূল (দঃ) বলিলেন- উহা ভীষন ভাবে পাছাড় খাওয়ার স্থান। উহার উভয় পার্শ্বে অসংখ্য লোহার আঁকড়া লটকানো থাকিবে যাহার মধ্যে নজদ এলাকার সাদান কাঁটার মত বক্র মাথায় বড়শির ন্যায় উল্টা কাঁটাসহ প্রশস্ত কাঁটাও থাকিবে। মোমেনগন পুলছেরাত পার হইতে থাকিবে চোখের পলকে, দ্রুতগতিতে; কেহ বা বিজলীর ন্যায়, কেহ বা বাতাসের ন্যায়, কেহ বা দ্রুতগামী ঘোড়া ও উটের ন্যায়। একশ্রেনীর লোক পুলছেরাত পার হইবে সহীসালামতে অক্ষত অবস্থায়, এক শ্রেনীর লোক ক্ষতবিক্ষত হইয়া এবং একশ্রেনীর লোককে জাহান্নামে ফেলিয়া দেওয়া হইবে। পুলছেরাত অতিক্রমকারীদের সর্বশেষ ব্যক্তি হেঁচড়ানো অবস্থায় পার হইবে।

নেককার মোমেনগন পরিত্রান পাইয়া গোনাহগার মোমেনদের জন্য এতই জোরদার দাবী পেশ করিবে যাহা তাহারা নিজের জন্যও করে না। তাহারা বলিবে- হে প্রভু! আমাদের ভাইগন আমাদের সাথে নামাজ রোজা ও অন্যান্য আমল করিয়া থাকিত। আল্লাহতালা বলিবেন- যাও এবং যাহার অন্তরে দিনার পরিমান ঈমান পাইবে তাহাকে দোজখ হইতে বাহির করিয়া আন। তাহারা গিয়া উক্ত ব্যক্তিদেরকে বাহির করিয়া আনিয়া পুনরায় আল্লাহর নিকট সুপারিশ করিলে আল্লাহতা'লা বলিবেন- যাও, যাহাদের অন্তরে অর্ধ দিনার পরিমান ঈমান আছে তাহাদিগকে বাহির করিয়া আন। উক্ত ব্যক্তিগনকে বাহির করার পর পুনরায় সুপারিশ করা হইলে আল্লাহ বলিবেন- যাহাদের অন্তরে অনু পরিমান ঈমান আছে তাহাদেরকে বাহির করিয়া আন। তাহারা তাহাই করিবে।

এই ভাবে নবীদের, ফেরেশতাদের ও মোমেনদের সুপারিশে গোনাহগার মোমেনগন বাহির হইয়া আসার পর আল্লাহ বলিবেন- এইবার আমার নিজের সুপারিশ বাকি। আল্লাহর রহমত দ্বারা একদল বাহির হইয়া যাইবে যাহারা আগুনে পুড়িয়া অঙ্গার হইয়া গিয়াছে। তাহাদিগকে একটি নহরে ফেলা হইবে যাহা হইতে তাহারা মতির ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া বাহির হইয়া আসিবে। তাহাদিগকে বেহেশতবাসীরা 'ওতাক্বাউর রহমান' বা 'পরম দয়ালু আল্লাহ তা'লার মুক্ত দল' আখ্যা দান করিবে। তাহাদিগকে কোন প্রকার নেক আমল ব্যতিরেকেই বেহেশতে পৌছান হইবে এবং বলা হইবে তোমাদের দৃষ্টি ও ধারনায় যে পরিমান আসিতে পারে সে পরিমান এবং

তৎসঙ্গে আরও তত পরিমান সুখ ভোগের নেয়ামত তোমাদিগকে দেওয়া হইল।

হাদীস- ২১০১। সূত্র-হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)- **মৃত শিশুর মাতা জান্নাতী।**

একদা মহিলাগণ নবী করীম (দঃ) এর নিকট আরজ করিলেন-পুরুষদের জন্য আপনার নিকটবর্তী হইতে পারি না। আপনি আমাদের জন্য একটি দিন নির্ধারিত করিয়া দিন। সেইমতে নবী করীম (দঃ) বিশেষভাবে তাহাদের জন্য এক দিনের ওয়াদা করিলেন। তিনি সেইদিন তাহাদের নিকট গিয়া ওয়াজ নসীহত করিলেন এবং শরীয়তের নির্দেশাবলী শুনাইলেন। তাহাদিগকে তিনি যেই সব নসীহত শুনাইলেন তন্মধ্যে ছিল- তোমাদের যে কেহ তিনটি শিশু সন্তানকে কেয়ামতের দিনের জন্য পাঠাইয়া দিবে তাহার জন্য ঐ শিশু সন্তানগুলি দোজখের অগ্নি হইতে ঢাল স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইবে। একজন স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসা করিল- দুইটি সন্তান হইলে? রসুল (দঃ) ফরমাইলেন-হ্যাঁ, দুইটি সন্তান হইলেও এইরূপ হইবে। [কেয়ামতের দিনের জন্য পাঠাইবে অর্থ মৃত্যু হইলে সবর করিবে।]

হাদীস- ২১০২ সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **শিশু সন্তান মারা গেলে পিতামাতা বেহেশতী।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- কোন মুসলমানের ৩টি শিশু সন্তান মারা গেলে তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ ও রহমতের কারনে আল্লাহতা'লা ঐ ব্যক্তিকে বেহেশতে প্রবেশ করাইবেন।

হাদীস- ২১০৩। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **তিনটি মৃত শিশুর কারনে বেহেশতী ।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- যে মুসলমানের তিনটি শিশু সন্তান মারা যাইবে সে দোজখে নিক্ষিপ্ত হইবে এমন হইতে পারে না। তবে কেবলমাত্র শপথ রক্ষার্থে১। (১। জাহান্নামে যাইবে অর্থে)

হাদীস- ২১০৪। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **বেহেশতে যাওয়ার উপায়।**

একদিন এক বেদুইন নবী করীম (দঃ) এর নিকট আসিয়া বলিল- আমাকে এমন কাজের কথা বলিয়া দিন যেন আমি বেহেশতে প্রবেশ করিতে পারি। তিনি বলিলেন- আল্লাহর এবাদত করিবে, তাহার সহিত কোন কিছু শরীক করিবে না, নামাজ কায়েম করিবে, জাকাত প্রদান করিবে এবং রমজানের রোজা রাখিবে। লোকটি বলিল- যাহার অধিকারে আমার প্রান তাহার শপথ করিয়া বলিতেছি- ইহার অতিরিক্ত আমি কিছুই করিব না। লোকটি চলিয়া গেলে নবী করীম (দঃ) বলিলেন- যে জান্নাতবাসীকে

YQADRI.BLOGSPOT.CO

দেখিয়া আনন্দ লাভ করিতে চায় সে যেন এই লোকটিকে দেখে। (তখনও যুদ্ধ করায় হয় নাই)

হাদীস-২১০৫। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- বেহেশতের সকল দরজার ডাক।

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- যে ব্যক্তি আল্লার রাস্তায় একজোড়া খরচ করিবে তাহাকে বেহেশতের সবগুলি দরজা হইতে ডাকিয়া বলা হইবে- হে আল্লাহর বান্দা! এইটি উত্তম। যে নামাজী তাহাকে নামাজের দরজা হইতে ডাকা হইবে, যে মোজাহীদ তাহাকে জেহাদের দরজা হইতে ডাকা হইবে, যে রোজাদার তাহাকে রাইয়ান নামক দরজা হইতে ডাকা হইবে, আর যে সদকাকারী তাহাকে সদকার দরজা হইতে ডাকা হইবে। এতদশ্রবনে আবু বকর (রাঃ) বলিলেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতামাতা উভয়েই আপনার জন্য কোরবান হউক। যাহাকে বেহেশতের ঐ সবগুলি দরজা হইতেই ডাকা হইবে তাহার জন্য ক্ষতির কোন কারণ নাই। কিন্তু প্রকৃতই কি কাহাকেও সবগুলি দরজা হইতে ডাকা হইবে? রসূল (দঃ) বলিলেন- হ্যাঁ হইবে। আর আমি আশা করি তুমি তাহাদের একজন হইবে।

হাদীস- ২১০৬। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- বেহেশতে অবস্থিত নেয়ামত।

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- আল্লাহতা'লা ঘোষণা দিয়াছেন যে আমি আমার নেক বান্দাদের জন্য এমন এমন নেয়ামত সমূহ তৈরী করিয়া রাখিয়াছি যাহা কোন চক্ষু দেখে নাই, কোন কর্ণ শুনে নাই, এমনকি কোন মানুষের মনে উহার কল্পনাও আসিতে পারে না। পবিত্র কোরআনের নিম্নলিখিত আয়াতটিতেই ইহার প্রমান রহিয়াছে "কোন ব্যক্তিই অবগত নহে যে, তাহাদের কৃতকর্মের প্রতিদানে তাহাদের নয়ন সমুহের পরিতৃপ্তির জন্য কি লুক্কায়িত রহিয়াছে। (পারা ২১ সুরা ৩২ আয়াত ১৭)

হাদীস- ২১০৭। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- বেহেশতে প্রথম প্রবেশকারীদের মর্য্যাদা।

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন-বেহেশতে যে দল প্রথম প্রবেশ করিবে তাহাদের চেহারা হইবে পূর্ণিমার চাঁদের মত উজ্জ্বল। ইহাদের পরবর্তী দলের চেহারা হইবে উজ্জ্বল তারকার মত। সবাই একদেহ একপ্রাণ হইয়া থাকিবে। তাহাদের মধ্যে কোন কোন্দল বা হিংসা বিদ্বেষ থাকিবে না। প্রত্যেক ব্যক্তির দুই জন করিয়া বিবি থাকিবে যাহাদের সৌন্দর্য্যের উজ্জ্বলতার দরুন মাংসপিন্ডের উপর হইতেই পায়ের নলাস্থিত মজ্জাও দেখা যাইবে। সকাল ও সন্ধ্যায় তাহারা আল্লাহর মহিমা বর্ণনায় রত থাকিবে। কখনও তাহারা রোগাক্রান্ত হইবে না কখনও তাহাদের নাকের সিকনী

ঝরিবে না বা থুথু আসিবে না। তাহাদের বরতন হইবে সোনা রূপার, চিরুনী হইবে স্বর্ন নির্মিত এবং তাহাদের আংটিগুলি মুক্তার ন্যায় চিক চিক করিতে থাকিবে। তাহাদের ঘাম হইবে কস্তুরির ন্যায় সুগন্ধযুক্ত।

হাদীস- ২১০৮। সূত্র- হযরত সাহলা (রাঃ)- **বেহেশতে প্রবেশকারীদের চেহারা উজ্জল হইবে।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- আমার উম্মত হইতে ৭০ হাজারের একটি দল বেহেশত লাভ করিবে। তাহারা একত্রে বেহেশতের দরজা অতিক্রম করিবে। তাহাদের চেহারা হইবে পূর্নিমার চাঁদের ন্যায় উজ্জল।

হাদীস- ২১০৯। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ) ও হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)- **বেহেশতের বৃক্ষ।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- বেহেশতের মধ্যে একটি বৃক্ষ আছে যাহার ছায়াতলে বিশেষ দ্রুতগামী অশ্বারোহী একশত বৎসর চলিয়াও উহা অতিক্রম করিতে পারিবে না।

হাদীস- ২১১০। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **বেহেশতে বিরাট বৃক্ষ।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- বেহেশতের মধ্যে একটি বৃক্ষ আছে অশ্বারোহী ব্যক্তি শত বৎসর উহার ছায়াতলে চলিতে পারিবে। কোরআন শরীফের আয়াত তেলাওয়াত কর-"বেহেশতে অতি দীর্ঘ ছায়ার ব্যবস্থা থাকিবে।" নবী করীম (দঃ) আরও বলিয়াছেন- বেহেশতের শুধু এক ধনু পরিমান অংশ সমগ্র জগত অপেক্ষা অধিক মূল্যবান।

হাদীস- ২১১১। সূত্র- হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)- **বেহেশতে উচ্চশ্রেণীর মর্য্যাদা।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- নিশ্চয়ই বেহেশতবাসীরা তাহাদের উর্ধের বালাখানার বাসিন্দাদেরকে এমন ভাবে দেখিতে পাইবে যেমন ভাবে তোমরা আকাশের পূর্ব কিম্বা পশ্চিম দিগন্তে একটি উজ্জল তারা দেখিতে পাও। ইহা তাহাদের মধ্যে মর্য্যাদার পার্থক্যের কারণে হইবে। সাহাবাগণ আরজ করিলেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঐটি নবীদের স্থান। অন্যেরাতো সেইখানে পৌছিতে পারিবে না। তিনি বলিলেন- সেই সত্তার কসম যাহার হাতে আমার প্রাণ, যাহারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনিবে এবং রসূলগনের প্রতি সত্যতা স্বীকার করিবে তাহারা সেইখানে পৌছিতে পারিবে।

হাদীস- ২১১২। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **বেহেশত দোজখের বিতর্ক ও দোজখের গভীরতা।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- বেহেশত ও দোজখের মধ্যে বিতর্ক হইলে দোজখ বলিল- ফখর ও গর্বকারী বড় বড় লোকেরা আমার ভাগে আসিবে। বেহেশত আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করিল- আমার ভাগে শুধু দুর্বল ও

YQADRI.BLOGS

নিম্নস্তরের বিবেচিত লোকগন কেন হইবে? আল্লাহ বলিয়াছেন- তুমি রহমতের স্থান। তোমার দ্বারা আমি বান্দাদেরকে রহমত দান করিতে ইচ্ছা করিব। আর দোজখকে বলিয়াছেন- তুমি আজাব ও শাস্তিদানের স্থান; আমি যাহাকে ইচ্ছা করিব তোমার দ্বারা শাস্তি দান করিব।

আল্লাহতা'লা তাহাদের উভয়কে ইহাও বলিয়াছেন- তোমাদের উভয়কে পূর্ন করার মত অধিবাসী দেওয়া হইবে। দোজখ পরিপূর্ন না হওয়ার দরুন অবশ্য আল্লাহ উহার উপর স্বীয় কুদরত দ্বারা চাপ দিবেন যাহার দরুন সে বলিতে বাধ্য হইবে যথেষ্ট হইয়াছে, যথেষ্ট হইয়াছে। বস্তুতঃ তখন দোজখের প্রশস্ততা ও গভীরতা কমিয়া গিয়া ভরিয়া যাইবে। আল্লাহতা'লা কোন জীবকে বিনা অপরাধে দোজখে ফেলিবেন না। পক্ষান্তরে বেহেশতকে পূর্ন করার জন্য নুতন মখলুক সৃষ্টি করিবেন।

হাদীস- ২১১৩। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ক্বায়স (রাঃ)- **বেহেশতের মনোরম বাগান এবং প্রভুর সাক্ষাত।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- বেহেশতে দুইটি বাগান থাকিবে যাহার পাত্রসমূহ ও সমস্ত জিনিষ রৌপ্য নির্মিত হইবে। অপর দুইটি বাগান থাকিবে যাহার পাত্র সমুহ ও সমুদয় জিনিষ স্বর্ণ নির্মিত হইবে। আর বেহেশতবাসীগন চিরস্থায়ী বেহেশতের মধ্যে প্রভুর দীদার লাভ করিবে এমন পরিচ্ছন্ন পরিবেশে যে, প্রভুর মহত্বের প্রভাবময় আভা ব্যতীত মধ্যস্থলে কোন প্রকার আবরন থাকিবে না। (সুরা আররাহমান)

হাদীস- ২১১৪। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **অন্ধ ব্যক্তির সবরের ফলে বেহেশত লাভ।**

আমি নবী করীম (দঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি- আল্লাহতা'লা বলিয়াছেন- আমি আমার কোন বান্দাকে তাহার অতি প্রিয় দুইটি বস্তুর[১] ব্যাপারে পরীক্ষায় ফেলার পর যদি সে সবর করে, বিনিময়ে আমি তাহাকে বেহেশত দান করিয়া থাকি। [১। চক্ষু]

হাদীস- ২১১৫। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-**আল্লাহর অনুগ্রহে বেহেস্ত।**

আমি রসুলুল্লাহ (দঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি-কোন ব্যক্তির নেক আমল কখনও তাহাকে বেহেশতে নিতে পারিবে না। লোকেরা বলিল-ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনাকেও না? তিনি বলিলেন- না, আমাকেও না ; যতক্ষন পর্যন্ত না আল্লাহর ফজল ও রহমত আমাকে ঘিরিয়া ফেলে। এইজন্য তোমরা মধ্যম পন্থা-সিরাতুল মুস্তাকিম- অবলম্বন করিয়া আল্লাহতা'লার নৈকট্য লাভের চেষ্টা করিয়া যাও। আর তোমাদের কেউ কখনও মৃত্যু কামনা করিও না। ভাল লোক হইলে বেশী বেশী নেক আমল করার সুযোগ পাইবে আর পাপী হইলে তওবা করার সুযোগ পাইবে।

হাদীস- ২১১৬। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)- সত্যবাদীতা বেহেশতে এবং মিথ্যা দোজখে পৌঁছায়।

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- নিশ্চয়ই সত্যবাদীতা নেকীর দিকে এবং নেকী জান্নাতের দিকে পরিচালিত করে। মানুষ সত্য বলিতে বলিতে শেষ পর্যন্ত সিদ্দীক[১] হইয়া যায়।

আর মিথ্যা বদ্‌আমলের দিকে এবং বদআমল জাহান্নামের দিকে পরিচালিত করে। মানুষ মিথ্যা বলিতে বলিতে শেষ পর্যন্ত জঘন্য মিথ্যাবাদী হইয়া যায় এবং মিথ্যাবাদী হিসাবে আল্লাহর দরবারে তাহার নাম লিপিবদ্ধ হইয়া যায়। [১। সত্যবাদী।]

হাদীস- ২১১৭। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- নামাজে বেহেশত ও দোজখ দেখানো।

একদা রসূলুল্লাহ (দঃ) নামাজ শেষে মিম্বরে আরোহন পূর্বক মসজিদের সম্মুখস্ত দেওয়ালের প্রতি ইশারা করিয়া বলিলেন- তোমাদেরকে লইয়া এই নামাজ পড়ার সময়ই আমাকে এই দেওয়ালের নিকটবর্তী বেহেশত ও দোজখের দৃশ্য দেখানো হইয়াছে। ভাল ও মন্দের এই তুলনা আর কখনও দেখি নাই।

হাদীস- ২১১৮। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)- বেহেশত ও দোজখ অতি নিকটবর্তী।

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- পাদুকার ফিতা পায়ের যত নিকটবর্তী মুসলমানের জন্য বেহেশত ততোধিক নিকটবর্তী এবং দোজখও।

হাদীস- ২১১৯। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে কায়স (রাঃ)- বেহেশতে মোমেন ব্যক্তির গৃহ।

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- বেহেশতের মধ্যে বিরাট একটি মতি খুঁড়িয়া তৈরী করা একটি বিশেষ গৃহ হইবে যাহার উচ্চতা ত্রিশ মাইল এবং প্রতি কোনে মোমেন ব্যক্তির জন্য এক একজন হুর থাকিবে। গৃহটি এত বিরাট যে উহার এক কোন হইতে অপর কোন দেখা যাইবে না।

হাদীস- ২১২০। সূত্র- হযরত সাহল (রাঃ)- বেহেস্তবাসীদের স্তর দূরে দূরে হইবে।

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- বেহেশতের নিম্নস্তরের লোকগন উহার উর্ধ্বতন মহল সমূহকে এইরূপ দেখিবে যেইরূপ তোমরা আকাশের পূর্ব-পশ্চিম কিনারায় উদিত নক্ষত্রকে দেখিতে থাক।

হাদীস- ২১২১। সূত্র- হযরত জাবের (রাঃ)- দোজখ ভোগের পর বেহেশতে যাওয়া লোক বাঁকা কোঁকড়ানো হইবে।

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- একশ্রেনীর লোক দোজখ হইতে সুপারিশ দ্বারা বাহির হইয়া আসিবে। তাহাদের শরীর কচি কাঁকড়ির[১] ন্যায় হইয়া যাইবে। [১। শশা জাতীয় বাঁকানো কোকানো তরকারী]

হাদীস- ২১২২। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- 'জাহান্নামী' আখ্যায়িত বেহেশতবাসী।

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- এক শ্রেণীর লোককে কিছুকাল আজাব ভোগের পর দোজখ হইতে বাহির করিয়া বেহেশতে প্রবেশ করানো হইবে। বেহেশতবাসীদের নিকট তাহারা জাহান্নামী বলিয়া আখ্যায়িত হইবে।

হাদীস- ২১২৩। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- দোজখীকে বেহেশত এবং বেহেশতীকে দোজখ দেখানো হইবে।

বেহেশত লাভকারীকে দোজখের ঐ স্থান পূর্বাহ্নে দেখানো হইবে বদকার হইলে তাহাকে যেইখানে রাখা হইত। সে ইহা দেখিয়া অধিক শোকর গুজারী করিবে। দোজখী ব্যক্তিকেও পূর্বাহ্নে বেহেশতের ঐ স্থান দেখানো হইবে নেককার হইলে তাহাকে যেইখানে রাখা হইত। ইহাতে সে অধিকতর দুঃখিত ও অনুতপ্ত হইবে।

হাদীস- ২১২৪। সূত্র- হযরত আসমা (রাঃ)- পেছন দিকে ফিরিয়া যাওয়ার পরিনাম।

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- আমি হাউজের নিকট উপস্থিত থাকিব। তোমাদের মধ্য হইতে আমার নিকট আগমনকারীদেরকে আমি দেখিব। আমার সম্মুখ হইতে কিছু লোককে পাকড়াও করিয়া নিয়া যাওয়া হইবে। আমি বলিব- হে প্রভু! ইহারা তো আমার উম্মত। বলা হইবে- আপনি কি জানেন- আপনার পরে তাহারা কি করিয়াছে আল্লাহর কসম- তাহারা সর্বদা পেছন দিকে ফিরিয়া যাইত।

হাদীস- ২১২৫। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)- দ্বীন বহির্ভূত নুতন কাজ করার ফল।

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- আমি হাউজে কাওসারে তোমাদের অগ্রগামী প্রতিনিধি। তোমাদের মধ্যকার কিছু লোককে উপস্থাপন করার পর তাহাদেরকে আমার সম্মুখ হইতে টানিয়া হেঁচড়াইয়া নিয়া যাওয়া হইবে। আমি বলিব- হে আমার প্রভু! ইহারা তো আমার সাহাবী[১]। আমাকে বলা হইবে- আপনি জানেন না, আপনার অবর্তমানে তাহারা কত নুতন কাজ[২] করিয়াছে। [১। উম্মত অর্থে, ২। দ্বীন বহির্ভূত]

হাদীস- ২১২৬। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- হাউজে কাওসারের বিশালত্ব।

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- তোমাদের সামনে আমার হাউজে কাওসার রহিয়াছে জারবা ও আজরুহ স্থানদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্বের[১] ন্যায়। [১। প্রায় ৪৮ মাইল]

হাদীস- ২১২৭। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- হাউজে কাওসারের বিশালত্ব ও পান পাত্রের সংখ্যা।

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- আমার হাউজের দূরত্ব ইয়েমেনদেশের 'আইলা' হইতে 'সানা'র দূরত্বের সমান এবং ইহার পান পাত্র সমূহের সংখ্যা আকাশের তারকারাজির সংখ্যার সমান।

হাদীস- ২১২৮। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **হাউজে কাওসারের বর্ণনা।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- আমার হাউজের প্রশস্ততা এক মাসের পথের সমান। উহার পানি দুধের চাইতে অধিক সাদা, উহার ঘ্রান মৃগনাভী হইতেও সুগন্ধি এবং উহার পান পাত্র সমূহ আকাশের নক্ষত্রের[১] ন্যায়। যে একবার উহা হইতে পান করিবে সে আর কখনও তৃষ্ণার্ত হইবে না। [১। সংখ্যায় বহু ও উজ্জ্বল]

হাদীস- ২১২৯। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **হাউজে কাওসারের বর্ণনা।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- বেহেশত ভ্রমনকালে[১] আমি হঠাৎ উভয় কিনারায় শুন্য গর্ভ মতির গম্বুজওয়ালা একটি ঝর্ণার নিকট উপস্থিত হইয়া জিব্রাইল (আঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম- ইহা কি? তিনি জবাব দিলেন- ইহাই আপনার প্রভু কর্তৃক আপনাকে দানকৃত কাওসার। ইহার গন্ধ[২] মৃগনাভীর ন্যায় সুগন্ধযুক্ত। [১। মে'রাজে, ২। মতান্তরে মাটি]

হাদীস- ২১৩০। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **বে'দাত সৃষ্টিকারীরা হাউজে কাওসারের কিনারায় আসিতে পারিবে না।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- আমার কিছু উম্মত হাউজে কাওসারের নিকট আমার নিকটবর্তী হইলে আমি তাহাদেরকে চিনিতে পারিব। আমার সম্মুখ হইতেই তাহাদিগকে টানিয়া নিয়া যাওয়া হইবে। তখন আমি বলিব- ইহারাতো আমার উম্মত। বলা হইবে- আপনি জানেন না, আপনার অবর্তমানে তাহারা কি সব নূতন পথ ও মত আবিষ্কার করিয়াছে।

হাদীস- ২১৩১। সূত্র- হযরত সাহল (রাঃ)- **বে'দাত সৃষ্টিকারীদেরকে বিতাড়িত করা হইবে।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- আমি তোমাদের পূর্বে হাউজের নিকট পৌঁছিব। যে ব্যক্তি আমার নিকট পৌঁছিবে, সে পানি পান করিবে। একবার পানি পান করিলে সে আর পিপাসার্ত হইবে না। আমার নিকট বিভিন্ন দল হাজির হইবে। আমি তাহাদিগকে চিনিতে পারিব। তাহারাও আমাকে চিনিতে পারিবে। অতঃপর তাহাদের[১] ও আমার মধ্যে আড়াল সৃষ্টি করিয়া দেওয়া হইবে। [১। বে'দাত সৃষ্টি কারীদের]

হাদীস- ২১৩২। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **সকাল বিকাল মসজিদে যাওয়ার সওয়াব।**

রসূল (দঃ) বলিয়াছেন- যে ব্যক্তি সকাল সন্ধ্যায় মসজিদে যাতায়াত করে, আল্লাহতালা জান্নাতে তাহার জন্য যাবের সংখ্যায় মেহমানদারীর সামগ্রী তৈরী করিয়া রাখেন।

হাদীস- ২১৩৩। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)- শেরেক করিলে জাহান্নামী।

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শেরেক করিয়া মৃত্যু বরন করে সে জাহান্নামে প্রবেশ করিবে। আমি[১] বলিতেছি যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক না করিয়া মারা যায় সে বেহেশতে প্রবেশ করিবে। [১। বর্ণনা কারী]

হাদীস- ২১৩৪। সূত্র- হযরত আবদুর রহমান ইবনে জোবায়ের (রাঃ)- আল্লাহর রাস্তায় গমনকারী জান্নাতী।

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- যাহার পদদ্বয় আল্লাহর রাস্তায় ধূলা মাখিবে অথচ তাহাকে জাহান্নাম স্পর্শ করিবে- এমন হইবে না।

হাদীস- ২১৩৫। সূত্র- হযরত উসামা (রাঃ)- দরিদ্রগন অধিক বেহেশতবাসী, নারীগন অধিক দোজখবাসী।

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- আমি জান্নাতের দরজায় দাঁড়াইয়া দেখিতে পাইলাম যে ইহাতে প্রবেশকারীদের অধিকাংশই দরিদ্র। ধনীগনকে প্রবেশদ্বারেই আটকাইয়া দেওয়া হইয়াছে[১] কিন্তু জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। আমি জাহান্নামের প্রবেশ দ্বারে দাঁড়াইয়া দেখিতে পাইলাম যে- অধিকাংশই নারী। [১। হিসাব নিকাশের জন্য]

হাদীস- ২১৩৬। সূত্র- হযরত এমরান (রাঃ)- জান্নাতীরা অধিকাংশ দরিদ্র এবং জাহান্নামীরা অধিকাংশ নারী।

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- আমি জান্নাতের দিকে তাকাইয়া দেখিলাম, ইহার অধিকাংশ বাসিন্দা হইতেছে দরিদ্র শ্রেনীর এবং আগুনের[১] দিকে তাকাইয়া দেখিলাম, ইহার অধিকাংশ বাসিন্দা হইতেছে নারী। [১। জাহান্নামের]

হাদীস- ২১৩৭। সূত্র- হযরত এমরান ইবনে হোসাইন (রাঃ)- অধিকাংশ দরিদ্র বেহেশতী, অধিকাংশ নারী দোজখী।

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- আমি বেহেশত এবং দোজখ সম্পর্কে অবহিত হইয়াছি। বেহেশতের অধিকাংশ অধিবাসী হইবে দরিদ্র আর দোজখের অধিকাংশ অধিবাসী হইবে নারী।

হাদীস- ২১৩৮। সূত্র- হযরত হারেস (রাঃ)- কোমল স্বভাবের অধিকারী বেহেশতী।

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- আমি কি তোমাদিগকে বেহেশতীদের পরিচয় বলিয়া দিব? তাহারা কোমল স্বভাবের, মানুষের নিকট দুর্বল[১] বলিয়া

পরিগণিত। তাহারা কোন বিষয়ে আল্লাহর কসম খাইলে আল্লাহ তাহা অবশ্যই পুরন করিয়া দেন।

আর আমি কি তোমাদিগকে জাহান্নামীদের পরিচয় বলিয়া দিব? তাহারা কঠোর স্বভাবের লোক, দাম্ভিক, অহঙ্কারী। [১। দৃঢ়চেতা অথচ কোমল স্বভাবের অর্থে।]

হাদীস- ২১৩৯। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **৭০ হাজার লোক বিনা হিসাবে বেহেশতে যাইবে।**

রসুল (দঃ) বলিয়াছেন-আমার উম্মতের মধ্যে সত্তর হাজার লোক বিনা হিসাবে[১] বেহেশতে যাইবে। তাহারা মন্ত্র তন্ত্র গ্রহন করিবে না। কোন বস্তুকে অশুভ বলিয়া গ্রহন করিবে না এবং আল্লাহতালার উপর পূর্ন মাত্রায় বিশ্বাস স্থাপন করিবে।

হাদীস- ২১৪০। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **৭০ হাজার নুরানী চেহারার উম্মত বেহেশতে প্রবেশ করিবে।**

রসুলুল্লাহ (দঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি- আমার উম্মত হইতে ৭০ হাজারের একটি দল বেহেশতে প্রবেশ করিবে।[১] তাহাদের নুরানী চেহারা পুর্নিমার চাঁদের ন্যায় ঝক্ ঝক্ করিতে থাকিবে। [১। বিনা বিচারে।]

হাদীস- ২১৪১। সূত্র- হযরত সাহল ইবনে সায়াদ (রাঃ)- **জবান ও জনেন্দ্রীয়ের হেফাজতকারী বেহেশতবাসী।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- যে ব্যক্তি দুইটি বস্তুকে সংযত রাখিবে আমি তাহার জন্য বেহেশত লাভের দায়ীত্ব গ্রহন করিব- (১) উভয় চোয়ালের মধ্যবর্তী বস্তু এবং (২) উভয় রানের মধ্যবর্তী বস্তু।

হাদীস-২১৪২। সূত্র- হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)- **বেহেশতবাসীদের মেহমানদারী।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- কেয়ামতের দিন সমগ্র ভূমন্ডল একটি রুটি হইয়া যাইবে। দস্তরখানের উপর তোমরা রুটিকে যেমন নাড়াচাড়া করিয়া থাক আল্লাহ'তালা কুদরতের হস্তে উহাকে সেইরূপ নাড়াচাড়া করিবেন। উক্ত রুটি দ্বারা আল্লাহতালা বেহেশতবাসীগনকে মেহমানদারী করিবেন।

এই আলোচনা শেষ হইতে না হইতেই এক ইহুদী আসিয়া বলিল- কেয়ামতের দিন বেহেশতে আগত লোকদের মেহমানদারী কি হইবে তাহা জানাইব কি? এই বলিয়া সে রসুল (দঃ) এর পূর্বকথনে বর্ণনা করা মতই বর্ণনা করিল। তখন রসুল (দঃ) আমাদের প্রতি তাকাইয়া হাঁসিলেন। তাঁহার সামনের দাঁত দেখা গেল। ঐ ইহুদী আরও বলিল- বেহেশতবাসীদের তরকারী হইবে গরু এবং এত বড় মাছ- যাহার কলিজার ছোট অংশটি সত্তর হাজার লোক খাইতে পারিবে।[১] [১। ইহুদী তাহার ধর্মগ্রন্থ তৌরীত হইতে বর্ণনা করিয়াছে।]

হাদীস- ২১৪৩। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)- **বেহেশতবাসীদের মাঝে উম্মতে মোহাম্মদীর সংখ্যা।**

একদা তাঁহার[১] সঙ্গে তাঁবুতে বসাকালীন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন- বেহেশত বাসীদের এক চতুর্থাংশ তোমরা হইবে- ইহাতে সন্তুষ্ট আছ কি? আমরা বলিলাম- সন্তুষ্ট আছি। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন- তোমরা এক তৃতীয়াংশ হইবে- ইহাতে অধিক সন্তুষ্ট আছ কি? আমরা বলিলাম- হ্যাঁ। তিনি শপথ করিয়া বলিলেন- আমি আশা রাখি তোমরা বেহেশত লাভকারীদের অর্ধেক হইবে। আরও জানিয়া রাখ-মুসলমান ছাড়া কেহই বেহেশতে যাইতে পারিবে না। আর মুসলমানদের পরিমান সেইরূপ যেইরূপ কালো রংয়ের ষাঁড়ের গায়ে একটি সাদা লোম বা লাল রংয়ের ষাঁড়ের গায়ে একটি কাল লোম। [১। নবী করীম (দঃ)।]

হাদীস- ২১৪৪। সূত্র- হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)- **বেহেশতবাসীদের মধ্যে রসুল (দঃ) এর উম্মতই অধিক।**

কেয়ামতের দিন আল্লাহতালার ডাকে আদম (আঃ) উপস্থিত হইয়া স্বীয় আনুগত্য প্রকাশ করিলে আল্লাহ বলিবেন-দোজখী দলকে বাছিয়া বাহির করুন। আদম (আঃ) জিজ্ঞাসা করিবেন- তাহাদের পরিমান কি? আল্লাহতালা বলিবেন- প্রতি হাজারে ৯৯৯ জন। ঐ সময় পবিত্র কোরআনের এই বর্ণনার দৃশ্য বাস্তবায়িত হইবেঃ- সেদিন তুমি দেখিবে যে, প্রত্যেক স্তন্যদায়িনী স্তন্যপায়ীদিগকে ভুলিয়া যাইবে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী স্বীয় গর্ভপাত করিবে এবং তুমি মানব মন্ডলীকে প্রমত্ত অবস্থায় দেখিবে- অথচ তাহারা প্রমত্ত নহে, কিন্তু আল্লাহর শাস্তি কঠোরতম। (পারা ১৭ সুরা ২২ আয়াত ২)

এই বয়ান শ্রবনের পর সাহাবাগন বলিলেন- ইয়া রসুলাল্লাহ! হাজারের মধ্যে বেহেশতী মাত্র একজন। আমাদের আর কে সেই একজন হইবে? তিনি বলিলেন- তোমরা সুসংবাদ গ্রহন করঃ ইয়াজুজ মাজুজের সংখ্যার তুলনায় মুসলমানের সংখ্যা দেখা হইলে হাজারে একজনই দাঁড়াইবে। আমি আশা করি তোমরা বেহেশতীদের এক তৃতীয়াংশ হইবে। ইহা শুনিয়া আমরা খুশীতে আল্লাহর প্রশংসা করিলাম ও তকবীর দিলাম। অতঃপর রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন- আমি আশা করি তোমরা মোট বেহেশতবাসীদের অর্ধেক হইবে অথচ তোমরা সমস্ত নবীদের উম্মতের সংখ্যার তুলনায় এতই নগন্য- যেন একটি কাল ষাঁড়ের গায়ে একটি সাদা লোম।

হাদীস- ২১৪৫। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **শতকরা নিরান্নব্বই জন জাহান্নামী।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম আদম (আঃ)কে ডাকা হইবে। তিনি সমস্ত মানব গোষ্ঠীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলে সকলকে জানানো হইবে যে, এই তোমাদের আদি পিতা। আদম (আঃ) সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহতালার দরবারে পূর্ন আনুগত্য প্রকাশ করিবেন। তখন বলা হইবে আপনি নিজেই সন্তানদের মধ্য হইতে জাহান্নামীদিগকে বাছিয়া বাহির করিয়া দিন। আদম (আঃ) জিজ্ঞাসা করিবেন- কি পরিমান বাছনীর মধ্যে আনিবে? আল্লাহতালা বলিবেন-প্রতি শতে নিরানব্বই জন। ইহা শুনিয়া এক

সাহাবী আরজ করিলেন- ইয়া রাসুলাল্লাহ (দঃ)! ৯৯ জন জাহান্নামের জন্য বাহির হইলে আর অবশিষ্ট কি থাকিবে? রসূল (দঃ) উত্তর করিলেন- অন্যান্য নবীদের উম্মতের সংখ্যার মোকাবেলায় তো আমার উম্মতের সংখ্যা নগন্য। যেমন- কালো ষাঁড়ের শরীরে একটি সাদা লোম।

হাদীস- ২১৪৬। সূত্র- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **বেহেশত ও দোজখবাসীরা অমর হইবে।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- বেহেশতবাসীদের বেহেশতে ও দোজখবাসীদের দোজখে যাওয়ার সর্বশেষ অবস্থায় মৃত্যুকে বেহেশত ও দোজখের মধ্যবর্তী স্থানে দাঁড় করাইয়া জবেহ করা হইবে। অতঃপর ঘোষনাকারী ঘোষনা করিবে- হে বেহেশতবাসীগন! তোমাদের আর মৃত্যু হইবে না; হে দোজখবাসীগন! তোমাদের আর মৃত্যু হইবে না। তখন বেহেশতবাসীগনের মধ্যে আনন্দ উল্লাস বৃদ্ধি পাইবে এবং দোজখবাসীগনের দুঃখভাবনা বৃদ্ধি পাইবে।

হাদীস- ২১৪৭। সূত্র- হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)- **আল্লাহ বেহেশতবাসীদের প্রতি সর্বদা সন্তুষ্ট থাকিবেন।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- আল্লাহতালা বেহেশতবাসীগনকে আহবান করিলে তাহারা উপস্থিত হইয়া আনুগতা নিবেদন করিবেন। আল্লাহতা'লা বলিবেন- তোমরা সন্তুষ্ট হইয়াছ কি? তাহারা বলিবেন- কেন সন্তুষ্ট হইব না? আপনি আমাদিগকে এত নেয়ামত দান করিয়াছেন যাহা অন্য কাউকেও দান করেন নাই। আল্লাহতা'লা বলিবেন- আমি তোমাদিগকে আরও উত্তম বস্তু দান করিব। তাহারা বলিবেন- হে পরওয়ার দেগার- আরও উত্তম বস্তু কি হইতে পারে? তিনি বলিবেন- তাহা হইল তোমাদের জন্য আমার এই ঘোষনা যে, সর্বদার জন্য তোমাদের প্রতি আমার সন্তুষ্টি ও রেজামন্দি রহিল- আমি তোমাদের প্রতি কখনও নারাজ হইব না।

হাদীস- ২১৪৮। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)- **বেহেশতে প্রবেশকারী সর্বশেষ ব্যক্তি।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- আমি ঐ ব্যক্তিকে জানি যে একেবারে শেষে দোজখ হইতে বাহির হইয়া একেবারে শেষে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। সে হামাগুড়ি দিয়া দোজখ হইতে বাহির হইয়া আসিবে। আল্লাহতা'লা বলিবেন- যাও, জান্নাতে প্রবেশ কর। সে জান্নাতের নিকট আসিলে তাহার নিকট জান্নাত পরিপূর্ন মনে হইবে। সে ফিরিয়া আসিয়া বলিবে- হে পরওয়ার দেগার! আমি জান্নাতকে পরিপূর্ন পাইয়াছি। তিনি বলিবেন- যাও, জান্নাতে প্রবেশ কর। সে আবার আসিবে এবং তাহার নিকট জান্নাত পরিপূর্ন মনে হইবে। সে ফিরিয়া আসিয়া বলিবে- হে প্রভু, আমি উহাকে পরিপূর্ন পাইয়াছি। তিনি আবার বলিবেন- যাও, জান্নাতে প্রবেশ কর। সেখানে তোমার জন্য দুনিয়ার সমান এবং আরও দশগুন জায়গা হইবে। সে বলিবে- আপনি কি আমার সাথে ঠাট্টা করিতেছেন? আপনিই তো বাদশাহ!

এই সময় রসূল (দঃ)কে দাঁত বিকশিত করিয়া হাঁসিতে দেখিলাম। ইহা নিম্নতম জান্নাতবাসীর অবস্থা।

হাদীস- ২১৪৯। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **অস্বীকারকারী ব্যক্তিরেকে সকল উম্মতই বেহেশতে যাইবে।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- একবার ও অস্বীকারকারী ব্যতীত আমার উম্মতের সকলেই বেহেশতে যাইতে পারিবে। অস্বীকারকারী কে জিজ্ঞাসার উত্তরে তিনি বলিলেন- যে আমার নাফরমানী করিবে।

হাদীস- ২১৫০। সূত্র- হযরত আবুজর গিফারী (রাঃ)- **শিরক না করিলে বেহেশতী।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- আমার প্রভুর নিকট হইতে আগমনকারী আমাকে এই সুসংবাদ দিয়াছেন যে, আমার উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করিয়া মারা যায় সে বেহেশতে প্রবেশ করিবে।

আমি[১] জিজ্ঞাসা করিলাম- যদিও সে জেনা বা চুরি করিয়া থাকে তবুও? তিনি[২] উত্তরে বলিলেন- যদিও সে জেনা করিয়া থাকে বা চুরি করিয়া থাকে। [১। আবুজর (রাঃ) ২। নবী করীম (দঃ)]

হাদীস- ২১৫১। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **ঈমানদার ধর্মপরায়ন ব্যক্তি জান্নাতী।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁহার রসূলের প্রতি ঈমান আনে, নামাজ কায়েম করে ও রোজা রাখে সে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করুক বা জন্মভূমিতে চুপচাপ বসিয়া থাকুক তাহাকে জান্নাত দান করা আল্লাহর জন্য কর্তব্য, হইয়া দাঁড়ায়। বলা হইল, এই সুসংবাদ কি আমরা লোকদেরকে জানাইব না? তিনি বলিলেন- আল্লাহ তাহার রাস্তায় জেহাদকারীদের জন্য একশতটি স্তর তৈরী করিয়া রাখিয়াছেন। প্রতি স্তরের মধ্যখানে আসমান ও জমিনের ব্যবধান। আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করিলে ফেরদাউসের জন্য প্রার্থনা কর। কেননা, ইহাই জান্নাতের সর্বোত্তম অংশ। ইহারই উপরিভাগে মহান আল্লাহর আরশ যেখান হইতে জান্নাতের নদীসমূহ প্রবাহিত হইতেছে।

হাদীস- ২১৫২। সূত্র- হযরত উসামা (রাঃ)- **আমলবিহীন উপদেশ দাতার শাস্তি।**

রসূলুল্লাহ (দঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি- কেয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে আনা হইবে এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে। তখন আগুনের তাপে তাহার নাড়ীভূড়ী বাহির হইয়া পড়িবে এবং সে এমন ভাবে ঘুরিতে থাকিবে যেমন ভাবে গাধা তাহার চাকা নিয়া ঘুরিতে থাকে। দোজখবাসীরা তাহার নিকট জড়ো হইয়া বলিবে- তোমার এই অবস্থা কেন? তুমি না আমাদেরকে সৎ

কাজের আদেশ এবং অন্যায় কাজের নিষেধ করিতে? সে বলিবে- আমি তোমাদেরকে ভাল কাজের আদেশ করিতাম অথচ আমিই তাহা করিতাম না, আবার অন্যায় কাজের নিষেধ করিতাম অথচ আমিই তাহাতে লিপ্ত হইতাম।

হাদীস- ২১৫৩। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **দোজখে সর্বাপেক্ষা কম শাস্তিভোগকারী শাস্তির বিনিময়ে সমগ্র দুনিয়া দিতে চাহিবে।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- আল্লাহত'লা জাহান্নামীদের মধ্যে সবচাইতে কম দন্ড ও সহজ আজাব ভোগকারীকে জিজ্ঞাসা করিবেন- দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ যদি তোমার হইয়া যায় তবে এই আজাবের বিনিময়ে তুমি তাহা দিয়া দিবে কি? সে জবাব দিবে-হ্যাঁ। তখন আল্লাহত'লা বলিবেন- যখন তুমি আদম (আঃ) এর পৃষ্টদেশে ছিলে তখন আমি তোমার নিকট হইতে ইহার চাইতে অতি সহজ একটি জিনিষ চাহিয়াছিলাম- 'আমার সাথে কাহাকেও শরীক করিও না।' কিন্তু তুমি অস্বীকার করিলে এবং শিরকে লিপ্ত হইলে।

হাদীস- ২১৫৪। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **দোজখ আরও চাহিলে তাহাকে সঙ্কুচিত করা হইবে।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- দোজখীকে দোজখে নিক্ষেপ করা হইবে। দোজখ বলিতে থাকিবে- আর আছে কি? অবশেষে আল্লাহতালা চাপ প্রয়োগ করিয়া দোজখকে সঙ্কুচিত করিবেন। তখন সে বলিবে- যথেষ্ট হইয়াছে। প্রসঙ্গত কোরআনের আয়াত 'সেইদিন আমি জাহান্নামকে বলিব- তুমি কি পরিপূর্ন হইয়াছ? এবং উহা বলিবে, আরও অধিক আছে কি?' (পারা ২৬ সূরা ৫০ আয়াত ৩০)

হাদীস- ২১৫৫। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **প্রচন্ডতম গরম ও ঠান্ডা।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- গরমের প্রচন্ডতা বাড়িলে নামাজ বিলম্ব করিয়া ঠান্ডায় আদায় কর। কেননা, গরমের প্রচন্ডতা জাহান্নামের তেজক্রিয়তার জন্য বাড়ে। জাহান্নাম অভিযোগ করিয়া বলিল- হে আমার প্রভু! আমার এক অংশে আরেক অংশকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। সুতরাং আল্লাহ জাহান্নামকে একবার শীতে ও একবার গ্রীষ্মে শ্বাস ফেলার অনুমতি দিলেন। আর উহাই প্রচন্ডতম গরম ও প্রচন্ডতম শীত- যাহা তোমরা অনুভব কর।

হাদীস- ২১৫৬। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **দোজখের আগুনের তাপ ৭০ গুন।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- তোমাদের অগ্নি দোজখের তুলনায় ৭০ ভাগের একভাগ মাত্র। একব্যক্তি আরজ করিল- ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমাদের

YOANDBLOGSPOT

অগ্নিই তো যথেষ্ট ছিল। তিনি বলিলেন- দোজখের অগ্নিতে বর্তমান অগ্নির বর্তমান তাপসহ আরও ৬৯ গুন অধিক তাপ থাকিবে।

হাদীস- ২১৫৭। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- দোজখ চিত্তাকর্ষক কার্য্যাবলী দ্বারা ঘেরা।

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- দোজখকে ঘিরিয়া রাখা হইয়াছে চিত্তাকর্ষক কার্য্যাবলী দ্বারা[১] আর বেহেশতকে ঘিরিয়া রাখা হইয়াছে আকর্ষনহীন কার্য্যাবলী দ্বারা।[২] [১। দুনিয়ার চিত্তকর্ষক কার্য্য দোযখের দিকে টানে। ২। দুনিয়ার আকর্ষণ বিহীন কার্য্য বেহেশতের দিকে টানে।]

হাদীস- ২১৫৮। সূত্র- হযরত নোমান (রাঃ)- দোজখের সবচাহিতে কম আজাব।

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- কেয়ামতের দিন দোজখীদের মধ্যে সর্বাধিক কম আজাব যে ব্যক্তির হইবে, তাহার পায়ের তলায় দোজখের আগুনের দুইটি অঙ্গার রাখিয়া দেওয়া হইবে- যাহার দরুন তাহার মাথার মগজ পর্যন্ত টগবগ করিবে- যেইরূপ মুখে ঢাকনা বিশিষ্ট ডেকচির ভিতর রন্ধন বস্তু টগবগ করিয়া থাকে।

হাদীস- ২১৫৯। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- কার্য্যত ইসলামের বিরুদ্ধবাদীরা দোজখে যাইবে।

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- আমি দন্ডায়মান অবস্থায়[১] একদল পরিচিত লোক দেখিতে পাইব। একব্যক্তি বাহির হইয়া বলিবে[২]- আসুন। আমি বলিব- কোথায়? সে বলিবে- আল্লাহর কসম! জাহান্নামের দিকে। আমি বলিব- তাহাদের কি অবস্থা? সে বলিবে- আপনার পরে ইহারা পশ্চাতে ফিরিয়া গিয়াছে। পুনরায় আরেকটি চেনা দলকে দেখিতে পাইব। আবার একব্যক্তি বাহির হইয়া বলিবে[৩]- আসুন। আমি বলিব কোথায়? সে বলিবে- আল্লাহর কসম! জাহান্নামের দিকে। আমি বলিব তাহাদের কি অবস্থা? সে জবাব দিবে- তাহারা মোরতাদ হইয়া পেছনে ফিরিয়া গিয়াছিল। অতি নগন্য সংখ্যক ব্যতীত তাহারা নাজাত পাইবে বলিয়া মনে হয় না। [১। হাউজের নিকট ; ২। লোকদেরকে ৩। লোকদেরকে]

হাদীস- ২১৬০। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- দোজখবাসীর অধিকাংশ নারী।

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- আমাকে দোজখ দেখানো হইয়াছে। তখন আমি দেখিয়াছি- দোজখবাসীদের অধিকাংশই নারী। কারন, তাহারা কুফুরি বেশী করিয়া থাকে। জিজ্ঞাসা করা হইল- তাহারা কি আল্লাহর কুফুরি করিয়া থাকে? নবী করীম (দঃ) উত্তরে বলিলেন- স্বামীর কুফুরি এবং উপকারের কুফুরি করিয়া থাকে। নারীজাতির স্বভাব এই যে যদিও তুমি

একযুগ তাহার উপকার কর; তোমার কোন ত্রুটির জন্য সে বলিবে- আমি কখনও তোমার নিকট হইতে ভাল কিছু পাইলাম না।

হাদীস- ২১৬১। সূত্র- হযরত আবু বকরা (রাঃ)- **হত্যাকারী ও নিহত উভয়ই জাহান্নামী।**

রসুল (দঃ) বলিয়াছেন- যদি দুই দল মুসলমান তরবারী হাতে লইয়া পরস্পর ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হয় তখন হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি উভয়ই দোজখের উপযুক্ত বলিয়া সাব্যস্ত হইয়া যায়। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম- ইয়া রসূলুল্লাহ (দঃ)! হত্যাকারী ব্যক্তি দোজখের অধিবাসী হইবে, ইহা বোধগম্য; কিন্তু নিহত ব্যক্তি দোজখের উপযুক্ত হইবে কেন? হুজুর (দঃ) উত্তরে বলিলেন-কারন, নিহত ব্যক্তিও যখন তরবারী হাতে যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়াছিল, তখন তাহারও ইচ্ছা ছিল যে সে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যা করিবে।

হাদীস- ২১৬২। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **অধিক ঝগড়া বিবাদকারী আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা ঘৃনিত।**

নবী করীম (দঃ.) বলিয়াছেন- আল্লাহত'লার নিকট সর্বাপেক্ষা ঘৃনিত ঐ ব্যক্তি যে অধিকতর ঝগড়া বিবাদকারী।

হাদীস- ২১৬৩। সূত্র- হযরত উম্মে সালমা (রাঃ)- **মিথ্যা মোকদ্দমায় জয়লাভকারী দোজখের টুকরা লাভ করে।**

নবী করীম (দঃ) তাঁহার কামরার দরজার নিকট ঝগড়ার শব্দ শুনিয়া বাহির হইয়া আসিয়া বলিলেন- আমি একজন মানুষ। আমার নিকট যে সকল বিবাদকারীরা আসে তাহাদের মধ্যে একজন অন্যজন অপেক্ষা অধিকতর বাকপটু হওয়ার কারণে আমি মনে করিতে পারি যে সে সত্য বলিয়াছে এবং সে অনুযায়ী আমি তাহার পক্ষে রায় দেই। এইরূপ বিচারে যদি আমি অন্যের হক তাহাকে দেই তবে তাহা দোজখের একটি টুকরা। এখন সে তাহা গ্রহন করুক আর নাই করুক।

হাদীস-২১৬৪। সূত্র- হযরত সাহল ইবনে সায়াদ সায়েদী (রাঃ)- **বাহ্যিক দৃষ্টিতে জান্নাতীও প্রকৃত পক্ষে জাহান্নামী।**

মুসলমান ও মোশরেকদের মধ্যে এক ভয়াবহ যুদ্ধ শেষে রসূলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার সেনাদলে প্রত্যাবর্তন করার পর এক ব্যক্তি সম্বন্ধে বলা হইল- সে মোশরেকদের বিচ্ছিন্ন ও পলায়নপর সকলকেই পশ্চাদ্ধাবন পূর্বক তরবারী দ্বারা হত্যা করিয়াছে। আজ কেহই তাহার মত যুদ্ধ করিতে সক্ষম হয় নাই। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন- সে জাহান্নামী হইবে। প্রকৃত অবস্থা জানার জন্য একজন তাহার সঙ্গ নিয়া থাকিয়া দেখিল যে লোকটি মারাত্মক ভাবে আহত হওয়ার কারণে সত্বর মৃত্যু কামনা করিতে থাকিল এবং তরবারীর বাঁট মাটিতে রাখিয়া তীক্ষ্ণ দিক বুকের সাথে লাগাইয়া ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আত্মহত্যা করিল। অনুসরণকারী রসূলুল্লাহ (দঃ) এর নিকট আসিয়া বলিল-

YOADRI.BLOGSPOT.CO

আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে আপনি অবশ্যই আল্লাহর রসুল। ব্যাপার কি জানিতে চাহিলে লোকটি বলিল- যে লোকটি সম্বন্ধে আপনি জাহান্নামী হইবে বলিয়াছেন তাহা অনেকেই অস্বাভাবিক মনে করাতে আমি তাহাদিগকে বলিয়াছিলাম যে তাহাকে অনুসরণ করিয়া তাহার পূর্ণ খবর আমি তাহাদিগকে জানাইব। অতঃপর আমি তাহাকে অনুসরণ করিলাম এবং দেখিলাম যে লোকটি মারাত্মকভাবে আহত হওয়ার ফলে সত্বর মৃত্যু কামনা করিতেছিল এবং তরবারীর বাঁট মাটিতে রাখিয়া তীক্ষ্ণ প্রান্ত স্বীয় বক্ষে গাঁথিয়া আত্মহত্যা করিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন- বাহ্যিক বিচারে অনেক সময় এক ব্যক্তি জান্নাতবাসীর মত আমল করিতে পারে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে জাহান্নামী। আবার বাহ্যিক বিচারে কেহ হয়ত জাহান্নামী হওয়ার উপযোগী আমল করিতে পারে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে জান্নাতী।

হাদীস-২১৬৫। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-বদকার লোক দ্বারা ও ইসলামের উপকার হইতে পারে।

এক জেহাদে আমরা রসুলুল্লাহ (দঃ) এর সঙ্গে ছিলাম। মুসলিম দলভুক্ত এক ব্যক্তি সম্পর্কে রসুল (দঃ) বলিলেন- সে দোজখী হইবে। জেহাদ আরম্ভ হইলে সে অতিশয় তৎপরতার সাথে লড়াই করিয়া ভীষণভাবে আহত হইল। রসুল (দঃ)কে বিষয়টি জানানো হইলে তিনি এইবারও বলিলেন- সে জাহান্নামী। বিষয়টি সম্পর্কে কাহারও কাহারও সংশয় হইল। রাত্রিবেলা সে আঘাতের যন্ত্রণায় আত্মহত্যা করিয়া বসিল। নবী করিম (দঃ)কে এই সংবাদ জানানো হইলে তিনি বলিলেন- আল্লাহ আকবার! উহা দ্বারাও প্রমাণ হইল যে আমি আল্লাহর বান্দা ও রসুল। তিনি বেলাল (রাঃ)কে এই ঘোষণা প্রচারের আদেশ দিলেন- ইসলামের অনুসারী নয় এমন ব্যক্তি বেহেশতে প্রবেশ করিবে না। কেবলমাত্র ইসলামের অনুসারীই বেহেশতে যাইবে। অবশ্য আল্লাহতালা বদকার লোক দ্বারাও ইসলামের সাহায্য করাইয়া থাকেন।

হাদীস- ২১৬৬। সূত্র- হযরত খাওলা (রাঃ)- জাতীয় ধনভান্ডারের স্বেচ্ছাচারিতাকারী জাহান্নামী।

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- জাতীয় ধনভান্ডার একমাত্র আল্লাহর আদেশ নিষেধের ভিত্তিতে বন্টিত হইবে। যে কেহ ইহা বন্টনে স্বেচ্ছাচারিতা প্রয়োগ করে তাহার জন্য কেয়ামতের দিন জাহান্নাম অবধারিত।

হাদীস- ২১৬৭। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- গনিমতের মাল আত্মসাৎকারী জাহান্নামী।

খায়বর জয়ের পর সোনা চান্দি হাসিল হইল না। কেবল গরু, বকরি, উট, নানাপ্রকার দ্রব্য ও বাগবাগিচা হাসিল হইল। খায়বর জয়ের পর তথা হইতে 'ওয়াদিল কোরা' যাত্রাকালে মেদআম নামক ক্রীতদাস রসুল (দঃ) এর যানবাহনের জিন খোলাকালীন অজ্ঞাত তীরের আঘাতে মৃত্যুবরণ করায়

পর তাহার শাহাদত বরণ সৌভাগ্যময় বলা হইলে রসূল (দঃ) বলিলেন- সে দোজখে কেন যাইবে না? আমি ঐ আল্লাহর শপথ করিয়া বলিতেছি- যাহার হাতে আমার প্রাণ, যে চাদরটি সে গনিমতের অংশ হিসাবে লাভ না করিয়াও অধিকার করিয়াছে, উহা শিখাযুক্ত অগ্নি হইয়া তাহাকে দগ্ধ করিতেছে। ইহা শুনিয়া একব্যক্তি এক বা দুইটি সেন্ডেলের ফিতা উপস্থিত করিয়া বলিয়াছিলেন-- ইহা আমি রাখিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন- ইহা তোমার জন্য আগুনের ফিতা ছিল।

হাদীস- ২১৬৮। সূত্র- হযরত সাঈদ ইবনে জোবায়ের (রাঃ)- **হত্যাকারী জাহান্নামী।**

'যে ব্যক্তি কোন বিশ্বাসীকে ইচ্ছাকৃত ভাবে হত্যা করিবে তাহার প্রতিফল হইবে জাহান্নাম। তথায় সে চিরকাল থাকিবে এবং তাহার উপর আল্লাহ ক্রুদ্ধ হইয়াছেন ও লানত করিয়াছেন এবং তাহার জন্য ভীষন আজাব প্রস্তুত করিয়াছেন।' (পারা ৫ সূরা ৪ আয়াত ৯৩) এই আয়াত সম্পর্কে ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন- এই আয়াত শরীয়তের সর্বশেষ সিদ্ধান্ত। ইহার পরিবর্তনকারী অপর কোন আয়াত নাজেল হয় নাই।

হাদীস- ২১৬৯। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **অসংযত কথা দোজখে ফেলে।**

নবী করীম (দঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি- মানুষ অসংযত ভাবে এমন কথা বলিয়া ফেলে যাহার দরুন সে দোজখের মধ্যে দুনিয়ার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত দূরত্বের গভীরতায় পতিত হইবে।

হাদীস- ২১৭০। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **কাফেরদের শাস্তি প্রদানের জন্য তাহাদিগকে প্রস্তুত করা হইবে।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- কাফেরদের দুই কাঁধের ব্যবধান দ্রুতগামী অশ্বারোহীর তিন দিনের পথ হইবে।

YQADRI.BLOGSPOT.COM

১৯। ব্যবসা- ঋন- সম্পত্তি

হাদীস-২১৭১। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **হজ্বের মৌসুমে ব্যবসা করা।**

জাহেলীযুগে 'যুল মাজায' ও 'উকায' নামক স্থানে লোকদের ব্যবসা কেন্দ্র ছিল। ইসলামের আগমনের পর মুসলমানগণ সেখানে ক্রয় বিক্রয় অসঙ্গত মনে করিলে আয়াত নাজেল হইল, 'তোমরা স্বীয় প্রতিপালক হইতে করুনা অন্বেষণ করিলে কোন দোষ নাই' (পারা ২ সূরা ২ আয়াত ১৯৮)

হাদীস-২১৭২। সূত্র- হযতর আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ)- **ব্যবসায়ের সাফল্য**

মদীনায় আগমন করিলে নবী করীম (দঃ) আমার ও সায়াদ ইবনে রাবী (রাঃ) এর মধ্যে ভ্রাতৃ সম্বন্ধ পাতাইয়া দিলেন। আমার ভাই সায়াদ আমাকে বলিলেন- আনসারদের মধ্যে আমি সর্বাপেক্ষা ধনী। আমার দুইটি স্ত্রী রহিয়াছে। আমি আমার সম্পত্তির অর্ধেক আপনাকে দিয়া দিলাম। আমার স্ত্রীদের মধ্যে যাহাকে আপনার পসন্দ হয় তাহাকে আমি আপনার জন্য তালাক দিতে রাজী আছি। ইদ্দতের পর আপনি তাহাকে বিবাহ করিতে পারিবেন। আমি বলিলাম- ঐ সবে আমার প্রয়োজন নাই। নিকটে কোন ব্যবসা কেন্দ্র আছে কি? সায়াদ (রাঃ) বলিলেন- কায়নুকার বাজার আছে। পরদিন আমি বাজারে গিয়া ক্রয় বিক্রয় লব্ধ লাভ দ্বারা পনির ও ঘি কিনিয়া আনিলাম এবং প্রতিদিনই বাজারে যাইতে লাগিলাম। অল্প কিছু দিন পরই রসূল (দঃ) এর নিকট আসিলাম যখন আমার শরীরে সদ্য বিবাহের চিহ্ন পরিস্ফুটিত ছিল। রসূল (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন- বিবাহ করিয়াছ কি? বলিলাম- হ্যাঁ। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন- কাহাকে বিবাহ করিয়াছ? বলিলাম- এক আনসার মহিলাকে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন- মোহর কত দিয়াছ? বলিলাম- একদানা পরিমান স্বর্ণ। নবী করীম (দঃ) বলিলেন- একটি বকরি দিয়া হইলেও ওলিমার ব্যবস্থা কর।

হাদীস- ২১৭৩। সূত্র- হযরত জাবের (রাঃ)- **কোমল ব্যবহারের ব্যক্তির জন্য রহমত।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- যে ক্রয় বিক্রয় ও নিজের পাওনা আদায়ের সময় রূঢ়তা পরিহার করিয়া নম্রতা ও সহনশীলতা দেখায় তাহার উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হওয়া সুনিশ্চিত।

হাদীস- ২১৭৪। সূত্র- হযরত হাকীম ইবনে হেজাম (রাঃ)- **ক্রয় বিক্রয় বাতিল একতরফা নয়।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- ক্রেতা বিক্রেতা ক্রয় বিক্রয় সাব্যস্ত করার পর বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত বাতিলের এখতিয়ার উভয়ের থাকে। যদি

তাহারা উভয়েই সত্য কথা বলে এবং দোষ ত্রুটি ঢাকিয়া না রাখে তবে উভয়কেই বরকত দান করা হয়। আর যদি মিথ্যা বলে এবং দোষ গোপন করে তাহা হইলে ক্রয় বিক্রয়ের বরকত ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

হাদীস- ২১৭৫। সূত্র- হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)- **একই দ্রব্য বিনিময়ে কমবেশী নিষিদ্ধ।**

আমাদিগকে মিশ্রিত খোরমা দান দেওয়া হইত। আমরা দুই ধামার সাথে এক ধামার বিনিময়ে বিক্রয় করিতাম। নবী করীম (দঃ) বলিলেন- এক জাতীয় বস্তুর বিনিময়ে এক ধামার পরিবর্তে দুই ধামা প্রদান করা বা এক দেরহামের বিনিময়ে দুই দেরহাম প্রদান করা জায়েজ নহে।

হাদীস- ২১৭৬। সূত্র- হযরত আওন ইবনে আবু হোজাইফা (রাঃ)- **কয়েক প্রকার পেশা ও সুদ গ্রহণ নিষিদ্ধ।**

আমার পিতার আদেশে একজন ক্রীতদাসের রক্ত মোক্ষণের যন্ত্রপাতি ধ্বংস করা হইলে তাঁহাকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল যে নবী করীম (দঃ) কুকুর ও রক্ত বিক্রয় করিয়া মূল্য গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তাছাড়া উল্কি অংকন ও তাহা গ্রহন এবং সুদ দেওয়া নেওয়া এবং চিত্র[১] অংকনকারীর প্রতিও তিনি লানত বর্ষন করিয়াছেন। (১। প্রাণীর চিত্রাঙ্কন)

হাদীস- ২১৭৭। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রাঃ)- **অধিক মূল্যের মিথ্যা কসম খাওয়া।**

একব্যক্তি ক্রেতাকে ধোকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে কসম খাইয়া বলিল যে তাহার দ্রব্যের এত মূল্য বলা হইয়াছে অথচ তাহা বলা হয় নাই। তখন নাজেল হইল- যাহারা আল্লাহর সাথে ওয়াদা ও স্বীয় শপথ সামান্য মূল্যে বিক্রয় করে পরলোকে তাহাদের কোনই অংশ নাই এবং আল্লাহ তাহাদের সাথে কথা বলিবেন না ও উত্থান দিবসে তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন না এবং তাহাদের জন্য রহিয়াছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (পারা ৩ সূরা ৩ আয়াত ৭৭)

হাদীস- ২১৭৮। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **মিথ্যা কসমের কুফল।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- মিথ্যা কসম বস্তুর বিক্রয় চালু করে বটে কিন্তু বরকত ও উন্নতি মুছিয়া ফেলে।

হাদীস-২১৭৯। সূত্র- হযরত আমর ইবনে দীনার (রাঃ)- **ছোঁয়াছে রোগাক্রান্ত পশু বিক্রয়।**

নাওয়াস নামক এক ব্যক্তির অংশীদার পিপাসা রোগাক্রান্ত একটি উট ইবনে ওমর (রাঃ) এর নিকট বিক্রয় করিল। বিক্রয়ের পর অংশীদার তাহার নিকট ক্রেতার বর্ণনা দিয়া উটটি বিক্রয়ের কথা জানাইলে সে বলিল, আফসোস! আল্লাহর শপথ, ইনি তো ইবনে ওমর (রাঃ)। অতঃপর তাঁহার

YOADRI-BLOGSPOT.C

নিকট নিয়া বলিলেন- আমার অংশীদার আপনাকে চিনিতে পারে নাই। সে আপনার নিকট পিপাসা রোগে আক্রান্ত একটি উট বিক্রয় করিয়াছে। তিনি বলিলেন- ইহাকে নিয়া যাও। ইহাকে নিয়া যাইতে থাকিলে তিনি আবার বলিলেন- রাখিয়া যাও। রসুলুল্লাহ (দঃ) এর সিদ্ধান্তে আমি সন্তুষ্ট। তিনি বলিয়াছেন- ছোঁয়াছে বলিয়া কোন রোগ নাই।

হাদীস- ২১৮০। সূত্র- হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ)- **রক্তমোক্ষন ব্যবসা বৈধ।**

আবু তাইয়েবা রসুল (দঃ) এর রক্তমোক্ষন করিলে তিনি তাহাকে এক সা' খেজুর দিতে আদেশ করিলেন এবং তাহার মনিবকে তাহার প্রতিদিনের খারাজ[১] হ্রাস করার আদেশ দিলেন। (১। নির্দিষ্ট পরিমান দেয় অর্থ)

হাদীস- ২১৮১। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- রক্তমোক্ষন বৈধ।

নবী করীম (দঃ) রক্তমোক্ষন করাইয়াছিলেন এবং রক্তমোক্ষনকারী ব্যক্তিকে পারিশ্রমিকও প্রদান করিয়াছিলেন। যদি রক্তমোক্ষন করা হারাম হইত তাহা হইলে তিনি তাহাকে পারিশ্রমিক দিতেন না।

হাদীস- ২১৮২। সূত্র- হযরত আমর ইবনে আমের (রাঃ)- **রক্তমোক্ষন কাজের পারিশ্রমিক প্রদান।**

আনাস (রাঃ) বলিয়াছেন- নবী করীম (দঃ) রক্তমোক্ষন করাইতেন এবং কাহাকেও পারিশ্রমিক কম দিতেন না।

হাদীস- ২১৮৩। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **বাজার ভিন্ন অন্যত্র ক্রয়স্থলে বিক্রয় নিষেধ।**

রসুল (দঃ) এর যুগে দেখিয়াছি যাহারা বাজার হইতে বাহিরে অগ্রগামী হইয়া লট হিসাবে খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিয়া নেওয়ার ব্যবস্থা করিত রসুল (দঃ) তাহাদিগকে এই বলিয়া বাধা দান করার জন্য লোক পাঠাইতেন যেন তাহারা ক্রয়কৃত দ্রব্য বাজারে বা প্রকাশ্য বিক্রয় কেন্দ্রে আনার পূর্বে ক্রয় স্থলেই বিক্রয় না করে। এই বাধা নিষেধ অমান্যকারীদের জন্য বেত্রদন্ডের বিধানও ছিল।

হাদীস- ২১৮৪। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **ক্রয় বিক্রয় সাব্যস্ত হওয়া**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- ক্রেতা ও বিক্রেতার ক্রয় বিক্রয় বাতিলের এখতিয়ার ততক্ষন থাকে যতক্ষন তাহারা উভয়ে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন না হয় অথবা ক্রয় বিষয়টি শর্তাধীনে না হয়। ইবনে ওমর (রাঃ) এর কোন খরিদকৃত দ্রব্য পসন্দ হইলে তিনি বিক্রেতার নিকট হইতে দ্রুত বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেন।

হাদীস- ২১৮৫। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **ক্রীতদ্রব্য হস্তগত হওয়ার পূর্বে বিক্রয় নিষেধ।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) কোন খাদ্য বস্তু স্বীয় আয়ত্তাধীনে আনিবার পূর্বে বিক্রয় করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

হাদীস- ২১৮৬। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **ক্রীতদ্রব্য হস্তগত হওয়ার পূর্বে বিক্রয় নিষেধ।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- কেহ কোন খাদ্য বস্তু ক্রয় করিলে বিক্রেতার নিকট হইতে উহা আদায় করিয়া লওয়ার পূর্বে বিক্রয় করিবে না।

হাদীস- ২১৮৭। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **একের কথা চলাকালীন অন্যের ক্রয় করা নাজায়েজ।**

রসুল (দঃ) বলিয়াছেন- তোমাদের কেউ যেন তাহার ভাইয়ের দামের উপর দাম চড়াইয়া কোন জিনিষ খরিদ না করে।

হাদীস- ২১৮৮। সূত্র- হযরত জাবের (রাঃ)- **নিলামের মাধ্যমে ক্রয় বিক্রয়।**

একব্যক্তি তাহার ক্রীতদাসকে নিজের মৃত্যুর পর কার্যকর হওয়ার শর্তে আজাদ করিয়া দিয়াছিল। ইতিমধ্যে সে দরিদ্র হইয়া পড়িল। নবী করীম (দঃ) ক্রীতদাসটিকে নিজের নিকট নিলেন এবং কেহ খরিদ করিবেন কিনা জানিতে চাহিলেন। নুয়াইম ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) উহাকে তাঁহার নিকট হইতে খরিদ করিলে নবী করীম (দঃ) ক্রীতদাসটিকে তাঁহার হাতে সোপর্দ করিলেন।

হাদীস- ২১৮৯। সূত্র- হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)- **দাম বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে দাম বলা নিষেধ।**

নবী করীম (দঃ) অযথা দর দাম করিয়া মূল্য বৃদ্ধি করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

হাদীস- ২১৯০। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **অস্তিত্বহীন বস্তুর ক্রয় বিক্রয় নিষেধ।**

কোন পশুর বাচ্চুরের বাচ্চুর বিক্রয় করাকে রসুল (দঃ) নিষেধ করিয়াছেন।

হাদীস- ২১৯১। সূত্র- হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)- **মোনাবেজা ও মোলামাসা ক্রয় বিক্রয় নিষিদ্ধ।**

রসুল (দঃ) ক্রয় বিক্রয়ে মোনাবেজা করিতে নিষেধ করিয়াছেন। মোনাবেজা হইল বস্তু ভাল করিয়া দেখার পূর্বেই একজনের অপর জনের দিকে কাপড় ছুঁড়িয়া দেওয়া। তিনি ক্রয় বিক্রয়ের ব্যাপারে মোলামাসা করা হইতেও নিষেধ করিয়াছেন। মোলামাসা হইল না দেখিয়া কাপড় স্পর্শ দ্বারা ক্রয় বিক্রয় সাব্যস্ত করা।

হাদীস- ২১৯২। সূত্র- হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)- **মোজাবেনা ও মোহাকেলা ধরনের বিক্রয় নিষেধ।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) মোজাবেনা[১] ও মোহাকেলা[২] ধরণের ক্রয় বিক্রয় করিতে নিষেধ করিয়াছেন। [১। শুকনা খেজুরের পরিবর্তে গাছের খেজুর ক্রয় বিক্রয়। ২। সংগৃহীত ফসলের বিনিময়।]

হাদীস-২১৯৩। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **দোহন না করিয়া বাঁট বড় দেখাইয়া বিক্রয় নিষিদ্ধ।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- তোমরা উট ও বকরীর বাঁটে দুধ জমাইয়া রাখিও না। এই অবস্থায় কেউ খরিদ করিলে দোহনের পর সে ইচ্ছা করিলে রাখিতে পারিবে আবার ইচ্ছা করিলে এক সা' খেজুর সহ[১] ফেরৎও দিতে পারিবে। [১। দুধের জন্য]

হাদীস- ২১৯৪। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)- **অদোহনকৃত খরিদা পশু ফেরৎ প্রদান।**

কেহ অদোহনকৃত বকরী খরিদ করার পর তাহা ফেরৎ দিলে তাহার সাথে এক সা' পরিমান খেজুর প্রদান করিবে। বাণিজ্য কাফেলার আগমন সংবাদ শুনিয়া সস্তায় খাদ্যদ্রব্য কেনার জন্য জনপদ হইতে বাহির হইয়া উহা কিনিতে নবী করীম (দঃ) নিষেধ করিয়াছেন।

হাদীস-২১৯৫। সূত্র- হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)- **গ্রাম্য লোকদের নিকট হইতে একচেটিয়াভাবে শহুরে লোকদের ক্রয় নিষিদ্ধ।**

শহরে লোকগণ কর্তৃক গ্রাম্য লোকদিগকে শহরে আনীত দ্রব্যাদি স্বয়ং বিক্রয় করিতে বাধা দিয়া একচেটিয়াভাবে উক্ত দ্রব্য বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে নিজেদের হস্তগত করাকে রসুল (দঃ) নিষেধ করিয়াছেন।

হাদীস- ২১৯৬। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **শহুরে লোকদের একচেটিয়া বিক্রয়ের অধিকার স্থাপন।**

নবী করীম (দঃ) এর জমানায় শহরে লোক কর্তৃক গ্রাম্য লোকজন আনীত দ্রব্য নিজেদের আয়ত্বে বিক্রয় করার অপকৌশল নিষেধ করা হইত।

হাদীস- ২১৯৭। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **ক্রয় বিক্রয়ে কতিপয় নিষেধ ।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- অগ্রগামী হইয়া আমদানীকারকদের দ্রব্য ক্রয়ের ব্যবস্থা করিও না এবং গ্রাম্য লোকের দ্রব্য কেবল শহুরে লোকের দ্বারা বিক্রির ব্যবস্থা করিও না। অর্থাৎ দালাল বা শোষণকারী সাজিও না।

হাদীস- ২১৯৮। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **ক্রয় বিক্রয়ে নিষেধ সমূহ ।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) শহরের অধিবাসীকে গ্রাম্য লোকদের নিকট হইতে ক্রয় করিতে, ক্রয়ের উদ্দেশ্য ছাড়া বস্তুর দাম বাড়াইতে, অপর ভাইয়ের খরিদ কালীন সময়ে বেশী দাম বলিতে এবং কোন ভাইয়ের বিবাহের প্রস্তাবের

উপর প্রস্তাব পাঠাইতে নিষেধ করিয়াছেন। তিনি কোন নারীকে তাহার বোনের প্রাপ্য অংশ নিজে লাভ করার জন্য তাহার তালাক প্রার্থনা করিতেও নিষেধ করিয়াছেন।

হাদীস- ২১৯৯। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **ক্রয় বিক্রয়ে কতিপয় নিষেধ।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- একজনের পক্ষ হইতে কোন বস্তুর ক্রয় বিক্রয়ের কথা চলাকালীন অন্য জন ঐ বস্তুর ক্রয়ের প্রস্তাব করা নিষেধ। পন্য দ্রব্য আমদানী হওয়াকালে বিক্রয় কেন্দ্র হইতে অগ্রগামী হইয়া উহা বিক্রয় কেন্দ্রে আসার ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করিয়া সেখানেই খরিদ করার চেষ্টা করা নিষিদ্ধ। পন্য দ্রব্য বাজার কেন্দ্রে আসিলে উহা ক্রয় করিবে।

হাদীস- ২২০০। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **অগ্রগামী হইয়া ক্রয় নিষেধ।**

নবী করীম (দঃ) অগ্রগামী হইয়া পন্য ক্রয় করা হইতে এবং গ্রাম্য লোকদের পন্য শহরে লোকেরাই বিক্রয় করিবে- এইরূপ ব্যবস্থা নিষেধ করিয়াছেন।

হাদীস- ২২০১। সূত্র- হযরত ওমর (রাঃ)- **একই প্রকার দ্রব্য হাতে হাতে নগদ বিনিময় না হইলে সুদ হইয়া যায়**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, গমের বিনিময়ে গম এবং যবের বিনিময়ে যব নগদ নগদ হাতে হাতে বিক্রয় না হইলে সুদ হইয়া যায়।

হাদীস- ২২০২। সূত্র- হযরত আবু বকর (রাঃ)- **একই দ্রব্যের বিনিময়ে সমান সমান।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- পরিমান ও অবস্থায় সমান সমান না হইলে স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ এবং রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য বিক্রি করিও না বরং স্বর্ণের বিনিময়ে রৌপ্য এবং রৌপ্যের বিনিময়ে স্বর্ণ যেইভাবে ইচ্ছা বিক্রয় কর।

হাদীস- ২২০৩। সূত্র- হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)- **এক জাতীয় দ্রব্যের অসম বিনিময় নিষেধ।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ বা রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য পরিমানে সমান না হইলে বিক্রয় করিও না কিম্বা একাংশ হইতে অপরাংশ কম বা বেশী করিয়া বিক্রয় করিও না। নগদের বিনিময়ে বাকিতেও বিক্রয় করিও না।

হাদীস- ২২০৪। সূত্র- হযরত বরা ইবনে আজেব (রাঃ) ও জায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ)- **রৌপ্যের বিনিময়ে স্বর্ণ বাকি বিক্রয় নিষিদ্ধ।**

নবী করীম (দঃ) রৌপ্যের বিনিময়ে স্বর্ণ বাকিতে বিক্রয় নিষিদ্ধ করিয়াছেন।

YQADRI.BLOGSPOT.CO

হাদীস- ২২০৫। সূত্র- হযরত উসামা (রাঃ)- **স্বর্ণ রৌপ্য বাকিতে বিক্রয় নিষিদ্ধ।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- বাকি বিক্রয়[১] অবশ্যই সূদ গণ্য হইবে।

[১। স্বর্ণ রৌপ্য পরস্পরের বিনিময়]

হাদীস- ২২০৬। সূত্র- হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)- **অনুমানে গাছের বা ক্ষেতের ফসল বিনিময় করা নিষেধ।**

গাছের খেজুর হইতে কি পরিমান খুরমা হইতে পারে অনুমান করিয়া ঐ পরিমান শুকনা খেজুরের বিনিময়ে ক্রয় বিক্রয়, গাছের আঙ্গুর হইতে কি পরিমান কিসমিস হইতে পারে তাহা অনুমান করিয়া শুষ্ক কিসমিসের সাথে বিনিময়ে ক্রয় বিক্রয় করা বা জমিনের ফসল কাটার পর কি পরিমান ফসল হইতে পারে তাহা অনুমান করিয়া সেই পরিমান তৈরী ফসলের সাথে বিনিময়ে ক্রয়বিক্রয় করাকে রসূল (দঃ) নিষেধ করিয়াছেন।

হাদীস- ২২০৭। সূত্র- হযরত জায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ)- **আরিয়্যার ক্ষেত্রে অনুমানে ক্রয় বিক্রয় জায়েজ।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) আরিয়্যার ক্ষেত্রে অনুমানের উপর ধামা হিসাবে বিনিময়ের অনুমতি দিয়াছেন।

হাদীস- ২২০৮। সূত্র- হযরত জাবের (রাঃ)- **টাকা পয়সার বিনিময়ে গাছের ফল বিক্রয় করা যায়।**

নবী করীম (দঃ) ফল পরিপক্ক ও উপযোগীতা সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত ক্রয় বিক্রয় করিতে নিষেধ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে দানকৃত ব্যতীত তাহা অর্থের বিনিময় ছাড়া বিক্রয় করা যাইবে না।

হাদীস- ২২০৯। সূত্র- হযরত সাহল ইবনে হাসমা (রাঃ)- **গাছে থাকা অবস্থায় বিক্রয়।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) শুকনা খেজুরের বিনিময়ে গাছের রসযুক্ত খেজুর বিক্রয় করিতে নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু আরিয়া বা অন্যকে দানকৃত খেজুর আন্দাজে বিক্রয় করার ব্যাপারে তিনি এই নিষেধ শিথিল করিয়াছেন। সুফিয়ান দ্বিতীয়বার বলিয়াছেন তবে তিনি তাহার মালিককে আন্দাজে বিক্রয় করার অনুমতি দিয়াছেন যাহাতে তাহার মালিক রসযুক্ত খেজুরই খাইতে পারে। তিনি বলিয়াছেন যে আসলে উদ্দেশ্য তো একই। সুফিয়ান বলেন- আমি অল্প বয়স্ক থাকাকালে ইয়াহ্ইয়াকে বলিলাম- মক্কাবাসীগন বলিয়া থাকে- নবী করীম (দঃ) দানকৃত খেজুর বিক্রয় করার অনুমতি দিয়াছেন। তিনি বলিলেন- মক্কাবাসীগণ ইহা কিভাবে জানিল? আমি বলিলাম- তাহারা জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়া থাকে। ইহা শুনিয়া ইয়াহ্ইয়া চুপ করিলেন। আমার বলার উদ্দেশ্য ছিল যে জাবের (রাঃ) তো

YQADRI.BLOGSPOT.COM

মদীনাবাসী। সুফিয়ানকে জিজ্ঞাসা করা হইল- উপযোগীতা সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত ফল বিক্রয় করার নিষেধাজ্ঞা তো ইহাতে নাই? তিনি বলিলেন- না।

হাদীস- ২২১০। সূত্র- হযরত আবুল বখতারী (রাঃ)- **বৃক্ষে থাকা অবস্থায় খেজুরের আগাম বিক্রয়।**

আমি ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে খেজুরের আগাম বিক্রয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন- নবী করীম (দঃ) খাওয়ার উপযোগী ও ওজন করার উপযোগী না হওয়া পর্যন্ত বৃক্ষের খেজুর বিক্রয় করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তখন একব্যক্তি বলিল- তাহা হইলে কিসের ওজন করা হইবে? তাঁহার পাশে বসা এক ব্যক্তি বলিল- অনুমান করার উপযোগী না হওয়া পর্যন্ত।

হাদীস- ২২১১। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **অল্প পরিমানের দ্রব্য ক্রয় বিক্রয়।**

নবী করীম (দঃ) আরীয়্যা শ্রেণীর বিক্রয়ের অনুমতি প্রদান করিয়াছেন যাহা পাঁচ ধামা বা তার কম হইয়া থাকে।

হাদীস- ২২১২। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ)- **উপযোগীতা সৃষ্টি হওয়ার পূর্বে ক্রয় বিক্রয় নিষিদ্ধ।**

উপযোগীতা সৃষ্টি হওয়ার পূর্বে রসূলুল্লাহ (দঃ) ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়কেই ফল ক্রয় বিক্রয় করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

হাদীস- ২২১৩। সূত্র- হযরত জায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ)- **উপযোগীতা সৃষ্টির পূর্বে ফল বিক্রয় না করা**

রসূলুল্লাহ (দঃ) এর জমানায় প্রথা ছিল যে তাহারা বাগানস্থিত ফল ক্রয় করিয়া লইত। ফল কাটার মৌসুম উপস্থিত হইলে কোন কোন ক্রেতা আপত্তি জানাইত যে দুর্যোগ দুর্ঘটনায় বৃক্ষের ফল নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এইরূপ বহু বিবাদের অভিযোগ রসূল (দঃ) এর নিকট আসিতে থাকায় তিনি ঘোষণা দিলেন যে- ব্যবহারোপোযোগী না হওয়া পর্যন্ত গাছের ফল বিক্রয় করিবে না।

হাদীস- ২২১৪। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **উপযোগীতা সৃষ্টির পূর্বে ক্রয় বিক্রয় নিষেধ**

রসূলুল্লাহ (দঃ) ফলের রং না আসা পর্যন্ত উহা বিক্রয় করিতে নিষেধ করিয়াছেন। রং আসার অর্থ জিজ্ঞাসার উত্তরে তিনি বলিয়াছেন- লাল বর্ণ ধারন করা। অতঃপর রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- আচ্ছা বলতো- অতঃপর আল্লাহ্ যদি ফল নষ্ট করিয়া দেয় তবে তোমাদের কোন ব্যক্তি কোন্ অধিকারে তাহার ভাইয়ের অর্থ গ্রহন করিবে? ইবনে শিহাব বলিয়াছেন- কোন ব্যক্তি যদি উপযোগীতা সৃষ্টির পূর্বেই ফল বিক্রয় করে এবং পরে প্রাকৃতিক দুর্যোগে তাহা নষ্ট হইয়া যায় তাহা হইলে বিক্রেতাকে দায় দায়িত্ব বহন করিতে হইবে। ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত- রসূলুল্লাহ (দঃ)

বলিয়াছেন- ফলের উপযোগীতা প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত তাহা ক্রয় করিও না এবং শুকনা খেজুরের বিনিময়ে গাছের খেজুর বিক্রয় করিও না।

হাদীস- ২২১৫। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **ধারে ক্রয় বিক্রয়।**

নবী করীম (দঃ) এক ইহুদীর নিকট হইতে স্বীয় লৌহবর্ম বন্ধক রাখিয়া কিছু খাদ্য বস্তু ধারে ক্রয় করিয়াছিলেন।

হাদীস-২২১৬। সূত্র- আনাস (রাঃ)- **বন্ধক রাখিয়া কর্জ গ্রহণ করা।**

নবী করীম (দঃ) একবার নিজ পরিবারের জন্য মদীনার এক ইহুদীর নিকট স্বীয় লৌহবর্ম বন্ধক রাখিয়া কিছু যব ধারে ক্রয় করিয়াছিলেন।

হাদীস- ২২১৭। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) ও আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)- **উত্তম দ্রব্যের সাথে খারাপ দ্রব্যের বিনিময় নিষিদ্ধ।**

খায়বরের দেখাশোনার জন্য নিযুক্ত ব্যক্তি রসূল (দঃ) এর নিকট উত্তম জাতের খেজুর নিয়া আসিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন- খায়বরের সব খেজুরই কি এই রকম উত্তম? উক্ত ব্যক্তি বলিল- ইয়া রাসূলুল্লাহ। আল্লাহর শপথ, সকল খেজুরই এইরূপ নহে। আমরা এইগুলির এক সা' অন্যগুলির দুই সা'এর পরিবর্তে এবং এইগুলির দুই সা' অন্য গুলির তিন সা' এর পরিবর্তে লইয়া থাকি। রসূল (দঃ) বলিলেন- এইরূপ করিবে না। বরং পাঁচ মিশালীগুলি অর্থের বিনিময়ে বিক্রয় করিয়া উক্ত অর্থ দ্বারা উত্তম খেজুর ক্রয় করিবে।

হাদীস- ২২১৮। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **ফল সহ গাছ বিক্রয়।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- ফল বাহির হওয়া এবং ফলের উন্নতির চেষ্টাকারী গাছ বিক্রেতা ফলের মালিক হইবে। ফলের মালিক ক্রেতা হইবে শর্তে বিক্রয় হইলে ক্রেতাই মালিক হইবে।

হাদীস- ২২১৯। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **পাঁচ প্রকার বিক্রয় নিষিদ্ধ।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) নিষেধ করিয়াছেন (১) নির্দ্ধারিত পরিমান উৎপন্ন দ্রব্য প্রদানের শর্তে বর্গা দেওয়া হইতে, (২) দানা পুষ্ট হওয়ার পূর্বে ফসল বিক্রয় করা হইতে, (৩) স্পর্শদ্বারা বিক্রয় সাব্যস্ত করার প্রথা হইতে, (৪) কাঠি নিক্ষেপদ্বারা স্পর্ষিত দ্রব্য বিক্রয় বাধ্যতামূলক করার প্রথা হইতে এবং (৫) গাছের বা ক্ষেতের ফসল অনুমান করিয়া বিক্রয় হইতে।

হাদীস- ২২২০। সূত্র- হযরত আবু মাসউদ (রাঃ)- **তিন প্রকারের অর্জিত আয় নিষিদ্ধ।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) তিন প্রকারের অর্জিত আয় নিষিদ্ধ ঘোষনা করিয়াছেন (১) কুকুর বিক্রির অর্থ, (২) বেশ্যাবৃত্তি দ্বারা উপার্জিত অর্থ এবং (৩) গনক বৃত্তি দ্বারা প্রাপ্ত অর্থ।

হাদীস- ২২২১। সূত্র- হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর (রাঃ)- অমুসলিমের নিকট হইতে ক্রয়।

আমি নবী করীম (দঃ) এর সাথে ছিলাম। ঐ সময় দীর্ঘ দেহী অবিন্যস্ত কেশধারী এক মোশরেক ব্যক্তি বকরী নিয়া যাইতেছিল। নবী করীম (দঃ) তাহাকে বলিলেন- বিক্রয় করিতে চাও না দান করিতে চাও? সে বলিল- বিক্রয় করিতে চাই। নবী করীম (দঃ) তখন তাহার নিকট হইতে একটি বকরী কিনিলেন।

হাদীস- ২২২২। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- হারাম বস্তু বিক্রয় নিষেধ।

একব্যক্তি মদ বিক্রয় করিতেছে জানিতে পারিয়া ওমর (রাঃ) বলিলেন- আল্লাহ তাহাকে ধ্বংস করুন। সেকি জানেনা যে রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- আল্লাহতা'লা ইহুদীদেরকে ধ্বংস করুন। তাহাদের জন্য চর্বি খাওয়া নিষিদ্ধ হওয়ার পরও তাহারা তাহা গলাইয়া বিক্রয় করার পথ ধরিয়াছিল।

হাদীস- ২২২৩। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- হারাম বস্তু বিক্রয় নিষেধ।

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- আল্লাহ ইহুদীদেরকে ধ্বংস করুন। তাহাদের জন্য চর্বি হারাম করা হইয়াছিল তবু তাহারা তাহা বিক্রয় করিয়া মূল্য গ্রহণ পূর্বক তাহা খাওয়ার পথ বাছিয়া নিয়াছে।

হাদীস -২২২৪। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ) -সুদ এবং মদের ব্যবসা হারাম।

সূরা বাকারার সুদ সম্পর্কীয় আয়াত নাজেল হইলে নবী করীম (দঃ) মসজিদে গিয়া তাহা লোকদেরকে পড়িয়া শুনাইলেন। অতঃপর তিনি মদের ব্যবসা হারাম করিয়া দিলেন।

হাদীস- ২২২৫। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- আল্লাহ তিন ব্যক্তির দুশমন হইবেন।

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- আল্লাহ বলেন- কেয়ামতের দিন আমি তিন ব্যক্তির দুশমন হইবঃ-

(১) যে ব্যক্তি আমার নামে ওয়াদা ও চুক্তি করিয়া তাহা ভঙ্গ করিয়াছে,(২) যে ব্যক্তি স্বাধীন মুক্ত মানুষ বিক্রয় করিয়া খাইয়াছে এবং (৩) যে ব্যক্তি মজুর দ্বারা কাজ করাইয়া মজুরী প্রদান করে নাই।

হাদীস- ২২২৬।.সূত্র- হযরত জাবের (রাঃ)- মৃত প্রাণী ও মূর্তি বিক্রয় করা হারাম।

রসূলুল্লাহ (দঃ) মক্কা বিজয়ের সময় ঘোষণা দিয়াছেন- নিশ্চয়ই আল্লাহ ও আল্লাহর রসূল মদ বিক্রয় করা, মৃত পশুপক্ষী বিক্রয় করা, শুকর বিক্রয়

করা এবং মূর্তি বিক্রয় করা হারাম করিয়াছেন। একব্যক্তি বলিল- ইয়া রসূলুল্লাহ (দঃ)! মৃতের চর্বি নৌকায় ও মশক ইত্যাদির চামড়ায় লাগানো হয় এবং ইহা দ্বারা চেরাগ জ্বালানো হয়। তিনি বলিলেন- উহা বিক্রয় জায়েজ নহে- হারাম। তিনি আরও বলিলেন- ইহুদীদের প্রতি আল্লাহর গজব নাজেল হউক। আল্লাহ তাহাদের প্রতি চর্বি হারাম হওয়ার আদেশ জারী করিলেন আর তাহারা উহা গলাইয়া তৈল করিয়া বিক্রয় করিল ও বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা খাদ্যবস্তু ক্রয় করিল।

হাদীস- ২২২৭। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **অগ্রীম ফসল বিক্রয়।**

রসূল (দঃ) যখন মদীনায় আগমন করিলেন তখন দুই তিন বৎসর মেয়াদে খেজুর আগাম বিক্রয় করা হইত। ইহা দেখিয়া নবী করীম (দঃ) বলিলেন- যে ব্যক্তি খেজুরের মূল্য আগাম প্রদান করে সে যেন নির্দ্দিষ্ট মাপ, নির্দিষ্ট ওজন এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ের উল্লেখ করিয়া আগাম দেয়।

হাদীস- ২২২৮। সূত্র- হযরত মোহাম্মদ ইবনে আবদুল মুজালিদ (রাঃ)- **গম অগ্রীম বিক্রয়।**

প্রেরীত হইয়া আমি আবদুল্লাহ ইবনে আওফা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম- নবী করীম (দঃ) এর সাহাবারা কি তাঁহার সময়ে গমের আগাম বেচা কেনা করিতেন? তিনি বলিলেন- আমরা সিরিয়ার কৃষকদের নিকট হইতে গম, যব ও মনাক্কা নির্দ্দিষ্ট মাপ উল্লেখ করিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য আগাম মূল্য প্রদান করিতাম। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম- এমন লোককে কি আগাম দেওয়া হইত যাহার বাগান বা ক্ষেত রহিয়াছে? তিনি বলিলেন- সেই বিষয়ে আমরা জিজ্ঞাসা করিতাম না। আবদুর রহমান ইবনে আবজা (রাঃ) এর নিকট প্রেরীত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন- নবী করীম (দঃ) এর সময় তাঁহার সাহাবারা আগাম মূল্য প্রদান করিতেন এবং তাহাদের ক্ষেত রহিয়াছে কিনা এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হইত না।

সম্পত্তি

হাদীস- ২২২৯। সূত্র- হযরত জাবের (রাঃ)- **হক্কে শোফার দাবী।**

অবিভক্ত স্থাবর সম্পত্তিতে নবী করীম (দঃ) হক্কে শোফার নির্দ্দেশ দিয়াছেন। যখন সীমানা নির্ধারিত ও পথ পরিবর্তিত হয় তখন তাহাতে শোফা হয় না।

হাদীস- ২২৩০। সূত্র- হযরত আমর ইবনে শরীফ (রাঃ)- **প্রতিবেশীর হক বেশী।**

একদা আমি সায়াদ ইবনে আবু অক্কাসের নিকট ছিলাম। এমন সময় মিসওয়ার ইবনে মাখরামা আসিয়া আমার কাঁধে হাত রাখিয়া দাঁড়াইল। তখন নবী করীম (দঃ) এর মুক্ত গোলাম রাফে (রাঃ) আসিয়া বলিল-

আপনার বাড়ীতে আমার যে দুইটি ঘর রহিয়াছে তাহা আপনি খরিদ করুন। সায়াদ (রাঃ) প্রথমে উহা খরিদ করিবেন না বলিলেন এবং পরে পীড়াপীড়িতে চার হাজার দেরহামে এবং তাহাও কিস্তিতে প্রদানের শর্তে খরিদ করিতে রাজী হইলেন। রাফে (রাঃ) বলিলেন যে উহার মূল্য পাঁচ হাজার দেরহাম মূল্যে ক্রয়ের ক্রেতা থাকা সত্তেও তিনি সায়াদকে উহা চার হাজার দেরহামে দিতেছেন এই জন্য যে নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- প্রতিবেশী তাহার সংলগ্ন সম্পত্তিতে বেশী হকদার।

হাদীস- ২২৩১। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **গরীব ব্যক্তি স্বীয় মালের অধিকতর হকদার।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- কোন গরীব হওয়া ব্যক্তি তাহার মাল সম্পত্তি অবিকল কোন লোকের নিকট প্রাপ্ত হইলে সে অন্যের তুলনায় সেই মালের বেশী হকদার হইবে।

হাদীস- ২২৩২। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **কেনা বেচায় ধোঁকা দিলে চুক্তি বাতিল যোগ্য।**

এক ব্যক্তি নবী করীম (দঃ)কে বলিল- আমাকে ক্রয় বিক্রয়ে ধোঁকা দেওয়া হইয়া থাকে। তিনি বলিলেন- ক্রয় বিক্রয়কালে তুমি বলিবে- আমাকে ধোঁকা দিও না। লোকটি কেনাবেচা কালে এই কথা বলিত।

হাদীস-২২৩৩। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হেশাম (রাঃ)- **রসূল (দঃ) এর বরকতের দোয়া।**

আমার মাতা আমাকে শিশুকালে নবী করীম (দঃ) এর নিকট নিয়া গেলে তিনি আমার মাথায় হাত বুলাইয়া বরকত ও উন্নতির দোয়া করিলেন। তাঁহার দৌহিত্র হইতে বর্নিত- তিনি ব্যবসার উদ্দেশ্যে গেলে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) এবং আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়ের (রাঃ) তাঁহার ক্রয় কৃত বস্তুর মধ্যে তাঁহাদেরকে অংশীদার করার অনুরোধ করিতেন যেহেতু রসূলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার জন্য বরকত ও উন্নতির দোয়া করিয়াছেন।

হাদীস- ২২৩৪। সূত্র- হযরত হোজায়ফা (রাঃ)- **রসূল (দঃ) এর দুইটি ভবিষ্যদ্বাণী।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) আমাদিগকে দুইটি তথ্য বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাদের একটি আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং অপরটির অপেক্ষায় আছি।

তিনি বলিয়াছেন- আমানত মানুষের অন্তর সমূহের অন্তঃস্থলে অবতরন করিয়াছে। অতঃপর তাহারা কোরআন ও সুন্নাহ হইতে তাহা শিক্ষা করিয়াছে। মানুষের নিদ্রাকালে অন্তর হইতে আমানত উঠাইয়া নেওয়া হইবে। শুধুমাত্র কাল দাগের মত একটি সাধারণ চিহ্ন অবশিষ্ট থাকিবে। অতঃপর মানুষের নিদ্রাবস্থায় উঠাইয়া নেওয়া হইবে। তোমার পায়ের উপর জ্বলন্ত অঙ্গার রাখিলে যেমন ফোস্কা হয় ইহাতে তেমন ফাঁপা ফোস্কার ন্যায়

চিহ্ন থাকিবে। লোকজন ব্যবসা বানিজ্য ও ক্রয় বিক্রয় করিতে থাকিবে কিন্তু কেহই আমানত রক্ষা করিবে না। অতঃপর বলা হইবে- অমুক গোত্রের একব্যক্তি বিশ্বস্ত ও আমানতদার। কাহারও সম্বন্ধে বলা হইবে- সে কতই জ্ঞানী, কতই চালাকচতুর এবং কতই শক্তিশালী। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহার অন্তরে সরিষা পরিমানও ঈমান থাকিবে না। নিশ্চয়ই আমি এমন একটি সময় অতিবাহিত করিয়াছি যখন আমি তোমাদের কাহার সাথে ক্রয় বিক্রয় করিয়াছি তাহা চিন্তা করি নাই। কেননা, সে মুসলিম হইলে ইসলামই তাহাকে আমার প্রাপ্য আদায় করিতে বাধ্য করিত। কিন্তু আজ আমি অমুক অমুক লোক ব্যতীত ক্রয় বিক্রয় ও ব্যবসা বানিজ্য করিতেছি না।

হাদীস- ২২৩৫। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- লাভ মালিকের।

রসূলুল্লাহ(দঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি- তিনব্যক্তি পথ চলিতে চলিতে রাত কাটাইবার জন্য একটি গুহায় প্রবেশ করিলে পাহাড় হইতে এক বড় পাথর পড়িয়া গুহার মুখ বন্ধ হইয়া গেল। তাহারা উপায়ন্তর না দেখিয়া নিজেদের কৃত সৎকাজের দোহাই দিয়া আল্লাহর নিকট পাথর সরানোর জন্য সাহায্য প্রার্থনার সিদ্ধান্ত গ্রহন করিল।

প্রথম ব্যক্তি বলিল- হে আল্লাহ, আমি কখনও আমার বৃদ্ধ পিতামাতাকে দুধ না খাওয়াইয়া আমার পরিবারের কাহাকেও দুধ পান করাইতাম না। একদিন আমি অনেক দুর হইতে আসিয়া দেখিলাম তাঁহারা ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। আমি তাঁহাদের নিদ্রাভঙ্গ না করিয়া দুগ্ধ পাত্র হাতে শিওরে দাঁড়াইয়া রহিলাম। ভোর হইলে তাঁহারা উঠিলেন এবং দুধ পান করিলেন। হে আল্লাহ! আমি যদি উক্ত কাজ শুধু তোমার সন্তুষ্টির জন্য করিয়া থাকি তাহা হইলে তুমি এই পাথর অপসারিত করিয়া আমাদিগকে বিপদমুক্ত কর- পাথরটি সামান্য সরিল।

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিলেন- হে আল্লাহ! আমার এক চাচাত বোন আমার খুবই প্রিয় ছিল। আমি তাহাকে সম্ভোগ করিতে চাহিয়াছিলাম। সে আমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, কিন্তু এক দুর্ভিক্ষের বছরে সে একশ বিশ দিনার প্রদানের শর্তে আমার প্রস্তাবে রাজী হইয়াছিল। কিন্তু সম্পূর্ণ সুযোগ হাতের মুঠোয় আসার মুহর্তে সে অবৈধতার প্রশ্ন তুলিলে আমি পাপের ভয়ে সে সুযোগ ছাড়িয়া দিয়াছিলাম এবং প্রদত্ত অর্থও ফেরৎ নেই নাই। আমি যদি উহা তোমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য করিয়া থাকি তাহা হইলে তুমি আমাদের বিপদ দুর কর- পাথরটি আর একটু সরিল।

তৃতীয় ব্যক্তি বলিল- হে আল্লাহ্! আমার নিযুক্ত কয়েকজন মজুরের মধ্যে সবাই মুজুরী গ্রহন করিল কেবল একজন মজুরী না নিয়াই চলিয়া গেল। উক্ত মজুরের মজুরীর টাকা খাটাইয়া প্রচুর ধন সম্পদ অর্জনের পর সে আসিয়া মজুরী দাবি করিলে আমি তাহাকে বলিলাম- এই সব উট,

বকরী, গরু, গোলাম যাহা দেখিতেছ তাহা সকলই তোমার। ইহা শুনিয়া সে বলিল-আমার সঙ্গে ঠাট্টা করিবেন না। আমি বলিলাম- আমি তোমার সাথে ঠাট্টা করিতেছি না। তখন সে উহা গ্রহন করিয়া নিয়া চলিয়া গেল। হে আল্লাহ! আমি যদি তোমার সন্তুষ্টি লাভার্থে ইহা করিয়া থাকি তবে আমাদের বর্তমান বিপদ দূর কর- তখন ঐ পাথরটি সরিয়া গেল এবং তাহারা বাহির হইয়া আসিল।

ঋণ

হাদীস- ২২৩৬। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **সুন্দরভাবে ঋণ পরিশোধকারী উত্তম।**

এক ব্যক্তি রসূল (দঃ) এর নিকট পাওনার জন্য কড়া ভাষায় তাগাদা করিলে সাহাবীরা তাহাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইল। তিনি বলিলেন- তাহাকে ছাড়িয়া দাও। পাওনাদারের তাগাদার অধিকার রহিয়াছে। একটা উট কিনিয়া তাহাকে দিয়া দাও। তাঁহারা নবী করীম (দঃ)কে জানাইলেন যে উক্ত ব্যক্তি হইতে গৃহীত উট অপেক্ষা উত্তম উট পাওয়া যায়। তিনি বলিলেন- উত্তমটিই কিনিয়া তাহাকে দাও। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে সুন্দরভাবে ঋণ পরিশোধ করে।

হাদীস- ২২৩৭। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **সামর্থ থাকা অবস্থায় পাওনাদারকে ঘুরানো জুলুম।**

রসূল (দঃ) বলিয়াছেন- দেনা পরিশোধের সামর্থ থাকা সত্ত্বেও পাওনাদারকে ঘুরানো প্রকৃত প্রস্তাবে জুলুম ও বড় অন্যায়। কাহারও পাওনা পরিশোধে দেনাদার কর্তৃক কোন সামর্থবান ব্যক্তির বরাত দেওয়া হইলে সেই বরাত গ্রহন করা উচিৎ।

হাদীস- ২২৩৮। সূত্র- হযরত খাব্বাব (রাঃ)- **কর্জ পরিশোধে গড়িমশিকারী শাস্তি পাইবে।**

জাহেলী যুগে আমি পেশায় কর্মকার ছিলাম। আ'স ইবনে ওয়ায়েলের নিকট আমার পাওনা ছিল। আমি তাহার নিকট তাগাদা করিতে গেলে সে আমাকে বলিল- যতক্ষন পর্যন্ত না তুমি মোহাম্মদ (দঃ)কে অস্বীকার কর ততক্ষন তোমার পাওনা পরিশোধ করিব না। আমি বলিলাম- কখনও নয়- আল্লাহর কসম করিয়া বলিতেছি- যতক্ষন পর্যন্ত না আল্লাহ তোমার মৃত্যু ঘটায় এবং তোমার পুনরুত্থান না হয় ততক্ষন আমি মোহাম্মদ (দঃ)কে অস্বীকার করিব না। সে বলিল- ঠিক আছে, তাহা হইলে আমার মৃত্যু ও পুনরুত্থান পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দাও। তখন আমাকে মালামাল ও সন্তান সন্ততি দেওয়া হইবে এবং তোমার পাওনা পরিশোধ করিয়া দিব। এই সময়ে এই আয়াত নাজেল হইল- 'তুমি কি তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়াছ যে আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে ও বলে যে নিশ্চয়ই আমাকে ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততি দেওয়া হইবে। (পারা ১৬ সূরা ১৯ আয়াত ৭৭)

হাদীস-২২৩৯। সূত্র- হযরত হোজায়ফা (রাঃ)- দেনাদারকে সময় দেওয়া ও মাফ করিয়া দেওয়া।

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- পূর্ববর্তী উম্মতগণের এক ব্যক্তির মৃত্যুকালে ফেরেশতাগণ তাঁহার রুহকে জিজ্ঞাসা করিল- তোমার কোন ভাল কাজ আছে কি? সে বলিল- আমি দেনাদারদিগকে সময় দিতাম এবং মাফ চাহিলে মাফ করিয়া দিতাম। ইহা শুনিয়া ফেরেশতাগণ বলিলেন- তোমাকেও মাফ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

হাদীস-২২৪০। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- অক্ষম দেনাদারকে মাফ করিয়া দেওয়া।

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- এক বনিক ধারে বিক্রয় করিত। সে কাহাকেও অসচ্ছল দেখিলে নিজের লোকদেরকে বলিত- তাহাকে ক্ষমা করিয়া দাও; হইতে পারে এই জন্য আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করিয়া দিবেন। আল্লাহ সত্যই তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছিলেন।

হাদীস- ২২৪১। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- আল্লাহকে সাক্ষ্যও জামিনদাতা মানা।

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- বনি ইসরাইলদের এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির নিকট এক হাজার দিনার কর্জ চাহিলে কর্জদাতা বলিল- কিছু সাক্ষী আনুন, আমি তাহাদেরকে সাক্ষী রাখিব। কর্জগ্রহীতা বলিল- সাক্ষীর জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তখন কর্জদাতা বলিল- একজন জামিনদার আনুন। কর্জগ্রহীতা বলিল- আল্লাহই জামিনের জন্য যথেষ্ট। কর্জদাতা বলিল- আপনি ঠিকই বলিয়াছেন। এই বলিয়া নির্ধারিত সময়ে পরিশোধের শর্তে তাহাকে একহাজার দিনার দিল। কর্জগ্রহীতা সমুদ্র যাত্রা করিয়া বানিজ্য সমাধা করিল। কর্জদাতার নিকট পৌঁছার জন্য নির্দ্দিষ্ট সময়ে সে যানবাহন খুঁজিতে লাগিল কিন্তু কোন ব্যবস্থা করিতে না পারিয়া অগত্যা এক টুকরা কাঠ নিয়া তাহা ছিদ্র করিয়া কর্জদাতার নামে একটি চিঠি ও এক হাজার দিনার উহাতে ঢুকাইয়া ছিদ্র বন্ধ করিয়া সমুদ্রে ভাসাইয়া দিল ও বলিল- ইয়া আল্লাহ! তুমিতো জান যে আমি তোমাকে সাক্ষ্য ও জামিনদাতা মানিয়া অমুকের নিকট হইতে এক হাজার দিনার ধার করিয়াছিলাম। ধার নির্দ্দিষ্ট সময়ে শোধ করার জন্য চেষ্টা করিয়াও আমি যানবাহন পাইলাম না। উক্ত এক হাজার দিনার আমি তোমার হাওলা করিয়া দিলাম।

কর্জদাতা নির্ধারিত সময়ে কর্জগ্রহীতার আশায় সমুদ্রতীরে আসার পর কাঠ খণ্ডটি তাহার নজরে আসিলে সে তাহা জ্বালানীর জন্য বাড়ী নিয়া গেল। উহা চিরিলে চিঠি ও এক হাজার দিনার পাওয়া গেল। এদিকে কর্জগ্রহীতা যানবাহনের ব্যবস্থা করিয়া পাওনাদারের নিকট এক হাজার দিনার নিয়া আসিয়া তাহার বিলম্বের হেতু ও আনুপূর্বিক সকল ঘটনা বিবৃত করিলে কর্জদাতা বলিল- আপনি কাঠের টুকরার ভিতরে যাহা পাঠাইয়াছেন

আল্লাহ আপনার হইয়া তাহা আমাকে পৌছাইয়া দিয়াছেন। কর্জ গ্রহীতা এক হাজার দিনার নিয়া প্রশান্ত চিত্তে ফিরিয়া গেল।

হাদীস- ২২৪২। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **ঋণ পরিশোধ করণ।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- যে ব্যক্তি পরিশোধ করার দৃঢ় ইচ্ছার সহিত ঋণ গ্রহন করে ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে আল্লাহ তাহাকে সাহায্য করে। আর যে ব্যক্তি আত্মসাত করার উদ্দেশ্যে ঋণ গ্রহণ করে আল্লাহ তাহাকে ধ্বংস করে।

হাদীস- ২২৪৩। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **ঋণ হইতে পানাহ চাওয়া।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) নামাজে এই বলিয়া দোয়া করিতেন- ইয়া আল্লাহ! আমি তোমার নিকট গোনাহ ও ঋণ হইতে পানাহ চাহিতেছি। একজন জিজ্ঞাসা করিল- ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি ঋণ হইতে এত বেশী পানাহ চান কেন? তিনি জবাব দিলেন- মানুষ ঋণগ্রস্থ হইয়া পড়িলে মিথ্যা কথা বলে ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে।

হাদীস- ২২৪৪। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **ঋণ পরিশোধে টালবাহানা অন্যায়।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- ঋণ পরিশোধে সামর্থবান ব্যক্তির টালবাহানা জুলুমের সামিল।

হাদীস-২২৪৫। সূত্র- হযরত আয়মন (রাঃ)- **নববধুর জন্য ধার নেওয়া।**

একদা আয়েশা (রাঃ) আমাকে তাঁহার ব্যবহার্য্য পাঁচ দেরহাম মূল্যের একটি চাদর দেখাইয়া বলিলেন- আমার এই দাসীটি বাড়ীর ভিতরেও এই চাদর ব্যবহার করিতে সন্তুষ্ট নয়, অথচ নবী করীম (দঃ) এর জমানায় আমাদের অবস্থা এই রকম ছিল যে এই ধরনের আমার একটি চাদর ধার নিয়া মদীনায় নববধূ সাজানো হইত।

সম্পত্তি

হাদীস-২২৪৬। সূত্র- হযরত আসেম (রাঃ)- **গোত্র বন্ধুত্ব।**

আমি আনাস (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম-আপনি জানেন কি যে নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- ইসলামে গোত্র বন্ধুত্ব[১] নাই। তিনি বলিলেন- নবী করীম (দঃ) আমার বাড়ীতে কোরায়েশ ও আনসারের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছেন। [১। বৈধ অবৈধ সকল কাজের জন্য-যাহা বর্বর যুগে প্রচলিত ছিল।]

হাদীস-২২৪৭। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **বৃক্ষ রোপনকারী দান খয়রাতের সওয়াব পাইবে।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- কোন মুসলমানের রোপন কৃত বৃক্ষ হইতে কোন মানুষ বা পশু পক্ষী ফল বা কিছু অংশ খাইলে ঐ ব্যক্তি দান খয়রাত করার সওয়াব পাইবে।

হাদীস-২২৪৮। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **পরিচর্য্যাকারীকে উৎপন্নের অংশ দেওয়া।**

মদীনাবাসীগন নবী করীম (দঃ) এর নিকট আরজ করিল- আমাদের বাগান ও জায়গা জমি মোহাজের ভ্রাতাগণের মধ্যে বন্টন করিয়া দিন। তিনি বলিলেন- বন্টনের প্রয়োজন নাই। মোহাজেরগনের বাগানের সেবা শুশ্রুষার বিনিময়ে উৎপন্নের অংশীদার হওয়ার শর্তে সকলে সম্মত হইলেন।

হাদীস-২২৪৯। সূত্র- তাবেয়ী হযরত আমর (রঃ)- **বর্গা প্রথা নিষিদ্ধ নয়।**

আমর (রঃ) তাউস (রঃ)কে বলিলেন- নবী করীম (দঃ) বর্গা প্রথা নিষিদ্ধ করিয়াছেন বলিয়া লোকমুখে জানা যায়- আপনি ইহা পরিত্যাগ করিলে উত্তম হইত। তাউস (রঃ) বলিলেন- আমি সাহায্য করার উদ্দেশ্যে বর্গা দেই। আপনি যে নিষিদ্ধতার কথা বলিলেন এই বিষয়ে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি যে নবী করীম (দঃ) বর্গা ব্যবস্থাকে নিষিদ্ধ করেন নাই। তাঁহার উদ্দেশ্য এই যে স্বীয় ভ্রাতাকে নিজের জমি চাষ করার জন্য দিলে বিনিময় প্রথা অপেক্ষা বিনিময় ব্যতিরেকে সাহায্য স্বরূপ দেওয়া উত্তম।

হাদীস- ২২৫০। সূত্র- হযরত নাফে (রাঃ)- **বর্গা প্রথা নিষিদ্ধ নয়।**

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) নবী করীম (দঃ) এর আমলে, ওসমান (রাঃ) এর আমলে এবং মোয়াবিয়া (রাঃ) এর শাসনামলের প্রথম দিক পর্যন্ত বর্গা প্রথায় জমি দিয়া থাকিতেন। রাফে ইবনে খাদীজ (রাঃ) এর নামে এইরূপ বর্ণনা শুনা গেল যে নবী করীম (দঃ) বর্গা প্রদানে নিষেধ করিয়াছেন। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) এর সাথে আমিও রাফে (রাঃ) এর নিকট গিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন- নবী করীম (দঃ) বর্গা প্রথায় জমি দানে নিষেধ করিয়াছেন। তখন আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন- আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে নবী করীম (দঃ) এর সময়ে আমরা নির্দ্দিষ্ট স্থানের ফসলের ও খড়ের নির্দ্ধারিত অংশের বিনিময়ে বর্গা দিয়া থাকিতাম যাহার প্রতিই হযরতের নিষেধাজ্ঞা ছিল।

হাদীস- ২২৫১। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **বর্গা দেওয়া জায়েজ।**

রসুল (দঃ) খায়বর জয়ের পর ইহুদীদিগকে তথা হইতে না তাড়াইয়া তাহাদিগকে জমি বর্গা প্রথায় চাষাবাদের জন্য দিলেন। আবু বকর (রাঃ) এর খেলাফত কাল পর্যন্ত এই ব্যবস্থা বলবৎ ছিল। (পরবর্তীতে ইহুদীদের বিশ্বাস ঘাতকতার ফলে ওমর (রাঃ) এর সময়ে তাহাদিগকে উচ্ছেদ করা হয়।)

YOADRI.BLOGSPOT.CO

হাদীস- ২২৫২। সূত্র- হযরত রাফে ইবনে খাদীজ (রাঃ)- **নির্দ্দিষ্ট পরিমান শস্যের বিনিময়ে বর্গা দেওয়া নিষিদ্ধ।**

রসূল (দঃ) আমার চাচাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন- তোমরা স্বীয় জায়গা জমির ব্যবস্থা কিরূপে করিয়া থাক? তিনি বলিলেন- পানির নালার কিনারার শস্য নিজের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া বা নির্দ্দিষ্ট পরিমান শস্য নিজের জন্য নির্ধারন করিয়া বাকি শস্যের বিনিময়ে চাষাবাদের জন্য জমি দিয়া থাকি। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন- এই ব্যবস্থা নিষিদ্ধ। এইরূপ করিও না। হয় নিজেরাই চাষাবাদ কর কিম্বা অন্যদেরকে চাষাবাদ করিতে দাও। না হয় জমিকে চাষহীন[১] রাখিয়া দাও। [১। রাগ প্রকাশার্থে বলিয়াছেন।]

হাদীস- ২২৫৩। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **নির্ধারিত পরিমান উৎপন্যের শর্তে বর্গা দেওয়া।**

নবী করীম (দঃ) নির্ধারিত পরিমান উৎপন্য দ্রব্যের শর্তে বর্গা দেওয়া এবং মোজাবেনা ধরণের ক্রয় বিক্রয় হইতে নিষেধ করিয়াছেন।

হাদীস- ২২৫৪। সূত্র- হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)- **শর্ত সাপেক্ষে বর্গা প্রদান ও বর্গাদার উচ্ছেদ।**

ইবনে ওমর (রাঃ)কে খায়বরবাসী ইহুদীরা ছাদ হইতে ফেলিয়া দিলে তাঁহার পায়ের জোড়া স্খলিত হইয়া যায়। ওমর (রাঃ) বিশেষ ভাষনে বলিলেন- রসূলুল্লাহ (দঃ) খায়বরের ইহুদীদিগকে তাহাদের জমির উপর বর্গাদাররূপে রাখিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে যতদিন আল্লাহ রাখেন ততদিনই আমরা তোমাদিগকে রাখিব। খায়বরে ইহুদীরা ছাড়া আমাদের কোন শত্রু নাই। তাহাদের উপরই আমাদের দাবী ও সন্দেহ। আমি সিদ্ধান্ত নিয়াছি খায়বর হইতে ইহুদীদিগকে বহিস্কার করিব।

এক বিশিষ্ট ইহুদী আসিয়া বলিল- আমিরুল মুমেনিন কিভাবে আমাদেরকে বহিস্কার করিতে পারেন যেখানে স্বয়ং মোহাম্মদ (দঃ) আমাদের জমির উপর আমাদিগকে বর্গা দিয়া গিয়াছেন। ওমর (রাঃ) বলিলেন- তুমি কি মনে কর তোমাকে লক্ষ্য করিয়া নবী করীম (দঃ) যে কথা বলিয়াছিলেন তাহা আমি ভুলিয়া গিয়াছি? তিনি বলিয়াছিলেন- কি অবস্থা হইবে তোমার যখন তুমি খায়বর হইতে বহিস্কৃত হইবে? তোমার উট তোমাকে বহন করিয়া রাত্রির পর রাত্রি চলিতে থাকিবে[১]। ইহুদী বলিল- ইহা তাঁহার কৌতুকপূর্ণ কথা ছিল। ওমর (রাঃ) বলিলেন- তুমি মিথ্যাবাদী আল্লাহর দুশমন। ওমর (রাঃ) ইহুদীদিগকে খায়বর হইতে বহিস্কার করিলেন। বর্গাদার হিসাবে তাহাদের প্রাপ্য অংশের বিনিময়ে নগদ অর্থ, উট, উটের পিঠের গদি এবং বাঁধিবার দড়ি প্রভৃতি এমন পরিমানে দিলেন যাহাতে তাহারা সিরিয়া পৌছিতে পারে। [১। ইহা ছিল নবী করীম (দঃ) এর ভবিষ্যত বানী।]

হাদীস- ২২৫৫ সূত্র- হযরত জাবের (রাঃ)- **বর্গাদান।**

YQADRI.BLOGSPOT.COM

মুসলমানগণ তৃতীয়াংশে, চতুর্থাংশে ও অর্ধাংশের বিনিময়ে জমি বর্গাদান করিয়া থাকিত। রসূল (দঃ) বলিলেন- যাহার জমি সে নিজে চাষ করিবে কিম্বা অন্যকে সহায়তা স্বরূপ উহা চাষ করিতে দিবে। যদি তাহা করিতে না চায় তবে সে যেন স্বীয় জমি উঠাইয়া রাখে[১]। [১। অনাবাদী রাখা যাইবে না অর্থে]

হাদীস- ২২৫৬। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **জমি বর্গা দেওয়া।**

রসূল (দঃ) বলিয়াছেন- যে ব্যক্তির জমি আছে সে উহা নিজে চাষ করিবে কিম্বা স্বীয় মুসলমান ভাইকে সহায়তা স্বরূপ চাষ করিতে দিবে। যদি কেহ ইহাতে রাজী না হয় তবে সে যেন স্বীয় জমি উঠাইয়া রাখে।

হাদীস- ২২৫৭। সূত্র- হযরত সালেম (রাঃ)- **জমি বর্গা দেওয়া।**

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) জ্ঞাত ছিলেন যে নবী করীম (দঃ) এর আমলে জমি বর্গা দেওয়া হইত। নবী করীম (দঃ) এই ব্যাপারে কোন নুতন নির্দ্দেশ দিয়া থাকিতে পারেন এই আশঙ্কায় তিনি জমি বর্গা দেওয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

হাদীস-২২৫৮। সূত্র- হযরত রাফে ইবনে খাদীজ (রাঃ)- **বর্গা প্রথা।**

মদীনাবাসীদের মধ্যে আমরাই সর্বাধিক জমির মালিক ছিলাম। আমরা বহু জমি বর্গা দিয়া থাকিতাম। বর্গার নিয়ম এই ছিল যে জমির নির্দ্দিষ্ট অংশের ফসল মালিক পাইবে, বাকি অংশের ফসল বর্গাদার পাইবে। কোন সময় মালিকের অংশে ফসল হইত, বর্গাদারের অংশের ফসল নষ্ট হইয়া যাইত; আবার কোন সময়ে বিপরীতও হইত। আমাদিগকে ঐ প্রকারের বর্গা প্রদান নিষেধ করা হইল। স্বর্ণ রৌপ্যের বিনিময়ে বর্গা দেওয়ার প্রথা ঐ জমানায় প্রচলিত ছিল না।

হাদীস- ২২৫৯। সূত্র- হযরত হানজালা (রাঃ)- **টাকা পয়সার বিনিময়ে জমি চাষ করিতে দেওয়া।**

রাফে ইবনে খাদীজ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে তাঁহার দুই চাচা রসূলুল্লাহ (দঃ) এর জমানায় জমির নির্দ্দিষ্ট অংশের শস্য বা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ শস্যের বিনিময়ে জমি বর্গা দিতেন। রসূলুল্লাহ (দঃ) ঐ ব্যবস্থাকে নিষেধ করিয়াছেন। আমি রাফে (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম- টাকা পয়সার বিনিময়ে বর্গা[১] দেওয়া কিরূপ? তিনি বলিলেন- টাকা পয়সার বিনিময়ে জমি চাষ করিতে দেওয়া দোষনীয় নয়। (১। ইজারা)

হাদীস- ২২৬০। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **বেহেশতবাসীর চাষবাস।**

নবী করীম (দঃ) এর নিকট একজন বেদুইন বসা থাকাকালীন তিনি বলিয়াছিলেন- বেহেশতবাসী কোন এক লোক তাহার প্রভুর নিকট চাষ করার অনুমতি চাহিলে আল্লাহতা'লা তাহাকে বলিবেন- তোমার আকাঙ্খার কি পরিতৃপ্তি হয় নাই? সে বলিবে- নিশ্চয়ই, তবে আমার চাষ

করার সাধ জানিয়াছে। তখন সে বীজ বুনিবে এবং পলকের মধ্যে চারা হইয়া তাহা বড় হইবে এবং ফসল কাটার মত হইয়া পর্বত সম হইয়া যাইবে। তখন আল্লাহতা'লা বলিবেন- হে আদম সন্তান! এই নাও; তোমার কিছুতেই পরিতৃপ্তি হয় না।

হাদীস-২২৬১। সূত্র-হযরত আবু উমামা (রাঃ)- **লাঙ্গল জোয়াল সম্মানের লাঘব করে।**

কোথাও লাঙ্গল জোয়াল দেখিতে পাইয়া আবু উমামা (রাঃ) বলিলেন- আমি রসূলুল্লাহ (দঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি- এই জিনিষ যাহাদের ঘরে প্রবেশ করিবে আল্লাহতালা তাহাদের সম্মানের লাঘব করিয়া দিবেন।

হাদীস- ২২৬২। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **অনাবাদী জমি আবাদ কারী মালিক।**

রসূল (দঃ) বলিয়াছেন- যে ব্যক্তি অনাবাদী ভূমির এমন অংশ আবাদ করিবে যাহা কাহারও মালিকানাধীন নহে, সে উক্ত ভূমির হকদার মালিক সাব্যস্ত হইবে।

হাদীস- ২২৬৩। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **অতিরিক্ত পানি নিতে নিষেধ না করা।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- অতিরিক্ত[১] পানি নিতে নিষেধ করিবে না। কেননা, ইহাতে অতিরিক্ত ঘাস উৎপন্ন হইতে বাধা দেওয়া হয়। [১। স্বীয় প্রয়োজনের অতিরিক্ত]

হাদীস- ২২৬৪। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **স্বীয় প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি দেওয়া।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- কেয়ামতের দিন আল্লাহতা'লা তিন শ্রেনীর লোকের সাথে কথা বলিবেন না এবং তাহাদের প্রতি নজর করিবেন না। (১) যে ব্যক্তি মিথ্যা কসম করিয়া বলে যে তাহার দ্রব্য বেশী মূল্য বলা সত্ত্বেও সে তাহা বিক্রয় করে নাই, (২) যে ব্যক্তি অন্যের মাল সম্পত্তি আত্মসাত করার উদ্দেশ্যে আসরের নামাজের পর মিথ্যা কসম করে এবং (৩) যে ব্যক্তি স্বীয় প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি অন্যকে দেয় না। আল্লাহতা'লা বলিবেন- পানি তোমার সৃষ্টি নয় অথচ তুমি নিজ প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি অপরকে দাও নাই। কাজেই আমি তোমার প্রতি অনুগ্রহ করিব না।

হাদীস- ২২৬৫। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়ের (রাঃ)- **উপরে থাকা ব্যক্তি পানির অধিকতর হকদার।**

জনৈক আনসারী খেজুর বাগানে প্রবহমান পানি নিয়া জোবায়ের (রাঃ) এর সাথে ঝগড়া করিল। আনসারী পানি ছাড়িয়া দিতে বলিয়াছিল- কিন্তু জোবায়ের (রাঃ) তাহা দিতে অস্বীকার করিয়াছিল। উভয়ে নবী করীম (দঃ) এর নিকট গিয়া কথা কাটাকাটি করিলে নবী করীম (দঃ) বলিলেন- হে জোবায়ের! জমিতে পানি সেচন করার পর তাহা তোমার প্রতিবেশীকে

ছাড়িয়া দাও। ইহাতে আনসারী বলিল- আপনার ফুফাত ভাইতো, তাই এইরূপ ফয়সালা করিলেন। এই কথায় রসূল (দঃ) এমন রাগান্বিত হইলেন যে তাঁহার চেহারার রং পরিবর্তিত হইয়া গেল। তিনি বলিলেন- পানি নেওয়ার পর তাহা দেওয়াল[১] পর্যন্ত পৌঁছিলে বন্ধ করিও। তিনি জোবায়ের রাঃকে তাঁহার পূর্ণ হক দিলেন। এই সময় নাজেল হইয়াছে- তোমার প্রভুর কসম, তাহারা মোমেন হইতে পারে না যতক্ষন পর্যন্ত না তাহারা তোমাকে বিতর্কিত বিষয়ে মিমাংশাকারী নিযুক্ত করে। [১। মতান্তরে গোড়ালী পর্যন্ত পানি না হওয়া পর্যন্ত]

হাদীস- ২২৬৬। সূত্র- হযরত সায়াব ইবনে জাস্সামা (রাঃ)- **চারণ ভূমি আল্লাহ ও রসূল ভিন্ন অন্য কাহারও জন্য নির্ধারন করা যায় না।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- চারণ ভূমি একমাত্র আল্লাহ ও তাঁহার রসূলের জন্য নির্ধারিত।

নকীর চারন ভূমি নবী করীম (দঃ) নিজের[১] জন্য এবং ওমর (রাঃ) শারাফ ও রাফাজার চারনভূমি নির্ধারণ করিয়াছিলেন। [১। সরকারী গোচারনের জন্য]।

হাদীস-২২৬৭। সূত্র - হযরত আসলাম (রাঃ)- **গরীবদের জন্য সরকারী সম্পদ ব্যয় বৈধ।**

ওমর (রাঃ) বাইতুল মালের পশুর জন্য সংরক্ষিত গোচারণ ভূমির রক্ষণাবেক্ষণার্থে হুনায়া নামক এক ব্যক্তিকে নিয়োগ করিয়া নির্দ্দেশ দিলেনঃ-

'সর্বসাধারণ মুসলমানদের প্রতি সর্বদা বিনয়ী, বিনম্র ও সদাচারী থাকিবে। আর কাহারও প্রতি জুলুম করিয়া বদদোয়ার অংশীদার হইবে না। গরীব দুঃখীদের পশুপালকে সংরক্ষিত ভূমিতে প্রবেশে বাধা দিবে না। তবে আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) ও ওসমান (রাঃ) শ্রেণীর ধনী লোকদের পশুপালকে অবশ্যই বাধা দিবে। এই শ্রেণীর লোকদের পশুপাল ঘাসের অভাবে মরিয়া গেলেও তাহাদের বাগান ও জায়গা জমি তাহাদের জন্য যথেষ্ট হইবে। কিন্তু গরীবদের পশুপাল মরিয়া গেলে তাহারা স্ত্রী পুত্র নিয়া রাষ্ট্রের দ্বারে আসিবে এবং সাহায্যের জন্য চিৎকার করিবে।তখন আমার তাহাদিগকে সাহায্য করিতে হইবে। অতএব, সংরক্ষিত ভূমির ঘাস ব্যয় করা সোনা চান্দি ব্যয় অপেক্ষা সহজ।'

ওমর (রাঃ) গোচারণ ভূমি সংরক্ষণের অভিযোগের উত্তরে বলিলেন, জেহাদের জন্য সদা প্রস্তুত পশুপালগুলির প্রয়োজনে বাধ্য না হইলে আমি এক ইঞ্চি ভূমিও সংরক্ষণ করিতাম না।'

হাদীস- ২২৬৮। সূত্র- হযরত নাফে (রাঃ)- **মুসলমানদের সম্পদ বিজিত হওয়ার পর পূর্ব মালিককে ফেরৎ দান।**

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) এর একটি ক্রীতদাস ও একটি ঘোড়া রোম দেশে চলিয়া গিয়াছিল। খালেদ ইবনে অলীদ (রাঃ) কর্তৃক রোম দেশ বিজিত হওয়ার পর উক্ত ক্রীতদাস এবং ঘোড়া আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)কে প্রত্যর্পন করা হইয়াছিল।

হাদীস- ২২৬৯। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **জায়গীর লিখিয়া দেওয়া।**

নবী করীম (দঃ) আনসারদেরকে বাহরাইনের কিছু জায়গীর লিখিয়া দিতে চাহিলে তাহারা বলিল- আমাদের মোহাজের ভাইদেরকে সমপরিমান জায়গীর প্রদান না করা পর্যন্ত আমরা তাহা নিব না। নবী করীম (দঃ) বলিলেন- আমার পর শীঘ্রই তোমরা দেখিবে যে, তোমাদের উপর অন্যদেরকে প্রাধান্য দেওয়া হইতেছে। তখন তোমরা আমার সঙ্গে মিলিত[১] না হওয়া পর্যন্ত সবর করিও। [১। মৃত্যু হওয়া]

হাদীস- ২২৭০। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)- **মিথ্যা কসমকারীর উপর আল্লাহ অসন্তুষ্ট।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- কোন ব্যক্তি যদি অন্য মুসলমানের ধন সম্পদ আত্মসাত করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা কসম খায় তবে সে আল্লাহর অসন্তুষ্ট অবস্থায় আল্লাহর নিকট হাজির হইবে।

আশআছ (রাঃ) বলিয়াছেন- আল্লাহর কসম! তিনি এই কথা আমার সম্পর্কেই বলিয়াছেন। আমার ও জনৈক ইহুদীর যৌথ মালিকানায় একটি ভূমি ছিল। ইহুদী ব্যক্তি আমার মালিকানা অস্বীকার করিয়া বসিলে আমি তাঁহাকে নবী করীম (দঃ) এর নিকট নিয়া গেলাম। আমার কোন স্বাক্ষী আছে কিনা জিজ্ঞাসার উত্তরে আমি না বলিলে তিনি ইহুদীকে বলিলেন-তুমি শপথ গ্রহন কর। আমি বলিলাম- ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে তো শপথ করিবে এবং আমার সম্পত্তি নিয়া যাইবে। তখন আল্লাহতা'লা এই আয়াত নাজেল করিলেন-' যাহারা আল্লাহর সাথে ওয়াদা এবং নিজেদের শপথ গ্রহন সামান্য মূল্যে বিক্রয় করে পরকালে তাহাদের কোন প্রাপ্য থাকিবে না। আল্লাহ কেয়ামতের দিন তাহাদের সাথে কথা বলিবেন না ও তাহাদের প্রতি তাকাইবেন না বরং তাহাদের জন্য রহিয়াছে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি।

হাদীস- ২২৭১। সূত্র- হযরত সায়ীদ ইবনে জায়েদ (রাঃ)- **অন্যের জমি জবর দখল করা।**

আমি রসূলুল্লাহ (দঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি- যে অন্যের জমি জুলুম করিয়া জবর দখল করিবে সাত তবক জমি তাহার গলায় হাঁসুলি করিয়া পরাইয়া দেওয়া হইবে।

হাদীস- ২২৭২। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **জমি অন্যায় দখলকারীর শাস্তি।**

YOADRI.BLOGSPOT.COM

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে সামান্য জমিও কাড়িয়া নিবে কেয়ামতের দিন তাহাকে সাত তবক জমিনের নীচ পর্যন্ত ধসান হইবে।

অসিয়ত

হাদীস- ২২৭৩। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **অসিয়ত করার নির্দেশ।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- যে মুসলমানের নিকট অসিয়ত উপযোগী সম্পদ রহিয়াছে তাহার লিখিত অসিয়তনামা ব্যতীত দুই রাত যাপন করা জায়েজ নহে।

হাদীস- ২২৭৪। সূত্র- হযরত তালহা ইবনে মোসাররেফ (রঃ)- **নবী করীম (দঃ) অসিয়ত করেন নাই।**

আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফাকে নবী করীম (দঃ) অসিয়ত[১] করিয়াছিলেন কিনা জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন- না। তাহা হইলে কিভাবে লোকদের উপর অসিয়ত করা ফরজ হইল জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন- নবী করীম (দঃ) আল্লাহর কেতাব অনুযায়ী আমল করার অসিয়ত করিয়াছিলেন। [১। নবী করীম (দঃ) এর অসিয়ত করার মত সম্পদ ছিল না]

হাদীস- ২২৭৫। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **কতটুকু অসিয়ত করিবে।**

যদি লোকেরা অসিয়তের ব্যাপারে এক চতুর্থাংশে পর্যন্ত নামিয়া আসিত তাহা হইলে খুব ভাল হইত। কেননা, রসুলুল্লাহ (দঃ) এক তৃতীয়াংশে পর্যন্ত অনুমতি দিয়া বলিয়াছেন- এক তৃতীয়াংশে অনেক বড়।

হাদীস- ২২৭৬। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **উত্তরাধিকারীর জন্য অসিয়ত জায়েজ নহে।**

অর্থ সম্পদ সন্তান সন্ততির জন্য এবং অসিয়ত পিতামাতার জন্য নির্ধারিত ছিল এবং আল্লাহতালা তাহার মধ্যে যতটুকু ইচ্ছা মনসুখ করেন। তিনি ছেলের অংশে মেয়ের তুলনায় দ্বিগুন করেন এবং পিতামাতা প্রত্যেকের জন্য এক ষষ্ঠাংশে এবং স্ত্রীর জন্য যদি সন্তান থাকে এক অষ্টমাংশে এবং সন্তান না থাকিলে এক চতুর্থাংশে এবং স্বামীর জন্য সন্তান না থাকিলে অর্ধেক ও সন্তান থাকিলে এক চতুর্থাংশে নির্ধারন করেন।

হাদীস-২২৭৭। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **অসিয়তের ব্যাপারে ওয়ারীসের কসম অগ্রগণ্য।**

তামীমদারী ও আদি ইবনে বাদ্দা নামক দুই খৃষ্টানের সাথে বোদায়েল সাহমী নামক এক মুসলমান সিরিয়া দেশে বানিজ্য করিতে গিয়া সেখানে মারা গেল। অন্তীম শয্যায় সে তাহার সঙ্গীদ্বয়কে তাহার সমস্ত মাল তাহার উত্তরাধিকারীর নিকট পৌছানোর অসিয়ত করিয়া গেল। সঙ্গীদ্বয় মূল্যবান

YQADRI.BLOGSPOT.COM

স্বর্ণখচিত রৌপ্যনির্মিত পেয়ালাটি বিক্রয় করিয়া মূল্য ভাগাভাগি করিল এবং অবশিষ্ট মালামাল ওয়ারীশদের নিকট প্রত্যর্পন করিল। উত্তরাধিকারীগণ গোপন লিপির মাধ্যমে পেয়ালার বিষয় অবগত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা অস্বীকার করিল। রসূলুল্লাহ (দঃ) এর দরবারে আসিয়াও তাহারা মিথ্যা কসম খাইয়া রেহাই পাইল। পরবর্তীতে পেয়ালাটি মক্কার বাজারে বিক্রয় হইতে দেখিয়া উত্তরাধিকারীগন জানিতে পারিল যে বিক্রেতা উহা তামীমদারী ও আদি ইবনে বাদ্দার নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছে। আবার রসূলুল্লাহ (দঃ) এর দরবারে বিষয়টি উত্থাপিত হইলে রসূলুল্লাহ (দঃ) কোরআনের সুরা মায়েদার (পারা ৭), ১০৬-১০৮ আয়াতের মর্মানুযায়ী উত্তরাধিকারীদের দুই ব্যক্তিকে কসম খাইতে বলিলে তাহারা এইরূপে কসম খাইল যে আমাদের কসম এই দুইজনের কসম অপেক্ষা গ্রহণীয়, নিশ্চয়ই পেয়ালাটি আমাদের আত্মীয়ের।

মিরাস

হাদীস- ২২৭৮। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **মিরাসের অংশ আত্মীয়স্বজন ও এতিম মিসকিনকে প্রদান।**

পবিত্র কোরআনের 'এবং উহা[১] বন্টনের সময় যখন স্বজনগন ও পিতৃহীনগন ও দরিদ্রগন উপস্থিত হয়, তখন উহা হইতে তাহাদিগকে জীবিকা দান কর এবং তাহাদের সহিত সদ্ভাবে কথা বল।' (পারা ৪ সুরা ৪ আয়াত ৮) এই আয়াতটি মনছুখ হয় নাই, উহা এখনও[২] বলবৎ আছে। [১। মিরাস। ২। মোস্তাহাব।

হাদীস- ২২৭৯। সূত্র- হযরত জাবের (রাঃ)- **মিরাস বন্টনের আয়াত নাজেল।**

আমি রোগাক্রান্ত হইয়া সংজ্ঞাহীন থাকাকালে রসূল (দঃ) আবু বকর (রাঃ) সহ পায়ে হাঁটিয়া আমাকে দেখিতে আসিয়া পানি আনাইয়া অজু করিলেন এবং সেই পানি আমার উপর ছিটাইয়া দিলে আমার সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম- ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমার ধন সম্পত্তি ভাগ বাটোয়ারা সম্পর্কে কি কি করিব?[১] তখন মিরাসের আয়াত নাজেল হইল। (পারা ৪ সুরা ৪ আয়াত ১১-১২) [১। সন্তান সন্ততি বা পিতা মাতা না থাকায়।

হাদীস- ২২৮০। সূত্র- হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ)- **সংজ্ঞাহীন রোগীর সেবা।**

আমার জীবন অসুস্থাবস্থায় নবী করীম (দঃ) এবং আবু বকর (রাঃ) পায়ে হাঁটিয়া আমার নিকট আসিয়া আমাকে সজ্ঞোহীন অবস্থায় পাইলেন। নবী করীম (দঃ) অজু করিয়া অবশিষ্ট অজুর পানি আমার গায়ে ছিটাইয়া দিলে

আমার সঙ্গে ফিরিল। রসুলুল্লাহ (দঃ)কে দেখিয়া আমি বলিলাম- ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমার সম্পত্তির ব্যাপারে কি ব্যবস্থা করিব? আমার ধন সম্পদের কি ফয়সালা করিয়া যাইব? তিনি আমার কথার কোন জবাব দিলেন না। পরক্ষনেই মিরাস সম্পর্কিত আয়াত নাজেল হইল।

হাদীস- ২২৮১। সূত্র- হযরত আসওয়াদ ইবনে ইয়াজিদ (রঃ)- **কন্যা ও ভগ্নির অংশ।**

মোয়াজ ইবনে জাবাল (রাঃ) ইয়েমেনে শিক্ষক অথবা শাসক হইয়া আসিলে আমরা তাঁহাকে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম যে মৃত্যুকালে এক কন্যা ও এক ভগ্নি রাখিয়া মারা গিয়াছে। তিনি কন্যাকে অর্ধেক এবং ভগ্নিকে অর্ধেক দিয়াছেন[১]। [১। অন্য ওয়ারীশ না থাকায়।]

হাদীস- ২২৮২। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **পুত্রের ও পৌত্রের মিরাস।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- ফারায়েজকে তাহাদের মূল মালিকদের সাথে সংযোজন কর। যাহাদের অংশ নির্ধারিত রহিয়াছে সর্বাগ্রে তাহাদের অংশ দিয়া দাও। তাহারা হইতেছে 'যাবীল ফুরুজ'। ইহার পর যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তন্মধ্যে নিকটতম 'আসাবা' পুরুষ আত্মীয়গনই হইবে অগ্রাধিকারী।

হাদীস- ২২৮৩। সূত্র- হযরত হোজাইল ইবনে সুরাহবীল (রাঃ)- **কন্যা, পৌত্রী ও ভগ্নির মিরাস।**

আবু মুসা আশআরী (রাঃ)কে এক কন্যা, পৌত্রী ও ভগ্নি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন- কন্যার অর্ধেক এবং ভগ্নির অর্ধেক। আরও অধিক জানিতে হইলে ইবনে মাসউদ (রাঃ) এর নিকট যাও। আশা করি তিনি আমার অনুসরন করিবেন।

ইবনে মাসউদ (রাঃ)কে আবু মুসা আশআরী (রাঃ) এর বর্ণনা অবহিত করিয়া জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন- এইরূপ ফতোয়া দিলে আমি নিশ্চিত গোমরাহ হইয়া যাইব এবং কখনও হেদায়েত প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত থাকিব না। এই ব্যাপারে আমি রসুলুল্লাহ (দঃ) এর দেওয়া ফয়সালাই করিব। কন্যার অংশ হইতেছে অর্ধেক। পৌত্রীর এক ষষ্ঠাংশ । তাহা দুই তৃতীয়াংশ সম্পূরক করার জন্যই হইবে। ইহার পর অবশিষ্ট সম্পদ যাহা থাকিবে তাহা পাইবে ভগ্নি।

অতঃপর আবু মুসা আশআরী (রাঃ) এর নিকট আসিয়া ইবনে মাসউদের বর্ণনা অবহিত করিলে তিনি বলিলেন- এই মনীষী তোমাদের মাঝে থাকাকালে আমাকে আর জিজ্ঞাসা করিও না।

হাদীস- ২২৮৪। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **সন্তান, পিতামাতা ও স্ত্রীর মিরাস।**

সম্পদের মালিক ছিল সন্তান, আর পিতামাতার জন্য ছিল অসিয়ত। আল্লাহতা'লা নিজ পসন্দ অনুযায়ী উহা রহিত করিয়া একজন পুরুষের জন্য

দুইজন নারীর সম পরিমান, সন্তান বর্তমান অবস্থায় পিতামাতা উভয়ের প্রত্যেকের জন্য এক ষষ্ঠাংশ, এককভাবে নারীর[১] জন্য এক অষ্টমাংশ[২] ও এক চতুর্থাংশ[৩] এবং স্বামীর জন্য অর্ধেক[৪] ও এক চতুর্থাংশ[৫] নির্ধারন করিয়াছেন। [১। স্ত্রীর ২। সন্তান থাকিলে ৩। সন্তান না থাকিলে। ৪। সন্তান না থাকিলে। ৫। সন্তান থাকিলে।]

হাদীস- ২২৮৫। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **অবৈধ সম্পর্ক দ্বারা মীরাস হয় না।**

ওতবা তদীয় ভ্রাতা সা'দ (রাঃ)কে অসিয়ত করিয়াছিল- জামআর দাসীর গর্ভজাত সন্তান আমার ঔরশের[১] বিধায় তাহাকে অধিকারে আনিবে। মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে সা'দ (রাঃ) তাহাকে স্বীয় আয়ত্বে আনিয়া বলিল- সে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র। তাহার সম্বন্ধে আমার ভাই আমাকে অসিয়ত করিয়া গিয়াছে। জামআর পুত্র আব্দ দাঁড়াইয়া দাবি করিল- সে আমার ভাই। সে আমার পিতার ঔরশে তাহার দাসীর সন্তান এবং তাহার বিছানায়ই জন্ম গ্রহন করিয়াছে। বিবাদটি নিষ্পত্তির জন্য নবী করীম (দঃ) এর নিকট গেলে তিনি বলিলেন- হে আব্দ! সে তোমারই প্রাপ্য। প্রকৃতপক্ষে বিছানা যাহার সন্তানও তাহার। ব্যভিচারীর জন্য হইতেছে পাথর। তিনি সওদা[২] বিনতে জামআ কে বলিলেন- তুমি তাহা হইতে পর্দা কর। কারন, তিনি তাহার মধ্যে ওতবার আকৃতি দেখিয়াছিলেন। ফলে আল্লাহর সাক্ষাত[৩] পর্যন্ত সে তাঁহাকে[৪] কখনও দেখিতে পায় নাই। [১। অবৈধ মিলনের ২। নবী পত্নী, ৩। মৃত্যু ৪। সওদা (রাঃ)]

হাদীস- ২২৮৬। সূত্র- হযরত উসামা (রাঃ)- **মুসলমান ও কাফের পরস্পর উত্তরাধিকারী হইবে না।**

মক্কা বিজয়ের দিন রসূলুল্লাহ (দঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম- আগামীকাল কোথায় অবস্থান করিবেন? পৈত্রিক বাড়িতে কি? তিনি বলিলেন- আক্বীল[১] সেই ঘর বাড়ীর কোন অস্তিত্ব অবশিষ্ট রাখিয়াছে কি? অতঃপর বলিলেন- কোন মুসলমান কোন কাফেরের এবং কোন কাফের কোন মুসলমানের উত্তরাধিকারী হইতে পারিবে না। আবু তালেবের উত্তরাধিকারী ছিল- আক্বিল ও তালেব।.[১। রসূলুল্লাহ (দঃ) এর চাচাত ভাই- আবু তালেব এর পুত্র]

হাদীস- ২২৮৭। সূত্র- হযরত উসামা (রাঃ)- **মুসলিম অমুসলিম এর মীরাস।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- মুসলমান কাফেরের এবং কাফের মুসলমানের ওয়ারীশ হইতে পারিবে না।

২০। উর্দ্ধমণ্ডল

মেঘ

হাদীস- ২২৮৮। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **মেঘমালা আজাব বহন করিতে পারে।**

আকাশে মেঘ দেখিলে নবী করীম (দঃ) অস্থির ভাবে অন্দরে বাহিরে ছুটাছুটি করিতেন এবং তাঁহার চেহারা বিবর্ণ হইয়া যাইত। বৃষ্টি বর্ষিত হওয়ার পর তাঁহার অস্থিরতা দূর হইত। এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন- মেঘ দেখিয়া আদ জাতি যে উক্তি করিয়াছিল এই মেঘ অনুরূপ মেঘও তো হইতে পারে। কোরআন শরীফে রহিয়াছে- ''অনন্তর তাহারা যখন উহাকে মেঘরূপে তাহাদের উপত্যকা অভিমুখে অগ্রসর হইতে দেখিয়াছিল, তখন তাহারা বলিয়া উঠিয়াছিল, ইহা তো মেঘ- যাহা আমাদের উপর বর্ষিত হইবে; বরং উহা সেই ঝঞ্ঝাবায়ু-যাহার জন্য তোমরা সত্বরতা করিয়াছিলে, যাহার মধ্যে যন্ত্রনাপ্রদ শাস্তি রহিয়াছে।'' (পারা ২৬ সুরা ৪৫ আয়াত ২৪)

হাদীস- ২২৮৯। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **নবী করীম (দঃ) মেঘ দেখিলেই চিন্তিত হইয়া পড়িতেন।**

রসুলুল্লাহ (দঃ)কে পূর্ণ মুখ খুলিয়া হাঁসিতে কখনও দেখি নাই। তাঁহার অভ্যাস ছিল মুচকি হাঁসি দেওয়া। মেঘপুঞ্জ বা ঝড় দেখিলে তাঁহার চেহারা মলিন হইয়া যাইত। একদা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম- ইয়া রসুলুল্লাহ! মেঘ দেখিলে মানুষ বৃষ্টির আশায় আনন্দিত হয় আর আপনি চিন্তিত হইয়া পড়েন! নবী করীম (দঃ) বলিলেন- মেঘপুঞ্জে আজাবের আশঙ্কা হইতে আমি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না। পূর্বযুগে একজাতি আজাব বাহক মেঘপুঞ্জ দেখিয়া আনন্দে বলিয়াছিল- ইহা তো মেঘ- যাহা আমাদের উপর বর্ষিত হইবে।' (পারা ২৬ সুরা ৪৫ আয়াত ২৪)

ফেরেশতা

হাদীস- ২২৯০। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **ফেরেশতাগণ সালাম বলেন।**

একদা নবী করীম (দঃ) বলিলেন- হে আয়েশা! ঐ দেখ জিব্রাইল (আঃ) তোমাকে সালাম বলিতেছেন। আয়েশা (রাঃ) বলিলেন- ওয়া আলাইহেস্‌সালাম ওয়া রহমতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু। আপনিতো এমন জিনিষও দেখিয়া থাকেন যাহা আমরা দেখি না।

হাদীস- ২২৯১। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া ফেরেশতা আসেন না।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) একবার জিব্রাইল (আঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন- আপনি যতবার আমার নিকট আসেন তাহার চাইতে বেশীবার আসেন না কেন? তখনই নাজেল হয় "আমরা আপনার প্রভুর নির্দেশ ছাড়া আসিতে পারি না। আমাদের আগের পিছনের এবং এই উভয়ের মাঝখানে সব কিছুই তাঁহার নিয়ন্ত্রনে। আর আপনার প্রভু কখনও ভুলেন না।" (পারা ১৬ সূরা ১৯ আয়াত ৬৪)

হাদীস- ২২৯২। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **রসূল (দঃ) আল্লাহকে দেখেন নাই।**

যে বলে রসূলুল্লাহ (দঃ) আল্লাহতা'লাকে দেখিয়াছেন সে মস্ত ভুল করিবে। মশরুক (রঃ) আয়েশা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন- "তৎপর সে নিকট হইতে নিকটতর হইয়াছিল; এমনকি সে দুই ধনুকের ব্যবধানে ছিল অথবা আরও নিকটবর্তী হইয়াছিল। (পারা ২৭, সূরা ৫৩, আয়াত ৮-৯)" কোরআন শরীফে উল্লেখিত এই কথার মর্ম কি? আয়েশা (রাঃ) জবাব দিলেন- উনি ছিলেন জিব্রাইল (আঃ)। সাধারণতঃ তিনি নবী করীম (দঃ) এর নিকট আসিতেন মানুষরূপে। কিন্তু এইবার আসিয়াছিলেন নিজরূপে এবং সারা আকাশ ঘিরিয়া রাখিয়াছিলেন।

শয়তান

হাদীস- ২২৯৩। সূত্র- হযরত জাবের (রাঃ)- **সন্ধ্যাকালে শয়তানেরা ছড়াইয়া পড়ে।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- সন্ধ্যা নামিয়া আসাকালে ছেলে মেয়েদেরকে আটক করিয়া রাখিও। কেননা, এই সময় শয়তানেরা ছড়াইয়া পড়ে। রাত্রের কিছু সময় পার হইয়া গেলে তাহাদেরকে ছাড়িয়া দিতে পার। বিসমিল্লাহ বলিয়া ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করিবে, বাতি নিভাইবে এবং পানির পাত্র ঢাকিয়া রাখিবে। যৎসামান্য কিছু হইলেও উহার উপর দিয়া রাখিবে।

হাদীস- ২২৯৪। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **নবজাতককে শয়তান টোকা দেয়।**

রসূলুল্লাহ (দঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি- প্রত্যেক আদম সন্তানের জন্মের সময় তাহার পার্শ্বদেশে শয়তান আঙ্গুলদ্বারা টোকা মারে। তবে ঈশা (আঃ) ইহার ব্যতিক্রম। শয়তান তাহাকে টোকা মারিতে গিয়াছিল কিন্তু তখন পর্দায় (মতান্তরে কাপড়ে) টোকা পড়ে।

হাদীস- ২২৯৫। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **হাই আসা শয়তানের কারসাজিতে হইয়া থাকে।**

YOADRI.BLOGSPOT.C

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- হাই আসা শয়তানের কারসাজিতে হইয়া থাকে। তাই কাহারও হাই আসিতে চাহিলে যথাসাধ্য উহাকে এড়াইতে চেষ্টা করিবে। হা শব্দজনক হাই দিলে শয়তান হাঁসিয়া উঠে।

হাদীস-২২৯৬। সূত্র- হযরত সায়াদ ইবনে আবু অক্কাস (রাঃ)- **শয়তান ওমর (রাঃ)কে ভয় পায়।**

কয়েকজন কোরায়েশ মহিলা রসূলুল্লাহ (দঃ) এর সাক্ষাতে উচ্চস্বরে কথা বলাকালে ওমর (রাঃ) অনুমতি নিয়া প্রবেশ করিলে তাহারা উঠিয়া পর্দার আড়ালে চলিয়া গেল। ওমর (রাঃ) বলিলেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ আপনাকে হাঁসিমুখে রাখুন। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন- আমার নিকট থাকা মহিলাদের ব্যাপারে আমি আশ্চর্যান্বিত হইয়াছি। তোমার কণ্ঠস্বর শুনামাত্র তাহারা পর্দার আড়ালে চলিয়া গিয়াছে। ওমর (রাঃ) বলিলেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার তুলনায় আপনাকে ভয় করাই তাহাদের অধিক কর্তব্য ছিল। অতঃপর ওমর (রাঃ) মহিলাদেরকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন- হে আত্মঘাতী মহিলারা- তোমরা আমাকে ভয় কর, রসূলুল্লাহ (দঃ)কে ভয় কর না? তাহারা উত্তর দিল- হাঁ, আপনি রসূলুল্লাহ (দঃ) অপেক্ষা অধিক কর্কশ ভাষী ও কঠোর হৃদয় ব্যক্তি। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন- সেই সত্তার কসম যাহার হাতে আমার প্রাণ! শয়তান কখনও কোন পথে তোমাকে চলিতে দেখিলে সাথে সাথে সেই পথ ছাড়িয়া অন্য পথ ধরে।

হাদীস- ২২৯৭। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **নিদ্রাকালে শয়তান নাকের উর্দ্ধস্থানে থাকে।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- কোন ব্যক্তি নিদ্রা হইতে উঠিয়া অজু করা কালে তিনবার নাকে পানি দেওয়া কর্তব্য। কারণ, নিদ্রাবস্থায় শয়তান মানুষের নাসিকানালীর উর্দ্ধস্থানে অবস্থান করিয়া থাকে।

চন্দ্র গ্রহন- সূর্য গ্রহন

হাদীস- ২২৯৮। সূত্র- হযরত আবু বকরা (রাঃ)- **গ্রহন আল্লাহর নিদর্শন।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলেন- সূর্য্য ও চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শন সমূহের মধ্যে দুইটি নিদর্শন মাত্র। কাহারও মৃত্যুর কারনে ইহাদের গ্রহন হয় না। ইহা দ্বারা আল্লাহতা'লা তাঁহার বান্দাদেরকে ভয় দেখান।

হাদীস- ২২৯৯। সূত্র- হযরত আবু মুসা (রাঃ)- **গ্রহনের সময় করনীয়।**

একদা সূর্য্য গ্রহন হইল। নবী করীম (দঃ) ভীত হইয়া পড়িলেন। তিনি কেয়ামত হওয়ার ভয় করিতেছিলেন।

YOADRI.BLOGSPOT.C

অতঃপর তিনি মসজিদে আসিয়া অত্যন্ত দীর্ঘ কেয়াম, রুকূ ও সেজদা সহকারে নামাজ পড়িলেন। ইহার পর তিনি বলিলেন- এইগুলি হইল আল্লাহর প্রেরীত নিদর্শন। কাহারও মরা অথবা বাঁচার কারনে ইহা হয় না। বরং আল্লাহ ইহা দ্বারা তাঁহার বান্দাদেরকে ভয় দেখাইয়া থাকেন। অতএব, তোমরা যখনই ইহার কিছু দেখিবে তখনই আল্লাহর জিকির, তাঁহার নিকট দোয়া এবং তাঁহার নিকট ক্ষমা চাওয়ার মাধ্যমে আশ্রয় প্রার্থনা করিবে।

হাদীস- ২৩০০। সূত্র- হযরত আবু বকরা (রাঃ)- **গ্রহণ অবস্থায় নামাজ।**

আমরা নবী করীম (দঃ) এর নিকটে থাকাকালীন সূর্য্যগ্রহন শুরু হইল। রসূলুল্লাহ (দঃ) উঠিয়া দাঁড়াইয়া চাদর টানিতে টানিতে মসজিদে প্রবেশ করিলে আমরাও প্রবেশ করিলাম। তিনি আমাদেরকে নিয়া দুই রাকাত নামাজ আদায় করিলেন এবং গ্রহন ছাড়িয়া গেলে তিনি বলিলেন- ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে কাহারও মৃত্যুর কারনে সূর্য্য গ্রহন বা চন্দ্র গ্রহন হয় না। তোমরা যখন গ্রহন হইতে দেখিবে তখন ঐ অবস্থা অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত নামাজ পড়িবে এবং দোয়া করিতে থাকিবে।

হাদীস- ২৩০১। সূত্র- হযরত আবু মাসউদ (রাঃ)- **গ্রহনের সময় নামাজ পড়া।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে মানুষের মধ্যে কাহারও মৃত্যুর কারনে সূর্য্য গ্রহন বা চন্দ্র গ্রহন হয় না। উহা আল্লাহর নিদর্শন সমূহের মধ্যে দুইটি নিদর্শন মাত্র। অতএব, তোমরা যখন গ্রহন দেখিবে তখন দাঁড়াইয়া যাইবে ও নামাজ পড়িবে।

হাদীস-২৩০২। সূত্র- আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্য্যগ্রহণকালে নামাজ পড়া।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- নিশ্চয়ই চন্দ্র সূর্য্যের গ্রহণ কাহারও জন্মের বা মৃত্যুর প্রভাবে হয় না। ইহা আল্লাহতালার বিশেষ কুদরতের নিদর্শন সমূহের দুইটি নিদর্শন মাত্র। যখনই তোমরা ঐরূপ অবস্থা দেখ, নামাজ পড়।

হাদীস- ২৩০৩। সূত্র- হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রাঃ)- **গ্রহনের সময় নামাজ পড়া।**

যেইদিন হযরত (দঃ) এর পুত্র ইব্রাহীম (রাঃ) মারা যান সেইদিন সূর্য্য গ্রহন হইয়াছিল। লোকেরা বলাবলি করিতেছিল- ইব্রাহীম (রাঃ) এর মৃত্যুর কারনেই সূর্য্য গ্রহন হইয়াছে। তখন রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন- কাহারও মৃত্যু অথবা বাঁচিয়া থাকার কারনে কখনও সূর্য্য গ্রহন বা চন্দ্র গ্রহন হয় না।

তোমরা যখন দেখিবে[১] তখন নামাজ পড়িবে এবং আল্লাহর নিকট দোয়া করিবে। [১। গ্রহন]

হাদীস- ২৩০৪। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)- গ্রহনের সময় নামাজ পড়া।

একবার রসুল (দঃ) এর সময়ে সূর্য্য গ্রহন হইলে তিনি নামাজ পড়িলেন। নামাজে তিনি সূরা বাকারা পড়ার মত সময় কেয়াম করিলেন এবং দীর্ঘ সময় নিয়া রুকু করিলেন। তারপর মাথা তুলিয়া আবার দীর্ঘক্ষণ ধরিয়া কেয়াম করিলেন। ইহার পর তিনি দীর্ঘক্ষণ ধরিয়া রুকু করিলেন তবে তাহা পূর্বের রুকু হইতে কম দীর্ঘ ছিল। তারপর তিনি সেজদা করিয়া আবার দাঁড়াইলেন এবং দীর্ঘক্ষণ ধরিয়া কেয়াম করিলেন তবে তাহা পূর্বের কেয়াম অপেক্ষা কম দীর্ঘ ছিল। ইহার পর আবার দীর্ঘক্ষণ ধরিয়া রুকু করিলেন তবে তাহা পূর্বের রুকু অপেক্ষা কম দীর্ঘ ছিল। তারপর মাথা তুলিয়া দীর্ঘক্ষণ কেয়াম করিলেন তবে তাহা পূর্বের কেয়াম অপেক্ষা কম দীর্ঘক্ষণ ছিল। তারপর তিনি আবার দীর্ঘ সময় ধরিয়া রুকু করিলেন তবে তাহা পূর্বের রুকু অপেক্ষা কম দীর্ঘ ছিল। অতঃপর তিনি সেজদা করিয়া নামাজ শেষ করিলেন। ততক্ষণে সূর্য্যগ্রহণও ছাড়িয়া গেল।

অতঃপর তিনি বলিলেন- নিশ্চয়ই সূর্য্য ও চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শন সমূহের মধ্যে দুইটি নিদর্শন মাত্র। কাহারও মরার বা বাঁচার[১] কারনে ইহাদের গ্রহন হয় না। অতএব, যখনই গ্রহন দেখিবে তখনই আল্লাহকে স্মরন করিবে। লোকেরা প্রশ্ন করিল- ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা দেখিলাম যে আপনি নিজের স্থানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কি যেন হাত দিয়া ধরিলেন এবং পরক্ষনেই পেছনে সরিয়া গেলেন। তিনি বলিলেন- আমি বেহেশত দেখিয়াছিলাম এবং এক থোকা আঙ্গুরের প্রতি হাত বাড়াইয়াছিলাম। তাহা আনিলে তোমরা তাহা কেয়ামত পর্যন্ত খাইতে পারিতে। পরক্ষনেই আমাকে দোজখ দেখানো হয় আর উহাতে আমি আজিকার মত ভয়ঙ্কর দৃশ্য আর কখনও দেখি নাই।

নবী করীম (দঃ) বলিলেন- আমি দেখিলাম দোজখের অধিকাংশ বাসিন্দাই নারী। লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল- ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইহার কারন কি? তিনি বলিলেন- ইহার কারন কুফুরী। জিজ্ঞাসা করা হইল- তাহারা কি আল্লাহর সাথে কুফুরী করে? তিনি উত্তর দিলেন- তাহারা স্বামীর সাথে কুফুরী করে ও এহসান অস্বীকার করে। তোমাদের কেউ যদি তাহাদের সাথে সারা জীবনও মহৎ আচরন কর, অতঃপর সে তোমার মধ্যে সামান্য ত্রুটিও পায়, তাহা হইলে চট করিয়া বলিয়া ফেলিবে, তোমার নিকট সারা জীবন একটি ভাল ব্যবহারও পাইলাম না। [১। পূর্বে বিশ্বাস ছিল যে গ্রহন কোন বিখ্যাত ব্যক্তির জন্ম মৃত্যুর কারনে হয়]

হাদীস- ২৩০৫। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- গ্রহনে নামাজ।

একবার রসূল (দঃ) এর সময়ে সূর্য্য গ্রহন হইলে তিনি নামাজ পড়িলেন। নামাজে তিনি সুরা বাকারা পড়ার মত সময় কেয়াম করিলেন এবং দীর্ঘ সময় নিয়া রুকু করিলেন। তারপর মাথা তুলিয়া আবার দীর্ঘক্ষন ধরিয়া কেয়াম করিলেন। ইহার পর তিনি দীর্ঘক্ষন ধরিয়া রুকু করিলেন তবে তাহা পূর্বের রুকু হইতে কম দীর্ঘ ছিল। তারপর তিনি সেজদা করিয়া আবার দাঁড়াইলেন এবং দীর্ঘক্ষন ধরিয়া কেয়াম করিলেন তবে তাহা পূর্বের কেয়াম অপেক্ষা কম দীর্ঘ ছিল। ইহার পর আবার দীর্ঘক্ষন ধরিয়া রুকু করিলেন তবে তাহা পূর্বের রুকু অপেক্ষা কম দীর্ঘ ছিল। তারপর মাথা তুলিয়া দীর্ঘক্ষন কেয়াম করিলেন তবে তাহা পূর্বের কেয়াম অপেক্ষা কম দীর্ঘ ছিল। তারপর তিনি আবার দীর্ঘ সময় ধরিয়া রুকু করিলেন তবে তাহা পূর্বের রুকু অপেক্ষা কম দীর্ঘ ছিল। অতঃপর তিনি সেজদা করিয়া নামাজ শেষ করিলেন। ততক্ষনে সূর্য্য গ্রহনও ছাড়িয়া গেল।

অতঃপর তিনি আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী খোতবা দিলেন ও লোকদেরকে কবর আজাব হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করার জন্য নির্দ্দেশ দিলেন।

হাদীস- ২৩০৬। সূত্র- হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ)- **গ্রহনের নামাজ ও কবরের প্রশ্ন।**

একবার আমি আয়েশা (রাঃ) এর নিকট গেলাম। উক্ত সময়ে সূর্য্যগ্রহন হইয়াছিল। লোকেরা নামাজে দাঁড়াইয়াছিল এবং সেও নামাজে দাঁড়াইয়াছিল। লোকেরা কেন নামাজে দাঁড়াইয়াছে আমার এই প্রশ্নের উত্তরে সে সোবহান আল্লাহ বলিয়া হাত দ্বারা আকাশের দিকে ইঙ্গিত করিল। আমিও তখন দাঁড়াইলাম। পরিশেষে অন্ধকার কাটিয়া গেলে আমি আমার মাথায় পানি দিতে লাগিলাম।

রসূলুল্লাহ (দঃ) নামাজ শেষ করিয়া প্রথমে আল্লাহতা'লার প্রশংসা করিলেন এবং তারপর বলিলেন- আমি এই স্থানে থাকিয়াই বেহেশত ও দোজখ দেখিলাম। আমার নিকট অহী পাঠানো হইয়াছে যে নিশ্চয়ই তোমাদের কবরের মধ্যে দাজ্জালের ফেতনার ন্যায় অথবা তার কাছাকাছি[১] ফেতনায় লিপ্ত করা হইবে। তোমাদের প্রত্যেকের নিকটই কবরে আমাকে উপস্থিত করিয়া প্রশ্ন করা হইবে যে এই লোকটি সম্বন্ধে কি জান? যে লোক ঈমানদার হইবে সে বলিবে- তিনি আল্লাহর রসূল মোহাম্মদ (দঃ)। তিনি সুস্পষ্ট দলিল নিয়া আমাদের নিকট আসিয়াছিলেন এবং আমরা তাহাতে সাড়া দিয়া ঈমান আনিয়াছি এবং তাহা অনুসরন করিয়াছি। ইহার পর তাহাকে বলা হইবে- তুমি নেককার বান্দারূপে ঘুমাও। আমরা নিশ্চিতরূপে জানিলাম যে তুমি বিশ্বাসকারী ছিলে। আর যে ব্যক্তি মোনাফেক বা সন্দেহকারী[২] হইবে সে শুধু বলিবে- আমি তাহা বলিতে

পারিতেছি না। আমি মানুষকে কিছু কথা বলিতে শুনিয়াছি এবং আমিও তাহাই বলিয়াছি।

[বর্ণনাকারীর স্মরন নাই ১। ন্যায় অথবা কাছাকাছি, ২। মোনাফেক অথবা সন্দেহকারী বলিয়াছেন।]

হাদীস- ২৩০৭। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ)- গ্রহনের **নামাজের আহবান।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) এর জমানায় সূর্য্য গ্রহন হইলে এই ধ্বনি দেওয়া হইত- নামাজের জন্য জমায়েত হও।

হাদীস- ২৩০৮। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **গ্রহনে নামাজ ও দোয়া।**

এক ইহুদী রমনী আমার নিকট ভিক্ষা চাহিয়া 'আল্লাহ আপনাকে কবরের আজাব হইতে রক্ষা করুন' এই দোয়া করিলে আমি রসূলুল্লাহ (দঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম- মানুষদিগকে কবরে আজাব দেওয়া হইবে কি? রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন- আমি উহা হইতে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করি।

একদা রসূল (দঃ) সকাল বেলা যানবাহনে চড়িয়া যাইতেছিলেন। এমন সময় সূর্য্য গ্রহন শুরু হইলে তিনি গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং বিবিগনের কক্ষ সমূহের মধ্য দিয়া মসজিদে গমন করিলেন এবং নামাজ আরম্ভ করিলেন। লোকেরা তাঁহার পেছনে কাতার বন্দী হইয়া নামাজ আরম্ভ করিল। তিনি নামাজান্তে কবরের আজাব হইতে আল্লাহতা'লার আশ্রয় প্রার্থনা করার আদেশ দিলেন।

হাদীস- ২৩০৯। সূত্র- হযরত আসমা (রাঃ)- **গ্রহনে দান।**

নবী করীম (দঃ) আদেশ করিয়াছেন- সূর্য্য গ্রহনের সময় ক্রীতদাস মুক্ত করিও।

হাদীস-২৩১০। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ)- **গ্রহণে দীর্ঘ রুকু সেজদা।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) এর সময়ে সূর্য্য গ্রহণের সময় জামাতের সাথে নামাজ পড়ার ঘোষণা দেওয়া হইত। নবী করীম (দঃ) তখন এক রাকাতে দুইবার সেজদা করিয়া দাঁড়াইতেন। পরবর্তী রাকাতেও দুইবার সেজদা করিয়া বসিতেন। ততক্ষনে সূর্য্যগ্রহণ ছাড়িয়া যাইত। আয়েশা (রাঃ) বলেন- এই নামাজের ভিতর ছাড়া এত দীর্ঘকালীন সেজদা আর কোথাও করি নাই।

হাদীস-২৩১১। সূত্র - হযরত আয়েশা (রাঃ) - **গ্রহনের নামাজে চার রুকু চার সেজদা।**

নবী করীম (দঃ) চন্দ্রগ্রহণের নামাজে উচ্চস্বরে কেরাত পাঠ করেন। তারপর তকবীর দেন এবং রুকু করেন। রুকু হইতে মাথা উঠাইয়া বলিলেন- সামিআল্লা হুলিমান হামিদাহ, রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ। অতঃপর তিনি পুনরায় কেরাত পাঠ করেন এবং দুই রাকাত নামাজে চার রুকু ও চার সেজদা করেন।

২১ । রোগ বালাই

রোগব্যাধি

হাদীস- ২৩১২। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **রসুল (দঃ) এর রোগ যাতনা কঠোর ছিল।**

আমি রসুল (দঃ) এর চাইতে বেশী রোগ যাতনা ভোগ করিতে আর কাহাকেও দেখি নাই।

হাদীস- ২৩১৩। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)- **রোগ যাতনা দ্বারা গোনাহ মাফ হয়।**

নবী করীম (দঃ) এর কঠিণ জ্বরে আক্রান্ত অবস্থায় আমি তাঁহার নিকট ছিলাম। আমি বলিলাম- আপনার সওয়াব বোধ হয় দ্বিগুন, তাই এত জ্বর। তিনি বলিলেন- হ্যাঁ, কোন মুসলমানের উপর কোন দুঃখ যাতনা আসিলেই আল্লাহতা'লা বৃক্ষ হইতে পাতা ঝরার মত তাহার গোনাহ ঝরাইয়া দেন।

হাদীস- ২৩১৪। সূত্র- হযরত আবু মুসা আশয়ারী (রাঃ)- **রোগীর সেবা।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- ক্ষুধার্তকে খাবার দাও, রোগীর সেবা কর এবং কয়েদীকে মুক্ত কর।

হাদীস- ২৩১৫। সূত্র- হযরত আতা ইবনে আবু বারা'হ (রাঃ)- **মৃগী রোগীর সবরের ফজিলত।**

ইবনে আব্বাস (রাঃ) আমাকে বলিয়াছেন- তোমাকে একজন বেহেশতী মহিলা দেখাইব কি? আমি বলিলাম- নিশ্চয়ই! তিনি বলিলেন- এই কৃষ্ণকায় মহিলাটি। সে নবী করীম (দঃ) এর নিকট আসিয়া বলিল- আমি মৃগী রোগে আক্রান্ত হই, তাহাতে আমার ছতর খুলিয়া যায়, আপনি আমার জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করুন। নবী করীম (দঃ) বলিলেন- তুমি যদি সবর করিতে চাও কর, তোমার জন্য বেহেশত রহিয়াছে। আর তুমি চাহিলে আমি দোয়া করিতে পারি আল্লাহ তোমাকে এই রোগ হইতে মুক্তি দিন! মহিলাটি বলিল- আমি সবর করিব। তারপর বলিল- আমার কাপড় খুলিয়া যায়; আপনি আল্লাহর নিকট দোয়া করুন, আমার ছতর যেন না খোলে। তখন নবী করীম (দঃ) তাহার জন্য দোয়া করিলেন।

হাদীস- ২৩১৬। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **রোগীকে সান্ত্বনা দেওয়া।**

নবী করীম (দঃ) কোন রোগীর খেদমত করিতে গেলে বলিতেন- ক্ষতি নাই, আল্লাহ চাহেত তুমি সকল গোনাহ হইতে পাক হইয়া যাইবে।

একদা তিনি এক আরাবীর[১] সেবা করিতে গিয়া ঐরূপ বলিলে সে বলিল- আপনি বলিতেছেন ইহা গোনাহ হইতে পাক করিয়া দিবে? কখনও না! বরং এই বৃদ্ধের উপর চড়াও হওয়া জ্বর তাহাকে কবরে নিয়া ছাড়িবে।

নবী করীম (দঃ) বলিলেন২- তবে তাহাই হইবে। ।১। বেদুইন। ২। বিরক্ত হইয়া এবং বৃদ্ধের তাঁহার কথায় বিশ্বাস নাই দেখিয়া।

হাদীস- ২৩১৭। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- রোগে শোকে বা যাতনায় মৃত্যু কামনা করা নিষেধ।

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- কোন মসিবতে পড়িয়া দুঃখ কষ্টের কারনে তোমাদের কেউ যেন কখনও মৃত্যু কামনা না করে। আর যদি সেইরূপ কিছু করিতেই হয়, তবে যেন এই দোয়া করে: হে আল্লাহ! যতদিন বাঁচিয়া থাকা আমার পক্ষে কল্যানকর হয়, ততদিন পর্যন্ত আমাকে জীবিত রাখ। আর যদি মৃত্যুই আমার পক্ষে মঙ্গলজনক হয়, আমাকে মৃত্যু দান কর।

হাদীস- ২৩১৮। সূত্র- হযরত ক্বায়াস ইবনে আবু হাজেম (রাঃ)- মৃত্যু কামনা করা নিষেধ।

খাব্বাব (রাঃ) এতই অসুস্থ ছিলেন যে সাতবার দাগ লাগানোর চিকিৎসা করিতে হইয়াছিল। আমরা কয়েকজন তাঁহার খেদমতে গেলে তিনি বলিলেন- আমাদের সাথীরা এমন অবস্থায় চলিয়া গিয়াছেন যে দুনিয়া তাঁহাদের আমলে কোনরূপ লোকসান ঘটাইতে পারে নাই। অথচ আমি এত ধনসম্পদের মালিক হইয়াছি যে মাটি১ ছাড়া উহা রাখিবার জায়গা পাইতেছি না। নবী করীম (দঃ) আমাদেরকে মৃত্যু কামনা নিষেধ না করিলে আমি মৃত্যু কামনা করিতাম।

অপর একদিন তাঁহার নিকটে গিয়া দেখিলাম তিনি তাঁহার বাগানের একটি দেওয়াল নির্মান করিতেছেন। তিনি বলিলেন- মুসলমানগন এই মাটিতে ঢালিয়া দেওয়া ভিন্ন আর যাহাই ব্যয় করে তাহার সবটার বিনিময়েই সওয়াব পাইয়া থাকে। ।১। জমি ক্রয়, ইমারত নির্মান ইত্যাদি।।

হাদীস- ২৩১৯। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- প্রত্যেক রোগের ঔষধ আছে।

আল্লাহতা'লা এমন কোন রোগ সৃষ্টি করেন নাই, যাহার ঔষধ সৃষ্টি করেন নাই।

হাদীস- ২৩২০। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- দাগ দ্বারা চিকিৎসা নিষেধ।

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- রোগ নিরাময় তিন জিনিষে নিহিত- শিংগা, মধুপান অথবা তপ্ত লোহা দ্বারা দাগ দেওয়া। কিন্তু আমি আমার উম্মতকে দাগ লাগাইতে নিষেধ করিতেছি।

হাদীস- ২৩২১। সূত্র- হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)- মধু দ্বারা চিকিৎসা।

একদা একব্যক্তি আসিয়া নবী করীম (দঃ) এর নিকট বলিল- আমার ভাইয়ের পেটে অসুখ করিয়াছে। তিনি বলিলেন- তাহাকে মধু পান করাও। সে দ্বিতীয়বার আসিলে১ তিনি বলিলেন- তাহাকে মধু পান করাও। লোকটি

YQADRI.BLOGSPOT.COM

তৃতীয়বার[২] আসিলে তিনি এইবারও বলিলেন- তাহাকে মধু পান করাও। ইহার পর লোকটি আবার[৩]ও আসিল এবং বলিল- আমি কাজ[৪] করিয়াছি। তখন নবী করীম (দঃ) বলিলেন- আল্লাহর কালাম সত্য, কিন্তু তোমার ভাইয়ের পেট সত্য নয়। তাহাকে মধু পান করাও। অতঃপর লোকটি তাহাকে মধু পান করাইল এবং সে ভাল হইয়া গেল।

[১। নিরাময় না হওয়ায় ২। নিরাময় না হওয়ায় ৩। নিরাময় না হওয়ায় ৪। আপনার কথামত- কিন্তু নিরাময় হইতেছে না।

হাদীস- ২৩২২।সূত্র- হযরত খালেদ ইবনে সায়াদ (রাঃ)- কালিজিরা সকল রোগের মহৌষধ।

আমরা কতিপয় লোক এক সফরে বাহির হইবার পর আমাদের সাথী গালীব ইবনে আবজার রাস্তায় অসুস্থ হইয়া পড়িলে আমরা তাহাকে নিয়া মদীনায় পৌছিলাম। ইবনে আতীক তাহার সেবা শুশ্রুষা করিতে আসিয়া আমাদেরকে বলিলেন- কিছু কালিজিরা সংগ্রহ করিয়া ইহার পাঁচ সাতটি দানা নিয়া পিষিয়া ফেল। জয়তুন তেলের সাথে উহা মিশ্রিত করিয়া তাহার নাকের উভয় ছিদ্রপথে কয়েক ফোটা ঢুকাইয়া দাও। কেননা, আয়েশা (রাঃ) আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন- তিনি নবী করীম (দঃ)কে বলিতে শুনিয়াছেন- এই কালিজিরায় একমাত্র মৃত্যু ছাড়া আর সকল রোগের চিকিৎসা হয়।

হাদীস- ২৩২৪। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)-রোগীর জন্য লঘুপাক খাদ্য।

আয়েশা (রাঃ) রোগী ও মৃত্যুতে শোকার্ত ব্যক্তিকে তালবিনা[১] খাইতে নির্দেশ দিতেন এবং বলিতেন- আমি রসূলুল্লাহ (দঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি- তালবিনা রোগীর প্রাণে শক্তি সঞ্চার করে, শান্তি দান করে এবং দুশ্চিন্তা দূর করে। [১। আটা ও মধু পানিতে গুলিয়া তরলরূপে পাকানো একপ্রকার লঘুপাক খাদ্য।]

হাদীস- ২৩২৫। সূত্র- হযরত উম্মে কায়স (রাঃ)- উদে হিন্দী দ্বারা চিকিৎসা।

আমি নবী করীম (দঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি- 'তোমরা উদে হিন্দী'[১] ব্যবহার করিও। ইহাতে সাত প্রকার রোগের চিকিৎসা আছে। আলজিব ফুলিয়া ব্যথা হইলে উহা ঘষিয়া পানির সহিত ফোঁটা ফোঁটা করিয়া নাকে দিবে। পাঁজরে ব্যথা হইলে এইরূপ পান করাইবে।' আমি একদিন আমার শিশু পুত্রকে সাথে করিয়া নবী করীম (দঃ) এর নিকট গেলাম। শিশুটি তখনও খাবার খাইত না। সে নবী করীম (দঃ) এর কাপড়ে প্রস্রাব করিয়া দিলে তিনি পানি আনাইয়া তাহা কাপড়ে ঢালিয়া দিলেন। [১। ভারতীয় গিরিমল্লিকা ফুলগাছের কাঠ। অন্য নাম কোস্ত হিন্দী বা কোস্ত শিরীন।]

হাদীস- ২৩২৬। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- শিংগা লাগানো।

শিংগা লাগানো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে আনাস (রাঃ) বলিয়াছেন- রসূলুল্লাহ (দঃ) শিংগা লাগাইয়াছেন। আবু তায়বা তাঁহাকে শিংগা দিয়াছে। তিনি তাহাকে দুই সা' পরিমান খাদ্যবস্তু দিয়াছেন। তাছাড়া তিনি তাহার মালিকদের সাথে আলোচনা করিয়া তাহাদেরকে তাহার দৈনিক আয়ের অংশ প্রদান হ্রাস করাইয়াছিলেন। রসূল (দঃ) বলিয়াছেন- তোমরা যেইসব পদ্ধতিতে চিকিৎসা করাইতেছ শিংগা লাগানো এবং কোস্ত-বাহরী[১] ব্যবহার ইহার মধ্যে অতি উত্তম ব্যবস্থা। তিনি আরও বলিয়াছেন- তোমাদের শিশুদের জিহবার তালু দাবাইয়া তাহাদেরকে কষ্ট দিও না। তোমরা কোস্ত ব্যবহার করিও। [১। এক জাতীয় সাদা কাঠ]

হাদীস- ২৩২৭। সূত্র- হযরত আসেম (রাঃ)- **শিংগা লাগানোর মধ্যে নিরাময়।**

জাবের (রাঃ) মুকান্না নামক জনৈক ব্যক্তির শুশ্রুষা করিতে গিয়া বলিলেন- তুমি শিংগা না লাগানো পর্যন্ত আমি যাইব না। কেননা, রসূলুল্লাহ (দঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি-ইহার মধ্যে রোগের নিরাময় রহিয়াছে।

হাদীস- ২৩২৮। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **মাথা ব্যথায় শিংগা লাগানো।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) মাথা ব্যথার[১] কারনে এহরাম অবস্থায় মাথায় শিংগা লাগান। এই সময় তিনি 'লাহইয়ে জামাল' 'পানির'[২] নিকটে ছিলেন। [১। অন্য বর্ণনায় অর্ধেক মাথা ব্যথায়, ২। কূপ অর্থে]

হাদীস- ২৩২৯। সূত্র- হযরত সাঈদ ইবনে জায়েদ (রাঃ)- **ব্যাঙের ছাতার রস চোখের ঔষধ।**

নবী করীম (দঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি- ব্যাঙের ছাতা মান্না[১] হইতে হইয়া থাকে। ইহার রস চোখের জন্য ঔষধ বিশেষ। [১। কুয়াশা বিশেষ। মুসা (আঃ) এর সময়কার স্বর্গীয় খাদ্য]

হাদীস- ২৩৩০। সূত্র- হযরত আবু জমরাহ (রাঃ)- **জ্বর জাহান্নামের উত্তাপ হইতে সৃষ্ট।**

আমি মক্কায় ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর নিকট থাকাকালে জ্বরে আক্রান্ত হই। তিনি বলিলেন- তোমার জ্বর জমজমের পানি দ্বারা ঠান্ডা কর। কেননা, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- জ্বর জাহান্নামের উত্তাপ হইতে সৃষ্ট। অতএব, উহাকে পানি দ্বারা (সন্দেহে জমজমের পানি দ্বারা) ঠান্ডা কর।

হাদীস- ২৩৩১। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ), রাফে ইবনে খাদীজ (রাঃ) ও আয়েশা (রাঃ)- **জ্বরকে পানি দ্বারা দমাইতে হয়।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- জ্বরের উৎপত্তি জাহান্নামের তাপ হইতে। ইহার তাপ পানির সাহায্যে কমাইয়া দাও।

হাদীস- ২৩৩২। সূত্র- হযরত ফাতেমা বিনতে মুনজির (রাঃ)- পানি দ্বারা জ্বরের চিকিৎসা।

আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ) এর নিকট জ্বরাক্রান্ত কোন মহিলাকে আনা হইলে তিনি হাতে পানি নিয়া উহা ঐ মহিলার জামার ফাঁক দিয়া তাহার গায়ে ছিটাইয়া দিতেন এবং বলিতেন- রসূলুল্লাহ (দঃ) পানি দ্বারা গায়ের জ্বর ঠান্ডা করিতে আমাদেরকে উপদেশ দিয়া থাকিতেন।

হাদীস- ২৩৩৩। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- সংক্রামকতা ও অশুভ লক্ষন বলিতে কিছু নাই।

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- রোগের সংক্রামকতা বলিতে কিছু নাই, কোন কিছুকে অশুভ মনে করার কোন ভিত্তি নাই, পেঁচার মধ্যে কুলক্ষনের কিছু নাই এবং সফর মাসেও অশুভ বলিতে কিছুর অস্তিত্ব নাই।

হাদীস- ২৩৩৪। সূত্র- হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)- কোন কিছুকে অশুভ মনে করা।

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- রোগে ছোঁয়াছে বা সংক্রামকতা এবং অশুভ লক্ষন কিছু নাই। নারী, ঘর এবং জানোয়ার এই তিন[১] জিনিষে অমঙ্গল রহিয়াছে। [১। সকল ক্ষেত্রে নয়। কেবলমাত্র খারাপ হওয়ার ক্ষেত্রে]

হাদীস- ২৩৩৫। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- অশুভ ও সংক্রামকতা বলিতে কিছু নাই।

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- রোগের সংক্রামক হওয়ার কোন ভিত্তি নাই এবং কোন কিছুকে অশুভ মনে করার পেছনেও কোন বাস্তবতা নাই। আর শুভ লক্ষনযুক্ত উৎকৃষ্ট অর্থ বোধক কথা বলা আমার নিকট পসন্দনীয়।

হাদীস- ২৩৩৬। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- কোন কিছুকে অমঙ্গল মনে না করা।

আমি রসূলুল্লাহ (দঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি- কোন কিছুকে অশুভ বা কুলক্ষন গন্য করিও না, ইহাতে শুভ লক্ষন গন্য করা ভাল। সাহাবীগন জিজ্ঞাসা করিলেন- শুভ লক্ষন কি? তিনি বলিলেন- তোমাদের কেহ যে ভাল কথা শুনিতে পায় তাহা[১]। [১। রোগী যদি শুনে তাহার রোগ আরোগ্য হইয়া গিয়াছে, বিপদ গ্রস্থ ব্যক্তি যদি শুনে তাহার বিপদ কাটিয়া গিয়াছে- অর্থ্যাৎ কেহ তাহাকে এইসব কথা বলিলে]

হাদীস- ২৩৩৭। সূত্র- হযরত উসামা (রাঃ)-প্লেগ এলাকায় যাইতে নিষেধ।

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- যখন শোন যে, প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে তখন সেই স্থানে যাইও না। কোন স্থানে প্লেগের প্রাদুর্ভাব কালে উক্ত স্থানে থাকিলে সেই স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইও না।

হাদীস- ২৩৩৮। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **মহামারী এলাকায় প্রবেশ না করা।**

ওমর (রাঃ) সিরিয়া রওয়ানা হইয়া সারগ নামক স্থানে পৌছিলে সেনাবাহিনী প্রধান আবু ওবায়দাহ (রাঃ) সঙ্গীগন সহ ওমর (রাঃ) এর সাথে দেখা করিয়া তাঁহাকে অবহিত করিলেন যে সিরিয়ায় প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

মোহাজেরগনকে ডাকাইয়া আনিয়া ওমর (রাঃ) প্লেগাক্রান্ত সিরিয়ায় যাওয়া সম্বন্ধে তাহাদের পরামর্শ চাহিলে তাহারা দুইদলে বিভক্ত হইল। একদল বলিল- আপনি যে উদ্দেশ্যে বাহির হইয়াছেন তাহা হইতে ফিরিয়া যাওয়া আমাদের মত নয়। অপর দল বলিল- আপনার সাথে মুসলিম সমাজের অবশিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং রসূল (দঃ) এর সাহাবীগন রহিয়াছেন। তাহাদেরকে প্লেগ মহামারীর দিকে ঠেলিয়া দেওয়া ভাল মনে করি না।

তাহাদেরকে চলিয়া যাইতে বলিয়া ওমর (রাঃ) মদীনাবাসী আনসারগনকে ডাকাইয়া আনিয়া তাহাদের পরামর্শ চাহিলে তাহারও দুইদলে বিভক্ত হইয়া মোহাজেরগনের পথই অবলম্বন করিল। তাহাদেরকে চলিয়া যাইতে বলিয়া তিনি মক্কা বিজয়ের উদ্দেশ্যে হিজরতকারী কোরায়েশ বংশীয় প্রধান ব্যক্তিগনকে ডাকাইয়া আনিলেন। তাঁহারা কেহ মত বিরোধ না করিয়া একবাক্যে বলিলেন- আমাদের অভিমত হইল- এই সব বিশিষ্ট ব্যক্তিগনকে প্লেগ মহামারীর মুখে ঠেলিয়া না দিয়া ফিরিয়া যাওয়া।

ওমর (রাঃ) ঘোষনা দিলেন যে আগামীকাল ভোরে ভোরেই আমি ফিরিয়া যাওয়ার জন্য আরোহন করিব। লোকজন অতি ভোরে তাঁহার নিকট আসিলে আবু ওবায়দা (রাঃ) বলিলেন- আপনি কি আল্লাহর তকদীর[১] হইতে পালাইয়া যাইতে চান? ওমর (রাঃ) বলিলেন- হে আবু ওবায়দা! তুমি ভিন্ন অন্য কেউ এই কথা বলে নাই। হ্যাঁ, আমরা আল্লাহর তকদীর হইতে আল্লাহর তকদীরের[২] দিকেই পালাইতেছি। বলতঃ তুমি উপত্যকায় তোমার উট চরাইতে নিয়া গিয়া একটি সবুজ শ্যামল ও একটি ধুসর ও শুষ্ক ময়দান পাইলে যদি তুমি সবুজ শ্যামল ময়দানে চরাও তবে আল্লাহর তকদীর অনুযায়ীই তাহা করিলে আর ধুসর শুষ্ক ময়দান নির্বাচন করিলে, তাহাও আল্লাহর তকদীর অনুযায়ীই করিলে কিনা?

অতঃপর আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) (যিনি ইতিপূর্বে উপস্থিত ছিলেন না) আসিয়া বলিলেন- বিতর্কিত বিষয়ে একটি হাদীস আমার জানা আছে। রসূলুল্লাহ (দঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি-যখন কোন স্থানে প্লেগ মহামারী দেখা দিয়াছে শুনিতে পাও তখন সেখানে যাইও না। আর যখন কোথাও তাহা ছড়াইয়া পড়ে আর তুমি সেখানে থাকিয়া থাক তাহা হইলে সেখান হইতে বাহির হইয়া পালাইও না।

ইহা শুনিয়া ওমর (রাঃ) আল্লাহতা'লার শুকরিয়া আদায় করিলেন এবং প্রত্যাবর্তন করিলেন। [১। ফয়সালা। ২। এক তকদীর হইতে অন্য তকদীরে]

হাদীস- ২৩৩৯। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **প্লেগ রোগে মৃত্যু বরনকারী শহীদ।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- কলেরা ও প্লেগ রোগে মৃত্যু ঘটিলে শহীদ হইবে।

হাদীস- ২৩৪০। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)-**প্লেগ রোগে ধৈর্য্য ধারনকারী শহীদের মর্য্যাদা পাইবে।**

প্লেগ রোগ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (দঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছেন- ইহার সূচনা আজাবরূপে। আল্লাহতালা যাহার উপর চান- প্রেরন করেন। কিন্তু আল্লাহতালা ইহাকে রহমত স্বরূপ বানাইয়া রাখিয়াছেন। কোথাও প্লেগ মহামারী ছড়াইয়া পড়ার পর যে বান্দা এই ভাবিয়া তথায় অবস্থান করে যে আল্লাহতা'লা কর্তৃক ভাগ্য লিখন ব্যতীত কোন মসিবত তাহার উপর আসিবে না, সে বান্দা শহীদের অনুরূপ সওয়াব লাভ করিবে।

হাদীস- ২৩৪১। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **নজর লাগা বাস্তব।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- নজর লাগা একটি বাস্তব সত্য।

হাদীস- ২৩৪২। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **ঝাড়ফুঁক করা।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) নজর লাগিলে ঝাড়ফুঁক করিতে পরামর্শ দিয়াছেন।

হাদীস- ২৩৪৩। সূত্র- হযরত উম্মে সালামাহ (রাঃ)- **ঝাড়ফুঁক করা।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) উম্মে সালামা (রাঃ) এর ঘরে চিহ্ন যুক্ত[১] একটি মেয়েকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন- তাহার জন্য ঝাড়ফুঁক কর। কেননা, তাহার উপর নজর লাগিয়াছে। [১। নজর লাগার]

হাদীস- ২৩৪৪। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **বিষাক্ত জীবের দংশনে ঝাড়ফুঁক করা।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) সব রকম বিষাক্ত জীবের দংশনে ঝাড়ফুঁকের অনুমতি দিয়াছেন।

হাদীস- ২৩৪৫। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **ঝাড়ফুঁকের দোয়া।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) রোগীর জন্য এই দোয়া করিতেন- বিসমিল্লাহ, তুরবাতু আরদিনা বিরাকাতে বা'দিনা, ইউশ্‌ফা সাকিমুনা বিইজনি রাব্বিনা- আল্লাহর নামে, আমাদের দেশের মাটি আমাদের একজনের থুথুর সাথে আমাদের রবের হুকুমে যেন আমাদের রোগী আরোগ্য লাভ করে।

হাদীস- ২৩৪৬। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **রসুল (দঃ) এর ঝাড়ফুঁক।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) কাহাকেও ঝাড়ফুঁক করিলে ডান হাত তাহার উপর বুলাইতেন এবং এই দোয়া পড়িতেন- হে মানুষের মালিক, এই ব্যথাটি

দূর করিয়া দাও। শেফাদান তো একমাত্র তোমারই হাতে। তুমি ব্যতীত অ-ং কেউ এই ব্যথা দূর করিতে পারে না।

হাদীস- ২৩৪৭। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **মন্ত্র তন্ত্রের ধার না ধারিয়া আল্লাহর উপর ভরসা করা।**

একদা নবী করীম (দঃ) আমাদের সমাবেশে বলিলেন- উম্মতদেরকে আমার সামনে পেশ করা হইল। একজন নবীর সাথে একজন লোক হাঁটিতেছে। অপর একজনের সাথে হাঁটিতেছে দুইজন লোক। একজনের সাথে আছে একটি দল। এমন একজন নবীও ছিলেন যাহার সাথে কেউ ছিল না। গোটা আকাশ জোড়া বিরাট জামাতও দেখিলাম। এই জামাতটি আমার উম্মতের হওয়ার কথা ভাবিলে বলা হইল- ইহা মুসা (আঃ) এর জাতি। আমাকে ভাল করিয়া নজর করিতে বলিলে আমি তাকাইয়া আকাশজোড়া বিরাট একটি জামাত দেখিলাম। আমাকে এদিক ওদিক দেখিতে বলা হইলে আমি তাকাইয়া দেখিলাম আকাশ জোড়া বিরাট জামাত। তখন আমাকে বলা হইল- ইহারা আপনার উম্মত। ইহাদের মধ্যে সত্তর হাজার লোক এমন রহিয়াছে, যাহারা বিনা হিসাবে বেহেশতে যাইবে।

রসুল (দঃ) এই সত্তর হাজার লোক সম্পর্কে সুস্পষ্ট কিছু বলেন নাই। সাহাবাগন এই সম্পর্কে জল্পনা কল্পনা করিতে লাগিলেন। কেহ বলিলেন- আমরা অন্ধকার যুগে জন্মিয়া পরে ঈমান আনিয়াছি। কাজেই এই সত্তর হাজার হইবে আমাদের সন্তানেরা।

নবী করীম (দঃ) এর নিকট খবর পৌছিলে তিনি বলিলেন- ইহারা ঐ সব লোকই হইবে যাহারা অশুভ-অমঙ্গল চিহ্ন মানে না, ঝাড়ফুঁক করায় না এবং দাগ লাগায় না। বরং আল্লাহতালার উপর পূর্ন ভরসা রাখে।

এমন সময় উক্কাসা ইবনে মিহসান দাঁড়াইয়া বলিল- ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি কি উহাদের অন্তর্ভুক্ত আছি? তিনি বলিলেন- হ্যাঁ। অপর এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া একই প্রশ্ন করিলে রসুল (দঃ) বলিলেন-এই ব্যাপারে উক্কাশা তোমার আগে সুযোগ নিয়া নিয়াছে।

[১। আমাকে দেখানো হইয়াছে অর্থে। ২। মন্ত্র তন্ত্র দ্বারা]

হাদীস- ২৩৪৮। সূত্র- হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)- **ঝাড় ফুঁক দ্বারা উপার্জন বৈধ।**

নবী করীম (দঃ) এর কতিপয় সাহাবা এক সফরে আরবদের এক গোত্রের আতিথ্য চাহিয়া প্রত্যাখ্যাত হইল। ঐ গোত্রের সর্দার বিচ্ছু দ্বারা দংশিত হইল। তাহাকে ভাল করার সকল তদবীর বিফল হইলে তাহারা আগত সাহাবাদের সাহায্য কামনা করিল। সাহাবাদের একজন বলিল, আমি ঝাড় ফুঁক করি কিন্তু তোমরা আমাদের অতিথ্য প্রদান কর নাই; কাজেই আমি বিনা পারিশ্রমিকে ঝাড়ফুঁক করিব না। তাহারা তাঁহাকে একপাল

বকরী দিতে স্বীকৃত হইলে তিনি গিয়া দংশন স্থানে থুথু দিলেন এবং সূরা ফাতেহা পড়িতে লাগিলেন। উক্ত ব্যক্তি সুস্থ হইয়া এমনভাবে চলাফেরা করিতে লাগিল যেন তাহার কিছুই হয় নাই। তাহারা পারিতোষিক মিটাইয়া দিলে সাহাবারা উহা বন্টন করিতে চাহিল। ঝাড়ফুঁককারী ব্যক্তি বলিলেন- নবী করীম (দঃ)কে এই ঘটনা জানাইয়া তাঁহার নির্দেশ নিব। রসূল (দঃ) এর নিকট ঘটনা বিবৃত করিয়া নির্দেশ চাহিলে তিনি বলিলেন- তুমি কিভাবে জানিলে যে সূরা ফাতেহা একটা মন্ত্র? অতঃপর বলিলেন- তোমরা ঠিকই করিয়াছ। বন্টন কর এবং তোমাদের সাথে আমার জন্যও একটা ভাগ লাগাও। এই বলিয়া তিনি হাঁসিলেন।

হাদীস- ২৩৪৯। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)-গনক ও জ্যোতিষীর গণনা।

কতিপয় লোক রসূলুল্লাহ (দঃ)কে গনক সম্পর্কে প্রশ্ন করিলে তিনি বলিলেন- কিছুই নয়[১]। তাহারা বলিল- ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহাদের কথা কোন কোন সময় সত্য হইয়া থাকে। তিনি বলিলেন- ঐ কথাটি আল্লাহর তরফ হইতে পাওয়া। জ্বিন তাহা ত্বরিৎ গতিতে শুনিয়া নেয় এবং তাহার বন্ধুর[২] কানে তাহা তুলিয়া দেয়। অতঃপর গনক উহা শত শত মিথ্যার সাথে মিলাইয়া প্রকাশ করে। [১। মিথ্যা, ২। গনক]

হাদীস- ২৩৫০। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- রসূল (দঃ) এর উপর যাদু।

বনী জুবায়ের গোত্রের লবীদ ইবনে আসাম রসূলুল্লাহ (দঃ) এর উপর যাদু করিয়াছিল। যাদুর প্রতিক্রিয়ায় তাঁহার করনীয় কাজ করিয়া ফেলিয়াছেন মনে হইত। একরাত্রে আমার নিকট থাকাকালে তিনি বারবার দোয়া করিতেছিলেন। অতঃপর বলিলেন- হে আয়েশা! তুমি কি জান যে আমি যাহা জানিতে চাহিয়াছিলাম আল্লাহ আমাকে তাহা জানাইয়া দিয়াছেন?

আমার নিকট দুইজন লোক আসিয়া একজন আমার মাথার নিকট ও অপর জন আমার পায়ের নিকট বসিল এবং একে অপরকে জিজ্ঞাসা করিল- এই ব্যক্তির কি রোগ? অপর ব্যক্তি বলিল- তাহাকে যাদু করা হইয়াছে। প্রথম ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল- কে যাদু করিয়াছে? দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল- লবীদ ইবনে আ'সাম। প্রথম ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল- কোন বস্তুর মধ্যে? দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল- চিরুনীর ভগ্নাংশে-মাথার চুল সবুজ[১] খেজুরের খোলসে ঢুকাইয়া। প্রথম ব্যক্তি বলিল- এই সব কোথায়? দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল- জারওয়ান নামক কূপের ভিতর।

রসূলুল্লাহ (দঃ) কয়েকজন সাহাবী নিয়া সেই কূপের নিকট গেলেন[২]। ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন- হে আয়েশা! ঐ কূপের পানি মেহেন্দী পেষা পানির মত লাল হইয়া গিয়াছে। আর ঐ কূপের আশেপাশের খেজুর

পড়িতাম। অতঃপর তিনি শত্রুদের প্রতি বদদোয়া করিলেন- হে আল্লাহ! ইসলামের এই সব শত্রুদেরকে এক এক করিয়া গননা করিয়া রাখ এবং প্রত্যেককে ধ্বংস কর। তাহাদের একজনকেও জীবিত রাখিও না।

হারেছের পুত্র ওকবা তাঁহাকে হত্যা করিয়াছিল। আসেম (রাঃ) নিহত হইয়াছেন সংবাদ পাইয়া তাঁহার দেহের অংশ কাটিয়া আনিবার জন্য লোক পাঠাইয়াছিল কিন্তু মেঘ খন্ডের ন্যায় মৌমাছি দল তাঁহার মৃতদেহ ঘিরিয়া রাখায় তাহারা নিকটে আসিতে পারে নাই। পাহাড়ী ঢল নামিয়া আসিয়া আসেম (রাঃ) এর লাশ নিখোঁজ করিয়া দিল। খোবায়েব (রাঃ) এর মৃতদেহ জমিন গলাধঃকরণ করিয়া নিয়াছিল।

হাদীস- ১৯৬২। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **বীরে মাউনার শহীদ।**

নবী করীম (দঃ) ৭০ জন কোরআন বিশেষজ্ঞ রূপে পরিচিত বিশিষ্ট ব্যক্তিকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা 'বীরে মাউনা' নামক স্থানে পৌছিলে রেয়েল ও জাকওয়ান গোত্রের লোক কর্তৃক আক্রান্ত হইলেন। আক্রান্ত হইয়া তাঁহারা বলিলেন- আমরা তোমাদেরকে কিছু বলিবার বা করিবার জন্য আসি নাই, আমরা নবী করীম (দঃ) নির্দ্দেশিত একটি কাজে এই পথ দিয়া যাইতেছি মাত্র। শত্রুরা তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া তাঁহাদিগকে হত্যা করিয়া ফেলিল। রসূলুল্লাহ (দঃ) হত্যাকারী গোত্র সমূহের প্রতি অভিশাপ করতঃ দীর্ঘ একমাস 'কুনুতে নাজেলা' পড়িলেন। ইতিপূর্বে আমরা আর কখনও কুনুতে নাজেলা পড়ি নাই।

হাদীস-১৯৬৩। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **বীরে মাউনার ঘটনা।**

রেয়েল, জাকওয়ান এবং ওছাইয়া গোত্রত্রয় নবী করীম (দঃ) এর নিকট বিরোধীদের মোকবেলায় সাহায্য চাহিলে তিনি মদীনাবাসীদের ৭০ জনকে তাহাদের সাহায্যে পাঠাইলেন। ঐ সাহাবীগণ কোরআন বিশেষজ্ঞরূপে প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং তাঁহারা সারাদিন লাকড়ি কুড়াইতেন ও সারারাত নফল নামাজ পড়িতেন। তাঁহারা 'বীরে মাউনা' নামক স্থানে পৌছিলে ঐ গোত্রত্রয়ের লোকগন বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া সাহাবীগণকে হত্যা করিয়া ফেলিল। রসূলুল্লাহ (দঃ) এই সংবাদ পাইয়া রেয়েল, জাকওয়ান, ওছাইয়া এবং বনুলেহইয়ান গোত্রের প্রতি বদদোয়া করিয়া দীর্ঘ একমাস পর্যন্ত ফজরের নামাজের মধ্যে 'কুনুতে নাজেলা' পড়িলেন। ঐ ঘটনায় শহীদানের পক্ষে কোরআন শরীফের একটি আয়াত নাজেল হইয়াছিল- 'আমাদের সম্প্রদায়ের সকলকে জানাইয়া দাও, আমরা প্রভুর সাক্ষাৎলাভ করিয়াছি। তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং আমাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়াছেন। পরে উক্ত আয়াতের তেলাওয়াত রহিত (মনছুখ) করা হইয়াছে।

হাদীস- ১৯৬৪। সূত্র-হযরত আনাস (রাঃ)- **হারাম ইবনে মেলহান (রাঃ) সহ সত্তর জন সাহাবার শহীদ হওয়ার ঘটনা।**

আমের ইবনে তোফায়েল নামক অমুসলমানদের এক সর্দ্দার নবী করীম (দঃ) এর নিকট তিনটি দাবির যে কোন একটি গ্রহনের প্রস্তাব করিয়াছিল।

লোকেরা বলিল- জ্বি-না। তিনি বলিলেন- আমি দেখিতেছি যে, তোমাদের ঘরের ভিতরে বৃষ্টি বর্ষনের ন্যায় বিপদাপদ পতিত হইতেছে।

হাদীস- ২৩৫৬। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- জাতির উপরের আজাব সকলের উপর পড়ে।

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- আল্লাহ যখন কোন জাতির উপর আজাব অবতীর্ণ করেন তখন উহা সেই জাতির প্রত্যেকের উপর পৌছে। পুনরুত্থান প্রত্যেকের আমল অনুযায়ী হইবে।

২২। স্বপ্ন

হাদীস- ২৩৫৭। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **শেষ জমানায় মোমেনের স্বপ্ন মিথ্যা হইবে না।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- কেয়ামত নিকটবর্তী অবস্থায় মোমেনদের স্বপ্ন মিথ্যা হইবে না। মোমেনদের স্বপ্ন নবুওতের ছিয়াল্লিশের এক অংশ। মোহাম্মদ বলেন- আমিও এই কথাই বলি। ইবনে শিরিন বলিয়াছেন- বলা হইত স্বপ্ন তিন প্রকারের হয়- প্রথমতঃ মনের খেয়াল, দ্বিতীয়তঃ শয়তানের পক্ষ হইতে ভীতি প্রদর্শন এবং তৃতীয়তঃ আল্লাহর পক্ষ হইতে সুসংবাদ প্রদান। কেউ কোন অপসন্দনীয় স্বপ্ন দেখিলে যেন অন্যের নিকট না বলে এবং উঠিয়া যেন নামাজ পড়ে। আবু হোরায়রা (রাঃ) স্বপ্নে শৃংখল দেখা অপসন্দনীয় মনে করিতেন আর শিকল দেখাকে ভাল মনে করিতেন। বলা হইত; শিকলের অর্থ হইল- দ্বীনের উপর সুদৃঢ় থাকা।

হাদীস- ২৩৫৮। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **নেকলোকের স্বপ্ন নবুওতের অংশ।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- সৎলোকের উত্তম স্বপ্ন নবুওতের ছিয়াল্লিশের এক অংশ।

হাদীস- ২৩৫৯। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) ও ওবাদা ইবনে সামেত (রাঃ)- **মোমেন ব্যক্তির স্বপ্ন নবুওতের অংশ।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- মোমেন ব্যক্তির স্বপ্ন নবুওতের ছিয়াল্লিশের এক অংশ।

হাদীস- ২৩৬০। সূত্র- হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)- **ভাল স্বপ্ন প্রকাশ করা উচিত, খারাপ স্বপ্ন গোপন রাখা ভাল।**

নবী করীম (দঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি- তোমাদের মধ্যে কেহ পসন্দসই স্বপ্ন দেখিলে তাহা আল্লাহর তরফ হইতে। এইরূপ ক্ষেত্রে আল্লাহর শোকর গুজারী করা উচিত এবং উহা আলোচনা করা উচিত। পক্ষান্তরে অপসন্দনীয় স্বপ্ন শয়তানের তরফ হইতে। উহার অনিষ্টতা হইতে আশ্রয়[১] চাওয়া ও উহার আলোচনা না করা উচিত। তাহা হইলে তাহার[২] কোন ক্ষতি হইবে না। (১। আল্লাহর। ২। স্বপ্নদ্রষ্টার)

হাদীস-২৩৬১। সূত্র- হযরত আবু কাতাদা (রাঃ)- **সুস্বপ্ন আল্লাহর তরফ হইতে।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- সুস্বপ্ন আল্লাহতালার তরফ হইতে আর দুঃস্বপ্ন শয়তানের তরফ হইতে দেখান হয়। কোন ব্যক্তি অপসন্দনীয় স্বপ্ন

দেখিলে বামদিকে তিনবার থুথু দিবে এবং শয়তান হইতে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করিবে। আমাকে দেখার স্বপ্ন শয়তান দেখাইতে সক্ষম নহে।

হাদীস- ২৩৬২। সূত্র- হযরত আবু কাতাদা (রাঃ)- **দুঃস্বপ্ন দেখিলে আল্লাহর আশ্রয় চাহিবে।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- সুস্বপ্ন আল্লাহতাআলার পক্ষ হইতে এবং দুঃস্বপ্ন শয়তানের পক্ষ হইতে প্রকাশ হইয়া থাকে। কেহ দুঃস্বপ্ন দেখিলে বাম দিকে থুথু দিয়া ঐ স্বপ্নের কুফল হইতে আল্লাহতাআলার আশ্রয় গ্রহণ করিবে। ঐ স্বপ্নের কোন ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া হইবে না।

হাদীস- ২৩৬৩। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **স্বপ্নের ভুল ব্যাখ্যাদানে ক্ষতি নাই।**

এক ব্যক্তি রসূল (দঃ) এর নিকট আসিয়া বলিল- অদ্য রাত্রে আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি যে একটি মেঘখণ্ড মধু ও ঘি বর্ষন করিতেছে। জনমণ্ডলীর কেহ বেশী, কেহ কম উহা হইতে নিজ নিজ হাতে সংগ্রহ করিতেছে। একটি রজ্জু পৃথিবী হইতে আকাশ পর্যন্ত পৌঁছিয়া আছে। আপনি উহা ধরিয়া আকাশে উঠিয়া গেলেন। আপনার পরে আর এক ব্যক্তি উহা ধরিয়া আকাশে উঠিয়া গেলেন। অতঃপর আর এক ব্যক্তি উহা ধরিলেন ও আকাশে উঠিয়া গেলেন। তাহার পর অপর এক ব্যক্তি উহা ধরার পর উহা ছিন্ন হইয়া গেল। তাহার জন্য রজ্জুটিকে সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হইল।

স্বপ্নটি বলার পর আবু বকর (রাঃ) বলিলেন- ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমার মাতাপিতা আপনার চরনে উৎসর্গ- আমাকে সুযোগ দিন, আমি ইহার ব্যাখ্যা দিব। নবী করীম (দঃ) বলিলেন- আপনি ব্যাখ্যা করুন।

আবু বকর (রাঃ) বলিলেন- মেঘখণ্ড হইল দ্বীন ইসলাম। বর্ষিত ঘি ও মধু হইল পবিত্র কোরআনের বিষয় বস্তু যাহা কেহ কম কেহ বেশী লাভ করে। আকাশ জমিন জোড়া রজ্জুটি হইল সেই মহা সত্য- যাহার উপর আপনি প্রতিষ্ঠিত। উহা আপনি ধারন করিবেন এবং আল্লাহতা'লা আপনাকে উচ্চাসনে পৌঁছাইবেন। অতঃপর আর একব্যক্তি উহা ধারন করিয়া উচ্চাসনে পৌঁছিবেন। তাহার পর আর এক ব্যক্তিও অনুরূপভাবে উচ্চাসনে পৌঁছিবেন। তাহার পর আর এক ব্যক্তি উহা ধারন করার পর উহা ছিন্ন হইয়া যাইবে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উহা সংযুক্ত করা হইবে এবং তিনিও উচ্চাসনে পৌঁছিবেন।

আবু বকর (রাঃ) বলিলেন- ইয়া রাসুলাল্লাহ (দঃ)! আমার মাতাপিতা আপনার চরনে উৎসর্গ- বলুন, আমি ঠিক বলিয়াছি কিনা? নবী করীম (দঃ) বলিলেন- কিছু অংশে ঠিক এবং কিছু অংশে ভুল বলিয়াছেন। আবু বকর (রাঃ) বলিলেন- ইয়া রাসুলাল্লাহ (দঃ) ! আল্লাহর কসম। আমার ভুলগুলি ধরাইয়া দিন। রসুল (দঃ) বলিলেন- কসম দিবেন না[১]। [১। প্রকাশে রসূল (দঃ) অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।]

হাদীস- ২৩৬৪। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- স্বপ্নে রসুল (দঃ)কে দেখা সত্য।

নবী করীম (দঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি- যে আমাকে স্বপ্নে দেখিবে সে জাগ্রত অবস্থায়ও আমাকে দেখিবে[১]। শয়তান আমার আকৃতি ধারন করিতে পারে না। [১। নবী করীম (দঃ) এর জীবদ্দশায় বাস্তবে এবং পরবর্তী যুগে কবরে ও হাশরে।]

হাদীস- ২৩৬৫। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- নবী করীম (দঃ)কে দেখা স্বপ্ন সত্য।

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- যে আমাকে স্বপ্নে দেখিবে সে সত্যই আমাকে দেখিবে[১]। কারন, শয়তান আমার আকৃতি ধারন করিতে পারে না। মো'মেনের স্বপ্ন নবুওতের ছিচল্লিশের এক অংশ। [১। আখেরাতে শাফায়াত পাইবে এবং স্বপ্নটি সত্য হইবে]

হাদীস- ২৩৬৬। সূত্র- হযরত আবু কাতাদাহ (রাঃ)- নবী করীম (দঃ)কে দেখা স্বপ্ন সত্য।

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- যে আমাকে স্বপ্নে দেখিবে সে সত্যই দেখিবে[১]। [১। স্বপ্নটি সত্য হইবে এবং আখেরাতে শাফায়াত পাইবে]

হাদীস- ২৩৬৭। সূত্র- হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)- নবী করীম (দঃ)কে দেখা স্বপ্ন সত্য।

আমি নবী করীম (দঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি- যে আমাকে স্বপ্নে দেখিবে সে সত্যই দেখিবে। কারন, শয়তান আমার আকৃতি ধারন করিতে পারে না।

হাদীস- ২৩৬৮। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- লাইলাতুল কদর স্বপ্নে দেখা।

কতিপয় লোককে লাইলাতুল কদর স্বপ্নে দেখানো হইল। প্রত্যেকের দেখা তারিখ ভিন্ন ভিন্ন হইলেও সব তারিখগুলি ছিল রমজান মাসের শেষ সাত দিনের মধ্যে। সেই মতে নবী করীম (দঃ) পরামর্শ দিলেন- তোমরা লাইলাতুল কদর লাভের জন্য রমজান মাসের শেষ সাত রাত এবাদত কর।

হাদীস- ২৩৬৯। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- স্বপ্নে ভাণ্ডারের চাবি পাওয়া।

আমি রসূলুল্লাহ (দঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি- আমাকে সংক্ষিপ্ত ও তাৎপর্য্যপূর্ন বানীসহ প্রেরন করা হইয়াছে এবং আমাকে ব্যক্তিত্বের প্রভাব দিয়া সাহায্য করা হইয়াছে। একবার আমাকে ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে পৃথিবীর যাবতীয় ভাণ্ডারের চাবি দেওয়া হয়।

হাদীস- ২৩৭০। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- স্বপ্নে কাবা শরীফ তওয়াফ, ঈশা (আঃ)কে ও দাজ্জালকে দেখা।

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- এক সময় ঘুমের মধ্যে আমি নিজেকে কা'বা তওয়াফরত অবস্থায় দেখিতে পাইলাম। এমন সময় গৌর বর্ণের,

সোজা চুলওয়ালা একজনকে দুই ব্যক্তির মধ্যখানে দেখিতে পাইলাম- যাহার মাথা হইতে পানি ঝরিয়া পড়িতেছিল। ইনি কে জিজ্ঞাসা করিলে আমাকে বলা হইল- ইনি মরিয়ম পুত্র[১]। ফিরিয়া আসাকালে লাল রং এর এক ব্যক্তির প্রতি আমার নজর পড়িল। তাহার দেহ ছিল বিরাট, চুল ছিল কোকড়ানো, ডান চোখ ছিল কানা, অপর চোখ ছিল অনুজ্জ্বল আঙ্গুরের ন্যায়। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম- এই লোকটি কে? বলা হইল- দাজ্জাল। মানুষের মধ্যে ইবনে কাত্তান দাজ্জালের আকৃতির নিকটবর্তী। ইবনে কাত্তান ছিল খোজা'আ এর বনু মোস্তালিকের একজনের নাম। [১। ঈশা (আঃ)]

হাদীস- ২৩৭১। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **স্বপ্নে উপদেশ লাভ করা।**

সাহাবীগন রসুলুল্লাহ (দঃ) এর নিকট তাহাদের দেখা স্বপ্ন ব্যক্ত করিয়া আল্লাহর ইচ্ছামত ব্যাখ্যা জানিয়া নিতেন। আমি তখন অল্প বয়স্ক যুবক ছিলাম এবং বিবাহ না করা পর্যন্ত মসজিদেই থাকিতাম। আমি নিজেকে নিজেই বলিতাম- তোমার মধ্যে কোন কল্যান থাকিলে তুমিও ইহাদের অনুরূপ স্বপ্ন দেখিতে। বিছানায় শুইয়া একরাত্রে প্রার্থনা করিলাম- ইয়া আল্লাহ! তুমি আমার মধ্যে কোন কল্যান রাখিয়া থাকিলে আমাকেও স্বপ্ন দেখাও। ঐ অবস্থায় ঘুমাইয়া পড়ার পর দেখিলাম- হাতুড়ি হস্তে দুই ফেরেশতা আমাকে জাহান্নামের দিকে নিয়া যাইতে লাগিল। উভয়ের মধ্যে থাকিয়া আমি দোয়া করিতেছিলাম- হে আল্লাহ! জাহান্নামের আগুন হইতে তোমার আশ্রয় চাহিতেছি। দেখিলাম- আমার সাথে লোহার হাতুড়ি হস্তে একজন ফেরেশতা আসিয়া মিলিত হইল। সে বলিল- ভয় পাইও না। তুমি ভাল মানুষ। যদি বেশী বেশী নামাজ পড়।[১] তাহারা আমাকে নিয়া জাহান্নামের পাড়ে দাঁড় করাইল। উহা ছিল কুপের ন্যায়, দুই শিং বিশিষ্ট এবং উভয় শিং এর মধ্যে একজন ফেরেশতা লোহার হাতুড়ি নিয়া দাঁড়ানো ছিল। দোজখে অনেককে শিকল পরিহিত অবস্থায় উল্টাভাবে ঝুলিয়া থাকিতে দেখিয়াছি। উহাদের মধ্যে কয়েকজন কোরায়েশকে চিনিতে পারিয়াছি। ফেরেশতারা আমাকে ডানদিক দিয়া সাথে নিয়া চলিল।

এই স্বপ্ন হাফসা[২] (রাঃ) এর নিকট ব্যক্ত করিলে তিনি উহা রসুলুল্লাহ (দঃ)কে জানাইলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন- আবদুল্লাহ (রাঃ) একজন নেক লোক। এই ঘটনার পর হইতে আবদুল্লাহ (রাঃ) বেশী বেশী নামাজ পড়িতেন[৩]। [১। বেশী বেশী নামাজ পড়িও অর্থে। ২। আবদুল্লাহ (রাঃ) এর ভগ্নী ও নবী পত্নী ৩। নাফে (রাঃ) এর বর্ণনা।

হাদীস- ২৩৭২। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনাকারী জাহান্নামী।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- যে ব্যক্তি দেখে নাই অথচ মিথ্যা করিয়া স্বপ্ন বর্ণনা করে কেয়ামতের দিন তাহাকে দুইটি যবের দানায় গিরা লাগাইতে দেওয়া হইবে[১]।

যে ব্যক্তি অন্যের গোপন কথা শুনিতে চায় কেয়ামতের দিন তাহার দুই কানে সীসা ঢালিয়া দেওয়া হইবে[২]।

যে ব্যক্তি ছবি তৈরী করে কেয়ামতের দিন তাহাকে উহার মধ্যে আত্মা দিতে বলা হইবে কিন্তু সে কখনও তাহা পারিবে না[৩]।

(১। ২। ৩। অতঃপর তাহাদিগকে ভীষন আজাব ভোগ করিতে হইবে।)

হাদীস- ২৩৭৩। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনা বড় মিথ্যা।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- দেখে নাই এমন স্বপ্ন বর্ণনা করা সর্বাধিক বড় মিথ্যা।

হাদীস- ২৩৭৪। সূত্র- হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)- **মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনা করা।**

সবচাইতে নিকৃষ্ট অপবাদ হইল- মানুষের নিজের চোখকে এমন জিনিব দেখানো, যাহা সে দেখে নাই।

হাদীস- ২৩৭৫। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **স্বপ্নে অজু করিতে ও প্রাসাদ দেখা।**

আমরা নবী করমি (দঃ) এর পাশে বসা ছিলাম। তিনি বলিলেন- এক সময়ে ঘুমের মধ্যে আমি নিজেকে বেহেশতের মধ্যে দেখিতে পাইলাম। দেখিলাম- এক প্রাসাদের নিকট এক মহিলা অজু করিতেছে। জিজ্ঞাসা করিলাম- ইহা কাহার প্রাসাদ? বলা হইল- ওমর (রাঃ) এর। ওমর (রাঃ) এর আত্মমর্য্যাদার কথা আমার মনে পড়িল। আমি তাহা পেছনে ফেলিয়া চলিয়া আসিলাম।

ওমর (রাঃ) কাঁদিয়া উঠিয়া বলিলেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার প্রতি আমার পিতামাতা কোরবান হউক। আপনার সাথেও কি আমি আত্মমর্য্যাদা দেখাইব?

হাদীস- ২৩৭৬। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **স্বপ্নে দুধ পান করা।**

রসূলুল্লাহ (দঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি। এক সময়ে আমার নিদ্রিতাবস্থায়[১] আমার নিকট এক পেয়ালা দুধ আনা হইলে আমি উহা হইতে এমন তৃপ্তি সহকারে পান করিলাম যে আমার চেহারায় তৃপ্তির চিহ্ন প্রকাশ পাইতে লাগিল। অবশিষ্টাংশ আমি ওমর (রাঃ)কে দিয়া দিলাম।

তাহাকে ইহার ব্যাখ্যা দিতে বলা হইলে তিনি বলিলেন- এলেম।২।১। স্বপ্নে, ২। জ্ঞান।

হাদীস- ২৩৭৭। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)- স্বপ্নে **ফুঁ দিয়া উড়াইয়া দেওয়া।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- একবার নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নে দেখিলাম- আমার উভয় হাতে দুইটি সোনার চুড়ি রাখা হইয়াছে। আমি কাটিয়া ফেলিলাম ও অপসন্দ করিলাম। আমাকে অনুমতি দেওয়া হইলে আমি ফুঁ দিলাম এবং এইগুলি উড়িয়া চলিয়া গেল। আমি চুড়ি দুইটির এই ব্যাখ্যা করিয়াছি- ইহারা ছিল নবুওতের দুই মিথ্যা দাবীদার, যাহারা আত্ম প্রকাশ করিবে। ইহাদের একজন আ'নসি - যাহাকে ফিরোজ ইয়েমেনে হত্যা করিয়াছিল। অপরজন মোসায়লামা।

হাদীস- ২৩৭৮। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) ও হজরত সালেম (রাঃ)- **স্বপ্নে কালো মেয়েলোক দেখা।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- স্বপ্নে আমি এক কালো, এলোমেলো চুল বিশিষ্ট মহিলাকে দেখিয়াছি। সে মদীনা হইতে বাহির হইয়া যাইতে যাইতে জুহফাহর মাহইয়া'আহ পর্যন্ত গিয়া থামিয়াছে। আমি ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছি- মদীনার মহামারী মাহইয়া'আহতে স্থানান্তরিত হইল।

হাদীস- ২৩৭৯। সূত্র- হযরত আবু মুসা (রাঃ)- **স্বপ্নে তলোয়ার চালানো দেখা।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- স্বপ্নে আমি নিজে তলোয়ার চালাইতে দেখিলাম। তলোয়ারটি মাঝখান দিয়া ভাঙ্গিয়া গেল। ইহা ছিল ওহোদের যুদ্ধে মুসলমানদের বিপদ। আমি আবার তলোয়ার চালাইলাম। এইবার প্রথমবারের চাইতেও ভাল হইয়া গেল। ইহা ছিল আল্লাহর মোমেনদেরকে প্রদত্ত বিজয় ও ঐক্যবদ্ধতার আকারে দান।

২৩। দাস- দাসী

হাদীস- ২৩৮০। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **ক্রীতদাস মুক্ত করার বিনিময়।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- যে ব্যক্তি কোন মুসলমান ক্রীতদাসকে আজাদ করিবে আল্লাহতালা তাহার প্রতিটি অঙ্গের বিনিময়ে আজাদকারীর প্রতিটি অঙ্গকে দোজখের আগুন হইতে রক্ষা করিবে।

হাদীস- ২৩৮১। সূত্র- হযরত আবুজর গিফারী (রাঃ)- **সর্বোত্তম কাজ।**

আমি নবী করীম (দঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম- কোন্ প্রকারের কাজ সর্বাপেক্ষা উত্তম? তিনি বলিলেন- আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করা এবং আল্লাহর পথে জেহাদ করা। আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম- কোন্ ধরনের ক্রীতদাস মুক্ত করা উত্তম? তিনি বলিলেন- যাহার মূল্য বেশী এবং যে প্রভুর নিকট অধিক প্রিয়। আমি বলিলাম- আমার যদি এইরূপ করার সামর্থ না থাকে? তিনি বলিলেন- কোন কারিগরকে অথবা কোন অদক্ষ লোককে সাহায্য করিবে। আমি আবার বলিলাম- যদি আমি ইহাও করিতে সক্ষম না হই? তিনি বলিলেন- মানব সমাজকে তোমার ক্ষতিকর প্রভাব হইতে দূরে রাখিবে। কেননা, ইহাও একটি সদকা- যাহা তুমি তোমার নিজের জন্য করিতে পার।

হাদীস- ২৩৮২। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **অংশীদারিত্বের ক্রীতদাস কিভাবে মুক্ত করিবে?**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- দুই ব্যক্তির মালিকানাধীন কোন ক্রীতদাসকে একজন মালিক মুক্ত করিতে চাহিলে মুক্তিদানকারী ব্যক্তি যদি সচ্ছল হয় তাহা হইলে প্রথমে ক্রীতদাসটির মূল্য নিরূপন করিয়া তারপর মুক্ত করিবে।

হাদীস- ২৩৮৩। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **যৌথ মালিকানার ক্রীতদাস মুক্ত করার নিয়ম।**

কোন ব্যক্তি যৌথ মালিকানাধীন ক্রীতদাস মুক্ত করিলে সে যদি সচ্ছল হয় তাহা হইলে নিজের অর্থ দিয়া ঐ ক্রীতদাসকে মুক্ত করা তাহার ওয়াজিব হইবে। অন্যথায় ক্রীতদাস পরিশ্রম করিয়া বাকি অর্থ রোজগার করিবে।

হাদীস- ২৩৮৪। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **মুক্ত দাসীর অভিভাবকত্ব।**

বরীরাহ তাহার মেয়াদী চুক্তি সম্বন্ধে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে আমি বলিলাম - তুমি চাইলে আমি তোমার মনিবকে মূল্য প্রদান করিয়া তোমাকে মুক্ত করিয়া দিতে পারি, তবে অভিভাবকত্ব আমার থাকিবে।

তাহার মনিব বলিল- আপনি চাইলে মূল্য প্রদান করিতে পারেন তবে অভিভাবকত্ব আমাদের থাকিবে। রসূলুল্লাহ (দঃ)কে বিষয়টি জানাইলে তিনি বলিলেন- তুমি তাহাকে কিনিয়া নিয়া আজাদ করিয়া দাও। অভিভাবকত্বের হক আজাদকারীর। রসূল (দঃ) মিম্বরে উঠিয়া বলিলেন- লোকদের কি হইয়াছে যে তাহারা এমন শর্ত আরোপ করে যাহা আল্লাহর কেতাবে পাওয়া যায় না। কেতাবুল্লাহর বাইরে ১০০টি শর্ত আরোপ করিলেও সে তাহার ফল পাইবে না।

হাদীস- ২৩৮৫। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **ক্রীতদাসকে মুক্তি দান।**

আমি ক্রীতদাস সহ ইসলাম গ্রহণের জন্য মদীনায় আসাকালে ক্রীতদাসটি পথিমধ্যে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। আমি নবী করীম (দঃ) এর নিকট বসিয়াছিলাম। এমন সময় নবী করীম (দঃ) বলিয়া উঠিলেন- হে আবু হোরায়রা! এই যে তোমার ক্রীতদাস তোমার সন্ধানে আসিয়াছে। আমি বলিলাম- আমি আপনাকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি- সে আজ হইতে মুক্ত। হিজরতের রাত বড় দীর্ঘ ছিল। তবে হ্যাঁ, তাহা আমাদিগকে দারুল কুফর হইতে মুক্তি দিয়াছে।

হাদীস- ২৩৮৬। সূত্র- হযরত আবু মুসা আশআরী (রাঃ)- **দাসী মুক্ত করিয়া বিবাহ করা।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- যে ব্যক্তি স্বীয় দাসীকে শিক্ষা দীক্ষায় উন্নত করার পর মুক্ত করিয়া বিবাহ করিবে সে দ্বিগুন সওয়াব পাইবে। আর যে দাস আল্লাহতা'লার হক আদায় করে এবং স্বীয় মনিবের হকও আদায় করে সেও দ্বিগুন সওয়াব পাইবে।

হাদীস- ২৩৮৭। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **ক্রীতদাসের নেক কাজে সওয়াব দ্বিগুন।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- সৎ ও নেককার ক্রীতদাস নেককাজে দ্বিগুন সওয়াব লাভ করিয়া থাকে। আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন- যদি জেহাদ করা, হজ্ব করা এবং মাতার সেবা করার বিঘ্ন সৃষ্টি না হইত তবে আমি ক্রীতদাস থাকিয়া মৃত্যু বরণ করার অভিলাষী হইতাম।

হাদীস- ২৩৮৮। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **প্রভুর সেবা এবং আল্লাহর বন্দেগীতে দ্বিগুন সওয়াব।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- যে দাসদাসী একনিষ্ঠতার সাথে মনিবের কাজ করে এবং আল্লাহতা'লার বন্দেগীও সুষ্ঠুরূপে করিয়া থাকে সে দ্বিগুন সওয়াব প্রাপ্ত হইবে।

হাদীস- ২৩৮৯। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **ক্রীতদাসের উত্তম অবস্থা।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- যে ক্রীতদাস আল্লাহর এবাদত উত্তমরূপে করিয়া থাকে এবং স্বীয় মনিবের মঙ্গলকামীও হয় তাহার অবস্থা কতই না ভাল।

হাদীস- ২৩৯০। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- দাস- দাসীকে সম্বোধন।

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- তোমরা কেউ তোমার প্রভুকে খাওয়াও, তোমরা প্রভুকে অজু করাও বা তোমার প্রভুকে পান করাও ধরনের কথা বলিও না। দাসদাসীরা আমার সাইয়ীদ, আমার অবিভাবক ধরনের বলিবে। দাস -দাসীদেরকে আমার দাস না বলিয়া আমার সেবক সেবিকা কিম্বা আমার ছেলে ধরনের বলিবে।

হাদীস- ২৩৯১। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- চাকরকে খাইতে দেওয়া।

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- খাদেম তোমাদের নিকট খাবার নিয়া আসিলে তাহাকে সাথে বসাইতে না পারিলে অন্ততঃ দুই এক লোকমা খাদ্য তাহাকে দিবে। কেননা, সে এই খাবারের জন্য পরিশ্রম করিয়াছে।

২৪। সৃষ্টি রহস্য

হাদীস- ২৩৯২। সূত্র- হযরত এমরান ইবনে হোসাইন (রাঃ)- **সৃষ্টির রহস্য বর্ণনা।**

আমি আমার উটটিকে দরজার সাথে বাঁধিয়া নবী করীম (দঃ) এর মজলিশে আসিয়া দেখিলাম তখন তাঁহার দরবারে বনু তামীম গোত্রের কিছু লোক আসিল। তিনি বলিলেন- হে বনু তামীম, শুভ সংবাদ গ্রহন কর। তাহারা দুইবার বলিল- আপনি শুভ সংবাদ তো শুনাইয়াছেন, এইবার কিছু দানও করুন। পরক্ষনে নবী করীম (দঃ) এর দরবারে ইয়েমেনের কিছু লোক আসিলে তিনি তাহাদিগকে বলিলেন- হে ইয়েমেনবাসীগণ, শুভ সংবাদ গ্রহণ কর। বনু তামীম তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। তাহারা বলিল- ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা তাহা গ্রহণ করিলাম। আমরা সৃষ্টির আদি কথা জিজ্ঞাসা করার জন্য আসিয়াছি। নবী করীম (দঃ) বলিলেন- আদিতে একমাত্র আল্লাহই ছিলেন এবং তিনি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। অতঃপর পানির উপর তাহার আরশ স্থাপিত হইল। পরে আল্লাহ লাওহে মাহফুজে সকল জিনিষের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিলেন এবং আসমান জমিন সৃষ্টি করিলেন।

এই সময় জনৈক ব্যক্তি হাঁক ছাড়িল- হে ইবনে হোসাইন। আপনার উট পালাইয়া গিয়াছে। তখন আমি চলিয়া গেলাম। দেখিলাম- উট অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছে। খোদার কসম, আমার ইচ্ছা হইল আমি যদি উটটিকে একেবারেই পরিত্যাগ করিতাম।

ওমর (রাঃ) বলিয়াছিলেন- নবী করীম (দঃ) আমাদের মাঝে একস্থানে দাঁড়াইয়া সৃষ্টির সূচনা সম্পর্কে আমাদিগকে অবহিত করিলেন। এমনকি বেহেশতবাসী ও দোজখবাসীদের নিজ নিজ স্থানে চলিয়া যাওয়া পর্যন্ত বর্ণনা করিলেন। ঐ কথাটি যে মনে রাখিতে পারিয়াছে, রাখিয়াছে; আর যে ভুলিবার সে ভুলিয়া গিয়াছে।

হাদীস- ২৩৯৩। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **গজবের চাইতে রহমত প্রবল।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- আল্লাহতা'লা সৃষ্টি কার্য্য সমাধা করিয়া আরশের উপর লিখিয়া দিয়াছেন- আমার রহমত আমার গজবের তুলনায় অধিক ও প্রবল আছে এবং থাকিবে।

হাদীস-২৩৯৪। সূত্র- হযরত আবু সালামাহ (রঃ)- **জমিনের সংখ্যা সাত।**

আবু সালামাহ (রঃ) তাবেয়ীর জমি নিয়া অন্য লোকের সাথে বিবাদ ছিল। তিনি আয়েশা (রঃ) এর নিকট ব্যাপারটি ব্যক্ত করিলে আয়েশা (রাঃ) বলিলেন- হে আবু সালামা! জায়গা জমির ব্যাপারে ঝামেলা এড়াইয়া

চলিও। কেননা, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমান জমিও জোর জুলুম করিয়া হাসিল করিবে কেয়ামতের দিন সাত তবক জমিনের হার বানাইয়া তাহার গলায় পরানো হইবে। (কোরআন শরীফের ২৮ পারার ১৮ রুকুতে জমিনের সংখ্যা সাত উল্লেখ আছে।)

হাদীস- ২৩৯৫। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)- **তকদীর অলঙ্ঘনীয় এবং ফেরেস্তা মানুষের তকদীর সম্পর্কে জ্ঞাত।**

সত্যের বাহক ও সত্যবাদী রসূলুল্লাহ (দঃ) আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনায় বলিয়াছেন- তোমাদের প্রত্যেকের সৃষ্টি উপাদান নিজ নিজ মাতৃগর্ভে ৪০ দিন পর্যন্ত বীর্য্যাকারে অবস্থান করে। অতঃপর জমাট বাঁধা রক্তে পরিনত হইয়া অনুরূপ সময় থাকে। তারপর মাংসপিন্ডের আকার ধারণ করিয়া তদ্রুপ সময় থাকে। অতঃপর আল্লাহত'লা একজন ফেরেশতাকে ৪ টি বিষয়ের আদেশ দিয়া পাঠান। তাহাকে বলা হয়- এই ব্যক্তির আমল, রেজেক, জীবনকাল এবং নেককার কি বদকার লিপিবদ্ধ কর। ইহার পর তাহার মধ্যে রুহ ফুঁকিয়া দেওয়া হয়। অতএব, তোমাদের কোন ব্যক্তির আমলদ্বারা তাহার ও বেহেশতের মধ্যে আর মাত্র এক হাতের ব্যবধান থাকা অবস্থায়ও তাহার লিখিত নিয়তি প্রকাশ হইয়া পড়ে এবং সে জাহান্নামীর ন্যায় আমল শুরু করে। আর এক ব্যক্তির আমলদ্বারা তাহার ও দোজখের মধ্যে মাত্র একহাত দূরত্ব থাকা অবস্থায়ও তাহার লিখিত নিয়তি প্রকাশ হইয়া পড়ে এবং সে বেহেশতীর ন্যায় আমল শুরু করে।

হাদীস- ২৩৯৬। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **প্রত্যেক গর্ভাশয়ের জন্য একজন ফেরেশতা নিযুক্ত।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- আল্লাহতা'লা প্রত্যেক গর্ভাশয়ের জন্য একজন ফেরেশতা নিযুক্ত রাখেন। ঐ ফেরেশতা বলিয়া থাকেন- হে পরওয়ার দেগার! এখনও বীর্য্যাকারে, হে পরওয়ার দেগার! এখন রক্ত পিন্ড, হে পরওয়ার দেগার এখন মাংসপিন্ড। আল্লাহতা'লা ঐ মাংস পিন্ডকে মানুষরূপে পরিনত করার ইচ্ছা করিলে ফেরেশতা জিজ্ঞাসা করেন- পুরুষ হইবে না স্ত্রী হইবে? বদবখত হইবে না নেকবখত? তাহার জন্য কি রিজিক? তাহার বয়স কত? ইত্যাদি। এইরূপে মানুষ মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থায়ই লেখা হইয়া যায়।

হাদীস- ২৩৯৭। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **আল্লাহতালা সৃষ্ট হন নাই।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- তোমাদের কাহারও নিকট শয়তান আসিয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারে- এই জিনিষ কে বানাইয়াছে, ঐ বস্তুত কে

YQADRI.BLOGSPOT.COM

বানাইয়াছে এবং শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করিয়া বলিবে তোমাদের রবকে কে সৃষ্টি করিয়াছে? ব্যাপার এই পর্যন্ত পৌঁছিয়া গেলে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাহিবে এবং ব্যাপারটি পরিহার করিয়া চুপ হইয়া যাইবে।

হাদীস-২৩১৮। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **আল্লাহতা'লাকে গালি দেওয়া বা তাহার প্রতি মিথ্যারোপ করা।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- আল্লাহতা'লা বলেন- আদম সন্তান আমাকে গালি দেয় অথচ আমাকে গালি দেওয়া তাহার শোভা পায় না। আর আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে অথচ তাহা করা তাহার অনুচিত। 'নিশ্চয়ই আমার সন্তান আছে' তাহার এই উক্তিটি আমাকে তাহার গালি দেওয়া এবং 'আল্লাহ যেই ভাবে আমাকে প্রথমে সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই ভাবে পুনঃসৃষ্টি করিবেন না' তাহার এই উক্তিই আমার উপর মিথ্যারোপ করা।

হাদীস- ২৩১৯। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **পচন্ ও ক্ষতিকর কার্য্যের সূচনা।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- যদি বনি ইসরাইল না হইত তবে গোশতে পঁচণ ধরিত না; আর মা হাওয়া না হইলে কোন নারীই খেয়ানত করিত না। [১। জমা করার ফলে আল্লাহ বাতাসে পচনের উপকরণ দেন। ২। নিষিদ্ধ ফল খাওয়ার জন্য প্ররোচিত করায়।]

২৫। নারী

হাদীস-২৪০০। সূত্র- হযরত আবু মুসা আশআরী (রাঃ)- **নারীদের মর্য্যাদা।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- পুরুষদের মধ্যে তো অনেকেই কামেল ও সুখ্যাত হইয়াছেন কিন্তু নারীদের মধ্যে বিশেষ সুখ্যাত হইয়াছেন ফেরাউনের স্ত্রী আছিয়া এবং এমরানের কন্যা মরিয়ম। আর আয়েশা (রাঃ) এর মর্য্যাদা সর্বোপরি।খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে 'ছারীদের'[১] মর্য্যাদা যেইরূপ নারীদের মধ্যে আয়েশা (রাঃ) এর মর্য্যাদা সেইরূপ। [১। উৎকৃষ্ট খাদ্য।]

হাদীস-২৪০১। সূত্র- হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)-**নারী স্বল্পবুদ্ধি ও কম নেকআমলধারী।**

একদা ঈদের দিন নবী করীম (দঃ) ঈদগাহে উপস্থিত হইলেন- নামাজান্তে তিনি মহিলাদের স্থানে গিয়া তাঁহাদিগকে বিশেষভাবে বলিলেন- হে মহিলাগন! তোমরা দান খয়রাত কর। কারন দোজখবাসীনের মধ্যে অধিকাংশ তোমাদেরকে দেখিয়াছি। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল- কি কারনে ইয়া রসূলুল্লাহ? তিনি বলিলেন- তোমরা লা'নত অত্যাধিক করিয়া থাক এবং স্বামীর নাফরমানি করিয়া থাক। নারী জাতির স্বভাব এই যে তাহাদের প্রতি আজীবন এহসান ও সদ্ব্যবহার করার পর স্বামীর একটি মাত্র ত্রুটি দেখার পর বলিয়া ফেলিবে, তোমার নিকট হইতে কখনও ভাল ব্যবহার পাই নাই। এ ছাড়া তাহাদের মধ্যে আরও একটি দোষ এই যে নারী জাতি অত্যাধিক ছলনাময়ী হইয়া থাকে। স্বল্প বুদ্ধি ও স্বল্প নেক আমল লইয়া চালাক চতুর হুঁসিয়ার পুরুষের বুদ্ধি বিবেকের উপর তোমরা যেইরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে পার অন্য কাহাকেও তাহা পারিতে দেখি না।

তাহারা জিজ্ঞাসা করিল- আমাদের নেক আমল ও বুদ্ধি স্বল্প কিরূপে, ইয়া রসূলুল্লাহ? তিনি বলিলেন- নারীর স্বাক্ষ্য পুরুষের স্বাক্ষ্যের অর্ধেক নয় কি? তাহারা বলিল- হ্যাঁ। তিনি বলিলেন- ইহাই স্বল্প বুদ্ধির প্রমান। তিনি প্রশ্ন করিলেন- তোমাদের কাহারও ঋতু আরম্ভ হইলে নামাজ রোজা হইতে বিরত থাক না? তাহারা স্বীকার করিল-হ্যাঁ। তিনি বলিলেন- ইহাই নেক আমল কম হওয়ার প্রমান।

হাদীস-২৪০২। সূত্র- হযরত আলী (রাঃ)- **মরিয়ম ও খাদিজা সর্বোত্তম নারী।**

নবী করীম (দঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি- ইমরানের কন্যা মরিয়ম তাঁহার যুগে সর্বোত্তম নারী ছিলেন। আর এই যুগের সর্বোত্তম নারী খাদীজা (রাঃ)।

হাদীস- ২৪০৩। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)- **অঙ্গের স্বাভাবিকতা নষ্ট করিয়া রূপচর্চা।**

YOADRI BLOGSP

আল্লাহর লানত ঐ সব নারীদের উপর যাহারা শরীরে চিত্র ইত্যাদি খোদাই করে ও অন্যদেরকে প্রলুব্ধ করে, যাহারা মাথার চুল উপড়াইয়া কপাল প্রশস্ত করে, যাহারা ভ্রু লোম উপড়াইয়া উহাকে সরু করে এবং যাহারা রেতের সাহায্যে দাঁত ঘর্ষন করিয়া দাঁতকে সরু করে। এই শ্রেনীর মহিলারা শরীরের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যকে বিকৃত করিয়া ফেলে।

উম্মে ইয়াকুব নাম্নী এক মহিলা ইবনে মাসউদ (রাঃ) এর নিকট আসিয়া বলিল- আমি শুনিয়াছি আপনি এই এই শ্রেনীর নারীদের উপর লানত করিয়া থাকেন। তিনি বলিলেন- রসূলুল্লাহ (দঃ) যাহাকে লানত করিয়াছেন, আল্লাহর কোরআনে যাহাকে লানত করা হইয়াছে তাহার প্রতি আমি লানত করিব না কেন? উক্ত রমনী বলিল- আমি কোরআন শরীফে কোথাও এইরূপ লানত পাই নাই। তিনি বলিলেন- লক্ষ্য করিয়া পড়িলে নিশ্চয়ই পাইতে। তুমি কি পড় নাই? 'রসূল (দঃ) তোমাদিগকে যাহা আদেশ করেন তোমরা উহাকে মজবুত রূপে অবলম্বন কর আর যাহা হইতে নিষেধ করেন উহা হইতে বিরত থাক।' মহিলাটি বলিলেন- এই আয়াত তো পড়িয়াছি। ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিলেন- এই আয়াতে রসূল (দঃ) এর নিষেধাজ্ঞা হইতে বিরত থাকার আদেশ করা হইয়াছে আর উল্লেখিত কার্য্যাবলী রসূল (দঃ) নিষেধ করিয়াছেন। তখন মহিলাটি বলিল- আপনার স্ত্রী এইরূপ করেন। তিনি বলিলেন- ঘরে গিয়া দেখিয়া আস। মহিলাটি ঘরে গিয়া সত্যতা দেখিতে পাইল না। তিনি বলিলেন- আমার স্ত্রী এইরূপ করিলে আমার গৃহে তাহার ঠাঁই হইত না।

হাদীস- ২৪০৪। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **কোরায়েশ নারীগন উত্তম।**

সর্বোত্তম মহিলা হইতেছে উষ্ট্রের আরোহী এবং সতী সাধ্বী হইতেছে কোরায়েশ মহিলারা। তাহারা শিশুদের বাল্যকালে খুবই স্নেহ বৎসল এবং স্বামীদের সম্পত্তির উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখে।

হাদীস- ২৪০৫। সূত্র- হযরত উসামা (রাঃ)- **মহিলারাই পুরুষদের জন্য ক্ষতিকারক।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- আমার পরে পুরুষদের জন্য মহিলাদের চাইতে ক্ষতিকারক আর কিছু ফেৎনা বাকি রহিল না।

হাদীস- ২৪০৬। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **নারীদের স্বভাবের বক্রতা হইতেই কল্যান লাভ করিতে হইবে।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- যাহারা আল্লাহ ও কেয়ামতের দিনের উপর ঈমান রাখে তাহারা যেন প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। আমি নারীদের প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখার জন্য অসীয়ত করিতেছি। কেননা, তাহাদেরকে পাঁজরের হাড় হইতে সৃষ্টি করা হইয়াছে এবং সব চাইতে বাঁকা হইতেছে এই পাঁজরের উপরের হাড়খানা। যদি তুমি ইহাকে সোজা করিতে চাও,

তবে ভাঙ্গিয়া যাইবে আর ছাড়িয়া দিলে ইহা সব সময় বাঁকাই থাকিয়া যাইবে। সুতরাং আমি তোমাদেরকে ইহাদের কল্যানের দিকে বিশেষ খেয়াল রাখার জন্য অসীয়ত করিতেছি।

হাদীস- ২৪০৭। সূত্র- হযরত আসমা (রাঃ)- **পুরুষদের সাথে একত্রে যানবাহনে যাওয়া।**

জোবায়ের (রাঃ) এর সাথে আমার বিবাহকালে তাঁহার না ছিল কোন জায়গা জমি, না ছিল কোন দাসদাসী। তাঁহার শুধুমাত্র কূপ হইতে পানি উত্তোলনকারী একটি উট ও ঘোড়া ছিল। আমি তাঁহার ঘোড়া চরাইতাম, পানি পান করাইতাম, পানি উত্তোলনকারী ডোল ছিড়িয়া গেলে সেলাই করিতাম, আটা পিষিতাম কিন্তু ভাল রুটি তৈরী করিতে জানিতাম না। তাই মদীনাবাসী প্রতিবেশীনিরা আমার রুটি বানাইয়া দিত। তাহারা ছিল পুন্যবতী মহিলা। রসূল (দঃ) জোবায়ের (রাঃ)কে যে সম্পত্তি দিয়াছিলেন আমি উহা হইতে মাথায় করিয়া খেজুরের ছড়া বহন করিয়া আনিতাম। সেই জমি ছিল বাড়ী হইতে দুই মাইল দূরে। একদা মাথায় করিয়া খেজুরের ছড়া বহনকালে কতিপয় সাহাবীসহ রসূল (দঃ) এর সাক্ষাত পাইলাম। তিনি আমাকে তাঁহার উটের পেছনে বসাইবার জন্য উটকে আখ্ আখ্ বলিয়া বসাইলেন। কিন্তু আমি পুরুষদের সাথে একত্রে বসিয়া যাইতে লজ্জা বোধ করিলাম। তাহা ছাড়া সর্বাপেক্ষা আত্মমর্য্যাদা সম্পন ব্যক্তি জোবায়েরের আত্মসম্মান বোধের কথা আমার মনে পড়িল। রসূলুল্লাহ (দঃ) লক্ষ্য করিলেন যে আমি লজ্জা বোধ করিতেছি। তিনি আগাইয়া গেলেন। আমি জোবায়ের (রাঃ) এর নিকট পৌঁছিয়া বলিলাম- আমি খেজুরের ছড়া মাথায় বহন করিয়া আনা কালে কতিপয় সাহাবী সহ রসূল (দঃ) এর সাক্ষাৎ পাইলাম। তিনি আমার আরোহনের জন্য তাঁহার উটকে হাঁটু গাড়িয়া বসাইলেন কিন্তু আমি তাঁহার উপস্থিতিতে ও তোমার আত্মসম্ভ্রমের কথা স্মরন করিয়া লজ্জাবোধ করিলাম। শুনিয়া জোবায়ের বলিল- আল্লাহর কসম! খেজুরের ছড়া মাথায় তোমাকে দেখা তাঁহার সাথে উটে আরোহন করা অপেক্ষা অধিক লজ্জাজনক ব্যাপার। অতঃপর আমার পিতা আবুবকর (রাঃ) ঘোড়া দেখাশোনার জন্য একজন খাদেম পাঠাইলে আমি যেন আজাদ হইলাম।

হাদীস- ২৪০৮। সূত্র- হযরত ওকবা ইবনে আমের (রাঃ)- **নারীদের সাথে মেলামেশা নিষেধ।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- মহিলা[১]দের নিকট যাওয়া[২] হইতে বিরত থাক। জনৈক আন্সার প্রশ্ন করিল- ইয়া রাসূলাল্লাহ! দেবরদের ব্যাপারে কি নির্দ্দেশ? তিনি বলিলেন- দেবর তো মৃত্যু[৩]।

[১। বেগানা, ২। মেলামেশা।, ৩। দেবরের সাথে মেলামেশা মৃত্যুর ন্যায় ভয়ঙ্কর অর্থে]

হাদীস- ২৪০৯। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- প্রয়োজনে নিভৃতে মহিলাদের সাথে কথা বলা যায়।

জনৈকা আনসারী রমনী নবী করীম (দঃ) এর নিকট আসিলে তিনি তাঁহাকে এক পার্শ্বে নিয়া বলিলেন- আল্লাহর কসম! তোমরা[১] আমার নিকট সকল লোকদের চাইতে অধিক প্রিয়। [১। আনসাররা]

হায়েজ

হাদীস-২৪১০। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **হায়েজ অবস্থায় ছোঁয়া।**

আমি হায়েজ অবস্থায় থাকাকালীন রসুল(দঃ) এর মাথা আঁচড়াইয়া দিয়াছি।

হাদীস- ২৪১১। সূত্র- হযরত মায়মুনা (রাঃ)- **হায়েজ অবস্থায় স্পর্শ।**

আমি হায়েজ অবস্থায় নামাজ না পড়াকালীন সময় রসুলুল্লাহ (দঃ) এর নামাজের নিকটবর্তী স্থানে শুইয়া থাকিতাম। কখনও কখনও সেজদার সময় তাঁহার কাপড় আমার শরীর স্পর্শ করিত অথচ তিনি জায়নামাজে নামাজ পড়া অবস্থায় থাকিতেন।

হাদীস- ২৪১২। সূত্র- হযরত ওরওয়া (রাঃ)- **হায়েজ অবস্থায় স্বামী সেবা।**

ওরওয়া (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইল- হায়েজ অবস্থায় স্ত্রী খেদমত করিতে পারিবে কি, কিম্বা কাছে আসিতে পারিবে কি? তিনি উত্তর করিলেন- এর প্রত্যেকটিকেই আমি সহজ মনে করি। প্রত্যেকেই আমার সেবা করিতে পারিবে। ইহার জন্য কাহারও উপর দোষারোপ করা চলিবে না। আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন- রসুল (দঃ) এতেকাফে থাকিয়া স্বীয় মাথা মসজিদ হইতে বাহির করিয়া দিতেন। আয়েশা (রাঃ) হায়েজ অবস্থায় উহা আঁচড়াইয়া দিতেন।

হাদীস-২৪১৩। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **নাপাক স্ত্রী সংস্পর্শে তেলাওয়াত।**

আমার হায়েজ অবস্থায়ও নবী করীম (দঃ) আমার কোলে হেলান দিয়া কোরআন তেলাওয়াত করিতেন।

হাদীস-২৪১৪। সূত্র- হযরত উম্মে সালামা (রাঃ)- **ঋতু অবস্থায় স্বামী- স্ত্রী শয়ন।**

একদা আমি হযরত (দঃ) এর সাথে এক চাদরের ভিতর শায়িত ছিলাম। হঠাৎ আমার ঋতুস্রাব আরম্ভ হইল। আমি নিঃশব্দে চাদরের ভিতর হইতে সরিয়া পড়িলাম এবং ঋতুকালীন বিশেষ কাপড় পরিধান করিলাম। রসুল (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন- তোমার কি হায়েজ আরম্ভ হইয়াছে? আমি বলিলাম- হ্যাঁ। তিনি আমাকে ডাকিয়া নিলেন এবং আমরা এক চাদরের নীচে শয়ন করিলাম।

হাদীস-২৪১৫। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- হায়েজ অবস্থায় একত্রে আহার- বিহার- নিদ্রা।

আমি এবং রসূল (দঃ) একত্রে এক পাত্র হইতে পানি লইয়া জানাবতের গোসল করিতাম। হযরত (দঃ) আমাকে হায়েজ অবস্থায় রীতিমত ইজার পরিধানের আদেশ করিতেন এবং আমার সঙ্গে এক বিছানায় শয়ন করিতেন। তিনি এতেকাফে থাকিয়া মসজিদ হইতে মাথা বাহির করিয়া দিতেন; আমি হায়েজ অবস্থায় তাঁহার মাথা ধুইয়া দিতাম।

হাদীস-২৪১৬। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)-ঋতু অবস্থায় ইজার পরা।

রসূল (দঃ) এর বিবিদের কাহারও ঋতু আরম্ভ হইলে ঋতুর প্রারম্ভিক তীব্রতার মুখে বিশেষভাবে ইজার পরিধান করার জন্য তিনি আদেশ করিতেন এবং ইজার পরিধান অবস্থায় এক বিছানায় শয়ন করিতেন। রসূল (দঃ) এর ন্যায় সংযমী আর কেহ হইতে পারে না।

হাদীস-২৪১৭। সূত্র- হযরত মায়মুনা (রাঃ)- ঋতু অবস্থায় ইজার পরা।

রসূল (দঃ) কোন স্ত্রীর ঋতু অবস্থায় তাহার সহিত শয়ন করিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহার[১] আদেশ অনুযায়ী তিনি[২] রীতিমত ইজার পরিধান করিয়া লইতেন। [১। নবী করীম (দঃ) এর। ২। ঋতুবতী বিবি।]

হাদীস-২৪১৮। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- হায়েজের রক্ত ধুইয়া সেই কাপড়ে নামাজ পড়া।

আমরা কাপড়ের মধ্যে হায়েজের রক্তমাখা স্থানটুকুকে আঁচড়াইয়া ঝাড়িয়া ফেলিয়া বিশেষভাবে ধৌত করার পর সম্পূর্ণ কাপড়টিকেই মামুলিভাবে ধৌত করিতাম। তারপর উহা দ্বারা নামাজ পড়িতাম।

হাদীস-২৪১৯। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- রক্তলাগা কাপড় ধুইয়া নামাজ পড়া।

রসূল (দঃ) এর সময় আমাদের প্রত্যেকেরই একটি মাত্র কাপড় থাকিত। হায়েজের সময় উহাই পরা হইত। কোন স্থানে হায়েজের রক্ত লাগিলে থুথুর সাহায্যে নখদ্বারা আঁচড়াইয়া ঐ স্থানকে পানি দ্বারা ধুইয়া নামাজ পড়িতাম।

হাদীস-২৪২০। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- পরিচ্ছন্নতা অর্জন।

একদা এক মহিলা নবী করীম (দঃ) এর নিকট হায়েজের গোসলের নিয়মাবলী জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন- মেশকযুক্ত তুলাদ্বারা ঘর্ষণ করিয়া পরিচ্ছন্নতা হাসিল করিবে। নবী করীম (দঃ) লজ্জায় এই বিষয়টি পরিষ্কার ভাবে বলিতে ছিলেন না এবং সেও ইহা বুঝিতে ছিল না। তখন আমি ঐ মহিলার হাত ধরিয়া টানিয়া নিয়া গেলাম এবং পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়া দিলাম যে ঐ সুগন্ধময় তুলা দ্বারা স্রাব স্থানকে মার্জিত করিয়া পরিচ্ছন্নতা হাসিল করিতে হইবে।

হাদীস-২৪২১। সূত্র- হযরত উম্মে আতিয়া (রাঃ)- **এস্তেহাজাকে কিছুই মনে না করা।**

নবী করীম (দঃ) এর বর্তমানে আমরা জরদা, মেটে বা ধূসর রঙের নির্গত পদার্থকে কিছুই গন্য করিতাম না।

হাদীস-২৪২২। সূত্র- হযরত উম্মে হাবিবাহ (রাঃ)- **এস্তেহাজা একটি রোগ।**

উম্মে হাবিবাহ (রাঃ) নাম্নী সাহাবীয়া সাত বৎসর যাবৎ এস্তেহাজার ব্যধিতে ভুগিতেছিলেন। তিনি রসূল (দঃ) এর নিকট এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাহাকে অধিক গোসল করিবার পরামর্শ দিলেন এবং বলিলেন- ইহা একটি বিশেষ রগ হইতে নির্গত হইয়া থাকে। তিনি[১] প্রত্যেক নামাজের সময় গোসল করিয়া নামাজ পড়িতেন। [১। উম্মে হাবিবাহ (রাঃ)]

হাদীস- ২৪২৩। সূত্র - হযরত আয়েশা (রাঃ)- **এস্তেহাজা অবস্থায় এতেকাফ।**

রসূলুল্লাহ্ (দঃ) এর এক স্ত্রী এস্তেহাজা অবস্থায় তাঁহার সঙ্গে এতেকাফ করিয়াছেন। তিনি রক্ত ও হলুদ রং দেখিতেন। তাঁহার দেহের নীচে একটি পাত্র রাখা হইত। এই অবস্থায়ই তিনি নামাজ পড়িতেন।

হাদীস-২৪২৪। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **হায়েজে নামাজ বন্ধ।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন- হায়েজের সময় উপস্থিত হইলে নামাজ পরিত্যাগ করিবে এবং ঐ সময় গত হইয়া গেলে গোসল করিয়া নামাজ পড়িবে।

হাদীস-২৪২৫। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **ঋতুকালীন নামাজ ক্বাজা পড়িতে হয় না।**

একজন নারী হযরত আয়েশা (রাঃ)কে প্রশ্ন করিল- হায়েজের পরবর্তী পবিত্রাবস্থায় নামাজ আদায় করিলেই যথেষ্ট হয় কেন? আয়েশা (রাঃ) উত্তরে রাগতস্বরে বলিলেন- তুমি কি খারেজী ফের্কার লোক? আমরা নবী করীম (দঃ) এর বর্তমানে হায়েজ অবস্থায় নামাজ ক্বাজা পড়িতাম না। তিনি আমাদিগকে ঐ নামাজ ক্বাজা পড়ার হুকুমও দিতেন না।

হাদীস-২৪২৬। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **ঋতু ভিন্ন অন্য রোগে নামাজ পড়িতে হইবে।**

ফাতেমা নাম্নী একজন মহিলা রসুলুল্লাহ (দঃ) এর নিকট হাজির হইয়া জিজ্ঞাসা করিল- আমি সর্বদাই এস্তেহাজায় লিপ্ত থাকি। সেই জন্য আমি কি নামাজ ছাড়িয়া দিব? হযরত (দঃ) বলিলেন- এস্তেহাজার স্রাব কোন একটি রগ হইতে আসে। এই স্রাব জরায়ু হইতে আসে না- সেইজন্য ইহা হায়েজ নয়। এমতাবস্থায় তোমার হায়েজের নির্দিষ্ট সময় উপস্থিত হইলে

হায়েজের দিন কয়টিতে নামাজ ছাড়িয়া দিবে। ঐ নির্দিষ্ট দিন কয়টি অতীত হইলে গোসল করিয়া নামাজ পড়িও।

বিবাহ

হাদীস- ২৪২৭। সূত্র-হযরত ওকবা (রাঃ)- দুধ বোন স্ত্রী থাকিতে পারে না।

ওকবা (রাঃ) নামক এক সাহাবী একটি মেয়েকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কিছুদিন পর একজন মহিলা আসিয়া বলিল- আমি ওকবা এবং তাঁহার স্ত্রী উভয়কে দুধ পান করাইয়াছিলাম। এই ঘটনা ওকবা (রাঃ) বা তাহার স্ত্রীর পরিবার জানিত না। ওকবা (রাঃ) মক্কা হইতে মদীনায় পৌঁছিয়া রসূল (দঃ) এর খেদমতে উক্ত ঘটনা আরজ করিলেন। রসূল (দঃ) বলিলেন-এইরূপ কথা উত্থাপিত হওয়ার পর তুমি কিভাবে ঐ নারীকে স্ত্রীরূপে ব্যবহার করিবে? এই কথার উপর ওকবা (রাঃ) তাঁহার স্ত্রীকে ত্যাগ করিলেন। পরে অন্য স্বামীর সহিত তাহার বিবাহ হইল।

হাদীস- ২৪২৮। সূত্র- হযরত ওরওয়া ইবনে জোবায়ের (রাঃ)- এতিম মেয়েদেরকে মোহর কম দিয়া বিবাহ না করা।

আয়েশা (রাঃ)কে, 'আর যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, এতিমগনের প্রতি সুবিচার করিতে পারিবে না, তবে নারীগনের মধ্য হইতে তোমাদের মনমত দুইটি, তিনটি ও চারিটিকে বিবাহ কর; কিন্তু যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, ন্যায় বিচার করিতে পারিবে না, তবে মাত্র একটি অথবা দক্ষিন হস্ত যাহার অধিকারী।' (পারা ৪ সূরা ৪ আয়াত ৩) আয়াতটি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন- অনেক সময় এতিম মেয়ে ধনশালী ও সুন্দরী হইলে অভিভাবক নিজেই উপযুক্ত মোহর না দিয়া তাহাকে আপন হওয়ার সুবাদে বিবাহ করে কিন্তু এতিম বালিকা ধনবান না হইলে বা সুন্দরী না হইলে সেইরূপ করে না। এই অন্যায় রহিত করনার্থেই এই আয়াত নাজেল হইয়াছে।

এতিম মেয়ে সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা নাজেল হওয়ার পর লোকেরা রসূল (দঃ)কে শিথিলতার আশায় জিজ্ঞাসা করিলে পূর্ব কড়াকড়ি বহাল থাকার ঘোষনা করিয়া আয়াত নাজেল হইল 'তাহারা আপনার নিকট মেয়েদের সম্পর্কে মসআলা জিজ্ঞাসা করিতেছে। আপনি বলিয়া দিন- আল্লাহ তোমাদিগকে তাহাদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা দান করিতেছেন এবং পিতৃহীনা নারীগন সম্বন্ধে তোমাদের প্রতি কেতাব হইতে পাঠ করা হইয়াছে যে, তাহাদের জন্য যাহা বিধিবদ্ধ তাহা তোমরা প্রদান কর না এবং তাহাদিগকে বিবাহ করিতে বাসনা কর।' (পারা ৫ সূরা ৪ আয়াত১২৭)

হাদীস- ২৪২৯। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)-**বিবাহ করার নির্দেশ।**

তিন জনের একটি দল নবী করীম (দঃ) এর এবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্য উম্মুল মোমেনীনদের নিকট গমন করিয়া জানিল যে তাঁহার এবাদতের পরিমাণ অধিক নয়। তাহারা বলাবলি করিল- নবীর আগের ও পরের সকল গোনাহ্ মাফ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাঁহার সমকক্ষ হওয়া সম্ভব নয়। একজন বলিল- আমি আজীবন সারারাত নামাজ পড়িব, এবং অপর জন বলিল-আমি কখনও বিবাহ্ করিব না। নবী করীম (দঃ) তাঁহাদের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন- তোমরা কি এইসব কথা বলিয়াছ? আল্লাহর কসম! আমি আল্লাহ্র প্রতি অধিক অনুগত এবং আল্লাহকে তোমাদের অপেক্ষা অধিক ভয় করিয়া থাকি। কিন্তু তাহা সত্বেও আমি রোজা রাখি এবং বিরতিও দেই, রাত্রে নিদ্রাও যাই আবার বিবাহও করি। যাহারা আমার সুন্নতের প্রতি বিরাগ পোষন করিবে তাহারা আমার উম্মতের অন্তর্ভূক্ত নয়।

হাদীস- ২৪৩০। সূত্র- হযরত সাঈদ ইবনে জোবায়ের (রাঃ)- **বিবাহ করা সুন্নত।**

ইবনে আব্বাস (রাঃ) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন- তোমার বিবাহ হইয়াছে কি? আমি বলিলাম- না। তিনি বলিলেন- বিবাহ কর। কেননা, যিনি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি[১] ছিলেন তাঁহার অধিক সংখ্যক স্ত্রী ছিল। [১। মোহাম্মদ (দঃ) অর্থে]

হাদীস- ২৪৩১। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)- **অবিবাহিত থাকা বা খাসী হওয়া নিষিদ্ধ।**

আমাদের রসূল (দঃ) এর সাথে জেহাদে অংশ গ্রহনকালে স্ত্রী সঙ্গে থাকিত না। আমরা আরজ করিলাম- আমরা কি খাসী হইয়া যাইব? তিনি উহা করিতে নিষেধ করিয়া একখানা কাপড়ের বিনিময়ে হইলেও কোন মহিলার সাথে মুতা বিবাহ[১] করার অনুমতি দিলেন এবং নিম্নোক্ত আয়াত পড়িয়া শুনাইলেন- 'হে ঈমানদারগন! আল্লাহ যাহা তোমাদের জন্য হালাল করিয়াছে, তোমরা সেই পবিত্র বস্তুগুলিকে হারাম করিও না এবং সীমা লঙ্ঘন করিও না। নিশ্চয় আল্লাহ্ সীমা লঙ্ঘনকারীদেরকে ভাল বাসেননা। (পারা ৭ সূরা ৫ আয়াত ৮৭) [১। সাময়ীক বিবাহ- জাহেলী যুগের প্রথা। খায়বর যুদ্ধকালে চিরদিনের জন্য নিষিদ্ধ হইয়াছে।]

হাদীস-২৪৩২। সূত্র- হযরত সায়াদ ইবনে অক্কাস (রাঃ)- **সন্যাস জীবনের অনুমতি নাই।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) ওসমান ইবনে মজউন (রাঃ)কে বিবাহ করা হইতে বিরত থাকিতে অনুমতি দেন নাই। যদি তিনি অনুমতি দিতেন তবে আমারাও খাসী হইয়া যাইতাম।

হাদীস-২৪৩৩। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)- নির্বিজ হওয়া নিষেধ।

আমরা নবী করীম (দঃ) এর সাথে বিভিন্ন জেহাদে যাইতাম। আমাদের সাথে স্ত্রী না থাকা অবস্থায় রসূলুল্লাহ (দঃ) এর নিকট আরজ করিলাম- ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ)! আমরা নির্বিজ হইয়া গেলে কি ভাল হয়? তিনি আমাদিগকে উহা করিতে নিষেধ করিলেন।

হাদীস- ২৪৩৪। সূত্র- হযরত জাবের (রাঃ)- আজল করা।

রসূলুল্লাহ (দঃ) এর জমানায় আমরা আজল[১] করিতাম, অথচ তখন কোরআন নাজেল হইতেছিল[২]।[১।পৃং বীর্য বাহিরে ফেলা। ২। নিষিদ্ধ হয় নাই।]

হাদীস- ২৪৩৫। সূত্র- হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)- আজল করা।

আমরা যুদ্ধের গনিমত হিসাবে প্রাপ্ত রমনীদের সাথে আজল করিতাম। এই সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (দঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন- তোমরা কি সত্যিই তাই কর? এইভাবে তিনি তিনবার বলিলেন এবং পরে বলিলেন- যে রূহ দুনিয়ায় আসা নির্ধারিত হইয়াছে তাহা অবশ্যই কেয়ামত পর্যন্ত আসিবেই।

হাদীস-২৪৩৬। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- সামর্থ না থাকিলে তকদীরের উপর নির্ভর করা।

আমি নবী করীম (দঃ) এর নিকট আরজ করিলাম- ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার যুবা বয়স, বিবাহ করার সামর্থ নাই। তাই আশঙ্কা করি আমার দ্বারা অবৈধ যৌনমিলনের অপরাধ সংঘটিত হইয়া না পড়ে। ইহা শুনিয়া রসূল (দঃ) নিরুত্তর রহিলেন। দ্বিতীয়বার বলিলেও নিরুত্তর রহিলেন এবং তৃতীয়বারেও নিরুত্তর রহিলেন। চতুর্থবার বলিলে তিনি বলিলেন- হে আবু হোরায়রা! তোমার ভাগ্যের লিখন লেখা হইয়া গিয়াছে। ইহা জানার পর খাসী হওয়া বা না হওয়া তোমার ইচ্ছাধীন।

হাদীস- ২৪৩৭। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- দ্বীনদার মহিলা বিবাহ করা উচিৎ।

কোন মহিলাকে বিবাহ করার সময় চারিটি বিষয়ে লক্ষ্য করা হয়- তাহার ধনসম্পদ, তাহার রূপ, তাহার বংশ এবং তাহার দ্বীন। তোমার দ্বীনদার মহিলাই বিবাহ করা উচিৎ, নতুবা তুমি ক্ষতিগ্রস্থ হইবে।

হাদীস- ২৪৩৮। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- দুধ সম্পর্কীয় আত্নীয়গন মহরম।

রসূলুল্লাহ (দঃ) এর হাফসা (রাঃ) এর গৃহে অবস্থানকালে জনৈক ব্যক্তি উক্ত ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাহিলে আয়েশা (রাঃ) বলিলেন- ইয়া রসূলুল্লাহ! লোকটি আপনার গৃহে প্রবেশের অনুমতি চাহিতেছে। রসূল (দঃ) বলিলেন- আমি জানি এই ব্যক্তি অমুক। সে হাফসার দুধ চাচা। আয়েশা

(রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন- যদি আমার দুধ সম্পর্কীয় চাচা অমুকে জীবিত থাকিত? নবী করীম (দঃ) বলিলেন- হ্যাঁ, রক্তের সম্পর্কের কারনে যাহাদের সাথে বিবাহ হারাম, দুধের সম্পর্কের কারনেও হারাম।

হাদীস- ২৪৩৯। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **দুধ ভ্রাতার কন্যাকে বিবাহ হালাল নয়।**

রসূলুল্লাহ (দঃ)কে বলা হইল- আপনি স্বীয় চাচা হামজা (রাঃ) এর মেয়েকে বিবাহ করুন। তিনি বলিলেন- সে-ত আমার দুধ ভ্রাতার[১] মেয়ে। [১। হামজা (রাঃ) নবী করীম (দঃ) এর দুধভ্রাতা ছিলেন।]

হাদীস- ২৪৪০। সূত্র- হযরত উম্মে হাবীবা (রাঃ)- **স্ত্রীর কন্যা ও ভগ্নীর সাথে বিবাহ হালাল নয়।**

আমি রসূলুল্লাহ (দঃ)কে বলিলাম- ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আমার বোনকে বিবাহ করুন। নবী করীম (দঃ) বলিলেন- ইহা তুমি পসন্দ কর?[১] আমি বলিলাম- এখনও তো আমি আপনার একমাত্র পত্নী নই। আমি চাই আমার বোনও আমার সাথে কল্যানে শরীক হউক। নবী করীম (দঃ) বলিলেন- কিন্তু ইহা আমার জন্য হালাল নয়। আমি বলিলাম- শুনিতে পাইয়াছি যে আপনি আবু সালামার কন্যাকে বিবাহ করিতেছেন। তিনি বলিলেন- তুমি বলিতে চাহিতেছ যে আমি উম্মে সালামা[২] (রাঃ) এর মেয়েকে বিবাহ করিতে চাই? আমি জবাব দিলাম- তাই। তিনি বলিলেন- যদি সে আমার পত্নী-কন্যা নাও হইত, তাহা হইলেও তাহাকে বিবাহ করা আমার পক্ষে হালাল হইত না। কারন, দুধ সম্পর্কের দিক দিয়া সে আমার ভাতুষ্পুত্রী। সুয়াইবিয়া[৩] আমাকে এবং আবু সালামাকে দুধ পান করাইয়াছে। তোমরা তোমাদের কন্যা ও ভগ্নিকে আমার নিকট পেশ[৪] করিও না। [১। আমি আরও বিবাহ করি অর্থে। ২। নবী পত্নী ৩। আবু লাহাবের দাসী। ৪। বিবাহের জন্য]

হাদীস- ২৪৪১। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **শুধুমাত্র দুধই খাদ্য হইলে দুধ ভাই হইবে।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) আয়েশা (রাঃ) এর ঘরে আসিয়া এক ব্যক্তিকে ঘরের মধ্যে দেখিতে পাইলে তাঁহার চেহারায় ক্রোধের চিহ্ন পরিস্ফুটিত হইল। তাঁহাকে নাখোশ দেখিয়া আয়েশা (রাঃ) বলিলেন- সে আমার দুধ ভাই। নবী করীম (দঃ) বলিলেন- ভাল করিয়া যাচাই করিয়া দেখ, কে কে দুধ ভাই। কেননা, দুধের সম্পর্ক কেবল তখনই প্রতিষ্ঠিত হইবে যখন দুধই শিশুর একমাত্র খাদ্য হইবে।'[১] [১। দুই বৎসর বয়সের মধ্যে]

হাদীস- ২৪৪২। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **দুধ মাতার স্বামী দুধ পিতা।**

আমার দুধ সম্পর্কীয় চাচা[১] আবুল কায়েসের ভাই আফলাহ পর্দার আয়াত নাজেল হওয়ার পর আমার ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাহিলে আমি অস্বীকৃতি জানাইলাম।[২] রসুলুল্লাহ (দঃ) আসার পর তাঁহাকে ঘটনা জানাইলে তিনি তাহাকে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দানের নির্দেশ দিলেন। [১। বংশীয়গনের ন্যায় দুধ সম্পর্কীয়গনও মহরম গন্য হইবে। ২। প্রশ্ন ছিল ভ্রাতৃবধূ দুধ পান করাইয়াছেন বটে কিন্তু ভ্রাতাতো দুধ পান করান নাই।]

হাদীস- ২৪৪৩। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **কাহাদেরকে বিবাহ করা হারাম।**

সূরা নেসার ২২ ও ২৩ আয়াতে বংশীয় সম্পর্কের সাত প্রকার এবং দুধ ও বৈবাহিক সম্পর্কীয় সাত প্রকার মোট ১৪ প্রকার রমনীকে বিবাহ করা হারাম করিয়াছে। মাতা, কন্যা, ভগ্নি, ফুফু, খালা, ভাইঝি, বোনঝি, দুধমাতা, দুধ ভগ্নি, শাশুড়ী, ব্যবহৃত স্ত্রীর কন্যা, পুত্রবধূ, স্ত্রীর বর্তমানে স্ত্রীর ভগ্নি, পিতা-দাদা-নানার স্ত্রী।

হাদীস- ২৪৪৪। সূত্র- হযরত জাবের (রাঃ)- **খালা বোনঝি ও ফুফু ভাইঝি একত্রে বিবাহ করা হারাম।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) খালা ও বোনঝি এবং ফুফু ও ভাইঝিকে একত্রে বিবাহ করাকে নিষিদ্ধ করিয়াছেন।

হাদীস- ২৪৪৫। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **ফুফু ভাইঝি ও খালা বোনঝিকে একত্রে বিবাহ নিষেধ।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- একজন ভ্রাতুষ্পুত্রী ও তাহার ফুফুকে এক ব্যক্তি একই সাথে যেন বিবাহ না করে। তদ্রুপ একজন মহিলা ও তাহার খালাকে যেন একই সাথে এক ব্যক্তি বিবাহ না করে।

হাদীস-২৪৪৬। সূত্র- হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)- **আশশিগার নিষিদ্ধ।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) আশ-শিগার নিষিদ্ধ করিয়াছেন। আশ-শিগার হইল- দুই ব্যক্তির পরস্পরের মধ্যে মোহরানা ভিন্ন পরস্পরের পুত্রের নিকট অপরের কন্যাকে বিবাহ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি।

হাদীস- ২৪৪৭। সূত্র- হযরত আলী (রাঃ)- **মুতা বিবাহ নিষিদ্ধ।**

নবী করীম (দঃ) খায়বরের যুদ্ধের সময় মুতা[১] ও গৃহপালিত গাধার মাংস খাওয়া হারাম করিয়াছেন। [১। অস্থায়ী বিবাহ]

হাদীস- ২৪৪৮। সূত্র- হযরত সাবেত আল বুনানী (রাঃ)- **বিবাহের জন্য কোন মহিলা কর্তৃক সরাসরি প্রস্তাব।**

আমার ও আনাস (রাঃ) এর কন্যার উপস্থিতিতে আনাস (রাঃ) বলিলেন- জনৈকা মহিলা নবী করীম (দঃ) এর নিকট উপস্থিত হইয়া নিজেকে সমর্পন করিয়া বলিল- ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার কি আমার প্রয়োজন আছে[১]? আনাস (রাঃ) এর কন্যা বলিয়া উঠিল- সে মহিলা কতই না বেশরম! ছি, কি লজ্জা! আনাস (রাঃ) বলিলেন- সে রমনী তোমার চাইতে উত্তম। নবী করীম (দঃ) এর প্রতি আকর্ষন বশতঃ সে নিজেকে তাঁহার নিকট পেশ করিয়াছে। [১। বিবাহের জন্য]

হাদীস- ২৪৪৯। সূত্র- হযরত সাহল ইবনে সায়াদ (রাঃ)- **মোহরানা হিসাবে লোহার আংটি।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) এক ব্যক্তিকে বলিলেন- একটি লোহার আংটির বিনিময়ে হইলেও বিবাহ কর। [১। মোহরানা]

হাদীস- ২৪৫০। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **চুপ থাকাই বিবাহের সম্মতি দান।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- কোন বিধবা মহিলাকে তাহার সম্মতি ছাড়া বিবাহ দেওয়া যাইবে না। কোন কুমারী মেয়েকেও তাহার সম্মতি ব্যতিরেকে বিবাহ দেওয়া চলিবে না। সাহাবারা জিজ্ঞাসা করিল- ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহার অনুমতি কি করিয়া নিব? তিনি উত্তর দিলেন- তাহার চুপ করিয়া থাকা।

হাদীস- ২৪৫১। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **চুপ থাকাই অনুমতি।**

আয়েশা (রাঃ) বলিলেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ! একজন কুমারী মহিলাতো লজ্জাবোধ করে।[১] তিনি বলিলেন- তাহার চুপ থাকাই তাহার অনুমতি [১। বিবাহের ব্যাপারে]

হাদীস- ২৪৫২। সূত্র- হযরত খানছা বিনতে খেজাম (রাঃ)- **সাবালেগার অমতে বিবাহ বাতিল।**

তাঁহার বয়ঃপ্রাপ্তির পর তাঁহার পিতা তাঁহার অমতে তাঁহাকে বিবাহ দিলে তিনি রসূলুল্লাহ (দঃ) এর নিকট ঘটনা বর্ণনা করেন। রসূলুল্লাহ (দঃ) সেই বিবাহ বাতিল করিয়া দেন।

হাদীস- ২৪৫৩। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **একজনের প্রস্তাবের উপর অন্যে প্রস্তাব না রাখা।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) এক ভাই কোন জিনিষের দাম বলিলে অপর ভাইকে তাহার উপর দাম বলিতে এবং এক মুসলিম ভাই এর বিবাহের প্রস্তাবের উপর অন্য ভাই এর বিবাহ প্রস্তাব (যতক্ষন পর্যন্ত প্রথম ভাই প্রস্তাব প্রত্যাহার করিয়া না নেয়) করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

হাদীস- ২৪৫৪। সূত্র- হযরত সাহল ইবনে সায়াদ (রাঃ)- **কোরআন জানাকে সম্পদ গন্য করা ও মোহরানা হিসাবে গ্রহন করা।**

জনৈকা মহিলা নবী করীম (দঃ) এর নিকট আসিয়া নিজেকে তাঁহার খেদমতে[১] পেশ করিলে তিনি বলিলেন- বর্তমানে আমার কোন মহিলার প্রয়োজন নাই। অতঃপর একব্যক্তি বলিল- ইয়া রসূলুল্লাহ! তাহাকে আমার নিকট বিবাহ দিন। রসুল (দঃ) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন- তোমার কি আছে?[২] সে বলিল- আমার কিছুই নাই। নবী করীম (দঃ) বলিলেন- তাহাকে একটি লোহার আংটি[৩] হইলেও দাও। সে উত্তর করিল- আমার কিছুই নাই। রসুল (দঃ) তাহাকে প্রশ্ন করিলেন- কোরআন কি পরিমান তোমার মুখস্ত আছে? সে বলিল- এই পরিমান, এই পরিমান। রসুল (দঃ) বলিলেন- তুমি যে পরিমান কোরআন জান তাহার বিনিময়ে তাহাকে তোমার নিকট বিবাহ দিলাম। [১। বিবাহের জন্য। ২। মোহরানা দেওয়ার মত। ৩। অর্থাৎ সামান্য মূল্যের হইলেও]

হাদীস- ২৪৫৫। সূত্র- হযরত ওকবা (রাঃ)- **বিবাহের শর্ত পালন করা অধিকতর কর্তব্য।**

সকল শর্তের চাইতে[১] পালন করা তোমাদের জন্য অধিক কর্তব্য এই কারনে যে তোমাদেরকে[২] বিশেষ অংগ উপভোগ করার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। [১। বিবাহের শর্ত। ২। নারীদের]

হাদীস- ২৪৫৬। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **বিবাহের শর্ত হিসাবে পূর্ব স্ত্রীর তালাক দাবি করা জায়েজ নহে।**

কোন মহিলার জন্য এই শর্ত আরোপ করা জায়েজ নহে যে সে তাহার বোনের[১] তালাক দাবি করিবে যাহাতে স্বামীর সব কিছুর উপর তাহার একচেটিয়া দখল প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহার তকদীরে যাহা রহিয়াছে সে তাহাই ভোগ করিবে। (১। জাতীয় বোন]

হাদীস- ২৪৫৭। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **বিবাহ উৎসবে আনন্দ ফূর্তির ব্যবস্থা করা।**

আমি জনৈক আনসারের জন্য এক ইয়াতীম মহিলাকে বিবাহের কনে হিসাবে প্রস্তুত করিলে রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন- হে আয়েশা (রাঃ)! তুমি কি কোন আনন্দ ফূর্তির[১] ব্যবস্থা কর নাই? মদীনাবাসীরা ইহা পসন্দ করে। [১। নির্দোষ]

হাদীস- ২৪৫৮। সূত্র- হযরত রুবাইয়ে বিনতে মোয়াওয়েজ (রাঃ)- **বিবাহ অনুষ্ঠানে দফ বাজানো।**

আমার বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পর নবী করীম (দঃ) আমার বিছানার উপর বসিয়াছিলেন- যেমন তুমি বসিয়া আছ। আমাদের ছোট ছোট

বালিকারা দফ[১] বাজাইতেছিল এবং বদর যুদ্ধে শাহাদত প্রাপ্ত আমার বাপ-চাচার শোক গাঁথা গাহিতেছিল। তাহাদের মধ্যে একজন বলিতেছিল- আমাদের মধ্যে একজন নবী আছেন, যিনি ভবিষ্যত জানেন। ইহা শুনিয়া নবী করীম (দঃ) বলিলেন- এই কথা বলা ছাড়িয়া দাও[২] এবং এতক্ষন যাহা বলিতেছিলে তাহাই বল। [১। ছোট ঢাক (একদিক খোলা।) ২। কেবল আল্লাহই ভবিষ্যত জানেন।]

হাদীস- ২৪৫৯। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **বরের পক্ষ হইতে খাওয়ানোর ব্যবস্থা।**

নবী করীম (দঃ) খায়বর যুদ্ধ হইতে প্রত্যাবর্তন করিবার সময় পথিমধ্যে একস্থানে তিনদিন অবস্থান কালে সেই স্থানে সুফিয়া (রাঃ) এর সাথে তাঁহার বিবাহের রুসমত সম্পন্ন করা হইতেছিল। সেই উপলক্ষ্যে আমি মুসলমানদের সকলকে দাওয়াত করিয়াছিলাম। সেই দাওয়াতে রুটি গোশত খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল না। রসুল (দঃ) দস্তর খান বিছাইবার আদেশ করিয়াছিলেন। উহাতে বিভিন্নজন খুরমা, পনীর ও মাখন রাখিয়াছিল এবং তাহা একত্রিত করিয়া খাওয়া হইয়াছিল। উহাই ছিল সেই ওলীমার খানা।

হাদীস- ২৪৬০। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **ওলীমার দাওয়াত কবুল করা চাই।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- তোমাদের কাহাকেও যদি ওলীমার দাওয়াত দেওয়া হয় তবে সে যেন তাহা অবশ্যই কবুল করে।

হাদীস- ২৪৬১। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **দাওয়াত গ্রহন করা।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- কোন মুসলমান ভাইয়ের তরফ হইতে দাওয়াত দেওয়া হইলে তাহা গ্রহন করিও।

হাদীস- ২৪৬২। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **বিবাহের দাওয়াত কবুল না করা নাফরমানী।**

যে ওলীমায় শুধু ধনীদেরকে দাওয়াত করা হয় এবং গরীব মিসকিনদেরকে দাওয়াত করা হয় না সেই ওলীমার খাবার সব চাইতে নিকৃষ্ট। আর যে ব্যক্তি দাওয়াত কবুল করে না বা দাওয়াতে যায় না সে আল্লাহ ও তাহার রসুলের নাফরমানী করিল।

হাদীস- ২৪৬৩। সূত্র- হযরত সাবেত (রাঃ)- **জয়নব (রাঃ) এর বিবাহের ওলীমার ভোজ ছিল সর্বোত্তম।**

জয়নব (রাঃ) এর বিবাহের প্রসঙ্গ আনাস (রাঃ) এর উপস্থিতিতে উল্লেখ করিলে তিনি বলিলেন- জয়নব বিনতে জাহাস (রাঃ) এর সাথে রসুলুল্লাহ (দঃ) এর বিবাহের সময় যে ওলীমার ব্যবস্থা করা হয় উহার চাইতে উত্তম

ব্যবস্থা আর কাহারও সাথে বিবাহের সময় করিতে দেখি নাই। এই বিবাহে তিনি একটি ছাগল[১] দ্বারা ওলীমার ব্যবস্থা করেন। [১। বা মেষ]

হাদীস- ২৪৬৪। সূত্র- হযরত সুফিয়া বিনতে শায়বা (রাঃ)- **দুই মুদ ছাতু দ্বারা ওলীমা।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার একজন স্ত্রীর বিবাহে শুধু দুই মুদ[১] যবের ছাতু দ্বারা ওলীমা করিয়াছিলেন। [১। প্রায় দুই সের]

হাদীস- ২৪৬৫। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **স্বামীর অসন্তুষ্টি উৎপাদনকারী স্ত্রীর প্রতি ফেরেশতার লানত।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- স্বামীর ডাকে বিছানায় আসিতে স্ত্রী অস্বীকার করার দরুন যদি স্বামী অসন্তুষ্টির সহিত রাত্রি যাপন করে তবে সেই রাত্রিতে ফেরেশতাগণ ভোর পর্যন্ত সেই স্ত্রীর প্রতি লানত করিতে থাকে।

হাদীস- ২৪৬৬। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **স্বামীর ডাকে সাড়া না দিলে ফেরেশতা লানত করে।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- যদি কোন ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীকে বিছানায় ডাকে আর স্ত্রী অস্বীকার করে তবে সকাল পর্যন্ত ফেরেশতাগন সেই স্ত্রীর উপর লানত করেন।

হাদীস- ২৪৬৭। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **স্বামীর শয্যা ছাড়িয়া থাকিলে লানত।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- যদি কোন স্ত্রী স্বামীর শয্যা ছাড়িয়া অন্যত্র রাত্রি যাপন করে তবে স্বামীর শয্যায় ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত ফেরেশতারা তাহার উপর লানত করিতে থাকে।

হাদীস- ২৪৬৮। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জামায়া (রাঃ)- **স্ত্রীকে মারপিট করা ঠিক নয়।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- তোমাদের কাহারও স্বীয় স্ত্রীকে দাসদের ন্যায় প্রহার করা উচিৎ নয়। অতঃপর দিবা শেষে তাহার সাথে যৌন সংগমে লিপ্ত হইবে।

হাদীস- ২৪৬৯। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **কুমারী ও অকুমারী স্ত্রীর মধ্যে ভাগ।**

নবী করীম (দঃ) এর সুন্নত- অকুমারী স্ত্রীর উপর কুমারী বিবাহ করিলে প্রথমে তাহার গৃহে একাধারে সাতদিন অবস্থান করিয়া অন্য স্ত্রীকে ভাগ দিবে। আর কুমারী স্ত্রীর উপর অকুমারী বিবাহ করিলে প্রথমে তাহার গৃহে তিনদিন অবস্থান করিবে।

হাদীস- ২৪৭০। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **দিবাভাগে স্ত্রীদের নিকট গমন করা।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) আসরের নামাজ শেষ করিয়া স্ত্রীদের নিকট যাইতেন এবং কোন একজনের সাথে ঘনিষ্ট হইতেন। একদা হাফসা (রাঃ) এর নিকট গিয়া সেখানে স্বাভাবিক সময়ের চাইতে বেশী সময় কাটাইলেন।

হাদীস- ২৪৭১। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **সতীনকে জ্বালাতন করার জন্য বাড়াইয়া বলা।**

এক মহিলা বলিল- ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার সতীনকে ক্ষেপাইবার বা জ্বালাতন করার জন্য আমার স্বামী আমাকে যাহা দেয় নাই তাহা বাড়াইয়া বলিলে কি দোষ হইবে? রসূল (দঃ) বলিলেন- যাহা দেওয়া হয় নাই তাহা দেওয়া হইয়াছে বলা হইতেছে ঐরূপ ধোকাবাজ প্রতারকের ন্যায় যে প্রতারনার জন্য দুই প্রস্থ পোশাক পরে।

হাদীস- ২৪৭২। সূত্র- হযরত মেসওয়ার (রাঃ)- **রসূল কন্যা ও আল্লাহর শত্রু কন্যা একত্র হইবে না।**

আলী (রাঃ) আবু জহলের কন্যাকে বিবাহ করার পয়গাম পাঠাইয়াছে জানিতে পারিয়া ফাতেমা (রাঃ) রসূলুল্লাহ (দঃ) এর নিকট গিয়া বলিলেন- আপনার আত্নীয় স্বজনগন বলিয়া থাকে যে আপনি আপনার মেয়েদের পক্ষ হইয়া একটু রাগও দেখান না। ঐ দেখুন আলী (রাঃ) আবু জহলের কন্যাকে বিবাহ করিতে চাহিতেছে। রসূলুল্লাহ (দঃ) ভাষনের ব্যবস্থা করিয়া প্রথমে কলেমা শাহাদত পাঠ করিলেন এবং তৎপর আবুল আছ এর প্রশংসা করিয়া বলিলেন- তাহার নিকট আমার এক কন্যা বিবাহ দিয়াছিলাম। সে আমাকে যাহা বলিয়াছিল তাহা রক্ষা করিয়াছে। নিশ্চয় ফাতেমা আমার কলিজার টুকরা। তাহার ব্যথায় আমি ব্যথিত হই। নিশ্চয়ই আমি হালালকে হারাম বা হারামকে হালাল করিতে চাহি না। অবশ্য এই কথা বলিতেছি যে, আল্লাহর কসম! আল্লাহর রসূলের কন্যা এবং আল্লাহর শত্রুর কন্যা একই ব্যক্তির বিবাহে একত্রিত হইতে পারিবে না। এই ভাষনের পর আলী (রাঃ) বিবাহের প্রস্তাব পরিত্যাগ করিলেন।

হাদীস- ২৪৭৩। সূত্র- হযরত মেসওয়ার ইবনে মাখরামা (রাঃ)- **ফাতেমা (রাঃ) এর উপর আঘাত রসূল (দঃ) এর উপর আঘাত।**

আমি রসূলুল্লাহ (দঃ)কে মিম্বরে বসিয়া বলিতে শুনিয়াছি- হিশাম ইবনে মুগীরা আলী ইবনে আবু তালেব (রাঃ) এর নিকট তাঁহার মেয়ে বিবাহ দেওয়ার জন্য আমার নিকট প্রস্তাব করিয়াছে। কিন্তু আমি অনুমতি দেই নাই এবং আলী (রাঃ) আমার কন্যা ফাতেমা (রাঃ)কে তালাক না দেওয়া পর্যন্ত আমি অনুমতি দিব না। কেননা, ফাতেমা হইতেছে আমার শরীরের অংশ। আমি ঐ জিনিষ ঘৃনা করি যাহা সে ঘৃনা করে এবং তাহাকে যাহা আঘাত করে তাহা আমাকেও আঘাত করে।

হাদীস- ২৪৭৪। সূত্র- হযরত উম্মে সালামা (রাঃ)- বেশধারী পুরুষের সাথে মেলামেশা নিষেধ।

নবী করীম (দঃ) আমার নিকট থাকাকালে মেয়েলি ভাবাপন্ন[১] একব্যক্তি আমার ভাই আবদুল্লাহ্ ইবনে আবু উমাইয়াকে লক্ষ্য করিয়া বলিল- ইনশাআল্লাহ্ আগামীকাল তায়েফ বিজয় হইলে আমি আপনাকে গাইলানের কন্যাকে নেওয়ার[২] জন্য পরামর্শ দিতেছি। সে[৩] যখন সম্মুখ দিয়া আসে তখন তাহার পেটের চামড়ায় চার ভাঁজ[৪] পড়ে এবং যখন পিছন ফিরিয়া যায় তখন আট[৫] ভাঁজ পড়ে। ইহা শুনিয়া নবী করীম (দঃ) বলিলেন- এই মেয়েলি পুরুষ[৬] যেন তোমাদের নিকট না আসে। [১। হিজড়া, ২। বিবাহ করিয়া। ৩। এতই মেদবহুল। ৪। একপাশ দেখা যায়, ৫। দুইপাশ দেখা যায়। ৬। হিজড়া]

হাদীস- ২৪৭৫। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ)- স্বামীর নিকট অন্য রমনীর রূপ বর্ননা না করা।

রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন- কোন রমনী অন্য রমনীর দিকে তাকাইয়া বা তাহার দেহ স্পর্শ করিয়া আসিয়া নিজ স্বামীর নিকট এই ভাবে বর্ণনা দেওয়া উচিৎ নয়, যেন সে ঐ মহিলার দিকে তাকাইয়া দেখিতেছে।

হাদীস- ২৪৭৬। সূত্র- হযরত নাফে (রাঃ)- মোশরেক রমনীকে বিবাহ করা হারাম।

ইবনে ওমর (রাঃ)কে খৃষ্টান মোশরেক রমনী বিবাহ করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিতেন- মোমেনদের মোশরেক রমনী বিবাহ করা আল্লাহ্ হারাম করিয়াছেন। আমি জানিনা ইহার চাইতে বড় শিরক আর কি আছে যে একজন রমনী বলে- আমার প্রভু ঈসা! অথচ তিনি আল্লাহর বান্দাদেরই একজন।

তালাক

হাদীস- ২৪৭৭। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- পুনঃমিলনের সুপারিশ।

এখনও আমার চোখের সামনে যেন ভাসিতেছে যে, বরীরার ক্রীতদাস স্বামী মুগীস কাঁদিতেছে আর তাহার পিছু পিছু ছুটিতেছে। চোখের পানিতে তাহার দাঁড়ি ভিজিয়া গেল। এই দৃশ্য দেখিয়া নবী করীম (দঃ) বলিলেন- হে আব্বাস! বরীরার প্রতি মুগীসের ভালবাসা আর মুগীসের প্রতি বরীরার উপেক্ষা অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক! তিনি বরীরাকে বলিলেন- তুমি যদি মুগীসকে

পুনরায় গ্রহন করিবে! সে বলিল- ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইহা কি আমার প্রতি আপনার নির্দেশ? তিনি বলিলেন- আমি সুপারিশ করিতেছি। বরীরঃ বলিল- মুগীসের প্রতি আমার কোন আকর্ষন নাই।

হাদীস- ২৪৭৮। সূত্র- হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)- **ঋতুবতী স্ত্রীকে তালাক না দেওয়া।**

আমি আমার স্ত্রীকে তালাক দিলে ওমর (রাঃ) এই বিষয়ে রসূলুল্লাহ (দঃ)কে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন- তাহাকে বলিও, সে যেন তাহার স্ত্রীকে ফিরাইয়া নেয় এবং ঋতু হইতে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত এবং পুনরায় ঋতুবতী হইয়া পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রী হিসাবেই রাখে। তারপর ইচ্ছা করিলে তাহাকে রাখিবে অন্যথায় যৌনমিলন না করিয়া তালাক দিবে।[১] এই ভাবে ইদ্দত পালনের সুযোগ রাখিয়া আল্লাহ'তালা[২] স্ত্রীদিগকে তালাক দেওয়ার আদেশ করিয়াছেন। [১। উত্তম তালাক প্রথা ২। পবিত্র কোরআনে]

হাদীস- ২৪৭৯। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **হায়েজ অবস্থায় তালাক- তালাক গন্য হইবে।**

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) তাঁহার স্ত্রীকে ঋতুবতী অবস্থায় তালাক দেওয়ার পর ওমর (রাঃ) নবী করীম (দঃ) এর নিকট গিয়া বলিলে নবী করীম (দঃ) বলিলেন- সে তাহার স্ত্রীকে রুজু[১] করুক। ওমর (রাঃ) বলিলেন- গন্য[২] হইবে? নবী করীম (দঃ) বলিলেন- কেন হইবে না[৩]? [১। পুনঃগ্রহন, ২। তালাক হিসাবে। ৩। অন্য সনদে আছে এক তালাক হিসাবে গন্য হইবে। অপর সনদে আছে - নবী করীম (দঃ) ওমর (রাঃ)কে বলিয়াছেন- কোন ব্যক্তি যদি অক্ষম বা আহমক হয় তাহা হইলে তুমি কি কর?]

হাদীস- ২৪৮০। সূত্র- হযরত সাহল ইবনে সা'দ সা'য়েদী (রাঃ)- **লেয়ানকারী স্ত্রীকে একত্রে তিন তালাক।**

উওয়াইমের আজলানী আসেম ইবনে আদী (রাঃ) এর নিকট আসিয়া বলিলেন- হে আসেম! কোন ব্যক্তি যদি তাহার স্ত্রীর সাথে কোন পুরুষকে দেখিয়া সেই পুরুষকে হত্যা করে তাহা হইলে তো তোমরা আবার তাহাকে হত্যা করিবে। এমতাবস্থায় কর্তব্য কি? তুমি আমার জন্য বিষয়টি রসূলুল্লাহ (দঃ)কে জিজ্ঞাসা করিবে। আসেম (রাঃ) বিষয়টি রসূলুল্লাহ (দঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি প্রশ্নটি শুধু নাপসন্দই করিলেন না বরং দোষনীয় মনে করিলেন। রসূল (দঃ) এর বক্তব্য আসেম (রাঃ) এর জন্য খুবই পীড়াদায়ক মনে হইল। রসূল (দঃ) এর নিকট হইতে বাড়ী ফিরিয়া আসিলে উওয়াইমের (রাঃ) হযরত আসেম (রাঃ) এর নিকট হইতে সব কিছু শুনিয়া বলিলেন- আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া ক্ষান্ত হইব না। তিনি রসূল (দঃ) এর নিকট গিয়া অনেক লোকের উপস্থিতিতেই বলিলেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন লোক যদি তাহার স্ত্রীর নিকট অন্য পুরুষকে পায় তাহা

হইলে সে কি তাহাকে হত্যা করিবে? তাহা হইলে তো আপনি আবার তাহাকে হত্যা করিবেন। এমতাবস্থায় সে কি করিবে? রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন- তোমার ও তোমার স্ত্রীর বিষয়ে অহী নাজেল হইয়াছে। তোমার স্ত্রীকে নিয়া আস। তাহারা উভয়ে আসিয়া রসূল (দঃ) এর নিকট লেয়ান[১] করিল। আমি তখন উপস্থিত ছিলাম। লেয়ান শেষ হইলে ওওয়াইমের (রাঃ) বলিলেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ! এখন যদি আমি তাহাকে রাখি তাহা হইলে আমিই মিথ্যাবাদী প্রমানিত হই। তাই রসূল (দঃ) কোন আদেশ করার আগেই তিনি তাঁহার স্ত্রীকে তিন তালাক দিলেন। ইবনে শিহাব বলিয়াছেন- এইভাবে বিবাহ বিচ্ছেদই লেয়ানকারী স্বামীস্ত্রীর ক্ষেত্রে রীতি হিসাবে সাব্যস্ত হইয়াছে। [১। পরস্পরকে লানত বা অভিসম্পাত করা]

হাদীস- ২৪৮১। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **হায়েজ অবস্থায় তালাক।**

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) স্ত্রীকে হায়েজ অবস্থায় এক তালাক দিলে রসূলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে পুনঃগ্রহনের আদেশ দিয়াছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)কে কেহ হায়েজ অবস্থায় তালাক সম্পর্কে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন- যদি তুমি এক বা দুই তালাক দিয়া থাক তবে নবী করীম (দঃ) উক্ত আদেশ করিয়াছিলেন আর যদি তিন তালাক দিয়া থাক তবে সেই স্ত্রী তোমার পক্ষে হারাম হইবে যাবৎ না সে অন্য স্বামীর ঘর করিয়া আসে।

হাদীস- ২৪৮২। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **উচ্চারণ না করিলে তালাক হইবে না।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার উম্মতের ঐ সব চিন্তা ধারনাকে ক্ষমা করিয়া দেন, যাহা তাহাদের মনে উদয় হয়, যতক্ষন পর্যন্ত না সে উহা কার্য্যে পরিনত করে বা অন্যের সাথে আলোচনা করে। কাতাদা বলেন- যখন কেউ মনে মনে তালাক দেয়, ইহার কোন মূল্য বা কার্য্যকারিতা নাই।

হাদীস- ২৪৮৩। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **খোলা তালাক। (বিনিময় প্রদান করিয়া স্ত্রীর ইচ্ছায় তালাক)**

সাবেত ইবনে কায়েসের স্ত্রী নবী করীম (দঃ) এর নিকট আসিয়া বলিল- ইয়া রাসূলাল্লাহ! সাবেত ইবনে কায়েসের চরিত্র বা দ্বীনদারীর উপর আমার কোন অভিযোগ নাই। কিন্তু আমি মুসলমান হইয়া কুফরি করাটা মোটেই পসন্দ করি না[১]। রাসূলাল্লাহ (দঃ) বলিলেন- তুমি কি তাহার বাগানটা ফেরৎ দিতে রাজী আছ? সে বলিল- হ্যাঁ। রসূল (দঃ) সাবেতকে বলিলেন- বাগান ফেরৎ নাও এবং তাহাকে এক তালাক দাও। [১। উভয়ের দিল মহব্বত না হওয়ায় স্বামীর হক আদায় হইতেছে না বিধায়।]

হাদীস- ২৪৮৪। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **দ্বিতীয় স্বামীর সম্ভোগ ব্যতীত প্রথম স্বামীর জন্য নিষেধ।**

রেফাআহ্ (রাঃ) এর স্ত্রী রসূলুল্লাহ (রাঃ) এর নিকট আসিয়া বলিল- ইয়া রসূলুল্লাহ। রেফাআহ (রাঃ) আমাকে তিন তালাক দিয়া বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছে। ইহার পর আমি আবদুর রহমান ইবনে যুবাইরকে বিবাহ করিয়াছি। কিন্তু তাহার সাথে যাহা আছে তাহা কাপড়ের পুটলির ন্যায়। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন- বোধ হয় তুমি রেফাআহ (রাঃ) এর নিকট ফিরিয়া যাইতে চাও। কিন্তু তুমি তাহার[১] এবং সে তোমার আস্বাদ২ লাভ ছাড়া তাহা হইতে পারে না। [১। আবদুর রহমানের ২। যৌন]

হাদীস- ২৪৮৫। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **তালাক প্রাপ্তার অন্য স্বামীর সাথে মিলন ব্যতীত পূর্বস্বামীর সাথে বিবাহ নিষিদ্ধ।**

একব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে তিন তালাক দেওয়ার পর তাহার অন্যত্র বিবাহ হয়। কিন্তু সেই স্বামীও তাহাকে তালাক দেয়। রসূল (দঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইল- এখন সে পূর্ব স্বামীর জন্য হালাল[১] কিনা? রসূল (দঃ) বলিলেন- দ্বিতীয় স্বামী তাহাকে প্রথম স্বামীর মত সম্ভোগ না করা পর্যন্ত সে প্রথম স্বামীর জন্য হালাল নয়। [১। বিবাহের জন্য]

হাদীস- ২৪৮৬। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **জেনার তোহমত লাগানো স্ত্রী তালাক হইয়া যাইবে।**

আনসারদের জনৈক ব্যক্তি নিজ স্ত্রীর বিরুদ্ধে জেনার তোহমত আরোপ করিলে রসূলুল্লাহ (দঃ) উভয়কে শপথ করান। অতঃপর উভয়ের বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া দেন।

হাদীস- ২৪৮৭। সূত্র- হযরত সাঈদ ইবনে জোবায়ের (রাঃ)- **তালাকের পরও মোহর অপরিবর্তিত থাকিবে।**

যে তাহার স্ত্রীর উপর জেনার তোহমত দেয় এমন ব্যক্তি সম্পর্কে আমার জিজ্ঞাসার উত্তরে ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন- নবী করীম (দঃ) বনী আজলানের এক দম্পতিকে পৃথক করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন- আল্লাহ জানেন, তোমাদের একজন অবশ্যই মিথ্যাবাদী। কে তওবা করিতে প্রস্তুত আছ? তাহারা উভয়েই তওবা করিতে অস্বীকার করিলে তিনি পুনরায় বলিলেন- আল্লাহ জানেন, তোমাদের উভয়ের মধ্যে একজন অবশ্যই মিথ্যাবাদী। কে তওবা করিতে রাজী আছ? উভয়েই তওবা করিতে এইবারও অস্বীকার করিলে তিনি উভয়কে পৃথক করিয়া দিলেন। আমর ইবনে দীনার বলেন- এই হাদীসের অপর অংশ রহিয়াছে তাহা বর্ণনা করিতেছ না কেন? লোকটি বলিল- আমার মাল সম্পদ ফেরৎ পাইব

না? রসূল (দঃ) বলিলেন- না। যদি তুমি সত্যবাদী হও তবে তুমি তাহার নিকট হইতে যৌনস্বাদ উপভোগ করিয়াছ; আর যদি তোমার অভিযোগ মিথ্যা হয়, তবে মাল তোমার নিকট হইতে অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছে।

হাদীস- ২৪৮৮। সূত্র- হযরত হাসান বসরী (রাঃ)- **এক বা দুই তালাক দিলে ইদ্দতের পর স্ত্রীকে পুনগ্রহন করিতে পারিবে।**

মা'কাল এর বোনের স্বামী তাহার বোনকে তালাক[১] দেয়। তালাকপ্রাপ্তা বোন ইদ্দত শেষ করার পর স্বামী তাহাকে পুনরায় বিবাহের প্রস্তাব পাঠায়। মা'কাল ইহা অপসন্দ ও প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিল- যখন কাজ তাহার হাতে ছিল তখন সে দূরে থাকিয়া এখন বিবাহের প্রস্তাব পাঠায়। মা'কাল বোনের বিবাহে প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইল। তখন আয়াত নাজেল হইল 'এবং যখন তোমরা স্ত্রীলোকদিগকে তালাক দাও। তৎপর তাহারা স্বীয় নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হয়, তখন নিয়মানুযায়ী পরস্পর সম্মত হইয়া তাহারা যদি স্বীয় স্বামীর সহিত পরিনীতা হয়, তবে তাহাদিগকে নিবারন করিও না; এতদ্বারা তোমাদের মধ্যে যে আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান আনিয়াছে- তাহাকেই উপদেশ দেওয়া হইতেছে; এবং ইহা তোমাদের জন্য বিশুদ্ধ ও পবিত্রতর; এবং আল্লাহ অবগত আছেন ও তোমরা অবগত নও। (পারা ২ সূরা ২ আয়াত ২৩২) রসূলুল্লাহ (দঃ) মা'কালকে ডাকিয়া আনিয়া এই আয়াত শুনাইলে সে তাহার জিদ ছাড়িয়া দিয়া আল্লাহর হুকুমের অনুসরন করিল। [১। এক বা দুই তালাক]

ইদ্দত

হাদীস- ২৪৮৯। সূত্র- হযরত উম্মে সালামাহ (রাঃ)- **গর্ভবতীর ইদ্দত প্রসব পর্যন্ত।**

আসলাম গোত্রের সুবাইয়ার স্বামী তাহাকে গর্ভাবস্থায় রাখিয়া মারা গেলে আবুস সানাবেল ইবনে বা'কাক তাহার নিকট বিবাহের প্রস্তাব পাঠায়। সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। আবুস সানাবেল বলিল আল্লাহর কসম, তুমি দুই[১] মেয়াদের যে কোন একটির শেষ দিন পর্যন্ত ইদ্দত পূর্ণ না করিয়া বিবাহ করিতে পার না। ইহার প্রায় দশদিন পরেই সে সন্তান প্রসব করে। নবী করীম (দঃ) এর নিকট আসিলে তিনি বলিলেন- তুমি এখন বিবাহ করিতে পার। [১। চারমাস দশ দিনের পূর্বেই সন্তান প্রসব করিলে চারমাস দশদিন। সন্তান প্রসবে চারমাস দশ দিন পার হইলে প্রসব পর্যন্ত।]

হাদীস- ২৪৯০। সূত্র- হযরত মেসওয়ার ইবনে মাখরামাহ (রাঃ)- **সন্তান প্রসবের পর ইদ্দত শেষ।**

স্বামীর মৃত্যুর কিছুদিন পর সুরাইয়া সন্তান প্রসব করে। সে নবী করীম (দঃ) এর নিকট বিবাহের অনুমতি চাহিলে তিনি অনুমতি দিলেন এবং সে অন্যত্র বিবাহ করে।

হাদীস- ২৪৯১। সূত্র- হযরত ওরওয়া ইবনে জোবায়ের (রাঃ)- **ইদ্দতকালে বিশেষ ওজর ব্যতিরেকে স্বামী গৃহেই থাকিবে।**

আয়েশা (রাঃ)কে বলা হইল- আপনি কি দেখেন না যে হাকামের পৌত্রির স্বামী তাহাকে তিন তালাক দিলে সে ঘর হইতে চলিয়া গিয়াছিল; তিনি উত্তর দিলেন- সে জঘন্য কাজ করিয়াছে। পুনরায় বলা হইল- আপনি কি শুনিতে পান নাই ফাতেমা কি বলিয়াছে?[১] আয়েশা (রাঃ) বলিলেন- এই হাদীস বর্ণনায় তাহার কোন কল্যান নাই। [১। তালাক প্রাপ্তির পর স্বামীগৃহ ত্যাগ করার বিশেষ অনুমতি রসুল (দঃ) দিয়াছিলেন। ইহা ছিল ওজরের জন্য বিশেষ অনুমতি, সাধারন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।]

হাদীস- ২৪৯২। সূত্র- হযরত ওরওয়া (রাঃ)- **রসুল (দঃ) এর* বিশেষ ক্ষেত্রের অনুমতি সকল ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য নয়।**

আয়েশা (রাঃ) ফাতেমার বক্তব্যকে প্রত্যাখ্যান করিতেন এবং ইহাকে খুবই আপত্তিকর ও দোষনীয় মনে করিতেন। তিনি বলেন- ফাতেমা একটা ভীতিকর স্থানে থাকিত। তাই নবী করীম (দঃ) তাহাকে সেইখান হইতে চলিয়া আসার অনুমতি দিয়াছিলেন।

২৬। আদব- আখলাক

সালাম

হাদীস- ২৪১৩। সূত্র-হযরত আনাস (রাঃ)- সালাম তিনবার করা।

নবী করীম (দঃ) যখন কোন কিছু বয়ান করিতেন তখন পুনঃ পুনঃ বর্ননা করিতেন; আর কোন লোকদের নিকট আসিলে তিনবার সালাম করিতেন।

হাদীস- ২৪১৪। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- কে কাহাকে সালাম দিবে।

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- যানবাহনে আরোহী লোক হাঁটা লোককে, হাঁটা লোক বসা লোককে এবং কমসংখ্যক লোক[১] বেশী সংখ্যক লোককে[২] সালাম দিবে। [১। ছোট দল, ২। বড় দল]

হাদীস- ২৪১৫। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- কে কাহাকে সালাম দিবে।

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- ছোট বড়কে, পথচারী বসা লোককে এবং কম সংখ্যক লোক বেশী সংখ্যক লোককে সালাম করিবে।

হাদীস- ২৪১৬। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- ছোটদেরকে সালাম করা।

আনাস (রাঃ) একবার বালকদের পাশ দিয়া অতিক্রম করার সময় তাহাদেরকে সালাম দেন এবং বলেন- নবী করীম (দঃ)ও তাহা করিতেন।

হাদীস- ২৪১৭। সূত্র- হযরত উসামা ইবনে জায়েদ (রাঃ)- মুসলমান ও মোশরেকদের যৌথ সমাবেশে সালাম দেওয়া।

রসূলুল্লাহ (দঃ) পেছনে উসামা (রাঃ)কে বসাইয়া জিনের নীচে ফাদাকে তৈরী কাপড় থাকা অবস্থায় একটি গাধায় চড়িয়া সা'দ ইবনে ওবাদা (রাঃ)কে দেখিতে যাইতেছিলেন। ইহা ছিল বদরের যুদ্ধের পূর্বের ঘটনা। রসূলুল্লাহ (দঃ) এমন একটি সমাবেশের পাশ দিয়া যাইতেছিলেন যাহাতে মুসলমান, মূর্তি পূজারী এবং ইহুদীরা ছিল। উক্ত সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে উবাই[১] এবং আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ)। সওয়ারীর জানোয়ারের পায়ের ধুলাবালির আধিক্য দেখিয়া আবদুল্লাহ ইবনে উবাই চাদর দ্বারা নাক ঢাকিয়া বলিল- আমাদের উপর ধুলাবালি উড়াইবে না। নবী করীম (দঃ) তাহাদেরকে সালাম দিয়া নামিলেন এবং তাহাদেরকে দ্বীনের দাওয়াত দিলেন ও কোরআনের আয়াত পড়িয়া শুনাইলেন। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই বলিয়া উঠিল- হে আগন্তুক! তোমার বক্তব্য শুনিতে আমার ভাল লাগিতেছে না। তোমার কথাগুলি সত্য হইলেও আমাদের সমাবেশগুলিতে বিরক্ত করিও না। নিজ আস্তানায় ফিরিয়া যাও। ওখানে আমাদের যাহারা যাইবে তাহাদের নিকট এইসব বর্ণনা করিও। ইবনে রাওয়া (রাঃ) বলিলেন- আপনি আমাদের সমাবেশ গুলিতে আসিবেন। আমরা ইহা পসন্দ

করি। ইহাতে মুসলমান, মোশরেক ও ইহুদীরা পরস্পরকে গালমন্দ শুরু করিল, এমন কি একে অন্যের উপর হামলা করিতে উদ্যোগী হইল। নবী করীম (দঃ) তৎপর হইয়া তাহাদের সবাইকে থামাইলেন ও সওয়ারীতে আরোহন পূর্বক সায়া'দ ইবনে ওবাদা (রাঃ) এর নিকট গিয়া পৌঁছিলেন। তিনি তাহাকে বলিলেন- হে সায়া'দ। আবু হুবাব[২] কি বলিয়াছে তুমি কি তাহা শোন নাই? সে এমন এমন কথা বলিয়াছে। সায়া'দ (রাঃ) বলিলেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ)! তাহাকে মাফ করিয়া দিন। তাহাকে ক্ষমার চোখে দেখুন! আল্লাহর কসম! আল্লাহ আপনাকে যাহা[৩] দেওয়ার ছিল দিয়াছেন। এই শহরের অধিবাসীরা পরামর্শ করিয়া ঠিক করিয়াছিল যে, তাহাকে রাজ মুকুট পরাইবে এবং তাহার মাথায় পাগড়ী বাঁধিয়া দিবে। কিন্তু আল্লাহতালা আপনাকে যে মহাসত্য দিয়াছেন এবং ইহার মাধ্যমে যখন এই পরিকল্পনা রদ হইয়া গেল তখন এই কারনে সে অগ্নিশর্মা হইয়া উঠিয়াছে, আর এই কারনেই সে আপনার সাথে এইরূপ আচরন করিয়াছে যাহা আপনি দেখিয়াছেন। নবী করীম (দঃ) তাহাকে মাফ করিয়া দিলেন। [১। মোনাফেক সর্দার, তখনও অমুসলিম। ২। কনস্থায়ী বুদবুদের পিতা- অর্থাৎ ইবনে উবাই। ৩। ইসলাম।]

হাদীস- ২৪৯৮। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **অমুসলিমের সালামের উত্তর।**

ইহুদীরা তোমাদেরকে সালাম দিলে এবং তাহাদের কেহ আস্সামু আলাইকা[১] বলিলে তোমরাও ওয়া আলাইকা[২] বলিবে। [১। তোমার মৃত্যু হউক। ২। এবং তোমারও]

হাদীস- ২৪৯৯। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **অমুসলিমদের সালামের উত্তর।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- তোমাদেরকে আহলে কেতাব[১] সালাম দিলে তোমরা ওয়ালাইকুম[২] বলিবে। [১। ইহুদী ও নাসারারা, ২। এবং তোমাদের উপরও]

আদব আখলাক

হাদীস- ২৫০০। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **সর্বোত্তম ব্যবহার পাওয়ার অধিকারী মাতা।**

একব্যক্তি রসূল (দঃ)কে জিজ্ঞাসা করিল- আমার নিকট সবচাইতে উত্তম ব্যবহার পাওয়ার অধিকারী কে? তিনি বলিলেন- তোমার মা। লোকটি জিজ্ঞাসা করিল- তার পর কে? তিনি বলিলেন- তোমার মা। লোকটি আবারও জিজ্ঞাসা করিল- তারপর কে? তিনি বলিলে না - তারপরও তোমার মা। লোকটি পুনরায় তারপর কে জিজ্ঞাসা করিলে রসূল (দঃ) বলিলেন- তোমার বাবা।

হাদীস- ২৫০১। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ)- **পিতা মাতাকে গালি দেওয়া।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- কবিরা গোনাহ গুলির মধ্যে সবচাইতে বড় গোনাহ হইল কোন লোকের নিজ পিতামাতার উপর লা'নত করা। জিজ্ঞাসা করা হইল- ইয়া রাসূলাল্লাহ! কিভাবে কেহ নিজ পিতামাতার উপর লানত করিতে পারে? তিনি বলিলেন- একজন অপরজনের পিতামাতাকে গালি দেয়। তখন সেও ঐ ব্যক্তির পিতামাতাকে গালি দেয়[১]।

[১। নিজের পিতামাতার গালির কারন হয়।]

হাদীস- ২৫০২। সূত্র- হযরত আবু বকরা (রাঃ)- **পিতামাতার নাফরমানী করা সবচাইতে বড় গোনাহ।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- আমি কি তোমাদিগকে সবচাইতে বড় গোনাহ সম্পর্কে অবহিত করিব না? আমরা বলিলাম, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বলিলেন- 'আল্লাহর সাথে শিরক করা, পিতামাতার নাফরমানী করা। তিনি হেলান দেওয়া অবস্থা হইতে উঠিয়া বসিয়া বলিলেন- শুন। মিথ্যা বলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া। শুনিয়া নাও, মিথ্যা বলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া। এইভাবে তিনি তাহা একাধারে বলিয়া যাইতেছিলেন; যতক্ষন পর্যন্ত না আমি বলিলাম যে, আপনি কি বিরত হইবেন না?

হাদীস- ২৫০৩। সূত্র- হযরত জোবায়ের ইবনে মোতয়েম (রাঃ)- **আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা।**

আমি রসুলুল্লাহ (দঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি- আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী বেহেশতে প্রবেশ করিবে না।

হাদীস-২৫০৪। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **আত্মীয়দের সাথে ভাল ব্যবহার করা।**

আমি রসুলুল্লাহ (দঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি- যে ব্যক্তি রেজেক ও হায়াত বৃদ্ধি কামনা করে সে যেন আত্মীয়ের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে।

হাদীস-২৫০৫। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **আত্মীয়দের সাথে ভাল ব্যবহার করা।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- যে ব্যক্তি হায়াত ও রেজেক বৃদ্ধি পসন্দ করে সে যেন আত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহার করে।

হাদীস- ২৫০৬। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক ছেদন করিলে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হয়।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- আল্লাহতা'লার কুল মাখলুক সৃষ্টি সমাপ্ত হইলে আত্মীয়েরা আরজ করিল- এই স্থানটি সেই ব্যক্তির যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা হইতে তোমার আশ্রয় চায়। আল্লাহতা'লা বলিলেন- তুমি কি চাও না যে তোমার সাথে যে সম্পর্ক স্থাপন করে আমি তাহার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করি আর তোমার সাথে যে সম্পর্ক ছিন্ন করে আমি তাহার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করি? আত্মীয়রা বলিল- হ্যাঁ, হে পরওয়ার দেগার! আল্লাহতা'লা বলিলেন- তোমাদের তাহা হাসিল হইয়া গেল।

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- পসন্দ হইলে এই আয়াতটি পড়- 'অতঃপর ইহা নিকটবর্তী যে যদি তোমরা আধিপত্য লাভ কর তবে তোমরা পৃথিবীতে অশান্তি উৎপাদন ও তোমাদের আত্মীয়তা কর্তন করিবে। (পারা ২৬ সুরা ৪৭ আয়াত ২২)

হাদীস- ২৫০৭। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীর সাথে আল্লাহ সম্পর্ক ছিন্ন করেন।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- আত্মীয়তা আল্লাহ রহমানুর রহীমের সাথে জোড়া লাগা ডাল স্বরূপ। আল্লাহতা'লা বলিয়াছেন- যে তোমার সাথে মিলিত হয়, আমি তাহার সাথে সম্পর্ক জুড়ি। আর যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, আমিও তাহার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করি।

হাদীস- ২৫০৮। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীর সাথে রসূল (দঃ) সম্পর্ক ছিন্ন করেন।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয়তা ডাল[১] স্বরূপ। যে ব্যক্তি ইহার সাথে সম্পর্ক জুড়িয়া রাখে, আমি তাহার সাথে সম্পর্ক জুড়িয়া রাখি। আর যে ইহার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, আমি তাহার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করি। [১। রহমানের সাথে মিলিত]

হাদীস- ২৫০৯। সূত্র- হযরত আমর ইবনুল আস্ (রাঃ)- **আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার ঘোষনা।**

আমি রসূলুল্লাহ (দঃ)কে আস্তে নয় বরং জোর আওয়াজে বলিতে শুনিয়াছি- আমার বাপদাদার বংশীয় সূত্রে আমার কোন বন্ধু নাই। বরং কেবল আল্লাহর নেক্‌কার ঈমানদারগনই হইলেন আমার বন্ধু। তবে[১] বাপদাদার সূত্রে রহিয়াছে আমার রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়তা। এই জন্যই আমি ইহাকে ইহার অনুপাতে সিক্ত ও আপ্লুত করিয়া যাইব[২]।

[১। অপর সনদ, ২। আত্মীয়দের সাথে উপযুক্ত ব্যবহার করিয়া যাইব]

হাদীস- ২৫১০। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ)- **আত্মীয়তার হক প্রতিদানে আদায় হয় না।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- বদলা দানকারী আত্মীয়তার হক আদায়কারী নয় বরং সেই ব্যক্তি আত্মীয়তার হক আদায়কারী যে ছিন্ন হওয়া আত্মীয়তার জোড়া লাগায়। [১। হাসান ও ফিতর এই হাদীসের সনদ রসূল (দঃ) পর্যন্ত পৌছাইয়াছেন কিন্তু আমাশ সে পর্যন্ত পৌছান নাই]

হাদীস- ২৫১১। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **শিশু সন্তানকে চুমু দেওয়া।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) হাসান (রাঃ)কে চুমু দিলে তাঁহার নিকট উপবিষ্ট আক্‌রা ইবনে হাবিশ তামিমী (রাঃ) বলিলেন- আমার দশটি সন্তান আছে। আমি কখনও তাহাদের কাহাকেও চুমু দেই নাই। ইহা শুনিয়া রসূলুল্লাহ (দঃ) তাহার দিকে তাকাইয়া বলিলেন- যে অনুগ্রহ করে না তাহার উপর অনুগ্রহ[১] করা হয় না। [১। রহম, আল্লাহ কর্তৃক]

হাদীস-২৫১২। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **শিশুকে চুমু দেওয়া।**

একবার এক বেদুইন আসিয়া রসূলুল্লাহ (দঃ)কে বলিল- আপনারা শিশুদেরকে চুমু দেন, আমরা দেই না। রসূলুল্লাহ (দঃ) উত্তরে বলিলেন- আল্লাহতা'লা তোমার অন্তরকে বেরহম করিলে আমি তাহার কি করিতে পারি?

হাদীস- ২৫১৩। সূত্র- হযরত ওমর (রাঃ)- **শিশুকে আদর করা।**

একদল যুদ্ধবন্দীকে নবী করীম (দঃ) এর দরবারে আনা হইলে তাহাদের মধ্যে এমন এক মহিলা ছিল যাহার স্তন ছিল দুধে ভরা এবং যে বন্দীদের মধ্যে কোন শিশুকে দেখিতে পাইলেই জড়াইয়া ধরিয়া দুধপান করাইতে থাকিত। নবী করীম (দঃ) আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন- তোমাদের কি ধারনা হয় যে, এই মহিলাটি তাহার নিজ সন্তানকে আগুনে ফেলিতে পারে? আমরা বলিলাম- না ফেলিবার ক্ষমতা থাকিলে সে কখনও ফেলিবে না। তখন নবী করীম (দঃ) বলিলেন- এই মহিলাটি তাহার সন্তানের প্রতি যতটা মেহেরবান, আল্লাহত'লা তাঁহার বান্দাদের উপর তদপেক্ষা অনেক বেশী মেহেরবান।

হাদীস- ২৫১৪। সূত্র- হযরত সাহল ইবনে সায়া'দ (রাঃ)- **এতিম লালন পালনকারীর মর্তবা।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) শাহাদত ও মধ্যম আঙ্গুলের মধ্যখানের দুরুত্ব দেখাইয়া বলিয়াছেন-আমি এবং এতিমের তত্বাবধানকারী বেহেশতে এইরূপ থাকিব।

হাদীস- ২৫১৫। সূত্র- হযরত সাফওয়ান[১] (রাঃ)- **অসমর্থ ও বিধবাদের সাহায্যকারীর মর্তবা।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- বিধবা এবং গরীব মিসকিনের সাহায্য সহায়তার চেষ্টা সাধনকারী, আল্লাহর রাস্তায় জেহাদকারীর অথবা দিনভর রোজা ও রাতভর নামাজ আদায়কারীর অনুরূপ, [১। অনুরূপ হাদীস আবু হোরায়রা (রাঃ)ও বর্ণনা করিয়াছেন]

হাদীস- ২৫১৬। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **দোয়ার ফজিলত কুক্ষিগত করার চেষ্টা।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) এর সাথে আমাদের নামাজ আদায়কালে জনৈক বেদুইন নামাজের মধ্যেই বলিয়া উঠিল- হে আল্লাহ! রহম কর- আমার উপর ও মোহাম্মদ (দঃ) এর উপর এবং আমাদের সাথে আর কাহারও উপর রহম করিও না। রসূলুল্লাহ (দঃ) সালাম ফিরাইয়া ঐ বেদুইনটিকে বলিলেন- তুমি একটি বিশাল প্রসারিত জিনিষকে[১] সংকুচিত করিয়া ফেলিলে। [১। আল্লাহর রহমত]

হাদীস- ২৫১৭। সূত্র- হযরত নোমান ইবনে বশীর (রাঃ)- **একের সাহায্যে অন্যকে ছুটিয়া আসিতে হইবে**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- দয়া প্রদর্শনে, প্রেমভালবাসায়, মায়ামমতায় এবং একের সাহায্যে অন্যের ছুটিয়া আসা ঈমানদারগন দেহের

সমতুল্য দেখিবে। দেহের কোন অঙ্গে ব্যথা হইলে গোটা দেহটাই অনিদ্রা ও জ্বরে তাহার শরীক হইয়া যায়।

হাদীস- ২৫১৮। সূত্র- হযরত জরীর ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ)- **দয়াহীন লোক দয়া পায় না।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- যে ব্যক্তি দয়া করে না, তাহার প্রতিও দয়া করা[১] হয় না। [১। আল্লাহ কর্তৃক]

হাদীস- ২৫১৯। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **প্রতিবেশীর হকের জন্য তাগাদা।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- জিব্রাইল (আঃ) প্রতিবেশীর হক আদায়ের ব্যাপারে আমাকে বরাবর অসিয়ত করিতে থাকেন। এমনকি আমার ধারনা হইতে লাগিল যে, প্রতিবেশীকে হয়তো তিনি ওয়ারিশ বানাইয়া দিবেন।

হাদীস- ২৫২০। সূত্র- হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)- **প্রতিবেশী ওয়ারিশ প্রায়।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- জিব্রাইল (আঃ) হরহামেশা প্রতিবেশীর হক আদায়ের ব্যাপারে আমাকে এতবেশী অসিয়ত করেন যে, শেষ পর্যন্ত প্রতিবেশীকে ওয়ারীশ বানাইয়া দিবেন মর্মে আমার ধারনা হইতে লাগিল।

হাদীস- ২৫২১। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **প্রতিবেশীর অনিষ্টকারী মোমেন নহে।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- আল্লাহর কসম! সে লোক মোমেন নয়, আল্লাহর কসম! সে লোক মোমেন নয়, আল্লাহর কসম! সে লোক মোমেন নয়। জিজ্ঞাসা করা হইল- কোন লোক, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বলিলেন- যে লোকের অনিষ্ট হইতে তাহার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়।

হাদীস- ২৫২২। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **প্রতিবেশীর ও মেহমানের প্রতি আচরন।**

আমার দুই চোখ দেখিয়াছে ও দুই কান শুনিয়াছে যে নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন অবশ্য তাহার প্রতিবেশীকে সম্মান করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন অবশ্যই মেহমানের আপ্যায়নের হক আদায় করিয়া সমাদর করে। জিজ্ঞাসা করা হইল- ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইহার সীমা কতটুকু? তিনি বলিলেন- একদিন একরাত। আর তিনদিন পর্যন্ত সাধারন জেয়াফত। ইহার চাইতে বেশী অবস্থান করিলে সেই মেহমানদারীটা হইবে দান সদকার ন্যায়। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের উপর ঈমান রাখে, সে যেন অবশ্যই ভাল কথা বলে, নতুবা চুপ থাকে।

হাদীস- ২৫২৩। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **প্রতিবেশীর ও মেহমানের প্রতি আচরন।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনে ঈমান রাখে, সে যেন অবশ্যই মেহমানের সম্মান করে, প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয় এবং অবশ্যই ভাল কথা বলে অথবা চুপ থাকে।

হাদীস- ২৫২৪। সূত্র- হযরত ওকবা ইবনে আমের (রাঃ)- **মেহমানের হক আদায় যোগ্য।**

আমরা রসূলুল্লাহ (দঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম- আপনি আমাদেরকে প্রেরন করিয়া থাকেন। আমরা এমন সব লোকের নিকট অবতরন করিলাম, যাহারা আমাদের মেহমানদারী করিল না। এই ব্যাপারে আপনার রায় কি? রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন- তোমরা কোন গোত্রের নিকট অবতরন করিলে যদি তাহারা মেহমানদারীর উপযুক্ত নির্দ্দেশ দেয়, তবে তাহা সাদরে গ্রহন কর। আর যদি না করে, তবে তাহাদের নিকট হইতে তাহাদের অবস্থা মাফিক মেহমানের হক আদায় করিয়া নাও।

হাদীস- ২৫২৫। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **সকল ব্যাপারে নম্রতা পসন্দনীয়।**

ইহুদীদের একটি দল রসূলুল্লাহ (দঃ) এর দরবারে আসিয়া বলিল- আস্‌সামু আলাইকুম[১]। আমি তাহাদের এই কথার অর্থ বুঝিয়া ফেলিয়া বলিলাম- ওয়ালাইকুমুস্‌সামু ওয়াল লা'নাতু[২]। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন- হে আয়েশা! তাহাদের কথা ছাড়িয়া দাও। আল্লাহতা'লা সকল ব্যাপারেই নম্রতাকে পসন্দ করেন। আমি বলিলাম- ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইহারা কি বলিয়াছে, আপনি শোনেন নাই কি? রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন- আমি নিজেও তো ওয়ালাইকুম[৩] বলিয়াছি। [১। তুমি/তোমরা নিপাত যাও সেলামের সুরে বলিয়াছিল। ২। তোমরা নিপাত যাও এবং তোমাদের উপর লা'নত হউক। ৩। তোমরাও।]

হাদীস- ২৫২৬। সূত্র- হযরত আবু মুসা আশআরী (রাঃ)- **পরস্পরকে সাহায্য সহায়তা করা।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- একজন মোমেন আরেকজন মোমেনের জন্য ইমারতের ন্যায় যাহার এক অংশ অন্য অংশকে শক্তি জোগায়। তিনি আঙ্গুল[১] গুলি মিলাইয়া দেখাইলেন। [১। এক হাতের আঙ্গুল অন্য হাতের আঙ্গুলে প্রবেশ করাইয়া।]

হাদীস- ২৫২৭। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **বদমেজাজী ব্যক্তি অতি জঘন্য।**

একব্যক্তি রসূলুল্লাহ (দঃ) এর নিকট ভিতরে আসার অনুমতি চাহিলে তিনি তাহাকে দেখিয়া বলিলেন- গোষ্ঠীর নিকৃষ্ট ভাই এবং জঘন্যতম সন্তান। লোকটি আসিয়া বসিলে তিনি সহাস্য বদনে ও উদার প্রানে তাহার সঙ্গে মিশিলেন। লোকটি চলিয়া গেলে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম- লোকটিকে দেখিয়া আপনি এই ধরনের কথা বলিলেন আবার তাহার সহিত সহাস্য বদনে ও উদার প্রানে মেলামেশা করিলেন। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন- হে আয়েশা (রাঃ)! তুমি আমাকে অশালীন কথা বলিতে বা অশোভন আচরন করিতে কবে দেখিয়াছ? যাহার খারাবী হইতে বাঁচিয়া থাকার জন্য মানুষ তাহাকে পরিত্যাগ করে, কেয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট সেই ব্যক্তি মর্য্যাদায় নিকৃষ্টতরের লোক হইবে।

হাদীস- ২৫২৮। সূত্র- হযরত আবু আনসারী (রাঃ)- **তিনদিনের বেশী রাগ করিয়া থাকা নাজায়েজ।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- কোন লোকের তাহার ভাই[১] এর প্রতি তিনদিনের বেশী দুইজনে দেখা হইলে একজন এইদিকে অপরজন ওইদিকে মুখ ফিরাইয়া নিয়া সালাম কালাম বন্ধ[২] রাখা কোন মতেই জায়েজ নহে। উভয়ের মধ্যে সেই ব্যক্তিই উত্তম, যে সালাম দ্বারা সূচনা[৩] করে। [১। মুসলমান। ২। বিরাগ বশতঃ, ৩। কথাবার্তা পুনঃস্থাপন]

হাদীস- ২৫২৯। সূত্র- হযরত আবু জর (রাঃ)- **কাহাকেও ফাসেক ও কাফের বলা।**

রসূলুল্লাহ (দঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি- কেহ যেন অপর ব্যক্তিকে ফাসেক ও কাফের বলিয়া অভিহিত না করে। কেননা, যাহাকে বলা হইয়াছে সে না হইলে[১] যে বলিয়াছে তাহা তাহার উপর ফিরিয়া আসিবে। [১। ফাসেক বা কাফের]

হাদীস- ২৫৩০। সূত্র- হযরত হাম্মাম ইবনে হারেস (রাঃ)- **চোগলখোর বেহেশতে যাইবে না।**

আমাদের হোজায়ফা (রাঃ) এর নিকট থাকাকালে তাঁহার নিকট বলা হইল- একব্যক্তি ওসমান (রাঃ) এর নিকট অন্যের কথা[১] বলিয়া থাকে। হোজায়ফা (রাঃ) বলিলেন- আমি রসূলুল্লাহ (দঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি- চোগলখোর[২] বেহেশতে যাইবে না। [১। চোগলখোরী করে। ২। অশান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একজনের কথা অন্য জনের নিকট লাগানো।]

হাদীস- ২৫৩১। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **দুমুখো লোক নিকৃষ্ট মানুষ।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- কেয়ামতের দিন দুমুখো লোককে আল্লাহর নিকট সবচাইতে নিকৃষ্ট মানুষ হিসাবে দেখিতে পাইবে। সে এমন লোক যে একরূপ নিয়া আসে ইহাদের নিকট এবং আরেকরূপ ধরিয়া যায় উহাদের নিকট।

হাদীস- ২৫৩২। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **কাহারও প্রতি বিদ্বেষাপন্ন না হওয়া।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- তোমরা ধারনা-অনুমান হইতে নিজকে বাঁচাইয়া রাখ। কেননা, ইহা সবচাইতে বড় মিথ্যা। কাহারও দোষ খুঁজিয়া বেড়াইও না, গোয়েন্দাগিরি করিও না, একে অন্যের প্রতি হিংসা করিও না, বিদ্বেষ ও শত্রু ভাব রাখিও না, বিচ্ছেদ ভাব দেখাইও না। বরং তোমরা সবাই এক আল্লাহর বান্দা হইয়া ভাই ভাই বনিয়া যাও।

হাদীস- ২৫৩৩। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **নিশ্চিত হইলে ত্রুটি বলা যাইবে।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- অমুক অমুক দুই ব্যক্তি আমাদের দ্বীন সম্পর্কে কিছু জানে বলিয়া মনে হয় না। লাইস (রাঃ) বলেন- এই দুইব্যক্তি ছিল মোনাফেক।

হাদীস- ২৫৩৪। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **বিদ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া ভাই ভাই বনিয়া যাওয়া।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- তোমরা পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষ ভাব রাখিও না, হিংসা করিও না, বিচ্ছেদাত্মক আচরন করিও না। বরং সবাই এক আল্লাহর বান্দা হইয়া ভাই ভাই বনিয়া যাও। একজন মুসলমানের জন্য তাহার ভাইয়ের সাথে তিন রাতের বেশী দেখা সাক্ষাত বন্ধ রাখা জায়েজ নহে।

হাদীস- ২৫৩৫। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **পাপ গোপন রাখা।**

রসূলুল্লাহ (দঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি- আমার প্রত্যেক উম্মতের গোনাহ মাফ হইবে কেবল তাহার গোনাহ ছাড়া, যে প্রকাশ্যে গোনাহ করে কিম্বা গোনাহ করিয়া প্রকাশ্যে বলিয়া বেড়ায়। ইহাতো পাগলামী ও দুঃসাহসের কথা যে, কেহ রাত্রে বদআমল করিয়া ফেলিয়াছে যাহা আল্লাহ গোপন রাখিয়াছেন কিন্তু সে ভোরবেলা বলিয়া বেড়ায় যে, 'গত রাত্রে আমি এমন এমন কাজ করিয়াছি। রাত্রে তো আল্লাহতা'লা তাহার গোনাহ আবরনতলে গোপন রাখেন আর সকালে সে নিজেই আল্লাহর দেওয়া আবরন খুলিয়া ফেলে।

হাদীস- ২৫৩৬। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জমআ (রাঃ)- **অপরের প্রতি উপহাস না করা।**

রাসূলুল্লাহ (দঃ) নিষেধ করিয়াছেন- যাহা স্বয়ং তাহার হইতেও বাহির হয়[১] অন্যের এমন জিনিষের দরুন কেহ যেন হাঁসাহাঁসি না করে।

তোমাদের কেউ কিভাবে আপন স্ত্রীকে জানোয়ারের[২] মত মারধর করে? অথচ সে তাহার সাথে[৩] গলায় গলায় মিলিবে। [১। বায়ু অর্থে, ২। হিশামের বর্ণনা অনুযায়ী 'গোলামদের' মত। ৩। একটু পরেই।]

হাদীস- ২৫৩৭। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **কোন মুসলমানকে কাফের বলিলে নিজেই কাফের হইবে।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- কোন ব্যক্তি যখন তাহার ভাইকে 'হে কাফের!' বলিয়া ডাকিল, তখন তাহাদের দুইজনের মধ্যে একজন[১] এই কথার উপযুক্ত হইয়া গেল। [১। বিনা কারনে ডাকিলে যে ডাকিয়াছে সে।]

হাদীস- ২৫৩৮। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **মুসলমানকে কাফের ডাকা।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- যে ব্যক্তি তাহার ভাইকে 'হে কাফের'! বলিয়া ডাকে তখন তাহাদের দুইজনের যে কোন একজন হইয়া[১] যায়। [১। কাফের]

হাদীস- ২৫৩৯। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **ক্রোধ সংবরনকারী প্রকৃত বীরপুরুষ।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- যে কুস্তিতে হারাইয়া দেয় সে প্রকৃত বীর পুরুষ নয়; বরং সে-ই প্রকৃত বীর পুরুষ যে ক্রোধের সময় নিজকে নিয়ন্ত্রনে রাখিতে পারে।

হাদীস- ২৫৪০। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **ক্রোধান্বিত না হওয়ার উপদেশ।**

একবার একব্যক্তি রসূলুল্লাহ (দঃ) এর নিকট আরজ করিল- আপনি আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বলিলেন- ক্রোধান্বিত হইও না। লোকটি বারবার নসিহত করার জন্য আরজ করিতে লাগিল এবং রসূল (দঃ) প্রত্যেক বারই বলিতে থাকিলেন- ক্রোধান্বিত হইও না।

হাদীস- ২৫৪১। সূত্র- হযরত ইমরান ইবনে হোসাইন (রাঃ)- **লজ্জাশীলতা কল্যান আনে।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- লজ্জাশীলতা কেবল কল্যানই বহিয়া আনে।

ইহা শুনিয়া বুশাইর ইবনে কা'ব (রাঃ) বলিলেন- বিজ্ঞানের বইতে লেখা আছে- এমন কিছু কিছু লজ্জা আছে যাহা সম্মানের কারন হয়। আর কোন কোন লজ্জা শান্তি ও স্বস্তি বহিয়া আনে। ইমরান (রাঃ) বলিলেন- আমি তোমার নিকট রসূলুল্লাহ (দঃ) এর হাদীস বর্ণনা করিতেছি আর তুমি আমাকে তোমার পুস্তকের কথা শুনাইতেছ?

হাদীস- ২৫৪২। সূত্র- হযরত আবু মাসউস (রাঃ)- **লজ্জাহীন সব কিছু করিতে পারে।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- নবুওতের প্রথম হইতে যে কথাটি মানুষের নিকট পৌঁছিয়াছিল তাহা হইল- যদি তোমার লজ্জা না থাকে, তবে যাহা খুশী তাহাই কর।

হাদীস-২৫৪৩। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **সহজ পন্থা অবলম্বন করা।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- তোমরা সহজ পন্থা অবলম্বন কর, কঠিন পন্থা অবলম্বন করিও না। মানুষকে শান্তি ও স্বস্তি দাও, মানুষের মধ্যে ঘৃনা ও বিদ্বেষ ছড়াইও না।

হাদীস- ২৫৪৪। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **সকলের সাথে মেলামেশা।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) আমাদের সাথে খুব মেলামেশা করিতেন। আমার ছোট ভাইএর সাথে কথা বলাকালে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন- ওহে আবু উমায়ের! নুগাইযের[১] কি হইল? [১। উমাইয়েরের পোষা পাখি]

হাদীস- ২৫৪৫। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **মেলামেশা করা।**

আমি আমার বান্ধবীদের সাথে পুতুল খেলিতাম। রসূলুল্লাহ (দঃ) ঘরে ঢুকিলে তাহারা[১] দৌড়াইয়া পালাইত। তিনি তাহাদেরকে ডাকিয়া আমার নিকট পাঠাইয়া দিতেন এবং আমি তাহাদের সাথে খেলিতে থাকিতাম। [১। বান্ধবীরা]

হাদীস- ২৫৪৬। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **মোমেন প্রথম ধাক্কায়ই সাবধান হয়।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- মোমেন ব্যক্তি একই গর্তে দুইবার আঘাত প্রাপ্ত হয় না।

হাদীস- ২৫৪৭। সূত্র- হযরত উবাই ইবনে কাযাব (রাঃ)- **কবিতায় জ্ঞান বিজ্ঞান।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- নিশ্চয়ই কোন কোন কবিতায় জ্ঞান বিজ্ঞানের কথাও থাকে।

হাদীস- ২৫৪৮। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **কবিতায় ইসলামের কথা।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- কবির কথার মধ্যে সবচাইতে সত্য কথা বলিয়াছে লবীদ।[১] "শোন, আল্লাহ ছাড়া সব কিছুই বাতিল।" উমাইয়া ইবনে সলত[২] ইসলাম কবুল করার নিকটে পৌছিয়া গিয়াছিল। [১। জাহেলী যুগের বিখ্যাত কবি যে পরে মুসলমান হইয়াছিল। ২। জাহেলী যুগের অমুসলিম কবি]

হাদীস- ২৫৪৯। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **কবিতার মাধ্যমে মোশরেকদের নিন্দা করা।**

হাসসান ইবনে সাবেত (রাঃ)[১] রসূলুল্লাহ (দঃ) এর নিকট মোশরেকদের নিন্দা করার অনুমতি চাহিলে তিনি বলিলেন- আমার বংশকে কিভাবে বাঁচাইবে[২]? হাস্সান (রাঃ) বলিলেন- যে ভাবে আটা হইতে চুল বাহির করিয়া নেওয়া হয়।

ওরওয়ার বর্ণনা-আমি একবার কবি হাস্সান (রাঃ)কে গালি দিতে দিতে আয়েশা (রাঃ) এর নিকট গেলে তিনি বাধা দিয়া বলিলেন- তাহাকে মন্দ বলিও না। কেননা, সে রসূলুল্লাহ (দঃ) এর তরফ হইতে জবাব দিত।[৩] [১। বিখ্যাত কবি। ২। নিন্দাবাদ হইতে। কারন, রসুল (দঃ) এর বংশধরদের অনেকে মোশরেক ছিল। ৩। মোশরেকদের নিন্দাবাদের]

হাদীস- ২৫৫০। সূত্র- হযরত বরা (রাঃ)- **কাফেরদের নিন্দা করিয়া কবিতা রচনা করা।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) হাস্সান (রাঃ)কে বলিয়াছেন- কাফেরদের নিন্দা করিয়া কবিতা রচনা কর। জিব্রাইল (আঃ) তোমার সাথে আছেন।

হাদীস- ২৫৫১। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **কাব্যে রসুল (দঃ) এর প্রশংসা।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- তোমাদের ভাই হইল সেই ব্যক্তি যে মন্দ কথা বলে না। ইহার দ্বারা তিনি ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) কে উদ্দেশ্য করেন। তিনি বলিয়াছিলেন-

মোদের মাঝে রসুল (দঃ) আছেন,
আল্লাহর কেতাব পড়িয়া শুনান,
যখন ভোরের আলো ফুটিয়া উঠে।
আঁধারের পর দেখাইলেন তিনি
আলোর ঝর্ণাধারা। তাইতো
মোরা মনে প্রানে মানি তাঁহার কথা।

যাহা কিছু তিনি বলিয়াছেন, জানি সত্য
ঘটিবে তাহা! নাই কো সোবাহ নিশ্চিত।
রাতের বেলা শয্যা-সুখ হইতে,
থাকেন তিনি দূরে বহু দূরে,
যখন শয্যা-সুখ ত্যাগ করা
মোশরেকদের জন্য সত্যই কঠিন।

হাদীস- ২৫৫২। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ও হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **পূঁজ কবিতা[১] অপেক্ষা উত্তম।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- তোমাদের কাহারও পেট কবিতায়[১] পরিপূর্ণ হওয়ার চাইতে পূঁজে পরিপূর্ন হওয়া অধিক উত্তম। [১। খারাপ কাব্যে]

হাদীস- ২৫৫৩। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **মন খবীস হইয়াছে বলা নিষেধ।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- তোমরা কেহ কখনও বলিবে না যে, আমার মন- মেজাজ খবীস হইয়া গিয়াছে। তবে বলিবে[১] যে, আমার মন খারাপ বা দুর্বল হইয়া গিয়াছে। [১। বলিতে পার অর্থে]

হাদীস- ২৫৫৪। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **যুগকে গালি দেওয়া।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- আল্লাহতালা বলেন- বনী আদম কাল বা যুগকে গালি দিয়া থাকে, অথচ আমিই হইলাম যুগ। দিন এবং রাত্রি আমারই কজায়।

হাদীস- ২৫৫৫। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **'করম' হইল মোমেনের দীল।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- লোকেরা 'করম'[১] বলে অথচ 'করম' হইল মোমেনের দীল। [১। আঙ্গুরকে]

হাদীস- ২৫৫৬। সূত্র- হযরত মোসাইয়্যেব (রাঃ)- **হাজন জাতীয় নাম রাখা।**

একবার আমার পিতা নবী করীম (দঃ) এর নিকট গেলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন- তোমার নাম কি? তিনি উত্তর দিলেন- 'হাজন'।[১] নবী করীম (দঃ) বলিলেন- তোমার নাম সাহল।[২] আমার পিতা বলিলেন- আমার পিতা আমার যে নাম রাখিয়াছেন উহা আমি বদলাইতে চাইনা। সায়ীদ ইবনে মোসাইয়্যেব (রাঃ) বলিয়াছেন- 'ইহার পরে এই নামের প্রতিক্রিয়ায় আমাদের মধ্যে কাঠিন্য লাগিয়াই ছিল। [১। শক্ত, ২। কোমল]

হাদীস- ২৫৫৭। সূত্র- হযরত সাহল (রাঃ)- **নাম বদলাইয়া রাখা।**

আবু ওসায়েদ (রাঃ) এর পুত্র মুনজেরের জন্মের পর তাহাকে নবী করীম (দঃ) এর নিকট আনা হইলে তিনি তাহাকে আপন উরুর উপর রাখিলেন। আবু ওসায়েদ (রাঃ) তখন পাশেই বসা ছিলেন। ইতিমধ্যে নবী

করীম (দঃ) তাঁহার সামনে কোন কিছুতে মশগুল হইয়া গেলে আবু ওসায়েদ (রাঃ) অন্য একজনের মারফত ছেলেকে নবী করীম (দঃ) এর উরু হইতে তুলিয়া আনিলেন। খবর হইলে নবী করীম (দঃ) বলিলেন- বাচ্চাটি কোথায়? আবু ওসায়েদ (রাঃ) বলিলেন- ইয়া রসূলুল্লাহ! আমি তাহাকে বাড়ী পাঠাইয়া দিয়াছি। রসূল (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন- তাহার নাম কি? তিনি নাম বলিলে রসূল (দঃ) বলিলেন- না। বরং তাহার নাম রাখ মুনজের। এই দিন হইতে তাহার নাম মুনজের হইয়া গেল।

হাদীস- ২৫৫৮। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **নাম পরিবর্তন করা।**

জয়নব (রাঃ) এর নাম ছিল বাররাহ[১]। এই নাম দ্বারা সে নিজের পবিত্রতা জাহির করিতেছে মর্মে কথা উঠিলে রসূলুল্লাহ (দঃ) তাহার নাম রাখিলেন জয়নব[২]। [১। গোনাহ হইতে পাক পবিত্রতা, ২। মোটাতাজা।]

হাদীস- ২৫৫৯। সূত্র- হযরত আবু মুসা (রাঃ)- **নবীর নামে নাম রাখা।**

আমার একটি ছেলে জন্মাইলে আমি তাহাকে নিয়া নবী করীম (দঃ) এর নিকট আসিলাম। তিনি তাহার নাম রাখিলেন- ইব্রাহীম। তিনি খেজুর চিবাইয়া তাহার মুখে দিলেন এবং তাহার জন্য বরকত ও কল্যাণের দোয়া করিয়া তাহাকে আমার নিকট ফিরাইয়া দিলেন। (এইটি ছিল আবু মুসা (রাঃ) এর বড় সন্তান।)

হাদীস- ২৫৬০। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **আল্লাহর অপসন্দনীয় নাম।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- যে ব্যক্তি রাজাধিরাজ বা মহাসম্রাট নাম ধারন করে কেয়ামতের দিন আল্লাহতা'লার নিকট ঐ ব্যক্তির নাম সবচেয়ে খারাপ বা নিকৃষ্ট হইবে।

হাদীস- ২৫৬১। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মোগাফফাল (রাঃ)- **অযথা ঢিল ছোঁড়া নিষেধ।**

নবী করীম (দঃ) অযথা ঢিল ছুঁড়িতে নিষেধ করিয়া বলিয়াছেন- তাহা কোন শিকারও মারে না, কোন দুশমনকেও আহত করে না, তবে চোখ ফুঁড়িয়া দেয় ও দাঁত ভাঙ্গিয়া দেয়।

হাদীস- ২৫৬২। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **হাঁচি দিয়া আলহামদুলিল্লাহ বলা।**

একদা রসূলুল্লাহ (দঃ) এর সামনে দুইব্যক্তি হাঁচি দিলে তিনি একজনের হাঁচির জবাবে ইয়ার হামুকাল্লাহ[১] বলিলেন, কিন্তু অপরজনের জন্য তাহা বলিলেন না। তাঁহাকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন- এই ব্যক্তি আলহামদুলিল্লাহ[২] বলিয়াছে আর ঐ ব্যক্তি আলহামদুলিল্লাহ বলে নাই। [১। আল্লাহ তোমাকে রহম করুন। ২। সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য।]

হাদীস- ২৫৬৩। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- হাঁচি দেওয়া পসন্দনীয়। হাইতোলা অপসন্দনীয়।

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- আল্লাহতা'লা হাঁচি দেওয়া পসন্দ করেন এবং হাই তোলা অপসন্দ করেন। কেহ হাঁচি দিয়া আলহামদুলিল্লাহ বলিলে শ্রবনকারী সকল মুসলমানের কর্তব্য ইয়ারহামুকাল্লাহ বলিয়া জবাব দেওয়া। আর হাই তোলা শয়তানের তরফ হইতে আসে। সুতরাং যথাসাধ্য তাহা রোধ করা উচিৎ। যখন কেহ হা'করার আওয়াজ করে, তখন তাহার প্রতি শয়তান হাঁসে।

হাদীস- ২৫৬৪। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- হাঁচি দাতার সঙ্গে দোয়ার আদান প্রদান।

তোমাদের কেহ হাঁচি দিলে সে যেন আলহামদুলিল্লাহ বলে, আর তাহার ভাই কিম্বা সাথী যেন বলে ইয়ার হামুকাল্লাহ। সে যখন ইয়ার হামুকাল্লাহ বলে, তখন হাঁচি দাতা বলিবে- ইয়াহ্দীকুমুল্লাহ ওয়া ইউসলিহ বালাকুম।[১] [১। আল্লাহ তোমাদের হেদায়েত করুন এবং তোমাদের অবস্থা পরিশোধন করুন।]

হাদীস- ২৫৬৫। সূত্র- হযরত জাবের (রাঃ)- পরিচয় দানকারীর আমি বলা।

আমার মৃত পিতার ঋন সম্বন্ধে আলোচনার জন্য আমি নবী করীম (দঃ) এর গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া করাঘাত করিলে তিনি ভিতর হইতে জিজ্ঞাসা করিলেন- তুমি কে? আমি উত্তরে বলিলাম- 'আমি।' তিনি বলিলেন- 'আমি, আমি।' মনে হয় তিনি আমার উত্তরকে নাপসন্দ করিয়াছেন।

২৭। উপদেশ

হাদীস- ২৫৬৬। সূত্র- হযরত সোলায়মান ইবনে ছোরাদ (রাঃ)- **আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনায় ক্রোধের উপশম হয়।**

একদা আমি নবী করীম (দঃ) এর নিকট থাকাকালে দুইব্যক্তি বিবাদ করিতেছিল। অত্যন্ত ক্রোধের দরুন তাহাদের একজনের চেহারা রক্তবর্ণ হইয়া গলার রগ মোটা হইয়া গিয়াছিল। ইহা দেখিয়া রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন- আমি এমন একটি বাক্য জানি যাহা ঐ ক্রোধবান ব্যক্তি বলিলে তাহার ক্রোধ উপশম হইবে। 'আউজুবিল্লাহিমিনাশ শায়তান'- শয়তান হইতে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি, বলিলে এখনই তাহার ক্রোধের অবসান হইবে। কেহ তাহাকে ইহা জ্ঞাত করিলে সে বলিল- আমি কি পাগল হইয়াছি?

হাদীস- ২৫৬৭। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **দুইটি বিশেষ নেয়ামত।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- অধিকাংশ লোকই দুইটি বিশেষ নেয়ামত হেলায় হারায়- (১) স্বাস্থ্য এবং (২) অবসর।

হাদীস- ২৫৬৮ । সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **মুসাফির/ পথিকের ন্যায় দুনিয়ায় থাকা।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) আমার দুইকাঁধ ধরিয়া বলিলেন- দুনিয়ার মধ্যে মুসাফির, বরং পথিকের মত থাক। আর সুস্থ্য সবল থাকাকালে এই ভাবিয়া এবাদত বন্দেগী বেশী পরিমানে কর যে অসুস্থতায় তাহা করিতে পারিবে না। জিন্দেগী থাকিতে আমল কর যাহা মৃত্যুর পরে কাজে আসে।

হাদীস- ২৫৬৯। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)- **মানুষ মৃত্যু এড়াইতে পারে না।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) একদা একটি চতুষ্কোন ক্ষেত্র আঁকিয়া মধ্য ভাগে একটি রেখা আঁকিলেন যাহা ক্ষেত্রটির বেষ্টনী অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। রেখাটির বেষ্টনীর ভিতরে থাকা অংশের প্রতি ধাবমান কয়েকটি ছোট ছোট রেখাও তিনি আঁকিলেন। বেষ্টনীর ভিতরে আবদ্ধ রেখার প্রতি ইশারা করিয়া বলিলেন- ইহা হইল মানুষ, আর এই পরিবেষ্টনকারী রেখা হইল মানুষের আয়ুষ্কাল। বেষ্টনীর বাহিরে যে রেখা রহিয়াছে তাহা হইল মানুষের আশা। ধাবমান ছোট ছোট রেখাগুলি হইল মানুষের জীবন সংহারক আপদ-বিপদ, রোগ-শোক। এইগুলি পরপর মানুষকে আঘাত হানিতে থাকে।

হাদীস- ২৫৭০। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **মানুষের সকল আশা পুরন হয় না।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) দৃষ্টান্ত স্বরূপ মানুষকে একটি বিন্দুরূপে কেন্দ্র করিয়া উহার নিকটে ও দূরে কতিপয় রেখা অঙ্কন করিলেন। নিকটবর্তী একটি

রেখার প্রতি ইশারা করিয়া বলিলেন- ইহা মানুষের জীবনকালের শেষ সীমা। দূরের একটি রেখার প্রতি ইশারা করিয়া বলিলেন- এই পর্যন্ত হইল মানুষের আশা। মানুষ তাহার আশা পোষন করিতেই থাকে কিন্তু সেই আশা পর্যন্ত পৌছিবার পূর্বেই তাহার জীবনকালের শেষ সীমা আসিয়া পড়ে।

হাদীস- ২৫৭১। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **৬০ বৎসর অতিক্রমকারীদের কোন ওজর কাজে লাগিবে না।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- যাহার বয়স ৬০ বৎসর পর্যন্ত পৌছিয়া গিয়াছে তাহার জন্য আল্লাহতা'লা কোন ওজরেরই অবকাশ রাখেন নাই।

হাদীস- ২৫৭২। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **দুনিয়ার মোহ ও আশা চির যুবক।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- বৃদ্ধের অন্তর দুইটি জিনিষে যুবক থাকে- (১) দুনিয়ার মোহ (২) দীর্ঘ আশা।

হাদীস- ২৫৭৩। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **বয়সের সাথে ধন ও আয়ুর আকাঙ্খা বৃদ্ধি পায়।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- মানুষের বয়স বৃদ্ধির সাথে অপর দুইটি জিনিষের তীব্রতাও বৃদ্ধি পাইতে থাকে- (১) ধন দৌলতের স্পৃহা এবং (২) দীর্ঘায়ুর আকাঙ্খা।

হাদীস- ২৫৭৪। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **মহব্বতের বস্তু হারানোর ধৈর্য্যে বেহেশত লাভ হয়।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- আল্লাহ'তালা ঘোষনা দিয়া থাকেন- আমি আমার বান্দার কোন মহব্বতের বস্তু উঠাইয়া নিলে সেই বান্দা যদি সওয়াবের আশায় ধৈর্য্য ধারন করে তবে সে আমার নিকট উহার ফলে বেহেশত পাইবেই।

হাদীস- ২৫৭৫। সূত্র- হযরত আবু সাঈদ (রাঃ)- **সম্পদের ভয়।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- আমি তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক ভয়ের বস্তু ইহাকে মনে করি যে আল্লাহতা'লা তোমাদের জন্য জমিনের সমুদয় সম্পদ বাহির করিয়া দিবেন। জিজ্ঞাসা করা হইল- জমিনের সম্পদ কি? তিনি বলিলেন- দুনিয়ার জাঁক-জমক।

হাদীস- ২৫৭৬। সূত্র- হযরত মেরদাস (রাঃ)- **নেক লোকগন ধীরে ধীরে চলিয়া যাইবে।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- নেক লোকগন একে একে দুনিয়া হইতে চলিয়া যাইতে থাকিবে। জবের আটা চালনী দিয়া ছাঁকিলে যেইরূপ আটার উত্তম অংশ নীচে পড়িয়া যায় এবং শুধু মাত্র ভূষা চালনীর উপরে থাকে সেইরূপ নেক লোকগন নিঃশেষ হইয়া ভূপৃষ্ঠে শুধুমাত্র ভূষার ন্যায় নিকৃষ্ট

কোনগন অবশিষ্ট থাকিয়া যাইবে। আল্লাহতা'লা তাহাদের অস্তিত্বের কোনই পরওয়া করিবেন না।

হাদীস- ২৫৭৭। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-**ধনদৌলতের লালসাকে ধিক্কার।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন -ধিক তাহাদের প্রতি যাহারা টাকা পয়সার গোলাম হয়, কাপড় চোপড়ের গোলাম হয়; ঐ সব পাইলেই সন্তুষ্ট হয় আর না পাইলেই সন্তুষ্টি নাই।

হাদীস- ২৫৭৮। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **ধন লিপ্সার শেষ নাই।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- আদম সন্তানের কাহারও দুই ময়দান ভরা ধন সম্পদ থাকিলে সে তৃতীয় ময়দান ভরার অভিলাসী হইবে। একমাত্র মাটিই তাহার পেট ভরিতে পারে। অবশ্য কেহ যদি আল্লাহর প্রতি ধাবিত হয় তবে আল্লাহ তাহাকে গ্রহন করেন।

হাদীস- ২৫৭৯। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়ের (রাঃ)- **ধন লিপ্সার শেষ নাই।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়া থাকিতেন- আদম সন্তানকে এক ময়দান ভরা স্বর্ণ দেওয়া হইলে সে আর এক ময়দান ভরা স্বর্ণের অভিলাসী হইবে। দ্বিতীয় ময়দান ভরা দেওয়া হইলে তৃতীয় ময়দান ভরা লাভের অভিলাসী হইবে। একমাত্র মাটিই মানুষের পেট ভরাইতে পারে। অবশ্য যে আল্লাহর প্রতি ধাবিত হয় আল্লাহ তাহাকে গ্রহন করেন।

হাদীস- ২৫৮০। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **ধন লিপ্সার শেষ নাই।**

একদা রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন- কোন আদম সন্তানের এক ময়দান ভরা স্বর্ন লাভ হইলে সে আরও দুই ময়দানের অভিলাসী হইবে। তাহার মুখ একমাত্র মাটির দ্বারাই ভর্তি হইতে পারে। অবশ্য যে আল্লাহর দিকে ধাবিত হয় আল্লাহ তাহাকে গ্রহন করিয়া নেন।

হাদীস- ২৫৮১। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)- **ব্যয় নিজের, সঞ্চয় উত্তরাধিকারীর।**

একদা রসূলুল্লাহ (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন- তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে, নিজস্ব ধন-সম্পদ অপেক্ষা উত্তরাধিকারীর ধন সম্পদকে অধিক ভালবাসিয়া থাকে? সাহাবীগন বলিলেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা প্রত্যেকেই নিজস্ব ধন-সম্পদকে অধিক ভালবাসি। তিনি বলিলেন- জানিয়া বুঝিয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়া রাখ যে, তোমাদের প্রত্যেকের জন্য এই ধন-সম্পদই নিজস্ব যাহা তোমরা আখেরাতের জন্য ব্যয় করিয়াছ; আর যাহা জমা রাখিয়াছ উহা উত্তরাধিকারীদের মাল।

হাদীস- ২৫৮২। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **রসুল (দঃ) এর সঞ্চয়ে অনীহা।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- অহোদ পরিমান স্বর্নও যদি আমার হাসেল হয় তবে আমি নিশ্চয় আনন্দ পাইব যদি তিনটি দিন অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই উহার কোন অংশও আমার নিকট সঞ্চিত না থাকে, অবশ্য শুধু ঋন পরিশোধের পরিমান ব্যতীত।

হাদীস- ২৫৮৩। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **অন্তরের ধনই প্রকৃত ধন।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- প্রকৃত ধনাঢ্যতা ধন সম্পত্তির আধিক্য দ্বারা লাভ হয় না। প্রকৃত ধনাঢ্যতা হইল অন্তরের ধনাঢ্যতা।

হাদীস- ২৫৮৪। সূত্র- হযরত সাহল ইবনে সায়াদ (রাঃ)- **ধনী অপেক্ষা দরিদ্র শ্রেষ্ঠ।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) এর নিকটবর্তী পথে এক ব্যক্তি যাইতেছিল। তাঁহার নিকটে বসা অপর ব্যক্তিকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন- এই ব্যক্তিকে তোমরা কেমন মনে কর? সে বলিল- এই লোকটি ধনমানে অতি উচ্চশ্রেনীর লোক। এই ব্যক্তি কোথাও বিবাহের প্রস্তাব করিলে কিম্বা কোন সুপারিশ করিলে তাহা গ্রহনীয় হইবে।

ঐ পথ দিয়া কিছুক্ষন পর অপর এক ব্যক্তিকে যাইতে দেখিয়া রসুলুল্লাহ (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন- ইহার সম্বন্ধে তোমার কি ধারনা? সে উত্তর দিল- সে দরিদ্র। তাহার বিবাহের প্রস্তাব কিম্বা কোন প্রকার সুপারিশ কেহ গ্রাহ্য করিবে না। তাহার কথার কেহ মূল্য দিবে না।

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন- ঐ ব্যক্তির ন্যায় লোক জগত ভরা হইলেও তাহাদের অপেক্ষা এই একজন লোকই উত্তম।

হাদীস- ২৫৮৫। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **আল্লাহতালা নিরান্নব্বই ভাগ দয়া নিজের কাছে রাখিয়াছেন।**

রসুলুল্লাহ (দঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি- আল্লাহতা'লা দয়া সৃষ্টি করিয়া একশত ভাগের নিরান্নব্বই ভাগ নিজের কাছে রাখিয়া কেবল একভাগ সৃষ্ট জীবের মধ্যে বন্টন করিয়া দিয়াছেন। আল্লাহতা'লার নিকট দয়া যে পরিমানে রহিয়াছে কাফের ব্যক্তি উহা উপলব্ধি করিতে পারিলে বেহেশত লাভের আশা ত্যাগ করিত না। পক্ষান্তরে আল্লাহতালার নিকট থাকা আজাবের পরিমান উপলব্ধি করিতে পারিলে মোমেনও দোজখ হইতে নিশ্চিন্ত হইতে পারিত না।

হাদীস- ২৫৮৬। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **দয়ামায়ার মাত্র ১% বিতরন করা হইয়াছে।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- আল্লাহতা'লা দয়ামায়াকে সৃষ্টি করিয়া ১০০ ভাগ করিয়া ৯৯ ভাগ নিজে ব্যবহার করার জন্য রাখিয়াছেন এবং

কেবল একভাগ সৃষ্ট জগতে অবতীর্ণ করিয়াছেন। উহারই ক্রিয়ায় সৃষ্ট জগত পরস্পর দয়া ও মমতার ব্যবহার করিয়া থাকে। এমনকি একটি ঘোড়া পর্যন্ত পদতলে উহার বাচ্চা পতিত হইলে বাচ্চাটির আঘাত আশঙ্কায় পা উঠাইয়া রাখে।

হাদীস- ২৫৮৭। সূত্র- হযরত আবূ হোরায়রা (রাঃ)- **বাক্য দ্বারা মর্তবার হ্রাস- বৃদ্ধি হয়।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- নিজের অমনোযোগেও যদি কেহ আল্লাহতালার সন্তুষ্টিভাজন বাক্য বলে তবে আল্লাহ তাঁহার মর্যাদা অনেকগুন বাড়াইয়া দেন। অলক্ষ্যেও আল্লাহর অসন্তুষ্টির কথা বলিয়া ফেলিলে উহার দরুন দোজখে পতিত হইতে হইবে।

হাদীস- ২৫৮৮। সূত্র- হযরত হোজায়ফা (রাঃ)- **আল্লাহর ভয়ের ফলে ক্ষমা।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- পূর্ববর্তী জমানার এক লোক স্বীয় আমল সম্বন্ধে খারাপ ধারনার বশবর্তী হইয়া পরিবারের লোকদিগকে বলিল- আমার দেহকে পোড়াইয়া, ছাইকে মিহি করিয়া পিষিয়া প্রবল বায়ুর মধ্যে ছাড়িয়া দিও। তাহাই করা হইল। আল্লাহতা'লা ঐ ব্যক্তির সমুদয় অংশকে একত্রিত করিয়া তাহাকে পুনরুজ্জীবিত করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন- তুমি কেন এইরূপ করিয়াছ? সে বলিল- একমাত্র আপনার ভয়ে। আল্লাহতা'লা তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিলেন।

হাদীস- ২৫৮৯। সূত্র- হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ)- **আল্লাহর ভয়ের ফলে ক্ষমা।**

একদা নবী করীম (দঃ) পূর্ববর্তী এক লোকের আলোচনাকালে বলিলেন- আল্লাহতালা তাহাকে যথেষ্ট ধনজন দিয়াছিলেন। মৃত্যুকালে সে তাহার পুত্রগণকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল- পিতা হিসাবে আমি কেমন? তাহারা বলিল- উত্তম। তিনি বলিলেন- তোমাদের এই পিতা আল্লাহর দরবারে ভাল কাজ করে নাই। কাজেই আল্লাহ আমাকে অবশ্যই শাস্তি দিবেন। আমার মৃত্যুর পর তোমরা আমার দেহকে পোড়াইয়া ফেলিবে, অঙ্গার সমূহকে পেষন করিবে এবং প্রবল ঝড়ের দিনে উহাকে বাতাসে উড়াইয়া দিবে। সে কসম দিয়া পুত্রদের নিকট হইতে পাকা অঙ্গীকার আদায় করিল। তাহার মৃত্যুর পর পুত্রগন অঙ্গীকার মোতাবেক কাজ করিল। অতঃপর আল্লাহতালার নির্দেশ আসিল, 'হইয়া যাও।' তৎক্ষনাত ঐ ব্যক্তি জীবিত হইয়া দাঁড়াইলে আল্লাহতালা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন- হে বান্দা, তুমি এইরূপ করিয়াছিলে কেন? সে উত্তর করিল- একমাত্র আপনার ভয়ে। আল্লাহতা'লা তাহার প্রতি দয়া করিয়াছেন।

হাদীস- ২৫৯০। সূত্র- হযরত আবু মুসা (রাঃ)- **নবী করীম (দঃ) এর সতর্কবানী অমান্যকারীদের পরিনাম।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- আমারও আল্লাহর মনোনীত দ্বীনের দৃষ্টান্ত এইরূপঃ- এক ব্যক্তি দৌড়াইয়া আসিয়া খবর দিল, আমি নিজ চোখে দেখিয়া আসিয়াছি যে শত্রু বাহিনী আমাদের প্রতি ধাবিত হইয়া আসিতেছে। তোমরা তাড়াতাড়ি বাঁচিবার ব্যবস্থা কর। একদল লোক তাহার কথায় বিশ্বাস করিয়া সময় থাকিতে সুরক্ষিত আশ্রয়স্থলে চলিয়া গেল এবং আর একদল লোক তাহার কথায় অবিশ্বাস করিয়া তাহাকে মিথ্যাবাদী গন্য করিল। তাহারা শত্রু বাহিনী দ্বারা আক্রান্ত হইয়া সমূলে ধ্বংশ হইল।

হাদীস- ২৫৯১। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **রসূল (দঃ) মানবজাতিকে অগ্নি হইতে রক্ষায় সচেষ্ট।**

রসূলুল্লাহ (দঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি- মানব জাতির প্রতি আমার দরদের দৃষ্টান্ত হইল- একব্যক্তি আগুন জ্বালাইয়াছে। আগুনের আলো চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ার সাথে সাথে ফড়িং ও অন্যান্য আগুনের আলোয় মাতোয়ারা পোকা আগুনে ঝাঁপাইয়া পড়িতে থাকিলে ঐ ব্যক্তি উহাদিগকে থামাইতে চেষ্টা করে কিন্তু সে ব্যর্থ হয় আর ফড়িং ও পোকাগুলি আগুনে পড়িতে থাকে।

আমি তোমাদের কোমর জড়াইয়া ধরি যাহাতে তোমরা দোজখে পতিত না হও। কিন্তু তোমরা জোরপূর্বক ছুটিয়া গিয়া দোজখে পতিত হও। অর্থাৎ যে সকল কাজের ফলে দোজখে যাইতে হয় ঐ সব কাজ হইতে বিরত থাকার জন্য আমি তোমাদিগকে সর্বদা বুঝাইতে থাকি কিন্তু তোমরা বিরত থাক না- আমার কথা উপেক্ষা করিয়া ঐ সব কাজে লিপ্ত হও।

হাদীস- ২৫৯২। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **মৃত্যু পরবর্তী অবস্থা জানিলে হাঁসি থাকিত না।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- আমি যাহা জানি[১] তাহা তোমরা জানিলে হাঁসিতে কম, কাঁদিতে বেশী। [১। মৃত্যু পরবর্তী ভয়ঙ্কর অবস্থা সম্পর্কে]

হাদীস- ২৫৯৩। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **মরনের পরের অবস্থা জানিলে হাঁসি কম কান্না বেশী হইত।**

একদা রসূলুল্লাহ (দঃ) এক অনন্য ভাষনে বলিলেন- আমি যাহা জানি তাহা তোমরা জানিলে আল্লাহর কসম- হাঁসিতে কম, কাঁদিতে বেশী। ইহা শুনিয়া সাহাবীগন মুখমন্ডল কাপড়ের আড়ালে নিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

হাদীস- ২৫৯৪। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **নিম্নদিকে দৃষ্টি করিবে।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- তোমাদের নিজের অপেক্ষা অধিক সম্পদ বা সুস্বাস্থ্যের অধিকারীর দিকে দৃষ্টি পড়িলে সঙ্গে সঙ্গে নিম্নস্তরের লোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে।

হাদীস- ২৫১৫। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **নেককাজে দশ নেকী বদ কাজে এক বদি।(হাদীসে কুদসি)**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- আল্লাহতা'লা নেক ও বদের ফিরিস্তি নির্ধারিত করিয়া দিয়া উহা বর্ণনাও করিয়া দিয়াছেন। কেহ নেক কাজের ইচ্ছা করিয়া উহা কার্যে পরিনত না করিতে পারিলেও তাহার আমল নামায় এক নেকী লেখা হইবে আর কাজে পরিনত করিতে পারিলে দশ হইতে সাতশত গুন বা তারও অধিক নেকী লেখা হইবে। পক্ষান্তরে, কেহ গোনাহের কাজের ইচ্ছা করিয়া উহা কার্যে পরিনত না করিলে তাহার আমল নামায় এক নেকী এবং কার্যে পরিনত করিলে একটি গোনাহ লেখা হইবে।

হাদীস- ২৫১৬। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **সূক্ষ্ম গোনাহও ধ্বংসকারী।**

তোমরা চুল অপেক্ষাও সূক্ষ্ম একশ্রেনীর গোনাহ করিয়া থাক কিন্তু রসূলুল্লাহ (দঃ) এর জমানায় আমরা ঐ শ্রেনীর গোনাহকেও ধ্বংসকারী মনে করিতাম।

হাদীস- ২৫১৭। সূত্র- হযরত জুন্দুব (রাঃ)- **লোক দেখানো কাজের কুফল।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- যে ব্যক্তি সুখ্যাতি লাভের আশায় কাজ করিবে আল্লাহ তাহার কুখ্যাতি বাড়াইবেন। আর যে ব্যক্তি লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে কাজ করিবে আল্লাহ তাহার দোষ প্রকাশ করিয়া তাহাকে লাঞ্ছিত করিবেন।

হাদীস-২৫১৮। সূত্র- হযরত মোয়াজ ইবনে জাবাল (রাঃ)- **বান্দার উপর আল্লাহর হক ও আল্লাহর উপর বান্দার হক।**

একদা আমি নবী করীম (দঃ) এর সাথে একই উটে আরোহিত ছিলাম। আমি ছিলাম তাঁহার পেছনে এবং উভয়ের মধ্যে হাওদার খুঁটি ভিন্ন অন্য কোন কিছুই ছিল না। তিনি আমাকে ডাকিলেন- হে মোয়াজ! আমি বলিলাম- হাজির আছি এবং তাবেদারীর জন্য প্রস্তুত আছি। কিছুক্ষন চলার পর তিনি পুনরায় ডাকিলেন এবং আমিও একইরূপ উত্তর দিলাম। তৃতীয়বারও একই রূপ ডাকিয়া এবং একইরূপ উত্তর পাইয়া বলিলেন- তুমি কি জান বান্দাদের উপর আল্লাহর দাবি কি? আমি বলিলাম- আল্লাহ এবং আল্লাহর রসূলই ভাল জানেন। তিনি বলিলেন- বান্দাদের উপর আল্লাহর হক হইল- তাহারা একমাত্র আল্লাহরই বন্দেগী করিবে এবং তাঁহার সাথে কাহাকেও শরীক করিবে না।

আবার কিছু সময় চলার পর আমাকে ডাকিলেন- হে মোয়াজ! আমি বলিলাম- ইয়া রসূলুল্লাহ, উপস্থিত আছি এবং তাবেদারীর জন্য প্রস্তুত আছি। তিনি বলিলেন- বান্দাগন যদি এই দাবি পূরন করে তবে আল্লাহর

উপর বান্দাদের দাবি কি? আমি বলিলাম- আল্লাহ এবং আল্লাহর রসূলই তাহা ভাল জানেন। তিনি বলিলেন- আল্লাহর উপর বান্দাদের হক এই হইবে যে তিনি তাহাদিগকে আজাব দিবেন না।

হাদীস- ২৫৯৯। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **সর্বোচ্চ না হওয়াই ভাল।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) এর আরোহনের উট আজবা সব সময় সর্বাগ্রে থাকিত। একদা এক বেদুইনের উট ইহার আগে চলিয়া গেলে মুসলমানগন বিস্ময়ের সহিত বলিতে লাগিল- আজবা পেছনে পড়িয়া গেল! রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন- আল্লাহতালার নিয়ম হইল- তিনি কোন জিনিষকে ঔদ্ধত্যের পর্য্যায়ে উঠিবার সুযোগ দিলে তাহাকে পতিত করিয়া থাকেন।

হাদীস- ২৬০০। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **আল্লাহর নৈকট্য লাভে ফরজ কাজই মূল- নফল এবাদতে উন্নতি লাভ করা হয়।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- যে ব্যক্তি আমার কোন ওলীর সাথে শত্রুতা বাধায় তাহার বিপক্ষে আমার তরফ হইতে যুদ্ধের ঘোষনা রহিয়াছে। আমার বান্দার জন্য আমার নৈকট্য লাভের জন্য পসন্দনীয় বস্তু উহাই যাহা আমি ফরজ করিয়া দিয়াছি। নফল এবাদত দ্বারা আমার নৈকট্য লাভে উন্নতি হইতে পারে। এমনকি আমার এমন প্রিয়পাত্র হইয়া যাইতে পারে যাহাতে আমি তাহার কান, চোখ, হাত, পা হইয়া যাই যাহা দ্বারা সে যথাক্রমে শুনিতে, দেখিতে, ধরিতে ও চলিতে পারে। উক্ত বান্দা আমার নিকট কিছু চাহিলে আমি অবশ্যই তাহাকে উহা দিয়া থাকি। আমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিলে আমি তাহাকে আশ্রয় দেই। আমি মোমেনদের রুহ কবজ করিতে যেইরূপ ইতস্ততঃ করি অন্য কোন কাজ করিতে সেইরূপ ইতস্ততঃ করি না। কারন, মোমেন মৃত্যুকে তিক্ত মনে করে এবং তাহার তিক্ততার কাজকে আমি অপ্রিয় গন্য করিয়া থাকি।

হাদীস- ২৬০১। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **ভাল জিনিষ খুব কম পাওয়া যায়।**

আমি রসূলুল্লাহ (দঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি- একশত উটের মধ্যে বাহন উপযোগী একটি উট ও পাওয়া যায় না।

হাদীস- ২৬০২। সূত্র- হযরত ওবাদাহ ইবনে সামেত (রাঃ)- **আল্লাহর মিলন প্রিয়তা আল্লাহ প্রিয় মনে করেন।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- যাহার নিকট আল্লাহর মিলন প্রিয়, আল্লাহর নিকটও তাহার মিলন প্রিয়। পক্ষান্তরে যাহার নিকট আল্লাহর মিলন অপ্রিয় আল্লাহর নিকটও তাহার এই মিলন অপ্রিয়। "আমাদের সকলেইতো মৃত্যুকে অপ্রিয় ভাবিয়া থাকে, তাঁহার কোন স্ত্রীর প্রশ্নের উত্তরে রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন- মোমেন ব্যক্তির মৃত্যুকালে তাহাকে আদর সমাদর করা হয়

ও মানমর্য্যাদার সুসংবাদ শুনান হয়। তখন মোমেন ব্যক্তির নিকট সম্মুখ জীবন পশ্চাত জীবন অপেক্ষা আকাঙ্খিত মনে হয় ও সে আল্লাহর মিলনকে প্রিয় মনে করে। কাফের ব্যক্তির মৃত্যুকালে তাহাকে আজাবের পরওয়ানা শুনাইয়া দেওয়া হয়- তখন সে মৃত্যুকে বিষতুল্য ও অপ্রিয় মনে করে।

হাদীস- ২৬০৩। সূত্র- হযরত আবু মুসা (রাঃ)- **আল্লাহর মিলনকে প্রিয় গন্য করিলে আল্লাহও তাহার মিলনকে প্রিয় গন্য করিয়া থাকেন।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে মিলনকে প্রিয় গন্য করিবে আল্লাহ ও তাহার মিলনকে প্রিয় গন্য করিবেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে মিলনকে অপ্রিয় গন্য করিবে আল্লাহও তাহার মিলনকে অপ্রিয় গন্য করিবেন।

হাদীস-২৬০৪। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **সবচাইতে ঘৃনীত তিন ব্যক্তি।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- আল্লাহর নিকট সবচাইতে ঘৃনীত তিন ব্যক্তি হইলঃ (১) হেরেম শরীফের মধ্যে দ্বীন হইতে বাহির হওয়া ব্যক্তি,[১] (২) মুসলিম হওয়ার পরও জাহেলীযুগের রীতিনীতি তালাশকারী এবং (৩) কোন অধিকার ব্যতীত কাহারও রক্তপাত কামনাকারী। [১। মক্কা ও মদীনার হেরেম শরীফের মধ্যে অন্যায়কারী।]

হাদীস- ২৬০৫। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ)- **কবিরা গোনাহ সমূহ।**

এক বেদুইন রসূলুল্লাহ (দঃ)কে জিজ্ঞাসা করিল- ইয়া রাসূলাল্লাহ! কবিরা গোনাহ কি? রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন- আল্লাহর সাথে অন্য কাহাকেও শরীক করা। বেদুইন বলিল- ইহা ছাড়া আর কি? নবী করীম (দঃ) বলিলেন- এমন মিথ্যা কসম যাহা দ্বারা কেহ কোন মুসলমানকে তাহার সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করে।

হাদীস- ২৬০৬। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)- **সর্বোত্তম আদর্শ।**

সর্বোত্তম গ্রন্থ কোরআন, সর্বোত্তম আদর্শ মোহাম্মদ (দঃ) এর আদর্শ আর গর্হিত বিষয়াবলী নিশ্চয়ই খারাপ। স্মরন রাখিও- যত কিছুর ভয় দেখানো হইয়াছে ঐ সব নিশ্চয়ই বাস্তবায়িত হইবে।[১] [১। হাদীসটি নবী করীম (দঃ) হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে- ফতহুলবারী]

হাদীস- ২৬০৭। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **নবীর আদেশ নিষেধ মান্য করা।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- কোন বিষয়ে আমি তোমাদিগকে মুক্ত রাখিলে আমাকে ঐ অবস্থায় থাকিতে দিও। তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের

এই কাজ তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়াছে যে তাহারা তাহাদের নবীকে প্রশ্ন করিয়া শর্ত সৃষ্টির পর সেই শর্তের উপর আমল না করিয়া নবীর কথা অমান্য করিয়াছে। সুতরাং আমি যখন কোন বস্তু হইতে নিষেধ করি তোমরা উহা হইতে সম্পূর্নভাবে বিরত থাক। আর যখন কোন বিষয়ের আদেশ করি তখন সর্বশক্তি দিয়া উহার উপর আমল কর।

হাদীস- ২৬০৮। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **অযথা বাড়াবাড়ি করা নিষেধ।**

ওমর (রাঃ) এর নিকট আমরা উপস্থিত ছিলাম। তিনি বলিলেন- অযথা কোন বিষয়ের জন্য বাড়াবাড়ি করিতে আমাদিগকে নিষেধ[১] করা হইয়াছে।

[১। নবী করীম (দঃ) কর্তৃক]

এলেম

হাদীস- ২৬০৯। সূত্র-হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাঃ)-**এলেমের বিলুপ্তি।**

আমি রসুল (দঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি- আল্লাহতালা এলেমকে তাহার বান্দাদের নিকট হইতে জবরদস্তি ছিনাইয়া লইবেন না, কিন্তু আলেমগণকে উঠাইয়া লইয়া এলেম উঠাইবেন। যখন দুনিয়ার বুকে আলেম থাকিবে না তখন জনগণ জাহেল ও অজ্ঞ ব্যক্তিকে সরদার নিযুক্ত করিবে এবং সেই সকল জাহেল ব্যক্তির নিকটই সবকিছু জিজ্ঞাসা করিবে। উহারা কিছুই না জানা সত্ত্বেও ফতোয়া দিবে যদ্দ্বারা তাহারা নিজেও গোমরাহ হইবে অপরকেও গোমরাহ করিবে।

হাদীস- ২৬১০। সূত্র-হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **এলেম সংরক্ষন করা।**

আল্লাহর নিকট সকলকেই উপস্থিত হইতে হইবে। কোরআন শরীফের দুইটি আয়াতের প্রতি লক্ষ্য না করিলে আমি একটি হাদীসও বর্ননা করিতাম না- "আমি মানবমন্ডলীর জন্য গ্রন্থ মধ্যে প্রকাশ করিবার পর যে সকল নিদর্শন ও উপদেশ অবতীর্ণ করিয়াছি, তাহা যাহারা গোপন করে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাহাদিগকেই লা'নত করেন এবং লা'নতকারীগণও তাহাদিগকে লা'নত করিয়া থাকে। অবশ্য যাহারা তওবা করে ও সংশোধিত হয় এবং সত্য প্রকাশ করে, আমি তাহাদিগকে ক্ষমা করি, এবং আমিই ক্ষমা দানকারী-করুনাময়" (পারা ২ সুরা ২ আয়াত ১৫৯-১৬০)।

আমাদের মোহাজের ভাইগণ বাজারে বেচাকেনায় লিপ্ত থাকিতেন, আনসার ভাইগণ কৃষিকর্ম ও গৃহস্থালির কাজে ব্যস্ত থাকিতেন আর আমি রসুলুল্লাহ (দঃ) এর সঙ্গে সর্বদা লাগিয়া থাকিতাম। অন্যরা যখন অনুপস্থিত আমি তখন উপস্থিত এবং অন্য কেহ যাহা না রাখিত আমি উহা স্মরণ রাখিতাম।

হাদীস- ২৬১১। সূত্র-হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) - **স্বরণশক্তি প্রদান।**

আমি একদা আরজ করিলাম- ইয়া রসুলুল্লাহ! আমি আপনার অনেক হাদীস শুনি কিন্তু স্বরণ রাখিতে পারি না। রসুল (দঃ) বলিলেন- তোমার চাদর বিছাও। আমি চাদরখানা বিছাইলাম। তিনি উহার উপর হাতের অঞ্জলি ভরিয়া কিছু দান করিলেন এবং ঐ চাদরখানা আমার সিনার সঙ্গে মিলাইতে আদেশ করিলেন। আমি তাহাই করিলাম। এই ঘটনার পর আমি হযরতের কোন কথা আর ভুলি নাই।

হাদীস- ২৬১২। সূত্র-হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **এলেম প্রকাশ করা ও গোপন রাখা।**

আমি রসূল (দঃ) এর নিকট হইতে এলেমের দুইটি থলিয়া পাইয়াছিলাম। একটি থলিয়া বিতরণ করিয়াছি। দ্বিতীয় থলিয়াটি প্রকাশ করিলে আমার গলা কাটা যাইবে। (প্রথম থলিয়া দ্বীনের হুকুম আহকাম সম্বন্ধীয় এবং দ্বিতীয় থলিয়া বিপথগামী শাসকদের নাম ধাম সম্বন্ধীয় বলিয়া ধারণা করা যাইতে পারে।)

হাদীস- ২৬১৩। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)- **রুহের হাকীকত।**

একদা আমি নবী করীম (দঃ) এর সঙ্গে মদীনার এক জনশূন্য স্থানে চলিতেছিলাম। হযরতের হাতে একখানা খেজুরের ডাল ছিল। তিনি একদল ইহুদীর নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। তখন তাহারা একে অন্যকে বলিতে লাগিল- রুহ কি বস্তু তাহা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর। এক ব্যক্তি বলিল- তাঁহাকে কোন প্রশ্ন করিও না। হয়ত তিনি ঐ উত্তরই দিবেন যাহা তোমরা পসন্দ কর না। অন্য এক ব্যক্তি বলিল- প্রশ্ন করিবই। এই বলিয়া এক ব্যক্তি সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল, হে আবুল কাসেম (দঃ)! রুহ কি বস্তু? নবী করীম (দঃ) চুপ থাকিলেন। আমি ভাবিলাম- এখন অহী আসিবে। বস্তুতঃ তখন অহী নাজেল হইল। অহী নাজেল হওয়ার পর হুজুর (দঃ) তেলাওয়াত করিলেন- তাহারা আপনাকে রুহের বিষয় প্রশ্ন করে। আপনি বলিয়া দিন -রুহ আল্লাহর হুকুমে সৃষ্ট একটি বস্তু। মানবকে এলেম অতি সামান্যই দেওয়া হইয়াছে।

হাদীস- ২৬১৪। সূত্র- হযরত জায়েদ ইবনে খালেদ (রাঃ)- **হারানো প্রাপ্তি সম্বন্ধে ফয়সালা।**

এক ব্যক্তি নবী করীম (দঃ) এর নিকট পথে ঘাটে প্রাপ্ত বস্তু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল। নবী করীম (দঃ) বলিলেন- বৎসর কাল ঘোষণা কর। অতঃপর উহার সমুদয় নিদর্শন ভালরূপে স্বরণ রাখ। যদি দাবিদার আসে তবে তাহা তাহাকে ফেরত দিবে, নতুবা তুমি উহা ভোগ করিবে।

হারানো বকরি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে নবী করীম (দঃ) বলিলেন- উহাকে তুমি বা অন্য কেহ রক্ষা করিবে। নতুবা উহা বাঘের খোরাক হইবে।

উক্ত ব্যক্তি হারানো উট সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে নবী করীম (দঃ) অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিলেন। তিনি বলিলেন- তোমার সহিত উটের সম্পর্ক কি? তাহার সাথে তাহার জুতা[১] ও পানির মশক রহিয়াছে। সে পানির নিকট যাইবে এবং গাছের পাতা খাইয়া নিবে যতক্ষন পর্যন্ত না তাহার মালিক তাহাকে খুঁজিয়া পায়। [১। পায়ের ক্ষুর]

হাদীস- ২৬১৫। সূত্র- হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ)- **পথে পাওয়া বস্তুর নিষ্পত্তি।**

একবার আমি একটি থলিয়া পাইয়াছিলাম, যাহাতে একশত স্বর্ণমুদ্রা ছিল। আমি নবী করীম (দঃ) এর নিকট আসিলে তিনি এক বৎসর পর্যন্ত ঘোষণা করার নির্দ্দেশ দিলেন। আমি তাহাই করিলাম। কিন্তু এক বৎসরের মধ্যে কাহাকেও পাওয়া গেল না। তিনি আরও এক বৎসর ঘোষণার নির্দ্দেশ দিলে আমি তাহাই করিলাম। কিন্তু এই বৎসরও কোন দাবিদার পাওয়া গেলনা। তৃতীয় বার তাঁহার নিকট আসিলে তিনি বলিলেন- থলিয়া, সংখ্যা ও বাঁধন মনে রাখ। যদি ইহার মালিক আসে[১]। নয়তো তুমি তাহা ভোগ করিবে। অতঃপর আমি তাহা ভোগ করিলাম। [১। মালিক আসিলে ফেরৎ দিবে]

হাদীস- ২৬১৬। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জায়েদ (রাঃ)- **বেহেশতের বাগিচা।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- আমার ঘর ও মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থানটুকু বেহেশতের বাগান সমূহের একটি অংশ।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন- নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- আমার ঘর ও মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থানটুকু বেহেশতের বাগিচা সমূহের একটি বাগিচা।

হাদীস- ২৬১৭। সূত্র- হযরত আবু জর গিফারী (রাঃ) এর সাগরেদ মাসরুর (রঃ)- **ক্রীতদাসের প্রতি সাম্য।**

একদা আমি আবুজর গিফারী (রাঃ) এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়া দেখিলাম তাঁহার পরিধানে একজোড়া কাপড় এবং তাঁহার ক্রীতদাসের পরিধানেও অবিকল ঐরূপ একজোড়া কাপড়। আমি তাঁহাকে ভৃত্যের সহিত এইরূপ সমতার কারন জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন- একদা আমি আমার ভৃত্যকে গালি দিতে বাঁদীর বাচ্চা বলিয়া গালি দিলাম। রসূলুল্লাহ (দঃ) শুনিয়া বলিলেন- হে আবুজর! তাহাকে তাহার মাতার সঙ্গে জড়াইয়া গালি দিতেছ? তোমার মধ্যে কুফুরি যুগের স্বভাব রহিয়াছে। হযরত (দঃ) আরও বলিলেন- এই সব ক্রীতদাস তোমাদেরই ভাই। আল্লাহতা'লা তাহাদিগকে তোমাদের করতলগত করিয়াছেন। অতএব, যেই মুসলমানের

অধীনে তাহাদেই অন্য এক ভাই আসিবে সেই মুসলমানের কর্তব্য হইবে-ঐ ভাইকে তদ্রুপ খাওয়ানো পরানো যদ্রুপ সে নিজে খাইয়া ও পরিয়া থাকে। আর সাবধান! তোমরা কখনও ঐ ভাইয়ের উপর এতদূর গুরুভার কাজ চাপাইয়া দিও না যাহা তাহার সাধ্যায়ত্ব নহে। যদি কখনও এইরূপ কোন কাজ তাহার দ্বারা করাইতে হয় তবে তোমরা নিজেরাও ঐ কাজে তাহাকে সাহায্য করিবে।

হাদীস- ২৬১৮। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **অসীম ধৈর্য্যের বরকত।**

আবু তালহা (রাঃ) রোজাদার অবস্থায় বাড়ির বাহিরে থাকাকালীন তাঁহার একটি অসুস্থ পুত্র মারা যায়। তাঁহার স্ত্রী মৃত পুত্রকে ঘরের এক কোনায় রাখিয়া দিলেন এবং স্বামীর জিজ্ঞাসার উত্তরে বলিলেন যে সে এখন আরামে আছে এবং তিনি আশা করিতেছেন যে সে বিশ্রাম নিতেছে। আবু তালহা (রাঃ) স্ত্রীর কথার প্রকৃত অর্থ না বুঝিয়া বাহ্যিক অর্থে আস্থা স্থাপন পূর্বক রাত্রিযাপন করিলেন। ভোরে গোসল করিয়া নবী করীম (দঃ) এর সাথে নামাজ পড়িতে যাওয়ার কালে স্ত্রী তাঁহাকে পুত্রের মৃত্যু সংবাদ দিলেন। আবু তালহা (রাঃ) নবী করীম (দঃ) এর সাথে নামাজ আদায়ের পর তাঁহাকে ঘটনা জানাইলে তিনি বলিলেন- হয়ত আল্লাহতা'লা তোমাদের জন্য এই রাত্রিটি মোবারক করিবেন। জনৈক আনসারীর বর্ণনা অনুযায়ী আবু তালহা (রাঃ) এর নয়জন পুত্র ছিল যাহারা কোরআন শরীফ পড়িয়াছে। আবু তালহা (রাঃ) এর উক্ত রাত্রের সহবাস জাত পুত্র আবদুল্লাহ (রাঃ)।

হাদীস- ২৬১৯। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **আল্লাহর পথে সকাল বা সন্ধ্যা ব্যয় করা সর্বোত্তম।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- আল্লাহর পথে এক সকাল বা এক সন্ধ্যা ব্যয় করা দুনিয়া ও দুনিয়াস্থিত সকল সম্পদ অপেক্ষা উত্তম।

হাদীস- ২৬২০। সূত্র- হযরত সাহল (রাঃ)- **আল্লাহর রাস্তায় একবেলা বাহির হওয়ার ফজিলত।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- বেহেশতের এক চাবুক পরিমান জায়গা সমস্ত দুনিয়া ও উহার সমস্ত সম্পদ অপেক্ষা মূল্যবান। আল্লাহর রাস্তায় এক সকাল বা এক বিকাল বাহির হওয়ার মূল্য সমস্ত দুনিয়া ও উহার ধন সম্পত্তির মূল্য অপেক্ষা অধিক।

হাদীস- ২৬২১। সূত্র- হযরত সাহল ইবনে সায়াদ (রাঃ)- **আল্লাহর পথে সকাল ও সন্ধ্যা ব্যয় করা সর্বোত্তম।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- একটি সকাল ও একটি সন্ধ্যা আল্লাহর পথে ব্যয় করা দুনিয়া ও ইহার সমস্ত সম্পদ অপেক্ষা উত্তম।

হাদীস- ২৬২২। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **আল্লাহর রাস্তায় বাহির হওয়ার ফজিলত।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- সূর্য্য উদিত হওয়া ও অস্ত যাওয়ার সমান জায়গা হইতেও জান্নাতের ধনুকের জ্যা পরিমান জায়গা উত্তম। আল্লাহর পথে একটি সকাল বা একটি সন্ধ্যা ব্যয় করা সূর্য্যোদয়ের ও সূর্যাস্তের স্থানের মত বিশাল স্থান অপেক্ষা মূল্যবান।

হাদীস- ২৬২৩। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **দেবদেবীর পূজা।**

প্রকৃত প্রস্তাবে ওয়াদ্দ, সুয়া, ইয়াগুছ, ইয়াউক, নসর নাম সমূহ নুহ (আঃ) এর জাতির বিশিষ্ট নেককার ব্যক্তিদের নাম ছিল। শয়তানের উস্কানীতে তাঁহাদের লোকেরা তাঁহাদের আকৃতির স্মৃতিফলক প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল কিন্তু তখন উহাদের পূজা করিত না। পরবর্তীতে অজ্ঞ লোকেরা ঐ সব স্মৃতি ফলকের পূজা আরম্ভ করিয়া দিলে ঐগুলি দেবদবীতে পরিনত হইয়া গেল। বর্তমান[১] যুগেও আরবের কোন কোন গোত্রে এইসব দেবদেবীর পূজার প্রচলন রহিয়াছে যথা- দৌমাতুল জন্দল নামক স্থানে কালব গোত্রে 'ওয়াদ্দ', হোজায়েল গোত্রে 'সূয়া', জুরুপ নামক স্থানে মোরাদ গোত্রে 'ইয়াগুছ,' হামদান গোত্রে 'ইয়াউক' এবং হিমইয়ার গোত্রে 'নছর' নামীয় দেবতার প্রচলন এখনও[২] রহিয়াছে।

[১। তখনকার সময়ে। ২। তখনও]

হাদীস- ২৬২৪। সূত্র- হযরত সাঈদ ইবনে জোবায়ের (রাঃ)- **জীবন্ত প্রানীকে লক্ষ্যবস্তু করিয়া চাঁদমারি করা।**

আমি ইবনে ওমর (রাঃ) এর সাথে কয়েকজন বালকের পাশ দিয়া যাইবার কালে দেখিলাম তাহারা একটি মুরগী বাঁধিয়া রাখিয়াছে এবং তাহাকে লক্ষ্য বস্তু করিয়া তাহার প্রতি তীর ছুঁড়িয়া চাঁদমারি করিতেছে। ইবনে ওমর (রাঃ)কে দেখিয়া তাহারা পালাইয়া গেল। ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন- এই কাজ কে করিল? এমন কাজ যে করে তাহার উপর নবী করীম (দঃ) এর অভিশাপ রহিয়াছে। তিনি আরও বলিলেন- যে ব্যক্তি পশুর বিভিন্ন অঙ্গ কাটিয়া অঙ্গহানি ঘটায়, তাহার উপর নবী করীম (দঃ) লানত করেন।

হাদীস- ২৬২৫। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **মৃত জীবের চামড়া কাজে লাগানো।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) একটি মৃত বকরীর পাশ দিয়া যাইবার সময় বলিলেন- তোমরা ইহার চামড়া দিয়া ফায়দা উঠাইলে না কেন? লোকেরা বলিল- ইহাতো মৃত। তিনি বলিলেন- তাহাতো শুধু খাওয়া হারাম করা হইয়াছে।

হাদীস- ২৬২৬। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)- মৃত জীবের চামড়া।

রসূলুল্লাহ (দঃ) একদা একটি মৃত ছাগলের পাশ দিয়া যাইবার কালে বলিলেন- ইহার মালিকের কি হইল? আহ! যদি ইহার চামড়া দিয়া ফায়দা উঠাইত!

হাদীস- ২৬২৭। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- রক্ত সম্পর্ক নির্ণয়ে বিশেষজ্ঞ।

একদা রসূলুল্লাহ (দঃ) হাস্যোজ্জ্বল অবস্থায় আমার নিকট আসিয়া বলিলেন- হে আয়েশা! তুমি দেখিয়াছ কি? মুজাযযেযুল মুদলেজী[১] আসিয়া ওসামা[২] ও যায়েদ[৩] (রাঃ)কে চাদর দ্বারা মাথা আবৃত ও পা গুলি খোলা দেখিয়া বলিল- এই পা গুলি অবশ্যই পরস্পর পরস্পর হইতে। [১। হাত- পা- মুখমণ্ডল ইত্যাদি দ্বারা সম্পর্ক নির্ণয়ে বিশেষজ্ঞ। ২। নবী করীম (দঃ) এর পালক পুত্র যায়েদ (রাঃ) এর পুত্র যাহার আকৃতি পিতার ন্যায় না হওয়ায় কাফেররা ঠাট্টা করিত। ৩। নবী করীম (দঃ) এর পালক পুত্র।]

হাদীস- ২৬২৮। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ)- কবিরা গোনাহ।

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- বড়পাপ[১] হইতেছে আল্লাহর সাথে অন্য কাহাকেও শরীক করা, পিতামাতার প্রতি অবহেলা দেখানো, মিথ্যা কসম করা[২]। মোয়াজ (রাঃ) শো'বা (রাঃ) হইতে বলিয়াছেন- কবিরা গোনাহ হইতেছে- আল্লাহর এবাদতের মধ্যে অন্য কাহাকেও শরীক করা, পিতামাতার প্রতি অবহেলা করা অথবা বলিয়াছেন- কোন মানুষকে হত্যা করা। [১। কবিরা গোনাহ, আল কাবায়ের। ২। রাবী শো'বার সন্দেহ]

হাদীস- ২৬২৯। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- আঙ্গুলের জন্য দিয়াত।

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- এই আর এই সমান। ইহা দ্বারা তিনি কনিষ্ঠ ও বৃদ্ধাঙ্গুলি বুঝাইয়াছেন[১]। [১। সকল অঙ্গুলীর জন্য দিয়াত সমান।]

হাদীস- ২৬৩০। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- গর্ভপাতনের দিয়াত ক্রীত দাস- দাসী।

হোজায়েল গোত্রীয় দুইজন মহিলার একজন অপর জনকে আঘাত করিলে আঘাত প্রাপ্ত মহিলার গর্ভপাত হইয়া গেল। রসূলুল্লাহ (দঃ) ফয়সালা দিলেন- হত্যাকারিনী মহিলার একটি ক্রীতদাস অথবা ক্রীত দাসী[১] দিতে হইবে।[১। দিয়াত হিসাবে।]

হাদীস- ২৬৩১। সূত্র- হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রাঃ)- গর্ভপাতনের দিয়াত ক্রীতদাস বা দাসী।

ওমর (রাঃ) সাহাবাদের সাথে এক মহিলার গর্ভপাত[২] সম্পর্কে মত বিনিময়কালে মুগীরা (রাঃ) বলিলেন- নবী করীম (দঃ) ফয়সালা দিয়াছেন

যে একজন ক্রীতদাস অথবা ক্রীতদাসী দিতে হইবে২। মুহম্মদ ইবনে মাসলামা (রাঃ) সাক্ষ্য দিল যে তিনি নবী করীম (দঃ)কে অনুরূপ ফয়সালা দিতে দেখিয়াছেন। [১। অন্যের দ্বারা ২। দিয়াত হিসাবে।]

হাদীস- ২৬৩২। সূত্র- হযরত সাল্‌মা ইবনুল আকওয়া (রাঃ)- বেদুইনদের সাথে বসবাস করা।

একদা তিনি হাজ্জাজ বিন ইউসুফের নিকট আগমন করিলে তিনি বলিলেন- হে ইবনুল আকওয়া (রাঃ)! বেদুইনদের সাথে বসবাস করার ফলে তুমি পেছনে ফিরিয়া গিয়াছ। তিনি উত্তরে বলিলেন- না, কেননা রসুলুল্লাহ (দঃ) আমাকে বেদুইনদের সাথে থাকার অনুমতি দিয়াছেন। ইয়াজীদ ইবনে আবু ওবায়েদ বলেন- ওসমান (রাঃ)কে শহীদ করা হইলে সালামা (রাঃ) রাবাজা চলিয়া গিয়া তথায় এক রমনীকে বিবাহ করেন আর সেই রমনীর অনেকগুলি সন্তান হয়। তিনি সেখানে থাকিয়া যান এবং মাত্র মৃত্যুর কয়েকদিন আগে মদীনায় আগমন করেন।

YOADRI.BLOGSPOT.COM

২৮। দোয়া- আমল

হাদীস- ২৬৩৩। সূত্র-হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **কোরআনের এলেমের জন্য দোয়া।**

একদা নবী করীম (দঃ) মলত্যাগের স্থানে গমন করিলেন। আমি তাঁহার জন্য পানি উপস্থিত করিয়া রাখিলাম। হযরত (দঃ) উহা দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন- পানি কে রাখিয়াছে? উত্তরে আমার নাম বলা হইলে হযরত (দঃ) আমাকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন এবং আমার জন্য দোয়া করিলেন,"হে আল্লাহ, তাহাকে কোরআনের এলেম দান কর, পরিপক্ক জ্ঞান দান কর এবং দ্বীন ইসলামের সঠিক বুঝ শক্তি দান কর।"

হাদীস- ২৬৩৪। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **স্ত্রী সহবাস কালীন দোয়া।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- তোমাদের কেউ যখন স্ত্রী সহবাসে মিলিত হয় তখন সে যেন বলে 'বিসমিল্লাহ! আল্লাহুম্মা জান্নিবনিশ্ শায়তানা ওয়া জান্নিবিশ্ শায়তানা মা রাজাকতানা' অর্থাৎ আল্লাহর নামে শুরু! হে আল্লাহ! আমাকে শয়তান হইতে দূরে রাখ এবং যে সন্তান আমাদেরকে দাও তাহাকেও শয়তান হইতে দূরে রাখ।

হাদীস- ২৬৩৫। সূত্র-হযরত আনাস (রাঃ)- **পায়খানার দোয়া।**

নবী করীম (দঃ) পায়খানায় যাইতে এই দোয়া পড়িতেন- আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিনাল খুবুছে ওয়াল খাবায়েছ। অর্থ- হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি সমস্ত দুষ্কৃতিকারী এবং সমস্ত রকমের দুষ্কৃতি হইতে।)

হাদীস- ২৬৩৬। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **কাহারও উছিলা দিয়া দোয়া করা।**

ওমর (রাঃ) দুর্ভিক্ষের সময় আব্বাস ইবনে আবদুল মোত্তালেব (রাঃ) এর উসিলা দিয়া বৃষ্টির জন্য দোয়া করিতেন। তিনি বলিতেন- হে আল্লাহ! আমরা আমাদের নবী করীম (দঃ) এর উসিলা দিয়া দোয়া করিতাম এবং তুমি বৃষ্টি দান করিতে। এখন আমরা নবী করীম (দঃ) এর চাচার উসিলা দিয়া দোয়া করিতেছি। আমাদেরকে বৃষ্টি দাও। দোয়ার সাথে সাথেই বৃষ্টি বর্ষিত হইত।

হাদীস- ২৬৩৭। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **বৃষ্টির জন্য দোয়া।**

অনেক সময় নবী করীম (দঃ)কে বৃষ্টির দোয়ার জন্য অনুরোধ করা হইলে তিনি মিম্বরে দাঁড়াইয়া দোয়া করিতেন। আমি তখন আবু তালেবের এই বয়েতটি স্মরন করি- তিনি এইরূপ নূরানী যে তাঁহার নূরানী চেহারার

উপিলায় মেঘমালা হইতে বৃষ্টি লাভ হইয়া থাকে, তিনি এতিমদের আশ্রয়স্থল এবং অনাথ বিধবাদের রক্ষক।' বয়েতটি স্মরন করিয়া আমি হযরতের নুরানী চেহারার দিকে তাকাইতে থাকি। হযরত (দঃ) মিম্বর হইতে নামার সঙ্গে সঙ্গে এমন বৃষ্টি আরম্ভ হয় যে সকল ছাদ হইতে প্রবল বেগে পানি বহিতে থাকে।

হাদীস-২৬৩৮। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **বৃষ্টির জন্য দোয়া।**

নবী করীম (দঃ) এর জমানায় একবছর দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। সেই সময় তাঁহার খোতবা দানকালে এক বেদুইন দাঁড়াইয়া আরজ করিল- ইয়া রাসুলাল্লাহ! সম্পদ ধ্বংশ হইয়া যাইতেছে, পরিবার পরিজন অনাহারে মরিতেছে, আপনি আমাদের জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করুন। তিনি দুই হাত তুলিলেন। ঐ সময়ে আকাশে একখন্ড মেঘও দেখা যায় নাই। যাহার হাতে আমার প্রান তাহার শপথ, তাঁহার হাত তোলা মাত্র পাহাড়ের মত মেঘের বড় বড় খন্ড আসিয়া একত্র হইয়া গেল। অতঃপর তাঁহার মিম্বর হইতে নামার সঙ্গে সঙ্গেই দেখিলাম তাঁহার দাঁড়ির উপর ফোটা ফোটা বৃষ্টি পড়িতেছে। সেই দিন আমাদের ঐখানে বৃষ্টি হইল। তারপর ক্রমাগত দুইদিন এবং পরবর্তী জুমা পর্যন্ত সকল দিন। সেই বেদুইন অথবা অন্য কেউ উঠিয়া দাঁড়াইয়া আরজ করিল- ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমাদের বাড়ীঘর পড়িয়া যাইতেছে, সম্পদ ডুবিয়া যাইতেছে। তাই আপনি আল্লাহর নিকট আমাদের জন্য দোয়া করুন। তিনি তখন দুই হাত তুলিয়া বলিলেন- হে আল্লাহ! আমাদের চারিদিকের পার্শ্ববর্তী এলাকায়, আমাদের উপর নয়। তিনি মেঘের এক এক দিকের প্রতি হাত দিয়া ইংগিত করিতেছিলেন। আর তথাকার মেঘ কাটিয়া যাইতেছিল, এইভাবে সমগ্র মদীনাই একটি জলাশয়ের আকার ধারন করিল এবং কানাত উপত্যকার পানি একমাস ধরিয়া প্রবাহিত হইতে থাকিল। কোন অঞ্চল হইতেই এমন কেউ আসে নাই যে এই মুষলধারায় পতিত বৃষ্টির কথা আলোচনা করে নাই।

হাদীস- ২৬৩৯। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **বৃষ্টির দোয়ায় হাত অধিক উঠানো।**

রসুল (দঃ) এস্তেসকার দোয়ার মধ্যে হাত এতদুর উঠাইতেন যে তাঁহার নুরানী বগল দেখা যাইত। অন্য কোন দোয়ার মধ্যে তিনি হাত এত অধিক উঠাইতেন না।

হাদীস- ২৬৪০। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **মেঘ দেখিলে দোয়া।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) মেঘ দেখিলেই দোয়া করিতেন- হে আল্লাহ! আমাদের উপর সুফলদায়ক উপকারী বৃষ্টি বর্ষন কর।

YOADRI.BLOGSPOT.COM

হাদীস- ২৬৪১। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- তাহাজ্জুদের পূর্বে দোয়া।

রসূলুল্লাহ (দঃ) রাত্রিবেলা তাহাজ্জুদের নামাজ পড়িতে দাঁড়াইয়া বলিতেন- "হে আল্লাহ! সকল প্রশংসা একমাত্র তোমারই জন্য। তুমি আসমান জমীন ও এই দুইয়ের মধ্যস্থিত সকল কিছুর ব্যবস্থাকারী। তোমার জন্যই সকল প্রশংসা, তুমিই আসমান জমীন ও এই দুইয়ের মধ্যস্থিত সকল কিছুর নূর। সকল প্রশংসা একমাত্র তোমারই। তুমিই বাস্তব ও সত্য। তোমার প্রতিশ্রুতি সত্য, তোমার সহিত সাক্ষাত সত্য, তোমার বানী সত্য, বেহেশত সত্য, দোজখ সত্য, সকল নবীই সত্য, মোহাম্মদ (দঃ) সত্য এবং কেয়ামত সত্য। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছেই আত্মসমর্পন করিয়াছি, তোমার প্রতি বিশ্বাসস্থাপন করিয়াছি, তোমার উপরই তাওয়াককুল করিয়াছি, তোমাকে স্মরনে রাখিয়াই আমার সকল কাজের ব্যবস্থাপনা করিয়াছি। তোমার কারনে বিবাদে লিপ্ত হইয়াছি এবং তোমার কাছেই সকল বিষয় মিমাংসার জন্য পেশ করিয়াছি। অতএব, আমার অতীত ও ভবিষ্যতের প্রকাশ্য ও গোপন সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া দাও। তুমিই অগ্রবর্তী ও পরবর্তী। তুমি ছাড়া কোন প্রভু নাই। 'লা হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহে'১। [১। সংযোজন আবদুল করিম ইবনে আবু উমাইয়ার মতে।

হাদীস- ২৬৪২। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রাঃ)- জাকাত গ্রহনান্তে দোয়া।

যখন কোন সম্প্রদায় তাহাদের জাকাত নিয়া নবী করীম (দঃ) এর নিকট আসিত তখন তিনি বলিতেন- হে আল্লাহ! তুমি অমুকের বংশধরের উপর করুনা কর। আমার পিতাও তাঁহার নিকট জাকাত নিয়া আসিলে তিনি বলিলেন- হে আল্লাহ! আবু আওফার বংশধরের উপর দয়া কর।

হাদীস-২৬৪৩। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- প্রত্যাবর্তনকালীন দোয়া।

রসূলুল্লাহ (দঃ) কোন জেহাদ, হজ্ব কিম্বা ওমরা হইতে প্রত্যাবর্তন কালে প্রত্যেক উচ্চভূমিতে তিনবার তকবীর বলিতেন এবং এই দোয়া পড়িতেন- আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই, তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তাঁহার কোন শরীক নাই। সার্বভৌমত্ব ও সর্বময় প্রশংসা একমাত্র তাহারই। তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তওবাকারী, এবাদতকারী, আমাদের রবের উদ্দেশ্যে সেজদাকারী ও প্রশংসাকারী। আল্লাহ তাঁহার ওয়াদা পূর্ণ করিয়াছেন, নিজ বান্দাকে সাহায্য করিয়াছেন এবং একাকী সকল শত্রুদলকে পরাস্ত করিয়াছেন।

হাদীস- ২৬৪৪। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রাঃ)- রসুল (দঃ) এর বদ্ দোয়া।

আহযাব যুদ্ধের সময় রসূলুল্লাহ (দঃ) মোশরেকদের জন্য এই বলিয়া বদ দোয়া করিয়াছিলেন- ইয়া আল্লাহ! কেতাব নাজেলকারী, সত্বর হিসাব

গ্রহনকারী। ইয়া আল্লাহ! এই সবগুলিকে তুমি পরাস্ত কর। ইয়া আল্লাহ! তুমি তাহাদেরকে পরাস্ত ও তছনছ করিয়া দাও।

হাদীস- ২৬৪৫। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)- রসূল (দঃ) এর বদদোয়া।

রসূলুল্লাহ (দঃ) মক্কাবাসীগনকে ইসলামের প্রতি আহবান জানাইলে তাহারা তাঁহার কথা অস্বীকার ও অমান্য করিল। তখন তিনি তাহাদিগকে শায়েস্তা করার উদ্দেশ্যে বলিয়াছিলেন- 'আয় আল্লাহ! আমাকে তাহাদের মোকাবেলায় সাহায্য কর, তাহাদিগকে সাত বৎসরের দূর্ভিক্ষে নিপতিত করিয়া- যেইরূপ দূর্ভিক্ষ ইউসূফ (আঃ) এর যুগে আসিয়াছিল।' ফলে তাহাদের উপর এমন দূর্ভিক্ষ আসিল যে, উহাতে সমুদয় বস্তু নিঃশেষ হইয়া গেল। তাহারা প্রান বাঁচাইবার জন্য অস্থি, চর্ম ও মৃতদেহ ইত্যাদি খাইতে লাগিল। ক্ষুধার তাড়নায় তাহারা চোখে ধুঁয়া দেখিতে লাগিল। পবিত্র কোরআনে ইহারই ভবিষ্যদ্বানী করা হইয়াছিল- 'অতএব সেই দিবসের প্রতীক্ষা কর- যেইদিন নভোমন্ডল হইতে প্রগাঢ় ধুম্ররাশি নির্গত হইবে; যাহা মানবদিগকে সমাচ্ছন্ন করিবে; ইহাও যন্ত্রনাপ্রদ শাস্তি।' (পারা ২৫ সুরা ৪২ আয়াত ১০-১১)

আবু সুফিয়ান রসূলুল্লাহ (দঃ) এর নিকট আসিয়া বলিল- আপনার বংশীয় মোদার গোত্রের লোকগন ধ্বংসের সম্মুখীন। আপনি বৃষ্টির জন্য দোয়া করুন। তিনি দোয়া করিলে তাহাদের অঞ্চলে বৃষ্টিপাত হইল। এই সম্পর্কেও ভবিষ্যৎ বানী ছিল- 'নিশ্চয় আমি অল্পের জন্য ঐ শাস্তি অপসারিত করিব। নিশ্চয়ই তোমরা পুনরাবর্তিত হইবে।' (পারা ২৫ সুরা ৪২ আয়াত ১৫) তাহারা সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের সুযোগ পাইয়া পুনরায় আল্লাহদ্রোহিতায় মত্ত হইল এবং আল্লাহ তাহাদিগকে পুনরায় পাকড়াও করিলে ইহা হইতে তাহারা আর রক্ষা পাইল না। পুর্বের আয়াতের সাথে ইহাও উল্লেখিত ছিল- সে দিন আমি দৃঢ়তর ধারনে ধরিব; নিশ্চয় আমি প্রতিশোধ গ্রহনকারী। (পারা ২৫ সুরা ৪২ আয়াত ১৬) এই পাকড়াও হইয়াছিল বদরের যুদ্ধের দিন।

হাদীস- ২৬৪৬। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- দৌস গোত্রের জন্য দোয়া।

তোফায়েল ইবনে আমর এবং তাহার সঙ্গীরা রসূলুল্লাহ (দঃ) এর নিকট হাজির হইয়া বলিল- ইয়া রসূলুল্লাহ! দৌস গোত্রের লোকেরা আপনার আনুগত্য ও অনুসরণ করিতে অস্বীকার করিয়াছে। তাহাদের জন্য বদ দোয়া করুন। সবাই মনে করিল দৌস গোত্র এইবার ধ্বংশ হইয়া যাইবে। কিন্তু রসূলুল্লাহ (দঃ) তাহাদের জন্য দোয়া করিলেন- ইয়া আল্লাহ! দৌসকে হেদায়েত দান কর- ইসলামে প্রবেশ করাইয়া দাও।

হাদীস- ২৬৪৭। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)- **শত্রুদের প্রতি অভিশাপ করিতে নিষেধ করা।**

রসূলুল্লাহ (দঃ)কে ফজরের নামাজের দ্বিতীয় রাকাতের রুকু হইতে দাঁড়াইয়া সামিআল্লাহুলিমান হামিদাহ্, রাব্বানা লাকাল হামদ্ বলিয়া এইরূপ বলিতে শুনিয়াছি- হে আল্লাহ্, অভিশাপ বর্ষণ কর ছাফওয়ান ইবনে উমাইয়ার উপর, সোহায়েল ইবনে আমরের উপর এবং হারেছ ইবনে হেসামের উপর। তাঁহার এই অভিশাপের প্রেক্ষিতে কোরআন শরীফের আয়াত নাজেল হয়- "এই কার্যে তোমার কোনই সম্বন্ধ নাই যে তিনি তাহাদিগকে ক্ষমা করেন অথবা তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান করেন; নিশ্চয়ই তাহারা অত্যাচারী। "পারা ৪ সূরা ৩ আয়াত ১২৮)

হাদীস- ২৬৪৮। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **একটি অত্যন্ত মর্যাদাবান দোয়া।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- যে ব্যক্তি দৈনিক একশতবার পড়িবে- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহ্দাহু লা শারিকালাহু লাহুলমুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়্যিন কৃাদির- অর্থ-আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই। তিনি একক, তাঁহার কোন শরীক নাই। বাদশাহী একমাত্র তাঁহারই। সমস্ত প্রশংসাও শুধুমাত্র তাঁহারই জন্য। তিনি সব কিছুর উপর সর্ব শক্তিমান।- তাহার দশটি গোলাম আজাদ করার সওয়াব হইবে, তাহার আমলনামায় একশতটি সওয়াব লেখা হইবে, এবং তাহার আমল নামা হইতে একশতটি গোনাহ মুছিয়া ফেলা হইবে। ঐ দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত সে শয়তান হইতে সুরক্ষিত থাকিবে এবং কোন ব্যক্তি তাহার অপেক্ষা উত্তম সওয়াবের কাজ উপস্থিত করিতে পারিবে না। তবে হ্যাঁ, ঐ ব্যক্তি ব্যতীত- যে ইহার চাইতে বেশী আমল করিল।

হাদীস- ২৬৪৯। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **হাসান (রাঃ) ও হোসাইন (রাঃ) কে সমর্পন করার দোয়া।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) আপন পৌত্র হাসান (রাঃ) ও হোসাইন (রাঃ)কে নিম্ন বর্ণিত দোয়াটি দ্বারা আল্লাহতালার হেফাজতে সমর্পন করিতেন আর বলিতেন- তোমাদের আদি পিতা ইব্রাহীম (আঃ) এই দোয়াটি দ্বারা স্বীয় পুত্র ইসমাইল (আঃ) ও ইসহাক (আঃ)কে আল্লাহর হেফাজতে সমর্পন করিতেন' "আল্লাহতালার মঙ্গল, কল্যান ও বরকত পূর্ণ কালাম সমূহের আশ্রয়ে দিলাম তোমাদের উভয়কে- সমস্ত শয়তান, ভূতপ্রেত হইতে এবং সাপ, বিচ্ছু, বিষাক্ত কীট পতঙ্গ হইতে এবং সকল প্রকার বদনজর হইতে।"

হাদীস- ২৬৫০। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **শুধু আবশ্যক পরিমান খোরপোষের দোয়া।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার পরিবারবর্গকে খোর-পোষ শুধু আবশ্যক পরিমান দেওয়ার জন্য আল্লাহতা'লার নিকট দোয়া করিতেন।

YQADRI.BLOGSPOT.CO

হাদীস- ২৬৫১। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-দ্বীনের হেকমত দানের জন্য দোয়া।

রসুলুল্লাহ (দঃ) আমাকে তাঁহার বুকের সাথে জড়াইয়া ধরিয়া দোয়া করিলেন- আয় আল্লাহ! ইহাকে দ্বীনের হেকমত[১] দান কর, ইহাকে তোমার কেতাবের জ্ঞান দান কর। (১। সর্ব বিষয়ে সঠিক নির্ভুল জ্ঞান)

হাদীস- ২৬৫২। সূত্র- হযরত জায়েদ বিন আরকাম (রাঃ)- আনসারদের জন্য দোয়া।

আমি রসুলুল্লাহ (দঃ)কে এই দোয়া করিতে শুনিয়াছি- হে আল্লাহ! আনসারগনকে ক্ষমা কর এবং আনসারগনের ছেলেমেয়েদেরকেও এবং আনসারগনের পৌত্র পৌত্রীগনকেও ক্ষমা কর।

হাদীস- ২৬৫৩। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- দুনিয়া ও আখেরাতে ভাল রাখার দোয়া।

নবী করীম (দঃ) সাধারনতঃ এই দোয়া করিয়া থাকিতেন- রাব্বানা আতেনা ফিদ্দুনিয়া হাসানতাঁও ওয়াফিল আখেরাতে হাসানাতাঁও ওয়াক্বিনা আজাবান্নার- হে প্রভু আমাদিগকে দুনিয়াতে কল্যান দান কর, আখেরাতেও কল্যান দান কর। আর আমাদিগকে দোজখের আজাব হইতে রক্ষা কর। (পারা ২ সূরা ২ আয়াত ২০১)

হাদীস- ২৬৫৪। সূত্র- হযরত জাবের (রাঃ)- আজাব হইতে পানাহ চাওয়া।

সূরা আনআম (৭ পারা ১৪ রুকু) নাজেল হওয়া কালে 'উপরের দিক হইতে পাঠানো আজাব' এর উল্লেখ হইলে রসুলুল্লাহ (দঃ) দোয়া করিয়াছেন- হে আল্লাহ! আমি করজোড়ে এই শ্রেনীর আজাব হইতে পানাহ চাই। 'নীচের দিক হইতে আজাব' এর উল্লেখ হইলে তিনি দোয়া করিয়াছেন- প্রভু, আমি এই শ্রেনীর আজাব হইতেও পানাহ চাই। 'তোমাদের মধ্যে বিভেদ ও দলাদলি সৃষ্টি করিয়া সংঘর্ষে লিপ্ত করিতে পারেন' এর উল্লেখ হইলে তিনি বলিলেন- ইহা পূর্বের দুইটি অপেক্ষা সহজ ও নরম আজাব।

হাদীস- ২৬৫৫। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- অতি জোরে বা অতি আস্তে দোয়া না করা।

দোয়া করার নিয়ম উল্লেখিত আয়াতে রহিয়াছে- 'নামাজে অতি জোরেও পড়িবেন না, অতি আস্তেও পড়িবেন না।'

হাদীস- ২৬৫৬। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- রোগীর দর্শনে দোয়া।

রসুলুল্লাহ (দঃ) কোন রোগীর নিকট গেলে বা কোন রোগীকে তাঁহার নিকট আনা হইলে বলিতেন- ইয়া আল্লাহ! কষ্ট দুর করিয়া দাও। নিরাময় ও শেফা দান কর। তুমিই শেফা দানকারী। তোমার নিরাময় দানই হইল আসল

নিরাময়। তুমি এমন শেফা দান কর যাহা রোগকে ত্যাগ না করে[১]। [১। রোগ হইলেই যেন নিরাময় হয়]

হাদীস- ২৬৫৭। সূত্র- হযরত বরা ইবনে আজেব (রাঃ)- **অজু করিয়া শোয়া।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- শুইতে যাইবার ইচ্ছা করিলে নামাজের অজুর ন্যায় অজু করিবে। অতঃপর ডান কাত হইয়া বিছানায় শুইয়া বলিবে- "আয় আল্লাহ! আমি আমাকে তোমার নিকট সোপর্দ করিলাম, আমি আমার সকল ব্যাপার তোমার উপর ছাড়িয়া দিলাম এবং তোমাকেই আমার পৃষ্ঠপোষক বানাইলাম। তোমার আজাবকে আমি ভয় করি এবং তোমার রহমতের আশা করি। তোমা হইতে আশ্রয় নেওয়ার ও মুক্তি পাওয়ার তুমি ছাড়া আর কেহ নাই। তুমি যে কেতাব নাজেল করিয়াছ আমি উহার উপর ঈমান আনিয়াছি, তুমি যে নবী পাঠাইয়াছ আমি তাহার উপরও ঈমান আনিয়াছি।"

তোমার মৃত্যু হইলে[১] ফিতরতের উপর মৃত্যু হইবে। এই কথাগুলি তোমার কথার শেষে পড়। আমি আরজ করিলাম- আমি 'কি ওয়াবি রাসুলিকাল্লাযী আরসালতা বলিব? তিনি বলিলেন- না, ওয়াবি নাবিয়্যী কাল্লাযী আরসালতাই বলিবে। [১। এইরূপ পড়ার পর নিদ্রাকালে]

হাদীস- ২৬৫৮। সূত্র- হযরত হোজায়ফা (রাঃ)- **ডান হাত ডান গালের নীচে দিয়া শোয়া।**

নবী করীম (দঃ) রাত্রে বিছানায় শোয়ার সময় নিজের ডান হাত ডান গালের নীচে রাখিয়া পড়িতেন- আয় আল্লাহ! আমি তোমারই নামে মরি এবং তোমারই নামে বাঁচি। তিনি জাগিয়া বলিতেন- সকল প্রশংসার মালিক আল্লাহতা'লা, যিনি আমাকে মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করিয়া উঠাইয়াছেন। তাঁহারই দরবারে হাজির হইতে হইবে।[১] [১। মৃত্যুর পর]

হাদীস- ২৬৫৯। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **শুইবার আগে বিছানা ঝাড়িবে।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- কেহ বিছানায় যাওয়ার কালে যেন বিছানা ঝাড়িয়া নেয়। কেননা, সে জানেনা যে তাহার অবর্তমানে উহাতে কোন বিষাক্ত প্রাণী লুকাইয়া রহিয়াছে কিনা। ঝাড়ার পর পড়িবে- 'হে পরওয়ার দেগার! তোমারই নামে দেহ এলাইয়া দিলাম এবং তোমারই সাহায্যে তাহা আবার উঠাইব। যদি তুমি আমার জান কবজ কর, তবে তাহার উপর রহম কর। আর যদি তাহাকে থাকিতে দাও, তবে ঠিক সেইভাবে হেফাজত কর, যেইভাবে তুমি নেককারদের জানের হেফাজত করিয়া থাক।

হাদীস- ২৬৬০। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)- নিদ্রা ভঙ্গকালে দোয়া।

এক রাত্রে আমি মাইমুনা (রাঃ) এর নিকট রাত কাটাইলাম। নবী করীম (দঃ) উঠিয়া তাঁহার প্রয়োজনীয় কাজ সারিলেন এবং হাত মুখ ধুইয়া ঘুমাইলেন। আবার উঠিয়া মশকের নিকট গিয়া উহার মুখ খুলিলেন এবং মধ্যমাঝি ভাবের অজু করিলেন- খুব কম বা খুব বেশী পানি ব্যবহার করিলেন না। অতঃপর নামাজ পড়িলেন। আমিও একটু দেরী করিয়া ঘুম হইতে উঠিলাম। কারন, আমি চাই নাই যে আমি তাঁহাকে দেখিতেছি তাহা তিনি বুঝিয়া ফেলেন। তিনি দাঁড়াইয়া নামাজ পড়িতেছেন। আমি অজু করিয়া তাঁহার বাম দিকে দাঁড়াইলাম। তিনি আমার কান ধরিয়া আমাকে তাঁহার ডানদিকে ঘুরাইয়া দিলেন। তিনি পুরাপুরি ১৩ রাকাত নামাজ শেষ করিয়া আবার ঘুমাইয়া পড়িলেন, এমনকি নাক ডাকাও শুরু করিলেন। তিনি ঘুমাইলে নাক ডাকিত। এমন সময় বেলাল (রাঃ) আসিয়া তাঁহাকে নামাজের খবর দিলে তিনি নামাজ পড়িলেন কিন্তু অজু করিলেন না। তিনি দোয়া করিতে বলিতেন- ''আয় আল্লাহ! আমার অন্তরে নূর দাও, আমার চোখে নূর দাও, আমার কানে নূর দাও, আমার ডানে বাঁয়ে, উপরে নীচে এবং সামনে পেছনে নূর দাও। আমাকে নূর দান কর।''

হাদীস- ২৬৬১। সূত্র- হযরত আলী (রাঃ)- বিছানায় শুইবার পর তসবীহ।

গম পেষার চাক্কি চালাইবার দরুন ফাতেমা (রাঃ) এর হাতে ফোস্কা পড়িয়া গেলে তিনি নবী করীম (দঃ) এর নিকট একজন খাদেম চাহিতে আসিলেন। রসূল (দঃ)কে ঘরে না পাইয়া উদ্দেশ্যটি আয়েশা (রাঃ) এর নিকট বলিয়া আসায় তিনি ঘরে ফিরিলে আয়েশা (রাঃ) তাঁহাকে বিষয়টি জানাইলেন। তিনি আমাদের ঘরে তসরীফ আনিলেন। আমরা তখন শুইয়া ছিলাম। আমি উঠিতে চাহিলে তিনি 'স্ব অবস্থানে থাক' বলিয়া আমাদের দুইজনের মাঝখানে বসিলেন। এমনকি তাঁহার পদযুগলের শীতলতা আমি আমার বক্ষে অনুভব করিলাম। অতঃপর তিনি বলিলেন- আমি কি তোমাদিগকে চাকরের চাইতে উৎকৃষ্ট জিনিষ বাতলাইয়া দিব না? তোমরা যখন বিছানায় শুইতে যাইবে তখন ৩৩ বার[১] আল্লাহ আকবর ৩৩ বার সোবহানআল্লাহ এবং ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ পড়িবে। ইহা তোমাদের জন্য চাকরের চাইতে উত্তম। [১। ইবনে সিরিনের ফতহুল বারি ও মোসলেম শরীফ মতে ৩৪ বার।]

হাদীস- ২৬৬২। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- রাত্রের শেষ তৃতীয়াংশের ফজিলত।

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- রাত্রের শেষ তৃতীয়াংশে বাকি থাকাকালে প্রতি রাত্রেই আল্লাহতা'লা দুনিয়ার আসমানে অবতরন করিয়া বলিতে

থাকেন- আমার নিকট দোয়া করার কেহ আছে কি? আমি তাহার দোয়া কবুল করিব। আমার নিকট চাহিবার কেহ আছে কি? আমি তাহাকে দান করিব। আমার নিকট মাফ চাহিবার কেহ আছে কি? আমি তাহাকে মাফ করিব।

হাদীস- ২৬৬৩। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **নামাজ শেষে তসবীহ।**

দরিদ্র মোহাজেরগন আরজ করিলেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ! বিত্তবান লোকেরাই তো উচ্চ মর্য্যাদা ও চিরস্থায়ী নেয়ামতের দিকে আগাইয়া গেলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন- কিভাবে? তাহারা বলিলেন- তাঁহারা আমাদের মতই নামাজ পড়েন এবং জেহাদ করেন। তাঁহারা তাঁহাদের ধন সম্পদের অতিরিক্তটাও ব্যয়[১] করেন। কিন্তু আমাদের ধন মাল নাই। তিনি বলিলেন- আমি কি তোমাদিগকে এমন একটি জিনিষ বলিয়া দিব না, যাহার মাধ্যমে তোমরা তোমাদের পরবর্তীগনের চাইতে আগাইয়া যাইতে সক্ষম হইবে এবং অনুরূপ আমল করা ছাড়া কেহই তোমাদের সমকক্ষ হইতে পারিবে না?- প্রত্যেক নামাজের পর তোমরা দশবার সোবহান আল্লাহ, দশবার আলহামদুলিল্লাহ এবং দশবার আল্লাহ আকবর পড়িবে।

হাদীস- ২৬৬৪। সূত্র- হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রাঃ)- **নামাজ শেষে দোয়া।**

মুগীরা ইবনে শো'বা (রাঃ) মুয়াবীয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রাঃ) এর নিকট পত্র লিখিয়া জানাইলেন যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) প্রত্যেক নামাজের পর সালাম ফিরাইয়া পড়িতেন- এক আল্লাহ ভিন্ন আর কোন মাবুদ নাই। তাহার কোন শরীক নাই। সার্বভৌমত্ব তাহারই। সমস্ত প্রশংসা কেবল তাহারই প্রাপ্য। তিনি সকল কিছুর উপর শক্তিমান। আয় আল্লাহ! তুমি দান করিলে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা কাহারও নাই; তুমি বাধা দিলে দেওয়ার ক্ষমতাও কাহারও নাই। তোমার রহমত না হইলে কোন ভাগ্যবানের ভাগ্যই কোন উপকারে আসে না।

হাদীস- ২৬৬৫। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **উপদেশ দিতে দিতে বিরক্ত না করা।**

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন[১] - লোকদেরকে ওয়াজ শুনাইবে প্রতি শুক্রবারে।- ইহাতে সন্তুষ্ট না হইলে দুইবার। যদি ইহারও বেশী করিতে চাও, তবে তিনবার। কিন্তু এই কোরআনকে মানুষের বিরক্তির কারন বানাইবে না। আমি চাইনা তুমি কথাবার্তায় লিপ্ত একদল লোকের নিকট আসিয়া তাহাদের কথা কাটিয়া দিয়া তোমার ওয়াজ শুরু করিয়া তাহাদেরকে বিরক্ত কর। বরং তুমি চুপ থাক। যখন তাহারা আগ্রহভরে তোমাকে ওয়াজ করিতে বলিবে, তখন তাহাদেরকে ওয়াজ শুনাইবে। কিন্তু দোয়ার মধ্যে অলঙ্কার পূর্ন

এক মিলের শব্দ ব্যবহার পরিহার করিবে। কারন, আমি রসূলুল্লাহ (দঃ) এবং তাঁহার সাহাবাগনকে এইরূপ করিতেই দেখিয়াছি। ।১। তাহার শাগরেদ ইকরামাকে।

হাদীস- ২৬৬৬। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- দোয়া দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে করিতে হইবে।

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- তোমাদের কেহ দোয়া করিলে দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে করিবে। দোয়ায় এইরূপ বলিবে না যে, আয় আল্লাহ! তোমার ইচ্ছা হইলে আমাকে দাও। কারন, আল্লাহর উপর জবরদস্তি করার কেহ নাই।

হাদীস- ২৬৬৭। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- দোয়া দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে করিতে হইবে।

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- তোমাদের কেহ যেন কখনও এইভাবে দোয়া না করে- আয় আল্লাহ! যদি তুমি চাও তবে আমাকে মাফ কর এবং আমার উপর রহম কর। বরং একীন ও মনের দৃঢ়তা নিয়া দোয়া করিবে। কেননা, আল্লাহর উপর জবরদস্তি করার কেহ নাই।

হাদীস- ২৬৬৮। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- তাড়াহুড়া না করিলে দোয়া কবুল হয়।

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- তোমাদের যে কোন লোকের দোয়া কবুল হইয়া থাকে। তবে শর্ত এই যে, সে যেন তাড়াহড়া না করে এবং এমন কথা না বলে- দোয়াতো করিলাম, কিন্তু কবুলতো হইল না।

হাদীস- ২৬৬৯। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- বালা মসিবতে দোয়া।

রসূলুল্লাহ (দঃ) বিপদের সময় এই দোয়া পড়িতেন- আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নাই। তিনি অতি মহান, অতি সহনশীল। আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নাই। তিনি আসমান জমীনের রব এবং মহান আরশের মালিক।

হাদীস- ২৬৭০।সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- কঠিন মসিবতে দোয়া।

রসূলুল্লাহ (দঃ) এইরূপ দোয়া করিয়া থাকিতেন- আয় আল্লাহ! আমি আপনার আশ্রয় চাই বালা মসিবতের যাতনা হইতে, দূর্ভাগ্যাক্রান্ত হওয়া হইতে, দুঃখজনক অদৃষ্ট হইতে এবং এমন অবস্থা হইতে যাহা দেখিয়া শত্রু সন্তুষ্ট হয়।

হাদীস- ২৬৭১। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- শাস্তি প্রদানের দোয়া।

আমি নবী করীম (দঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি- আয় আল্লাহ! কোন ঈমানদার ব্যক্তিকে আমি যদি গাল মন্দ করিয়া থাকি কেয়ামতের দিন তুমি এই গালমন্দকে তাহার জন্য তোমার নৈকট্য বানাইয়া দাও।

হাদীস- ২৬৭২। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- ফেত্‌না হইতে পানাহ্‌ চাওয়া।

লোকজন রসুলুল্লাহ (দঃ)কে নানারূপ প্রশ্ন করাকালে অতিরিক্ত প্রশ্ন করিতে শুরু করিলে তিনি বিরক্তি বোধ করিলেন এবং রাগান্বিত হইয়া মিম্বরে আরোহন পূর্বক বলিলেন- 'আজ তোমরা যত পার প্রশ্ন কর। সকল প্রশ্নেরই আমি স্পষ্ট জবাব দিব'। ডানে বাঁয়ে তাকাইয়া দেখিলাম সকলেই নিজ নিজ কাপড়ে মাথা গুঁজিয়া কাঁদিতেছে। তাহাদের মধ্যে একজন লোক ছিল যাহাকে বিবাদের সময় লোকেরা অন্যের ঔরষজাত বলিয়া ডাকিত। সে উঠিয়া প্রশ্ন করিল- ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতা কে? তিনি বলিলেন- হোজায়ফা। ওমর (রাঃ) বলিতে লাগিলেন- আমরা আল্লাহকে রব হিসাবে, ইসলামকে দ্বীন হিসাবে এবং মোহাম্মদ (দঃ)কে রসুল হিসাবে গ্রহন করিয়াই সন্তুষ্ট। আমরা ফেতনা হইতে আল্লাহ'তালার পানাহ্‌ চাই। তখন রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন- আমি ভাল ও মন্দের যে দৃশ্য আজ দেখিয়াছি আর কখনও এমন দেখি নাই। আমি জান্নাত ও জাহান্নামকে নিজরূপে এমন পরিষ্কার ভাবে দেখিয়াছি যেন উহারা সামনের ঐ দুইটি দেয়ালের পেছনেই অবস্থিত।

এই হাদীস বর্ণনাকালে কাতাদা (রাঃ) এই আয়াত আবৃত্তি করিতেন- 'হে ঈমানদারগন, তোমরা এমন জিনিষ সম্পর্কে প্রশ্ন করিও না- যাহা তোমাদের নিকট প্রকাশ হইলে তোমাদের কেবল ক্ষতিই করিবে।''

হাদীস- ২৬৭৩। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- ভীরুতা ও অলসতা হইতে পানাহ্‌ চাওয়া।

নবী করীম (দঃ) দোয়া করিতেন- আয় আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ভাবনা ও দুশ্চিন্তা, অক্ষমতা ও অলসতা, ভীরুতা ও কৃপনতা, ঋনের কঠিন বোঝা ও লোকদের আধিপত্য হইতে পানাহ্‌ চাই।

হাদীস- ২৬৭৪। সূত্র- হযরত উম্মে খালেদ (রাঃ)- কবরের আজাব হইতে পানাহ্‌ চাওয়া।

আমি নবী করীম (দঃ)কে কবরের আজাব হইতে পানাহ্‌ চাহিতে শুনিয়াছি।

হাদীস- ২৬৭৫। সূত্র- হযরত সায়াদ ইবনে আবু অক্কাস (রাঃ)- কবরের আজাব হইতে পানাহ্‌ চাওয়া।

সায়াদ (রাঃ) এইরূপে ৫টি জিনিষ হইতে পানাহ্‌ চাইতে নির্দ্দেশ দিতেন এবং এইগুলি নবী করীম (দঃ) হইতে শুনিয়াছেন বলিয়া বর্ণনা করিতেনঃ- ''আয় আল্লাহ! আমি তোমার নিকট (১) কৃপনতা (২) ভীরুতা (৩) অতিবেশী বার্দ্ধক্যে উপনীত হওয়া (৪) দুনিয়ার ফেতনা এবং (৫) কবরের আজাব হইতে পানাহ্‌ চাই।

হাদীস- ২৬৭৬। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- স্রষ্টতা হইতে পানাহ চাওয়া।

নবী করীম (দঃ) এইরূপ দোয়া করিয়া থাকিতেন- আয় আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি (১) অকর্মন্যতা, (৩) অলসতা, (৩) ভীরুতা, (৪) অধিক বার্ধক্য, (৫) কবরের আজাব, (৬) ইহ জীবনের, মৃত্যু কালীন এবং পরকালের দ্বীন ঈমানের ক্ষতিকারক বিষয়াবলী হইতে।

হাদীস- ২৬৭৭। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- পানাহ চাওয়া।

নবী করীম (দঃ) পড়িতেন- আয় আল্লাহ! আমি তোমার নিকট পানাহ চাই অলসতা, অতি বার্ধক্য, ঋনের বোঝা এবং গোনাহ খাতাহ হইতে। আয় আল্লাহ! আমি তোমার নিকট পানাহ চাই- জাহান্নামের আজাব ও জাহান্নামের সংকট হইতে, কবরের আজাব ও কবরের সংকট হইতে, ধনাঢ্যতা ও দারিদ্রের পরীক্ষার ক্ষতিকারক দিক হইতে এবং মসীহ দাজ্জালের ফেত্না হইতে। আয় আল্লাহ! গোনাহ্ খাতাগুলি বরফ ও শিলার পানি দ্বারা ধুইয়া মুছিয়া ফেল এবং আমার অন্তরকে সকল গোনাহ হইতে পরিস্কার করিয়া দাও- যেইভাবে সাদা কাপড় ময়লা হইতে পরিস্কার করা হইয়া থাকে। আর আমারও আমার গোনাহ খাতাগুলির মধ্যে পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের দূরত্বের সমান দূরত্ব সৃষ্টি করিয়া দাও।

হাদীস- ২৬৭৮। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- জাগতিক লাভের দোয়া।

নবী করীম (দঃ) অধিকাংশ সময় এই বলিয়াই দোয়া করিতেন- আয় আল্লাহ! আমাদেরকে দুনিয়ার সৌন্দর্য্য ও কল্যান এবং আখেরাতের সৌন্দর্য্য ও কল্যান দান কর এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আজাব হইতে বাঁচাও।

হাদীস- ২৬৭৯। সূত্র- হযরত আবু মুসা (রাঃ)- আগে পরের সব গোনাহ মাফ করার দোয়া।

নবী করীম (দঃ) দোয়া করিয়া থাকিতেন- হে পরওয়ার দেগার! মাফ করিয়া দাও আমার সকল গোনাহ্, আমার অজ্ঞতাজনিত গোনাহ্, আমার কাজের সব রকমের বাড়াবাড়ি আর আমার ঐসব গোনাহ যাহা তুমি জান। আয় আল্লাহ! মাফ করিয়া দাও আমার সব ভুল ত্রুটি। আমার ইচ্ছাকৃত, অজ্ঞতা প্রভৃত এবং হাঁসি ঠাট্টা মূলক গোনাহ। এই সকলই আমার মধ্যে রহিয়াছে- যাহা গোপনে এবং প্রকাশ্যে করিয়াছি। তুমিই প্রথম এবং তুমিই শেষ। তুমি সকল বিষয়ে সর্ব শক্তিমান।

আমল

হাদীস- ২৬৮০। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **আমল অল্প ও সহজ করা।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) সাহাবীগনকে কোন আমলের আদেশ করিতে এমন আমল করিবার আদেশ করিতেন যাহা সর্বদা সহজে করিয়া যাওয়া সম্ভব। সেই জন্য তিনি যথাসম্ভব অল্প ও সহজ আমলের শিক্ষা দিতেন। সাহাবীগণ নেক কাজের প্রতি অত্যন্ত আগ্রহশীল ছিলেন। তাঁহারা বেশী বেশী ও কঠিন কঠিন এবাদত নিজেদের উপর মানিয়া লইবার চেষ্টায় থাকিতেন এবং মনে মনে এইরূপ ভাব পোষণ করিতেন যে হযরত (দঃ) নিষ্পাপ; তাঁহার মর্যাদা অনেক উর্ধে; সেই জন্য তাঁহার এবাদতের প্রয়োজন নাই। এই ভাবিয়া তাঁহারা কোন সময় বলিয়া ফেলিতেন-ইয়া রসূলুল্লাহ (দঃ)! আমরা তো আপনার মত নই। আপনি সম্পূর্ণ নিষ্পাপ, পূর্বাপর সমস্ত গোনাহই আপনার জন্য মাফ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এইরূপ উক্তিতে রসূল (দঃ) রাগান্বিত হইয়া উঠিতেন, তাঁহার চেহারা মোবারকের উপর রাগের চিহ্ন প্রকাশ পাইত। তারপর ঐ ভুল ধারনা নিরসন করে বলিতেন, "নিশ্চয়ই জানিও, আল্লাহকে আমি সবচেয়ে বেশী ভয় করিয়া থাকি। কারন, আল্লাহর মারেফাত ও তত্ত্বজ্ঞান সকলের চেয়ে বেশী আছে আমার।"

হাদীস- ২৬৮১। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **সর্বোৎকৃষ্ট আমল।**

একদা রসূল (দঃ) এর খেদমতে আরজ করা হইল- সর্বোৎকৃষ্ট আমল কি? হযরত (দঃ) বলিলেন- আল্লাহ এবং আল্লাহর রসূলের প্রতি খাঁটি বিশ্বাস স্থাপন করা। পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হইল- তারপর? হযরত (দঃ) বলিলেন- আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করা। আবার আরজ করা হইল- তারপর? হযরত (দঃ) বলিলেন- এইরূপ হজ্ব করা যাহা আল্লাহর দরবারে গ্রহনযোগ্য হয়।

হাদীস- ২৬৮২। সূত্র- আবু হোরায়রা (রাঃ)-**প্রতি নেক আমলে দশ নেকী কিন্তু প্রতি বদ আমলে এক গোনাহ।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন-যাহার ইসলাম গ্রহণ খাঁটি ও পূর্ণাঙ্গ হইবে তাহার প্রতিটি নেক আমলে দশ হইতে সাতশত নেকী এবং প্রতি বদ আমলে এক এক গোনাহ লেখা হইবে।

হাদীস-২৬৮৩। সূত্র- হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)- **নেক কাজের ফল দশ হইতে সাত শত গুণ।**

বর্ননাকারী সাহাবী রসূল (দঃ)কে বলিতে শুনিয়াছেন- কোন মানুষ যখন ইসলাম কবুল করে এবং তাহার ইসলাম গ্রহণ খাঁটি ও পূনাঙ্গ হয় তখন আল্লাহতা'লা তাহার পূর্বের সকল গোনাহ মাফ করিয়া দেন। পূর্বের হিসাব পরিস্কার হওয়ার পর মুহূর্ত হইতে তাহার জন্য কার্য্যানুপাতে

প্রতিফল এই হিসাবে দান করা হয় যে, নেক কাজে এক এর পরিবর্তে দশ হইতে সাতশত গুণ পর্যন্ত এবং গোনাহের কাজে সমান সমান অর্থাৎ এক এর পরিবর্তে এক। অবশ্য আল্লাহ যদি তাহার গোনাহ মাফ করিয়া দেন।[১]

(১। মাফ করিয়া দিতেও পারেন অর্থে।)

হাদীস- ২৬৮৪। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **আমলের ক্ষেত্রে মধ্যম পন্থা ও নিয়মানুবর্তিতা।**

একদা নবী করীম (দঃ) আয়েশা (রাঃ) এর গৃহে আসিয়া দেখিলেন তথায় অন্য একজন মহিলা বসিয়া আছে। নবী করীম (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন- মহিলাটি কে? আয়েশা (রাঃ) তাহার পরিচয় বলার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিলেন যে এই মহিলাটি রাত্রিভর তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ে, নিদ্রা যায় না। নবী করীম (দঃ) ইহা শুনিয়া বলিলেন-এইরূপ করা ভাল নয়। তোমরা এই পরিমান আমল অবলম্বন করিবে যাহা সর্বদা পালন করিতে পার। তিনি শপথ করিয়া ইহাও বলিলেন যে অবশ্য আল্লাহতা'লা সওয়াব দান করিতে ক্লান্ত বা কুণ্ঠিত হইবেন না। কিন্তু তোমরাই ক্লান্ত হইয়া ঐ আমল ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইবে। যে পরিমাণ আমলকে সর্বদা বজায় রাখিয়া চলা যায় উহাই আল্লাহর নিকট অধিক পছন্দনীয়।

হাদীস- ২৬৮৫। সূত্র- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- **তাকবীর তাশরীক।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- দিনগুলিতে[১] এই[২] আমলের চাইতে উত্তম কোন আমল নাই। জেহাদও নয় কি? জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিয়াছিলেন- জেহাদও নয়; তবে সেই ব্যক্তির কথা স্বতন্ত্র যে নিজের জানমাল ধ্বংসের মুখে জানিয়াও জেহাদের দিকে আগাইয়া যায় এবং কিছু নিয়াই ফিরিয়া আসে না। [১। জিলহজ্বের প্রথম দশ দিন। ২। তাকবীরে তাশরীক]

হাদীস- ২৬৮৬। সূত্র- হযরত মাসরুক (রাঃ)- **পসন্দনীয় আমল যাহা নিয়মিত।**

আমি আয়েশা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম- নবী করীম (দঃ) এর নিকট কোন্ আমল সবচাইতে বেশী পসন্দনীয়? তিনি বলিয়াছেন- যেই আমল সব সময় করা যায়। অতঃপর জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম- রাতের বেলায় তিনি কখন উঠিতেন? তিনি জবাব দিলেন- যখন মোরগের ডাক শুনিতেন।

হাদীস- ২৬৮৭। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **নিজ সামর্থ অনুযায়ী নফল আমল।**

একদা নবী করীম (দঃ) আসিয়া দেখিতে পাইলেন যে দুইটি খুঁটির মাঝে রশি টাঙ্গানো রহিয়াছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন- এই রশিটি কিসের জন্য? লোকেরা বলিল- এই রশি জয়নবের। রাতের বেলা তিনি এবাদত করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িলে ইহার উপর গা এলাইয়া দেন। শুনিয়া

নবী করীম (দঃ) বলিলেন- না, ইহা খুলিয়া দাও। মনে ফূর্তি ও সতেজ ভাব থাকা পর্যন্তই যে কোন লোকের এবাদত বন্দেগী করা উচিত। যখন সে ক্লান্ত হইয়া পড়িবে তখন তাহার বসিয়া পড়া উচিত।

অন্য বর্ণনায়- বনি আসাদ গোত্রের একজন মহিলা আমার[১] নিকট উপস্থিত ছিলেন। এমতাবস্থায় রসুল (দঃ) আমার নিকট আগমন করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, মহিলাটি কে? আমি বলিলাম- অমুক মহিলা আর তাহার নামাজের কথা উল্লেখ করিয়া বলিলাম যে সে রাতে ঘুমায় না। এই সব শুনিয়া রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন- থামো! সাধ্য অনুসারেই তোমাদের আমল করা উচিত। কেননা, তোমরা ক্লান্ত না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ ক্লান্ত[১] হন না। [১। সওয়াব বন্ধ করা অর্থে- আল্লাহর কোন ক্লান্তি নাই।] [১। আয়েশা (রাঃ)]

হাদীস-২৬৮৮। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **আমল নিয়মিত করা।**

নবী করীম (দঃ) শাবান মাসের ন্যায় এত অধিক রোজা আর কোন মাসে রাখিতেন না। তিনি শাবান মাসের প্রায় পুরাটাই রোজা রাখিতেন এবং সকলকে বলিতেন যে তোমরা সামর্থ অনুযায়ী আমল কর। আল্লাহতা'লা অপারগ[১] হইবেন না যতক্ষন পর্যন্ত না তোমরা অক্ষম হইয়া পড়। নবী করীম (দঃ) এর নিকট সর্বাধিক পসন্দনীয় এমন নামাজ যাহা সর্বদা পড়া যায়, পরিমানে তাহা যত কমই হউক না কেন। নবী করীম (দঃ) যখন কোন নামাজ পড়িতেন সর্বদা এই রীতিতেই পড়িতেন। [১। ফল প্রদানে।]

হাদীস- ২৬৮৯। সূত্র- হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)- **আল্লাহ নেক আমলের কোনটাই বাদ দেন না।**

এক বেদুঈন নবী করীম (দঃ) এর নিকট আসিয়া হিজরত সম্পর্কে জানিতে চাহিলে তিনি বলিলেন- হিজরতের ব্যাপারটা অত্যন্ত কঠিন। তোমার উট আছে কি? লোকটি বলিল, হ্যাঁ আছে। তিনি বলিলেন- উহার সদকা আদায় কর কি? সে বলিল, হ্যাঁ করি। তিনি বলিলেন- উহা হইতে দান কর কি? সে বলিল- হ্যাঁ। তখন নবী করীম (দঃ) বলিলেন- তাহা হইলে সমুদ্র পাড়ে হইলেও আমলগুলি করিয়া যাও। কেননা, আল্লাহ তোমার আমলের কোনটাই বাদ দিবেন না।

হাদীস- ২৬৯০। সূত্র- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওতবা (রাঃ)- **বাহ্যিক দেখিয়াই ভালমন্দ স্থির করন।**

আমি ওমর (রাঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি- রসুলুল্লাহ (দঃ) এর বর্তমানে লোকদেরকে অহীর ভিত্তিতে পাকড়াও করা হইত। কিন্তু তাঁহার অবর্তমানে অহীর দরজা বন্ধ। এখন পাকড়াও করা হইবে প্রকাশ্য আমল ও কাজ কর্ম বিচারে। এখন যাহারা বাহ্যত ভাল আমলের প্রমান দিতে পারিবে তাহাকে নিরাপত্তা দেওয়া হইবে ও কাছে টানিয়া নেওয়া হইবে। তাহার গোপনীয় ও অপ্রকাশ্য বিষয়ে হিসাব নিকাশ আল্লাহ করিবেন। যে ব্যক্তি খারাপ কাজের

প্রমান দিবে তাহাকে নিরাপত্তাও দেওয়া হইবে না এবং সত্যবাদী বলিয়াও জানা হইবে না। যদিও সে বলে যে তাহার গোপন ও অপ্রকাশ্য দিকগুলি খুবই ভাল।

হাদীস- ২৬৯১। সূত্র- হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ)- **বেহেশত লাভের বাক্য।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) এর খায়বর অভিযানে যাত্রাকালে একটি নিম্নভূমির নিকটবর্তী হইলে সহযাত্রীগণ আল্লাহ আকবর, আল্লাহ আকবর, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলিয়া ভীষন জোরে চিৎকার করিয়া উঠিলে রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন- তোমরা নিজের উপর রহম কর। তোমরা যাহার নাম জপ করিতেছ তিনি দূরে নন বরং তোমাদের সাথেই আছেন। আমি তাঁহার যানবাহনের পেছনেই ছিলাম। তিনি আমাকে বলিতে শুনিলেন- লা হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ- বিপদ আপদ ও সব রকমের ক্ষয়ক্ষতি হইতে বাঁচিবার এবং সুখ সুবিধা ও লাভজনক কার্য্য সমাধা করিবার শক্তি একমাত্র আল্লাহতালার নিকট হইতেই লাভ হইতে পারে। তিনি আমাকে ডাকিয়া বলিলেন- তোমাকে এমন একটি বাক্য শিক্ষা দিব কি যাহা বেহেশত লাভের জন্য অমূল্য রত্ন? আমি বলিলাম- হ্যাঁ, আমার মাতাপিতা আপনার উপর উৎসর্গ। তিনি বলিলেন- লা হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ।

হাদীস- ২৬৯২। সূত্র- হযরত আলী (রাঃ)- **বিশেষ আমল গোলাম রাখা অপেক্ষা উপকারী।**

ফাতেমা (রাঃ) নিজ হাতে যাঁতা ঘুরানোর ফলে হাতে ফোসকা পড়িয়া যাওয়ার অভিযোগ নিয়া নবী করীম (দঃ) এর কাছে আসিলেন। তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন যে রসুল (দঃ) এর নিকট কিছু গোলাম আসিয়াছে। নবী করীম (দঃ) এর সাথে তাঁহার দেখা না হওয়ায় তিনি আয়েশা (রাঃ) এর নিকট ঘটনা বলিয়া চলিয়া গেলেন। রসুল (দঃ) আসিলে আয়েশা (রাঃ) তাঁহাকে অবহিত করিলেন।

আমরা ঘুমের জন্য শুইয়া পড়ার পর রসুল (দঃ) আসিলেন। আমরা উঠিতে চাহিতেছিলাম। কিন্তু তিনি বলিলেন- নিজ স্থানে থাক। তিনি আসিয়া আমার ও ফাতেমা (রাঃ) এর মাঝখানে বসিলেন। আমি পেটে তাঁহার পায়ের স্পর্শ অনুভব করিলাম। তিনি বলিলেন- তোমরা আমার কাছে যাহা চাহিয়াছ তাহার চাইতেও কল্যানকর জিনিষের কথা কি তোমাদেরকে বলিয়া দিব? যখন বিছানায় যাও তেত্রিশবার সোবহান আল্লাহ[১], তেত্রিশবার আলহামদুলিল্লাহ[২] এবং চৌত্রিশবার আল্লাহ আকবার[৩] পড়িবে। ইহা তোমাদের উভয়ের জন্য খাদেমের চাইতেও উত্তম। [১। আল্লাহ অতীব পবিত্র, ২। সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, ৩। আল্লাহ মহান।- [মতান্তরে ৩৩ বার]

হাদীস- ২৬৯৩। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **জিকরের ফজিলত।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- যে ব্যক্তি দিনে একশতবার পড়ে- একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নাই, তাহার কোন শরীক নাই, সার্বভৌমত্ব ও সকল প্রশংসা একমাত্র তাহারই আর তিনি সমস্ত বস্তুর উপর শক্তিমান- সে ব্যক্তি দশটা গোলাম আজাদ করার সওয়াব পাইবে, তাহার জন্য একশতটা নেকী লেখা হইবে এবং তাহার একশতটা গোনাহ মিটাইয়া দেওয়া হইবে, ঐ দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত তাহার শয়তান হইতে রক্ষা পাওয়ার ব্যবস্থা করা হইবে এবং ইহা তাহার চাইতে বেশী পাঠকারী ভিন্ন অন্য কেহ তাহার চাইতে উত্তম হইবে না।

হাদীস- ২৬৯৪। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **জিকরের ফজিলত।**

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- আল্লাহতা'লার তরফ হইতে নিয়োজিত একদল ফেরেশতা আল্লাহর জিকরে নিয়োজিত[১] লোকদের খোঁজে ঘুরিয়া বেড়ায়। আল্লাহর জিকরে মশগুল লোকদেরকে দেখিতে পাইলে তাহারা একে অপরকে ডাকিয়া বলে- নিজ দায়িত্ব পালনে এই দিকে চলিয়া আস। তখন সেই ফেরেশতারা তাহাদের ডানা দ্বারা ঐ লোকদেরকে ঘিরিয়া ফেলে এবং ঘিরিতে ঘিরিতে ফেরেশতাদের স্তর আসমান পর্যন্ত পৌঁছিয়া যায়। তখন ফেরেশতাদের রব তাহাদেরকে জিজ্ঞাসা করে- আমার এই বান্দাগন কি বলিতেছে?- অথচ তিনি ইহা ফেরেশতাদের চাইতে ভাল জানেন। ফেরেশতারা বলে- তাহারা আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছে, আপনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করিতেছে, আপনার গুনকীর্তন ও প্রশংসা করিতেছে এবং আপনার মাহীত্ম বর্ণনা করিতেছে। তখন আল্লাহ তাহাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন- তাহারা কি আমাকে দেখিয়াছে? তাহারা উত্তর দেয়- না, আপনার কসম! তাহারা আপনাকে কখনও দেখে নাই। আল্লাহতা'লা বলেন- তাহারা আমাকে দেখিলে কি করিত? ফেরেশতারা বলে- আপনাকে দেখিলে তাহারা আপনার আরও বেশী এবাদত করিত। আরও অধিক মাহাত্ম ঘোষনা করিত এবং আরও বেশী বেশী আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করিত।

নবী করীম (দঃ) বলেন- আল্লাহতা'লা জিজ্ঞাসা করেন- তাহারা আমার নিকট কি চায়? ফেরেশতারা জবাব দেয়- তাহারা আপনার নিকট জান্নাত পাইতে চায়। আল্লাহতা'লা বলেন- তাহারা কি উহা দেখিয়াছে? ফেরেশতারা বলে- না, আপনার কসম! হে রব! তাহারা উহা দেখে নাই। আল্লাহতা'লা জিজ্ঞাসা করেন- তাহারা জান্নাত দেখিলে কি করিত? ফেরেশতারা জবাব দেয়- জান্নাত দেখিলে তাহারা আরও তীব্র ও অধিক আকাঙ্খা করিত এবং তাহাদের পাওয়ার আগ্রহ আরও অধিক বাড়িয়া যাইত।

নবী করীম (দঃ) বলেন- আল্লাহতা'লা তারপর জিজ্ঞাসা করেন- তাহারা কি হইতে বাঁচিতে চায়? ফেরেশতারা বলে- জাহান্নাম হইতে। আল্লাহতা'লা বলেন- তাহারা কি জাহান্নাম দেখিয়াছে? ফেরেশতারা জবাব দেয়- না, আপনার কসম! তাহারা উহা দেখে নাই। আল্লাহতা'লা জিজ্ঞাসা করেন- দেখিলে তাহারা কি করিত? ফেরেশতারা বলে- জাহান্নাম দেখিলে তাহারা উহা হইতে আরো বেশী পালাইয়া বাঁচিত এবং উহাকে আরও অধিক ভয় করিয়া চলিত।

নবী করীম (দঃ) বলেন- তখন আল্লাহতা'লা ফেরেশতাদেরকে বলেন- তোমরা সাক্ষী থাক, আমি তাহাদের সবাইকে মাফ করিয়া দিলাম। এই ফেরেশতাদের একজন বলে- ইহাদের মধ্যে এমন একজন রহিয়াছে যে ঐ জিকরকারীদের মধ্যে শামিল নয়। সে অন্য কোন প্রয়োজনে আসিয়াছিল। আল্লাহতা'লা বলেন- এই মজলিসের লোকগন এত মর্য্যাদাবান যে, তাহাদের সাথে যাহারা বসে, তাহারাও বঞ্চিত হয় না। [১। জিকর অর্থ- নামাজরত, কোরান হাদীস অধ্যয়নরত, ইলমেদ্বীন দান ও বিতরনরত, জ্ঞানচর্চা ও আলোচনায় রত ইত্যাদি। আল্লাহ প্রদত্ত বিধি অনুযায়ী যে কোন কাজ করাই জিকর। মুখের জিকর, মনের জিকর, দেহের জিকর]

হাদীস- ২৬৯৫। সূত্র- হযরত আবু মুসা (রাঃ)- **জিকর করা ও না করার পার্থক্য।**

রবকে স্মরন করা ব্যক্তি ও রবকে স্মরন না করা ব্যক্তির দৃষ্টান্ত হইল জীবিত ও মৃত ব্যক্তির অনুরূপ।

হাদীস- ২৬৯৬ । সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **আল্লাহতা'লার নিরান্নব্বই নাম।**

আল্লাহতা'লার নিরান্নব্বই নাম। এই নামগুলি যে মুখস্ত করিয়া নেয়, সে বেহেশতে যাইবে। আল্লাহ বেজোড়[১]। তিনি বেজোড়ই পসন্দ করেন। [১। 'এক' সংখ্যা বেজোড়]

হাদীস- ২৬৯৭। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- **আল্লাহর রহমত ছাড়া শুধু আমল মুক্তি দিতে পারিবে না।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) একদা বলিলেন- তোমাদের কাহারও আমল তাহাকে মুক্তি দিতে পারিবে না। সাহাবীরা জিজ্ঞাসা করিলেন- আপনাকেও নয়- ইয়া রসুলাল্লাহ (দঃ)! তিনি বলিলেন আমাকেও আমার আমল নাজাত দিতে পারিবে না যদি আল্লাহর রহমত আপাদমস্তক আবৃত করিয়া না নেয়। অবশ্য তোমরা সত্য পথে অগ্রসর হইতে থাক এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভে সচেষ্ট থাক। আর সকালে বিকালে ও শেষ রাত্রির অন্ধকারে এবাদতের অভ্যাস কর

এবং মধ্যপন্থায় নেক আমলে আত্মনিয়োগ করিয়া চল, উদ্দেশ্য স্থলে পৌঁছিতে সক্ষম হইবে।

হাদীস- ২৬৯৮। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **রহমত ছাড়া আমল মুক্তি দিতে পারিবে না।**

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- তোমরা সত্য ও সঠিক পথে অগ্রসর হইতে থাক এবং আল্লাহতালার নৈকট্য লাভে সচেষ্ট থাক আর সুসংবাদ গ্রহন কর। নিশ্চয় জানিয়া রাখিও, শুধু আমল কাহাকেও বেহেশতের অধিবাসী করিতে পারিবে না। সাহাবীগন জিজ্ঞাসা করিলেন- ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনাকেও না? তিনি বলিলেন- আমিও বেহেশত লাভ করিতে পারিব না যদি না আল্লাহতালা রহমত দ্বারা আমার আপাদ মস্তক আবৃত করিয়া নেন।

হাদীস- ২৬৯৯। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)-**কম হইলেও সর্বদা করা আমল ভাল।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- সোজা পথে চলিতে থাক এবং আল্লাহপাকের নৈকট্য লাভের চেষ্টা করিয়া যাইতে থাক। বিশ্বাস রাখিও, তোমার আমল তোমাকে বেহেশতের অধিকারী বানাইতে পারিবে না। জানিয়া রাখিও, যে আমল সর্বদা করা হয় উহা পরিমানে কম হইলেও আল্লাহর নিকট অধিক পসন্দনীয়।

হাদীস- ২৭০০। সূত্র- হযরত আয়েশা (রাঃ)- **নিয়মিত আমল অল্প হইলেও অধিক পসন্দনীয়।**

নবী করীম (দঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইল- কোন প্রকার আমল আল্লাহতালার নিকট অধিক পসন্দনীয়? তিনি বলিলেন- যে আমল সর্বদা করা হয় যদিও তাহা পরিমানে কম হয়। তোমাদের জন্য সহজ সাধ্য পরিমান আমলই তোমরা অবলম্বন করিও।

হাদীস- ২৭০১। সূত্র- হযরত আনাস (রাঃ)- **কেবল আমলই মৃত্যুর পর সঙ্গী হয়।**

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- প্রত্যেক মানুষের মৃত্যুর পর কবর পর্যন্ত তিনটি জিনিষ (১) আত্মীয় স্বজন, (২) কিছুমাল[১] ও (৩) আমল- তাহার সঙ্গে যায়। কেবল আমল চির সঙ্গী হয়। অপর দুইটি ফিরিয়া আসে। ।১। খাটিয়া।।

হাদীস- ২৭০২। সূত্র- হযরত ইমরান ইবনে হোছাইন (রাঃ)- **তকদীর অনুযায়ী আমল করা হয়।**

একব্যক্তি বলিল- ইয়া রাসুলাল্লাহ! দোজখবাসীদের মধ্য হইতে বেহেশতবাসীগনকে চিনিতে পারা যাইবে কি? তিনি বলিলেন- হ্যাঁ। সে বলিল- মানুষ তাহা হইলে আমল করিবে কেন? তিনি বলিলেন- প্রত্যেক ব্যক্তি তাহাই করিবে যাহা তাহার জন্য নির্ধারন করা হইয়াছে।

হাদীস- ২৭০৩। সূত্র- হযরত আলী (রাঃ)- তকদীরের উপর বসিয়া না থাকিয়া আমল করার নির্দেশ।

আমরা নবী করীম (দঃ) এর সাথে বসিয়া ছিলাম। হস্তস্থিত লাঠি দ্বারা জমীন খুঁড়িতে খুঁড়িতে তিনি বলিলেন- তোমাদের প্রত্যেকের স্থান দোজখে বা বেহেশতে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। এক ব্যক্তি বলিল- ইয়া রাসুলাল্লাহ! তবে কি আমরা নির্ভর[১] করিয়াই থাকিব? তিনি বলিলেন- না। তোমরা আমল করিতে থাক। কেননা, প্রত্যেক আমলই সহজ। অতঃপর নবী করীম (দঃ) এই আয়াত পাঠ করিলেন- ''অনন্তর যে দান করে ও সংযত হয় এবং সদ্বিষয়কে সত্য জ্ঞান করে; ফলত অচিরেই আমি তাহার জন্য সহজ পথকে সহজতর করিব; পরন্তু যে কৃপনতা করিতেছে ও নিশ্চিন্ত হইয়াছে; এবং তদ্বিষয়ে অসত্যারোপ করিতেছে ফলতঃ অচিরেই আমি তাহার জন্য কঠিন পথকে সহজতর করিব। এবং যখন সে অধঃপতিত হয় তখন তাহার ধনসম্পদ তাহার জন্য ফলপ্রদ হইবে না।।'' (পারা ৩০ সূরা ৯২ আয়াত ৫ -১১)

হাদীস- ২৭০৪। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- সোবহান আল্লাহে ওয়া বেহামদিহি পড়ার ফজিলত।

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- যে ব্যক্তি দিনে একশত বার 'সোবহান আল্লাহে ওয়া বেহামদিহি' পড়ে তাহার গোনাহ সমূহ সমূদ্রের সমস্ত ফেনাপুঞ্জের পরিমানে হইলেও মাফ করিয়া দেওয়া হয়।

হাদীস- ২৭০৫। সূত্র- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- অতিসহজ দুইটি বাক্য ওজনে অতি ভারী।

নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন- এমন দুইটি বাক্য আছে যাহা দয়াময় আল্লাহর নিকট খুবই প্রিয়, অথচ উচ্চারনে খুবই সহজ ও ওজন দন্ডের পরিমাপে খুবই ভারী। বাক্য দুইটি হইল- ''সোবহানাল্লাহি ওয়া বেহামদিহি, সোবহানাল্লাহীল আ'জীম।''- মহাপবিত্র আল্লাহ, তাঁহার জন্য সমস্ত প্রশংসা। মহা পবিত্র আল্লাহ, তিনি মহামহীম।

সমাপ্ত

hafezyusuf90 Aayqadri Aayqadri Yqadri Yqadri